প্রেম-বিলাস।

সার্দ্ধ চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

শ্রীনিত্যানন্দ দাস বিরচিত।

শ্রীযুক্ত বাবু যশোদালাল তালুকদার দ্বারা প্রকাশিত।
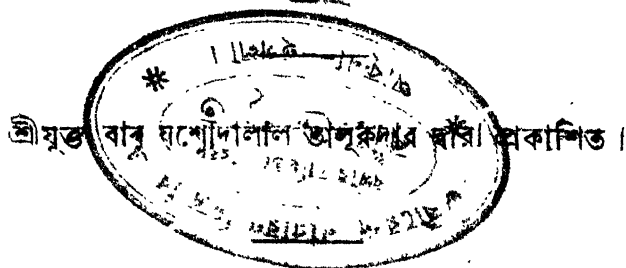
কলিকাতা।

বাগবাজার, ১৩ নং আনন্দ চাটুয্যের লেনস্থিত
পত্রিকা প্রেস হইতে
শ্রীতড়িৎকান্তি বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সন ১৩২০ সাল।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা		পংক্তি
পৃথ্বি	পৃথ্বী	১৭২	বা	২২
বিলেপন	বিলপন	১৭২	বা	২৬
জিতামিশ্র	জিতামিত্র	১৭৯	দ	১৭
কাষ্ঠ কাটা	কাষ্ঠ কাহার	১৭৯	দ	২০
স্বামীর	গোস্বামীর	১৭৯	দ	২৯
আরম্ভিলাকৈলা	আরম্ভণকৈলা	১৮০	বা	১২
অমি	আমি	২১৩	বা	৩
নাশ	আশ	২১৩	বা	১৩
ভগারথে	ভগীরথে	২১৩	দ	২৮
ভাগীরথ	ভগীরথ	২১৪	বা	১৯
প্রভু	প্রভুর	২১৪	বা	২০
পুরুন	পরুষ	২৩৯	বা	২৪
তাহাদের	তাহাদেরে	২৪০	দ	৫
নিত্যানন্দ	নিত্যানন্দে	২৪১	দ	১০
পদ্মাবতী	পদ্মাতীরে	৩৪০	বা	২৪
এগার সিন্দুরে	এগার সিন্দুরে	৩৪০	দ	৫
ঊনিশে	ঊনিশে	৩৪০	দ	১৩
বারেন্দ্রে	বরেন্দ্রে	৩৪১	বা	৯

কতিপয় শব্দের অর্থ।

	পৃষ্ঠা	ভাগ	পংক্তি
প্রয়াস—অন্বেষণ	৩	বা	২৫
জগমোহন—বারান্দার পর মন্দিরের মধ্যভাগ।	৩৪	বা	২৮
প্রহেলী—হেয়ালী ; দুর্জ্জ্ঞেয়ার্থা লক্ষণ,— ঋতস্য গোপনং যত্র, চাসত্যস্য প্রকাশনং। অর্থ স্যাপাত মাত্রেণ, কথ্যতে সা প্রহেলিকা॥ যেখানে আপাততঃ সত্য অর্থের গোপন ও অসত্য অর্থের প্রকাশ হয় তাহাকে প্রহেলিকা বলে।	৪	দ	২৫
আশোয়ার—অশ্বারোহী সৈন্য	৫৮	বা	২১
টহল—ভোগাদির পরিচর্য্যা	৮৫	দ	৬
সাটোপ—গর্ব্ব, ঠমক।	১০৬	বা	৩
আর্দ্র—তিতা, ভিজা।	১০৯	দ	২
নির্ম্মঞ্চন—আরাধন, সেবন, আরতি।	১১৬	দ	১৭
কোড়া—দড়ীর ন্যায় পাক দেওয়া কাপড়।	১৬৩	বা	১৯
শিরোপায়—বকসিস	১৬৩,	দ	১১
ফরমান—হুকুমনামা, আজ্ঞাপত্র সনদ।	১৬৭	বা	২৯
ফাগু—আবির,	১৮২	বা	১৪
পশ্বালম্ভ—পশুবধ যাগ	১৯৩	বা	২

ভূমিকা।

প্রেম-বিলাস প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থ, ইহা বহু পরিশ্রমে ও বহু অর্থব্যয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার শ্লোক সংখ্যা দশহাজার। এই গ্রন্থ সার্দ্ধ চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। গ্রন্থের অধ্যায়ের নাম বিলাস। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের অতিশয় বিস্তৃত একটী সূচী লিখিয়াছেন। তাহাকে গ্রন্থের সারও বলা যাইতে পারে; গ্রন্থকারও তাহাকে এক প্রকার সূত্রই বলিয়াছেন। সেই বিস্তৃত সূচীর নাম অর্দ্ধবিলাস। তাহাতেও চব্বিশটী বিলাস আছে। প্রত্যেক অধ্যায়েরই এক একটী সূচী এক একটী অধ্যায়রূপে বর্ণিত হইয়াছে। অর্দ্ধবিলাস পাঠ করিলেই গ্রন্থে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা বিশদরূপে জানা যায়।

১৫২২ শকাব্দে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহা হস্ত লিখিত মূল গ্রন্থে বর্ণিত আছে। যথা—

"পনরশত বাইশ যখন শকাব্দের আসিল।
ফাল্গুন মাস আসিয়া উপস্থিত হৈল॥
কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি মনের উল্লাস।
পূর্ণ করিল গ্রন্থ শ্রীপ্রেমবিলাস॥"

২৪ বিলাস।

অর্দ্ধ বিলাসের শেষে একটী শ্লোক ও আছে। যথাঃ—

শ্রীচৈতন্য প্রসাদেন, পক্ষ দ্বি তিথি সম্মিতে
শাকে প্রেমবিলাসোঽয়ং, ফাল্গুনে পূর্ণতাং
গতঃ॥

গ্রন্থের রচয়িতা খণ্ডবাসী শ্রীজাহ্নবা দেবীর শিষ্য নিত্যানন্দ দাস। বিংশ বিলাসে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

"মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবা ঈশ্বরী।
যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি॥
বীরচন্দ্র প্রভু মোর শিক্ষা গুরু হয়।
আমারে করুণা তিঁহো কৈলা অতিশয়॥
মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
* * * * * *
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিল।
এবে নিত্যানন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিল॥"

এই গ্রন্থে জানিবার বিষয় অনেক আছে প্রভুত্রয় ও পণ্ডিত গোস্বামীর অনেক বিবরণ এবং বংশাবলী এই গ্রন্থে [illegible] শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের [illegible] নরোত্তমের [illegible] হইয়াছে। [illegible] জাহ্নবাদেবী [illegible] ও মাহাত্ম্য [illegible] সনাতন, [illegible] অন্যান্য বহু [illegible]

শ্রীনিবাসাদির প্রধান প্রধান শাখাগণের বিবরণও এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থের চতুর্ব্বিংশ বিলাসে রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে—বল্লালের কথা, পঞ্চ ঋষির আগমন, বংশ বর্ণন, কৌলীন্য স্থাপন, কুলমর্য্যাদার বিবরণ, কাপ, বংশজ, পরিবর্ত্ত, করণ, পাল্টী, প্রকৃতি, আর্ত্তি, ক্ষেম্য ইত্যাদি মেল, পটী বন্ধন প্রভৃতি সামাজিক বহু বিষয় ইহাতে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পরিশিষ্ট স্বরূপ।

চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্য-চরিতামৃতের রচনা কালও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা—

চৌদ্দশত পচানব্বই শকাব্দের যথন।
শ্রীচৈতন্যভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন।
পনর শত তিন শকাব্দের যথন॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবারে কৃষ্ণাপঞ্চমীতে।
পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে॥

এই সম্বন্ধে গ্রন্থকার চৈতন্যচরিতামৃত হইতে সময় নিরূপণের একটী শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শাকেঽগ্নি বিন্দু বাণেন্দৌ,
জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
[illegible]মিত পঞ্চম্যাং,
[illegible]ং গতঃ॥ ১৫০৩।

[illegible] রচিত "কর্ণানন্দ" নামে [illegible] আছে। গ্রন্থকার গঙ্গাতীর স্থিত বুধইপাড়াতে থাকিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেই গ্রন্থ ১৫২৯ শকে সম্পূর্ণ হয়। যথা—

"বুধই পাড়াতে বসি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চ দশ শত আর বৎসর ঊনত্রিংশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥"

কর্ণানন্দ ষষ্ঠ নির্য্যাস।

এই কর্ণানন্দে প্রেমবিলাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যে প্রকারে গৌড়দেশে গমন করিলা।
প্রেমবিলাস গ্রন্থ মাঝে বিস্তারি কহিলা।
লিখিলেন সেই গ্রন্থ জাহ্নবা আদেশে।
গ্রন্থ প্রকাশিলা তাহা নিত্যানন্দ দাসে॥

কর্ণানন্দ ষষ্ঠ নির্য্যাস।

প্রভুর চরিত্রকথা জাহ্নবী আদেশে।
রচিলেন প্রেমবিলাসে নিত্যানন্দ দাসে॥

কর্ণানন্দ সপ্তম নির্য্যাস।

প্রেমবিলাসের বর্ণিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের অন্তর্দ্ধান প্রসঙ্গ লইয়া যতনন্দন দাস কর্ণানন্দের সপ্তম নির্য্যাসে বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন,—

"প্রেমবিলাসে ইহা না কৈলা প্রকাশে।
প্রথমে লিখিলা কিছু না লিখিলা শেষে॥"

শ্রীবৃন্দাবনের চূড়াধারী শৃগালাদি সহজিয়া প্রভৃতি দোষিগণের বিরুদ্ধে একখানা প্রাচীন পাতীতেও প্রেমবিলাসের প্রমাণ

দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পাতাখানিও এই সঙ্গে দেওয়া গেল।

এই গ্রন্থের বিংশবিলাস পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া মুর্শিদাবাদের ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় মুদ্রিত করেন। কিন্তু, সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রচার হওয়া বিশেষ প্রয়োজন ও আবশ্যক মনে করিয়া আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া আটখানি হস্তলিখিত প্রেমবিলাস সংগ্রহ করতঃ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই সার্দ্ধ চতুর্ব্বিংশতিবিলাসে সম্পূর্ণ প্রেমবিলাস মুদ্রিত করিলাম।

যে যে স্থান হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি, নিম্নে সেই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

নবদ্বীপ শ্রীবাস আঙ্গিনার পূর্ব্বে শ্রীশ্যাম-সুন্দরের আখড়ার মহন্ত ৺ব্রজমোহন দাস বাবাজি মহাশয় তিনখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একখানিতে সতর বিলাসের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আছে। এই হস্ত লিখিত পুস্তকখানি অতি প্রাচীন, বোধ হয় ২০০ বৎসরের পূর্ব্বের লিখিত।

আর একখানিতে বিংশবিলাসের অধি কাংশ পর্য্যন্ত আছে, শেষে দুই তিনখানা পাতা নাই। পুস্তকখানি অত্যন্ত প্রাচীন জীর্ণ ও কীটদষ্ট, এই পুস্তকখানি আড়াই শত বৎসরেরও অধিক কালের হইবে।

আর একখানিতে বিংশবিলাস সম্পূর্ণ আছে। তাহাতে নকলের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। ১৭৭২ শকাব্দে শ্রাবণ মাসে এই গ্রন্থ লেখা হইল।" [illegible] ১৩১৩ সাল। সুতরাং এই নকলের বয়ঃক্রম [illegible] বৎসর হইয়াছে।

ঢাকা কৌতজঙ্গ, [illegible] গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন দে ভক্তবর মহাশয় একখানি প্রাচীন হস্ত লিখিত প্রেমবিলাস দিয়াছেন, তাহাতে বিংশবিলাস পর্য্যন্ত আছে। শেষ পাতায় লাল কালীতে এইরূপ লেখা আছে,—

"প্রাচীন মুখে শুনিয়াছি, প্রেমবিলাস সাড়ে চব্বিশ বিলাসে পূর্ণ। আমি বিশবিলাস মাত্র পাইয়াছি।" এই পুস্তকে নকলের সময় লেখা নাই। ভক্তবর দে মহাশয় বলিলেন, তাঁহার পিতা বৃন্দাবন হইতে এই পুস্তক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। দে মহাশয়ের বয়স ৭৩।৭৪ বৎসর হইবে। তাহার পিতা প্রথম বয়সে এই পুস্তক সংগ্রহ করেন। পুস্তকখানি ১৩০ কিম্বা ১৪০ বৎসরের লেখা হইতে পারে।

ত্রিপুরা চাঁদপুর, গুণানন্দী বাজে অর্থপুর ভক্তবর ৺[illegible]কুমার চৌধুরী মহোদয় একখানি প্রাচীন হস্ত লিখিত প্রেমবিলাস দিয়াছিলেন। তাহাতে বাইশ বিলাস পর্য্যন্ত আছে। নকলের সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। ৫০।৬০ [illegible] হয়।

শ্রীহট্ট কান[illegible] বাবু অচ্যুতচরণ [illegible] একখানি প্রাচীন [illegible] নকল দিয়াছেন [illegible] পর্য্যন্ত আছে।

এতদ সম্বন্ধে অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন—"২৬।২৭ বৎসর হইল হুগলী বদনগঞ্জ নিবাসী ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি আমার লিখিত মতে আমার কাছে একখানা প্রেমবিলাস প্রেরণ করেন, উহাতে ২২ বিলাস পর্য্যন্ত ছিল। আমি শেষের দুইটি বিলাস নকল করিয়া রাখিয়া মূল প্রাচীন পুথিখানা তাঁহার কাছে ফেরত পাঠাইয়া ছিলাম। মূল পুথিখানার মালিক ত্রিপুরা জেলার ভক্তদাস বৈরাগী নামক এক ব্যক্তি ছিলেন এবং উহা ১১৫২ সালের লিখিত। সুতরাং প্রায় ১৬৭ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। সে পুথিখানা তুলট কাগজে লিখিত, মধ্যে মধ্যে কীটদষ্ট হইয়াছিল।"

বর্দ্ধমান মিঠুরীর শ্রীযুক্ত অভয়ানন্দ দাস অভ্যাগত বাবাজি মহাশয় একখানি প্রাচীন হস্ত লিখিত প্রেমবিলাস সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা সাড়ে চব্বিশ বিলাসে সম্পূর্ণ। পুস্তকখানি দেড় শত বৎসরের অধিক কালের লেখা হইবে।

বাঁকুড়া ইন্দেশের শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রাচীন হস্ত লিখিত প্রেমবিলাস এবং কলিকাতা ৮২।১ নং নিমতলা ষ্ট্রীট নিবাসী ৺ উপেন্দ্রমোহন গোস্বামি প্রভু মহাশয়ের প্রাচীন হস্ত লিখিত প্রেমবিলাস দেখিয়া খড়দহের ৺অখিলমোহন [illegible]গোস্বামি প্রভু মহাশয় মুদ্রিত করিবার [illegible]সর কাপি প্রস্তুত করেন। [illegible]মৃত্যুতে পুস্তকখানি মুদ্রিত [illegible] পারেন নাই। সেই কাপিখানি এবং ৺উপেন্দ্রমোহন গোস্বামি প্রভু মহাশয়ের সেই প্রাচীন হস্ত লিখিত পুস্তকখানি খড়দহের শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন গোস্বামি প্রভু মহাশয় আমাদিগকে দিয়াছেন। সেই পুস্তক সাড়ে চব্বিশ বিলাসে সম্পূর্ণ। পুস্তকখানি শতেক বৎসরের লেখা বলিয়া বোধ হয়। ইহা কীটদষ্ট, নকলের সন নাই।

ছাপাতে কিছু কিছু ভুল রহিয়াছে, এইজন্য একখানা শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল। শুদ্ধিপত্র দেখিয়া পাঠকগণ তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন। নামের মধ্যে ভুল আছে, তাহাও সংশোধন করিয়া শুদ্ধিপত্রে দেওয়া হইল এবং বিস্তৃত সূচীপত্রও দেওয়া গেল। পাঠকগণ সূচীপত্র পাঠ করিয়া অর্দ্ধবিলাস পাঠ করিবেন, পরে মূল গ্রন্থ দেখিবেন। যে সকল মহাত্মারা আমাদিগকে হস্ত লিখিত পুস্তক প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, তাঁহাদিগের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিলাম।

যদি কেহ এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি এই পুস্তকের মন্তব্য সহিতে অবিকল মুদ্রিত করিতে পারিবেন. ইহাতে আমরা কোন আপত্য করিব না। গ্রন্থের বহুল প্রচারই আমাদের উদ্দেশ্য। যিনি মুদ্রিত করেন, তিনি যেন শুদ্ধি পত্র দেখিয়া ভুল সংশোধন করিয়া লন। এইটীই আমাদের অনুরোধ।

শ্রীযশোদালাল তালুকদার।

১০নং বিশ্বম্ভর মল্লিকের লেন। কলিকাতা।

চূড়াধারী প্রভৃতি দোষী বিষয়ক শ্রীধাম বৃন্দাবনের ব্যবস্থাপত্র।

শ্রীগোবিন্দো জয়তি।

শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধাবিনোদলাল, শ্রীরাধারমণ, শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীশ্যামসুন্দর। (১)

নাম্নাচূড়াধারি কপীন্দ্রি শৃগালাদীনামীশ্বরাভিমানিত্বেনাপরাধিতয়া সম্প্রদায়িত্বহানি রবৈষ্ণবত্বঞ্চ রাসাদি লীলানুকারিত্বেনাসত্ত্বাং পাতিত্যঞ্চ সঞ্জাত মতস্তৈস্তন্মতাবলম্বিভিশ্চ সাকং সম্প্রদায়ি বৈষ্ণবানাং ন ভোজনাদি ব্যবহারঃ কর্ত্তব্য ইতি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বিনাং বিদুষাং পরামর্শঃ। (২)

---

(১) পাতীর উপরের এই সাতটী নাম মোহরাঙ্কিত।

(২) তাৎপর্য্যার্থ।

চূড়াধারী, কপীন্দ্রী, শৃগালাদি নামধারী বৈষ্ণবাভাসগণ ঈশ্বরাভিমান করিত বলিয়া অপরাধী হয় এই হেতুক তাহাদের সম্প্রদায়িত্ব হানি এবং অবৈষ্ণবত্ব ঘটিয়াছে। আর তাহারা রাসাদিলীলার অনুকরণ করিত বলিয়া অসৎ, এইজন্য তাহাদের পাতিত্যও জন্মিয়াছে। অতএব তাহাদিগের এবং তন্মতাবলম্বিদিগের সহিত সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের ভোজনাদি ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণের অভিমত।

চূড়াধারী মাধব, বিষ্ণুদাস কাপীন্দ্রী এবং শৃগাল বাসুদেব দোষী ও ত্যাগী। চূড়াধারী-মাধবের গণ "চূড়াধারী," বিষ্ণুদাস কপীন্দ্রীর গণ "কপীন্দ্রী," শৃগাল বাসুদেবের গণ "শৃগাল" নামে অভিহিত।

অত্র প্রমাণানি প্রদর্শ্যন্তে। (৩)

ঈশ্বরাভিমানিত্ব মেষাং শ্রীচৈতন্যভাগবতে। (৪)

"মধ্যে মধ্যে কথোকথো পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর ভরণ লাগি পাপীষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি কেহ আপনারে বোলে॥
কোন মহাপাপী ছাড়ি কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
আপনারে গাওয়ায় কত বা ভূতগণ।
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন ছাড়ি ভূতের কীর্ত্তন॥
দেখিয়াছি দিনে দিনে অবস্থা তাহার।
কোন লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়দেশে আরো এক ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচমাত্র কাচে॥ (৫)
সে পাপীষ্ঠ আপনারে বোলয়ে গোপাল।
অতএব তারে সভে বোলয়ে শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বোলে সেই ছার শোচ্যতর॥"

ইতি।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে নাম ধেয়ানি ন দৃশ্যন্তে অত্র কারণং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। (৬)

---

(৩) এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

(৪) এই সকলের ঈশ্বরাভিমানিত্ব চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে [illegible]

(৫) কাচ অর্থ বেশ [illegible] কাচন অর্থ অন্যের বেশ [illegible]

(৬) শ্রীচৈতন্যভাগব[illegible] তেছে না এই বিষয়ের [illegible] চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে [illegible]

"অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন।"

গ্রন্থান্তরে দৃশ্যন্তেচ

তথাহি গৌরগণ চন্দ্রিকায়াং। (১)

চৈতন্য দেবে জগদীশ বুদ্ধীন্
কেচিজ্জনান বীক্ষ্যচ রাঢ় বঙ্গে।
স্বস্বেশ্বরত্বং পরিবোধয়ন্তো
হ্যন্বেশবেশংব্যচরন্ বিমূঢ়াঃ॥ (২)

তেষাস্তু কশ্চিদ্দ্বিজ বাসুদেবো,
গোপালদেবঃ পশুপাঙ্গজোঽহং।
এবংহি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী,
শৃগাল সংজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে॥ (৩)

শ্রীবিষ্ণু দাসো রঘুনন্দনোঽহং,
বৈকুণ্ঠধাম্নঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ।
ভক্তা মমেতিচ্ছলনাপরাধা,
ত্যক্তঃ কপীন্দ্রীতি সমাখ্যয়ার্য্যৈঃ॥ (৪)

উদ্ধারাণং ক্ষিতি নিবসতাং
শ্রীল নারায়ণোঽহং,
সংপ্রাপ্তোঽস্মিব্রজ বনভুবো
মূর্দ্ধি চূড়াং নিধায়।
মন্দং হৃষ্যান্নিতিচ কথয়ন্
ব্রাহ্মণো মাধবাখ্য,
শচূড়াধারী স্থিতিজনগণৈঃ
কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে॥ (৫)

কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ শদ্রযাজকঃ।
দেবলোঽসো পরিত্যক্ত, শৈচতন্যেনেতি
বিশ্রুতঃ॥
অতিবড়াদয়োঽপ্যন্যে, পরিত্যক্তাশ্চ
বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ, সঙ্গা দ্ধর্ম্মোবিনশ্যতি॥

(১) কিন্তু গ্রন্থান্তরে গৌরগণ-চন্দ্রিকায় স্বরূপতত্ত্ব নির্ণয়ে নাম দেখা যায়।

(২) লোক সকল শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবে পরমেশ্বর বুদ্ধি করিতেছে দেখিয়া বিমূঢ়চেতা কোন কোন পাপিগণ রাঢ় এবং বঙ্গদেশে নিজের নিজের ঈশ্বরত্ব জ্ঞাপন করিতে করিতে ঈশ্বরের বেশ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছিল।

(৩) তন্মধ্যে বাসুদেব নামক একটী ব্রাহ্মণ "আমি নন্দপুত্র গোপাল" এইরূপে আপনাকে বিখ্যাত করাইবার নিমিত্ত প্রলাপ করিত। সে শৃগালের ন্যায় ফেউ ফেউ করিত বলিয়া রাঢ়দেশে শৃগাল নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাঢ়দেশে সে "শৃগাল বাসুদেব" নামে প্রসিদ্ধ।

(৪) বিষ্ণুদাস নামে একটী কায়স্থ বলিত "আমি রঘুনন্দন রাম, বৈকুণ্ঠধাম হইতে সমাগত হইয়াছি, হনুমান অঙ্গদাদি কপীন্দ্রগণ আমার ভক্ত" এইরূপ ছলনাপরাধে সে আর্য্য বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক কপীন্দ্রী নাম প্রাপ্ত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সে বঙ্গে "কপীন্দ্রী" নামে বিখ্যাত।

(৫) মাধব নামে একটী ব্রাহ্মণ মস্তকে চূড়া ধারণ করিয়া মন্দ মন্দ হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিত "আমি নারায়ণ কৃষ্ণ, পৃথিবীস্থ মানবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত বৃন্দাবন হইতে সমাগত হইয়াছি।" বঙ্গদেশের জনগণ কর্ত্তৃক সেই মাধব চূড়াধারী নামে কীর্ত্তিত হয়। বঙ্গদেশে সে "চূড়াধারী" নামে বিদিত।

আলাপাদ্গাত্রসংস্পর্শাৎ, নিশ্বাসাৎ সহ
ভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তি হ পাপানি, তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥ (১)
প্রেমবিলাসেচ।

শ্রীচৈতন্য দেবে ভক্তি করে সর্ব্বজন।
তাহারে ঈশ্বর বলি গায় অনুক্ষণ ॥
তাহা দেখি কোন কোন মহাপাপিগণ।
নিজ নিজ ঈশ্বরত্ব করয়ে স্থাপন ॥
আপনার ঈশ্বরত্ব বলিয়া বলিয়া।
কৃষ্ণবেশে লোক নাশে রাঢ়ে বঙ্গে গিয়া ॥
বাসুদেব নামে বিপ্র বড় দুরাচার।
রাঢ়দেশে করে পাপী বড় অনাচার ॥
বোলে আমি ঈশ্বর নন্দের নন্দন গোপাল।
শুনি সব লোকে তারে বোলয়ে শিয়াল ॥
এই মহাপাপী হৈল মহাপ্রভুর ত্যাজ্য।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের হইল অগ্রাহ্য ॥

(১) সেই চূড়াধারী মাধব কান্যকুব্জ ছিল, কৃষ্ণ-লীলা করিত, শূদ্রযাজী এবং দেবল অর্থাৎ পূজারী ছিল। চৈতন্যদেব ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

অতিবড়ী (আমরা অত্যন্ত বড় এইরূপ অভিমানী) প্রভৃতি অপর কতকজন দোষী, বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সেই সকল চূড়াধারী প্রভৃতির সংসর্গ কর্ত্তব্য নহে, করিলে ধর্ম্মনষ্ট হইবে। ইহাদের সহিত আলাপ, গাত্রস্পর্শ, নিশ্বাস ও একত্র ভোজন করিলে, জলে তৈল বিন্দুর ন্যায় পাপ সকল প্রসারিত হইয়া শরীরে সঞ্চারিত হয়।

আর এক কায়স্থ পাপী নাম বিষ্ণুদাস।
আপন ঐশ্বর্য্য বঙ্গে করয়ে প্রকাশ ॥
বোলে আমি রঘুনাথ বৈকুণ্ঠ হইতে।
জগৎ উদ্ধারার্থ উপস্থিত অবনীতে ॥
হনুমান অঙ্গদাদি যত কপীন্দ্রগণ।
সকল আমার ভক্ত জান সর্ব্বজন ॥
নানা ছলে লোকনষ্ট করে দুরাচার।
কপীন্দ্রী বলিয়া নাম হইল তাহার ॥
সেই কপীন্দ্রী হৈল মহাপ্রভুর ত্যাজ্য।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের হইল অগ্রাহ্য ॥
মাধব নামে বিপ্র কোন রাজার পূজারী।
শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কার নিল চুরি করি ॥
কোন স্থানে গোপের পল্লীতে চলি গেল।
গোয়ালার পৌরোহিত্য করিতে লাগিল ॥
কামুক পাপীষ্ঠ তথি কাচি চূড়াধারী।
আপনারে গাওয়ায় "কৃষ্ণ নারায়ণ" করি ॥
বোলে আমি চূড়াধারী "কৃষ্ণ নারায়ণ।"
আমারে ভজিলে যাবে বৈকুণ্ঠ ভবন ॥
গোপ গোপীগণ তার একান্ত অধীন।
গোপ গোপী লঞা সদা নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥
চূড়াধারী কাচি গোয়ালিনী লঞা লীলা।
চূড়াধারী নামে ইথে বিখ্যাত হইলা ॥
চণ্ডালাদি যত অন্ত্যজের নারীগণ।
কৃষ্ণ-লীলাচ্ছলে করে তাদের সঙ্গম ॥
কোন দিন মাধব নারীগ
নীলাচলে উপস্থিত হইলে
চূড়াধারী কাচি মাধব না
মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে করি
প্রভু কহে ইহো কোন্
নারী সহ লীলা খেলা ধ

কহে ভক্তগণ চূড়াধারী ধর্ম্মভ্রষ্ট।
যে দেশে করিবে বাস দেশ হবে নষ্ট॥
ইহো অপরাধী পতিত, মুখ না দেখিবা।
পুরুষোত্তম হৈতে শীঘ্র তাড়াইয়া দিবা॥
শুনি ভক্তগণ তারে তাড়াইয়া দিল।
চূড়াধারী পলাইয়া বঙ্গদেশে গেল॥
ঈশ্বরাভিমানী চষ্টে যমের কিঙ্কর।
নরক ভুঞ্জাবে যাবৎ চন্দ্র দিবাকর॥ ইতি।

অপরাধিত্বং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভু বাক্যে—

"জীবে বিষ্ণুমানি এই অপরাধ চিহ্ন।"

অপরাধি বর্জ্জনং বারাহে ভগবদ্বাক্যে—

যে বৈ ন বর্জ্জয়ন্ত্যেতানপরাধান্ ময়োদিতান্।
সর্ব্বধর্ম্ম পরিভ্রষ্টাঃ পচ্যন্তে নরকে চিরং। (২)

অবৈষ্ণবত্বং শ্রীভক্তিসন্দর্ভধৃত পুরাণে ভগবদ্বাক্যে—

শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে, যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী, মদ্ভক্তোঽপি
ন বৈষ্ণবঃ॥ (৩)

প্রেম বিলাসেচ।

গাণপত্য আর সৌর আর শাক্ত, শৈব।
অপরাধী আদি সভাকেই কহে অবৈষ্ণব॥

অসৎসঙ্গ শ্রীভাগবতে—

সঙ্গং ন কুর্য্যা দসতাং শিশ্নোদর তৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগ স্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ॥

টীকাচ দিগ্দর্শনী। অসতাং লক্ষণ মাহ। শিশ্নোদরে তর্পয়ন্তীতি শিশ্নোদরতৃপ স্তেষাং। ক্বচিৎ কদাচিদপি। আস্তাং তাবত্তাদৃশানাং বহুনাং সঙ্গ স্তস্যৈকস্যাপ্যনুগঃ অনুবর্ত্তী। ইত্যেষা। (১)

পাতিত্যঞ্চ শ্রীভাগবতে।

নৈতৎসমাচরেজ্জাতু, মনসাপিহ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্, যথারুদ্রোঽব্ধিজং
বিষং॥

টীকাচ বৈষ্ণব-তোষণী। এতত্তস্য ব্যতিক্রমময় মীশ্বরাচরিতং সাহসং ন সম্যগাচরেৎ। সম্যগিত্যস্য নিষেধে তাৎপর্য্যং, একাংশেনাপ্যনাচরেদিত্যর্থঃ। জাতু কদাচিদপি তত্রচ মনসাপি, কিমুত বাচা কর্ম্মণা বা। হি হেতৌ, নিশ্চয়ে বা, বিশেষেণ সমূলতয়া লোকদ্বয়

---

(২) অপরাধী বর্জ্জন বরাহপুরাণে—

মৎ কথিত এই অপরাধ সকল যাহারা বর্জ্জন না করে, তাহারা সর্ব্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া চিরকাল নরকে পচিতে থাকে।

(৩) অবৈষ্ণবত্বের প্রমাণ ভক্তিসন্দর্ভ-ধৃত পুরাণে—

শ্রুতি এবং স্মৃতি আমারই আজ্ঞা, যে তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া চলে, সে আমার আজ্ঞাচ্ছেদী এবং আমার বিদ্বেষী। সে আমার ভক্ত হইলেও অর্থাৎ ভক্তির আচরণ করিলেও বৈষ্ণব হইতে পারে না।

(১) অসতের প্রমাণ—শ্রীএকাদশে। অসতের লক্ষণ বলা যাইতেছে—যে শিশ্ন এবং উদরের তর্পণ করে অর্থাৎ অগম্যাগমন ও অভক্ষ্য-ভক্ষণ করে, তাহাকে অসৎ বলে। এই অসৎগণের সংসর্গ কখনও করিবে না। তাদৃশ বহু অসতের সঙ্গ করা দূরে থাকুক, সেই একটি অসতের অনুবর্ত্তী হইলেও অন্ধের অনুগত অন্ধের ন্যায় অন্ধতম নামক নরকে পতিত হয়।

দুঃখিত্বাদি প্রকারেণ নষ্টাতি। মৌঢ্যাৎ ঈশ্বরাণা মৈশ্বর্য্য মাত্মন শ্চাসামর্থ্য মজ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। ইত্যেষা। (২)

ভোজন নিষেধঃ—পাদ্মে উমা-মহেশ্বর সংবাদে—

অবৈষ্ণবাস্তু যে বিপ্রা, শ্চাণ্ডালাদধমাঃ
স্মৃতাঃ।
তেসাং সম্ভাষণং স্পর্শং সোম পানাদি-
বর্জয়েৎ॥

---

(২) পাতিত্যের প্রমাণ—শ্রীদশমে।

যেমন, সমুদ্র মথনে উত্থিত—বিষের জ্বালায় অনীশ্বর দেবাসুরগণ পলায়িত হন, কিন্তু মহাদেব সেই বিষ পান করেন; সেইরূপ অনীশ্বরব্যক্তি ধর্ম্ম ব্যতিক্রম মত্ত পরদারা-ভিমর্ষণ এই ঈশ্বরাচরিত সাহস সম্যক আচরণ করিবে না। সম্যক ইহার নিষেধে তাৎপর্য্য, কোন সময়েও মন দ্বারাও সম্যক অর্থাৎ একাংশেও আচরণ করিবে না, বাক্য দ্বারা এবং কর্ম্মদ্বারা যে আচরণ করিবে না তাহাতে আর কথা কি?

যদি মূর্খতা বশতঃ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য এবং নিজের অসামর্থ্য জানিতে না পারিয়া, বাক্য কর্ম্ম দূরের কথা, মনদ্বারাও আচরণ করে, তবে নিশ্চয় বিশেষরূপে সমূলে লোকদ্বয় দুঃখিত্বাদি প্রকারে নষ্ট হয়। অর্থাৎ ইহলোকে নিন্দা ও সমাজে অচলরূপ দুঃখ এবং পরকালেও নরক যন্ত্রণা রূপ দুঃখ লাভ করে। এইজন্য উভয় লোকেই পতিত। ভগবান পরদারাভিমর্ষণচ্ছলে অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

টীকা১ দিগ্দর্শনী। আদিশব্দেন সহবাসাম ভক্ষণাদি। ইত্যেষা। ইতি। (৩)

১। শ্রীজগদানন্দ গোস্বামিনাং
২। শ্রীকৃষ্ণমণি গোস্বামিনাং
৩। শ্রীরামতনুশর্ম্ম গোস্বামিনাং
৪। শ্রীগোপীলাল গোস্বামিনাং
৫। গোস্বামি শ্রীসখালাল শর্ম্মণাং
৬। শ্রীকেশবলাল গোস্বামিনাং
৭। টহলা শ্রীকিশোরানন্দ পূজারী কামদার
৮। শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভু টহলিয়া শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মণঃ সম্মতিরত্র
৯। শ্রীঈশ্বরী জিউ কুঞ্জ টহলা শ্রীউদ্ধব দাস।
১০। শ্রীশ্রী৺জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরাঙ্গ শ্রীমধুসূদন দাস
১১। শ্রীনিমাইদাসস্য সম্মতং
১২। শ্রীজগন্নাথ দাস টহলিয়া
১৩। শ্রীব্রহ্মকুণ্ড-বাসী বৈষ্ণব-গণের সম্মতি
১৪। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দাস
১৫। শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস
১৬। স্যামকুণ্ডবাসী শ্রীগৌরগোপাল দাস
১৭। গোবর্দ্ধনবাসি শ্রীকৃষ্ণদাসানাং
(সিদ্ধ কৃষ্ণদাস)

---

(৩) অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ [illegible] অধম, তাহাদের সহিত [illegible] সোম-পান, সহবাস এব[illegible] বর্জ্জন করিবে।

১৮। রাধাকুণ্ডবাসি শ্রীজগদানন্দ দাসানাং (পণ্ডিত বাবাজি)

১৯। শ্রীহরিদাসস্য সম্মতিরত্র

২০। যোগপীঠ নিবাসী শ্রীকৃষ্ণদাস

২১। অত্রার্থে সম্মতিঃ শ্রীগোপীদাসস্য

২২। শ্রীসদানন্দ দাসস্য সম্মতং

২৩। শ্রীগোপালদাস

২৪। শ্রীমাধবদাস

২৫। শ্রীনারায়ণ দাস

২৬। শ্রীগোকুলানন্দ জিউ কায়দার শ্রী বিশ্বম্ভর দাস

২৭। সম্মতি রত্র শ্রীউদ্ধব দাসস্য

২৮। শ্রীমোহন দাস

২৯। শ্রীগোকুল দাসস্য

৩০। সম্মতি রস্মিন্, শ্রীমাধব দাসস্য

ইতি।

---

১১ বিলাসে ১২৮ পৃষ্ঠায় যথা "কাঙ্ক্ষন্ত্যাং যান্তি" এই শ্লোকের টীপ্পনীতে ঠাকুর মহাশয়ের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে যে মন্তব্য লেখা হইয়াছে, তাহার পরিশিষ্ট অংশ এই স্থলে দেওয়া গেল।

যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিলে দীক্ষার প্রভাবে মানবেরা ব্রাহ্মণ যোগ্যত্ব লাভ করিতে পারে, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে না। কারণ, হরিভক্তিবিলাসে শালগ্রামশিলার্চ্চন প্রসঙ্গে দিগ্দর্শনীতে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী "ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেন শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমিতি" এইরূপ লিখিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই—ভগবদ্দীক্ষার প্রভাবে শূদ্রাদিরও ব্রাহ্মণতুল্যত্ব সিদ্ধ হইল। এই "বিপ্রসাম্য" পদ দ্বারা ব্রাহ্মণ তুল্যত্ব যোগ্যত্বই পাওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণত্ব পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কিম্বা ভগবৎ পার্ষদত্ব জন্মিয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট তপস্যা দ্বারা জন্মান্তরে ব্রাহ্মণত্ব বা ভগবৎ পার্ষদত্ব জন্মে, অত্যুৎকট তপস্যা দ্বারা ইহজন্মেই জন্মিয়া থাকে।

পাতঞ্জল দর্শন হইতে তাহার দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে—

"ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট জন্মবেদনীয়ঃ। ইত্যস্য ভাষ্যে—তীব্র সংবেগেন মন্ত্রতপঃ সমাধিভি নির্ব্বর্ত্তিত ঈশ্বর দেবতা মহর্ষি মহানুভাবানামারাধনাদ্বা যঃ পরিনিষ্পন্নঃ সসদ্যঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকর্ম্মাশয় ইতি। তথা তীব্র সংবেগেন ভীত ব্যাধিত কৃপণেষু বিশ্বাসোপ-

শরণেষু বা মহানুভাবেষু বা তপস্বিষু কৃতঃ পুনঃ পুনরপকারঃ সচাপি পাপকর্ম্মাশয়ঃ সদ্য এব পরিপচ্যতে। যথা নন্দীশ্বরঃ কুমারো মনুষ্য পরিণামং হিত্বা দেবত্বেন পরিণতঃ। তথা নহুষোঽপি দেবানা মিন্দ্রঃ স্বকংপরিণামং হিত্বা তির্য্যক্‌ত্বেন পরিণত ইতি।

ভোজ বৃত্তৌচ। অস্মিন্ জন্মনি অনুভবনীয়ঃ দৃষ্ট জন্মবেদনীয়ঃ, জন্মান্তরানুভবনীয়ঃ অদৃষ্ট জন্মবেদনীয়ঃ। তথাহি কানিচিৎ পুণ্যানি দেবতারাধনাদীনি তীব্র সংবেগেন কৃতানি ইহৈব জন্মনি জাত্যায়ুর্ভোগলক্ষণং ফলং প্রযচ্ছন্তি। যথা নন্দীশ্বরস্য ভগবন্মহেশ্বরারাধন বলাদিহৈব জন্মনি জাত্যাদয়ো বিশিষ্টাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ। এবমন্যেষামপি বিশ্বামিত্রাদীনাং তপঃপ্রভাবাজ্জাত্যায়ষী। কেষাঞ্চিজ্জাতিরেব। তথা তাত্র সংবেগেন দুষ্টকর্ম্মকৃতাং নহুষাদীনাং জাত্যন্তরাদি পরিণামঃ। উর্ব্বশ্যাশ্চ কার্ত্তিকেয়বনে লতারূপতয়া ইত্যাদি।"

তাৎপর্য্যার্থ। কর্ম্মাশয় ক্লেশের মূল। কাম ক্রোধাদি বশতঃ কর্ম্মাশয় অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চিত হয়। এই কর্ম্মাশয় দ্বিবিধ, দৃষ্ট জন্মবেদনীয় অর্থাৎ যাহার ফল সদ্য অর্থাৎ ইহজন্মে অনুভূত হয় এবং অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় অর্থাৎ যাহার ফল জন্মান্তরে অনুভূত হয়। তীব্র সংবেগ সহকারে মন্ত্র, তপ ও সমাধি দ্বারা সম্পাদিত পরমেশ্বর দেবতা মহর্ষি ও মহানুভাবগণের আরাধনা হেতু সঞ্চিত পুণ্য কর্ম্মাশয় সদ্যঃ অর্থাৎ ইহজন্মেই পরিপক অর্থাৎ বিপাকারম্ভী হয়। সেই বিপাক ত্রিবিধ, জাতি আয়ু এবং ভোগ। ইহাই দৃষ্ট জন্ম বেদনীয় পুণ্য-কর্ম্মাশয়। তাহার দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে—অষ্টমবর্ষীয় মানব শিশু নন্দী ভগবান মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া ইহজন্মেই দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রাদিও ইহজন্মেই তপঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ভীত পীড়িত দরিদ্র শরণাগত মহানুভাব অথবা মহর্ষিগণের প্রতি তীব্র সংবেগ সহকারে পুনঃ পুনঃ কৃত অপকার হেতু সঞ্চিত পাপকর্ম্মাশয়ও সদ্য পরিপক্ক হয়। ইহাই দৃষ্ট জন্ম বেদনীয় পাপ-কর্ম্মাশয়। মহারাজ নহুষ অত্যুৎকট পাপ-কর্ম্ম করিয়া ইহজন্মেই তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উর্ব্বশীও কার্ত্তিকের বনে ইহজন্মেই লতারূপে পরিণতা হইয়াছিলেন। ইত্যাদি।

নীচকুলে জন্মিলেই যে নীচ হইবে এমন নহে, কার্য্যতা দ্বারাই উচ্চনীচ হইয়া থাকে। এই বিষয় পঞ্চতন্ত্র বলিতেছেন,—

কৌশেয়ং কৃমিজং, সুবর্ণ মুপলাদ্, দূর্ব্বাপি
গোরোমতঃ,
পঙ্কাত্তামরসং, শশাঙ্ক উদধেঃ, ইন্দীবরং
গোময়াৎ।
কাষ্ঠাদগ্নি রহেঃদপিমণি, কণার্গোপিত্ততো
রোচনা,
প্রাকাশ্যং স্বগুণোদয়েন গুণিনো, গচ্ছন্তিকিং
জন্মনা॥

অর্থ

কৃমি অর্থাৎ পোকা হইতে পট্টবসন, প্রস্তর হইতে স্বর্ণ, গোরোম হইতে দূর্ব্বা, পঙ্ক হইতে পদ্ম, সমুদ্র হইতে চন্দ্র, গোময় হইতে নীলোৎপল, কাষ্ঠ হইতে অগ্নি, সর্প ফণা হইতে মণি, গোপিত্ত হইতে রোচনা, গজ হইতে মুক্তা জন্মিয়াছে। এই সকল গুণিগণ স্বকীয় গুণের উদয় দ্বারা খ্যাতি লাভ করিয়াছে। জন্ম দ্বারা কি হইবে।

এইরূপ শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্রীদাস গোস্বামী প্রভৃতিরা অত্যুৎকট তপোবলেই ব্রাহ্মণত্ব এবং ভগবৎ পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছিলেন। জন্ম দ্বারা কি হইবে।

সূচীপত্র।

প্রথম বিলাস।

মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দের গৌড়ে প্রেম বিতরণ, মহাপ্রভুর লোক মুখে জ্ঞানবাদ প্রচারের কথা শ্রবণ— ১

অদ্বৈতের দ্বিতীয় বার জ্ঞানবাদ প্রচারের কথা শুনিয়া প্রভুর দুঃখ— ২

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের নিকট পত্র প্রেরণ, ভক্তিরক্ষার জন্য প্রভুর চিন্তা, ভক্তগণ সহ পরামর্শ, দ্বিতীয়বার জ্ঞানবাদ প্রচারের কারণ নির্ণয়— ৩

মহাপ্রভুর স্বপ্নে জগন্নাথ দর্শন, চৈতন্যদাস ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিবরণ, জগদানন্দের নীলাচল গমন, প্রভুর স্থানে অদ্বৈত-প্রহেলী বর্ণন— ৪—৫

পৃথিবীর প্রেম প্রাপ্তি, প্রভু ও পৃথিবীর কথোপকথন— ৫—৬

পৃথিবী দ্বারা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে প্রেম দান, সঙ্কীর্ত্তনে প্রভুর শ্রীনিবাস নাম উচ্চারণ, ভাবি প্রেমপাত্র শ্রীনিবাসের কথা লিখিয়া নিত্যানন্দের নিকট পত্র প্রেরণ, তাহা অদ্বৈতকে দেখাইতে আদেশ, প্রভুর, গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন গমন শ্রবণ, গোপাল ভট্টের নিকট ডোর আসন প্রেরণ ও সনাতনের নিকট পত্র প্রেরণ—

সনাতনের পত্র ও ডোর আসন প্রাপ্তি, শ্রীনিবাসের কথা, লোকনাথ গোস্বামী এবং ভাবি নরোত্তমের কথা, রূপ সনাতনের কথা— ৮

রূপ সনাতনের গোপাল ভট্টে ডোর আসন অর্পণ, গোপাল ভট্ট ও রূপসনাতনের কথোপকথন, সনাতনের স্বপ্ন দর্শন, গোস্বামী সভায় সনাতনের স্বপ্ন বর্ণন, গোপাল ভট্টের কথা, শ্রীনিবাসের কথা— ৯-১০

লক্ষ্মীপ্রিয়া ও চৈতন্য দাসের স্বপ্ন দর্শন, কথোপকথন, লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভ সঞ্চার, গর্ভ মাহাত্ম্য, জমিদারের অত্যাচার, দুর্গা শিব নাম ঘোষণায় রাধাকৃষ্ণ ধ্বনি, লোকের আনন্দ— ১০

চৈতন্য দাস গৃহে জমিদার দুর্গাদাসের আগমন, তাঁহার গৃহে অবস্থান, লক্ষ্মীপ্রিয়ার স্বপ্ন দর্শন, চৈতন্যদাস ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার কথোপকথন, তাহা দুর্গাদাসের শ্রবণ, জমিদারের স্বপ্নে সঙ্কীর্ত্তনে গৌর-নিতাই দর্শন, চৈতন্যদাস ও দুর্গাদাসের কথোপকথন, শ্রীনিবাসের জন্ম— ১১-১২

দ্বিতীয় বিলাস।

জন্মোৎসব বর্ণন— ১৩

তৃতীয় বিলাস।

শ্রীনিবাসের অন্নারম্ভ, চূড়া, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, পাঠবাদ, দুঃখ, দৈববাণী, বিদ্যালাভ— ১৪-১৫

চতুর্থ বিলাস।

পথে শ্রীনিবাস ও নরহরির পরিচয়, কথোপকথন, নরহরির প্রস্থান, শ্রীনিবাসের খেদ, দৈববাণী, সুস্থতালাভ— ১৬-১৭

চৈতন্য দাসের মৃত্যু, লক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীনিবাসের খেদ, আকাশবাণী, সুস্থতা লাভ, শ্রাদ্ধান্তে শ্রীনিবাসের স্বপ্নে বৃন্দাবন যাইবার আজ্ঞাপ্রাপ্তি, চিন্তা— ১৭

শ্রীনিবাসের চাকন্দি হইতে যাজিগ্রামে .ন, রঘুনন্দন সহ পরিচয়, কথোপকথন এবং নরহরির সহিত কথোপকথন— ১৮

শ্রীনিবাসের স্বপ্ন দর্শন, বৃন্দাবন যাইবার কথা, নরহরির নিকট স্বপ্ন বর্ণন, শ্রীনিবাসের ভাগবত পড়িতে বাসনা, নীলাচল গমন, গদাধর পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ— ১৯

[illegible] শ্রীনিবাসের কথোপকথন, [illegible] আগমন, নরহরির নিকট [illegible] প্রদান, পুস্তক লইয়া [illegible]চল যাত্রা— ২০

[illegible]দাধর পণ্ডিতের অপ্রকট [illegible]সের খেদ, পুনরায় খণ্ডে আগমন, নরহরির সহিত সাক্ষাৎ, শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ গমন, বংশীবদন সহ কথোপকথন, ঈশানের আগমন, পরিচয়, আলাপ, বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট ঈশানের শ্রীনিবাসের কথা বর্ণন, শ্রীনিবাসের ভোজনের জন্য সিধা প্রদান— ২১

শ্রীনিবাসের পাক শেষ হইলে দশজন বৈরাগীর আগমন, আধসের চাউলের অন্নে এগার জনের তৃপ্তি, ইহা শুনিয়া ঈশ্বরীর আনন্দ, ঈশ্বরীর গঙ্গাস্নান সময়ে বালক দর্শন, বিষ্ণুপ্রিয়ার আজ্ঞায়, ঈশান সহ শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটে গমন, কথোপকথন— ২২-২৩

বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম গ্রহণের নিয়ম, সাধনভজন ও নাম মাহাত্ম্য বর্ণন, বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বপ্ন দর্শন, ঈশানকে আনয়ন, শ্রীনিবাসে আনিতে আদেশ— ২৩

শ্রীনিবাসের আগমন, শ্রীনিবাসের প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপা, শান্তিপুর ও খড়দহে যাইতে আজ্ঞাদান, শ্রীনিবাসের ঈশান সহ শান্তিপুর গমন, ভাবাবেশে অপ্রকট অদ্বৈত দর্শন, কথোপকথন ছলে দ্বিতীয় বার জ্ঞানবাদ প্রচারে প্রভুর ক্রোধ, তাহাতে শ্রীনিবাসের জন্ম কথন, অদ্বৈতের অন্তর্দ্ধান ২৪

সীতাদেবী সহ শ্রীনিবাসের গঙ্গার ঘাটে সাক্ষাৎ, অচ্যুতানন্দ ও সীতাদেবীর সহিত শ্রীনিবাসের কথোপকথন, কৃষ্ণের আরতি দর্শন, শ্রীনিবাসের অদ্বৈত গোবিন্দদাসের কথা জিজ্ঞাসা নাগরাদির বিরুদ্ধমত, অদ্বৈত

পুত্রগণের অচ্যুতের মতে ও নাগরের মতে অবস্থান। । শ্রীনিবাসের প্রতি সীতাদেবীর কৃপা— ২৫-২৬

পঞ্চম বিলাস।

ঈশান সহ শ্রীনিবাসের খড়দহে গমন, জাহ্নবীদেবীর নিকট সংবাদ প্রেরণ, বীরভদ্রের সহিত শ্রীনিবাসের পরিচয় : বীরভদ্র, জাহ্নবী ও শ্রীনিবাসের কথোপকথন, শ্রীনিবাসের প্রতি জাহ্নবীর কৃপা, জাহ্নবীর আজ্ঞায় ঈশান সহ শ্রীনিবাসের অভিরামের নিকটে গমন, পত্র প্রদান, অভিরামের শ্রীনিবাসকে পরীক্ষা— ২৬-২৮

অভিরামের শ্রীনিবাসকে চাবুক মারিয়া প্রেমদান, শ্রীনিবাসের প্রতি মালিনীর কৃপা, অভিরাম ও শ্রীনিবাসের কথোপকথন— ২৮-২৯

শ্রীনিবাসের খণ্ডে গমন, নরহরির সহিত কথোপকথন, শ্রীনিবাসের গৃহে আগমন, মাতার স্থানে বিদয় গ্রহণ, বৃন্দাবন যাত্রা, বৃন্দাবনে রূপ ও জীবের কথোপকথন— ২৯-৩০

শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমন, পথের বৃত্তান্ত, কাশীতে চন্দ্রশেখরের শিষ্য সহ শ্রীনিবাসের কথোপকথন— ৩০

প্রয়াগ ত্রিবেণী হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথে ব্রজবাসীর সহিত শ্রীনিবাসের কথোপকথন, সনাতনের অপ্রকট শুনিয়া দুঃখ, মথুরায় ব্রজবাসীর নিকট রূপ ও রঘুনাথ ভট্টের অপ্রকট শুনিয়া খেদ— ৩১-৩২

ষষ্ঠ বিলাস।

শ্রীনিবাসের খেদ, ভাবাবেশে রূপ সনাতন দর্শন, উপদেশ শ্রবণ, কৃপালাভ, স্বপ্নে জীবের রূপ সনাতন নিকটে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমন শ্রবণ ও কথোপকথন— ৩২-৩৪

স্বপ্নে গোপাল ভট্ট নিকটে শ্রীরূপের শ্রীনিবাসের আগমন বর্ণন, শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমন, গোবিন্দ দর্শন, ভাবাবেশে অচেতন, শ্রীনিবাসকে লইয়া জীবের নিজ কুঞ্জে গমন, শ্রীনিবাসের চেতন, শ্রীনিবাস ও জীবের কথোপকথন— ৩৪

জীবসহ শ্রীনিবাসের গোপাল ভট্টের নিকটে আগমন, গোপাল ভট্ট ও শ্রীনিবাসের কথোপকথন— ৩৫

গোপাল ভট্টের নিকটে শ্রীনিবাসের দীক্ষা-শিক্ষা লাভ— ৩৬-৩৭

সপ্তম বিলাস।

কৃষ্ণাবতারের পারিষদ গণের গৌরলীলায় প্রকট— ৩৭

শচীর পিতার বংশাবলী, লোকনাথ পণ্ডিতের কথা, বিশ্বরূপের অদ্বৈত স্থানে অধ্যয়ন, সন্ন্যাস গ্রহণ, বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি, হাড়াইপণ্ডিত ও পদ্মাবতীর কথা, নিত্যানন্দের জন্ম, হাড়াই গৃহে সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর আগমন, হাড়াই নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া নিত্যানন্দকে গ্রহণ, নিতাই লইয়া ঈশ্বরপুরীর তীর্থে গমন, ঈশ্বরপুরীর

নিকটে নিতাইর দীক্ষা ও সন্ন্যাস গ্রহণ, অবধূত নাম লাভ— ৩৮

নিতাই ও ঈশ্বরপুরীর কথোপকথন, মহাপ্রভুর জন্ম কথন, লোকনাথ গোস্বামীর বিবরণ, লোকনাথের গৃহত্যাগ, মাতা পিতার খেদ, লোকনাথের নবদ্বীপে আগমন—৩৯

মহাপ্রভুর সহিত লোকনাথের মিলন এবং অদ্বৈত ও নিতাই সহ মিলন, মহাপ্রভু ও লোকনাথের কথোপকথন, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কথা, লোকনাথের শিক্ষা, ব্রজভাব উদ্দীপন ও স্মরণ— ৪০-৪৫

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় লোকনাথ ও ভুগর্ভের বৃন্দাবন গমন, পথের বৃত্তান্ত ও বৃন্দাবন ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন— ৪৫-৪৮

অষ্টম বিলাস।

নাম মাহাত্ম্য, মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রা ৪৮

প্রভুর তত্তিবপুরের ঘাটে পদ্মাপার, পদ্মার শোভা দর্শন, নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর কথোপকথন, গৌড়ের নিকট চতুরপুর হইয়া রামকেলিতে রূপসনাতন সহ সাক্ষাৎ, কানাইর নাটশালায় গমন, সঙ্কীর্ত্তনে মহাপ্রভুর নরোত্তমকে আহ্বান, বৃন্দাবনের ভাব উদ্দীপন, নিত্যানন্দাদির জগন্নাথ নাম উচ্চারণ— ৪৯-৫০

প্রভুর বাহ্য, নরোত্তম বলিয়া ক্রন্দন, ভক্তগণের নরোত্তম নামক ভক্তের আবির্ভাব অনুমান, নিতাই ও মহাপ্রভুর কথোপকথন, সঙ্কীর্ত্তন, পদ্মায় প্রেম স্থাপন, নরোত্তমে দিতে আজ্ঞা দান, নরোত্তম চিনিবার উপায় নির্দ্দেশ— ৫০-৫১

নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর কথোপকথন, গড়ের হাট হৈতে প্রভুর নীলাচল গমন— ৫২

নবম বিলাস।

কৃষ্ণানন্দ মজুমদারের পুত্রের জন্য আরাধনা, দৈববাণী, নরোত্তম নামে পুত্রের কথা শ্রবণ, নারায়ণীর গর্ভ্ভসঞ্চার, স্বপ্ন দর্শন, কৃষ্ণানন্দ ও নারায়ণীর কথোপকথন, দৈবজ্ঞের গণনা, গর্ভ্ভ মাহাত্ম্য বর্ণন, নরোত্তমের জন্ম, জন্মোৎসব কথন— ৫২-৫৪

দশম বিলাস।

নরোত্তমের অন্নাশন, বিদ্যারম্ভ, অধ্যয়ন, মাতা পিতার বিবাহের উদ্যোগ, নরোত্তমের স্বপ্নদর্শন, নিত্যানন্দের নরোত্তমকে পদ্মায় স্নান করিতে আদেশ, নরোত্তমের পদ্মায় স্নান, পদ্মা ও নরোত্তমের কথোপকথন, পদ্মার নরোত্তমকে প্রেম প্রদান, প্রেমরূপে নরোত্তমে গৌরাঙ্গের প্রবেশ, নরোত্তমের প্রেমোন্মাদ, নরোত্তম না দেখিয়া মাতা পিতার খেদ, পদ্মাতীরে আগমন, নরোত্তম লইয়া গৃহে গমন, নরুর বাহ্য, মাতা পিতা সহ নরুর কথোপকথন, ওঝা আনয়ন, বায়ুরোগ জ্ঞানে শিবাঘৃতের ব্যবস্থা— ৫৫-৫৭

নরুর শিয়াল মারিতে নিষেধ, বৃন্দাবন যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ, মাতা পিতার বারণ, বিষয়ে নরুর অভিনিবেশ প্রদর্শন, বৃন্দাবন যাওয়া চিন্তা, নরুকে নিতে জায়গীরদারের আশোয়ারের আগমন, আশোয়ার সঙ্গে নরুর গমন— ৫৮

পথে নরুর পলায়ন, বাড়ীতে সংবাদ প্রেরণ, নরুর মাতার খেদ, নরু আনিতে লোক প্রেরণ, নরুর বাড়ীতে আসিতে অস্বীকার সংবাদ পাইয়া মাতা পিতার খেদ, নরুর বৃন্দাবন গমন, পথের বর্ণন, বহু উপবাসে নরুর অবসন্নতা, বৃক্ষতলে শয়ন, খেদ— ৫৯

গৌরবর্ণ বিপ্রের নরোত্তমকে দুগ্ধদান, বিপ্রের অন্তর্দ্ধান, নরুর নিদ্রা, স্বপ্নে রূপসনাতন দর্শন, গৌরাঙ্গের আনিত দুগ্ধ পান করিতে আদেশ, নরোত্তমের চৈতন্য লাভ, রূপ সনাতন সহ নরুর কথোপকথন, নরুর প্রতি কৃপা, গোস্বামীদ্বয়ের অন্তর্দ্ধান— ৬০-৬১

একাদশ বিলাস।

নরোত্তমের শ্রমদূর, গৌড়ীয়া বৈষ্ণব সহ মিলন, বৈষ্ণব সহ বৃন্দাবন গমন, কাশীতে বিশ্বেশ্বর দর্শন, চন্দ্রশেখর শিষ্য সহ কথোপকথন, তথা হইতে প্রয়াগ হইয়া মথুরায় গমন, মথুরা হইতে নরোত্তম আনিতে জীবের প্রতি স্বপ্নে রূপের আদেশ, নরু আনিতে জীবের মথুরায় বৈষ্ণব প্রেরণ, বৈষ্ণব সহ নরুর বৃন্দাবন গমন, গোবিন্দের মন্দির দর্শন করিয়া মূর্চ্ছা, জীবের লোকনাথ গোস্বামীর নিকটে গমন, জীব ও লোকনাথের কথোপকথন, জীবসহ লোকনাথের নরুর নিকট গমন—৬১-৬২

লোকনাথের হস্তস্পর্শে নরুর চেতন, জীব ও লোকনাথ সহ নরুর গোবিন্দ দর্শন, অচেতন, নরোত্তমকে লোকনাথের কুঞ্জে আনয়ন, চেতন, নরু ও লোকনাথের কথোপকথন, গোবিন্দের প্রসাদ ভক্ষণ, লোকনাথের নরোত্তমকে হরিনাম প্রদান, গুরু শিষ্য নির্ণয়,— ৬৩-৬৫

নরোত্তমের গুরুসেবা— ৬৫-৬৬

নরোত্তমের দীক্ষা— ৬৭

নরোত্তমের শিক্ষা— ৬৮-৭২

নরোত্তমের ভজন, নরুর প্রতি রাধিকার কৃপা, দুগ্ধ আবর্ত্তন সেবায় আজ্ঞাদান, চম্পকমঞ্জরী নাম প্রদান, লোকনাথের নিকট নরুর তাহা বর্ণন, লোকনাথের আনন্দ, নরুর প্রতি লোকনাথের চম্পকমঞ্জরী নামে দুগ্ধ আবর্ত্তন সেবা করিতে আজ্ঞাদান— ৭২

নরোত্তমের মানস সেবায় দুগ্ধ আবর্ত্তন, উথোলিত দুগ্ধ হস্তে বারণ করায় হস্তদগ্ধ, নরুর ভজন দেখিয়া লোকনাথের এবং জীব গোসাঞির আনন্দ ও কৃপা, নরুর ভজনের প্রশংসা— ৭৩

দ্বাদশ বিলাস।

জীব নিকটে নরোত্তমের অধ্যয়ন, জীব ও নরুর কথোপকথন, জীব তাঁহার ভজ-

নের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিলাস মঞ্জরী নাম প্রদান, এবং ঠাকুর মহাশয় উপাধি-প্রদান— ৭৪

জীব নিকট নরুর রাধিকাদত্ত চম্পক-মঞ্জরী নামের কথা, গোস্বামীগণ কর্ত্তৃক নরোত্তমের প্রশংসা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও দাস গোস্বামীর কথোপকথন, লোকনাথ ও গোপাল ভট্টের কথোপকথন, শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের কথোপকথন— ৭৫

শ্রীনিবাস ও গোপাল ভট্টের কথোপ-কথন, শ্রীনিবাসের জীব নিকটে অধ্যয়ন, জীব গোস্বামী ও শ্রীনিবাসের কথোপকথন, শ্রীনিবাসের আচার্য্য উপাধি লাভ—৭৬-৭৭

জীব গোস্বামীর কার্ত্তিকী ব্রত মহোৎসবে গোস্বামী ও বৈষ্ণবগণের ভোজন, শ্রীনিবা-সকে গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে যাইতে অনুমতি প্রদান— ৭৮-৭৯

শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের প্রতি গোপাল ভট্ট এবং লোকনাথের আশীর্ব্বাদ, পুস্তক নিবার জন্য মথুরা হইতে গাড়ী আনিবার নিমিত্ত জীব গোস্বামীর আদেশ— ৮০

জীব গোস্বামী কর্ত্তৃক নরোত্তমের সহিত শ্যামানন্দের পরিচয় করণ, শ্যামানন্দ বিবরণ,—শ্যামানন্দের গৃহত্যাগ, অম্বিকায় গমন, গৌরনিতাই দর্শন, হৃদয়চৈতন্য ও শ্যামানন্দের কথোপকথন, শ্যামানন্দের দীক্ষা, গৌরীদাস পণ্ডিতের বিবরণ, গৌর-নিতাই স্থাপনের কথা, দুই প্রভু ও দুই বিগ্রহের ভোজন বর্ণন, শ্যামানন্দের বৃন্দাবন গমন— ৮১-৮৩

শ্যামানন্দের গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদন-মোহন দর্শন, বৃন্দাবন ভ্রমণ, দাস গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ সহ শ্যামানন্দের পরিচয় ও কথোপকথন, শ্যামাইর জীবসহ পরিচয় ও কথোপকথন, জীব গোস্বামী স্থানে শ্যামানন্দের অধ্যয়ন— ৮৪-৮৫

জীব গোস্বামীর নিকট শ্যামানন্দের শিক্ষা, শ্যামানন্দের স্বপ্নে রাসলীলা দর্শন, রাধিকার পদ হইতে নূপুর পতন, রাধা-কৃষ্ণ ও সখীগণের অন্তর্দ্ধান, নিদ্রাভঙ্গে শ্যামাইর রাসস্থলী গমন, পদচিহ্ন দেখিয়া প্রণাম, নূপুর লাভ, জীব গোস্বামীর নিকট গমন ও কথোপকথন, জীব গোস্বামীর দুঃখী কৃষ্ণ-দাসকে শ্যামানন্দ নাম প্রদান এবং বিন্দুযুক্ত নূপুর তিলক ধারণ করিতে আদেশ প্রদান, শ্যামাইর প্রশংসা, ঠাকুর মহাশয় হস্তে শ্যামানন্দকে সমর্পণ— ৮৬-৮৭

লোকনাথ ও নরোত্তমের কথোপকথন, গৌরাঙ্গ সেবা এবং কৃষ্ণ সেবা করিতে আজ্ঞাদান, গোপাল ভট্ট ও শ্রীনিবাসের কথোপকথন— ৮৮-৮৯

ত্রয়োদশ বিলাস।

শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের গোপাল ভট্ট ও লোকনাথ গোস্বামীর নিকট হইতে বিদায়, শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট আগমন, সিন্ধুকে পুস্তক সাজাইয়া গোবিন্দের দ্বারে আনয়ন, গোবিন্দের নিকট আজ্ঞা মাগিয়া গ্রন্থ প্রদান, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামা-

নন্দের জীব গোস্বামী হইতে বিদায় হইয়া গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে গমন, পথের বৃত্তান্ত— ৯০-৯১

গোপালপুরে বীরহাম্বীর রাজার ধন জ্ঞানে গ্রন্থচুরি, সৈন্যসহ রাজার কথোপকথন, সিন্দুক খুলিয়া গ্রন্থ দর্শন, ভাণ্ডারে স্থাপন— ৯২

গ্রন্থ চুরি হওয়ায় শ্রীনিবাসাদির খেদ, গ্রন্থ চুরির সংবাদ বৃন্দাবনে প্রেরণ, গোস্বামীগণের দুঃখ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের অন্তর্দ্ধান, দাস গোস্বামীর খেদ, শ্রীনিবাসের নিকট হইতে বিদায় হইয়া নরোত্তম ও শ্যামানন্দের দেশে গমন— ৯৩-৯৪

শ্যামানন্দ সহ নরোত্তমের খেতরী আগমন, মাতা পিতার আনন্দ— ৯৫

নরোত্তমের শ্যামাইকে ভজনোপদেশ, শ্যামানন্দের বিদায়, শ্যামাইর দেশে গমন, শ্রীনিবাসের গ্রন্থ অন্বেষণ, বিষ্ণুপুরে কৃষ্ণবল্লভের সহিত শ্রীনিবাসের পরিচয়, কথোপকথন, বীরহাম্বীর রাজার কথা—৯৬

গাড়ী চুরির সংবাদ জ্ঞাপন, রাজার ভাগবত শ্রবণের কথা, কৃষ্ণবল্লভ ও শ্রীনিবাসের বিচার, শ্রীনিবাসের দেউলী গ্রামে কৃষ্ণবল্লভের বাড়ীতে গমন, শ্রীনিবাসের নিকট কৃষ্ণবল্লভের অধ্যয়ন, কৃষ্ণবল্লভের সহিত শ্রীনিবাসের রাজবাড়ী গমন, ভাগবত শ্রবণ, ভাগবতের সদর্থ হয় না বলিয়া শ্রীনিবাসের প্রতিবাদ, পণ্ডিতের ক্রোধ, রাজার আজ্ঞায় শ্রীনিবাসের ভাগবত ব্যাখ্যা, পণ্ডিতের ভয়, রাজা ও রাজপণ্ডিত সহ শ্রীনিবাসের কথোপকথন, শ্রীনিবাসের রাজবাড়ীতে অবস্থিতি— ৯৭-৯৮

রাজা ও শ্রীনিবাসের কথোপকথন, রাজা এবং রাজপণ্ডিতের কথোপকথন, রাজার স্বপ্ন দর্শন, ভাগবত শুনিয়া রাজা ও রাজপণ্ডিতের ভক্তি, শ্রীনিবাসের বিশেষরূপ পরিচয় গ্রহণ, বিষ্ণুপুর আসার কারণ শ্রবণ, গ্রন্থচুরির কথা— ৯৯

রাজার দৈন্য, শ্রীনিবাসকে রাজার গ্রন্থ প্রদর্শন, শ্রীনিবাসের গ্রন্থপূজা, রাজার দীক্ষা, রাজপণ্ডিত ব্যাস আচার্য্যের দীক্ষা, শ্রীনিবাসের নিকট ব্যাসের অধ্যয়ন, শ্রীনিবাস কর্ত্তৃক রাজা বীরহাম্বীরের 'হরিচরণ দাস' নাম প্রদান, ব্যাসের 'আচার্য্য' উপাধি লাভ, নরোত্তম নিকটে গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ প্রেরণ, রাজার নিকট নরোত্তমের পরিচয় প্রদান, গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া নরোত্তমের আনন্দ, নরোত্তমের পত্র পাইয়া শ্রীনিবাসের আনন্দ, শ্রীনিবাসের দেশে গমন, মাতার আনন্দ— ১০০-১০২

শ্রীনিবাসের মহিমা শুনিয়া রামচন্দ্র কবিরাজের যাজিগ্রাম আগমন— ১০৩

চতুর্দ্দশ বিলাস।

শ্রীনিবাসের খণ্ডে গমন, রঘুনন্দনের সহিত কথোপকথন, নরহরির অদর্শনে দুঃখ, শ্রীনিবাসের যাজিগ্রামে আগমন— ১০৪

শ্রীনিবাসের নিকট রামচন্দ্রের পরিচয় প্রদান, কথোপকথন, ব্যাস আচার্য্য ও

রামচন্দ্রের বিচার, ব্যাসের পরাজয়, শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের বিচার— ১০৫

রামচন্দ্রের দীক্ষা, শ্রীনিবাস নিকট রামচন্দ্রের ভাগবত ও গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন— ১০৬

গোবিন্দ কবিরাজের বিবরণ, ইষ্টদেবীর সহিত গোবিন্দের কথোপকথন, শ্রীনিবাস নিয়া আসিতে গোবিন্দের রামচন্দ্র নিকটে লোক প্রেরণ, রামচন্দ্র সহ শ্রীনিবাসের তেলিয়াবুধরি আগমন, শ্রীনিবাসের প্রসাদে গোবিন্দের ব্যাধিনাশ, গোবিন্দের দীক্ষা— ১০৭—১০৯

শ্রীনিবাসের নিকট গোবিন্দের অধ্যয়ন এবং শ্রীনিবাসের আজ্ঞা লইয়া গৌর-লীলা ও কৃষ্ণ-লীলা গান বর্ণন— ১১০

নরোত্তমের তেলিয়াবুধরি আগমন, রামচন্দ্র ও গোবিন্দের সহ পরিচয়, শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের কথোপকথন, শ্রীনিবাসের যাজিগ্রাম গমন— ১১১

নরোত্তমের খেতরী গমন, গৌরাঙ্গ ও বল্লভীকান্ত নির্ম্মাণ, রামচন্দ্র এবং শ্রীনিবাসের খেতরী আগমন, মহান্তগণের খেতরী আগমন, ফাল্গুনী পূর্ণিমার গৌরাঙ্গ এবং বল্লবীকান্তের প্রকাশ, মহা সঙ্কীর্ত্তন, ভাবাবেশ, মহান্তগণের প্রসাদ ভক্ষণ - ১১২-১১৩

অন্য দিনে মহা সঙ্কীর্ত্তন ও নরোত্তমের ভাবাবেশ, চৈতন্য, মহান্তগণের বিদায়— ১১৪

শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র ও নরোত্তমের কৃষ্ণকথা, শ্রীনিবাসের বিদায়, রামচন্দ্র ও নরোত্তমের প্রীতির বর্ণন, রামচন্দ্র ও নরোত্তমের পদ্মায় স্নান, হরিরাম ও রামকৃষ্ণের আগমন— ১১৪—১১৫

রামচন্দ্র ও নরোত্তম সহ হরিরাম ও রামকৃষ্ণের বিচার, হরিরাম ও রামকৃষ্ণের পরাজয় এবং স্বপ্ন দর্শন, রামচন্দ্রের নিকট হরিরামের দীক্ষা, নরোত্তমের নিকট রামকৃষ্ণের দীক্ষা— ১১৬—১১৭

পঞ্চদশ বিলাস।

জাহ্নবার দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাইতে খেতরী আগমন, নরোত্তম ও জাহ্নবার কথোপকথন, জাহ্নবার বৃন্দাবন গমন, জাহ্নবার সহিত গোস্বামীগণের কথোপকথন, লোকনাথ ও গোপাল ভট্ট নিকট নরোত্তম ও শ্রীনিবাসের প্রশংসা বর্ণন— ১১৭-১২০

ষোড়শ বিলাস।

গ্রন্থকর্ত্তার দৈন্য— ১২০

অধিকারী নির্ণয়, সাধন ভজন কথা— ১২১-১২৩

জাহ্নবার প্রথমবার বৃন্দাবন গমন, জাহ্নবা ও রূপ গোসাঞির কথোপকথন, রূপ কর্ত্তৃক গোস্বামীগণের গুণ বর্ণন, জাহ্নবার দানকেলীকৌমুদীর বিষয় শ্রবণ, মদনমোহন বামে রাধা না দেখিয়া তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুতি, জাহ্নবার স্বপ্ন দর্শন ও রাধাকুণ্ডে গমন— ১২৪-১২৫

দাস গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সহিত সাক্ষাৎ, রাধাকুণ্ডের মহিমা বর্ণন, লীলা স্থানের পরিমাণ নির্ণয় প্রভৃতি, জাহ্নবা ও দাস গোস্বামীর কথোপকথন, রাধাকুণ্ড হইতে জাহ্নবার বৃন্দাবন গমন—১২৬-১২৭

জাহ্নবা ও গোস্বামীগণের কথোপকথন, বৃন্দাবন হইতে জাহ্নবার দেশে যাত্রা—১২৮

পথের বৃত্তান্ত, গ্রন্থকারের প্রশ্নে জাহ্নবার বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট ও পাদোদক মাহাত্ম্য বর্ণন, কালিদাসের কথা, গ্রন্থকারের প্রতি জাহ্নবার সাধনভজন উপদেশ ১২৯

বৃন্দাবন হইতে জাহ্নবার খণ্ডে গমন, বীরচন্দ্রের খণ্ডে আগমন, শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবন পাঠাইতে আদেশ করিয়া জাহ্নবার খড়দহে গমন, গ্রন্থকারের খণ্ডে অবস্থান, শ্রীনিবাসের খণ্ডে আগমন, গ্রন্থকার নিত্যানন্দ দাস সহ পরিচয়, বৃন্দাবন যাইবার কথা জ্ঞাপন, আউলিয়া চৈতন্যদাসের বিবরণ,—গোপাল ভট্ট ও চৈতন্যদাসের কথোপকথন, শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের কথা, আউলিয়া চৈতন্যদাসের দেশে আগমন, শ্রীনিবাস ও চৈতন্যদাসের কথোপকথন— ১৩০-১৩১

সপ্তদশ বিলাস।

গৌড়বাসী বৈষ্ণব সহ জীব গোস্বামীর কথোপকথন, নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের কথা, লোকনাথ ও গোপাল ভট্ট সহ বৈষ্ণবের আলাপ— ১৩২

রামদাস ও কৃষ্ণদাস নামক বৈষ্ণবদ্বয়ের গোস্বামীগণের সংবাদ লইয়া গৌড়ে খেতরী গমন - ১৩৩

বৈষ্ণবদ্বয়ের নরোত্তম ও রামচন্দ্রে গোস্বামীগণের সংবাদ জ্ঞাপন, জীবের আজ্ঞায় ভোগের আগে বৈষ্ণবদ্বয়ের ভোজন, বৈষ্ণবদ্বয় সহ নরোত্তমের কথোপকথন, নরোত্তমের স্বপ্নে ভোগের আগে বৈষ্ণবদ্বয়ের ভোজনের কারণ শ্রবণ, বৈষ্ণবদ্বয়ের যাজিগ্রামে গমন, শ্রীনিবাস সহ কথোপকথন, বৈষ্ণবদ্বয়ের দক্ষিণ দেশে শ্যামানন্দের নিকট গমন, শ্যামানন্দ সহ বৈষ্ণবদ্বয়ের কথোপকথন, বৈষ্ণবদ্বয় কর্ত্তৃক শ্যামানন্দ ও মুরারি দাসের প্রশংসা বর্ণন—
১৩৪-১৩৬

বৈষ্ণবদ্বয়ের বৃন্দাবন গমন, গৌড়ের সংবাদ জ্ঞাপন, শ্রীনিবাসের মাতার অদর্শন, ভট্ট গোস্বামীর আজ্ঞা লইয়া শ্রীনিবাসের দুই বিবাহ, শ্যালক শ্যামদাস ও রামচরণের শ্রীনিবাস নিকট অধ্যয়ন, শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুরে স্থিতি, বিষ্ণুপুরে বীরচন্দ্রের আগমন, আচার্য্য গৃহে বীরচন্দ্রের ভোজন—
১৩৭—১৩৮

বীরচন্দ্র প্রভুকে শ্রীনিবাসের পত্নীদ্বয়ের মালাচন্দন প্রদান, শ্রীনিবাস ও বীরচন্দ্রের কথোপকথন, শ্রীনিবাসের পত্নীকে বীরচন্দ্রের পুত্র বরদান, শ্রীনিবাসের গতিগোবিন্দ নামে খঞ্জ পুত্র লাভ, গতিগোবিন্দের দীক্ষা— ২৩৯-১৪০

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের ছয় বিগ্রহ সেবার কথা, বিগ্রহ সেবার নিয়ম, ভোগাদি বর্ণন, বাৎসরিক মহোৎসবের কথা, ঠাকুর মহাশয়ের রামচন্দ্র সহ প্রীতি বর্ণন ও ঠাকুর মহাশয়ের সাধন ভজন নিয়মাদি বর্ণন— ১৪০—১৪২

কবিরাজকে বাড়ী পাঠাইবার জন্য ঠাকুর মহাশয়ের নিকট কবিরাজের পত্নীর পত্র প্রেরণ, ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে কবিরাজের গৃহে গমন, কবিরাজের গৃহ হইতে আসিয়া মঙ্গল আরতি দর্শন, আক্ষেপ, নিজ অঙ্গে ঝাটার আঘাত, কবিরাজেব অঙ্গে ঝাটা মারাতে ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্গ ফুলা, কবিরাজের অঙ্গে ঝাটা মারিতে ঠাকুর মহাশয়ের নিষেধ— ১৪২

হরিরাম ও রামকৃষ্ণের সহিত কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণের কথোপকথন, বিচার, গঙ্গানারায়ণের পরাজয়, বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণে আগ্রহ, ঠাকুর মহাশয় সহ গঙ্গানারায়ণের কথোপকথন, গঙ্গানারায়ণের দীক্ষা — ১৪৩-১৪৪

গঙ্গানারায়ণের ঠাকুর মহাশয় নিকট অধ্যয়ন, জলাপন্থের জমীদার হরিশ্চন্দ্র রায়ের বিবরণ, হরিশ্চন্দ্রের দীক্ষা, ঠাকুর মহাশয়ের হরিরাম, রামকৃষ্ণ ও গঙ্গানারায়ণকে সাধন ভজন উপদেশ প্রদান, ঠাকুর মহাশয়ের "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" গ্রন্থ প্রণয়ন, কবিরাজের সাধন ভজন প্রসঙ্গ বর্ণন, অভক্তের নিন্দা— ১৪৫-১৪৯

অষ্টাদশ বিলাস।

বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীগণের শাখা-প্রশাখা বর্ণন, দাস গোস্বামীর ভজন বিবরণ,—গোবর্দ্ধনশিলা পূজনের কথা, কৃষ্ণদাস কবিরাজের দাস গোস্বামীর নিকট দীক্ষা— ১৫০-১৫১

গোপাল ভট্টের বিবরণ,—মহাপ্রভুর ত্রিমল্ল ভট্ট গৃহে অবস্থিতি, ত্রিমল্ল ও মহাপ্রভুর কথোপকথন, ত্রিমল্লের প্রতি ও তাঁহার বংশের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা, প্রবোধানন্দ সহ কথোপকথন, গোপাল ভট্টকে বৃন্দাবন পাঠাইতে আদেশ করিয়া প্রভুর বিদায়— ১৫১-১৫২

প্রবোধানন্দ সরস্বতীর আদেশে গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন গমন, রূপসনাতনাদি সহ মিলন, গোপাল ভট্টের হরিভক্তিবিলাস প্রণয়ন, গোপাল ভট্টের শাখা বর্ণন, গোপাল ভট্টের হরিবংশকে ত্যাগ, হরিবংশের বিবরণ— ১৫৩—১৫৪

ঠাকুর মহাশয়ের গুণ বর্ণন, গড়েরহাটের উত্তর ভাগ রাজমহলের জমীদার ব্রাহ্মণ চান্দ রায়ের বিবরণ,—চান্দ রায়ের নবাবকে জয় করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন, চান্দরায়ের পাপের কথা — ১৫৫

চান্দরায়ের শরীরে ব্রহ্মদৈত্যের প্রবেশ, চিকিৎসায় আরোগ্য না হওয়ায় দৈবজ্ঞ আনয়ন, ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় আরোগ্য লাভ হইবার কথা বর্ণন, খেতরী কৃষ্ণানন্দ মজুমদার নিকট পত্র প্রেরণ, চান্দরায়ের

স্বপ্ন দর্শন, ভগবতীর উক্তি, নরোত্তম আনিতে খেতরী লোক প্রেরণ, রামচন্দ্র ও নরোত্তমের কথোপকথন, চান্দরায় উদ্ধারিতে স্বপ্নে মহাপ্রভুর আজ্ঞা—১৫৫-১৫৭

ঠাকুর মহাশয়ের চান্দরায়ের বাড়ীতে গমন, চান্দরায়ের নিকট অবস্থিতি, ব্রহ্মদৈত্যের উক্তি, ব্রহ্মদৈত্যের উদ্ধার, চান্দ ও সন্তোষের উক্তি, চান্দরায়ের আরোগ্য লাভ, ঠাকুর মহাশয় স্থানে রাঘব, চান্দ ও সন্তোষের দীক্ষা, ঠাকুর মহাশয় ও চান্দরায়ের কথোপকথন— ১৫৮-১৬০

ঠাকুর মহাশয় সহ চান্দ, সন্তোষ ও রাঘবের খেতরী গমন, বিগ্রহ দর্শন, সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ, ভাবোদয় বর্ণন, চান্দ, সন্তোষ ও রাঘবের গৃহে গমন— ১৬১-১৬২

চান্দরায়ের গঙ্গাস্নানে গমন, পাৎসার লোকের হাতে বন্দি, কারাগারে অবরোধ, চান্দরায় আনিতে রাঘবের লোক প্রেরণ, লোক সহ চান্দরায়ের কথোপকথন, চান্দরায়ের পলাইতে অসম্মতি, বন্দিশালে চান্দরায়ের ভজন— ১৬৩-১৬৪

হস্তি দ্বারা মারিতে চান্দরায়কে নবাবের আনয়ন, চান্দরায় হস্তে হস্তির বিনাশ, নবাব ও চান্দরায়ের কথোপকথন, চান্দরায়ের মুক্তি— ১৬৪-১৬৫

নবাবের চান্দরায়কে সম্পত্তি দান, মুক্ত হইয়া চান্দের খেতরী গমন, চান্দের পত্র পাইয়া সন্তোষ ও রাঘবের খেতরী আগমন, পিতা ও ভ্রাতার সহিত মিলন, পিতা পুত্রে কথোপকথন, চান্দের দেশে গমন, নবাব নিকট চান্দের আহিদি পরগণার সনদ প্রাপ্তি, শ্রীনিবাস এবং ঠাকুর মহাশয়ের প্রশংসা বর্ণন— ১৬৬-১৬৮

উনবিংশ বিলাস।

রামচন্দ্রের মহিমা—শ্রীনিবাসের সমাধি, রাধা-কৃষ্ণের জলক্রীড়া দর্শন, দ্বিতীয় দিনেও সমাধি ভঙ্গ না দেখিয়া সকলের চিন্তা, রামচন্দ্রের বিষ্ণুপুরে আগমন, রামচন্দ্রের সমাধি, লীলা দর্শন, রামচন্দ্র ও শ্রীনিবাসের বাহ্য, শ্রীনিবাস সহ ভক্তগণের ভোজন— ১৬৮-১৭০

শ্যামানন্দের মহিমা,—খেতরী হইয়া শ্যামানন্দের অম্বিকায় গমন, হৃদয়চৈতন্য সহ কথোপকথন, শ্যামানন্দের দেশে গমন, সঙ্কীর্ত্তন প্রচার, সের খাঁ যবনের অত্যাচার ও তাহার উদ্ধার, শ্যামানন্দের রমণী গমন, রসিক ও মুরারির দীক্ষা, শ্যামানন্দের গোপীবল্লভপুরে প্রেম বিতরণ, গোবিন্দের সেবা প্রকাশ, দামোদর সন্ন্যাসীর গোপীবল্লভপুরে আগমন, শ্যামানন্দ সহ বিচার, পরাজয়, শ্যামানন্দ হইতে দামোদর বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর দীক্ষা, শ্যামানন্দের তেজ প্রকাশ, যজ্ঞোপবীত প্রদর্শন, ভক্তগণের আগমন, নাম সঙ্কীর্ত্তন— ১৭০-১৭২

বিষ্ণুপ্রিয়ার অদর্শন, দাস গদাধর ও নরহরি সরকারে খেদ, দাস গদাধর এবং নরহরির সঙ্গোপন, পরিজনের খেদ, যদুনন্দন ও রঘুনন্দনের কথোপকথন, কাটোয়ার মহোৎসব, মহন্তগণের আগমন, প্রভুর

মহোৎসব, মহন্তগণের খণ্ডে গমন, বীরচন্দ্র কর্ত্তৃক অন্ধের নয়ন দান, মহন্ত বিদায়— ১৭২-১৭৪

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের ছয় বিগ্রহের পুনরভিষেক বর্ণন আরম্ভ—পুনরভিষেকের কারণ নির্ণয়, জাহ্নবার দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে খেতরী আগমন, জাহ্নবা, নরোত্তম ও রামচন্দ্রের কথোপকথন, জাহ্নবার যাজিগ্রাম গমন, শ্রীনিবাস সহ কথোপকথন, জাহ্নবার খড়দহে গমন, কোন দিন নরোত্তমের প্রিয়া শূন্য বিগ্রহ দেখিয়া প্রিয়াসহ শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনের চিন্তা, নরোত্তমের স্বপ্ন বর্ণন, স্বপ্নে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনের আজ্ঞা লাভ, স্বপ্নে প্রিয়াসহ ছয় মূর্ত্তির দর্শন, নাম শ্রবণ, গৌরাঙ্গ এবং বল্লভাকান্তের অন্তর্দ্ধান, পুনরাবির্ভাবের কথা, নরোত্তমের নিদ্রাভঙ্গ, শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ না দেখিয়া খেদ, রামচন্দ্র নিকট স্বপ্ন বর্ণন, নরোত্তম ও রামচন্দ্রের কথোপকথন, শালগ্রামে শ্রীবিগ্রহ পূজার ব্যবস্থা, শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমন শুনিয়া তাঁহাকে আনিতে রামচন্দ্রকে বৃন্দাবন প্রেরণ, নরোত্তমের নীলাচলাদি ভ্রমণ—১৭৪-১৭৬

নরোত্তমের দেশে আগমন, স্বপ্ন দর্শন, প্রিয়া সহ ছয় বিগ্রহ নির্ম্মাণ, গৌরমূর্ত্তির গঠন ভাল না হওয়ায় নরোত্তমের চিন্তা, নরোত্তমের স্বপ্ন দর্শন, বিপ্রদাসের বাড়ীতে গমন, নরোত্তম ও বিপ্রদাসের কথোপকথন, বিপ্রদাসের ধান্য গোলায় গৌরাঙ্গমূর্ত্তি লাভ— ১৭৭

পত্রে শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের বিষ্ণুপুর আগমন সংবাদ প্রাপ্তি, শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের যাজিগ্রাম হইয়া তেলিয়া বুধরীতে আগমন, নরোত্তমের বুধরীতে গমন, কথোপকথন, রামচন্দ্রকে লইয়া নরোত্তমের খেতরী আগমন, অভিষেকের উদ্যোগ, নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ, মহন্তগণের আগমন বর্ণন,— ১৭৮-১৭৯

নরোত্তমের স্বপ্নে গৌরাঙ্গ দর্শন, অভিষেক আরম্ভ,—শ্রীবিগ্রহের নাম প্রকাশ, গোপালমন্ত্রে বিগ্রহ পূজা, জাহ্নবার প্রশ্ন, গোপাল মন্ত্রে গৌরাঙ্গ পূজার কথা, মহন্তগণে মালা চন্দন প্রদান, মহা সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ, ভক্তগণ সহ গৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তনে আবির্ভাব ও তিরোভাব— ১৮০-১৮১

শ্রীবিগ্রহে ফাগু (আবির) প্রদান, মহন্তগণের ফাগুখেলা, কীর্ত্তনান্তে মহন্তগণের প্রসাদ ভক্ষণ, রাত্রিতে কৃষ্ণের জন্মযাত্রা বিধি অনুসারে গৌরাঙ্গের জন্মাভিষেক, মহন্তগণের প্রসাদ গ্রহণ, কৃষ্ণলীলা গানে রাত্রি যাপন, মঙ্গল আরত্রি দর্শন, মহন্ত বিদায়, চৈতন্যমঙ্গল গান, লোচন দাসের বিবরণ— ১৮২

কৃষ্ণ-মঙ্গল গান, মাধব আচার্য্যের বিবরণ, বিগ্রহ সেবার পারিপাট্য বর্ণন, চৈতন্য-মঙ্গলের চৈতন্য-ভাগবত নাম প্রদান, নিয়মিতরূপ গান বর্ণন— ১৮৩-১৮৪

জাহ্নবার বৃন্দাবন যাইতে জুতবউদ্দিন নামক যবন দস্যুর উদ্ধার, স্বাতীয় নিত্যানন্দ কন্যা গঙ্গা-বল্লভ বারেন্দ্র মাধব আচার্য্যের

বিবরণ, বারেন্দ্র কুলে জন্মিয়া পরে গঙ্গা-বল্লভের রাঢ়ীত্ব প্রাপণ বর্ণন, অন্য বৎসরে ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় খেতরীর মহোৎসব আরম্ভ, মহাসঙ্কীর্ত্তন, রাধা-কৃষ্ণের আবির্ভাব— ১৮৫-১৮৬

নরোত্তমের তিনদিন ব্যাপি সমাধি, রাস-লীলা দর্শন, শ্রীনিবাসের যত্নে বাহ্য-কুষ্ঠ-ব্যাধিযুক্ত গুরুদাস ভট্টাচার্য্যের উদ্ধার— ১৮৭

নরোত্তম নিকট জগন্নাথ আচার্য্যের দীক্ষা, বঙ্গদেশী বিপ্র দস্যুপতিগণের উদ্ধার, ন সিংহ রাজার কথা, রূপনারায়ণ পণ্ডিতের বিবরণ,—রূপনারায়ণের গৃহত্যাগ, পণ্ডিত-বাড়ী গ্রামে ও নবদ্বীপাদি নানাস্থানে অধ্যয়ন, পাণ্ডিত্য লাভ, দিগ্বিজয়, জীব গোস্বামি সহ বিচারে পরাজয়, চৈতন্য মত গ্রহণ, রূপ ও সনাতনের কৃপা, নীলাচলবাসী ভক্তগণের কৃপা, স্বপ্নে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত দর্শন, কৃপা লাভ, রাজা নরসিংহ সহ মিলন, মন্ত্রিত্ব লাভ— ১৮৮-১৯২

নরসিংহের সভায় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নরোত্তমের নিন্দা, ব্রাহ্মণগণের দর্প, নরসিংহ ও রূপনারায়ণের কথোপকথন, পণ্ডিত লইয়া নরসিংহের খেতরী গমন, পথে দোকানদার সহ বিচারে পণ্ডিতগণের পরাজয়, পণ্ডিতগণের স্বপ্নে নরোত্তমের প্রশংসা শ্রবণ— ১৯৩-১৯৪

পণ্ডিতগণ সহ রাজা নরসিংহের খেতরী গমন, পণ্ডিতগণের দীক্ষা, রাজা নরসিংহের দীক্ষা, নরসিংহ কর্ত্তৃক ঠাকুর মহাশয়ের সহিত রূপনারায়ণের পরিচয় প্রদান, রূপনারায়ণের দীক্ষা, রাজা নরসিংহের পত্নীর দীক্ষা— ১৯৫

বলরাম পূজারী ও রূপনারায়ণ পূজারীর দীক্ষা, অন্য বৎসর শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমায় তৃতীয় দিবসে মহাসভা, বীরভদ্র গোস্বামীর বক্তৃতা, বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণন, অসম্প্রদায় মন্ত্রের নিন্দা; সম্প্রদায় মন্ত্রের প্রশংসা; অবৈষ্ণবোপদিষ্ট বিষ্ণু-মন্ত্রের নিরয়গামিত্ব; বৈষ্ণব লক্ষণ, বিষ্ণু-ভক্তের প্রশংসা— ১৯৬-১৯৭

কৃষ্ণ দীক্ষায় মানবের ব্রাহ্মণত্ব লাভের যোগ্যতা, নরোত্তমের প্রশংসা, তপঃপ্রভাবে নরোত্তমের ব্রাহ্মণত্ব লাভ, যজ্ঞোপবীত প্রদর্শন— ১৯৮-১৯৯

রূপনারায়ণ পণ্ডিতের গান, রূপনারায়ণের প্রতি বীরভদ্রের অনুগ্রহ, গোস্বামী উপাধি প্রদান, রূপনারায়ণের সিদ্ধ নাম লাভ— ২০০

মদনমোহনের নিমিত্ত বৃন্দাবনে জাহ্নবার রাধা মূর্ত্তি প্রেরণ, মদনমোহনের বামে রাধা মূর্ত্তি স্থাপন, রামাই নামক অন্ধের নয়ন প্রাপ্তির কথা, গুরুর প্রসাদ লঙ্ঘনে বীরভদ্র কর্ত্তৃক কাঁদড়ার জয়গোপাল দাসের বর্জ্জন, বীরভদ্রের নীলাচলাদি ভ্রমণ, দেশে আগমন, বৃন্দাবন গমন, বৃন্দাবন হইতে খেতরী, যাজিগ্রাম হইয়া খড়দহে গমন— ২০৩-২০৩

বিংশ বিলাস।

শ্রীনিবাসের শাখা বর্ণন— ২০৩-২০৬

নরোত্তমের শাখা বর্ণন— ২০৬-২১০

শ্যামানন্দের শাখা বর্ণন— ২১০-২১১

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের স্বরূপ তত্ত্ব বর্ণন, রামচন্দ্রের শাখা বর্ণন, গ্রন্থকারের দৈন্য ও পরিচয়— ২১২-২১৩

একবিংশ বিলাস।

বারেন্দ্র বিশ্বেশ্বর আচার্য্য এবং রাঢ়ীয় ভগীরথ আচার্য্যের বিবরণ, গঙ্গাবল্লভ মাধবের জন্ম, মহালক্ষ্মী কর্ত্তৃক মাধবকে জয়দুর্গারে দান, মহালক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান, বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক মাধবকে ভগীরথেরে প্রদান, বিশ্বেশ্বরের কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ, মাধবকে ভগীরথের পুত্ররূপে গ্রহণ, মাধবের অধ্যয়ন, পাণ্ডিত্য লাভ, গঙ্গা সহ মাধবের বিবাহ, নিত্যানন্দের কৃপায় এবং ভগীরথের পুত্ররূপে গ্রহণ করায় মাধবের রাঢ়ীত্ব প্রাপ্তি ও চট্ট বংশে কৌলীন্য লাভ— ২১৩ ২১৪

জগাই মাধাইর বংশাবলী সহ জগাই মাধাইয়ের বিবরণ এবং উদ্ধার বর্ণন— ২১৪-২১৬

দ্বাবিংশ বিলাস।

অম্বষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত এবং বাসুদেব দত্তের বিবরণ, বাসুদেব দত্তের মহিমা কীর্ত্তন— ২১৬-২১৭

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এবং মাধব আচার্য্যের বিবরণ, গদাধর পণ্ডিতের জন্ম, গদাধরের বিবরণ, মুকুন্দ ও পুণ্ডরীকের কথোপকথন, গদাধরের দীক্ষা, গদাধরের গীতায় মহাপ্রভুর শ্লোক লেখা, মহাপ্রভু ও গদাধরের কথোপকথন, বাণীনাথের কথা, নয়নানন্দ মিশ্র বিবরণ, নয়নানন্দ ও গদাধরের কথোপকথন, নয়নানন্দকে গোপীনাথের সেবা সমর্পণ, গদাধরের অন্তর্দ্ধান, নয়নের ভরতপুরে বসতি— ২১৭-২১৯

ত্রয়োবিংশ বিলাস।

ঈশ্বরপুরী এবং কেশবভারতীর বিবরণ, শ্রীবাসের পূর্ব্ব বিবরণ, মহাপ্রকাশের দিন মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের যৌবন কালের অবস্থা বর্ণন, পরম পুরুষের চাপড়ে শ্রীবাসের পরমায়ু লাভ ইত্যাদি— ২২০-২২১

নারায়ণীর কথা, নারায়ণীর চারি বৎসর বয়সের সময় প্রভুর কৃপা লাভ, কুমারহট্টবাসী বৈকুণ্ঠ বিপ্রের সহিত নারায়ণীর বিবাহ, বৃন্দাবনের জন্ম, মাতাসহ বৃন্দাবনের মামগাছিতে বাস, অধ্যয়ন, পাণ্ডিত্য লাভ, চৈতন্য-ভাগবত রচনা, প্রভুত্রয়ের অন্তর্দ্ধান বর্ণন, দেনুড় গ্রামে বৃন্দাবনের বাস—২২২

রূপসনাতনের পূর্ব্ব বিবরণ, কুমারের নৈহাটী হইতে বঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে বাস, রূপ, সনাতন ও বল্লভের রামকেলিতে বসতি, রূপ সনাতনের প্রতি প্রভুর কৃপা, কোন দিন

কীটে রূপকে দংশন, তৎপত্নীর সেবাশুশ্রূষা, রূপ ও তৎপত্নীর কথোপকথন, রূপের গৃহত্যাগ, রূপের সনাতন নিকট সঙ্কেত পত্র প্রেরণ, সনাতনের পত্র মর্ম্ম উদ্ধার, সনাতনের গৃহত্যাগ, বৃদ্ধার উপদেশ লাভ, রূপ ও সনাতনের শিক্ষা, বৃন্দাবন গমন— ২২২-২২৪

চৌবের মাহাত্ম্য, মদনমোহনের কথা, রূপের বৃন্দাবনে মদনমোহন স্থাপন, জীব গোস্বামীর বিবরণ, জীব গোস্বামীর অধ্যয়ন, পাণ্ডিত্য লাভ, জীব ও তন্মাতার কথোপকথন, জীবের সন্ন্যাস গ্রহণ, বৃন্দাবন গমন, রূপের নিকট দীক্ষা, ষট্‌সন্দর্ভ প্রণয়ন, জীবের দিগ্বিজয়ী জয়. রূপের জীবকে পরিত্যাগ, জীবের বনান্তরে গমন, সর্ব্ব সম্বাদিনী প্রণয়ন, জীবের প্রতি রূপ সনাতনের কৃপা, ক্রমসন্দর্ভাদি গ্রন্থ প্রণয়ন— ২২৪-২২৬

চতুর্ব্বিংশ বিলাস।

কৃষ্ণ, বলরাম, সদাশিব, মহাবিষ্ণুর তত্ত্ব বর্ণন, সদাশিবের তপস্যা, কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণ ও সদাশিবের কথোপকথন, সদাশিবের অদ্বৈত রূপে জন্ম হইবার কথা— ২২৬-২২৭

কুবের আচার্য্য, দিব্যসিংহ ও বিজয়পুরীর বিবরণ, কুবেরের চারি পুত্রের মৃত্যু, দুই জনের বিদেশে গমন, পুত্র শোকে কুবেরের শান্তিপুরে বাস, নারায়ণের অর্চ্চনা, নাভাদেবীর গর্ভ, কুবেরের নবগ্রাম গমন, মাঘী-সপ্তমীতে অদ্বৈতের জন্ম; নাম করণ অদ্বৈতের কমলাকান্ত নাম, বিদ্যারম্ভ, রাজপুত্র সহ অদ্বৈতের খেলা, অদ্বৈত হুঙ্কারে রাজপুত্রের মূর্চ্ছা, অদ্বৈতের পলায়ন, অদ্বৈতকে খুজিয়া আনয়ন, অদ্বৈত কর্ত্তৃক রাজপুত্রের মূর্চ্ছা অপনোদন, অদ্বৈতের কালী মন্দিরে গমন, কালীকে প্রণাম না করায় কুবেরের ভর্ৎসনা, পিতৃবাক্যে কালীকে প্রণাম, কালীর অন্তর্দ্ধান, মূর্ত্তি ভগ্ন, অদ্বৈত ও দিব্যসিংহের কথোপকথন, অদ্বৈতের উপদেশে দিব্যসিংহের কালী ও বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন, অদ্বৈতের শান্তিপুরে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন— ২২৮-২২৯

অদ্বৈতের আচার্য্য উপাধি লাভ, অদ্বৈতের সর্পময় বিল হইতে স্থলের ন্যায় জলে হাটিয়া পদ্ম আনিয়া শান্তাচার্য্যকে প্রদান, অদ্বৈতের পাঠ সমাপন, মাতা পিতার অন্তর্দ্ধান, অদ্বৈতের গয়া গমন, অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ, দক্ষিণে মাধবেন্দ্র সহ মিলন, মাধবেন্দ্র নিকটে অদ্বৈতের ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন, মাধবেন্দ্র অদ্বৈত সংবাদ, অদ্বৈতের বিজয়পুরী সহ মিলন, অদ্বৈতের স্বপ্নে মদনমোহন দর্শন, কুঞ্জ হইতে অদ্বৈতের মদনমোহন উত্তোলন— ২৩০

অভিষেক সদাচারী ব্রাহ্মণকে পূজায় নিয়োজন, শ্রীমন্দিরে যবনের আগমন, ঠাকুরের পুষ্প তলে পলায়ন, ম্লেচ্ছগণের প্রস্থান, ঠাকুর না দেখিয়া সেবাইতের দুঃখ, সন্ধ্যাকালে অদ্বৈতের শ্রীমন্দিরে আগমন, ঠাকুর না দেখিয়া অদ্বৈতের খেদ, অনাহারে

শয়ন, অদ্বৈতের স্বপ্ন দর্শন, পুষ্পতল হইতে ঠাকুর আনিয়া ফলমূলের ভোগ নিবেদন, প্রসাদ পাইয়া অদ্বৈতের শয়ন, প্রভাতে সেবাইতকে শ্রীমন্দিরে যাইতে আদেশ, মদনমোহন দেখিয়া সেবাইতের আনন্দ, মদনমোহনের মদনগোপাল নাম, অদ্বৈতের স্বপ্নে মথুরার চৌবেকে মদনমোহন দিতে আদেশ প্রদান— ২৩১

অদ্বৈত ও ভগবানের কথোপকথন, মথুরার চৌবে ব্রাহ্মণের আগমন, অদ্বৈতের চৌবেকে মদনমোহন প্রদান, অদ্বৈতের বিশাখার চিত্রপট মূর্ত্তি লাভ, সেই মূর্ত্তি শান্তিপুরে আনয়ন, মদনগোপাল নামে অভিষেক, মাধবেন্দ্রপুরীর শান্তিপুরে আগমন, তাহার দক্ষিণে গমন, গোবিন্দের অঙ্গ তাপ নিবারণের জন্য মলয়চন্দন আনয়ন, গোবিন্দের আদেশে রেমুনায় গোপীনাথে চন্দন অর্পণ, গোপীনাথের ক্ষীরচোরা নামের কথা, মাধবেন্দ্রের বৃন্দাবন গমন— ২৩২

দিব্যসিংহ রাজার শান্তিপুর আগমন, অদ্বৈত স্থানে দীক্ষা, কৃষ্ণদাস নাম প্রাপ্তি, কৃষ্ণদাসের বৈরাগ্য, বৃন্দাবন গমন, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামে খ্যাতি লাভ, কাশীশ্বর গোস্বামীর কথা; কৃষ্ণদাসের ও কাশীশ্বরের সখ্যভাব, বড় শ্যামদাস আচার্য্যের বিবরণ, বড় শ্যামদাসের ভাগবত আচার্য্য নামে খ্যাতি লাভ, শ্রীনাথ আচার্য্যের বিবরণ, চৈতন্য মতমঞ্জুষা নাম্নী ভাগবতের টীকা প্রণয়ন, কুমারহট্টে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ স্থাপন— ২৩২-২৩৩

ব্রহ্ম হরিদাসের বিস্তৃত বিবরণ,—হরিদাসের ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, যবনত্ব প্রাপ্তি, অদ্বৈত নিকট হরিদাসের দীক্ষা, অধ্যয়ন, পাণ্ডিত্য লাভ, তাঁহার তিন লক্ষ নাম গ্রহণ, হরিদাস সহ বিচারে যদুনন্দনের পরাজয়, অদ্বৈত স্থানে যদুনন্দনের দীক্ষা, ভাগবত অধ্যয়ন, দাস গোস্বামীর কথা, হরিদাসের মহিমা, হরিদাসের শ্রাদ্ধ-পাত্র ভোজন দেখিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে অদ্বৈতের নিন্দা, হরিদাসের অগ্নি হরণ, হরিদাসের নিকটে সকলের গমন, হরিদাসের অগ্নি দান— ২৩৩-২৩৪

হরিদাসের প্রশংসা, হরিদাস নিকটে ফুলিয়াবাসী রামদাস প্রভৃতি বিপ্রগণের দীক্ষা, হরিদাসের ফুলিয়া গমন, হরিদাসের নাম শ্রবণে সর্প ও ব্যাঘ্রের মুক্তি, হরিদাসের পুনরায় শান্তিপুর আগমন, গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে তপস্যা, হরিদাসের শ্রাদ্ধ-পাত্র ভোজন লইয়া সমাজে দলাদলী, ব্রাহ্মণ সমাজে অদ্বৈতেরে বর্জ্জন, ব্রাহ্মণগণের হরিদাসের তেজ এবং জ্যোতির্ম্ময় যজ্ঞোপবীত দর্শন, হরিদাসকে লইয়া অদ্বৈত বিপক্ষ ব্রাহ্মণগণের ভোজন, অদ্বৈতের আগমন, অদ্বৈত চরণে হরিদাসের প্রণাম, ব্রাহ্মণগণের হরিদাসের পরিচয় গ্রহণ, অদ্বৈতের প্রতি ব্রাহ্মণগণের স্তুতি, হরিদাসের নবদ্বীপ

গমন, হরিদাস ও কাজির কথোপকথন, হরিদাসকে কারাগারে স্থাপন, হরিদাসের বন্দিশালে সঙ্কীর্ত্তন, কাজির হরিদাসকে ছালায় বান্ধিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন, কিছু দিন পরে জালোয়ার জালে ছালা উত্তোলন, জালোয়ার কাজিকে ছালা অর্পণ, ছালা কাটিয়া হরিদাসকে জীবিত দেখিয়া কাজির স্তুতি, হরিদাসের বেণাপোলে গমন, হরিদাস নিকটে কাজির সুন্দরী বেশ্যা প্রেরণ, বেশ্যা ও হরিদাসের কথোপকথন— ২৩৪-২৩৫

তিন চারি রাত্র চেষ্টা করিয়াও হরিদাসের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে অসমর্থ হইয়া বেশ্যার জ্ঞান লাভ, হরিদাস ও বেশ্যার কথোপকথন, বেশ্যার বৈরাগ্য, ধন বিতরণ, হরিদাসের কৃপা, বেশ্যার হরিনাম লাভ, বেশ্যার তপস্যা, বেশ্যার সদ্গতি, বেশ্যা উদ্ধারিয়া হরিদাসের তীর্থ পর্য্যটনে গমন, হরিদাসের স্বরূপ বর্ণন, ঋচীক মুনির পুত্র ব্রহ্মার বিবরণ, প্রহ্লাদের বৈষ্ণবাপরাধ বর্ণন, গোবৎস হরণ পাপে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, পিতৃ শাপে ঋচীক মুনির পুত্র ব্রহ্মা, বৈষ্ণবাপরাধে ভাগবত প্রহ্লাদ, তিনে মিলি হরিদাস রূপ ধারণ— ২৩৬-২৩৭

অদ্বৈতের বিবাহ বর্ণন, নৃসিংহ ভাদুড়ীর কথা, শ্রী ও সীতার কথা, নৃসিংহ ভাদুড়ীর স্বপ্ন দর্শন, বড় শ্যামদাসের বিবাহ ঘটনা, শ্রী ও সীতার সহিত ফুলিয়াগ্রামে অদ্বৈতের বিবাহ, হিরণ্য গোবর্দ্ধনের ব্যয় নির্ব্বাহণ, পাকস্পর্শ দিনে অন্ন পরিবেশন সময়ে সীতার চতুর্ভুজ প্রদর্শন, নদিয়া ছাড়িয়া অদ্বৈতের শান্তিপুরে টোল স্থাপন, শ্রী ও সীতার দীক্ষা, অদ্বৈতের ছয় পুত্রের কথা, ছোট শ্যামদাসের বিবরণ, ছোট শ্যামদাসকে সীতা মাতা স্তন পান করান, এবং চতুর্ভুজা রূপ প্রদর্শন করান— ২৩৭-২৩৯

জঙ্গলী ও নন্দিনীর বিবরণ, জঙ্গলীর তপ মাহাত্ম্য, ঈশানের কথা, ঈশান অদ্বৈত সংবাদ, সপরিকর মহাপ্রভুর প্রকট, মহাপ্রভুর অদ্বৈতের প্রতি গুরু-ভক্তি, অদ্বৈতের যোগ বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা, প্রভুর ক্রোধোদয়, অদ্বৈতকে শাস্তি প্রদান, অদ্বৈতের জ্ঞান বাদী শিষ্যদিগকে ত্যাগ— ২৩৯-২৪০

অদ্বৈত-শিষ্য মাধব আচার্য্যের বিবরণ, মাধবের বংশাবলী বর্ণন, মহাপ্রকাশের দিন মহাপ্রভুর মুখে মাধবের হরিনাম শুনিয়া ঔদাসীন্য লাভ, নবদ্বীপ হইতে মাধবের কুলিয়ায় বসতি, অদ্বৈত স্থানে অধ্যয়ন, আচার্য্য উপাধিলাভ, কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে সমর্পণ, মহাপ্রভুর কৃপা, অদ্বৈত স্থানে দীক্ষা, মাধবের কবিবল্লভ আচার্য্য নামে খ্যাতি লাভ, মাধবের সন্ন্যাসী হইতে অভিলাষ, নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর গৌড়দেশীয় পথে বৃন্দাবন যাত্রা, পাণিহাটী রাঘবের ঘরে গমন, কুমারহট্টে শ্রীবাস গৃহে ভোজন, বাসুদেব ও শিবানন্দের বাড়ী হইয়া শান্তিপুর অদ্বৈত গৃহে গমন, তথা হইতে কুলিয়ায় মাধবদাস আচার্য্য গৃহে সাত দিন অবস্থিতি, তথা হৈতে রামকেলি রূপ

সনাতন গৃহে গমন, কানাইর নাটশালা হইতে পুনরায় নীলাচল গমন—২৪০-২৪১

আবার ঝারিখণ্ড পথে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমন, তথা হইতে মহাপ্রভুর নীলাচল আগমন, ইহা শুনিয়া মাধবের বিশেষ ঔদাসীন্য, মাতা কর্ত্তৃক বিবাহের উদ্যোগ, মাধবের পলায়ন, বৃন্দাবন গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ, পুত্রশোকে মাধবের মাতার মৃত্যু, ইহা শুনিয়া মাধবের শান্তিপুর আগমন, খেঁতরী হইয়া পুনরায় বৃন্দাবন গমন— ২৪১-২৪২

মহাপ্রভুর বংশাবলী বর্ণন, চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন বিবরণ, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর বিবরণ, বিশ্বরূপ ও লোকনাথ পণ্ডিতের বিবরণ, ঈশ্বরপুরীর কথা, নিত্যানন্দের বিশেষ বিবরণ, ঈশ্বরপুরীর একচাকা আগমন, নিত্যানন্দকে হাড়াওঝা হইতে গ্রহণ, নিত্যানন্দের দীক্ষা, সন্ন্যাস প্রভৃতি বর্ণন, ঈশ্বরপুরী ও নিত্যানন্দের কথোপকথন, ঈশ্বরপুরী ও নিত্যানন্দের তীর্থ পর্য্যটন, মাধবেন্দ্র সহ মিলন, পুনরায় সকলের তীর্থ পর্য্যটনে গমন, ঈশ্বরপুরী ও নিত্যানন্দের পুনর্ম্মিলন, নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমন, মহাপ্রভুর সহিত মিলন— ২৪২-২৪৪

মহাপ্রভুর বঙ্গদেশ বিলাস বর্ণন, পদ্মাতীরে বিদ্যার বিলাস, নাম সঙ্কীর্ত্তন, নরোত্তমে আকর্ষণ, মহাপ্রভুর শ্রীহট্ট যাত্রা, ফরিদপুর হইয়া বিক্রমপুর নূরপুরে গমন, সুবর্ণ গ্রাম হইয়া এগার সিন্দুরে আগমন, তথা হইতে বেতাল হইয়া ভিটাদিয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ কুলীন লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর গৃহে কিছু দিন অবস্থিতি, লক্ষ্মীনাথে পুত্রবর দান, রূপনারায়ণের কথা, পদ্ম-গর্ভাচার্য্য বিবরণ, পুরুষোত্তম আচার্য্যের বিবরণ বর্ণন, মহাপ্রভুর শ্রীহট্টে উপেন্দ্র মিশ্র ভবনে গমন, পিতামহী ও পিতামহ সহ পরিচয়, পিতামহ গৃহে প্রভুর চণ্ডী লিখা, উপেন্দ্র মিশ্র ও তৎপত্নীর কথোপকথন, প্রভুর পিতামহী দত্ত কাঁঠাল ভক্ষণ, প্রভু ও পিতামহীর কথোপকথন, প্রভুর পিতামহী ও পিতামহকে কৃপা করিয়া পদ্মাতীরে আগমন— ২৪৪-২৪৬

চূড়াধারী মাধব, কপীন্দ্রী বিষ্ণুদাস ও শৃগাল বাসুদেবের বিবরণ— ২৪৬-২৪৯

নিত্যানন্দের বিবাহ বর্ণন, নিত্যানন্দের দোগাছিয়া কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের ঘরে আগমন; উদ্ধারণ দত্তের কথা, সূর্য্যদাস সরখেলের কথা, নিত্যানন্দ নিকটে সূর্য্যদাসের আগমন, স্বপ্ন বর্ণন, নিত্যানন্দের শালিগ্রামে গমন; বসুধার সর্পাঘাতে মৃত্যু, নিত্যানন্দের কৃপায় প্রাণলাভ, নিত্যানন্দ সহ বসুধা ও জাহ্নবার পরিণয়— ২৪৯-২৫০

সন্ন্যাসীর স্ত্রী সংসর্গ নিষেধক প্রমাণাবলী, বান্তাশী দোষ বর্ণন, নিত্যানন্দের পক্ষে দোষের সমাধান, বীরভদ্রী দোষের কথা, বিবাহ করিয়া নিত্যানন্দের খড়দহে বাস, অভিরামের প্রণামে নিত্যানন্দ বংশ ধ্বংশ, বীরভদ্র এবং গঙ্গার জন্ম, প্রণামে মৃত্যু না হওয়ায় অভিরামের আনন্দ— ২৫০-২৫১

গঙ্গাবল্লভ মাধবের বিবরণ, গঙ্গাবল্লভ মাধবের বংশাবলী, মাধব সহ গঙ্গার বিবাহ,

গুরু কন্যা বিবাহ নিষেধক প্রমাণাবলী, দেবীবর কর্ত্তৃক মাধবের কৌলীন্য স্থাপন, মাধবের স্বরূপ— ২৫১-২৫২

বীরভদ্রের বিবরণ, দীক্ষা লইতে বীরভদ্রের শান্তিপুর যাত্রা, বীরভদ্রে ফিরাইতে জাহ্নবার অভিরামকে আদেশ, অভিরামের বংশীর আঘাতে নৌকা ভগ্ন, বীরের সাঁতারিয়া তীরে উঠা, বীরভদ্র ও অভিরামের কথোপকথন, বীরভদ্রের জাহ্নবা নিকটে গমন, তাঁহার চতুর্ভুজ দর্শন, জাহ্নবা নিকটে বীরভদ্রের দীক্ষা— ২৫২-২৫৩

বীরভদ্র মাহাত্ম্য,—শ্যামসুন্দর প্রকটন, পাৎসাহ নিকট বীরের গমন, ঐশ্বর্য্য প্রকাশ, পাৎসাহ হইতে পাতর লাভ, শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ, অচ্যুতানন্দ কর্ত্তৃক অভিষেক, অবশিষ্ট পাতরে স্বামীবনে নন্দদুলাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, বীরভদ্রের বিবাহ বর্ণন, যদুনন্দনের দুই কন্যার সহিত বীরভদ্রের বিবাহ, বীরভদ্রের তিন পুত্র ও এক কন্যার কথা— ২৫৩-২৫৪

দেবীবরের বৃত্তান্ত, মেলবন্ধনের কথা, যোগেশ্বরের মাসীর অন্ন ত্যাগ, মাসীর খেদ, দেবীবরের মাতার দেবীবরকে ভৎর্সনা, দেবীবরের তপস্যা, বর লাভ, দোষানুসারে কুলনির্ণয়, ধাঁধা, মাধাঁ, বীরভদ্রা, মুলুকজুরী, প্রভৃতি দোষের বর্ণন, ফুলিয়া এবং খড়দহ মেলের উৎপত্তি ও বিশেষ বিবরণ, ছয়ত্রিশ মেলে কুলীন বিভাগের কথা, দেবীবরের গুরুকে নিষ্কুল করন, গুরুর অভিশাপ, দেবীবরের বীরভদ্র নিকটে বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষা— ২৫৪-২৫৭

নিত্যানন্দের বংশাবলী, অদ্বৈতের বংশাবলী ও গদাধর পণ্ডিতের বংশাবলী বর্ণন, চিত্রসেন রাজা ও বিলাস আচার্য্যের কথা, মাধব মিশ্রাচার্য্যের বিবরণ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কথা, গদাধর, বাণীনাথ ও নয়নমিশ্রের কথা— ২৫৭-২৬০

রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বিবরণ,—আদিশূর রাজার বর্ণন, রাঢ় বরেন্দ্র দেশ নির্ণয়, পঞ্চ কৌশিকের বিবরণ, আদিশূরের যজ্ঞ, যজ্ঞে ফল না হওয়ায় কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন তৎবৃত্তান্ত ও তৎসঙ্গীয় ভৃত্যের কথা, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে মৃত বৃক্ষের জীবন সঞ্চার, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া পুত্রেষ্টি যাগ করায় আদিশূরের পুত্র কন্যা লাভ— ২৬০-২৬৩

কনোজ ব্রাহ্মণগণের দেশে গমন, জ্ঞাতি কর্ত্তৃক বর্জ্জন, স্ত্রী-পুত্রাদি সহ গৌড়ে আগমন, গঙ্গাতীরে পঞ্চগ্রাম লাভ, পঞ্চব্রাহ্মণের অধস্তন বংশ বর্ণন, পঞ্চব্রাহ্মণের পুত্রগণের রাঢ় বরেন্দ্রে বাস, রাঢ়ী, বারেন্দ্র এবং সপ্তশতি বিভাগ, বল্লালের সভাপণ্ডিতগণের নাম, কুল সাগরের কথা—২৬৩-২৬৬

রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের কৌলীন্য স্থাপন, কুলীন শ্রোত্রিয়াদি বিভাগ, উদয়ন আচার্য্য ভাতুড়ী এবং দেবীবর ঘটকের কথা, রাঢ়ী বারেন্দ্রের বিবাদ, রাঢ়ী, বারেন্দ্র কুলীনগণের নাম— ২৬৭-২৬৯

রাঢ়ীয় কুলীনের বংশাবলী—২৬৯-২৭৩

বারেন্দ্র কুলীনের বংশাবলী—২৭৩-২৭৭

রাঢ়ী, বারেন্দ্রের সিদ্ধ, সাধ্য, কষ্ট শ্রোত্রিয় বর্ণন— ২৭৭-২৭৯

রাঢ়ীর বংশজের বিবরণ— ২৮০-২৮০

বারেন্দ্রের কাপের বিবরণ—উদয়ন আচার্য্যের বৃত্তান্ত, উদয়ন আচার্য্য কৃত পরিবর্ত্ত ও করণাদি নিয়ম, কাপের কথা, কাপোৎপত্তি, ভাদড়ের কৌলীন্য নাশ, ভাদড়ে মান দান, আঘাত, অবসাদের কথা, পটীর কথা— ২৮১-২৮৩

ধেঞ্জি বাগচী এবং মধু মৈত্রের বিবরণ, নরসিংহ নাড়িয়ালের বৃত্তান্ত, নরসিংহের কন্যা বিবাহ করিয়া মধু মৈত্রের একঘরিয়া অবস্থা, মধু মৈত্রের পূর্ব্ব পক্ষের পুত্র ত্যাগ, কাপের বৃদ্ধি, কাপের দৌরাত্ম্যে কুলীনের কুল নষ্ট হইতে আরম্ভ— ২৮৩-২৮৬

রাজা কংসনারায়ণের বৃত্তান্ত, কুলীনের কুল রক্ষা, কাপে সম্মান প্রদান, কাপ কুলীনের বিবাদ মীমাংসা, রাজা কংসনারায়ণ কৃত নূতন নিয়ম, একাবর্ত্ত স্থাপন, কুশে কৌলীন্য স্থাপন, কুশময় করণ সৃষ্টির কথা, রাঢ়ীর মেল এবং বারেন্দ্রের পটীর নাম— ২৮৬-২৮৭

রাঢ়ীর পরিবর্ত্তের বিশেষ বিবরণ, পরিবর্ত্তের অর্থ, পাল্টী, প্রকৃতি, সপর্য্যায়, বর, আর্ত্তি, ক্ষেম্য, উচিত, লভ্য, এই সকলের লক্ষণ ও অর্থ বর্ণন— ২৮৭-২৯১

উদয়ন কৃত পরিবর্ত্ত ও করণের বিশেষ বিবরণ, করণ ও পরিবর্ত্তের অর্থ ও লক্ষণ বর্ণন, দায়ের করণের বিশেষ বিবরণ ও অর্থ— ২৯১-২৯২

রাজা কংস নারায়ণ কৃত একাবর্ত্তের কথা, অনুরূপ দায়ের করণের সৃষ্টি, তার লক্ষণ ও অর্থ, কুশে কৌলীন্য স্থাপন, কুশময় করণের সৃষ্টি, করণ ছাড়া কুলীনের কুলীন কন্যা গ্রহণ নিষেধ, করণে কন্যাকে অন্যের বিবাহ করিতে নিষেধ, অন্যপূর্ব্বা বা ঢেমনার অর্থ, কংসনারায়ণ কর্ত্তৃক কাপে কুলীনে এবং কাপে কাপেও দায়ের করণ বিধান, কাপে অন্য করণ নিষেধ, কাপে একাবর্ত্ত বা পরিবর্ত্ত নিয়মের অনাবশ্যকতা, কাপে সম্মান দান, কাপ কুলীনের বিবাদ মীমাংসা, আঢ়্য কাপের লক্ষণ ২৯২-২৯৪

একাবর্ত্ত ও কুশময় করণের কথা, একাবর্ত্তের লক্ষণ ও অর্থ, কুশময় করণের লক্ষণ ও অর্থ, কুলজ করণ ও উপকারের করণের কথা, কুশ ছাড়ানী কন্যার বিবরণ ও লক্ষণ, নিবান্ধবা কন্যার লক্ষণ, কুলীনের নিবান্ধবা কন্যা গ্রহণ নিষিদ্ধ, কাপ শ্রোত্রিয়ের পক্ষে বিধান, ফোঁটার অর্থ বর্ণন— ২৯৪—২৯৬

শ্রোত্রিয়ে শ্রোত্রিয়ে পত্রের বিধান, স্বগোত্রে করণ নিষিদ্ধ, করণের অধিকারী নির্ণয়, পিতা বর্ত্তমানে কুলীন পুত্রগণের করণে অনধিকার, পোকরাদোষ, স্থগিদ কুলীনের কথা, কুলজ করণ ও তাহার অর্থ, শ্রোত্রিয়ের নায়কত্ব লাভের কথা, ভাই করা দোষ, অবাধ্যতা দোষ, উপকারের করণ— ২৯৭

উপকারের করণের লক্ষণ, পানি নামা দোষ, ছয় শ্রোত্রিয় দোষ, কুলীনে কুলীনে সমস্ত করণ বিধান, কাপে কাপে দায়ের করণ বিধান, কাপের করণ ছাড়া নিবান্ধবা কন্যা গ্রহণের ব্যবস্থা, কুলীনের কাপত্ব, করণ বিধির প্রভেদ— ২৯৮-২৯৯

কাপের কুশ বিভাগ, গর্ত্ত শূদ্রা দোষ, কুলীনের কাপত্ব এবং শ্রোত্রিয়ত্ব, কাপের শ্রোত্রিয়ত্ব, কাপত্ব কুলীনের শ্রোত্রিয়ান্ত নাম। শ্রোত্রিয়ের প্রশংসা, কাপ কুলীনের অন্যরূপে শ্রোত্রিয়ত্ব— ২৯৯

কুলজ করণে দায়ের করণ নিষিদ্ধ, দায়ের করণে কুলজের কুশ ভাঙ্গার বিধান, শ্রোত্রিয়ের নীচ পটী হইতে উচ্চ পটীতে যাইবার ব্যবস্থা, কাপের শ্রোত্রিয় কন্যা লাভে সম্মান, কাপ কুলীনের বিবাদ ভঞ্জন, কংসনারায়ণের প্রশংসা, রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের পরিবর্ত্ত প্রভেদ— ৩০০

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনার সময় নির্ণয়, গ্রন্থে পুনরুক্তি দোষের কারণ নির্ণয়— ৩০১

গ্রন্থকারের দৈন্য— ৩০২

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের অন্তর্দ্ধান প্রসঙ্গ।

প্রেমবিলাসে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শেষ চরিত বর্ণিত হয় নাই। নরোত্তমবিলাসে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। নরোত্তমবিলাসের একাদশ বিলাস হইতে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের অন্তর্দ্ধান প্রসঙ্গটী এই স্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

একদিন ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র কবিরাজ নির্জ্জনে বসিয়া কি পরামর্শ করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র ব্যাকুল অন্তরে যাজিগ্রাম চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরে রামচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের কথা শুনিয়া শ্রীঠাকুর মহাশয় শোকে ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন —

গৌরাঙ্গ সহচর, শ্রীশ্রীবাস গদাধর,
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
শ্রীস্বরূপ দামোদর, হরিদাস বক্রেশ্বর,
এ সব প্রেমের অধিকারী॥
করিলা যে সব লীলা, শুনিতে গলায় শীলা,
তাহা মুঞি না পাই দেখিতে।
তখন নহিল জন্ম, না বুঝিনু সে না মর্ম্ম,
এ না শেল রহি গেল চিতে॥
প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট যুগ,
ভূগর্ত্ত শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মিলি কৈলা কি মধুর কেলি,
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ॥
সবে হৈলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
আঁধল হইল এ না আঁখি।
কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাও ছার মুখ,
আছি যেন মরা পশু পাখী॥

আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, আছিনু যাঁহার দাস,
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহো মোরে ছাড়ি গেলা,
রামচন্দ্র না আইলা,
দুঃখে জিই করে আনচান॥
যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক ধিক নরোত্তম দাস॥
এত কহিতেই সবে করিলা শ্রবণ।
রামচন্দ্র কবিরাজ হৈলা অদশন॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় স্থির হৈতে নারে।
নির্জ্জন বনেতে গিয়া কান্দে উচ্চস্বরে॥

কান্দিতে কান্দিতে অচেতন হইয়া ভূমীতলে পড়িলেন। রাজা নরসিংহ, পণ্ডিত রূপনারায়ণ, রাজা গোবিন্দ এবং সন্তোষ প্রভৃতি কতক জন ভক্ত চৌদিক বেড়িয়া বসিলেন, খেদযুক্ত হইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের শুশ্রূষায় কিছুকাল পরে মহাশয় চৈতন্য লাভ করিলেন।

পরে—

সবা লঞা আসিলেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে।
কতক্ষণ স্থির হৈলা প্রভুর দর্শনে॥

দিনে দিনে ঠাকুর মহাশয়ের রামচন্দ্র-বিরহ হইতেই কৃষ্ণবিরহ উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ-বিরহে আবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন, এইরূপে কিছু দিন গেলে পরে, গঙ্গাস্নান যাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

ঐছে দিন পাঁচ সাত রহি মহাশয়।
গঙ্গাস্নান যাইব সবার প্রতি কয়॥

পরে মহাশয় ভক্তগণ সহ বুধরী হইয়া গঙ্গাতীরে গাম্ভিলায় উপস্থিত হইলেন।

তথা হৈতে আইলা গাম্ভিলা গঙ্গাতীরে।
অকস্মাৎ জ্বর আসি ব্যাপিল শরীরে॥
চিতাশয্যা কর সবে এই আজ্ঞা দিয়া।
রহিলেন মহাশয় নীরব হইয়া॥
অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন শিষ্যগণ।
সবারে করিলা স্থির গঙ্গানারায়ণ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আইসে লৈয়া নিজ গণে।
দেখা মাত্র হয় কথা নাহি কারো সনে॥

তিন দিন পর্য্যন্ত তিনি কাহারও সহিত কথা কহিলেন না।

ঐছে মহাশয় তিন দিন গোঙাইলা।
লোক দৃষ্টে দেহ হইতে পৃথক হইলা॥

তখন সকলেই তাঁহার অন্তর্দ্ধান দেখিলেন। সকলেই বুঝিলেন, তিনি নিত্য-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তখন ভক্তগণ অতিশয় খেদান্বিত হইলেও খেদ সম্বরণ করিয়া দিব্য চিতা সাজাইলেন। স্নান করাইয়া দিব্য শয্যায় চিতার উপরে তাঁহার দেহ শয়ন করাইলেন। তখন—

পরস্পর কহে সুখে ব্রাহ্মণ সকল।
বিপ্র-শিষ্য কৈল যৈছে হৈল তার ফল॥
গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম কিছু না কহিল।
বাক্যরোধ হৈয়া নরোত্তম দাস মৈল॥
গঙ্গানারায়ণ ঐছে পণ্ডিত হইয়া।
হইলেন শিষ্য নিজ ধর্ম্ম তেয়াগিয়া॥

দেখিল গুরুর দশা হইল যেমন।
না জানি ইহার দশা হৈব বা কেমন॥
পুনঃ পুনঃ গঙ্গানারায়ণে শুনাইয়া।
ঐছে কতো কহে সবে হাসিয়া হাসিয়া॥
পাষণ্ডীর বাক্যে দয়া উপজিল মনে।
গঙ্গানারায়ণ আইলা চিতা সন্নিধানে॥
কর যোড় করিয়া কহয়ে বার বার।
নিজ গুণে কৈল প্রভু পাষণ্ডী উদ্ধার॥
এবে এ পাষণ্ডিগণ মর্ম্ম না জানিয়া।
নিন্দে তোমায়, সবে দুঃখ পায়েন শুনিয়া।
এ সবার হৈল ঘোর নরকে গমন।
রক্ষা কর কৃপাদৃষ্টে করি নিরীক্ষণ॥
গঙ্গানারায়ণের এ ব্যাকুল বচনে।
নিজ দেহে মহাশয় আইলা সেইক্ষণে॥
রাধা-কৃষ্ণ চৈতন্য বলিয়া নরোত্তম।
উঠিলেন চিতা হৈতে তেজ সূর্য্য সম॥
চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি করে সর্ব্বজনে।
অকস্মাৎ পুষ্প বরিষয়ে দেবগণে॥

ব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিল, যে নরোত্তমের শরীরে সমস্ত মৃত্যুর লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, চিতা শয্যায় শায়িত ছিল, সে হঠাৎ জীবিত হইল, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইল, একি আশ্চর্য্য!

দূরে থাকি দেখি তবে নিন্দুক ব্রাহ্মণ।
মহাভয় হৈল স্থির নহে কোন জন॥
কেহ কারো প্রতি কহে কি কার্য্য করিনু।
আপনা খাইয়া হেন জনেরে নিন্দিনু॥
ঐছে কত কহি শিরে করে করাঘাত।
কাঁপয়ে অন্তর নেত্রে হয় অশ্রুপাত॥
নিন্দুক ব্রাহ্মণ সব অপরাধী হঞা।
গঙ্গানারায়ণ পদে পড়ে প্রণমিয়া॥
কাতরে কহয়ে রক্ষা কর মো সবারে।
বৃথা জন্ম গোঙাইনু বিপ্র অহঙ্কারে॥
শ্রীমহাশয়ের আগে যাইতে না পারি।
করাহ তাঁহার অনুগ্রহ, কৃপা করি।
শুনিয়া ব্যাকুল বাক্য গঙ্গানারায়ণ।
মহাশয় সমীপে গেলেন সেইক্ষণ॥
করযোড় করিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে।
অনুগ্রহ কর প্রভু এ সব বিপ্রেরে॥
এত কহি সেই বিপ্রগণ ভূমে পড়ি।
প্রণমিয়া কাতরে কহয়ে করযোড়ি॥
মো সবার সম বিপ্রাধম নাহি আর।
করিনু যতেক নিন্দা লেখা নাহি তার॥
বর্ণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মিথ্যা অহঙ্কারে।
সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি করিনু তোমারে॥
হইল বিফল সবে, পড়িনু যে সব।
কভু না স্পর্শিল সে দুর্ল্লভ ভক্তি লব॥
কৃপা করি নাশহ দুর্দ্দৈব মো সবার।
লইনু শরণ এই চরণে তোমার॥
দেখিয়া ব্যাকুল, শ্রীঠাকুর মহাশয়।
ভক্তিরত্ন দিয়া সে সবারে আলিঙ্গয়॥
সবে আজ্ঞা কৈল গঙ্গানারায়ণ স্থানে।
ভক্তি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর সাবধানে॥
কিছু দিন পরে সবে যাইবা খেতরী।
অদ্য আমি এথা হৈতে যাইব বুধরি॥
এত কহি শীঘ্র করিলেন গঙ্গা স্নান।
নয়ন ভরিয়া দেখিলেন ভাগ্যবান॥
শ্রীমহাশয়ের এই প্রসঙ্গ সকল।
ব্যাপিল সর্ব্বত্র হৈল সবার মঙ্গল॥

গঙ্গাতীর হৈতে মহাশয় সবা সনে।
গঙ্গানারায়ণ গৃহে গেলা কথোক্ষণে॥
তথা নানা মিষ্টান্ন ভুঞ্জিল সবা লঞা।
অতি শীঘ্র বুধরি আইলা হৃষ্ট হঞা॥
গোবিন্দ কবিরাজ, কর্ণপূর আর।
কবিরাজ গোকুল বল্লভী মজুমদার॥
এ সবা সহিতে গিয়া খেতরী গ্রামেতে।
নিরন্তর রহে কৃষ্ণ কথা আলাপেতে॥
শ্রীপ্রভুগণের সেবা পরিচর্য্যা যত।
তাহাতেই নিযুক্ত হইলা অবিরত॥
গৌরাঙ্গ অঙ্গন ধূলি ধূসরিত হৈয়া।
করয়ে ক্রন্দন প্রভু মুখ পানে চাঞা॥
হা হা প্রভু গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত কৃষ্ণ।
করুণা করহ মুঞি বিষয় সতৃষ্ণ॥
ওহে প্রভু রাধাকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
সংসার যাতনা হৈতে করহ মোচন॥
হে রাধারমণ মোরে রাখহ চরণে।
তোমা না ভুলিয়ে যেন জীবনে মরণে॥
ঐছে কত প্রকার করয়ে নিবেদন।
সে সব শুনিতে কান্দে পশুপক্ষীগণ॥
লোক ভিড় দেখি প্রভু নির্জ্জনে যাইয়া।
নাম উচ্চারয়ে মহাব্যাকুল হইয়া॥
ওহে নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গসুন্দর।
ওহে নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙার॥
ওহে সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈত দয়াময়।
ওহে শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময়॥
ওহে করুণাসিন্ধু পণ্ডিত শ্রীবাস।
ওহে বক্রেশ্বর মুরারি হরিদাস॥
ওহে শ্রীস্বরূপ রামানন্দ দামোদর।
ওহে শ্রীআচার্য্য গোপীনাথ কাশীশ্বর॥

ওহে বাচস্পতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
ওহে সূর্য্যদাস গৌরীদাস পণ্ডিত আর্য্য॥
ওহে শ্রীপণ্ডিত জগদীশ শুক্লাম্বর।
ওহে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ দাস গদাধর॥
ওহে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়।
মুকুন্দ মাধব বাসুঘোষ ধনঞ্জয়॥
ওহে শ্রীজগদানন্দ সঞ্জয় শ্রীধর।
ওহে শ্রীমুকুন্দ নরহরি বিজ্ঞবর॥
ওহে শ্রীমদ্রূপ সনাতন গুণসিন্ধু।
ওহে শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ দীনবন্ধু॥
ওহে শ্রীগোপাল ভট্ট পতিতের প্রাণ।
ওহে রঘুনাথ ভট্ট গুণের নিধান॥
ওহে কুণ্ডবাসী স্বরূপের রঘুনাথ।
ওহে শ্রীজীব গোস্বামী করহ দৃষ্টিপাত॥
ওহে গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রিয়গণ।
করহ করুণা মুঞি লইনু শরণ॥
দেখি অতি পামর মোরে নাহি উপেক্ষিবা।
মোর অভিলাষ পূর্ণ অবশ্য করিবা॥
ঐছে কত কহিয়া নারয়ে স্থির হৈতে।
পুন বিলপয়ে কৃপা করহে ললিতে॥
শ্রীবিশাখা সুচিত্রা শ্রীচম্পক লতিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী পরম গুণাধিকা॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা সখী সুচতুরী।
শ্রীরূপমঞ্জরী, রতি মঞ্জরী কস্তুরী॥
লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী সর্ব্বজনে।
রাখ মোরে শ্রীরাধিকা চরণ সেবনে॥
হে রাধিকে কৃষ্ণ সে তোমার প্রাণেশ্বর।
তাঁর পাদপদ্ম সেবা দেহ নিরন্তর॥
তোমা দোঁহা বসাইব রত্ন সিংহাসনে।
নেত্র ভরি দেখিব বেষ্টিত সখীগণে॥

সখীর ইঙ্গিতে চামর ব্যজন করি সুখে।
সমর্পিব তাম্বুল দোঁহার চাঁদ মুখে॥
হইবে কি পূর্ণ এ মনের অভিলাষ।
এত কহি মহাশয় ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
কতক্ষণ মৌন ধরি রহে মহাশয়।
নবদ্বীপ লীলা আগত হইল হৃদয়॥
উর্দ্ধে দুই বাহু তুলি কহে বার বার।
দেখিব কি নেত্রভরি নদিয়া বিহার॥
চতুর্দ্দিগে শ্রীবাসাদি প্রভু প্রিয়গণ।
সম্মুখে অদ্বৈত দেব ভুবনপাবন॥
নিত্যানন্দ দক্ষিণে বামেতে গদাধর।
মধ্যে বিলসিব নবদ্বীপ সুধাকর॥
দেখিব কি ঐছে গণ সহ গোরারায়।
এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥
কে বুঝিতে পারে মহাশয়ের চরিত।
দিনে দিনে বাড়য়ে উদ্বেগ বিপরীত॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে চেষ্টা নিরখিয়া।
শ্রীরাধাবল্লভের ব্যাকুল হয় হিয়া॥
ঐছে পরস্পর সবে ভাবে মনে মনে।
মহাশয় যত্নে স্থির করে প্রিয়গণে॥
কে বুঝে সে মনোবৃত্তি প্রিয়গণ লঞা।
সদা নাম সংকীর্ত্তনে রহে মগ্ন হঞা॥
একদিন মহাশয় কহে প্রিয়গণে।
গঙ্গানারায়ণের বিলম্ব হৈল কেনে॥
হেনকালে রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ।
দোঁহে আইল, সঙ্গে সেই বিপ্র কথোজন॥
পড়িলেন শ্রীমহাশয়ের পদতলে।
ভক্তিরসে মগ্ন বিপ্র ভাসে নেত্র জলে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় করি অনুগ্রহ।
কথোজনে শিষ্য কৈলা দেখিয়া আগ্রহ॥
মহাশয় প্রিয় গঙ্গানারায়ণ স্থানে।
কৃপা করি শিষ্য করাইলা কথোজনে॥
সবে গিয়া গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে প্রণমিলা।
শ্রীমহাপ্রসাদ শ্রীপূজারী আনি দিলা॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি বিজ্ঞগণ।
দেখি বিপ্র চেষ্টা হৈলা উল্লাসিত মন॥
শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য আদি বিপ্র যত।
দীন হৈয়া সে সবার পদে হৈল নত॥
শ্রীসন্তোষ, রাজা নরসিংহ আদি সব।
দেখিলেন বিপ্রবর্গে পরম বৈষ্ণব॥
মহামহোৎসব কৈলা তার পর দিনে।
বিপ্রগণ উন্মত্ত হইলা সঙ্কীর্ত্তনে॥
সবে হইলেন প্রেমভক্তি অধিকারী।
ঐছে অনুগ্রহের বালাই লৈয়া মরি॥
শ্রীমহাশয়ের চারু চরিত্র অপার।
সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ করিলা সবার॥
একদিন মহাশয় অতি প্রাতঃকালে।
হৈয়া মহা ব্যাকুল ভাসে নেত্র জলে॥
অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া।
কতক্ষণ ক্ষিতিতলে রহয়ে পড়িয়া॥
সে হেন বদন পদ্ম শুকাইয়া যায়।
গদ গদ স্বরে কহে কি হইল হায়॥

শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের বন্ধুত্ব স্মরণ করিলে তাঁহাদের বিরহে কৃষ্ণ-বিরহ ব্যাধি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া পড়িল, সংসার কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন, প্রলাপ করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, তখন,—

মহাশয় জানি প্রিয় গণের অন্তর।
সবারে প্রবোধবাক্য কহিলা বিস্তর॥

প্রভুর প্রাঙ্গণে আসি বিদায় হইলা।
প্রভুগণ চরণে জীবন সমর্পিলা॥
কে বুঝে অন্তর অতি অধৈর্য্য হইয়া।
চলিলা বুধরি গোবিন্দাদি সঙ্গে লৈয়া॥
বুধরি গ্রামেতে একদিন স্থিতি কৈলা।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি তথা আইলা॥
অতি সুমধুর বাক্যে সবে প্রবোধিলা।
শ্রীনাম কীর্ত্তনে দিবারাত্রি গোঙাইলা॥
বুধরী হইতে শীঘ্র চলিলা গাম্ভিলে।
গঙ্গাস্নান করিয়া বসিলা গঙ্গাকুলে॥
আজ্ঞা কৈলা রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে।
মোর অঙ্গ মার্জ্জন করহ দুই জনে॥
দোহে কিবা মার্জ্জন করিব, পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিলাইল গঙ্গার জলেতে॥
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হৈলা অন্তর্দ্ধান।
অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহা বুঝিব কি আন॥
অকস্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গ উথলিল।
দেখিয়া লোকের মহা বিস্ময় হইল॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে দেখি সঙ্গোপন।
বরিষে কুসুম স্বর্গে রহি দেবগণ॥
চতুর্দ্দিগে হইল মহা হরি হরিধ্বনি।
কেহ ধৈর্য্য ধরিতে নারয়ে ইহা শুনি॥
সবে শ্রীঠাকুর নরোত্তম গুণ গায়।
ব্যাপিল জগৎ গুণে পাষাণ মিলায়॥
শ্রীমহাশয়ের সঙ্গে ছিল যত জন।
সবে লঞা গেলা গৃহে গঙ্গানারায়ণ॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ আর যত জন।
পরস্পর কৈলা সবে ধৈর্য্যাবলম্বন॥

গাম্ভিলায় গঙ্গানারায়ণের বাড়ীতে ঠাকুর মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টি/মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়া সকলে খেতরীতে উপস্থিত হইলেন। হরিরাম, রামকৃষ্ণ, গঙ্গানারায়ণ, গোবিন্দ কবিরাজ, রাজা নরসিংহ, পণ্ডিত রূপনারায়ণ, কৃষ্ণসিংহ, চান্দরায়, গোপীরমণ, রাজা গোবিন্দ এবং সন্তোষ দত্ত প্রভৃতি ঠাকুর মহাশয়ের ভক্তগণ খেতরীতেও মহাসঙ্কীর্ত্তন ও মহামহোৎসব কার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন।

স্মল পাইকা অক্ষরে গোল পেজি ডিমাই ২৫ ফর্ম্মায় প্রেম-বিলাস সম্পূর্ণ হইল।

পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা—
১০নং বিশ্বম্ভর মল্লিকের লেন,
কুমারটুলি, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু যশোদালাল তালুকদার।
মূল্য ১৲, ডাক মাশুল ৵০।
গ্রাহকের ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে।

প্রেম-বিলাস।

প্রথম বিলাস।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

নারাধিতং কলিযুগে তব পাদপদ্মং,
নালোকিতঃ কলিযুগে তব গৌরদেহঃ।
নাকর্ণিতা কলিযুগে তব তত্ত্বগাথা,
চৈতন্যচন্দ্র! ভবতা পরিবঞ্চিতোঽহং॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা জয় বীরচন্দ্র।
জয় জয় কলিযুগে হরিনাম মন্ত্র॥
শ্রীনিবাস জয় জয় আচার্য্য ঠাকুর।
যাঁর শিষ্য রামচন্দ্র প্রেমের অঙ্কুর॥
জয় জয় কবিরাজ ঠাকুর গোবিন্দ।
যাঁর গুণে সপ্তদ্বীপে জীবের আনন্দ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা যাঁর হইবেক প্রাণ॥
আচার্য্য ঠাকুরের জন্ম হৈল যেন মতে।
ভক্তি করি শুন ভাই দৃঢ় করি চিতে॥
নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়ে দিলা পাঠাইয়া।
তেহোঁ গৌড় ভাসাইলা প্রেমভক্তি দিয়া॥
গৌড়দেশ হইতে যে যে বৈষ্ণব আইসে।
জিজ্ঞাসিলা মহাপ্রভু অশেষ বিশেষে॥
কেহো কহে গৌড়দেশে নাহি হরিনাম।
সজ্জন দুর্জ্জন লোকের নাহি পরিত্রাণ॥ (১)
কেহ কহে ভক্তি ছাড়ি আচার্য্য গোসাঞি।
মুক্তিকে প্রধান করি লওয়াইলা ঠাঞি ঠাঞি
কেহ কহে মুক্তি বিনা বাক্য নাহি আর।
মুক্তি কহি কহি গোসাঞি ভাসাইল সংসা
শুনিতে শুনিতে প্রভুর ক্রোধ উপজিল।
নিত্যানন্দ বিচ্ছেদ দুঃখ অধিক বাড়িল॥
এই কালে প্রভু-স্থানে স্বরূপ রামরায়।
কহিবারে চাহে প্রভু আনন্দ হিয়ায়॥
আইস আইস ভাল হইল আইলা দুই জন।
ভক্তিশূন্য হইল গৌড় শুনহ কারণ॥
অদ্বৈত আচার্য্য হইলা ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
ভক্তি ছাড়ি বাখানেন পঞ্চবিধা মুক্তি॥
বুঝিতে নারিনু আমি অদ্বৈতের মন।
কিসে ভক্তি রহে ইহা কহ দুই জন॥
ঘৃণা নাহি হয় মনে মুক্তি পাঠ করি।
এ লীলার তিহোঁ হন মূল অধিকারী॥

---

(১) কেহ কহে নাহি দেশে সংকীর্ত্তন নাম।

লোকের মুখে ত শুনি না হয় প্রতীত।
ভক্তি ছাড়ি মুক্তি ব্যাখ্যা তাঁর নহে চিত॥
এই কালে নিত্যানন্দের পত্রিকা আইল।
"ভক্তিপথ ছাড়ি আচার্য্য মুক্তি বাখানিল'॥
লিখন পাইঞা বড় ভয় উপজিল।
শ্রীহস্তে লিখন করি দর্শনে চলিল॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু পুরীর ভিতরে।
গরুড়ের নিকটে দর্শন আনন্দ অন্তরে॥
সেই কালে আইলা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
তাঁহারে দেখিয়া প্রভুর হইল ভাবোদ্গম॥
ভক্তি ভক্তি করি প্রভুর প্রেম উপজিল।
মুক্তি ব্যাখ্যা ছাড়ি প্রভু ভক্তি বাখানিল॥
ভট্টাচার্য্য কোলে করি হইলা বাহির।
মিশ্রের আবাসে আসি হৈলা কিছু স্থির॥
নিত্যানন্দ প্রভুর পত্র হস্তে ত আছিল।
পত্র পড় ভট্টাচার্য্য, প্রভু আজ্ঞা কৈল॥
পত্রপড়ি ভট্টাচার্য্য হৈলা মহাক্রোধ।
হেন বুঝি গৌড়দেশে নাহি কার বোধ॥
ভক্তি ছাড়ি মুক্তিকে বাখানে কোন জন।
সেই স্থানে আমরা যাইব তিন জন॥
বিচার করি তাঁরে প্রভু নিরস্ত করিব।
প্রৌঢ়ি করেন যদি বান্ধিয়া আনিব॥ (১)
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে প্রভুর আনন্দ হৃদয়।
না হইব ভক্তিবাধ শুন মহাশয়॥
স্বাক্ষরেতে এক পত্র যায় অদ্বৈতেরে। (২)
আর পত্র লিখেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরে॥
ভাল ভাল বলি এই যুক্তি দৃঢ় কৈল।
বৈষ্ণব দ্বারায় পত্র গৌড়ে পাঠাইল॥

এ বাক্য শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহামতি।
কর যোড় করি কহে আপন দুর্গতি॥
তর্ক পড়ি ভক্তি নাহি জানি লব লেশ।
মুক্তি ব্যাখ্যা ছাড়ি ভক্তিতে আনন্দ বিশেষ॥
শুষ্ক তর্ক খলি খাইতে কত কাল গেল।
গোপীনাথ আচার্য্য সঙ্গে প্রসঙ্গ হইল॥
দুর্ম্মতি মায়িক নহে তিঁহো প্রভুর ভক্ত।
কেন না জানিবেন প্রভুর স্বরূপের তত্ত্ব॥
তাঁহার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈলা মোরে।
সকল দুর্ম্মতি গেল, ভক্তি জন্মিল অন্তরে॥
তিঁহো অতি প্রভুর প্রিয় ভক্তমহারাজ।
সংসারে বুঝাবার হয় তাঁর হেন কাজ॥
নিজ নিজ স্থানে সবে করিলা গমন।
তথাপি যে সুখোৎপত্তি না হইল মন॥
ভাবিতে ভাবিতে প্রভুর উদ্বেগ বাড়িল।
ভক্তিশূন্য হৈল জীব ভয় উপজিল॥
কিরূপেতে ভক্তি রহিবেক পৃথিবীতে।
গৌড়ে কিছু প্রেম নাম চাহি পাঠাইতে॥
নিত্যানন্দ সাক্ষাতে ইহা কেমতে হইবে।
অবিদ্যমানে ভক্তি জীবের কেমনে রহিবে॥
ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিতে রূপ সনাতন।
বৃন্দাবনে দুই ভাই করিলা গমন॥
সেই ভক্তিনিলা চাহি গৌড়ে প্রকাশিতে।
প্রেমরূপ এক পাত্র চাহি জন্মাইতে॥
"অবনি অবনি!" বলি প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
যোড়হাতে পৃথিবী তবে প্রভুর নিকটে আইল
শুন শুন পৃথিবী তুমি হঞা সাবধান।
প্রেমরূপ পাত্র আনি কর অধিষ্ঠান॥
যেই প্রেম রাখিয়াছ প্রভু মোর ঠাঞি।
আজ্ঞা দেহ প্রেমরূপ প্রকাশিতে চাই॥

---

(১) অবিচার করেন, যদি বান্ধিয়া আনিব॥
(২ স্বাক্ষরেতে এক পত্র পাঠাও অদ্বৈতেরে

আনন্দিত হঞা পৃথিবীরে আজ্ঞা দিল। (১)
পাত্রাপাত্র অবধি কথা নাম না হইল॥
এই কালে প্রভু স্থানে স্বরূপ রামরায়।
প্রভুরে প্রণতি করি নিবেদিতে চায়॥
কি করিব কি হইবে ভাল হইল আইলা।
পৃথিবীতে যে কথা হৈল সকল কহিলা॥
প্রেম প্রেম বলি প্রভু আবিষ্ট হইলা।
নিত্যানন্দ বলি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু, তৃতীয় প্রহর গেল।
মধুরস্বরে হরিনাম স্বরূপ শুনাইল॥
হরিনাম শ্রবণে প্রভুর হইল চেতন।
চল যাই করি স্বরূপ! ঈশ্বর দরশন॥
এইকালে সার্ব্বভৌম প্রভুর সন্মুখে।
সার্ব্বভৌম দেখি প্রভু পাইলা বড় সুখে॥
ভাল হৈল আইলা তুমি বৈস এই খানে।
বিশেষ আছয়ে কথা শুন সাবধানে॥
ভক্তিপথ দূর কৈল অদ্বৈত আচার্য্য।
কি কহিব কি করিব কহ ভট্টাচার্য্য॥
ভক্তিবাধ শুনি ভটের বড় দুঃখ হৈল।
মহাপ্রভুর পায়ে তবে নিবেদন কৈল॥
অদ্বৈত আচার্য্য হন জগতের প্রভু।
তাঁর মুখে হেন বাক্য না হইবে কভু॥
উদ্ধত লোক আসি শুনাইল প্রভুকে। (২)
সেই লোক আন দেখি আমার সম্মুখে॥
প্রয়াস করিল লোক দেখা না পাইল
বড় অজ্ঞ সেই লোক ভট আনাইল॥
শুন শুন ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বকথা কই।
নবদ্বীপ ছাড়ি তেঁহ বড় দুঃখ পাই॥

বুঝি নাহি সেই দুঃখে কি যে আছে মনে।
ভয় দেখাইতে করে স্বতন্ত্র আচরণে॥
সকল করিতে তেঁহো ধরেন সামর্থ্য।
যাহা করে তাহা হয় নাহি হয় ব্যর্থ॥
আমার প্রতীতি আছে তাঁহার কথাতে।
তাঁর আজ্ঞা না পারি আমি অন্যথা করিতে॥
এই যুক্তি কর আজ্ঞা না হয় হেলন।
প্রেম রক্ষা পায় পশ্চাৎ যুক্তির কারণ॥
ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু নিত্যানন্দের সাক্ষাতে।
বিদ্যমানে প্রেম যেন নহিবেক বাধে॥
অবিদ্যমানের কথা কি কহিব আমি।
যে তোমার মনে হয় তাহা কর তুমি॥
তার সাক্ষী আছে প্রভু! মোর মায়াবাদ।
মুক্তি ছাড়ি ভক্তিব্যাখ্যা তোমার প্রসাদ॥
প্রভুর দর্শনে মোর বন্ধ গেল নাশ।
মুক্তি ছাড়ি ভক্তিপথে হৈনু তবে দাস॥
কলিযুগের লোক সব বড় দুরাচার।
তাহার প্রধান কৈল রাজার অধিকার॥ (৩)
অধিকার রাজার যেই সব দূর কৈল।
মহৌষধি হরিনাম-মন্ত্র প্রকাশিল॥
নামের আভাসে পাপ করিলেন ধ্বংস।
ভক্তিকে স্থাপন কৈল নিত্যানন্দ অংশ॥
হেন নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়ে পাঠাইলা।
পশ্চাতে কি লাগি তুমি ভাবিতে লাগিলা॥
সেই সব সত্য কিছু শুন মন দিয়া।
ভক্ত সঙ্গে করি নিত্যানন্দেরে লইয়া॥
সঙ্গ ছাড়া নিত্যানন্দ করিলাম আমি।
কি করিব যেবা হয় যুক্তি দেহ তুমি॥

---

(১) আনন্দিত হঞা পৃথিবীরে আলিঙ্গিল।
(২) অবিজ্ঞ লোক আসি শুনাইল প্রভুকে।
(৩) তার প্রধান কারণ যবন রাজার অধিকার

তোমারে যুক্তি দিতে কেহ নারে অন্যথায় ।১
এক নীলাচলে আছে জগন্নাথ রায় ॥
ভাল সমাধান কৈল ভট্ট মহাশয়। (২)
জগন্নাথ বিনা ইহা সমাধা না হয় ॥
এই যুক্তি করি সবে গেলা দরশনে।
পশ্চাৎ রাখিতে প্রেম কৈলা নিবেদনে ॥
করুণাসাগর তুমি বড় দয়াময়।
নিবেদন করি প্রভু কহিবে নিশ্চয় ॥
কলিযুগে জগন্নাথরূপে অবতার।
দর্শনে বিশ্বাসে লোকের হইল নিস্তার ॥
প্রসাদ-মাধুরী গন্ধে দেশ ভাসাইলা।
বর্ণাশ্রম চণ্ডালাদি একত্র করিলা ॥
এইমত রাধাকৃষ্ণ লীলার বিস্তার।
অনুগ্রহ নিগ্রহ পাত্রের না হবে বিচার ॥
চৌদ্দ হাত দোলন মালা গলার ছিঁড়িল।
আনিয়া পূজারি প্রভুর আগে ত ধরিল ॥
আনন্দিত হইয়া প্রভু আইলা আবাসে।
আনন্দ হইল চিত্তে অশেষ বিশেষে ॥
চিন্তা না হইল চিত্তে করিলা শয়ন।
শয্যাপরে জগন্নাথ করিলা গমন ॥
হাসি হাসি জগন্নাথ বাক্য কিছু কয়।
তোমা হইতে যোগ্যতা মোর কত বড় হয় ॥
এক ব্রাহ্মণ ছিল অনেক দিন হইতে।
অপুত্রক ব্রাহ্মণ আইল পুত্রের নিমিত্তে ॥
যখন দর্শনে আইসে মাগে পুত্রবর।
রোদন করয়ে সদা কাতর অন্তর ॥
বিপ্রের ব্যাকুল দেখি দয়া বড় হইল।
সন্তুষ্ট হইয়া তারে পুত্র বর দিল ॥

(১) তোমারে যুক্তি দিতে কেহ নাহি পারে [তায়।
(২) ভাল যুক্তি দিল ভট্ট মহাশয়।

চৈতন্যদাস আচার্য্য তাঁর নাম হয়।
সেই মহাযোগ্য পাত্র প্রেমমূর্ত্তিময় ॥
প্রেম সমর্পণ তুমি করিবে তাঁর স্থানে।
অনুতাপ আর যেন না করে ব্রাহ্মণে ॥
(লক্ষ্মীপ্রিয়া তাঁর পত্নী বলরামের কন্যা।
অতি সুচরিতা পতিব্রতা মহাধন্যা ॥)
সেই কালে মহাপ্রভুর হইল চেতন।
জগন্নাথ বলি বহু করিল রোদন ॥
কাশীমিশ্রে ডাকি প্রভু জিজ্ঞাসিল তাঁরে।
গৌড়িয়া চৈতন্যদাসকে দেখাহ আমারে ॥
তাঁর নিমিত্ত জগন্নাথ আজ্ঞা দিল মোরে।
প্রয়াস করিয়া তাঁরে আনহ সত্বরে ॥
মিশ্র কহে প্রভু অনেক দিবস হইল।
রোদন করিয়া বিপ্র দেশে চলি গেল ॥
প্রভু কহে জান তাঁর বাড়ী কোথা হয়।
মিশ্র কহে তাহা আমি করিব নিশ্চয় ॥
এইকালে জগদানন্দ আইলা বৃন্দাবন হৈতে
সনাতনের কুশল প্রভু লাগিলা জিজ্ঞাসিতে ॥
তেঁহো কহে সর্ব্বসিদ্ধি আনন্দে আছয়।
শুনাইল প্রভুরে যেঁহো যে যেমন হয় ॥
মাতার চরণ দেখি আইনু নবদ্বীপে।
শান্তিপুরে আসিলাম আচার্য্য সমীপে ॥
বিদায়ের কালে গোসাঞি আজ্ঞা দিল মোরে
যে কহিব আমি তাহা কহিও তাঁহারে ॥ (৩)
প্রহেলী কহিলা শুনি বলে মহাপ্রভু। (৪)
যে কহিলা তাহা আমি নাহি জান কভু ॥

(৩) যে কহিব আমি তাহা কহিও প্রভুরে ॥
(৪) চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলায় ১৯শ পরিচ্ছেদে। অদ্বৈত প্রভু বলিলেন—
প্রভুকে কহিও আমার কোটী নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥

স্বরূপাদি মহাপ্রভু একত্র আছিলা।
প্রহেলী শুনিয়া সবে হাসিতে লাগিলা॥
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিরহ-ব্যাধি দ্বিগুণ বাঢ়িল॥

বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

অর্থ;—বাউলকে (মহাপ্রভুকে) কহিও লোক আউল অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণে মত্ত হইয়াছে; ধর্ম্মাচরণ উত্তমরূপেই চলিতেছে, যে চাউল বিক্রী করিবার জন্য হাট বসাইয়াছ, তাহাতে যথেষ্ট চাউল বিক্রয় হইয়াছে, লোকের গৃহ চাউলে পুর্ণ হইয়াছে, এখন অভাব দূর হইল, আর চাউল বিক্রয় হইবে না, লোকের আর চাউল কিনিবার প্রয়োজন হইতেছে না। হাট ভাঙ্গিয়া দেও, কাজ ভালরূপে চলিতেছে।

ধর্ম্ম প্রচার সুন্দররূপে হইতেছে। স্বরূপ গোসাঞি তরজার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু কহিলেন,—যে কার্য্যে আগমন করা হইয়াছে তাহা সম্পন্ন হইল, এখন স্বস্থানে প্রস্থান করিতে হইবে। আচার্য্য আনিয়াছেন, তিনিই কিছু কাল রাখিয়াছেন, তিনি এখন বিদায় দিলেন।

প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কতোক কাল করে নিরোধন॥
পূজা নির্ব্বাহন হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।*
যৎ কথিতং তৎ ফলিতং শুনিলা দুই জন।
প্রেম রক্ষা পায় তাহা করহ চিন্তন॥
জগন্নাথের আজ্ঞা হৈল ব্রাহ্মণে দেখিতে।
আনহ প্রয়াস করি দেশে চাহি পাঠাইতে॥
এথা পৃথিবী প্রেমভার সহিতে না পারি।
ভূমিকম্প হৈল সব নীলাচলপুরী॥
দিবা নিশি নীলাচল টলমল করে।
ভূমিকম্প নহে ভাই চৈতন্য এত করে॥
পূর্ব্বে সমুদ্রকে প্রেম চৈতন্য দান দিয়া।
নীলাচলপুরীকে দিলেন প্রেমে ভাসাইয়া॥
সমুদ্রে বুঝি সেই প্রেম রাখিতে নারিলা।
তাথে হৈতে লৈঞা প্রেম পৃথিবীকে দিলা॥
পৃথিবী রাখিতে নারে টলমল করে।
ঘর দ্বার ভাঙ্গি পাছে লোকজন মরে॥
এতকাল আছি ভাই আমরা নীলাচলে।
আসিয়া চৈতন্য চন্দ্র করে এত বলে॥
সবে মেলি বিচারয়ে কি কর্ত্তব্য হয়।
সেই দেশে যাই যাঁহা সবার প্রাণ রয়
কোন লোক বলে পৃথিবী ছাড়া দেশ নাঞি
যে হউ সে হউ আমি রহিব এই ঠাঞি॥
কেহো বলে তোমার নাহিক পুত্রাপত্য।
তাহাতে দরিদ্র তুমি নাহিক সম্পত্য॥
কোন্ ভয়ে ছাড়িবে তুমি এই নীলাচল।
উভয় মরিয়া যাব আমরা সকল॥
এ বিপত্তে যদি জগন্নাথ রক্ষা করে।
তবে অনায়াসে ভাই রহিব সংসারে॥
কেহ বলে, ভাই জগন্নাথ কি করিব।
চৈতন্যের রস ভাই দ্বিগুণ বাঢ়িব॥
কেহ বলে সকলেই একত্র হইয়া।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্থানে নিবেদিব যাঞা॥

ভাল ভাল বলি সবে একত্র হইয়া।
মিশ্রের দ্বারেতে সবে উত্তরিলা গিয়া॥
লোক ভীড়ে দ্বারে বড় কোলাহল হৈল।
স্বরূপাদি সহ প্রভু বাহিরে আইল॥
প্রভু দেখি ব্যাকুল লোক নীলাচল বাসী।
বাল বৃদ্ধ যুবা গৃহী কি আর তপস্বী॥
জলেতে ভাসিল পুরী তাতে রক্ষা কৈলা।
টলমল করে পুরী বিপত্তি হইলা॥
এই বার রক্ষা কর প্রভু গৌরচন্দ্র।
পৃথিবী অস্থির কৈল কিবা দিয়া মন্ত্র॥
তোমা বহি নাহি বিপত্ত্যে রক্ষা কবিবারে।
ভয় পাঞা আইলাম নিবেদি তোমারে॥
পতিতপাবন তুমি বড় দয়াময়।
এ সবারে না ছাড়িহ জগন্নাথাশ্রয়॥ (১)
এই কালে জগন্নাথের প্রসাদ লইয়া।
পূজারি প্রভুর স্থানে উত্তরিলা গিয়া॥
দেখিয়া প্রসাদ মহাপ্রভু উঠিলা।
বন্দনা করিয়া প্রসাদ নিকটে রাখিলা॥
পূজারি কহে প্রভু সেবা নারি করিবারে।
জগন্নাথে হাত দিতে দেহ সব ঘুরে॥ (২)
কি করিব প্রভু রাথ সেবা বাদ হৈল।
ভয় পাই আসি আমি তোমারে কহিল॥
সেই কালে পৃথিবীকে আনিল ডাকিয়া।
দিবস কথক তুমি রহ স্থির হৈয়া॥
লোকমুখে শুনিয়া পূজারির হৈল ভয়।
এ বিপত্তে ঠেকাইল অদ্বৈত মহাশয়॥
যোড় হাতে পূজারি প্রভুকে নিবেদিল।
সেবা কর জগন্নাথের অঙ্গে হস্ত দিল॥

পূজারিকে বিদায় দিয়া লোকের সম্মুখে।
যাও যাও ভাই সকলে ঘরে যাও সুখে॥
না হইবে ভূমিকম্প জগন্নাথে নিবেদিব।
পৃথিবীর স্থানে আমি ভিক্ষা মাগি নিব॥
বিনয় করিয়া সব লোকে বিদায় দিলা।
চৈতন্যদাস বিপ্রের লাগি চিন্তিতে লাগিলা।
এত চিন্তি পৃথিবীকে করিল স্মরণ।
পৃথিবী আসিয়া কৈল প্রভুর বন্দন॥
কিবা আজ্ঞা কর প্রভু পৃথিবী নিবেদিল।
চৈতন্যদাসের বাস প্রভু জিজ্ঞাসিল॥
পৃথিবী কহয়ে প্রভু নাম অনেক হয়।
কোন রূপে ইহা প্রভু জানিব নিশ্চয়॥
প্রভু কহে পুত্র-নিমিত্ত জগন্নাথ স্থানে।
এক বৎসর কায়মনে করিল স্মরণে॥
সেই চৈতন্যদাসে তুমি করহ প্রয়াস।
লক্ষ্মীপ্রিয়া পত্নীর পিতা বলরাম দাস॥
যে আজ্ঞা বলিয়া পৃথিবী বিদায় হইলা।
তাঁর নিকটে আসি প্রভুকে নিবেদিলা॥
চাকন্দিতে বাস তার অতি শুদ্ধাচার।
তাঁর দেহে নাহি কিছু পাপের সঞ্চার॥
পুত্র নিমিত্তে পুরশ্চরণ আরম্ভিলা।
জগন্নাথে রাখি তেহোঁ অ[illegible] কালে গেলা॥
প্রভু কহে পৃথিবী তুমি সহায় কৈলা বড়।
জগন্নাথ রাখিল প্রেমবাক্য এই দড়॥
শুন শুন পৃথিবী শুন সাবধান হৈয়া।
লক্ষ্মীপ্রিয়া স্থানে প্রেম তুমি দেহ লঞা॥
সকল প্রেম তারে দিবা কিছু না রাখিবে।
আমার বাক্য সত্য এই অবশ্য পালিবে॥ (৩)

---

(১) আমা সবা না ছাড়িহ লইল আশ্রয়॥
(২) জগন্নাথে হাত দিতে থর থর করে॥

(৩, এই প্রেমের ভার তুমি সহিতে নারিবে

আনন্দিত হৈলা পৃথিবী লাগিলা নাচিতে
আনি প্রেম দিলা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সম্মুখেতে॥
নিশ্চিন্তে প্রভু এথা কীর্ত্তন আরম্ভিল।
জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণে নাচিতে লাগিল॥
জগন্নাথ সম্মুখে প্রভু যোড় হাত করি।
শ্রীনিবাস শ্রীনিবাস বলি কান্দে উচ্চ করি॥
আনন্দিত জগন্নাথ হাসয়ে দেখিয়া।
চৈতন্যদাসেরে প্রেম দিল পাঠাইয়া॥
জগন্নাথের হাস্য দেখি প্রভুর হাস্য হৈল।
আজ্ঞা ক্রমে চৈতন্যদাসে প্রেম পাঠাইল॥
তাহাতে জন্মিবে পুত্র নাম শ্রীনিবাস।
তাহাতে অনেক হবে প্রেমের বিলাস॥
নানা শাস্ত্র প্রকাশিতে রূপ সনাতন।
পাঠাইলা দুই ভাই শ্রীবৃন্দাবন॥
রাধা কৃষ্ণ রূপ শাস্ত্রে হইব প্রকাশ।
আজ্ঞা করি সর্ব দিব শ্রীনিবাস পাশ॥
জগন্নাথে নিবেদিয়া বাসাকে আইলা।
আনন্দিত হৈয়া কাশীমিশ্রে বোলাইলা॥
স্বরূপ রামানন্দ সনে বিরলে যুকতি।
জগন্নাথের আজ্ঞা পাই হইল সুমতি॥
কহ কহ শুনি প্রভু কহ সমাচার।
চৈতন্যদাসের ঘরে প্রেমের প্রচার॥
গৌড়ে নিত্যানন্দরায় আছেন চিন্তিত।
পত্র পাঠাইয়া তারে করহ প্রতীত॥
ভাল ভাল বলি প্রভু লিখি হস্তাক্ষরে।
হরিনাম সংকীর্ত্তন হবে ঘরে ঘরে॥
অদ্বৈত আচার্য্যে তুমি পত্র পাঠাইবা।
ভক্তি বিনা মুক্তিপদ তুচ্ছ যে করিবা॥
পশ্চাতে ভাবনা তুমি আমার না করিবে।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে জগৎ ভাসিবে॥

জগন্নাথের আজ্ঞাতে এক বরপুত্র হবে।
রাধাকৃষ্ণ লীলাতে যে জগৎ ভাসাইবে॥
গঙ্গাতীর নিকটে চাকন্দি নাম হয়।
চৈতন্যদাস বিপ্র নামে এক মহাশয়॥
প্রেমরূপে এক পুত্র জন্মিবে শ্রীনিবাস।
বৈষ্ণব রূপেতে তিঁহো হবে প্রকাশ॥
এইরূপে পত্র লিখি গৌড়ে পাঠাইলা।
প্রেম প্রকাশিয়া তবে নিশ্চিন্তে রহিলা॥
এই কালে সনাতনের পত্রিকা আইলা।
গোপাল ভট্টের আগমন সকল লিখিলা॥
বৃন্দাবনে গোপালের গমন শুনিয়া।
আনন্দ হইল বড় ভক্তগণ লঞা॥
শুন শুন স্বরূপ রামানন্দ সমাচার।
গোপাল ভট্টের আগমন বৃন্দাবনে আর॥
ভট্টের মহিমা প্রভু অনেক কহিলা।
সবে প্রভুর মুখ শুনি আনন্দ হইলা॥
প্রভু কহে কহ দেখি বিচার কি করি।
পাঠাইব কোন দ্রব্য অপূর্ব্বমাধুরী॥
দরিদ্র সন্ন্যাসী কিছু নাহি মোর ধন।
সবে ডোর কৌপীন বহির্বাস বসিতে আসন॥
তাতে মোর শক্তি আছে শুনহ কারণ।
দুই দ্রব্য করি আমি ভট্টে সমর্পণ॥
বসিয়া থাকেন যেন রূপ সন্নিধানে।
স্বরূপ দ্বারায় পত্র করাব লিখনে॥
সনাতনে প্রভু আপনে লিখি হস্তাক্ষরে।
লীলাশাস্ত্র রূপ যেন বর্ণন আচরে॥
আমার যে এই পত্র রূপে শুনাইবে।
শুনিয়া তাহার চিত্তে আনন্দ হইবে॥
গৌরদেশে এক রত্ন পাত্র জন্মাইব।
যোগ্যদেহ হইলে পশ্চাতে পাঠাইব॥

শ্রীনিবাস নাম তাঁর বিপ্রকুলে জন্ম।
গৌড়ে প্রকাশিবে রাধাকৃষ্ণ-লীলা- মর্ম্ম ॥
মোর অবিদ্যমানে তিঁহো যাবেন বৃন্দাবন।
আপনার গ্রন্থ তারে করিবে সমর্পণ ॥
গৌড়দেশে আমি পাঠাইব নিত্যানন্দ।
সঙ্গে রামদাস গদাধর সুন্দরানন্দ ॥
পুত্র লাগি চৈতন্যদাস বাস নীলাচলে।
প্রেম দিল জগন্নাথ তিঁহো কৈল অঙ্গীকারে ॥
আমিহ আসিতেছি দেখিতে সবাকারে।
নিভৃতে করিহ স্থান এক কুঞ্জান্তরে ॥
একাকী আছয়ে সবে স্বরূপ রামরায়।
প্রাণ রক্ষা পায় এই দোঁহার দয়ায় ॥
তোমারে আসন দিলাম বৈষ্ণবের হাতে।
রামানন্দ দ্বারায় খরচ দিল যাইতে পথে ॥
ডোর আসন লৈয়া বৈষ্ণব গেলা বৃন্দাবন।
সেদিন একত্র ছিল রূপ সনাতন ॥
পত্রী পাঞা দুই ভাই হৈলা আনন্দিত।
ডোর আসন দেখি প্রেমে হইলা মূর্চ্ছিত ॥
অনেক রোদন কৈল ডোর গলে করি।
পড়িলা অবনি তলে বলি গৌরহরি ॥
আর কি দেখিব প্রভু গোরাচাঁদের মুখ।
না শুনি মধুরবাণী বিদরিছে বুক ॥
লোটাঞা লোটাঞা কান্দে আসন বুকে করি
পাইলেন শ্রীঅঙ্গের সৌরভমাধুরী ॥
হেনকালে আইলা তথা ভূগর্ভ লোকনাথ।
পড়িলা পৃথিবীতলে বুকে দিয়া হাত ॥
প্রস্তাবে লিখিয়ে কিছু শুন শ্রোতাগণ।
লোকনাথের বিরক্ততার লিখি এক কণ ॥
দ্বিতীয় সঙ্গ নাহি আর নিভৃতে রহে বসি।
মুদিত নয়নে রহে ক্ষণে কান্দে হাসি ॥

লোকনাথ গোসাঞি প্রিয় প্রভুর গাঢ়তর।
রূপ সনাতন মর্য্যাদা করে নিরন্তর ॥
এই মত তার শিষ্য হবেন নরোত্তম।
অবনীতে করিবেন প্রেম প্র ‍টন ॥
নরোত্তম নাম যাঁর গড়েরহাট-বাসী।
কৃষ্ণানন্দ রায়ের পুত্র হন প্রেমরাশি ॥
যেন রূপ সনাতন এক দেহ হয়।
নরোত্তম শ্রীনিবাস তেন জানিহ নিশ্চয় ॥
গৌরাঙ্গ রাখিলেন নাম যাঁর নরোত্তম।
কি কহিব তার গুণ সব অনুপম ॥
সেই শক্তি সেই লীলা করিল প্রচার।
হেন অধিকারী সঙ্গে তুলনা কাহার ॥
দুই মহাশয়ের গুণ না যায় লিখন।
গৌড়দেশে যেহোঁ প্রেম কৈলা প্রকটন ॥
দুই মহাশয়ের গুণ যে লিখিত আছে।
পশ্চাতে লিখিব তাহা থাকি তাঁর পাছে ॥
এবে লিখি যে হইল বিরহ বেদনা।
দেখিয়া কি প্রাণ ধরে দীনহীন জনা ॥
সনাতনের দশা দেখি রূপে চমৎকার।
তুমি এমন হৈলে মরণ হইবে সবার ॥
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তুমি মহাশয়।
তোমারে ব্যাকুল দেখি কার বাহ্য হয় ॥
নানা যত্ন করি রূপে চেতন করাইল।
দারুণ বিরহ কম্প দ্বিগুণ বাড়িল ॥
সেদিন হৈতে সনাতন অস্থির হইল।
গৌরাঙ্গ বিরহ ব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িল ॥
চিন্তিত হইলা পাছে দেখি সনাতন।
শূন্য পাছে গোবিন্দ করেন এই বৃন্দাবন ॥
সম্বিত পাইয়া রূপ আসন লইয়া।
ভট্টের নিকট যান গৌরব করিয়া ॥

দুই ভাই দুই দ্রব্য যত্নে করি বুকে।
ভটের বাসাকে গেলা পাঞা বড় সুখে॥
দিলেন আসন ডোর দণ্ডবৎ করি।
পত্র পড়ি শুনাইলা প্রেমের মাধুরী॥
পত্রের গৌরব শুনি মূর্চ্ছিত হইলা।
আসন বুকে করি ভট কান্দিতে লাগিলা॥
যত্ন করি শ্রীরূপ করান কিছু স্থির।
সনাতন দেখি ভট হইলেন ধীর॥
সনাতন কহে শুন ভট গোসাঞি।
কথার কালে বসিবা আসনে দোষ নাঞি॥
প্রভুর আসন আমি কেমনে বসিব।
আজ্ঞা করিয়াছেন প্রভু কেমনে উপেক্ষিব॥
প্রভু আজ্ঞা বলবতী শ্রীরূপ কহিলা।
গলে ডোর করি ভট আসনে বসিলা॥
পরস্পর আনন্দ চিত্ত সবাকার হৈলা।
নিজ নিজ কুঞ্জে সবে গমন করিলা॥
সেই রাত্রি সনাতন নিদ্রা স্বপ্নচ্ছলে।
কহিলা গৌরাঙ্গচন্দ্র ধরি তাঁর গলে॥
শ্রীনিবাস নামে এক ব্রাহ্মণকুমার।
পরম সুধীরাদিগুণ হয় যার॥
আমার দ্বিতীয় দেহ তুমি সনাতন।
শ্রীনিবাস দ্বারা তুমি সাধিও প্রয়োজন॥
স্বপ্ন দেখি সনাতন আনন্দ হইলা।
প্রভাতে সভাতে বসি কহিতে লাগিলা॥
সনাতনে কহেন শুন অপূর্ব্ব কথন।
প্রভুর গমন হবে আছয়ে কারণ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রভু সঙ্কীর্ত্তন দ্বারে।
স্বরূপাদি সঙ্গে প্রভু আস্বাদন করে॥
যে লীলা বর্ণিবেন রূপকে শক্তি সঞ্চারিয়া।
প্রকাশ করিবেন তাহা পাত্র পাঠাইয়া॥

শ্রীনিবাস নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার।
সেই দ্বারে গৌড়ে লীলা করিবেন প্রচার॥
প্রেমরূপে তাঁরে জন্মাইব গৌড়দেশে।
আসিবেন শ্রীনিবাস লীলা অবশেষে॥
তোমরা দেখিবে তাঁরে রহি বৃন্দাবনে।
থাকি না থাকি ইহা হবে দরশনে॥
চৈতন্যের দয়াপাত্রে ভাগ্যে দেখা হয়।
অনুমানে বুঝি আমার দশা তেন নয়॥
চৈতন্যের করুণা যদি থাকে সবাকারে।
এই ক্ষণে দেখিবে তাঁরে সবার ভিতরে॥
ভট কহে প্রভু হেন নিধি পাঠাইব।
ভাগ্য যদি থাকে তারে নয়নে দেখিব॥
রূপ কহে শ্রম কৈনু প্রভুর শক্তিবলে।
শ্রম সার্থক হয় যদি আইসেন সকালে॥
বিদ্যমানে আমি তারে সব সমর্পিব।
পঢ়াইয়া সব গ্রন্থ পণ্ডিত করিব॥
এইরূপে পরস্পর সবার আনন্দ।
জানিলেন উদ্ধারিব দীনহীন মন্দ॥
সেই হৈতে গোপাল ভটের নিয়ম হইল।
গলে ডোর বান্ধি সবে নিয়ম যে কৈল॥
এক দিন সভামধ্যে বাক্য উঠাইল।
শ্রীনিবাসে আজি রাত্রে স্বপ্নে যে দেখিল॥
চৈতন্যদাসের ঘরে লক্ষ্মীপ্রিয়ার উদরে।
জন্মমাত্র রাধাকৃষ্ণ নামের প্রচারে॥
আচাণ্ডাল উদ্ধারিব আনন্দিত মনে।
পরস্পর এই সব দেখিল স্বপনে॥
এককালে সকলের হইল চেতন।
দেখিল আনন্দ স্বপ্ন বুঝিল কারণ॥
চিন্তিত হইলা সবে প্রভুর নিমিত্তে।
অভিপ্রায় কিছু ইহার না পারি বুঝিতে॥

এইরূপে সচিন্তিত সনাতন রূপ।
কবে আসিবেন শ্রীনিবাস প্রেমের স্বরূপ॥
নীলাচলে স্বরূপের উৎকণ্ঠিত মন।
রাত্রি দিবা অমঙ্গল দেখেন স্বপন॥
একদিন স্বরূপ বিরলে পাইল।
শ্রীনিবাস কেবা প্রভু স্থানে নিবেদিল॥
তাঁর গুণ কহ প্রভু শুনি বিবরিয়া।
শুনিলেই তাঁর গুণ আনন্দ হয় হিয়া॥
নাম শুনি স্বরূপের আনন্দ বাড়িল। (১)
সনাতনে পত্র লিখি পুন নিবেদিল॥
সনাতনে পত্র লিখি অপূর্ব্ব করিয়া।
বুঝিব সকল কার্য্য তিঁহো ত পড়িয়া॥
এথায় চৈতন্যদাস বিপ্র নিজ ঘরে।
পুত্রের নিমিত্তে বিপ্র পুরশ্চরণ করে॥
সাত পুরশ্চরণ কৈল গঙ্গার সমীপে।
স্বপ্ন-চ্ছলে আজ্ঞা হৈল গৌরবর্ণ রূপে॥
জন্মিব অপূর্ব্ব পুত্র নাম শ্রীনিবাস।
তাঁর দ্বারে হইবেক প্রেমের প্রকাশ॥
লক্ষ্মীপ্রিয়ার আজ্ঞা হইল মস্তকে হাত দিয়া
জন্মিব অপূর্ব্ব পুত্র থাক আনন্দিত হৈয়া॥
প্রভুর হস্ত স্পর্শমাত্রে প্রেমে মত্ত হৈলা।
চেতন পাঞা লক্ষ্মীপ্রিয়া কান্দিতে লাগিলা॥
অশ্রু কম্প পুলক দেখি হইলা অস্থির।
প্রেমপূর্ণ হইল লক্ষ্মীপ্রিয়ার শরীর॥
লক্ষ্মীপ্রিয়া কহে আচার্য্য হও সাবধান।
আমার শরীরে দেখ মহাপুরুষ অধিষ্ঠান॥
হাসে কান্দে নাচে গায় এই দশা হৈল।
ঘুচিল সকল দুঃখ তোমারে কহিল॥
আমারে ছাড়িয়া তুমি কোথাও না যাবা।
ঘরে নামসঙ্কীর্ত্তন কর রাত্রি দিবা॥
আচার্য্য কহেন নিদ্রা কেমনে হইব।
নাস্তিক ঘরেতে ধন কেমতে থাইব॥
লক্ষ্মীপ্রিয়া কহে বড় পাইলাম ধন।
ঘুচিল দারিদ্র্য তোমার সফল জীবন॥
রাজপীড়া ছিল গ্রামে কত উপগতি।
তাহা শান্তি হৈল রাজা কহিল পিরিতি॥
গ্রাম ছাড়ি জমীদার ছিল অন্য গ্রামে।
সেই উপগতি গেল আসিব নিজ স্থানে॥
প্রবেশ করিতে প্রেমে আনন্দ হৃদয়।
অনায়াসে গেল সব যবনের ভয়॥
যাবৎ পর্য্যন্ত লোক বলে দুর্গা শিব।
এবে কৃষ্ণনাম বিনা নাহি লয় জীব॥
তাহা এক প্রাচীন বিপ্র দুরাচার।
জমীদারের কর্ণে সেই কহে অবিচার॥
গ্রাম উজাড় হবে ভাই এ নাম শুনিয়া।
গ্রাম্য লোক সাবধান করুক কহিল আসিয়া॥
শিব দুর্গা বিনা আর কেহ যদি বলে।
ঘর দ্বার লুটি [illegible] কোন বলে॥
কোটাল ডাকি আনি কহে দুর্গাদাস। (২)
"শিব দুর্গা" বোল নহে হবে সর্ব্বনাশ॥
ঢুলিয়া ঢোলেতে বাড়ি প্রথমে যে দিল।
"রাধাকৃষ্ণ" শব্দ ঢোলে বাজিতে লাগিল॥
শিশুগণ নাচে প্রেমে বোলে রাধাকৃষ্ণ।
স্ত্রীগণ নাচয়ে মনে হইয়া সতৃষ্ণ॥
ঢোলের শব্দেতে সব লোক মত্ত হৈলা।
রাধাকৃষ্ণ বলি লোক নাচিতে লাগিলা॥

---

(১) নাম শুনি স্বরূপের উদ্বেগ বাড়িল।

(২) কোটাল ডাকিয়া আনি কহে দুর্গাদাস

নাচে কান্দে হাসে ঢুলি প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
নাচয়ে বালকগণ পড়য়ে ঢলিয়া॥
ঢোলের শব্দেতে সর্ব্বলোক মত্ত হৈল।
বালকের সঙ্গে রঙ্গে নাচিতে লাগিল॥
নাচিতে নাচিতে গেলা চৈতন্যদাস-ঘরে।
জমীদার দেখি বিপ্র কাতর অন্তরে॥
মান্য করি তাহারে আসনে বসাইলা।
কি করিব কি বলিব অতি ব্যস্ত হৈলা॥
আদর করিয়া লোক বিদায় করিল।
আদর করি দুর্গাদাসে স্নান করাইল॥
ভক্ষ্য সামগ্রী বহু আসিয়া মিলিল।
দুর্গাদাস কাছে আচার্য্য আনিয়া ধরিল॥
সামগ্রী দেখি দুর্গাদাস হৈল আনন্দ।
দরিদ্র ঘরে দ্রব্য দেখি হাসে মন্দ মন্দ॥
ভক্ষণ করিয়া রায় আচার্য্যের ঘরে।
শয়ন করি রহিলেন আনন্দ অন্তরে॥
নিশাভাগে হয় খোল করতালের ধ্বনি।
নিদ্রায় পীড়িত তনু শব্দমাত্র শুনি॥
চেতন হইল আর শুনিতে না পায়।
মূর্চ্ছিত হইল রায় পড়িল তথায়॥
(লক্ষ্মীপ্রিয়া বোলে আচার্য্য হও সাবধানে।
গৌরবর্ণ দুই শিশু নাচে সঙ্কীর্ত্তনে॥
গৌরবর্ণ দুই শিশু এ সব হইয়া।
ধরিলা চরণ শিরে হাসিয়া হাসিয়া॥
আজ্ঞা হৈল দশ মাস থাক সাবধানে।
পুনরায় নাচিব আমি তোমার অঙ্গণে॥)
দুর্গাদাস শয্যায় বসি করয়ে দর্শনে।
শুনিল সকল কথা দেখিল স্বপনে॥
প্রেমে মত্ত হৈল রায় ফুকরিয়া কান্দে।
পড়য়ে ধরণীতলে স্থির নাহি বান্ধে॥

আস্তে ব্যস্তে আচার্য্য ধরিয়া কৈল কোলে।
ধৈর্য্য হও রায় শান্ত হৈয়া তারে বোলে॥
জানি নাহি কি শব্দ শুনিল মুঞি কানে।
চেতন হইল জানি গেল কোন স্থানে॥
আচার্য্য কহে স্বপ্নে দেখিলু তুহাঁর স্বভাব।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল কাহা গেল হেন লাভ॥
রায় কহে স্বপ্ন নহে তুমি কেন ভাঁড়।
দয়া করি কহিবেন সুখ পাব বড়॥
আচার্য্য কহেন রায় তুমি বড় ধীর।
স্বপ্ন দেখি তুমি কেন হইলা অস্থির॥
রায় কহে স্বপ্ন নহে সাক্ষাৎ দেখিল।
পাইয়া বিধাতা মোরে বঞ্চিত করিল॥
রায় কহে আচার্য্য করিয়ে নিবেদন।
পাসরিল নিজ ইষ্ট না বুঝি কারণ॥
স্বপ্ন দেখি নিজ ইষ্ট আমি পাসরিল।
রাধাকৃষ্ণ নাম মোর দেহে প্রবেশিল॥
ইষ্টত্যাগে মরণ হয় শাস্ত্রের প্রমাণ।
শাস্ত্রে শুনিয়াছি বাক্য ইথে নাহি আন॥
আচার্য্য কহে রায় তুমি বড় বিজ্ঞ হয়।
বুঝিয়া করিবে কার্য্য যাহা মনে লয়॥
রায় কহে লোক মুখে শুনিয়াছি কথা।
নবদ্বীপে গৌররূপে জন্মিল বিধাতা॥
সেই ত বিধাতা মোর হৃদয়ে পশিল।
প্রবেশিয়া রাগে নিজ ইষ্ট পাসরাইল॥
সেই ত বিধাতা তোমার নাচিল প্রাঙ্গণে।
দুই জন গৌরবর্ণ দেখিল স্বপনে॥
কি কার্য্য করিব আমি যুক্তি দেহ তুমি।
আচার্য্য কহে তুমি রাজা আশ্রিত যে আমি॥
রায় কহে সব বৃত্তান্ত তোমারে কহিল।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র লব মোর মনে হৈল॥

এত বলি রায় নিজ বাসাকে গমন।
এখন যোগ্য স্থানে গুরু করিতে হৈল মন॥
যোগ্য স্থান বুঝি রায় উপদেশ কৈল।
গর্ব্ভেতে প্রবেশ মাত্র এত ফল হৈল॥
হেন শ্রীনিবাস পায়ে মোর নমস্কার।
গর্ব্ভে রাধাকৃষ্ণ নামে ভাসাইল সংসার॥ (১)
নবদ্বীপে সর্ব্ব জীবে নারিল লওয়াইতে।
গর্ব্ভে শ্রীনিবাস লওয়াইল চাকন্দিতে॥ (২)
সাক্ষাতে পাষণ্ডীগণ কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীনিবাস দ্বারায় প্রভুর এতেক উদয়॥
হেন অবতার ভাই নাহি কোন যুগে।
না মানিয়া দুই ভাই করি বিষ ভোগে॥
ভজ ভজ আরে ভাই চৈতন্য নিতাই।
এ হেন দয়ার ঠাকুর কভু দেখি নাই॥
এথায় লক্ষ্মীপ্রিয়া আচার্য্য আনন্দিত।
প্রেমেতে দুঁহার দেহ হইলা পূরিত॥
যে যথা পায় দ্রব্য সেই দেয় আনি।
দরিদ্র ঘুচিল সব আনন্দিত প্রাণী॥
দশ মাস দশ দিন পূর্ণ যবে হৈল।
শুভক্ষণ করি বালক ভূমিষ্ঠ হইল॥
বৈশাখী পূর্ণিমা শুভ দিন শুভক্ষণ।
দেখিলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া পুত্রের বদন॥
প্রবেশ করিল আচার্য্য ঘরের ভিতর।
পুত্র-মুখ দেখি বড় আনন্দ অন্তর॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার।
অন্তরীক্ষে দেব করে মঙ্গল উচ্চার॥
নারীগণ দেয় মঙ্গল হুলাহুলি।
বৃদ্ধ বালক নাচে দিয়া করতালি॥

(১) ভক্তি বিস্তার করি তারিল সংসার।
(২) জন্মিবেন মহাশয় সংসার তারিতে।

হাম্বারবে গাভীগণ বৎস সঙ্গে লৈয়া।
উচ্চপুচ্ছে ফিরে তৃণ মুখেতে করিয়া॥
গ্রামের লোক যৌতুক থালিতে ভরি আনি।
দিছেন সকল লোক আনন্দ বড় মানি॥
দুর্গাদাস রায় বাদ্য ভাণ্ড সঙ্গে করি।
আইলা আচার্য্য গৃহে মঙ্গল উচ্চারি॥
আসিয়া প্রাঙ্গণে বহু নৃত্য আরম্ভিল।
ব্রাহ্মণেরে বহু দ্রব্য বিতরণ কৈল॥
রাধাকৃষ্ণ শব্দ বিনু অন্য নাহি শুনি।
বোল বোল বলিয়া হইল আকাশ বাণী॥
আজুক আনন্দের নাহিক ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥ ধ্রু॥
এই পদ গাওয়াইয়া নাচিতে লাগিল।
আনন্দে অবধি নাই দিন শেষ হৈল॥
নিজগণ সঙ্গে রায় গেলা নিজ বাড়ী।
ব্রাহ্মণ সজ্জনগণের হৈল হুড়াহুড়ি॥
পুত্রের কল্যাণে ব্রাহ্মণে নিবেদিল।
ঘরে ধন ছিল আগে আনিয়া ধরিল॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

ইতি শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরের জন্ম বর্ণন
নামক প্রথম বিলাস * *।

দ্বিতীয় বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য আচার্য্য জয় জয়।
জয় জয় লক্ষ্মীপ্রিয়া সকরুণ হৃদয় ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ শুন সাবধানে।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা যাঁর প্রাণধনে ॥
পুত্র জন্ম শুনি লোক, পাসরিল দুঃখ শোক,
দেখিবারে চলে নর_নারী।
রাধাকৃষ্ণ গুণ গায়, পঙ্গু জড় অন্ধ ধায়,
গৃহ পুত্র সকল পাসরি ॥
আচার্য্য যাইয়া ঘরে, আনন্দে নয়ন ভ'রে,
দেখি পুত্রের সে চান্দবদন।
নয়নে গলয়ে নীর, নিরক্ষিয়া অস্থির,
নিছিয়া নিছিয়া দেয় প্রাণ ॥
দেখিয়া আসিতে নারে, সে দুটি নয়ন ঝরে,
ধন্য মাতা ধরিল উদরে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিবা, তুলনা নাহিক দিবা,
ডুবিলেন প্রেমের সাগরে ॥
নাচয়ে নর্ত্তকীগণ, নর্ত্তকাদি যত জন,
নাচে গায় সুমধুর স্বরে।
ভাট লোক পড়ে কত, কৃষ্ণলীলা অদ্ভুত,
পুলকিত তনু হর্ষভরে ॥
মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি ঢোল, বাজনার উতরোল,
করতাল পাখোয়াজ বাজায়।
মহুরি পিনাক বাজে, ডম্ফ সপ্তস্বরা গাজে,
ধ্বনিতে আকাশ ভেদি যায় ॥
আপনাকে ধন্য মানে, অন্ধ বধির জনে,
সেহ বিধি করয়ে নিন্দন।
দেখিতাম নয়ন ভরি, হেন দুঃখে প্রাণে মরি,
অরে বিধি তুহু নিকরুণ
ইহা বলি নাচে গায়, কান্দে ভূমে গড়ি যায়,
রাধাকৃষ্ণ বলি উল্লসিত।
লক্ষ লক্ষ ধায় লোক, তেজি ভয় দুঃখ শোক,
ধায় কত বিষয়ী পণ্ডিত ॥
আনন্দে পূরিল দেহ, ধনধান্যে পূরে গেহ,
প্রেমে সভে হইল মূর্চ্ছিত ॥
শ্রীনিবাস জন্ম এই, তোমারে কহিল ভাই,
শুনে যেই সফল জীবনে।
নিত্যানন্দ দাসগানে, বিতরিব প্রেমধনে,
নিজতনু করিতে শোধনে ॥
শ্রীজাহ্নবাবীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস ॥

ইতি শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরের
জন্মোৎসব বর্ণন নামক দ্বিতীয় বিলাস।

তৃতীয় বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য আচার্য্য জয় জয়।
জয় জয় লক্ষ্মীপ্রিয়া করুণ-হৃদয় ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ শুন সাবধানে।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা যার প্রাণধনে ॥
আপনার ব্যতিক্রমে লিখি একবার। (১)
কৃষ্ণভক্ত জন পায়ে মোর নমস্কার ॥
বিদ্যা নাহি পড়ি ভক্তিগুণের নাহি লেশ।
তবে যে লিখিয়ে করুণাসমুদ্র আদেশ ॥
মোর যত ভক্তগণ অবনী বিহরে।
মোর সঙ্গে অবতীর্ণ সম গুণ ধরে ॥
কেহো রাধাকৃষ্ণ লীলা করিল বর্ণন।
কেহো গৌরলীলা শাস্ত্র কৈল প্রকটন ॥

---

(১) লিখনের ব্যতিক্রম না লৈবা আমার।

কৃষ্ণের ভক্তের গুণ যেবা জন লেখে।
আনন্দিত চিত্তে কৃপা করিয়ে তাহাকে ॥
আমা অন্তর্দ্ধানে প্রেম হবে অবনীতে।
তোমায় কহি তাঁর গুণ লিখিয়া বর্ণিতে ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম তুই মহাশয়।
এ দুঁহার গুণ লিখি করি অতিশয় ॥
এ দুঁহার গুণ লেখোঁ যে ভজন রীতি।
প্রেম বিস্তার কৈল যেন দুঁহা রূপে ক্ষিতি ॥
বর্ণনের লেশ নাহি জানি কোন কালে।
তবে যে লিখিয়ে দুই প্রভুর আজ্ঞা বলে ॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
তার আজ্ঞা হইল গুণ করিতে প্রকাশ ॥
মোর প্রাণ শ্রীনিবাস জীবন নরোত্তম।
এ দুঁহার গুণ লিখি করিয়া যতন ॥
আজ্ঞা অনুসারে লিখি যে স্ফুরয়ে কথা।
বৈষ্ণব গোসাঞি দোষ না লবে সর্ব্বথা ॥
ছয় মাস আচার্য্য কোথাও না হৈলা বাহির।
পুত্রের প্রভাব দেখি আছয়ে সুস্থির ॥
আনন্দ হইল দুঁহার পুত্রমুখ দেখি।
পুত্রের পালন করে হৈয়া মনে সুখী ॥
অন্নপ্রাশন কাল উপস্থিত হৈল।
দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন সুদৃঢ় করিল ॥
শুভক্ষণ করি প্রসাদ দিল পুত্র মুখে।
আনন্দ হইল দুঁহার পুত্র করি বুকে ॥
চূড়াকরণের কাল উপস্থিত হইল।
বিধিমত ক্রিয়া করি যজ্ঞসূত্র দিল ॥
অরুণ বসন অঙ্গে ঝলমল করে।
দেখিয়া ত পিতা মাতা আনন্দ অন্তরে ॥
তৃতীয় দিবসে ঠাকুর উৎকণ্ঠা হইল।
পাঠ বাদ হইল ঘরে কান্দিতে লাগিল ॥

এই কালে বিদ্যানিধি পণ্ডিত উপস্থিত। (১)
পাঠ বাদ শুনি বড় আনন্দিত চিত ॥
বিদ্যাবিষয়ে বালকের এত অভিলাষ।
বিদ্যাতে প্রবীণ বুঝি হবেন শ্রীনিবাস ॥
একদিন রাত্রিকালে দেখিল স্বপনে।
শীঘ্র পঢ় শ্রীনিবাস যাবে বৃন্দাবনে ॥
গৌড়দেশ চৈতন্যের অতি প্রিয় হয়।
ইহাতেই লীলাগ্রন্থের করাবেন উদয় ॥
তিন দিবস পাঠ বাদ কেন কর তুমি।
পিতামাতার বাক্যে পাঠ পঢ়াইব আমি।
এ বাক্য অন্যথা যদি তুমি হ করিবে।
যে পঢ়্যাছ বিদ্যা তাহা মনে না পড়িবে ॥ (২)
রাধাকৃষ্ণ নাম সদা জিহ্বাতে উচ্চারে।
অতএব বিদ্যা গেল না যান পঢ়িবারে ॥
(সুবিস্মিত লক্ষ্মীপ্রিয়া আচার্য্য হইল।
কিরূপে বা জন্ম কিছু বুঝিতে নারিল ॥)
রাধাকৃষ্ণ নাম সদা জিহ্বাতে উচ্চারে।
অতএব বিদ্যা গেল আনন্দ অন্তরে ॥
ঘরে বসি শ্রীনিবাস কিবা কহে কথা।
পণ্ডিত না হৈলু ভাবক মনে এই ব্যথা ॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না পারি বুঝিতে।
পঢ়িয়া পাণ্ডিত্য তার এমন চরিতে ॥
অতএব যাজিগ্রামে বাস না করিব।
বিদ্যার নিমিত্ত অন্য দেশে আমি যাব ॥
দশ দিন ব্যতিরেক মাতা আজ্ঞা কৈল।
পঢ়িবারে যাও বাপু পাঠ বাদ হৈল ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া পুস্তক হাতেতে করিয়া।
শ্রীনিবাস গুরু-স্থানে উত্তরিলা গিয়া ॥)

(১) এই কালে শ্রীরাম বাচস্পতি উপস্থিত
(২) যে বিদ্যা পড়িয়াছ তাহা মনে পাসরিব।

ধনঞ্জয় বিদ্যানিবাস কহে অপরূপ।
দেখিতে আনন্দ পাই তোমার স্বরূপ ॥
শুন শুন শ্রীনিবাস করি নিবেদন।
বিদ্যা-স্ফুর্ত্তি নাহি তুমি আইলা কি কারণ ॥
আমার সকল বিদ্যা তুমি কৈলে চুরি।
শূন্যদেহ আছি আমি নিবেদন করি ॥
তোমার চরিত্র কিছু বুঝিতে নারিল।
সরস্বতী প্রতিকূল বুঝি মোরে হৈল ॥
লজ্জিত হৈয়া শ্রীনিবাস গুরুকে নমস্করি।
উঠিল ধনঞ্জয় ভয়ে হায় হায় করি ॥
বিশেষে লজ্জিত আর দ্বিগুণ বাড়িল।
বিমন হইয়া পুস্তক বান্ধিয়া চলিল ॥
পিতা মাতা এত কথা কিছুই না জানে।
পাঠ বাদ দুঃখে শয়নে আছেন নির্জ্জনে ॥
রন্ধন প্রস্তুত হৈল বালক নাহি ঘরে।
প্রয়াস করিতে গেলা কাতর অন্তরে ॥
পণ্ডিত কহেন তিঁহো অনেকক্ষণ গেলা।
উদ্দেশ না পাঞা বড় ব্যাকুল হইলা ॥
ঘরের ভিতরে যাঞা হইলা প্রবিষ্ট।
দেখেন পুস্তক হাতে নিদ্রাতে আবিষ্ট ॥
পিতা বাক্য শুনি লজ্জায় কিছু না বলিলা।
"অন্ন দেহ মাতা" বলি হাসিতে লাগিলা ॥
ভোজন করি শ্রীনিবাস কৈল আচমন।
হাসিতে হাসিতে পুন করিল শয়ন ॥
আচম্বিতে দৈববাণী ঘর মধ্যে শুনি।
সকল বিদ্যা স্ফুরিবেক এই হৈল ধ্বনি ॥
সরস্বতী হই আমি চৈতন্য আজ্ঞাতে।
স্বপ্নচ্ছলে আইলাম তোমাকে বিদ্যা দিতে ॥
চক্ষু মেলি চাহেন মনুষ্য নাহি ঘরে।
হইব অনেক বিদ্যা দেবতার বরে ॥
হাসিতে হাসিতে বাহির হইলেন সুখে।
দাঁড়াইলা পিতা মাতা তুঁহার সম্মুখে ॥
(আইস আইস বাপ হের করি কোলে।
পাঠ বাদ নিমিত্ত নহে চুম্ব দিয়া গালে ॥)
এই হৈতে পাঠ বাদ না পড়িল আর।
তাহা ছাড়ি রাধাকৃষ্ণ নামের সঞ্চার ॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥

ইতি শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরের পাঠ বাদ
বর্ণনময় তৃতীয় বিলাস।

চতুর্থ বিলাস।

—*—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস স্নান করিতে।
সরকার ঠাকুর সঙ্গে দেখা হৈল পথে ॥
গাজিপুর হৈতে তুঁহে খণ্ডকে গমন।
দেখিলা অপূর্ব্ব রূপ কনক বরণ ॥
প্রভুর চরণ স্মরণ আচম্বিতে হৈল।
হেন বুঝি সেই মূর্ত্তি সাক্ষাৎ পাইল ॥
শ্রীনিবাস নাম তাঁর বিপ্রকুলে জন্ম।
তেজ দেখি বালকের বুঝিলেন মর্ম্ম ॥
জিজ্ঞাসিলে নাম রূপ পাব পরিচয়।
দণ্ডবৎ করি বালক দাণ্ডাইয়া রয় ॥
মধুর সম্ভাষণে লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে
কিবা নাম হয় বালক কহ সুনিশ্চিতে ॥
নিবেদন করিয়া কহেন শ্রীনিবাস।
চাকন্দিতে জন্ম হয় তোমার নিজ দাস

শ্রীনিবাস নাম শুনি সুখ উপজিল।
চৈতন্যের শক্তি হন দৃঢ় বিশ্বাস হৈল॥
আইস আইস বাপু তোমায় করি কোলে।
বক্ষে করি ভিজাইলা নয়নের জলে॥
তোমার নিমিত্ত নিত্যানন্দ যে চিন্তিত।
সাধ ছিল দেখা হৈল তোমার সহিত॥
নাহি শুনি কারো মুখে নহে দরশন।
না বুঝি ইহাতে আছে কত গূঢ় ধন॥
বীরচন্দ্র ডাকি মোরে জাহ্নবা সাক্ষাতে।
বৃন্দাবনে শ্রীনিবাসে পাঠাহ ত্বরিতে॥
জন্মিয়াছেন গঙ্গা-তীরে অতি শিশু হন।
দেখা নাহি হয় তাঁর এইত কারণ॥
অনায়াসে চৈতন্য এই পথে মিলাইলেন।
তোমা দ্বারে বৃন্দাবনে লীলা প্রকাশিবেন।
এবে কার্য্য নাহি সব জিজ্ঞাসিয়ে আর।
তোমার সহ খণ্ডে সুখ হইব আমার॥
খণ্ড হৈতে গমন হইল গঙ্গা হৈতে পার।
মাতা পিতা দুঃখী বড় গৃহে আপনার।
ঘরে যাইয়া বালক অস্থির হৈল প্রেমে।
হাসে কান্দে নাচে গায় যন পড়ে ভূমে॥
ফুকরি ফুকরি কান্দে অতি উচ্চৈস্বরে।
রোদন উঠিল বড় আচার্য্যের ঘরে॥
কেন বা হইল হেন কিছুই না জানি।
জিজ্ঞাসিলে অধিক কান্দে উড়িল পরাণি।
রোদন শুনিলেন আচার্য্য বাড়ীর ভিতরে।
দেখিলেন পুত্র কান্দে কাতর অন্তরে॥
জিজ্ঞাসিল কেন পুত্র করহ রোদন।
স্নান করি কেনে কান্দ না বুঝি কারণ॥
একে একে গ্রামের লোক সংঘট্ট হইল।
দেখিয়া বালকের চেষ্টা হাহাকার কৈল॥

তার মধ্যে ছিলা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
ধৈর্য্য কর শুন ইহার কহিয়ে কারণ॥
খণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুর মহাশয়।
স্নান কালে বালক সনে পথে দেখা হয়॥
তাঁর দর্শনে বালকের এই দশা হৈল।
চিন্তা নাহি ধৈর্য্য ধর স্বরূপে কহিল॥
নরহরি নাম শুনি বালক হাসিল।
বিপ্রের কথাতে কিছু বাহ্য প্রকাশিল॥
কিন্তু সেই দিন হৈতে আর দশা হৈল।
চৈতন্য বিরহ ব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িল॥
চৈতন্য প্রভুর নাহি হৈল দরশন।
নিত্যানন্দ প্রভুর নাহি দেখিল চরণ॥
অদ্বৈত আচার্য্য রূপ আর না দেখিল
স্বরূপ রায় সনাতন রূপ না পাইল॥
ভক্তগণ সহিতে না শুনিল সঙ্কীর্ত্তন।
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখন॥
উদ্ধমুখ করি অনেক করে আর্ত্তনাদ।
পশ্চাৎ জন্ম দিয়া বিধি কৈল সুখ-বাধ॥
সে কালে আকাশ বাণী হইল গগনে।
প্রেমরূপে জন্ম তোমার চিন্তা কর কেনে॥
তোমা দ্বারে রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রচার।
চৈতন্যের আস্বাদ্য তুমি ভাসাবে সংসার॥
বৃন্দাবনে রস শাস্ত্র রূপ সনাতন।
লেখিয়াছেন দুই ভাই তোমার কারণ॥
ভবিষ্য চৈতন্য গোসাঞি তোমার নিমিত্তে।
দুই ভাই পাঠাইলা গ্রন্থ বর্ণন করিতে॥
দুই ভাই সচিন্তিত আছেন বৃন্দাবনে।
শীঘ্র যাহ যদি তুমি পাবে দরশনে॥
বিলম্ব হৈলে দুই ভাই দর্শন না হৈবে।
বৃন্দাবনে গেলে দুঃখ অধিক বাড়িবে॥

পিতা মাতার মনে দুঃখ এ বড় সংশয়।
ইহাতে সহায় যদি করেন মহাশয়॥
ক্ষণেক স্থগিত হইল লোক গেল ঘর।
সুস্থ দেখি সুখী পিতা মাতার অন্তর॥
পিতার হৃদয় বুঝি শ্রীনিবাস হাসিলা।
ক্ষুধা লাগিয়াছে বড় খাইতে চাহিলা॥
আনন্দ হইল বড় পুত্রের বচনে।
স্নেহরূপে বহু দ্রব্য করাইলা ভক্ষণে॥
পিতা মাতা বিদ্যমানে কেমনে ছাড়িব।
বিশেষে বালক আমি বৃন্দাবনে যাব॥
চৈতন্য করুণা অতি হয় গাঢ়তর।
ঘুচিল সকল দুঃখ আনন্দ অন্তর॥
আচম্বিতে চৈতন্যদাসের দেহে জ্বর হৈল।
সপ্ত দিবসের মধ্যে গঙ্গা প্রাপ্তি হৈল॥
দেখি শ্রীনিবাস শোকে বহুত কান্দিল।
বিধি যোগ্য কার্য্য তবে বিশেষ করিল॥
পিতার বিয়োগে পাইলেন বড় দুঃখ।
মাতার ক্রন্দন দেখি শুখাইল মুখ॥
অপুত্রের পুত্র প্রভু দিল শ্রীনিবাস।
হইল বিয়োগ বড় না পূরল আশ॥
অরে নিদারুণ বিধি কি বলিব তোরে।
অল্পকালে এত দুঃখ দিলা বালকেরে॥
ক্ষীরকণ্ঠ বালক মোর কেমনে দিন যাবে।(১)
আপনা বলিতে নাই মোর কি হইবে॥
অরে শ্রীনিবাস তোর বাপ কোথা গেল।
কিরূপে কাটিব কাল অনাথ হইল॥
মায়ের করুণা দেখি শ্রীনিবাস কাতর।
পিতা পিতা করি ক্রন্দন করিল বিস্তর॥
কার নিকটে ছাড়ি আমা গেলা বা
কোথা রে। (২)।
এত স্নেহ করি ঠাকুর ছাড়ি গেলা মোরে॥
এইরূপে অনেক বিলাপ করি গঙ্গাতীরে।
বিধি মত ক্রিয়া করি অস্থি দিলা নীরে॥
গৃহেতে আসিয়া বহু করিল ক্রন্দন।
লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রবোধিতে আইলা নারীগণ॥
শুন শুন ঠাকুরাণী কেনে শোক কর।
আপনার পুত্র দেখি সকল সম্বর॥
কি দিব প্রবোধ শুন ধৈর্য্য কর মন।
পুত্র দেখি পাসরহ না কর ক্রন্দন॥
এই কালে আকাশ বাণী হইল গগনে।
কেনে শোক কর আই চিন্তা কর কেনে॥
বালকের গুণ তুমি নাহি জান কিছু।
যাজিগ্রামে গেলে সব জানিবেন পাছু॥
তুঁহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ।
বৃন্দাবনে রূপ দ্বারা কৈল গ্রন্থের আরম্ভ॥
পুত্র রাখিতে যত্ন কর, শুন লক্ষ্মীপ্রিয়া।
মিছা শোক না করহ ধৈর্য্য কর হিয়া॥
স্বামীর নিমিত্ত সব শোক গেল দূর।
শ্রীনিবাস লাগি বুকে শোকের অঙ্কুর॥
লোকাচার ব্যবহার-কার্য্য সুনির্ব্বাহ ক(৩)
যাজিগ্রাম দেখিয়া দেখিল নরহরি॥
উৎকণ্ঠা হইল বড় ছাড়ি এই গ্রাম।
যাজিগ্রামে মাতা রাখি যাব অন্য স্থান॥
রাত্রিতে আছিলা গ্রামে করিয়া শয়ন।
স্বপ্নে চৈতন্যের আজ্ঞা হৈল যাহ বৃন্দাবন॥
চেতন হইল তবে স্বপন দেখিয়া।
শীঘ্র কেমনে যাব আমি ইহাঁকে ছাড়িয়া॥

(১) অতি ক্ষীণ বালক মোর কেমনে দিন যাবে

(২) কাহার নিকটে পিতা রাখি গেলা মোরে

বিশেষতঃ উপাসনা না হয় আমার।
বৃন্দাবন যাবার মোর নাহি অধিকার॥
বিলম্ব অতি ভাল নহে যাইয়া বাসা করি।
যেই যুক্তি দেন মোরে ঠাকুর নরহরি॥
কতক দিবস চাকন্দিতে বাস করি।
আইলেন যাজিগ্রামে স্থান ত্যাগ করি॥
ফাল্গুন মাস পঞ্চমীতে করিলেন বসতি।
গ্রামের জমীদার সনে সাক্ষাৎ সম্প্রতি॥
তেজ দেখি জমীদার করিল আদর।
এই গ্রামে বাস কর করি দিয়ে ঘর॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব রূপ ভাগ্য করি মানে।
আমরাহ ভাগ্যবান্ সার্থক জীবনে॥
এইরূপে কত দিন সেই গ্রামে স্থিতি।
বাসনা হইল খণ্ড যাইতে সম্প্রতি॥
দেখিয়া করিল অতি স্থান মনোহর।
গ্রামের পশ্চিম ভাগে আলয় সুন্দর॥
মাতা রাখি সেই গ্রামে খণ্ডকে গমন।
বহির্দ্বারে বৃক্ষতলে শ্রীরঘুনন্দন॥
তেজ দেখি জিজ্ঞাসিল কি নাম তোমার।
কোথা হৈতে আগমন কহ সমাচার॥
সংপ্রতি যাজিগ্রাম হৈতে আইলু দরশনে।
শ্রীনিবাস নাম হয় করি নিবেদনে॥
শ্রীনিবাস নাম শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
বাহু পসারিয়া আসি আলিঙ্গন কৈলা॥
ঠাকুরের শ্রীমুখে ত শুনিয়াছি সব।
দর্শন মাত্রেতে তোমার গেল সব ক্ষোভ॥
চল চল ওহে ভাই ঠাকুরের কাছে।
ইষ্টগোষ্ঠী পশ্চাৎ করিব দুঁহে পাছে॥
হাতে ধরি লঞা গেলা ঠাকুরের পাশ।
আইস আইস অহে বাপু বৈস শ্রীনিবাস॥
তোমার নিমিত্ত বীরচন্দ্রের লিখন।
শ্রীনিবাসে শীঘ্র করি পাঠাও বৃন্দাবন॥
দয়া করি অঙ্গেতে শ্রীহস্ত বুলাইলা।
শ্রীহস্ত পরশে অতি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
নিকটে আছিলা নয়ান সেন মহাশয়।
ধরাধরি করি নিল আপন আলয়॥
সে দিবসে তার গুরু-আরাধনা পিতৃবাসর।
বৈকালে রঘুনন্দন সহিতে গেলা তাঁর ঘর॥
কহ কহ অহে নয়ান শ্রীনিবাস কোথা।
আন, জিজ্ঞাসিব বৃন্দাবন যাবার কথা॥
এই কালে শ্রীনিবাস নরহরি দেখি।
প্রণাম করিলা হাস্যমুখ দেখি সুখী॥
কহ শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের গমন।
কিরূপে করিবা বাপু কহ বিবরণ॥
শুনহ ঠাকুর আমি নিবেদন করি।
অনাশ্রয় আমি ইহা করিতে কি পারি॥
তোমার নিমিত্ত চৈতন্য আজ্ঞা কৈল ভট্টেরে
উপাসনা করাবেন অশেষ প্রকারে॥
রোদন করিয়া তিঁহো করে নিবেদন।
বঞ্চনা করিয়া কেনে পাঠাও বৃন্দাবন॥
চাকন্দি হইতে আসি পাইল দর্শন।
সেই কালে করিয়াছি আত্মসমর্পণ॥
ঠাকুর কহে সেই সত্য যে কহিলে তুমি।
গোপালভট্ট তোমার গুরু কহিলাম আমি॥
প্রভু আজ্ঞা অন্যথা করিতে নারি আমি॥
এথায় সম্প্রতি বাস সেবা কর তুমি॥
হরিনাম মহাপ্রভুর নিজ শক্তি হন।
বুঝিয়া ত ইহা তুমি করিবে গ্রহণ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহো চলিলা বাসাতে।
সরকার ঠাকুর যে কহিলা, লাগিলা ভাবিতে

কার স্থানে হরিনাম করিব গ্রহণ।
মনে মনে ভাবি রাত্রি কৈল জাগরণ॥
শেষরাত্রে বাহ্য হৈল নিদ্রা শেষ হয়। (১)
কৃপা করি গৌরচন্দ্র তাঁহারে কহয়॥
শুন শুন শ্রীনিবাস কেন ভাব মনে।
প্রেমরূপে জন্ম তোমার মোর প্রয়োজনে॥
অতএব অপেক্ষা বা কেনে কর তুমি। (২)
প্রেমরূপে জন্ম তোমার কহিলাম আমি॥
বৃন্দাবন যাও তুমি বিলম্ব না কর।
গোপালভটের পদ আশ্রয় সে কর॥
তৈলঙ্গদেশে জন্ম তাঁর মোর প্রাণরূপ।
এক আত্মা দেহভেদ সনাতন রূপ॥
যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন রূপ সনাতন।
তুমি গেলে তোমারে করিবেন সমর্পণ॥
তোমার বিলম্বে তাঁরা আছেন চিন্তিত।
কার্য্যসিদ্ধি হইল তুমি চলহ ত্বরিত॥
ভাবাবিষ্ট হৈয়া প্রভুকে করেন প্রণাম।
শিরে হস্ত দিয়া কহেন পুরুক্ মনস্কাম॥
প্রভু অন্তর্দ্ধান কৈল নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
জাগিয়া ত শ্রীনিবাস মনে বিচারিল॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল মোরে যাইতে বৃন্দাবন।
সরকার ঠাকুরে যাঞা কৈল নিবেদন॥
এত ভাবি শ্রীনিবাস নরহরি স্থানে।
আসিয়া করিল তাঁরে প্রণাম স্তবনে॥
স্বপ্নে যে দেখিনু তাহা শুন মহাশয়।
গৌর শরীর এক শিশু আসি মোরে কয়॥
যতেক দেখিল স্বপ্নে সকলি কহিল।
তেঁহো কহে মহাপ্রভুর কৃপা যে হইল॥

আশীর্ব্বাদ কৈল হস্ত দিয়া তার মাথে।
অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করু তোতে॥
বীরচন্দ্র নিকটে পত্র পাঠাইল আমি।
শ্রীনিবাসে রাখিয়াছি আজ্ঞা দেহ তুমি॥
যেবা প্রত্যুত্তর আইসে করিব বিধান।
তাবৎ এই স্থানে রহ মোর সন্নিধান॥
এইরূপে কত দিন খণ্ডে হৈল বাস।
জগন্নাথ দরশনে হৈল অভিলাষ॥
শ্রীভাগবত পড়িব বলি বড় সাধ আছে।
জগন্নাথ দেখিব রহি পণ্ডিতের কাছে॥
যাইয়া তাঁহার স্থানে ভাগবত পড়িব।
সটীক পড়িয়া আমি বৃন্দাবন যাব॥
এই মনে করি গেলা নরহরি নিকটে।
যে কিছু কহিলা বাপু এই সত্য বটে॥
আমি এক বৈষ্ণব দিয়ে সংহতি তোমার।
পত্র দিয়া কহিবে আমার সমাচার॥
নিবেদন পত্র দিলা বৈষ্ণবের হাতে।
যাত্রা করি দুঁহে চলে জগন্নাথ পথে॥
ক্রমে [illegible] উত্তরিলা জগন্নাথপুরী।
জগন্নাথ দেখি আইলা গোপীনাথের বাড়ি॥
চৈতন্যবিরহে পণ্ডিত গোসাঞি কাতর।
কভু মূর্চ্ছা কভু হাস্য জড়িমা অন্তর॥ (৩)
চৈতন্য নিত্যানন্দ বলি দণ্ডবৎ কৈলা।
চৈতন্য নাম শুনি গোসাঞি ব্যাকুল হৈলা॥
কে তুমি কে তুমি বলি মিলিলেন চক্ষে।
আইস আইস বাপু তোমায় করি বক্ষে॥
কি নাম তোমার বাপু কহ দেখি শুনি।
শুনিলাম তোমার মুখে কি অপূর্ব্ব বাণী॥

(১) শেষ রাত্রে নিদ্রা হৈল কিছু বাহ্য হয়।
(২) আশ্রয়ের অপেক্ষা বা কেনে কর তুমি।
(৩) কভু মূর্চ্ছা কভু হাস্য অঙ্গ থর থর।

নাম শুনাইয়া মূল্য লইলা আমারে।
স্বপ্ন দেখিয়াছি আমি বিরহ অন্তরে॥
শ্রীনিবাস বলি এক আসিব গৌড় হইতে।
প্রেমরূপে জন্ম তাঁর হৈল চাকন্দিতে॥
চৈতন্যদাস পিতা লক্ষ্মীপ্রিয়ার উদরে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রচার হইবার তরে॥
সেই তুমি বট বাপু দেহ পরিচয়।
জুড়াও শরীর মোরে কহত নিশ্চয়॥
সেই হঙ বলি পুন হাসে মন্দ মন্দ।
তুমি প্রভু মুঞি ছার ভাগ্যহীন মন্দ॥
ভাল হৈল আইলা বাপু দিলা পরিচয়।
শ্রীভাগবত পড়াইতে প্রভু আজ্ঞা হয়॥
শেষ লীলা কালে প্রভু আমাকে কহিলা।
শ্রীনিবাস আইলে শুনাবা কৃষ্ণলীলা॥
তাঁহার নিমিত্ত তুমি থাকিবে গোপীনাথে।
বৃন্দাবনে পাঠাবে পত্র দিয়া তাঁর হাতে॥
শ্রীরূপ সনাতন দুই সহোদর।
শাস্ত্রদ্বারে প্রকাশিলা প্রভুর অন্তর॥
সেই সব শাস্ত্র তুমি আনিবা গৌড়দেশে।
প্রকাশিবা লীলাশাস্ত্র অশেষ বিশেষে॥
শ্রীভাগবত পড়াইতে প্রভুর আজ্ঞা আছে।
অশ্রুজলে অক্ষর সব লুপ্ত হইয়াছে॥
আমার লিখন দিহ নরহরি হাতে।
নবীন পুস্তক এক দেন তোমার সাথে॥
তোমার নিমিত্ত প্রভুর আজ্ঞা বলবান্।
বিলম্ব না কর সব কর সমাধান॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাকালে শ্রীগুণমঞ্জরী।
সেই সে গোপালভট্ট সমান মাধুরী॥
শিষ্য হব প্রভু বড় সাধ আছে মনে।
গুণমঞ্জরী নাম শুনি উল্লাস শ্রবণে॥
মঞ্জরীকে প্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে দেখি।
নবদ্বীপে ঈশ্বরী জিউ স্থানে পাবে সাক্ষী॥
গোপীনাথের অধরশেষ করিলা ভক্ষণ।
আজি শুভ দিন গৌড়ে করহ গমন॥
পথে বিলম্ব হৈলে না পাইবে দর্শন।
চক্ষু মুদ্রিত করি বাক্য করিল শ্রবণ॥
কোথা গেলা প্রভু চৈতন্য কোথা নিত্যানন্দ
ক্ষণেকে রোদন করি হাস্য মন্দ মন্দ॥
বিরহ-বেদনা বহি নাহি স্মৃতি হয়।
গোপীনাথ আছেন বলি মনে না পড়য়॥
বিরহ প্রলাপ দেহে বিবিধ বিকার।
ঊর্দ্ধমুখ করি ক্ষণে করেন ফুৎকার॥
বিকার দেখি শ্রীনিবাস হৈল চমৎকার।
গৌড়দেশে গেলে দেখা না পাইব আর॥
প্রত্যুত্তর লইয়া করিল দণ্ডবৎ।
দেশে যাত্রা কর যদি পড়িবা ভাগবত॥
পত্র লইয়া আইলা নরহরির নিকটে।
সে দিবস বীরচন্দ্র-বাড়ীতে বহু সংঘটে।
সেই কালে মহাশয় দণ্ডবৎ হৈলা।
আজ্ঞা হৈল শ্রীনিবাস ভাল হৈল আইলা॥
এই পত্র আইল বৃন্দাবন হৈতে শুন।
ভাগবত পড়িয়া যাত্রা কর বৃন্দাবন॥
পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা পত্রে বেদ্য হৈল।
যাদৃশী দেখিল তাহা সব নিবেদিল॥
বীরচন্দ্র গোসাঞিকে পত্র শুনাইলা।
ভাগবত পড়িতে যাই আজ্ঞা মাগিলা॥
বিলম্ব হইলে নাহি হবে দরশন।
অবিলম্বে ক্ষেত্রে তুমি করহ গমন॥
পুনর্ব্বার সেই বৈষ্ণব ঠাকুর সঙ্গে দিলা।
গদাধর চৈতন্য বলি যাত্রা যে করিলা॥

যাজপুর পর্য্যন্ত শ্রীনিবাস গেলা উৎকণ্ঠাতে।
অপ্রকটবার্ত্তা পাইল গ্রামে প্রবেশিতে॥
বার্ত্তা পাইয়া মূর্চ্ছা হইলা সেই স্থানে।
ভয় পাইয়া সে বৈষ্ণব ধরিল চরণে॥
সম্বিৎ পাইয়া অনেক করিল প্রণাম।
কার্য্যসিদ্ধি নহিল মোরে বিধি হৈল বাম॥
সেই রাত্রি সেই খানে হৈল উপবাস।
ক্ষীণ অঙ্গ দেখি বৈষ্ণবের হইল মহাত্রাস॥
কিরূপে লইয়া যাব গৌড়দেশ আমি।
নিগ্রহ করিল ঠাকুর উড়িল পরাণি॥
অনেক শুশ্রূষা করি করাইল ভক্ষণ।
নিবেদন করি গৌড়ে করেন গমন॥
কান্দিতে কান্দিতে পুন আইলা গৌড়দেশে(১)
বৈকালে শ্রীখণ্ড গ্রামে করিল প্রবেশে॥
দণ্ডবৎ করিয়া কহিল বিবরণ।
হাহাকার করি অনেক করিলা রোদন॥
সে বিরহ-বিলাপ কে বর্ণিবারে পারে।
গুরু বৈষ্ণব-বিচ্ছেদ-দুঃখ যাহার অন্তরে॥
সেই দিন হৈতে পুন আর দশা হইল।
কিরূপে বৃন্দাবনে যাব উৎকণ্ঠা বাড়িল॥
প্রভাতে শ্রীখণ্ড ছাড়ি আইলা নবদ্বীপে।
বৈরাগ্য করি রহিলা প্রভুর বাড়ীর সমীপে॥
পণ্ডিত গোসাঞি বলি কান্দে উচ্চস্বরে।
দুই চার দিবসে অন্ন না দিল উদরে॥
অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্তচিত্তে সহিষ্ণুতা না হয়।
ছটাক্ তণ্ডুল পাত্র করয়ে সঞ্চয়॥
গঙ্গাতীরে তাহা নিয়া করয়ে রন্ধন।
বিরহ-বেদনা অতি করয়ে ভক্ষণ॥
অষ্টাহ দিবসে অঙ্গ অতি ক্ষীণ হৈলা।
বংশীবদন দাস সহ দেখা যে করিলা॥
কি নাম কোথায় থাক নাহি দেখি শুনি।
গদাধর বিয়োগে এই স্থানে আছি আমি॥
শ্রীনিবাস নাম হয় যাজিগ্রামে ঘর।
না পড়িলাম ভাগবত হৃদয় কাতর॥
গদাধর পণ্ডিত স্থানে প্রভুর আজ্ঞা ছিল।
পড়িতাম অভাগ্য মোর তাহা না হইল॥
কহিতে কহিতে অতি রোদন উঠিল।
সেই কালে ঈশানের হৈল আগমন॥
ঈশানের স্বভাব এই জীবে দয়া হয়।
মহাভাগবত দেখি প্রেমের উদয়॥
অতি ক্ষীণ দেখি তারে জিজ্ঞাসা করিল।
দ্বিতীয় সঙ্গহীন দেখি সুখ বড় পাইল॥
বুঝিল চৈতন্য শক্তি বালকের হয়।
ঈশ্বরী নিকটে মোর কহিতে উচিত হয়॥
ফিরিয়া আইলা ঘরে ঈশ্বরী নিকটে।
এক অপূর্ব্ব বালক দেখিল গঙ্গাঘাটে॥
গদাধর পণ্ডিত নামে সদাই রোদন।
দ্বিতীয় নাহিক সঙ্গ সজল নয়ন॥
তাহারে দেখিতে দয়া হইল আমার।
অন্ন বিনা অতি ক্ষীণ শরীর তাহার॥
আজ্ঞা হয় কিছু অন্ন দিই তারে আমি।
পশ্চাতে আনিয়া তারে দয়া কর তুমি॥
দেহ যাই তণ্ডুল তারে যে উচিত হয়।
চৈতন্য অপ্রকটে বিরক্ত মনের সংশয়॥
ঈশান লইয়া গেলা সামগ্রী বিলক্ষণ।
শ্রীনিবাস নিকটে গেলা আনন্দিত মন॥
শুন অহে বিপ্র এই সামগ্রী লইয়া।
গঙ্গাতীরে পাক করি ভক্ষণ কর গিয়া॥

---

(১) না পড়িলা ভাগবত মনো দুঃখে ভাসে।

যে আজ্ঞা বলিয়া লইল প্রণাম যে করি।
এথা সব বুঝিলেন আপনে ঈশ্বরী ॥
তণ্ডুল দিয়া ঈশ্বরীর আনন্দ হৃদয়।
প্রেমরূপে জন্ম বুঝি বালকের হয় ॥)
তণ্ডুল লইয়া বিপ্র রান্ধিল যখন।
সেইকালে পাঠাইলা বৈরাগী দশ জন ॥
অন্ন প্রস্তুত কালে বৈরাগী আকার।
ভক্ষণের কালে যাই হৈল সাক্ষাৎকার ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া বড় আনন্দ হইল।
পাইয়া সবারে বহু সম্মান করিল ॥
তাঁরা কহে আমরা বড় আছিয়ে ক্ষুধিত।
অন্ন দেহ মহাশয় তবে পাই প্রীত ॥
বড় দয়া করি আসি দিলা দরশন।
প্রসাদ প্রস্তুত আসি করহ ভক্ষণ ॥
অল্প অন্ন রন্ধন কৈলা আমরা অনেক।
না হইব ক্ষুধা তৃপ্তি দেখি পরতেক ॥
ক্ষুধা তৃপ্তি হবে আছে প্রসাদ লক্ষণ।
মণ্ডলী বন্ধনে বসিলা বৈষ্ণব দশজন ॥
এই মত সবারে করেন পরিবেশন।
পাত্রে পাত্রে দেন অতি আনন্দিত মন ॥
(অর্দ্ধ সের তণ্ডুলের অন্ন প্রসাদ করিয়া।
এগার বৈষ্ণবে পাইলেন আনন্দিত হইয়া ॥
সে বার্ত্তা ঈশ্বরী শুনি ঈশানের দ্বারে।
প্রেমরূপে জন্ম হৈল বুঝিল অন্তরে ॥
এমন বালক গুণ শুনিতে বড় সুখ।
অবশ্য দেখিব আমি বালকের মুখ ॥
নিশাভাগে গঙ্গাস্নানে দাসী সঙ্গে করি।
দেখিলেন বালক অতি প্রেমের মাধুরী ॥
স্নান করি নিশা থাকিতে গেলা অন্তঃপুরে।
বালক দেখিয়া হৈল আনন্দ অন্তরে ॥ (১)

কিরূপে আনিয়া তারে কথা জিজ্ঞাসিব।
অন্য পুরুষের মুখ চাহি কেমনে পুছিব ॥
প্রভুর শক্তি যদি হয় লজ্জা যাবে দূরে।
তবে সে জানিব আছে করুণা প্রচুরে ॥
ঈশ্বরীর আজ্ঞা ঈশানে বালক আনিবারে।
কি কারণে দিবানিশি রোদন সে করে ॥
ঈশান কহিল আসি শুন শ্রীনিবাস।
ডাকেন ঈশ্বরী চল প্রভুর আবাস ॥
উর্দ্ধবাহু করি অনেক নৃত্য আরম্ভিল ।)
পণ্ডিত গোসাঞির দশা হেন বুঝি হৈল ॥
কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন ঈশানের পাছে।
ভিতর প্রকোষ্ঠে যাই হইল সঙ্কোচে ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবিষ্ট হৈলা অন্তঃপুরে।
নিকটে না গেলেন রহিলেন কিছু দূরে ॥
ঈশান কহিলা এই আইলা শ্রীনিবাস।
দণ্ডবৎ করেন তোমার হন প্রিয় দাস ॥
অন্তঃপট দূর করি করিলা নিরীক্ষণ।
আমার প্রভুর শক্তি বুঝিল কারণ ॥
লজ্জা উপেখিয়া তাঁরে আপনে ডাকিলা।
কি নিমিত্তে রোদন কর ভ্রমহ একলা ॥)
পণ্ডিত গোসাঞির বাক্য কৈল নিবেদন।
তাঁর দয়া হৈলে যাইতাঙ বৃন্দাবন ॥
নীলাচলে তাঁর মুখে শুনিল যেই কথা।
না পড়িয়া ভাগবত জন্ম হৈল বৃথা ॥
শুনিলাম প্রভুর আজ্ঞা যাইতে বৃন্দাবন।
তাহা পূর্ণ নহিল পদে কৈল নিবেদন ॥
গদাধর নিমিত্ত এবে কান্দি নিরন্তর।
অতএব প্রভুর শক্তি তোমার উপর ॥
(অল্প বয়স দেখি অতি সুকুমার।
বৈরাগ্য কৈলে ঘর যাহ ব্রাহ্মণ কুমার ॥

(১) বালক দেখিয়া হৈব করুণা প্রচুরে।

বৈরাগ্য কঠিন তাহা অতি বড় শক্তি। (১)
যোড়হাত করি অনেক করিল বিনতি॥
আজ্ঞা হয় থাকি আমি চরণ নিকটে।
পরাণ জুড়ায় মোর এড়াই সঙ্কটে॥
সংসারে কেহো নাহি একা মাতা বিদ্যমান।
কিরূপে বৃন্দাবন যাই তবে রহে প্রাণ॥
চৈতন্যের শক্তি বিনা এমন দয়া নহে। (২)
প্রবীণ হৈলে যাবে এবে উপযুক্ত নহে॥
এই আজ্ঞা পাইয়া থাক বাড়ির বাহির। (৩)
প্রসাদ ভক্ষণ কর চিত্ত হউক স্থির॥
গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে বিষ্ণুপ্রিয়া কাতর অতি।
দ্বিগুণ হইল শোক হইলা বিমৃতি॥
ঈশ্বরী তাঁরে ডাকি কহে শুনহ ঈশান।
রজনী বঞ্চিয়া গেল হইল বিহান॥
ঈশান কহে রাত্রি যায় করিয়া ক্রন্দন।
হা পণ্ডিত গোসাঞি বলি কৈল জাগরণ॥
সে দিবস আর সাক্ষাৎ পুনশ্চ নহিল।
দরশন উৎকণ্ঠাতে রাত্রি দিন গেল॥
ঈশ্বরীর নাম গ্রহণ শুন ভাই সব।
যে কথা শ্রবণে লীলার হয় অনুভব॥
নবীন মৃৎভাজন আনে দুই পাশে ধরি।
এক শূন্য পাত্র আর পাত্রে তণ্ডুল ভরি॥
একবার জপে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ অন্তর॥
তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত লয়েন হরিনাম।
তাতে যে তণ্ডুল হয় লৈয়া পাকে যান॥
সেই সে তণ্ডুল মাত্র রন্ধন করিয়া।
ভক্ষণ করান প্রভুকে অগ্রযুক্ত হৈয়া॥

(১) বৈরাগ্য কঠিন শুনি ভয় হৈল অতি।
(২) চৈতন্যের শক্তি বিনা এমন দশা নহে।
(৩) যে আজ্ঞা বলিয়া সাবধানে হইলা বাহির।

রাত্রি দিন হরিনাম প্রভুর সঙ্খ্যা যত।
সে চেষ্টা বুঝিতে নারি বুদ্ধি অতি হত॥
প্রভুর প্রেয়সী যিঁহো তাঁহার কি কথা।
দিবানিশি হরিনাম লয়েন সর্ব্বথা॥
তাঁহার অসাধ্য কিবা নামে এত আর্ত্তি।
নাম লয়েন তাহে রোপণ করেন প্রভুর শক্তি
নামের আভাসে যত পাপ যায় নাশ।
মনোহভীষ্ট বাড়ি যায় প্রেমের প্রকাশ॥
নাম কল্পবৃক্ষ হন এই ত নিশ্চয়।
সঙ্খ্যা করি নাম লৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
নাম সত্য কলিযুগে কহিল তিন বার॥
অনাসক্ত জনে গৌরাঙ্গ করেন অঙ্গীকার॥
যতেক সাধন হৈতে শ্রেষ্ঠ এই হয়।
বহু জন্মের ভাগ্য হৈতে জন্ময়ে প্রণয়॥
এইরূপে রাত্রি যদি তৃতীয় প্রহর গেল।
হা চৈতন্য বলি ভূমিতে শয়ন করিল॥
রাত্রি শেষে সঙ্কীর্ত্তনে একত্রে দুই ভাই।
নাচিতে নাচিতে কহে কোথা মোর আই॥
তোমার বধূ মোর শ্রীনিবাসে বহির্দ্বারে।
রাখিয়া আনন্দে আছেন আপনার ঘরে॥
আমার যতেক কার্য্য শ্রীনিবাস লৈয়া।
অভিরাম স্থানে পাঠাও ঈশান সঙ্গে দিয়া॥
চৈতন্যবিরহে রাত্রে নাহি নিদ্রালব।
স্বপ্নামৃত বাক্য শুনি হইলা নীরব॥
ঈশান ঈশান বলি ডাকে দাসীগণ।
নিদ্রাগত অতি ঈশান নাহিক চেতন॥
বহু ক্ষণে ঈশানের চেতন হইল।
ভয়ে অতি আপনাকে অধন্য মানিল॥
যোড় হস্তে ঈশ্বরীর নিকট আইলা।
মোর কাছে শ্রীনিবাসে আন আজ্ঞা দিলা॥

কুশাসনে শ্রীনিবাস করেন রোদন।
উঠ উঠ বটু শীঘ্র করহ গমন॥
অঙ্গণে দাঁড়াঞা বহু করিল প্রণাম।
আজ্ঞা হৈল ঈশানেরে দেখ অভিরাম॥
এত কহি বস্ত্রে বেষ্টিত চরণ অঙ্গুলি।
শ্রীনিবাসে ডাকি চরণ দিল মাথে তুলি॥
চরণপরশে অতি প্রেমাবেশ হৈলা।
লোটাঞা ধরণীতলে কান্দিতে লাগিলা॥
শুন শুন অহে বাপু তুমি ভাগ্যবান্।
তোমাতে চৈতন্যশক্তি ইথে নাহি আন॥
তবে শান্তিপুর যাই খড়দহ যাবে।
আচার্য্য গোসাঞি দেখি পরিচয় পাবে॥
খড়দহ যাইয়া দেখিবে নিত্যানন্দ।
তোমা পাইয়া জাহ্নবার হইবে আনন্দ॥
বিলম্ব না কর বড় যাও শীঘ্র করি।
অনেক শুনিবে দেখিবে রূপের মাধুরী॥
সর্ব্বত্র মিলন করি যাও বৃন্দাবন।
সর্ব্বসিদ্ধি হবে পথে করিবে স্মরণ॥
দণ্ডবৎ করি উত্তরিলা শান্তিপুর।
কোথা উত্তরিব হৈল ব্যামোহ প্রচুর॥
ঈশ্বরীর আজ্ঞা আছে অদ্বৈত দেখিতে।
কিবা রূপে আজ্ঞা হৈল না পারি বুঝিতে॥
তৃতীয় বৎসর গোসাঞির অপ্রকট।
অলঙ্ঘ্য এই আজ্ঞা সন্দেহ পড়িল সঙ্কট॥
এইকালে আজানুবাহু প্রকাণ্ড শরীর।
তেজ দেখি অতি কম্প হইলা অস্থির॥
নয়ন মিলিতে নারে পড়িলা ধরণী।
আইস আইস শ্রীনিবাস তোমার বাক্য শুনি
অভিপ্রায় করিলা হেন অদ্বৈত গোসাঞি।
দণ্ডবৎ করি জিজ্ঞাসিল এই ঠাঞি॥

নিশ্বাস ছাড়িয়া গোসাঞি কান্দিলা বিস্তর।
কোথা গেলা চৈতন্য নিত্যানন্দ কলেবর॥
কোথা গেলা পারিষদ স্বরূপ রামরায়।
প্রেমে হস্ত দিলা শ্রীনিবাসের মাথায়॥
আইস আইস শ্রীনিবাস জুড়াক জীবন।
আলিঙ্গন করি স্নিগ্ধ হউক মোর মন॥
গোপালভট্ট পাঠাইল নিমিত্ত তোমার।
হইবে তাহার দাস কহিল নির্দ্ধার॥
আমাকে ক্রোধ করি প্রভু তোমাকে জন্মাইল।
নিজ কার্য্য যত ইতি সব প্রকাশিল॥
বৃন্দাবনে পাঠাইল রূপ সনাতন।
তাহা প্রকাশিতে কৈল তোমার জনম॥
গোপালভট্ট পাঠাইল তোমার নিমিত্তে।
উপদেশ লইল তথা প্রেম প্রকাশিতে॥
আইস আইস বলি প্রভুর শক্তি সঞ্চারিয়া।
জগৎ ভাসাইলা প্রেম বিস্তার করিয়া॥
তোমার নিমিত্ত এথা দিলাম দরশন।
অন্যত্র কদাচ নাহি কর প্রকাশন॥
খড়দহ যাঞা তুমি আনন্দ পাইবা।
জাহ্নবার দরশন করি বৃন্দাবন যাবা॥
তাঁহা হৈতে শ্রীরূপের পাইবা দর্শন।
গোপালভট্টের যাই বন্দিবা চরণ॥
চৈতন্য করুণা প্রেমে দেশ ভাসাইবা।
অদ্বৈত গোবিন্দ বলি দুঃখ না ভাবিবা॥
তোমার যে প্রভু ইহা নাগর বর দ্বারে।
গণদুষ্ট প্রেম দ্বারে করিল সংহারে॥
আমার গণে এই বাক্য যে আনিব মুখে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ছাড়া পাবে বড় দুঃখে॥
এত বলি অদ্বৈতচন্দ্র হৈলা অন্তর্দ্ধান।
দর্শন বিচ্ছেদে অতি হৈলা অগেয়ান॥

এই কালে সীতা মাতা যান গঙ্গাস্নান।
দেখেন বালক-রঙ্গ করেন রোদন॥
বাছা বাছা বলিয়া বালক লৈলা কোলে।
সান্ত্বনা করিয়া অতি মধুর বাক্য বোলে॥
জিজ্ঞাসিল কে তুমি কান্দ কি কারণ।
হেন বুঝি আমার প্রভুর পাইলা দর্শন॥
কহ দেখি অহে বালক কোথা তোমার ঘর।
কি কারণে এথা আইলা কান্দহ বিস্তর॥
শ্রীনিবাস নাম মোর জন্ম চাকন্দিতে।
ঈশ্বরী জিউর আজ্ঞা তোমারে দেখিতে॥
শ্রীনিবাস নাম শুনি আনন্দ হৃদয়।
অচ্যুতানন্দ লিখন-ক্রমে হৈল পরিচয়॥
সাধ ছিল বড় বাপু তোমাকে দেখিতে।
চৈতন্যকরুণা বড় দেখা হৈল পথে॥
গোপাল গোসাঞি যান স্নান করিয়া।
তাহারে দেখিয়ে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
যাবৎ না আসিয়ে আমি গঙ্গাস্নান করি।
তাবৎ ইহারে রাখিবে যত্ন করি॥
সঙ্গে দিয়া সীতা মাতা গেলা গঙ্গাস্নানে।
তাবৎ আছিলা গোসাঞি একত্র আসনে॥
স্নান করি শীঘ্র তাঁর গমন হৈল।
শ্রীনিবাস গোপাল দুই একত্রে দেখিল॥
সেইমতে লৈয়া গেলা ভিতর অন্তঃপুরে।
অপূর্ব্ব বৈষ্ণব পাঞা আনন্দ অন্তরে॥
অদ্বৈত-অধর শেষ দিলা খাইবারে।
পাক করিতে আমি যাই বৈস তুমি দ্বারে॥
রন্ধন প্রস্তুত করি ভোগ লাগাইল।
আচমন দিয়া কৃষ্ণে শয়ন করাইল॥
আজ্ঞা হৈল গোপালেরে প্রসাদ পাইতে।
শ্রীনিবাস একত্র লৈয়া বৈসহ ত্বরিতে॥
অপূর্ব্ব বৈষ্ণব তারে আমি পরিবেশিব।
সঙ্গে লৈয়া বৈস বাপু সুখ বড় পাইব॥
একত্রে বসিলা লৈয়া করিতে ভোজন।
প্রসাদ অধর-স্পর্শে পুলক সঘন॥
সীতার হস্তের পাক কৃষ্ণাধর শেষে।
প্রেমের বিকার হয় অশেষ বিশেষে॥
আঁচমন করি দোঁহে বড় হর্ষ মনে।
মুখ শুদ্ধি করি বসিলা এক স্থানে॥
দিবা শেষে হৈল কাল হৈল সন্ধ্যার।
কৃষ্ণের আনন্দ দেখি আনন্দ অপার॥
সে রাত্রি আনন্দে বাস কৈল শান্তিপুরে।
প্রাতে বিদায় হইতে গেলা সীতার গোচরে॥
এক নিবেদন করি শুন সাবধানে।
অদ্বৈত গোবিন্দ শুনিল এ গ্রামে আগমনে॥
ইহার সরূপাখ্যান মাতা কহিবা আমারে।
আজ্ঞা হয় যাই খড়দহ দেখিবারে॥
ইহা শুনিতে বালক কিবা আছে প্রয়োজন।
আপনার কার্য্য কর, কর পর্য্যটন॥
আজ্ঞা হয় মাতা বড় শুনিতে সাধ হয়।
দয়া করি কহিবেন হইয়া সদয়॥
বালকের স্বভাব সে যে কথায় ধরে।
সীতা মাতা তাহা অন্যথা করিতে না পারে॥
স্থিরচিত্ত হৈয়া শুন অহে শ্রীনিবাস।
শুনিতেই ধীর চিত্তে করিবে বিশ্বাস॥
জগাই মাধাই দুই উদ্ধারের কালে।
ক্রোধ করি গোসাঞি হরিদাস প্রতি বলে॥
যদি মোরে প্রেমযোগ না দেয় গোসাঞি।
শুষিমু সকল প্রেম মোর দোষ নাই॥
নিত্যানন্দে ক্রোধ করি বাড়িতে আইলা।
জগদানন্দ দ্বারে তর্জ্জা লিখি পাঠাইলা॥

সেই দিন হৈতে প্রভুর ক্রোধ উপজিল।
নিত্যানন্দ সঙ্গী রামাই সুন্দরাদি দিল॥
কামদেব নাগর দিলা মোর ঠাকুরেরে।
ক্রোধ করি নাগর কহিল বাক্য দ্বারে॥
গৌড়দেশ আইলা প্রভু নাগর লৈয়া সঙ্গে।
চালাইলা এক বাক্য প্রেমের তরঙ্গে॥
শুনিতেই মাত্র মোর ক্রোধ উপজিল।
নাগরের মুখ আমি আর না দেখিল॥
স্বতন্ত্র করিলু আমি সেবক নন্দিনী।
সেই বাক্য আমি আর কর্ণে নাহি শুনি॥
কোন কোন পুত্র রহে অচ্যুতের মতে।
নাগরের দ্বারে কেহ চলিলা বিমতে॥
অচ্যুতের মতে পুত্রের আমার আনন্দ।
গৌড়ে আসি প্রেমে ভাসাইলা নিত্যানন্দ॥১
নাগরেরে গোসাঞি নিষেধ করিতে নারিল।
তে কারণে এই গণ বিরুদ্ধ হইল॥
শুন শ্রীনিবাস মনে তাপ বড় পাই।
পুত্র সঙ্গে বিরোধ করি ঘরে নিদ্রা যাই॥
চৈতন্যের দাসী-পুত্র অচ্যুত সহিত।
এই বাক্য না কহে যেই সম্বন্ধ রহিত॥
আনন্দ হইল বড় শুনিয়া অন্তরে।
পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাস দণ্ডবৎ করে॥
মনের সন্দেহ মাতা সব ঘুচাইলা।
দণ্ডবৎ করি সীতা-স্থানে বিদায় হৈলা॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

ইতি প্রেমবিলাসে চতুর্থ বিলাস।

---

(১) সব পুত্র লইল না লইল অচ্যুতানন্দ।
গৌড়ে আসি প্রেমে ভাসাইল নিত্যানন্দ॥

পঞ্চম বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
ভক্তি দেহ লিখি গ্রন্থ বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়॥
শুন শুন শ্রোতাগণ দেখহ বিলাস।
দর্শনমাত্রে আনন্দ হইলা শ্রীনিবাস॥
যেই ক্ষণে খড়দহে প্রবেশ করিলা।
প্রেমে মত্ত শ্রীনিবাস নাচিতে লাগিলা॥
বীরচন্দ্র প্রভু আছে মাতার সমীপেতে।
আচম্বিতে বীরচন্দ্র লাগিলা কাঁপিতে॥
ঠাকুরাণী কহে বাপু হও সাবধান।
কোন ভাগবতের বুঝি হৈল অধিষ্ঠান॥
হেন বুঝি চাকন্দির আইল শ্রীনিবাস।
নহে বা কেমনে হয় দেহের উল্লাস॥
রাধাকৃষ্ণ নাম শুনি লোকের কোলাহল।
প্রেমরূপে তার জন্ম ধরে এই বল॥
সর্ব্বত্র আনন্দ শুনি কেন হেন হয়।
আনন্দ জন্মিছে তেঞি সবার হৃদয়॥
আমার প্রভুর আজ্ঞা স্মরণ হইলা।
হেন বুঝি সে বালক গ্রামেতে আইলা॥
তত্ত্ব লও বাপু মোর হও সাবধান।
নিশ্চিন্ত হইয়ে তবে জুড়ায় পরাণ॥
এই কালে ঈশান যাই কহিল সত্বরে।
এক অপূর্ব্ব বালক আসি কান্দয়ে দুয়ারে॥
যাও যাও অহে বাপু ঈশান করি সাথে।
দেখিলে জানিবে গুণ আমার সাক্ষাতে॥
নিত্যানন্দ বলিয়া বাহির প্রভু হৈলা।
দেখিয়া বালক-শোভা আলিঙ্গন কৈলা॥
নবদ্বীপে শ্রীনিবাস বলি হইল স্মরণ।
নাম রূপ প্রেমাবিষ্ট কম্প ঘনে ঘন॥

দণ্ডবৎ বহুত করি চরণে পড়িলা।
হাতে ধরি তুলি তবে নাম জিজ্ঞাসিলা ॥
কি নাম তোমার হয় দেখিয়া আনন্দ।
নাম শ্রীনিবাস হয় ভাগ্য অতি মন্দ ॥
আইস আইস অহে বন্ধু বড় সুখ দিলা।
অনায়াসে বিধি মোরে রত্ন মিলাইলা ॥
(হস্তে ধরি শ্রীনিবাসে বাড়ির ভিতরে।
যথা আছেন ঈশ্বরী জিউ নিল অন্তঃপুরে ॥
যে উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত আছেন ঈশ্বরী।
অনায়াসে বিধি দিলা প্রেমের মাধুরী ॥
বালক দেখিয়া বড় প্রেম উথলিল।
চৈতন্য নিত্যানন্দ বলি ফুৎকার করিল ॥
নবদ্বীপ বলি যবে ছাড়েন নিশ্বাস।
নিত্যানন্দের বিরহে বড় হইল উল্লাস ॥
হস্তে ধরি বীরচন্দ্র ঈশ্বরীর সাক্ষাতে।
শ্রীনিবাসে দেহ প্রেম সমর্পিলা হস্তে ॥)
বৃন্দাবন যাইতেছেন শীঘ্র আজ্ঞা কর।
এই নিবেদন পুনঃ পুনঃ শক্তি সঞ্চার ॥
শীঘ্র করি ইঁহো যদি যান বৃন্দাবন।
তবে সে দর্শন পাবেন শ্রীরূপ-চরণ ॥
বিলম্ব হইলে পথে দেখা না পাইবে।
শীঘ্র গমন কৈলে দর্শন আনন্দে হইবে ॥
শ্রীনিবাসে শীঘ্র গমনে আজ্ঞা হৈবে।
লীলাগ্রন্থের অদ্ভুত সকল কহিবে ॥
বিলম্ব না কর আর যাহ বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করহ গোপালভট্টের চরণে ॥
আজ্ঞা হৈল বালকেরে করাহ ভক্ষণে।
ঈশান সঙ্গে দেহ অভিরামের লিখনে ॥
সকল মঙ্গল সিদ্ধি চাবুক তোমার পাশে।
তিন চাবুক অবশ্য যেন মারেন শ্রীনিবাসে ॥

(ঈশ্বরীর অবশেষ ছিল পাত্র ভরি।
তাহা আনি বীরচন্দ্রে দিল হস্তে করি ॥)
অধরের শেষ পাই প্রেম উথলিল।
হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইল ॥
হাতে ধরি বীরচন্দ্র নিকটে বসাইল।
তাঁর হস্ত স্পর্শে পুন বাহ্য জ্ঞান হৈল ॥
শীঘ্র করি শ্রীনিবাস যাহ বৃন্দাবন।
বিলম্ব হইলে রূপের নহিবে মিলন ॥
দণ্ডবৎ করি মহাশয় বিদায় হইলা।
অভিরামের নিকটে তবে আসি উত্তরিলা ॥
(পত্র দিয়া ঈশান তাঁরে করিলা প্রণাম।
ঈশ্বরীর আজ্ঞা বালকেরে কর প্রেমদান ॥
কহ কহ ঈশ্বরীর মঙ্গল আখ্যান।
আজ্ঞা অনুরূপ তাঁর করিল সমাধান ॥)
শ্রীনিবাসে দেখি বড় মনের উল্লাস।
দেখিলাম গৌড়দেশে প্রেমের বিকাশ ॥
ঈশানে আসন দিল বসিবার তরে।
চাবুকের নাম শুনি আনন্দ অন্তরে ॥
(দেখিব ঈশ্বরী কেমন পাত্র পাঠাইলা।
পরীক্ষা করিতে অষ্ট কড়া কড়ি দিলা ॥
কিরূপে নির্ব্বাহ ইহাতে বালক করিব।
বুঝিয়া বৈরাগ্য তারে চাবুক মারিব ॥
কড়ি হাতে করি অনেক করিল ভাবনা।
কিরূপে ভক্ষণ করিব কোন দ্রব্য কিনা ॥
পরীক্ষা করিতে অষ্ট কড়া দিলা হাতে।
রন্ধন করিয়া চাহি ভক্ষণ করিতে ॥
বণিক্ ঘরে যাই সব সামগ্রী দেখিল।
যথা অনুক্রম করি কিনিয়া লইল ॥
মূল্য করি কদলীর উদ্যানে যাইয়া।
জলের নিকটে গেলা দ্রব্য সব লঞা ॥

ঠাকুর শ্রীঅভিরাম দুই বৈষ্ণবেরে।
কহে যাই অতিথি হও শ্রীনিবাস দ্বারে॥
রন্ধনের কাল জানি যাবে তার পাশ।
ভক্ষণ লাগি করিবে বহুত হাস পরিহাস॥
বিদায় হইয়া যায় শ্রীবাসের স্থানে।
যেই কালে করেন রাধাকৃষ্ণে সমর্পণে॥
আচমন শেষ কালে গেলা দুই জন।
বৈষ্ণব দেখি শ্রীনিবাসের আনন্দিত মন॥
ক্ষুধার্ত্ত হই আমা দুঁহায় করাহ ভোজন।
ভাগ্য মোর বলি কহে বিনয় বচন॥
তুমি কৃষ্ণভক্ত হও মুঞি জীব ছার।
করুণার দ্বারে দুঁহে কর অঙ্গীকার॥
সেই ভোগে তিন ভোগ সমান করিয়া।
করযোড় করি বলে ভোজন করসিয়া॥
ভোজন করিয়া আচমন কৈল সুখে।
দুই বৈষ্ণব কহে যাঞা গোসাঞি সম্মুখে॥
ব্যঞ্জন নাহি অন্ন লাগে অমৃতের সম।
ভক্ষণ করিতে হয় আনন্দিত মন॥
সেই দ্রব্য রাধাকৃষ্ণ করিলা ভোজন।
ভোজন করিতে কম্প হয়ে ত রোদন॥
আনন্দিত চিত্ত হৈল শুনিয়া আপনে।
শীঘ্র করি আনাইল সাক্ষাতে ঈশানে॥
শ্রীনিবাসে ডাকি আন আমা বিদ্যমান।
ঈশ্বরীর প্রেরিত তাঁরে প্রেম করি দান॥
ঈশানে পাঠাইয়া দিল শ্রীনিবাস স্থানে। (১)
শীঘ্র করি চাবুক আনাইয়া রাখেন বামে॥
ঈশানের সঙ্গে আইলা বিপ্র শ্রীনিবাস।
প্রণাম করয়ে আসি মনের উল্লাস॥

প্রেমেতে রোদন করে করযোড় করি।
উঠিয়া গোসাঞি চাবুকের বাড়ি মারি॥
ভাসাইনু ভাসাইনু বলি মারেন চাবুক।
শ্রীনিবাস আনন্দ বড় প্রেমে হালে বুক॥
মারিলেন তিন চাবুক আপন সাক্ষাতে।
বাহির হৈয়া মালিনী ধরিলেন তাঁর হাতে॥
প্রেমে ভাসাইলে গোসাঞি আর নাহি মার
চৈতন্যের শক্তি এই ব্রাহ্মণকুমার॥
হস্তে ধরি লয়্যা গেলা নিজ অন্তঃপুর।
ঠাকুরাণী কৈলা অতি করুণা প্রচুর॥
সে রাত্রি রহিলা সুখে গোসাঞির স্থানে।
শ্রীনিবাসের সঙ্গে দিলেন ডাকিয়া ঈশানে॥
শ্রীনিবাস শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন।
আশ্রয় করহ গোপালভটের চরণ॥
সনাতন রূপ গোসাঞি দেখিবা লোকনাথ।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখ যাইয়া সাক্ষাৎ॥
চৈতন্য করুণা কিছু বুঝনে না যায়।
প্রেমে ভাসাইবেন সব তোমার দ্বারায়॥
নরহরি করেন তোমার পথ নিরীক্ষণ।
তাঁহার দর্শন করি যাহ বৃন্দাবন॥
বিদায় সময় অনেক করিলা রোদন।
আজ্ঞা হয় চরণ নিকটে রহি অনুক্ষণ॥
মুঞি ক্ষুদ্র হও অতি, করিলেন দয়া।
মনোরথ সিদ্ধি হয় নহে কোন মায়া॥
কিরূপে যাইবে কাল আমি ত ছাওয়াল।
আজ্ঞা হয় কুপথে যেন বৃথা না যায় কাল॥
শুন অহে বালক তুমি না জান আপনা।
তোমা প্রতি চৈতন্যের হইয়াছে করুণা॥
চৈতন্যের শক্তি তুমি প্রেম প্রকাশিতে।
বিলম্ব না কর গমন করহ ত্বরিতে॥

(১) শীঘ্র করি লঞা আইস অতিথি ব্রাহ্মণে।

আমিহ দিলাম শক্তি তোমার উপরে।
পথেতে বিরোধ কেহো না করিবে তোরে॥
আনন্দিত চিত্ত হৈল দণ্ডবৎ করি।
বিদায় হইয়া যান বলি গৌরহরি॥
এক রূপে চলিলা ক্রমে নরহরি স্থানে।
দণ্ডবৎ করি কহেন সব বিবরণে॥
তেজময় দেখি অঙ্গ আনন্দিত হৈলা।
শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন সকল পাইলা॥
প্রসাদ পাইলা আসি হইল বিকালে।
সরকার ঠাকুর শ্রীনিবাসে কৈলা কোলে॥
দণ্ডবৎ বহু কৈল পড়ি ক্ষিতিতলে।
প্রেমে গদ গদ অঙ্গ আঁখি ছল ছলে॥
বিলম্ব না সহে বাপু যাহ বৃন্দাবন।
শীঘ্র যাও মনোরথ হইবে পূরণ॥
মাতার নিকটে যাই বিনয় করিয়া।
যাত্রা করিবে তাঁর তুমি আজ্ঞা লইয়া॥
সন্ধ্যাকালে আসি মাতার চরণ বন্দিল।
আদ্যোপান্ত যত কথা সব নিবেদিল॥
বৃন্দাবন যাবার নামে ব্যামোহ হইল।
পুত্রের বিচ্ছেদ-দুঃখ হিয়ায় বাড়িল॥
স্বামী নিল ঈশ্বর এক পুত্র শ্রীনিবাস।
অনাথিনী একাকিনী কিরূপে হবে বাস॥
অরে দারুণ বিধি আমি কি বলিব তোরে।
পুত্র গেলা হেন বুঝি অন্ধ করি মোরে॥
মাতৃহীন করি কিবা তোর নাহি ভয়।
কিরূপে যাইবা বাপু হইয়া নির্দ্দয়॥
কি করি রহিব ঘরে কিছুই না জানি।
ত্রিভুবনে কে নাহি হেন অনাথিনী॥

মায়ের রোদন দেখি কাতর অন্তর।
বিনয় করিয়া প্রবোধ করিল বিস্তর॥ (১)
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোনরূপে তোমার ঋণ নারিব সুধিতে॥
আমি কি করিব চিত্তে নারি স্থির হৈতে।
শীঘ্র মোরে আজ্ঞা হউক বৃন্দাবন যাইতে॥
দয়া করি আজ্ঞা করুন যাই বৃন্দাবন।
অন্যথা শরীরে মোর না রহে জীবন॥
এইরূপে রাত্রি দুঁহে বিরহ অন্তরে।
নিদ্রা নাহি প্রাণ মাত্র ছটফট করে॥
শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখি বাহ্যবৃত্তি হয়
যাত্রা করি উঠিলেন আনন্দ হৃদয়॥
সে রাত্রিতে বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোসাঞি।
শ্রীনিবাসের বিলম্ব দেখি দুঃখ বড় পাই॥
সনাতন-বিচ্ছেদে দেহে জন্মিয়াছে ব্যাধি।
প্রভাতে উঠিয়া গেলা দেখিতে সমাধি॥
রোদন করিল বহু শ্রীনিবাস করি।
অদ্যাপিহ না আইলা প্রেমের মাধুরী॥
চিন্তাযুক্ত হৈয়া আইলা জীবের নিকটে।
একত্রে সকল ছিলা যমুনার তটে॥
শ্রীরূপ দেখিয়া সবে দণ্ডবৎ হৈলা।
যথাযোগ্য সম্ভাষণ আলিঙ্গন কৈলা॥
নিশ্চিন্তে আছহ সবে যমুনার তটে।
না আইল শ্রীনিবাস পড়িল সঙ্কটে॥
যাত্রা করিল তিঁহো আসিতে বৃন্দাবন।
আসিতে আসিতে হৈল বিলম্ব কি কারণ॥
প্রেমরূপে তাঁর জন্ম হৈল বিপ্রকুলে।
কোনরূপে দেখা হৈত আসিত সকালে॥

(১) হাত দুই যুড়ি কহে বিনয় উত্তর।

তোমরা বিরক্ত কেহো না যাবা গৌড়দেশ।
অতএব নহিল দেখা হৈল অতি শেষ॥
কহিতে কহিতে শ্রীজীবের হাতে ধরি।
কোন বুদ্ধি নাহি আর কেন বা কি করি॥
শুন শুন জীব তোমারে নিশ্চয় কহিল।
যাজিগ্রাম হৈতে রাত্রে যাত্রা যে করিল॥
সাবধান থাকিবা সবে তাঁর আগমন।
যাবৎ না আইসেন তেঁহ শ্রীবৃন্দাবন॥
এই আজ্ঞা শুনি সভার আনন্দ অপার।
সাবধান হইলা সবে আজ্ঞা পালিবার॥
সম্যক লিখিতে নারি পথের গমন।
প্রয়োজন আছে যাতে লেখি সেই ক্রম॥
সদা আনন্দ চিত্ত পথে চলি যাই।
পঞ্চ দিবসে যাএ্যা রাজমহল পায়॥
অতি শিশু বালক পথে করেন গমন।
হা চৈতন্য বলি ক্ষণে করেন রোদন॥
কোথা রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
হেন ভাগ্য কবে হবে দেখিব সাক্ষাৎ॥
গড়ি দ্বার দেখি উত্তরিলা পাটনায়।
কভু উপবাসে থাকে কভু কিছু খায়॥
দুই তিন দিবসে রুটি এক দুই করি।
ভক্ষণ করয়ে উদ্যানে রহে রাত্রি করি॥
গৌরদেহ শুষ্ক তেন চলে নিরাহারে।
ক্ষণেকে রোদন করে গদগদ স্বরে॥
দুই কালে হরিনাম লয় সর্ব্বথায়।
সে দিবসে গঙ্গাপারে বারাণসী পায়॥
যেই ঘাটে প্রভু চৈতন্য করিয়াছেন স্নান।
ঘাটের উপরে যাই করিল প্রণাম॥
ঘাটের উত্তরে চন্দ্রশেখরের আলয়।
দ্বারের বামেতে মনোহর স্থান হয়॥

সনাতন গোসাঞি যবে দরবেশ-বেশে।
বসিয়া আছিলা প্রভুর দর্শন লালসে॥
তুলসীর বেদী তাতে করিল প্রণাম।
তাহা পাছে করি ভিতর অন্তঃপুরে যান॥
দেখিলেন যাই এক বৈষ্ণব প্রাচীন।
তাঁহাকে প্রণাম করে হৈয়া অতি দীন॥
তিহোঁ উঠি কোলে করি করিল সম্মান।
কোথা হৈতে আগমন কিবা তোমার নাম
কহিলেন তাঁরে শ্রীনিবাস মোর নাম।
গঙ্গাতীর নিকট চাকন্দিতে জন্মস্থান॥
ইহাঁরে দেখিতে তাঁর আনন্দ হইল।
আদ্যোপান্ত সব কথা কহিতে লাগিল॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য মোর গুরু হয়।
তাঁর আজ্ঞায় ইহাঁ রহি কহিল নিশ্চয়॥
এই মহাপ্রভুর দেখ বসিবার স্থান।
ইহাঁ রহি সেবা করি আজ্ঞা বলবান্॥
তাহা প্রদক্ষিণ করি করেন প্রণাম।
ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে ভূমে গড়ি যান॥
অরে নিদারুণ বিধি কি বলিব তোরে।
এইরূপে জন্মাইলা দুঃখ দিতে মোরে॥
কেন বা পাপীষ্ঠ জন্ম এত কালে হৈল।
মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ দেখিতে না পাইল॥
অনেক বিলাপ কৈল অনেক রোদন।
অধিক বাড়িল খেদ হৈল অচেতন॥
তবে শ্রীনিবাস কৈল অনেক সম্বিৎ।
মহাভাবের চেষ্টা দেখি কৈলা বড় প্রীত॥
ভক্ষণ করাইল তাঁরে অতি প্রীত করি।
মোর বহুভাগ্য আজি কহিতে না পারি॥
রাত্রি গোঙাইলা দুঁহে কৃষ্ণকথা রসে।
প্রভাতে বিদায় হইলেন তাঁর পাশে॥

দ্বিতীয় দিবসে প্রয়াগে আসি উত্তরিলা।
ত্রিবেণীতে স্নান করি তাহাই রহিলা॥
আর দিন চলি চলি যান রাজপথে।
এক ধার্ম্মিক চারি পয়সা দিল তাঁর হাতে॥
তাহাই নির্ব্বাহ হৈল দুই যে দিবস।
পথশ্রমে দেহ ক্ষীণ হইল অবশ॥
জিজ্ঞাসিল কত দূর আছে বৃন্দাবন।
চারি দিনের পথ আছে কহে লোকগণ॥
আর দিন এক [illegible]পতটে স্নান করি।
বৃক্ষতলে পড়ি আছেন শয়ন যে করি॥
বৃন্দাবন হৈতে আইলা পাঁচ [illegible]জবাসী।
জলের নিকট বৃক্ষতলে বসিলেন আসি॥
শ্রীনিবাস দেখিলেন অতি শ্রান্ত জন।
জল দিল কর ঠাকুর পাদ প্রক্ষালন॥
স্নান স্মরণ করি জলপানের বেলে।
চনা গুড় দিল শ্রীনিবাসের অঞ্চলে॥
বসি জলপান কৈল শ্রম গেল দূরে।
পরস্পর বাক্য দুঁহে কহেন প্রচুরে॥
নীলাচল গৌড়দেশের মঙ্গল সব আর।
শুনিয়া বৈষ্ণব সবার আনন্দ অপার॥
কহ ঠাকুর কৃপা করি বৃন্দাবনের কথা।
কোন্ স্থানে বাস করি কেবা আছেন কোথা
তাঁরা নাম করেন ইহোঁ করেন প্রণাম।
তাঁহা বাস করেন রূপ সনাতন নাম॥
দুই ভট্ট লোকনাথ গোসাঞি নাম আর।
ভূগর্ভ শ্রীজীব নাম কহিল সবার॥
কতেক কহিব ভাই শুনিলে সব কথা।
সনাতনের অপ্রকটে পাইলু বড় ব্যথা॥
চারি মাস হইলেন তিহোঁ অপ্রকট।
শুনিতেই মাত্র প্রাণ করে ছটফট॥

সবারে প্রণাম করি পথে চলি যায়।
কতেক পর্ব্বত ভাঙ্গি পড়িল মাথায়॥
এত দুঃখ না পাইলু মোর জন্মাবধি।
যাঁহা গেলে পাব সুখ দুঃখে দিল বিধি॥
সে দিবস সে ভক্ষণে চলে অতি ত্বরা।
আর দিন উত্তরিলা যাইয়া আগরা॥
চলিতে চলিতে চিত্ত হইল আকুল।
বামে রাজপথ ছাড়ি গেলেন গোকুল॥
যমুনাতে পার হৈয়া যান নন্দালয়।
দর্শন প্রণাম করে কতেক বিনয়॥
প্রভাতে মথুরা আইলা কৃষ্ণ জন্মস্থান।
প্রার্থনা করিয়া তথা করিলা প্রণাম॥
যেস্থানে যেস্থানে আছে দেখিল সকল।
কম্পিত হইল অঙ্গ নেত্রে বহে জল॥
মথুরার শোভা দেখি মনে অনুমানি।
বৈকুণ্ঠের পরাৎপর ইহা শাস্ত্রে শুনি॥
মহাকোলাহল গান কেহ করে নাট।
সেইরূপে গেলা কৃষ্ণ-বিশ্রামের ঘাট॥
দর্শন স্পর্শন করে জল ধরে শিরে।
কতেক জন্মের ভাগ্য জানিল অন্তরে॥
পূর্ব্বমুখে দর্শন করে রহেন বসিয়া।
তিন ব্রজবাসী যান কহিয়া কহিয়া॥
কেহ কহে কেহ শুনে কি হবে সর্ব্বথা।
তিন অদর্শন হৈলা অন্তরে বড় ব্যথা॥
প্রথমেই সনাতন হৈল অপ্রকট।
তাহা বহি কতক দিন রঘুনাথ ভট্ট॥
শ্রীরূপ গোসাঞি এবে হইলা অপ্রকট।
শরীরে না রহে প্রাণ করে ছট ফট॥
তাঁহারা কহেন কথা শুনে শ্রীনিবাস।
আমার অভাগ্য বিধি করিল নৈরাশ॥

যোড়-হাত করি তাঁরে কৈল নিবেদন।
কি কহিলে তিন জনে কথোপকথন॥
তাঁহারা কহেন ভাই কি বোলহ কথা।
তোমারে কি কব মোর অন্তরের ব্যথা॥
বৃন্দাবন শূন্য হৈল না হয় মরণ।
রূপের বিচ্ছেদে প্রাণ না যায় ধারণ॥
শুনি মাত্র শ্রীনিবাস সেস্থান হৈতে উঠি।
বিধিরে কি দিব দোষ প্রাণ যায় ফাটি॥
না দেখি নয়নে পথ যাব কোথাকারে।
দুঃখের সমুদ্রে বিধি ডুবাইল মোরে॥
দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত চলি যায় পথে।
কান্দিয়া কান্দিয়া যায় হাত দিয়া মাথে॥
দেশমুখে চলি যায় কতক দূর যাঞা।
এক বৃক্ষতলে যায় রহিলা পড়িয়া॥
সে কালে যতেক ব্যাধি আসি হৈল মনে।
কতেক লিখিব আমি সেই তাহা জানে॥
কঠিন পরাণ ধরি লিখিলাম ইহা।
শুনি দুরাচারের ফাটি নাহি যায় হিয়া॥
লিখি মাত্র গুরু-আজ্ঞা করি বলবান্।
তাহা বিনা কিবা জানি আমি সে অজ্ঞান॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

ইতি প্রেমবিলাসে পঞ্চম বিলাস।

ষষ্ঠ বিলাস।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র জয়।
সেই পাদপদ্ম দুই আমার আশ্রয়॥
এবে যে লিখিয়ে তাহা শুন শ্রোতাগণ।
রাধাকৃষ্ণলীলা যার হন প্রাণধন॥
যেই কহে যেই শুনে তারে নমস্কার।
বৃক্ষতলে শ্রীনিবাসের দশার বিস্তার॥
কান্দে ভূমে গড়ি যায় বাউলের প্রায়।
রূপ সনাতন বলি করে হায় হায়॥
যেই লোভ করি সেই হয়েত বিফল।
যত আজ্ঞা হৈল তাহা অসত্য সকল॥
পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর নহিল দর্শন।
পণ্ডিতের স্থানে নহিল শ্রীভাগবত পঠন॥
সরকার ঠাকুরের আজ্ঞা যাহ বৃন্দাবন।
শীঘ্র যাও দর্শন কর রূপ সনাতন॥
ঈশ্বরীর আজ্ঞা হৈল যাহ বৃন্দাবন।
দর্শন করহ রূপ সহ সনাতন॥
শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী কহিল আমারে।
প্রাণ যায় এই দুঃখ কহিব কাহারে॥
কত অপরাধ কৈল কত জন্মধরি।
বিরহ বেদনা সহি নাহি প্রাণে মরি॥
নিজ দেশ ছাড়ি আইলাম মথুরা বা কোথা।
না দেখিল বৃন্দাবন জন্ম হৈল বৃথা॥
ভট্ট গোসাঞির পর করিতাম আশ্রয়।
দুই গোসাঞির বিচ্ছেদে কি আর প্রাণ রয়

দেশে গেলে কিবা হবে নহিল দর্শন।
দেহ বৃথা হৈল আশ্রয় নহিল চরণ॥
শ্রীনিবাস মরিলে আর কে আইসে দেখিতে।
জন্মান্তরে আশা আছে চরণ পাইতে॥
এ ধর্ম্ম আশ্রয় করি কত কত লোক।
সুখের সমুদ্রে ভাসে তেজি দুঃখ শোক॥
সেই সব দুঃখ দিলেন আমার উপরে।
কি দিব প্রবোধ প্রাণ হইল জর্জ্জরে॥
প্রভু রূপ সনাতন শ্রীনিবাসের নাথ।
তোমার রূপ নয়নে নাহি দেখিনু সাক্ষাৎ॥
সেইরূপ বৃক্ষতলে ভূমে পড়ি আছে।
নিস্পন্দ হইল তনু শ্বাস মাত্র আছে॥
দেখিলেন শ্রীনিবাসের রোদন চীৎকার।
রূপ সনাতন আসি হৈলা সাক্ষাৎকার॥
উঠ উঠ শ্রীনিবাস দেখ সন্নিধান।
তুমি প্রভুর প্রেমমূর্ত্তি মোর হও প্রাণ॥
এতদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
প্রভুর বিরহে কিবা রহয়ে জীবন॥
ফিরি কেন যাহ, বাপু যাহ বৃন্দাবন।
মনোরথ সিদ্ধি হউক বাঞ্ছিত পূরণ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট পদ করহ আশ্রয়।
সেই দ্বারে মোর কৃপা জানিহ নিশ্চয়॥
শ্রীজীবে কহিল আমি তোমার প্রসঙ্গ।
তাঁর স্থানে পড় গ্রন্থ কর তাঁর সঙ্গ॥
নিদ্রা নাহি শ্রীনিবাস উঠিলা তখন।
উঠি করে দণ্ডবৎ প্রণাম স্তবন॥
উঠি নিরীক্ষয়ে রূপ নয়নের লোভা।
দাণ্ডাইয়া দেখে দুই ভাইর অঙ্গশোভা॥

গৌর স্থূল কলেবর শিখা ক্ষীণ মাথে।
তিলক কপালে কণ্ঠী শোভয়ে গলাতে॥ (১)
সর্ব্বাঙ্গে লিখিত রাধাকৃষ্ণ দুই নাম।
কৌপীন উপর বহির্ব্বাস পরিধান॥
হরিনাম লয় করে জিহ্বাতে উচ্চার।
মধ্যে মধ্যে রাধাকৃষ্ণ নামের সঞ্চার॥
অঙ্গের সৌরভ কিবা কুঙ্কুমাদিচয়।
দন্তপঙক্তি শোভা কুন্দ মধুর হাসয়॥
সব দুঃখ দূরে গেল সুখের সাগর।
অতি মত্ত হৈল শ্রীনিবাসের অন্তর॥
দেখি ভাবাবেশ চিত্ত পড়িলা অবনি।
মাথায় চরণ দিলা তুলিয়া আপনি॥
অন্তর্দ্ধান হৈলা দুঁহে গেলা নিজ স্থানে।
বাহ্য হৈল শ্রীনিবাস বিচারয়ে মনে॥
আর কি করিবা মন চল বৃন্দাবন।
অনাথের নাথ প্রভু রূপ সনাতন॥
শ্রীগোপালভট্ট প্রভু জীবন আমার।
শ্রীজীবগোসাঞি করুন করুণা অপার॥
ভাবাবেশে গর গর চলি যায় পথে।
না জানয়ে কিবা রাত্রি হইল প্রভাতে॥
এথা রূপ সনাতন শ্রীজীবের স্থানে।
শ্রীনিবাস আইলা আজ্ঞা করিলা আপনে॥
সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের আরতি সময়।
আসিয়া দর্শন তিঁহো করিব নিশ্চয়॥
গোবিন্দের রূপ দেখি ভাবাবেশ হৈয়া।
উন্মাদে পড়িল দ্বারের বামদিকে যাঞা॥
সেই কালে গোবিন্দের দর্শন করিবা।
দ্বারের দক্ষিণ বামে তাঁরে অন্বেষিবা॥

(১) তিলক সুন্দর অতি শোভয়ে নাসাতে।

সান্ত্বনা করিয়া তবে রাখিবা নিজ ঘরে।
শ্রীগোপালভট্ট স্থানে লঞা যাবে তাঁরে॥
যেমনে করেন কৃপা শ্রীনিবাস প্রতি।
ভক্তিগ্রন্থ পড়াইবা লইয়া সংপ্রতি॥
সেই গ্রন্থ পড়াইবে গৌড় দেশ লাগি।
আচরণ করে লোক জ্ঞান কর্ম্মত্যাগি॥
সেইরূপে গেলা ভট্ট গোসাঞির স্থানে।
শ্রীনিবাস গমন কহিল বিবরণে॥
মথুরা আইলা আজি আসিব বৃন্দাবন।
আশ্রয় করিব আসি তোমার চরণ॥
তাহারে করিবে কৃপা অশেষ বিশেষে।
ভক্তিগ্রন্থ লঞা যেন যান গৌড় দেশে॥
এত বলি শ্রীরূপ হইলা অন্তর্দ্ধান।
এবে লিখি শ্রীনিবাসের আগমনাখ্যান॥
প্রেমাবেশে চলি যায় নাচিয়া নাচিয়া।
পথে চলি যায় ডাহিন বামে নিরখিয়া॥
স্বর্ণময় বৃন্দাবন দেখিয়ে নয়ানে।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ কহয়ে বয়ানে॥
দেখিলেন চক্রবেড় গোবিন্দের মন্দির।
দেখিয়া পুরয়ে মন নাহি হয়ে স্থির॥
গলিছে সতত ধারা নয়নের জল।
নিরখিব গোবিন্দের চরণকমল॥
এত বলি সন্ধ্যাকালে যাই উত্তরিলা।
বেণু বীণা পাখোয়াজ ক্বাসর বাজিলা॥
রহিয়া লোকের পাছে রূপ নিরীখয়।
দেখেন সভার চক্ষে অশ্রু বরিষয়॥
দণ্ডবৎ করি সবে গেলা অন্তঃপুরে।
শ্রীনিবাস আইলা জগমোহন ভিতরে॥
দেখেন গোবিন্দের শোভা আনন্দ অন্তরে।
যেন রূপ তেন গুণ বর্ণন আচরে॥

অষ্টক করিল রূপ যেমন দেখিল।
অক্ষরে অক্ষরে প্রেম তাহাতে গাঁথিল॥
মনোমথ জিনি কিবা গোবিন্দের দেহ।
ডুবিলেন শ্রীনিবাস না পাইল থেহ॥
ভাবের আবেশে দ্বারের বামে পড়ি রহে।
জনে জনে কানাকানি কিবা কথা কহে॥
হেনকালে শ্রীজীবের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি গোবিন্দের কৈল দরশন॥
দেউটি জ্বালিয়া সঙ্গে লোক বহুতর।
প্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে আনন্দ অন্তর॥
দ্বারের বামে পড়িয়াছে দেখিল যাইয়া।
বসি শান্ত করে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া॥
দেখিল নিবিড় ভাব অন্তরে অন্তরে।
লোক লৈয়া দ্বারে গেলা আপনার ঘরে॥
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
কিছু নাহি কহে কণ্ঠ করে ঘড় ঘড়॥
তখন জানিল জীব ভাব শেষ হৈল।
নিকটে বসিয়া তাঁর অঙ্গে হস্ত দিল॥
ক্ষণেক রহিয়া ডাকে গোবিন্দ বলিয়া।
নেত্রে অশ্রু বহে কত বুক যে বাহিয়া॥
শ্রীজীব পুছয়ে তাঁরে কি নাম তোমার।
কহ শুনি আনন্দ চিত্ত হউক আমার॥
দণ্ডবৎ করি কহে শ্রীনিবাস নাম।
দ্বিজকুলে জন্ম আমার চাকন্দিতে স্থান॥
বন্ধু বন্ধু বলি আলিঙ্গন কৈল তাঁরে।
গৌরাঙ্গ দয়ার নিধি আনি দিল মোরে॥
করুণার সাগর তেন না দেখি এমন।
নির্দ্ধনেরে ধন দিলা রূপ সনাতন॥
আর দিন উঠি কহে শুন শ্রীনিবাস।
প্রভুর আজ্ঞা চল যাই ভট্ট গোসাঞির পাশ॥

যাইয়া করহ তুমি চরণ আশ্রয়।
যে আজ্ঞা বলিয়া শ্রীনিবাস কথা কয়॥
এত বলি চলে দুঁহে গোসাঞির স্থানে।
দূর হৈতে দণ্ডবৎ করেন প্রণামে॥
বিপ্রকুলে জন্ম নাম শ্রীনিবাস হয়।
আজ্ঞা যদি হয় করি চরণ আশ্রয়॥
আইস আইস শ্রীনিবাস আইস বাপু মোর।
বৃদ্ধকালে এত তাপ আমার উপর॥
চরণ নিকটে আসি দণ্ডবৎ করে।
কৃপা করি হস্ত দিল পিঠের উপরে॥
চরণ মস্তকে দিয়া কহে সব কথা।
দুই গোসাঞির বিচ্ছেদেতে পাইল বড় ব্যথা॥
এই মোর দেহে দেখ অস্থি মাত্র আছে।
আর আমি যুড়াইব যাঞা কার কাছে॥
এত বিলম্ব করি বাপু কেন আইলা তুমি।
প্রয়োজন আছে সঙ্গে যাইতাম আমি॥
এতকাল কেনে না আইলা শ্রীনিবাস।
তোমারে দেখিতে ছিল সবাকার আশ॥
প্রভু নিবেদন করি ক্ষম অপরাধ।
শ্রীভাগবত পড়িবারে ছিল বড় সাধ॥
অপরাধ লাগি মোর অন্তর কাতর।
পুনরপি গেলাম পণ্ডিত গোসাঞি বরাবর॥
সে পুস্তক দেখিলাম প্রভুর হস্তাক্ষর।
অক্ষর সব মোছা দুঃখ পাইল বিস্তর॥
পণ্ডিত গোসাঞি বাক্য কহিল আমারে।
নবীন পুস্তক আন সরকার ঠাকুরের ঘরে॥
তাঁর পত্র লইয়া আইলু খণ্ডগ্রামে।
পুস্তক দিলেন পুন আইলাম পুরুষোত্তমে॥
কত দূরে শুনিলাম পণ্ডিত গোসাঞির অপ্রকট।
কাতর হইল চিত্ত পড়িল সঙ্কট॥
তবে নবদ্বীপে ঈশ্বরীর চরণ দর্শন।
আজ্ঞা লইয়া শান্তিপুর করিল গমন॥
খড়দহে জাহ্নবার চরণ দর্শন।
আজ্ঞা হৈল দেখ যাই ঠাকুর অভিরাম॥
সবাকার আজ্ঞা হৈল যাহ বৃন্দাবন।
সর্ব্বত্র গোচর প্রভুরে করি নিবেদন॥
তাঁর বাক্য শুনি গোসাঞি কান্দিলা বিস্তর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমির উপর॥
বাপু তুমি ভাগ্যবান্ মুঞি ভাগ্য হত।
সেই সব অপরাধে দুঃখ পাই এত॥
না হইল নিত্যানন্দ চরণ দর্শন।
না দেখিনু অদ্বৈতচন্দ্র বিফল জীবন॥
ঈশ্বরীর পদযুগ না দেখিল আর।
সরকার ঠাকুর দয়া না করিল একবার॥
এই সব সাধ বাদ কৈল বিধি মোরে।
এই সব দুঃখে প্রাণ না রহে অন্তরে॥ (১)
এবে অদর্শন দুই রূপ সনাতন।
কাষ্ঠ পাষাণ করি বিধি গড়ল মোর মন॥
সাক্ষাতে আছিলা জীব বসিয়া আসনে।
আমারে বঞ্চিত বিধি কৈল সব গুণে॥
মুঞি পাপী সবাকার হৈল অদর্শন।
এ সব বিচ্ছেদে ধরি এ ছার জীবন॥
কান্দে শ্রীনিবাস পড়ি দুঁহার চরণে।
সে ভাবের চেষ্টা কত করিব লিখনে॥
ভাবান্তরে শ্রীজীব যান আপন বাসায়।
শ্রীনিবাস নমস্করি হইলা বিদায়॥

(১) এই সব দুঃখে প্রাণ সদা ঝুরে মরে।

এইরূপে দুহেঁ রহে কৃষ্ণকথা রসে।
না জানয়ে রাত্রি দিবা সদা প্রেমে ভাসে॥
ভাল দিন গণাইল করি শুভক্ষণ।
গোসাঞি সঙ্গে শ্রীনিবাস করিলা গমন॥
তুলসী মঞ্জরী মালা লইল চন্দন।
শ্রীনিবাস হস্তে পাছে করিল গমন॥
শ্রীগোপালভট্ট স্থানে গেলা দুই জন।
শ্রীনিবাস প্রণাম করি বিনয় স্তবন॥
উঠ বাপু কহি শুন যেই বাক্য সার।
শ্রীনিবাস শুনি বাক্য কহে পুনর্ব্বার॥
মহাপ্রভু জগদ্গুরু যে ধর্ম্ম আচার।
শ্রীরূপের গ্রন্থে আছে সে সব বিচার॥
উপদেশ কর্ত্তা সেবকের জন্মে জন্মে হয়।
অনুগতা অনুগত ভাবের নিশ্চয়॥
সেই কালে শ্রীজীব করয়ে নিবেদন।
যেমন কহিলে তেমন করহ গ্রহণ॥
ভাল ভাল বলি গোসাঞি উঠিলা সত্বরে।
শ্রীনিবাস সঙ্গে গেলা আনন্দ অন্তরে॥
যে স্থানে বিহার করেন শ্রীরাধারমণ।
তাঁহার দর্শনে দুঁহে করিলা গমন॥
পাদপ্রক্ষালন করি প্রণাম আচরে।
পুন দণ্ডবৎ করি গেলা শ্রীমন্দিরে॥
সময় জানি শ্রীনিবাস করয়ে প্রণাম।
আইস আইস শ্রীনিবাস মোর সন্নিধান॥
গুরুর বামে বসিলেন হৈয়া পূর্ব্বমুখে।
শ্রীঅঙ্গ দর্শন করেন আনন্দিত মুখে॥
পদযুগ ধরি করে আত্ম সমর্পণ।
আত্মসাৎ করি গোসাঞি কহিল বচন॥
দুই হস্ত ধৌত পুন কর আর বার।
যোড়হস্তে কর ধ্যান ব্রজেন্দ্রকুমার॥
তাঁর বামে শ্রীরাধিকা অতি মনোহর।
ললিতা মঞ্জরী আদি শোভিত সুন্দর॥
পূজা করাইল সব পৃথক্ করিয়া।
তুলসীমঞ্জরী মাল্য চন্দনাদি দিয়া॥
যূথে মিলাইল সব হস্তে হস্তে করি।
শ্রীনিবাসে করাইল সবার অনুচরী॥
শ্রীরাধারমণ পূজা কর পুনর্ব্বার।
সব মনোরথ সিদ্ধি চরণে যাঁহার॥
সুগন্ধি চন্দন দিল হৃদয় উপর।
তুলসী মঞ্জরী চরণে দিল বহুতর॥
দক্ষিণ হস্ত মস্তকে ধরি কহে হরিনাম।
তবে রাধাকৃষ্ণ পঞ্চনামের বিধান॥
রাধাকৃষ্ণমন্ত্র কহে করযুগে ধরি।
কামবীজ শুনাইল অঙ্গুলি অনুসারি॥
এই সব মন্ত্র তুমি করিবে স্মরণ।
যেই কালে তদাশ্রয়ে করিবে মনন॥
গুণমঞ্জরিকাশ্রয়ে মণিমঞ্জরিকা তুমি।
তোমার যূথের বিবরণ কহি সব আমি॥
রূপ গুণ রতি রস মঞ্জুলামঞ্জুল।
এই সব সঙ্গে সঙ্গী এই অনুকুল॥
সেবা রাগাত্মিকা রাগ ভজনের মত।
শ্রীরূপ গোসাঞির বাক্য আছয়ে সম্মত॥
সেবা নাম সাধকের যত বড় আর্ত্তি।
তাহা সিদ্ধ হৈলে হয় এই সব প্রাপ্তি॥
সাধন করয়ে দেহ সাধক নাম হয়।
সখীর আশ্রয় সিদ্ধি জানিহ নিশ্চয়॥
চতুঃষষ্টি অঙ্গসাধন কহিল অনেক।
আনুকুল্য প্রাতিকুল্য বুঝিবে পরতেক॥
প্রাতিকুল্য যে হয় তারে করিব বর্জ্জন।
আনুকুল্য যেবা হয় প্রাপ্তির কারণ॥

সেবানামাপরাধ যত রক্ষার কারণ।
অন্তরে প্রবেশি হানি করয়ে ভজন॥
কৃষ্ণভক্তির অঙ্গ হয় সাধনের প্রাপ্তি। (১)
অন্য মত করিলে সাধন উড়ি যায় কতি॥
কৃষ্ণে মন কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবার কারণ।
সেই অঙ্গ করে তাহে প্রাপ্তি নিরূপণ॥
কিসে অপরাধ হয় শুন শ্রীনিবাস।
বিস্তারিয়া কহি আসি করিয়া প্রকাশ॥
না করে ভক্তির অঙ্গ নিন্দয়ে আপনে।
প্রাপ্তি নাহি হয় যায় অন্য স্থানে॥
বটবীজ ক্ষুদ্র অতি বৃক্ষ অতি হয়।
অপরাধ দিনে দিনে বাড়িয়া পড়য়॥
দেবতা নিন্দন জীবে দুঃখ আদি যত।
ইথে না লুব্ধ চিত্ত যার ভক্তি হয় তত॥
যখন দেখিবা শাস্ত্র তখনে জানিবা।
সেই ক্ষণে মোর বাক্য সত্য করি লবা॥
এই পথে পথি হৈলে হৈও সাবধান।
কৃষ্ণভজন সাধু শাস্ত্র ইহার প্রমাণ॥
শ্রীনিবাসে প্রভু করুণা সেই সব সিদ্ধি।
লক্ষমুখ লক্ষকর্ণ নাহি দিল বিধি॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

ইতি প্রেমবিলাসে ষষ্ঠ বিলাস।

---

(১) কৃষ্ণভক্তির অঙ্গ হয় ভজনে রস প্রাপ্তি।

সপ্তম বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র জয়।
সেই পাদপদ্ম হয় আমার আশ্রয়॥
জয় শ্রোতাগণ শুন হৈয়া এক মন।
অতি অদ্ভুত কথা করহ শ্রবণ॥
যে কিছু লিখিল ইহা সব সত্য হয়।
প্রভুর আজ্ঞাতে লিখি আমার আশ্রয়॥
অবতার কারণে লিখি এই সব কথা।
শুনিলে পাইবে সুখ সুচিত্তে ব্যথা॥ (১)
যেই কালে ব্রজে কৃষ্ণ হৈলা অবতার।
নিজ বৃন্দাবন বলি শাস্ত্রের প্রচার॥
চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল আছয়ে লিখন।
সর্ব্বত্র আছয়ে কৃষ্ণ পারিষদগণ॥
সেই কৃষ্ণ অবতার নবদ্বীপনাথ।
মাতা পিতা দাস দাসী সখাগণ সাথ॥
আদো অবতার বিষ্ণু হইলা আপনি।
শান্তিপুরে অবতার অদ্বৈত শিরোমণি॥
ভক্ত শিরোমণি তেঁহো কহয়ে আচার্য্য।
সেই দ্বারে সিদ্ধ হৈল প্রভুর সব কার্য্য॥
মাধবেন্দ্র আদি করি চব্বিশ সন্ন্যাসী।
অষ্ট অষ্ট তিন এই হন প্রেমরাশি॥
এই সব হন কৃষ্ণের ব্রজ পরিবার।
যতেক আইলেন সঙ্গে লিখিয়ে বিস্তার॥
চতুর্ব্বিধা সখা দাস পঞ্চবিধা সখী।
প্রভুর শ্রীমুখ আজ্ঞায় এই সব লিখি॥

---

(১) শুনিলে হইবে সুখ সুধাময় গাঁথা।

পূর্ব্বোপরে যাঁর নাম স্বরূপ যাঁহার।
বিরোধ লাগিয়া তাহা না লিখিল আর॥
যেমত হইল আজ্ঞা লিখিতে প্রভুর।
পরম বিশ্বাসে তাহা লিখয়ে প্রচুর॥
জগন্নাথ মিশ্র-পত্নী শচী ঠাকুরাণী।
তাঁহার প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ জানি॥
রূপের তুলনা নাহি অতি সুপণ্ডিত।
দেখিয়া শুনিয়া মাতা পিতা আনন্দিত॥
শচীর পিতার গৃহ বেলপুখুরিয়া।
প্রয়োজন আছে লিখি তাহার লাগিয়া॥
যোগেশ্বর পণ্ডিত-পিতার জ্যেষ্ঠ তনয়।
রত্নগর্ভ পণ্ডিত শচী তাঁর ছোট হয়॥
তাঁর পুত্র লোকনাথ পণ্ডিত গুণবান্।
যথা বিশ্বরূপ তথা তাঁর সঙ্গে যান॥
এক স্থানে পড়ে বিদ্যা পরম উল্লাসে।
কিবা হৈল তাঁর কথা লিখি কিছু শেষে॥
প্রাণতুল্য জানে মাতা পিতা দুইজনে।
অদ্বৈতের সঙ্গ হৈল তার কত দিনে॥
বাখানয়ে শাস্ত্রজ্ঞান করয়ে অনেক।
অল্পকালে বড় জ্ঞানী হয়ে পরতেক॥
সংসারে বিরক্ত হৈলা গেলা দূরদেশে।
কান্দে পিতা মাতা তাঁর হৈল প্রাণ শেষে॥
শিখাসূত্র ত্যাগ কৈল দণ্ড গ্রহণ।
পরিধান কৌপীন আর অরুণ বসন॥
শঙ্করারণ্যপুরী নাম হইল তাঁহার।
কি কহিব গুণ তাঁর যতেক প্রকার॥
তাঁহার হইলা শিষ্য পণ্ডিত লোকনাথ।
তীর্থ করেন সেবা করেন নিরবধি সাথ॥
দুই বৎসর অন্তে তাঁর সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল।
যোগমায়া স্বরূপিণী তাহা যে কহিল॥

রাঢ়দেশে একচাকা বলি এক গ্রাম।
তাহাতে আছয়ে বিপ্র অতি গুণবান্॥
হাড়াই পণ্ডিত তাঁর পত্নী পদ্মাবতী।
তাঁহার উদরে জন্ম হইল সংপ্রতি॥
রামনবমীর দিনে গর্ব্ভের সঞ্চার।
মাতাপিতার চিত্তে সুখ বাড়িল অপার॥
দিনে দিনে গর্ব্ভ বাড়ি দশমাস হৈল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী মনে আনন্দ বাঢ়িল॥
মাঘমাস শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী-দিনে।
সর্ব্বসুলক্ষণে জন্মিলেন সেই ক্ষণে॥
নাম দিলেন নিত্যানন্দ আনন্দ সকল।
ক্ষণে স্তব্ধ হঞা থাকে হাসে খল খল॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ কৈল গৃহে গৃহে খেলা।
একদিন সন্ন্যাসী আসি গৃহে উত্তরিলা॥
ভিক্ষা করাইল তাঁরে আনন্দিত মনে।
সুখী হৈয়া সন্ন্যাসী কিছু কহয়ে বচনে॥
হাড়াই পণ্ডিত শুন মোর নিবেদন।
এক ভিক্ষা দেহ মোরে আছে প্রয়োজন॥
যে আজ্ঞা বলিয়া তাহা কৈলা অঙ্গীকার।
মোরে ভিক্ষা দেহ এই পুত্র যে তোমার॥
বৃদ্ধকালে মোরে লঞা তীর্থ করাইবে।
সর্ব্বসুখ হবে মনে দুঃখ না ভাবিবে॥
বিরহে কাতর পুত্রে হস্তে সমর্পিলা।
সেইকালে নিত্যানন্দ সঙ্গে লঞা গেলা॥
তাঁরে শিষ্য কৈল দণ্ড না কৈল গ্রহণ।
অবধূতবেশে সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ॥
নন্দনন্দনের ভাবে গর গর মন।
কিবা করে কোথায় রহে বাহ্য নহে মন॥
আপনে ঈশ্বরপুরী সেই মহাশয়।
একদিন নিত্যানন্দে হাসিয়া কহয়॥

ভ্রমণ করিল তীর্থ যতেক আছয়।
এ কার্য্য করহ বাপু সব সিদ্ধ হয়॥
অবতীর্ণ নবদ্বীপে নন্দের নন্দন।
তারে অন্বেষণ কর আনন্দিত মন॥
সহজ প্রসঙ্গ লিখি আছয়ে বিস্তার।
শুনিলেই সুখ হবে আনন্দ অপার॥
সঙ্কর্ষণ বলরাম একই স্বরূপ।
বিশ্বরূপ শঙ্করারণ্য কল্প ভেদরূপ॥
নিত্যানন্দ নাম গৃহে আশ্রমে অবধূত।
এই মত নন্দাত্মজ যেন শচী-সুত॥
মহাপ্রভুর অবতীর্ণ যত নিজগণ।
তাহা লিখি প্রভুর মুখে শুনিল যেমন॥
তার শেষে অবতীর্ণ শচীর উদরে।
ভক্তগণ অবতীর্ণ দেশ দেশান্তরে॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি জন্ম সুভক্ষণে।
এই মত মহাপ্রভু বাঢ়ে দিনে দিনে॥
পৃথিবীর মধ্যে যেন সব নদ নদী।
একত্র মিলয়ে আসি সকল জলধি॥
তেন মতে গৌরচন্দ্র প্রেমের সাগর।
ক্রমে ক্রমে মিলয়ে আসি আনন্দ অন্তর॥
নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে যশোর নামে দেশ।
তাহার প্রসঙ্গ লিখি শুন অবশেষ॥
তার মধ্যে তালগড়ি বলি এক গ্রাম।
তাতে জন্ম লইলেন লোকনাথ নাম॥
তাঁর পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী নাম।
তাঁর মাতার নাম সীতা সর্ব্বগুণধাম॥
মহা কুলীন দেশে জানে সর্ব্ব জনে।
পঢাইলা পুত্রে মহা করিয়া যতনে॥
এমন পণ্ডিত সম নাহি সেই দেশে।
দিনে দিনে অধিক গুণ শরীরে প্রবেশে॥

মাতা পিতা কাতর হয় দেখি তার দশা।
গৃহে রহে যদি পুত্র এ বড় ভরসা॥
ঈশ্বরের স্থানে করে প্রার্থনা বিশেষ।
লোকনাথ শরীরে যেন নাহি পায় ক্লেশ॥
নিরবধি মাতা পিতার মনে বড় ত্রাস।
যদি কোন ভাগ্যে পুত্র রহে গৃহবাস॥
বিবাহ দিয়ে যত্ন করি সাধ হয় মনে।
মাতা পিতার যত্ন দেখি বিচারয়ে মনে॥
মনে করে সংসার ছাড়ি কেমন প্রকারে।
বৈরাগ্যের চেষ্টা সব জন্মিল অন্তরে॥
নিরবধি স্মরণ করে চৈতন্য চরণ।
দেখিব যাইয়া এই উৎকণ্ঠিত মন॥
অগ্রহায়ণ মাসে শীতে করিয়া শয়ন।
হেন কালে বিচারয়ে নিজ মনে মন॥
ঘর ছাড়ি বাহিরয়ে অৰ্দ্ধরাত্রি কালে।
অষ্টক্রোশ চলি গেলা হইল সকালে॥
উঠি তাঁর মাতা পিতা না দেখি তাঁহারে।
অনেক রোদন করে কাতর অন্তরে॥
সে বেদনা সে দুঃখ কহনে না হয়।
সেই জানে যার চিত্তে হইল উদয়॥
সেই কালে নবদ্বীপে উত্তরিলা গিয়া।
মন্দ মন্দ চলি যায় বিচার করিয়া॥
লোকে জিজ্ঞাসিয়া যায় প্রভু সন্নিধানে।
কি করিব কি বলিব বিচারয়ে মনে॥
প্রভুরে দর্শন করি দিব পরিচয়।
কি জানিয়া প্রভু মোরে হইব সদয়॥
ইহা বলি ক্ষণে কান্দে যায় মন্দ চলি।
অঙ্গীকার কর মোরে প্রাণনাথ বলি॥
প্রভু বসি আছেন চারিদিকে ভক্তগণ।
গদাধর শ্রীবাস মুরারি কথো জন॥

নিরখি প্রভুর রূপ করয়ে রোদন।
প্রণাম করয়ে প্রেমে গরগর মন॥
কর যোড়ে কি বলিব মুখে না বারায়।
হেনকালে প্রভু কোলে করিতেই ধায়॥
অহে লোকনাথ তুমি মোরে পাসরিয়া।
কিরূপে বঞ্চিলে কাল কোন্ দেশে যাঞা॥
ইহা বলি কান্দে গৌর কোলে করি তাঁরে।
হেন বুঝি বিধি নিধি মিলাইল মোরে॥
অন্ধ হইয়া আছি আমি সকল পাসরি।
লোকনাথ কান্দে প্রভুর পদযুগে ধরি॥
হাতে ধরি লোকনাথে বসাইল কাছে।
ক্ষণেকে নেহারে মুখ ক্ষণে ক্ষণে হাসে॥
তাঁহা রহি পণ্ডিতের সহিত মিলন।
প্রণাম করিয়া দুঁহে কৈল আলিঙ্গন॥
তোমা হেন রত্ন আমি নয়নে দেখিল।
এতদিন ভাগ্যে চক্ষুর শ্লাঘ্য হইল॥
পরম আনন্দ সবে কৃষ্ণকথা রসে।
বাহ্য নাহি কারো প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাসে॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আদি সবার মিলন।
প্রণাম করিয়া তাঁরে দিল আলিঙ্গন॥
এইরূপে পঞ্চ রাত্রি প্রভুর মিলন।
বহু কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করে আস্বাদন॥
এক দিন প্রভু কহে শুন লোকনাথ।
কেমনে সংসার ছাড়ি আইলে সাক্ষাৎ॥
কহিলা যেরূপে আইলা সব বিবরণ।
অসত্য সকল দুঃখ সত্য এ চরণ॥
কিরূপে ছুটিব আমি ইহা নাহি জানি।
কৃপারজ্জু গলে দিয়া আনিলেন টানি॥
এইরূপে মহাপ্রভু নিভৃতে বসিয়া।
লোকনাথ প্রতি আজ্ঞা করয়ে ডাকিয়া॥
করে ধরি কহে অহে শুন লোকনাথ।
মনে যেই দুঃখ উঠে কহিব কাহাত॥
কিরূপে আইনু আমি তোমরা বা কোথা।
না হয় সে কার্য্য সিদ্ধ মনে পাও ব্যথা॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আদি যত ভক্ত সব।
সবারে কহিব যার যেই অনুভব॥
মোর মনের অনুভব কহিব বা কায়।
মোরে দেখি কেহ নিন্দে কেহ হাসি যায়॥
রাধিকার ভাব লৈয়া আইনু গোড়দেশ।
আস্বাদন নহে দুঃখ অশেষ বিশেষ॥
আমার লাগিয়া রাধা জাতি কুল ধন।
সকল ছাড়িয়া আত্ম কৈল সমর্পণ॥
মোর প্রাণনাথ কৈল আমার বিচ্ছেদে।
মোর রূপ মোর গুণ দিবানিশি খেদে॥
মৃণাল তন্তুর প্রায় হৈল তার তনু।
বসন মলিন বা মলের প্রায় যনু॥
বিধিরে কতেক দোষ দেয় শত শত।
লক্ষ চক্ষু না দিলেক মোর অভিমত॥
অন্য পুরুষের মুখ না দেখে নয়নে।
শুনয়ে আমার গুণ কহয়ে বদনে॥
মোর অঙ্গসঙ্গ লাগি সদাই ব্যাকুল।
কুঞ্জে কুঞ্জে বলে কত যমুনার কূল॥
মুঞি শঠ ধৃষ্ট হঙ অত্যন্ত লম্পট।
সত্যকে অসত্য করি বঞ্চনা কপট॥
তথাপি আমায় যদি দেখয়ে সাক্ষাতে।
মান যায় লক্ষ সুখ মানয়ে তাহাতে॥
যদি বা মিলন নহে আমা কোন দিনে।
তিলেক বিচ্ছেদে শতযুগ করি মানে॥
এত প্রীত ছাড়ি করে এত আর্ত্তি যার।
শাস্ত্রে কহিতে নারে হেন গুণ তার॥

বৃন্দাবন বিলাসিনী প্রেয়সী আমার।
আমার জীবন আমি জীবন তাঁহার॥
তাঁহার লাগিয়া মোর বৃন্দাবনে বাস।
দিবানিশি মনে চিন্তি তাঁহার বিলাস॥
সখা দাস পিতা মাতা যে রসে বঞ্চিত।
সবে সখীগণ জানে যে রসে মোহিত॥
গুণে প্রীতে তাঁর স্থানে হই আছোঁ ঋণী।
তোমা স্থানে লোকনাথ কহিলাম আমি॥
একে সে মনের দুঃখ আর শুন কথা।
দেখিয়া ব্রাহ্মণে গেলা নিন্দিয়া সর্ব্বথা॥
পূর্ব্বে অপরাধ উপজিল মোর স্থানে।
ফলিত হইল ইহা তাহা নাহি জানে॥
কৃষ্ণ জগতের গুরু তাহা না জানিয়া।
মিথ্যা মদে মত্ত হৈয়া বেড়ায় ভ্রমিয়া॥
কহয়ে বংশের তন্তু এক দন্ত করে।
হেন কৃষ্ণপদ ছাড়ি অন্যাশ্রয় ধরে॥
তাঁহার মুখেতে জন্ম তাহা নাহি মানে।
পূজে এক বোলে এক করে মদ্যপানে॥
কৃষ্ণতেজ ধরি জগতে মহাবলবান।
ব্যাসদেব যাহা লেখে তাহা কহে আন॥
কৃষ্ণকে না বলে গুরু দাসীকে ভজয়।
এই অপরাধে কত যাবে যমালয়॥
কৃষ্ণ ছাড়ি নিস্তেজ হৈল তার মন।
জানে নাহি শূদ্র হৈতে হীন সেই জন॥
একে এই দুঃখ আরো এ সব কথন।
কহিয়ে শুনহ কিছু ইহার কারণ॥
মধ্যে পৌষমাস আছে মাঘ শুক্লপক্ষে।
তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাস করিব যেন দেখে॥
বিপ্র সব দণ্ডধারি গুরু করি লয়।
কহিল তোমারে এই মনের নিশ্চয়॥ (১)

সত্য এই ব্রাহ্মণ লাগি সন্ন্যাস করিব।
গৃহ ছাড়ি দেশে দেশে ভ্রমণ করিব॥
এ বাহ্য বিচার আর মনের আশয়।
শুন লোকনাথ ইহা কহিল নিশ্চয়॥
রাধিকার ভাব লঞা সব প্রয়োজন।
কেবা বুঝে কেবা শুনে সেই মোর মন॥
মোর অঙ্গের বরণ বসন রাধা গায়।
এই লাগি নীলবস্ত্রে সুখ অতি পায়॥
আমার বিচ্ছেদে পরে অরুণ বসন।
আপনাকে নিজদাসী মানে সর্ব্বক্ষণ॥
আমার লাগিয়া রাধা আদি সখিগণ।
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া তেজিল জীবন॥
আমিহ তেজিব প্রাণ তাহার লাগিয়া।
সে দশা হইবে তুমি শুনিবে থাকিয়া॥
ধরিব তাহার কান্তি পরিব অরুণ বসন।
হইব তাঁহার দাস আনন্দিত মন॥
এই লাগি অরুণ বসন দিব গায়।
জপিব তাঁহার গুণ কহিল তোমায়॥
তাহার যতেক গুণ নারিব শোধিতে।
শতজন্ম আয়ু যদি হয় পৃথিবীতে॥
গুণে প্রীতে তার স্থানে হইয়াছি ঋণী।
তোমা স্থানে লোকনাথ কহিলাম আমি॥
জগৎ ভাসাইব আজি তাঁর যশ কীর্ত্তি।
তবে জানি কৃপা মোরে করেন এমতি॥
পাইব তাঁহার প্রেম কান্দিব নয়নে।
ধূলায় ধূসর হৈয়া নাচিব সঙ্কীর্ত্তনে॥
ইহা বলি ফুকরিয়া কান্দে গৌররায়।
রাধা বৃন্দাবন বলি ধরণী লোটায়॥
লোকনাথ প্রভুরে কোলে করি স্থির কৈল।
কহিতে রাধার গুণ কাঁপিতে লাগিল॥

(১) কহিল তোমায় এহি করিব নিশ্চয়॥

যত দুঃখ যত সুখ জানে মোর মন।
কেবল আছয়ে সাক্ষী কুঞ্জ বৃন্দাবন॥
প্রভাতে উঠিয়া তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার পশ্চাতে যাবেন রূপ সনাতন॥
শ্রীগোপালভট্ট রঘুনাথভট্ট নাম।
তবে রঘুনাথ দাস গুণের নিধান॥
সবে মেলি বৃন্দাবনে একত্র হইয়া।
লীলাগ্রন্থ বর্ণন নিজ ভজন করিঞা॥
যেমন কহিলা তাঁরে রূপেরে কহিয়া।
বিদায় করিব তাঁরে শক্তিসঞ্চারিয়া॥
আর কিছু কহিব শুন মনের ভাবন।
সে আশ্রয় সেই প্রাপ্তি তেমতি ভজন॥
দৃঢ়তর করিবারে কহিল পুনর্ব্বার।
গুরুমুখে শুনিলে সব হয়েত নির্দ্ধার॥
মোর অভীষ্ট যেই লীলা সেই উপাসনা।
তাহা কি জানিতে পারে অন্য অন্য জনা॥
তুমি বিজ্ঞ শিরোমণি জান সর্ব্ব মর্ম্ম।
তথাপি শুনাই তার সারাসার ধর্ম্ম॥
পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম শাস্ত্রে কহে॥
মূর্ত্তিভেদে বস্তু ভেদ লক্ষণা কহে যাহে॥
স্বকীয়া পরকীয়া হয় দ্বিবিধ প্রকার।
তাহাতে কহিয়ে শুন মতামত আর॥
দ্বারকার যত নারী স্বকীয়া বাখানি।
পরকিয়া মধ্যে শ্রেষ্ঠা গোপীগণ জানি॥
কাত্যায়নী ব্রতপরায়ণা কন্যা হয়।
সেই ব্রজে আছে তাহা জানিহ নিশ্চয়॥
তাথে যূথেশ্বরী ব্রজে মুখ্য দুই হয়।
রাধা চন্দ্রাবলী দুই তাহাতে আছয়॥
স্বভাব দুঁহার হয় দুইত প্রকার।
রাধাদি বামা দক্ষিণা চন্দ্রাবলী আর॥

কহিতে কহিতে প্রভুর আর দশা হৈলা।
হাতে ধরি লোকনাথে কহিতে লাগিলা॥
এক মোর মনোভীষ্ট অনুষঙ্গ প্রায়।
যাতে মোর লভ্য আছে করিবে সহায়॥
দেহান্তরে সিদ্ধি ভক্ত লীলা বিস্মরণ।
আপনাকে জানে অতি প্রকৃতির সম॥
আপনে চৈতন্য তাঁরে করান শিক্ষণ।
শুনিতে শুনিতে সব হয়েত স্মরণ॥
এইরূপ প্রভুর কৃপা সিদ্ধভক্ত প্রতি।
সেই সে জানয়ে যার দৃঢ়তর মতি॥
যে করিব যে বলিব মোর মনঃ কথা।
সেই সে প্রসিদ্ধ শাস্ত্র হইব সর্ব্বথা॥
রূপ সনাতন যবে পাঠাই বৃন্দাবন।
বহু গ্রন্থ বিচারশাস্ত্র করিব চিন্তন॥
সবে মিলি সম্মত করিবে ভাল মতে।
কেহো যেন হেলন না করে দুঃখ পাব তাতে॥
লোকনাথ কহে প্রভু করোঁ নিবেদন।
সন্দেহ ছেদন করি শুদ্ধ কর মন॥
ব্যাসদেব বহু গ্রন্থ করিল বর্ণন।
তাহে নিরূপণ কৈল কৃষ্ণের ভজন॥
সে সব সম্মত নহে ভজনের রীতি।
আজ্ঞা হয় প্রভু মুঞি করিয়ে প্রণতি॥
কলা অংশ বিলাসাদি এক আত্মা রূপ।
যার যেই লীলা শুন তাহার স্বরূপ॥
এ সব বর্ণন শাস্ত্রে আছয়ে অপার।
ব্রজ উপাসনা তাহে নাহিক বিস্তার॥
দাস সখা বাৎসল্য মধুর ভাব সার।
ঐশ্বর্য্য গ্রহণ ইথে নাহিক কাহার॥
বিশেষে মাধুর্য্য ভাবের করিতে রচন।
ইহাতে প্রবেশ কারো নাহি হয় মন॥

মধুরের যেই মত না জানে কোন জন। (১)
মধুর জানয়ে যার যেন বিবরণ॥
অন্য রসের অধিকারী না জানয়ে প্রীত।
তাতে নায়কের লীলা প্রিয়ার সহিত॥
রাধার প্রিয় পরিকর জানয়ে সে সীমা।
অন্য কেহ নাহি জানে তাহার মহিমা॥
পরকীয়া লীলা এই অতি গাঢ়তর।
অন্য কেহো নাহি জানে ইহার অন্তর॥
ভাগবত পুরানাদি ব্যাসের বর্ণন।
প্রভাব ঐশ্বর্য্য তাতে প্রকাশিত হন॥
নিরূপণ না করিল এ সব ভজন।
জ্ঞান মিশ্রা ঐশ্বর্য্যাদি তাহে নিরূপণ॥
সাবধান হবে লোক প্রবর্ত্ত হইতে।
কৃষ্ণের ভজনোৎকর্ষ লিখিল তাহাতে॥
যেস্থানে যাহার বাস যার সঙ্গে স্থিতি।
বর্ণন করিতে তাহা কাহার শকতি॥
শ্রীরূপ দেখিলেন কৃষ্ণ লীলা যে নয়নে।
তথাপি করিব আমি শক্তি সঞ্চারণে॥
দৃঢ়তর লাগি যেই শুনে গুরুমুখে।
বর্ণন করিব সেই আনন্দ কৌতুকে॥
শাস্ত্র সাধু সম্ভাষণে গাঢ় প্রেম হয়। (২)
এক হৈতে সঙ্গ তাহার হয়ত নিশ্চয়।
বহুশাস্ত্র আনি তার অভিপ্রায় হয়।
লীলার ঘটনা হৈলে বুঝিব আশয়॥
সেই সে প্রমাণ সিদ্ধ তাঁর মাঝে দিব।
দৃঢ়তর বাক্য দেখি সবেই লইব॥
যবে সেই শাস্ত্রে না থাকিব সেই রস।
লিখিব মনের কথা তাহাতে সরস॥

(১) মধুরের যেই মত না জানে বরণ।
(২) শাস্ত্র সাধু আত্মসনে গাঢ়তর হয়।

এখন আছেন তিঁহো রাজার সাক্ষাতে।
কৃপা করি আমি তাঁরে পাঠাব পশ্চাতে॥
সবার এক সঙ্গ হবে সেই বৃন্দাবনে।
এক সঙ্গে বঞ্চিব কাল লীলা আস্বাদনে॥
ব্রজ উপাসনা শাস্ত্রে করিবেন প্রচার।
যাহাতেই প্রাপ্তি হয় নন্দের কুমার॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যাতে লাভালাভ হয়।
শুনিয়া সকল লোক আশ্রয় করয়॥
ইহাতে আনন্দ আছে মোর মন কথা।
তবে যে কহিব তথা মিলিব সর্ব্বথা॥
যুগে যুগে করে লোক কৃষ্ণ উপাসনা।
রাধিকার চরণপ্রাপ্তি করে কোন জনা॥
সেই সব দৃঢ়শাস্ত্র অনেক প্রকার।
শুনিলে আমার হবে আনন্দ অপার॥
আপনি মাতিব মাতাব জগজ্জন। (১)
যার লাগি মোর চিত্ত ঝুরে অনুক্ষণ॥
রাধিকার চরণ দুই পায় যেন লোক।
ভজন স্মরণ করে ত্যজি দুঃখ শোক॥
তোমার লাগিয়া ভিক্ষা মাগিব তাহারে।
আর বা মনের দুঃখ কহিব কাহারে॥
যেখানে যে লীলা করে রাধাপ্রাণনাথ।
সেই স্থানে সব সখীগণ লৈয়া সাথ॥
আমার শকতি নাহি করিতে বর্ণন।
দরিদ্র সন্ন্যাসী মোর আছে প্রয়োজন॥
খাব আর বিলাইব যত জগজনে।
তোমার ধনে মোরে ধনী করি যেন জানে॥
মোর দুঃখে দুঃখী হবে মোর সুখে সুখী।
যখন যেমন বার্ত্তা পাঠাইবে লিখি॥
আমি পাঠাইব লিখি তোমা সবাকারে।
ভদ্রাভদ্র জানিবেন সেই পত্র দ্বারে॥

(১) আপনি নাচিব নাচাব জগজ্জন।

তোমার নিজ বৃন্দাবন যাও সেই স্থানে।
মোর ভাগ্য থাকিলে পাইব দরশনে॥
মুই অজ্ঞ মূর্খ ইহা কতেক লিখিব।
শুনি লিখি ভক্তগণ দোষ না লইব॥
পুনরপি শুন কিছু অহে মহাধীর।
যে কহিয়ে তাহা শুন মন করি স্থির॥
সর্ব্বত্যাগ করে যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
সেই সে জানয়ে সেইরূপ ধর্ম্ম মর্ম্ম॥
বর্ণাশ্রমী নাহি হয় অনন্য শরণে।
তারে কৃষ্ণ অঙ্গীকার না করে আপনে॥
নীলাচলে দিনকথো থাকি আসিব গৌড়দেশে।
সর্ব্বত্যাগী ভ্রমিব যাই অকিঞ্চন বেশে॥
লোকনাথ কহে প্রভু করি নিবেদন।
শ্রীমুখে শুনিলে হয় সন্দেহ ছেদন॥
শুনিয়া আমার চিত্ত হৈল চমৎকার।
কিছু নিবেদন করোঁ কর অঙ্গীকার॥
হেন বর্ণাশ্রমী কেহো বর্ণাতীত হয়।
সবেই করিব কৃষ্ণচরণ আশ্রয়॥
যেই যারে ভজে তারে অঙ্গীকার করে।
আশ্রয় করিয়া জীব যাবে কোথা কারে॥
প্রভু কহে লোকনাথ শুন আর বার।
জিজ্ঞাসিলে যেই তার শুন পারাবার। (১)
চারি বর্ণাশ্রমী করিলেক কৃষ্ণাশ্রয়॥
যে ভজনে তারে কৃষ্ণ করুণা করয়।
তাহা শুন সাবধানে মন করি স্থির।
পড়িবার শাস্ত্র সাধু আশয় গম্ভীর॥
যে বুঝিতে পারে তার হয় কৃষ্ণসঙ্গ।
ব্যতিক্রম হয় যেই তারে করে ভঙ্গ॥

কৃষ্ণেরে ঈশ্বর বুদ্ধি না করে ব্রজবাসী।
সদা প্রেমসেবা করে রহে প্রেমে ভাসি॥
সেই সুখলাগি ত্যাগ করিল সকল।
আর এক বাক্য তাঁর আছয়ে প্রবল॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি লয় রাগের লক্ষণ।
যেই জন হেন করে পায় সেই ধন॥
কর্ম্ম ত্যাগ রাগোন্মুখী করে যে ভজন।
সেই জন মিলে তাহে সে হেন চরণ॥
কায়িক বাচিক মনে করে অনুগত।
ব্রজপ্রাপ্তি নহে সেই অন্য অভিমত॥
করিলে এ দেহে মিলে সেই সব ভাব।
নহে দেহান্তরে মিলে সাধন স্বভাব॥
লোকনাথ পাসরিলে আপন স্বভাব।
কে তুমি তোমার বাস যেই মত ভাব॥
যে সুখে তোমরা বৈস যেবা নাম তোর। (১)
যাহার সেবন কর হইয়া বিভোর॥
মঞ্জুলালী সখী সদা রাধার সঙ্গিনী।
অঙ্গবিলেপন সেবা পরায় কিঙ্কিণী॥
রাধিকার রঙ্গে থাকহ নিরবধি (২)
দাসী অভিমানে সেবা অনুক্ষণ সাধি॥
রাধিকার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী মন।
এইরূপে খ্যাত সখী সেবাপরায়ণ॥
শুনিতে প্রভুর মুখে সব স্ফূর্ত্তি হৈল।
নিরীক্ষণ করি মুখ কান্দিতে লাগিল॥
সেই রসে মত্ত হৈয়া থাকে সেই স্থানে।
মোর প্রাণরক্ষা কর যাও বৃন্দাবনে॥

---

(১) জিজ্ঞাসিলে যেই তার শুন পারাবার।

(১) যে যুথ তোমরা বৈস যেবা নাম তোর।
(২) রাধিকার সঙ্গে থাকহ নিরবধি।

গিরিকুণ্ড গোবর্দ্ধন জাবট বর্ষাণ। (১)
সঙ্কেতে নিভৃত কুঞ্জ যত লীলা-স্থান॥
বাস কর সেই স্থানে সুখ পাবা মনে।
মোর মায়া ছাড়ি পথে করহ গমনে॥
তোমার যে জন্মস্থানে তাহা বাস করি।
ভজন স্মরণ কর কিশোর কিশোরী॥
চিরঘাট রাসস্থলী কদম্বের সারি।
তার পূর্ব্বপাশে কুঞ্জ পরম মাধুরী॥
তমাল বকুল বট আছে সেই স্থানে।
বাস কর সেই স্থানে সুখ পাবে মনে॥
রাসস্থলী বংশীবট নিধুবন স্থান।
ধীর-সমীরণ মধ্যে করিবে বিশ্রাম॥
যমুনাতে স্নান কর অযাচক ভিক্ষা।
ভজন স্মরণ কর জীবে দেহ শিক্ষা॥
তুমি সিদ্ধ হও তোমার হইব যে শাখা।
তাহার যে গণ হবে তার নাহি লেখা॥
রূপ আদি তোমার গণ মিলিব অন্তকালে।
তখনে জানিবে যবে মিলিব সকলে॥
নিশি গেল প্রাতঃকালে প্রভু বসি আছে।
লোকনাথে কহি কিছু বসাইলা কাছে॥
প্রভু কহে লোকনাথ যাহ বৃন্দাবন।
সর্ব্ব দুঃখ যাবে সুখ পাইবে আপন॥
শিক্ষাপাত্র করিয়াছি মনের বেদন। (২)
উঠি তাঁরে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন॥
দণ্ডবৎ করিলেন পদ দিল মাথে।
কান্দিতে লাগিলা প্রভু ধরি তাঁর হাতে॥
তোমারে নিজ বৃন্দাবন দত্ত ভূমি দিলা।
বাহ্য নাহি লোকনাথের কান্দিতে লাগিলা॥

(১) গিরিকুণ্ড নন্দীশ্বর জাবট বর্ষাণ।
(২) সংক্ষেপার্থ কহিয়াছি মনের বেদন

প্রভু ভৃত্য বিনা কেবা বুঝয়ে এ সব।
কেবা জানে দুই জনার কিবা অনুভব॥
গদাধর পণ্ডিত আছিলা সেই স্থানে।
তাঁর শিষ্য ভূগর্ভ করয়ে নিবেদনে॥
মোরে আজ্ঞা হয় প্রভু যাও বৃন্দাবন।
বহুদিন সাধ আছে হও স্বকরুণ॥
মহাপ্রভু কহেন গদাই আজ্ঞা কর দান।
লোকনাথ ভূগর্ভ দুঁহে এক সঙ্গে যান॥
গদাধর কহেন ভূগর্ভ যাহ ইহার সঙ্গে।
দুই জনে যাবে সুখে কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ (১)
প্রণাম করিয়া তবে যায় বৃন্দাবন।
হরিধ্বনি করেন ভক্ত আনন্দিত মন॥
লোকনাথ গোসাঞি যবে গেলা বৃন্দাবন।
কাতর হইয়া প্রভু করেন রোদন॥
গদাধর কান্দে নিজ ভূগর্ভ লাগিয়া।
পাঠাইলা কেনে কান্দে কে বুঝয়ে ইহা॥
প্রভু ভৃত্য জানেন না জানে অন্য জন।
দুইজনে কিবারূপে করিলা গমন॥
এইরূপে নবদ্বীপে বিহরয়ে রঙ্গে।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্ত লঞা সঙ্গে॥
এবে যে লিখিয়ে তাহা শুন দিয়া মন।
প্রভুর মনের বাক্য বহু প্রয়োজন॥
পথে চলি যায় দুঁহে হৈয়া আনন্দিত।
গৌরভাবে পুলকাঙ্গ পড়য়ে ভূমিত॥
ক্ষণে কৃষ্ণ কথারসে পথে চলি যায়।
ক্ষণে গৌরাঙ্গের লীলা উচ্চস্বরে গায়॥
দৈন্য রোদন করি কহে প্রভু কৃপাসিন্ধু।
আমারে করহ কৃপা প্রভু এক বিন্দু॥
ক্রমে ক্রমে রাজমহল যাই উত্তরিলা।
কিরূপে যাইব পথে দুঁহে বিচারিলা॥

(১) সর্ব্বকাল বঞ্চিবে সুখে কৃষ্ণকথা রঙ্গে।

সে কালেতে দস্যুভয় নাহি চলে লোক।
প্রভু আজ্ঞা হেলন হয় করে নানা শোক ॥
দুঁহে মহা বিচারয়ে কোন পথে যাব।
কোন পথে বৃন্দাবন দর্শন পাইব ॥
লোকেরে পুছয়ে ভাই যাই কোন পথে।
তারা কহে না পারিবে বৃন্দাবন যাইতে ॥
দুঁহে বিচারয়ে মনে কহ দেখি ভাই।
তাজপুর পথে যাই তবে সুখ পাই ॥
প্রভাতে চলিল নিজ প্রভু স্মঙরিয়া।
সেইরূপে উত্তরিলা গ্রাম পুরণিয়া ॥
ভরসা হইল মনে যায় সেই পথে।
কতক দিবসে উত্তরিলা অযোধ্যাতে ॥
হেন কি হইবে দিন যাব বৃন্দাবন।
নয়নে দেখিব স্থান যত কুঞ্জবন ॥
প্রভুর আজ্ঞা রক্ষা পায় বাঞ্ছিত পূরণ।
সেই সব মনে করি করয়ে রোদন ॥
দুঁহে দোঁহার মৈত্র প্রাত দুঁহে দোঁহার বন্ধু।
এই লাগি আজ্ঞা দিল গৌর কৃপাসিন্ধু ॥
তবে লক্ষ্ণৌগ্রাম কর্ত্তাদিনে গেলা।
তৃতীয় দিবসে আগরায় আসি উত্তরিলা। (১)
যমুনা বহিছে তথা কৈল স্নান-পান।
ধন্য মানি আপনাকে পথে চলি যান ॥
দ্বিতীয় দিবস অন্তে গেলা যে গোকুল।
কৃষ্ণজন্ম স্থান দেখি হইলা ব্যাকুল ॥
অহে বন্ধু বড়ভাগ্য দেখিল জন্মস্থান।
গৌরাঙ্গের সম বন্ধু নাহি কৃপাবান্ ॥
গৌরাঙ্গ করিলেন সব স্থান উপদেশ।
আর দিন বৃন্দাবনে করিল প্রবেশ ॥
বৈষ্ণব গোসাঞির পায় কৈল নিবেদন।
অতি অদভুত কথা করহ শ্রবণ ॥

জানাইতে চাহি যাহা শুনিয়াছি আর।
কার চিত্তে দুঃখ হউ আনন্দ আমার ॥
গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর নিজ শক্তি।
ইথে অবিশ্বাস কেহো না করিবে মতি ॥
আমি নাহি জানি গৌরাঙ্গ জানেন আপনে।
ইথে যেই হানি লাভ সেই তাহা জানে ॥
কৃষ্ণপ্রিয়া রূপে গদাধর অবতরি।
সেই সে জানয়ে তাঁর কৃপা যারে ভারি ॥
নান্দিমুখী যাঁর নাম ভূগর্ভ মহাশয়।
লোকনাথ সঙ্গে প্রীত হয় অতিশয় ॥
মঞ্জুলালি নান্দিমুখী হয় মহাপ্রীত।
গৌরাঙ্গ দিলেন সঙ্গ জানি সুনিশ্চিত ॥
আপনে চৈতন্যচন্দ্র জগতের গুরু।
জীব প্রতি কৃপাময় বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
সর্ব্ব রস অধিকারী প্রয়োজন সাধ্য।
এইত কারণ সবার হয়েন আরাধ্য ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকার ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন।
নিজ ভক্তে জানে প্রভু মোর প্রাণধন ॥
যত গুণে গৌররায় ভক্ত তত গুণে।
হেন ভক্তে শিক্ষা দেন কিসের কারণে ॥
স্বপ্ন কহি ভক্তগণে করান সব স্ফূর্ত্তি।
গুণ ধরেন প্রভুর ধরিতে নারে শক্তি ॥
লোকনাথ গোসাঞি যবে ভ্রমে বৃন্দাবন।
প্রসঙ্গে করিল প্রভুর শক্তি সঞ্চারণ ॥
পাউলের প্রায় দুঁহে দেখিয়া বেড়ায়।
লীলাস্থান দেখি ক্ষণে ভূমে গড়ি যায় ॥
গোবর্দ্ধনের শোভা দেখি যায় কুণ্ডতীরে।
দুই কুণ্ডে ক্ষেতি দেখি কান্দে উচ্চস্বরে ॥
যব গেহুঁ লাগিয়াছে দেখিল নয়নে।
যেই লীলা যেই স্থানে চিনিলেন মনে ॥

(১) তেইশ দিবসে আগরায় উত্তরিলা।

যতেক সখীর কুঞ্জবন হইয়াছে।
ক্ষণে অঙ্গ কম্প হয় ক্ষণে ক্ষণে হাসে॥
আর দিন গেলা যাবট রাধিকার বাস।
চিনিয়া চিনিয়া কান্দে সকল বিলাস॥
চিনিল সখীর বাস যেই যেই স্থানে।
সেই স্থানে নিজ ঘর জানিলেন মনে॥
হইল যতেক দুঃখ অন্তর গোচরে।
স্তম্ভপ্রায় রহে কিছু না কহে লোকেরে॥
তবে নন্দালয় গেলা দেখি যত স্থান।
সেই সে জানয়ে যার যে গুণ আখ্যান॥
তবে গেলা সঙ্কেত কুঞ্জ ভ্রমিয়া বেড়ায়।
প্রণাম করয়ে ক্ষণে করে হায় হায়॥
ভূগর্ভের হাতে ধরি কহেন বচন।
কহ দেখি কোন স্থানে কিবা লীলা হন॥
কহি দুইজনে ভাব নাহিক সম্বিত।
রাধা রাধা বলি কান্দে পড়ে অবনিত॥
সেই স্থানে করিলেন সেই দিন বাস।
দেখি ব্রজবাসী লোক পাইল উল্লাস॥
মহাসিদ্ধ জ্ঞান হৈল সবে বিচারিয়া।
ভক্ষণে অপূর্ব্ব দ্রব্য দিলেন আনিয়া॥
আর দিন বরষাণ পর্ব্বত উপরে।
দুই জনে দেখেন স্থান অঙ্গে প্রেমভরে॥
প্রাতঃকালে সরোবরে স্নান করি যায়।
ভাবিতে ভাবিতে মনে কুণ্ডতীর পায়॥
পুন পরিক্রমা করি রহে সেই গ্রামে।
ব্রজবাসী বহু প্রীত কৈল দুই জনে॥
আর দিন বৃন্দাবনে কালিহ্রদ যাই।
ভূগর্ভের প্রতি কহেন মনে পড়ে ভাই॥
চিনিয়া চিনিয়া স্থান পথে চলি যায়।
নগর ভ্রমণ করি রাসস্থলী পায়॥

দেখিয়া জানিল নিধুবন আগে হয়।
নিশ্বাস ছাড়িয়া কান্দে ভূমিতে পড়য়॥
যাইতে যাইতে পাইল চিরঘাট স্থানে।
দেখিল সে ঘাটে বন নিরখে নয়ানে॥
কোন স্থানে করিব বাস কোথাহ বা পায়।
দেখিয়া দেখিয়া সব বনেতে বেড়ায়॥
দেখিলেন সেই স্থান সেই বৃক্ষলতা।
সেই থানে বাস করি রহিলেন তথা॥
আর না দেখিব গৌরাঙ্গ তোমার চরণ।
রহিলাম আজ্ঞা মাত্র করিয়া ধারণ॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু যে করিবেন লীলা।
বঞ্চিত করিয়া মোরে এথা পাঠাইলা॥
নয়নে দেখিব কবে রূপসনাতন।
তবে সে মানিব ধন্য আপন জীবন॥
আর্ত্তনাদে নিবেদয় প্রভুর চরণে।
কবে পাঠাইবেন প্রভু রূপসনাতনে॥
তবে প্রাণ রহে মোর নাহিক উপায়।
কে জানে আমার দুঃখ নিবেদিব কায়॥
রহিলাম তোমার আজ্ঞা করিয়া আধার।
শীঘ্র মনোরথ সিদ্ধি করিবে আমার॥
অতি দূর নহে সাধন করে দুই জনে।
দিবানিশি সাধন করে যেবা আছে মনে॥
ব্রজবাসী যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দর্শন করিয়া সবে ভাবে মনে মন॥
আর এক কাহ শুন অদ্ভুত কথা।
দুই ব্রহ্মচারী আসি উত্তরিলা এথা॥
ধীরসমীর যাইতে দেখিল আমরা।
বুঝিলাম মনে মনুষ্য নহেন তাঁহারা॥
যজ্ঞোপবীত স্কান্ধে কিবা রূপবান্।
কিবা ব্রহ্মচারিরূপ মদন সমান॥

এতদিন নাহি জানি দেখি নাহি আর।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা হৈল অবতার॥
যত ব্রজবাসী যান দর্শনের আশে।
সবা প্রতি সমাদর পরম সম্ভাষে॥
সবারে কহয়ে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
শুনিয়া সবার হয় আনন্দ আবেশ॥
কিবা ভজনের রীতি দেখি সর্ব্বজন।
যেই দেখে সেই করে আজ্ঞার পালন॥
কত দ্রব্য আনে লোক দূর গ্রাম হৈতে।
শত সহস্র লোক তাহা না পারে খাইতে॥
অতি বিরক্ত কারে কিছু না কহে বচন।
ব্রজবাসী যত লোক জানে প্রাণসম॥
তিলেক দর্শন করি না রহে জীবন।
যেই আজ্ঞা করেন তাহা করেন পালন॥
যত দিন বৃন্দাবনে করেন তুঁহে বাস।
কতেক লিখিব তাহা করিয়া প্রকাশ॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র আজ্ঞায় লিখি কথা।
শুনিয়া এসব কথা না পাইবা ব্যথা॥
শ্রীমতী ঠাকুরাণী যবে গেলা বৃন্দাবন॥
মুঞি পামর সঙ্গে রহি করিয়াছোঁ দর্শন॥
ভাই রামচন্দ্র দাস অনেক বৈষ্ণব।
ঠাকুরাণীর সঙ্গে থাকি দেখিয়াছোঁ সব॥
রূপগোসাঞির স্থানে ঈশ্বরী আপনে।
সকল গোসাঞি আসি মিলিলা যেমনে॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

ইতি শ্রীপ্রেম-বিলাসে সপ্তম বিলাস।

অষ্টম বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ ভকত আশ্রয়॥
জয় জয় বিশ্বম্ভর করুণাবিগ্রহ।
জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র লোক অনুগ্রহ॥
জয় জয় বীরচন্দ্র প্রেমের সাগর।
জয় জয় গৌরভক্ত রসিকশেখর॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা সাবধান।
শ্রদ্ধা করি শুন কিছু প্রেমের আখ্যান॥
গৌড়দেশের ভূষণ সংকীর্ত্তন বড়।
শ্রবণমাত্র প্রেম হয় কহিলাম দড়॥
হরিনামসঙ্কীর্ত্তন এই মহাবল।
কলিযুগে আর নাহি মিথ্যা সে সকল॥
এক হরিনাম হৈতে সর্ব্বসিদ্ধ হয়।
সঙ্কীর্ত্তনে তার দেহে প্রেম উপজয়॥
যার দেহে হরিনামে নাহি হয় রতি।
তার দেহে প্রেম নহে উড়ি যায় কতি॥
কৃষ্ণ পাইবার লাগি যার সাধ আছে।
সে লউক হরিনাম পরম উল্লাসে॥
যার যেই রতি সকলে লউক হরিনাম।
সংখ্যা করি নাম লইলে পূরে মনস্কাম॥
এবে শুন নরোত্তমের জন্ম বিবরণ।
শুনিলে আনন্দ পাবে কীর্ত্তনে হবে মন॥
বৃন্দাবন যাবেন প্রভু গৌড়দেশ হৈতে।
বৃন্দাবন না গেলা ফিরিলা কানাই নাটশালা হৈতে॥

সে কথা বিস্তার আছে পুরব লিখনে।
কেবল নরোত্তমের গুণ করিয়া বর্ণনে॥
তর্ত্তিব পুরের ঘাটে পদ্মাপার হৈলা।
শোভা দেখি পদ্মাবতীর আনন্দ পাইলা॥
নিত্যানন্দের গলা ধরি বসিলা সেইখানে।
বৃন্দাবন নাহি যাব রহিব এই স্থানে॥
নিত্যানন্দ প্রভুর শুনি উপজিল হাস।
নবদ্বীপ ছাড়ি তুমি করিলে সন্ন্যাস॥
পদ্মাবতী তীরে এবে অভিপ্রায় হৈল। (১)
ভাল ভাল বলি শ্রীপাদ হাসিতে লাগিল॥
প্রভু কহেন শ্রীপাদ তুমি কর অবধান।
যে স্থানে বসিলে সুখ সেই জন্ম স্থান॥
যে নিমিত্ত ছাড়িয়া আইনু নীলাচল।
তার সনে দেখা হইলে শুনিবে সকল॥
প্রভু কহে সেই সত্য এহ মিথ্যা নয়।
বিশেষিয়া কহি শুন যদি মনে লয়॥
সনাতন রূপ সঙ্গে একত্র হইলে।
সেই সব শুনিবেন আচার্য্য সকলে॥
ভাল ভাল বলি প্রভু শীঘ্র যে উঠিলা।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম তাহে উত্তরিলা॥
চতুরপুর নাম তার কিছু অল্পদুর।
সনাতন সহ দেখা প্রেমের প্রচুর॥
যেই অর্থে দেখা তার সমাধা করিয়া।
তাহা হৈতে নাটশালা উত্তরিলা গিয়া॥
কৃষ্ণের নাটশালা এই নাম শুনি গ্রামে।
উথলিল প্রেম দেহে বৃন্দাবন ভ্রমে॥ (২)
নিত্যানন্দ কহে প্রভু ছাড়ি পদ্মাবতী।
সেই হৈতে নদীতীরে রহিতে হৈল মতি॥

শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা সাবধান।
অভিপ্রায় প্রভুর কিছু বুঝা নাহি যান॥
একদিন মহাপ্রভু কীর্ত্তনে নাচিতে।
নরোত্তম নাম কহি ডাকে আচম্বিতে॥
নিত্যানন্দ অঙ্গে প্রভু অঙ্গ হেলাইয়া
কত শত ধারা বহে নয়ন বাহিয়া॥
প্রেমের বিকার দেখি মনে বিচারয়।
কীর্ত্তন নিবর্ত্ত কৈল মনে পাঞা ভয়॥
প্রভুকে বেড়িয়া সব কীর্ত্তনীয়াগণ।
মধুর স্বরে কৃষ্ণনাম করেন গায়ন॥
বোল বোল বলি প্রভু পড়িলা ভূমিতে।
নিত্যানন্দ প্রভু আর না পারে ধরিতে॥
মথুরা মথুরা বলি করেন ক্রন্দন।
ভক্তগণের শুনিয়া বিদীর্ণ হয় মন॥
দিগ্বিদিগ নাহি মথুরার নামে।
টলমল করে প্রেমে নাটশালা গ্রামে॥
উচ্চস্বরে কান্দে প্রভু মথুরা যে করি।
বসিলেন নিত্যানন্দ প্রভু গলা ধরি॥
ফুৎকার করয়ে সব কোলাহল হৈল।
কুলবধূ আদি করি দেখিতে আইল॥
মথুরা মথুরা বলি ভূমে গড়ি যায়।
সোনার শরীর প্রভুর ভূমিতে লোটায়॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি প্রেমের মাধুরী।
অনিমিখে রূপ দেখে কি পুরুষ নারী॥
হুহুঙ্কার শব্দ করে মথুরা বলয়।
প্রেমে মত্ত হৈলা প্রভু বাউলের প্রায়॥
কোথা রাধা রাধা বলি ঘন ঘন বোলে।
পুড়য়ে শরীর মোর তোমা না দেখিলে॥
ললিতা বিশাখা কোথা কোথা চম্পকলতা।
হাহা মোরে দেখাহ প্রাণসখী আছে কোথা॥

(১) পদ্মাবতী তীরে এবে অভিলাষ হৈল।
(২) উথলিল তার দেহে বৃন্দাবন প্রেম॥

দেখা দিয়া প্রাণ রাখ কেন দুঃখ দেহ মোরে।
যমুনা প্রবেশ করি নারি রহিবারে ॥
চল শীঘ্র ললিতা সখী মধুপুরী যাই।
প্রাণনাথ আর কেনে দেখিতে না পাই ॥
ব্যাকুল দেখিয়া প্রভু ধরিয়া বসিলা।
কি করিব কিবা হবে ভাবিতে লাগিলা ॥
চল যাই কেনে আইলাম নাটশালা গ্রামে।
হারাইলাম গোরাচাঁদ ভাবে মনে মনে ॥
সংকীর্ত্তনের শ্রীপাদ উপায় সৃজিল।
উচ্চ করি জগন্নাথ ধ্বনি উঠাইল ॥
জগন্নাথ নামে প্রভুর চেতন হইল।
ক্ষণে ইতি উতি যাই ভ্রমণ করিল ॥
নরোত্তম বলি প্রভু কান্দে অনুক্ষণ।
দিগ নিহারে প্রভু না দেখে নরোত্তম ॥
সবে কহে প্রভু লই যাই নীলাচল।
তবে পূর্ণ হয় মোর সকল মঙ্গল ॥
যদি কোন মতে প্রভুর মন ফিরাইব।
পদ্মাবতী পার হৈলে সকল পাইব ॥
হেন কালে পুন ডাকে বলি নরোত্তম।
হেন বুঝি আসিব কেহো ভাগবতোত্তম ॥
শ্রীপাদকে ধরি প্রভু করিলেন কোলে।
ভিজিল নিতাইর অঙ্গ নয়নের জলে ॥
যতন করাইয়া প্রভুকে করাইল স্থির।
কাল জানি নিত্যানন্দ হইলেন ধীর ॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু করোঁ নিবেদন।
জগন্নাথে যাই বহু আছে প্রয়োজন ॥
সনাতন মুখে কৃষ্ণ নিষেধ করিল।
লোকভীড় ভয় পথ সব জানাইল ॥

যাতে যুক্তি ভাল হয় তাহা কর তুমি।
যে করিবে সেই হবে স্বতন্ত্র নহি আমি ॥
প্রভু কহেন শ্রীপাদ শুন মন দিয়া।
কারণ আছয়ে ইহার নাটশালা যাঞা ॥
কি কার্য্য আছয়ে প্রভু কহ দেখি শুনি।
মনে লাগে যাব লৈয়া তবে আমি মানি ॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু করোঁ নিবেদন।
সংকীর্ত্তনে নরোত্তম করিল স্মরণ ॥
অতএব লৈয়া যাব না যাব আমি সঙ্গে। (১)
ধরিতে সামর্থ্য নাহি ভাবের তরঙ্গে ॥
বিরহ-বেদনা দেখি চাহিতে না পারি।
এইক্ষণে মরণ হউক ইহা মনে করি ॥
প্রভু কহে গড়ের হাট বড় সুখের স্থান।
দেখিলেই তোমার থাকিতে হবে মন ॥
শুন শুন শ্রীপাদ কহি বিবরিয়া।
প্রাণধন সংকীর্ত্তন রাখিতে চাহি ইহা ॥
নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন হইল প্রকাশ।
গৌড়দেশ ছাড়ি আমার নীলাচলে বাস ॥
অতঃপর সংকীর্ত্তন চাহি রাখিবারে ॥
গড়ের হাটে থুইব প্রেম কহিল তোমারে ॥
গড়ের হাটের প্রেম প্রভু কেমনে রাখিবা।
পাত্র কে বা আছে তাঁরে হেন প্রেম দিবা ॥
প্রভু কহে যাবৎ তুমি আছ বিরাজমান।
তাবৎ আমার প্রেম নহে অন্তর্দ্ধান ॥
পাত্র স্থানে এই প্রেম রাখিলে সে হয়।
অপাত্রে পড়িলে প্রেম হয় অপচয় ॥
প্রেমে মত্ত পৃথিবী না জানে স্থানাস্থান।
হেন জনে দেহ প্রেম সবে করে পান ॥

(১) অতএব বল তারে না যাব আমি সঙ্গে।

অতএব চল ভাই যাই গড়ের হাট।
এমন জনে প্রেম দিয়ে কান্দায় ঘাট বাট॥
ভাল ভাল বলি শ্রীপাদ মৌন করিলা।
কিরূপে জন্মিবে পাত্র ভাবিতে লাগিলা॥
প্রভু কহে শ্রীপাদ বুঝি করহ ভাবনা।
আপনার গুণ তুমি না জান আপনা॥
নীলাচল যাইতে যত কান্দিয়াছ তুমি।
সেই প্রেমা দিনে দিনে বান্ধিয়াছি আমি॥
সে প্রেম রাখিব আমি পদ্মাবতী তীরে।
নরোত্তম নামে পাত্র দিব আমি তাঁরে॥
প্রেমে জন্ম হবে তাঁর আমা বিদ্যমানে।
এখনে রাখিয়া যাব পদ্মাবতী স্থানে॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু গড়ের হাট কোথা।
আমারে লইয়া সঙ্গে চল তুমি তথা॥
পদ্মাবতীর দুই কুল অতি সুশীতল।
মধ্যে পদ্মাবতী বহে ধারা নিরমল॥
শুনি আনন্দিত হৈল নিত্যানন্দের মন।
শীঘ্র করি কর প্রভু তথা আগমন॥
বৃন্দাবন ছল করি গড়ের হাট আইলা।
নাটশালা হৈতে এইরূপে ফিরি গেলা॥
নিত্যানন্দ হাত ধরি হাসিতে হাসিতে।
পদ্মাবতী শোভা দেখি লাগিলা কহিতে॥
এইরূপে আইলা গ্রাম কুড়োদরপুর। (১)
দেখিয়া তীরের শোভা আনন্দ প্রচুর॥
তথায় করিল বাস কৃষ্ণ-আলাপনে।
প্রভাতে চলিলা প্রভু পদ্মাবতী স্থানে॥
স্নান করি তটে প্রভু, কীর্ত্তন আরম্ভ।
হুহুঙ্কার প্রেম ভরে হৈল মহাকম্প॥

কি দেখিব সেই প্রেমা কিবা তার অর্থ।
সহস্র জনে ধরিতে তারে না হয় সমর্থ॥
সেকালে ফুৎকার করেন নরোত্তম করি।
শ্রীপাদ কহেন প্রেমলীলা চুরি করি॥
শুন শুন ভক্তগণ হও সাবধান।
এই কালে লয়েন প্রেম করি অনুমান॥
নিত্যানন্দবাক্যে ভক্তগণ চমকিত।
করিলেন নিত্যানন্দ কীর্ত্তন স্থগিত॥
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু স্নান আরম্ভিল।
প্রেমে মত্ত পদ্মাবতী বাড়িতে লাগিল॥
প্রভু-অঙ্গ পরশে স্রোত হইল স্থগিত।
প্রেমভরে জন সব হইল পূরিত॥
বাড়িতে বাড়িতে জলে গ্রাম ভাসি গেলা।
বুঝিলাম এইরূপে প্রেমে ভাসাইলা॥
ঘর দ্বার ভাসি নগর কোলাহল হৈল।
বর্ষা নহে ইহা কেহ বুঝিতে নারিল॥
শ্রীপাদ বলেন প্রেম ভাল রাখ প্রভু।
গ্রাম উজার হয় ইহা নাহি দেখি কভু॥
প্রভু কহে পদ্মাবতী ধর প্রেম লহ।
নরোত্তম নামে পাত্র প্রেম তাঁরে দিহ॥
নিত্যানন্দ সহ প্রেম রাখিল তোমা স্থানে।
যত্ন করি ইহা তুমি রাখিবা গোপনে॥
পদ্মাবতী বলে প্রভু করোঁ নিবেদন।
কেমনে জানিব কার নাম নরোত্তম॥
যাঁহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা।
সেই নরোত্তম প্রেম তাঁরে তুমি দিবা॥
প্রভু কহে এই সব যে কহিলা তুমি।
এই ঘাটে রাখ প্রেম আজ্ঞা দিল আমি॥
আনন্দিত পদ্মাবতী রাখিলেন তটে।
বিরলে রাখিল প্রেম বিরল যে ঘাটে॥

(১) এইরূপে আইলা গ্রাম কুতুবপুর।

পদ্মাবতী বিদায় দিতে প্রভু দাঁড়াইলা।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সেই দিগ নিহারিলা॥
স্রোত চলিল জাজিগ্রাম ছাইলা।
ছাড়িলেক জন লোক আনন্দ পাইলা॥
শ্রীপাদ কহেন প্রভু যে দেখিল শোভা।
এথাই থাকিতে মন হইয়াছে লোভা॥
নরোত্তম জন্মাইয়া প্রেম তারে দিবা।
হেন বুঝি নরোত্তমের নিকটে রাখিবা॥ (১)
প্রভু কহে শ্রীপাদ যে কহিলা তুমি।
নরোত্তম নিকটে মাত্র রহিলাম আমি॥
হেন কালে পদ্মাবতী প্রভু পার হইলা।
ক্রমে ক্রমে চলি প্রভু নীলাচলে আইলা॥
সবে বোলে প্রেম বলি কিবা বস্তু হয়।
নাচিলে গাইলে প্রেম তারে কেবা কয়॥
কান্দিলে পড়িলে তারে নাহি কহি প্রেম।
কেবা বাখানিবে তাহা কার আছে ক্ষেম॥
প্রেমরূপে আপনেই কৃষ্ণের স্বরূপ।
ইহা বাখ'নিয়াছেন আপনে শ্রীরূপ॥
আমি লিখি লেশমাত্র জানিবার তরে।
প্রভু আজ্ঞা বলে ইহা লিখি আমি করে॥ (২)
নব-পুত্র দেব রতি কন্যা তার মাতা।
আর বা কতেক আছে তাঁর গুণ কথা॥
এইত কহিল গড়ের হাটের মাধুরী।
কহিব কীর্ত্তন প্রেম বড় সাধ করি॥
শ্রদ্ধা করি এই প্রেম যে বৈষ্ণব শুনে।
অচিরাতে মিলে তারে এই প্রেমধনে॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে অষ্টমবিলাস॥ ৮॥

---

(১) কেন বুঝি নরোত্তমের নিকটে রহিবা।
(২) প্রেমরূপে যাহা প্রভু আপনে বিহারে।

নবম বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
বৃন্দাবন পথ হৈতে নীলাচল আইলা।
বৈষ্ণব দ্বারা প্রেম গৌড়দেশে পাঠাইলা॥
নিত্যানন্দ প্রভু বিরলে যুকতি করিলা।
ভক্তিশূন্য গৌড়দেশ নিশ্চয় হইলা॥
নিত্যানন্দ প্রভু আইলেন গৌড়দেশ।
প্রকাশিলা প্রেমবস্তু অশেষ বিশেষ॥
প্রেমরূপে প্রকাশ হইলা বীরচন্দ্র।
পশ্চাতে রাখিতে প্রেম করিল আরম্ভ॥
হেন বীরচন্দ্র পায় কোটি নমস্কার।
যাহা হৈতে গৌড়দেশে প্রেমের সঞ্চার॥
এ সব অদ্ভুত কথা লোক অগোচর।
কেহো না লিখিল শাস্ত্রে এ সব অন্তর॥
তাহার কারণে লিখি শুন মন দিয়া।
কারণ আছয়ে তেঁঞি আমি লিখি ইহা॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্ত।
চৈতন্য পরিবার সব তাহাতে আসক্ত॥
কলিযুগে অবতীর্ণ হৈলা দেশে দেশে।
সেই সব পূর্ব্ববাক্যে চৈতন্য আদেশে॥
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মাতল জীবগণ।
নিজ গূঢ় কার্য্যে চৈতন্য কৈল আগমন॥
নিজ পরিবার যদি তাহা নাহি জানে।
অন্তর্বাহ্যে আছে তাহা শাস্ত্রের প্রমাণে॥
সে সকল আস্বাদন করে গৌররায়।
স্বরূপ রামানন্দ করে তাঁহার সহায়॥
তাহা আস্বাদয়ে প্রভু আপনার মনে।
অন্য কেহো আস্বাদয় শাস্ত্র নিরূপণে॥

ঈশ্বর আজ্ঞায় হয় শাস্ত্র দরশন।
তে কারণে পত্র পাঠাইল বৃন্দাবন॥
চৈতন্যের দন্তভূমি গেলা বৃন্দাবন।
কেহো আর না করিব গৌড়ে আগমন॥
এক শাস্ত্র করি আর করেন সহায়।
এই লাগি সঙ্গে সবে রহেন সদায়॥
গৌরাঙ্গ তবে নিজ মনে করেন বিচার।
আমি গেলে প্রেমশূন্য হইব সংসার॥
আইলেন আমার সঙ্গে যাবেন সর্ব্বথায়।
প্রেম রক্ষা পায় তবে কেমন উপায়॥
তাহার কারণ দুই প্রেম পরকাশ।
গড়ের হাটে নরোত্তম রাঢ়ে শ্রীনিবাস॥
আমি যে লিখিয়ে যাহা প্রভুর আজ্ঞা বলে।
নহিলে এ সব কথা জানি কোন কালে॥
বিশেষতঃ শ্রীরূপের আছয়ে বর্ণন।
আমি কহি কেহো অন্য না করিবে মন॥
যে দেখিল তাহা লিখি আমি এই সব।
যে কেহ লিখয়ে সেই বর্ণনা সুলভ॥ (১)
আমি যে লিখিয়ে তাহা সর্ব্বশক্তিহীন।
মোর প্রভুর আজ্ঞা বল সেই সে প্রবীণ॥
যেই আজ্ঞা সেই লিখি না কর দূষণ।
প্রয়োজন অনুসারে করিবে শ্রবণ॥
মজুমদার করে নিজ ইষ্ট আরাধন।
শালগ্রামে তুলসী দেন পুত্রের কারণ॥
ঈশ্বর সন্তুষ্ট তাহে হৈল দৈববাণী।
অবশ্য হইবে পুত্র হৈল এই ধ্বনি॥
জন্মিব অপূর্ব্ব পুত্র সকল শুনিল।
নরোত্তম নাম থুইল তোমারে কহিল॥
জন্মিব বালক বড় সুখ পাবা তুমি।
প্রেমবৃষ্টি হবে সর্ব্বত্র কহিলাম আমি॥
নিত্যবস্তু প্রেম প্রভু চাহে রাখিবারে।
হইবে বৈশাখ মাসে গর্ভের সঞ্চারে॥
নারায়ণী নাম হয় রায়ের ঘরণী।
গর্ব্ভের সঞ্চারে সুখ পাইল অবনী॥
নারায়ণী নাম বলি অতি সুচরিতা।
মজুমদার ডাকি বলে অপরূপ কথা॥
কহিবার কথা নহে শুন মন দিয়া।
রাখিবা হৃদয়ে ইহা যতন করিয়া॥
নারায়ণী কহে আমি দেখিল স্বপন।
মোর দেহে প্রবেশ কৈল পুরুষরতন॥
তোমার দেহ হইতে আমার দেহে প্রবেশিল।
রাত্রিশেষে এইরূপ স্বপন দেখিল॥
প্রেমে মত্ত হৈল আর আনন্দ অপার॥
সকল আনন্দ হৈল দুঃখ নাহি আর॥
এক দিবস সভায় এক দৈবজ্ঞ আইল।
শুভক্ষণ করি সেই গণিতে লাগিল॥
মজুমদার পাত্রমিত্র লইয়া সভাতে।
পুস্তক হাতে করি সেই লাগিলা গণিতে॥
নারায়ণী গর্ব্ভে যেই জন্মিব বালক।
তার জন্মে দেশে না থাকিব দুঃখ শোক॥
এই গর্ব্ভে মহাপুরুষের অধিষ্টান।
অমঙ্গল ঘুচিব রায়ের হইব কল্যাণ॥
হেন কালে জমিদারের লিখন আইল।
অনেক দিলাসা করি লোক পাঠাইল॥
দুই সহস্র মুদ্রা সেই আছয়ে লিখনে।
দৈবজ্ঞের কথা সব হইল প্রমাণে।
দৈবজ্ঞ কহে দিনে দিনে আনন্দ হইবে।
জন্মমাত্র সব প্রজার অমঙ্গল যাবে॥

---

(১) যে কেহ বর্ণয়ে সেই দর্শন অনুভব

দৈবজ্ঞ কহিল নাম রাখিনু নরোত্তম।
পরমার্থে অতি বড় হইব উত্তম॥
এই যে হইল আসি পুণ্য মাঘমাস।
শুক্লপক্ষ পঞ্চমীতে হইবে প্রকাশ॥
এত শুনি গণকেরে বিদায় করিল।
সম্মান করিয়া তারে বহু ধন দিল॥
দশ মাস দশ দিন আসি পূর্ণ হৈল।
এক দুই গণনাতে কৃষ্ণপক্ষ গেল॥
শুক্লপক্ষ পঞ্চমীতে আইল শুভক্ষণে।
গোধূলি সময়ে হৈলা পুরুষ রতনে॥
পুত্রমুখ দেখি মাতার হইল আনন্দ।
সে আনন্দে মজুম্‌দার হাসে মন্দ মন্দ॥
যে আনন্দ হৈল তার কি কহিব কথা।
জগৎ মঙ্গল হৈল শুন গুণগাথা॥

শ্রীরাগ॥

জগৎ মঙ্গল হৈল, নরোত্তম প্রকটিল,
হরিনাম প্রতি ঘরে ঘরে।
জন্ম অন্ধ আদি করি, সব দেহে প্রেম ভরি,
অশ্রু কম্প সবার শরীরে॥
প্রেমে মত্ত হৈলা সব, হরিনাম মহারব,
বর্ণাশ্রম সব গেল দূর।
ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে খেলা, প্রেমে মত্ত সবে হৈলা,
কৃষ্ণনামে সবে হৈলা শূর॥
বৎস সঙ্গে গাভীগণ, হাম্বা রব অনুক্ষণ,
ধায় সবে শিরে নিজ পুচ্ছে।
ব্রাহ্মণে মঙ্গল পড়ে, কেহো ধায় উভরড়ে,
শোক দুঃখ ত্যজি সব নাচে॥
(কুলবধূ ঘর হৈতে, নাহি পায় বাহিরাতে,
নাচিবার তার হয় মন।
সব লাগে উচাটন, ধন গৃহ পতিজন,
না দেখিয়া না রহে জীবন॥
একত্র হইয়া কবে, বালক দেখিবে সবে,
বিধাতারে করয়ে বিনয়।
স্বামি সঙ্গে রজনীতে,
, আইলা বালক দেখিতে
আনন্দেতে মুখ নিরখয়॥
ছাড়ে সবে লজ্জা ভয়, আনন্দ করি হৃদয়,
ঘরে তারা না পারে থাকিতে।
ক্ষণে ইতি উতি ধায়, ক্ষণে করে হায় হায়,
এ না দুঃখ পারি না সহিতে॥
থালি ভরি স্বর্ণ ধান, একত্রে লৈয়া জান,
যৌতুকেতে ঘর ভরি গেল।
দেখিয়া বালকের জ্যোতি,
যেন পূর্ণিমার শশী,
অন্ধকার ঘর আলা হৈল॥
ভাট নর্ত্তকের গণে, নানা রত্ন আভারণে,
দিল সবে বহু ধন দান। (১)
বন্দিগণে ছাড়ি দিল, তারা সব ছুটি গেল,
নিত্যানন্দ দাস গুণগান॥

ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে নবমবিলাস।

---

(১) ঘরে আছিল যত, যৌতুক পাইল কত,
ব্রাহ্মণেরে সব দিল দান॥

দশম বিলাস।

—*—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীনিবাস ভক্তিরসাশ্রয়।
জয় জয় নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়॥
জয় জয় শ্যামানন্দ ভক্ত রসরাজ।
জয় জয় ভক্তবর রামচন্দ্র কবিরাজ॥
জন্মমাত্র বাদ্যভাণ্ড দুয়ারে বসিল।
অষ্ট দিবস পর্য্যন্ত মঙ্গল হইল॥
আখ্যান করিয়া বিপ্র শত শত গ্রামী।
বেদ পড়ি পুত্র লাগি করে বেদধ্বনি॥
এক দুই গণনাতে ছয় মাস গেল।
অন্নপ্রাশন অতি সযত্নে করিল॥
শুভক্ষণে মাতা পিতা অন্ন দিল মুখে।
ব্রাহ্মণভোজন করাইল বড় সুখে॥
কুটম্বভোজন বহু সংঘট করিলা।
যাকে যেই উপযুক্ত ধন বিলাইলা॥
রাজা শুনিল সুন্দর বালকের কথা।
স্বর্ণ রৌপ্য নানা দ্রব্য পাঠায় সর্ব্বথা॥
উকিলের হাতে সব দ্রব্য পাঠাইলা।
স্বর্ণের ভূষণ অঙ্গে সব পরাইলা॥
পঞ্চ বৎসর হৈলে তার কর্ণে ছিদ্র করি।
পড়িবার কালে তার হাতে দিল খড়ি॥
বালকের সঙ্গে পাঠ শুনিতে শুনিতে।
পুস্তক পড়িয়া আর লাগিল পড়িতে॥
বয়ঃক্রম হইল আসি দ্বাদশ বৎসর।
রূপ দেখি পিতা মাতার আনন্দ অন্তর॥
বিবাহ লাগি দৈবজ্ঞ বসাইল বিরলে।
বিলম্ব না সহে বিবাহ করাহ সত্বরে॥
চেষ্টা দেখি পিতা মাতায় ভয় উপজিল।
এইকালে ঘর ছাড়ি মনে দঢ়াইল॥
সেই রাত্রে স্বপ্নে আসি প্রভু নিত্যানন্দ।
বক্ষস্থলে হাত দিয়া হাসে মন্দ মন্দ॥
কি নিশ্চিন্তে আছ তুমি সব পাশরিলে।
পদ্মাবতী স্থানে প্রেম লওগা সকালে॥
স্নান করিবারে যাও পাবা নিজঘাটে।
বিবাহ হইলে পাছে পড়িবে সঙ্কটে॥
এইকালে নরোত্তমের চেতন হইল।
না দেখিয়া সেই রূপ উদ্বেগ বাড়িল॥
পিতা মাতা লোক আর কারে না দেখিয়া।
প্রাতে পদ্মাবতী-স্নানে চলিল উঠিয়া॥
একলা চলিল পথে লৈয়া হরিনাম।
পদ্মাবতী দেখি বহু করিলা প্রণাম॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া তীরে আসি দাঁড়াইলা।
স্নান করিবারে আসি জলে উত্তরিলা॥
চরণ-পরশে পদ্মাবতী উথলিলা।
চৈতন্য প্রভুর বাক্য স্মরণ হইলা॥
যাহার পরশে হবে প্রেমের বিকার।
তারে সমর্পিবে প্রেম কহিল নির্দ্ধার॥ (১)
সেই নরোত্তম বুঝি আইলা আমা স্থানে।
বিনয় করিয়া পদ্মা কহেন বচনে॥
তোমার নিমিত্ত প্রেম চৈতন্য গোসাঞি।
রাখিয়াছে সেই প্রেম লও মোর ঠাঞি॥
শুন শুন নরোত্তম নিবেদন করি।
প্রেম রাখি প্রভু গেলা নীলাচলপুরী॥
আপনার দ্রব্য তুমি লও হাত পাতি।
ভার সহিবারে নারে আমার শকতি॥

---

(১) তারে সমর্পিবে প্রেম স্থাপ্য যে আমার

প্রেমভরে পদ্মাবতীর নাহিক বিচার।
এই প্রেম লৈয়া কর সর্ব্বত্র প্রচার॥
সেই প্রেমে পদ্মাবতী অদ্যাপি অস্থির।
প্রেমের বিকার চিত্তে হইল অধীর॥
দিগ্বিদিক্ নাঞি ভাসি গেল জলে।
তীরে বাস লোক আর না করে সকলে॥
দুই ভাই প্রেম রাখিলেন মোর স্থানে।
আপনার দ্রব্য লও সুখ পাবে মনে॥
নরোত্তম কহে প্রেম লিয়া কি করিব।
নিলে কি হইবে ইহা এখনি দেখিব॥
এত বলি পদ্মাবতী ধরিলেন হাতে।
চলিলেন নরোত্তম পদ্মাবতী-সাথে॥
প্রেমভরে পদ্মাবতী নরোত্তম পাঞা।
হাতে তুলি দিল প্রেম আবিষ্ট হইয়া॥
পদ্মাবতী কহে তুমি রাখিবা ইহা কতি।
খাইলে মত্ততা হবে শুন মহামতি॥
পদ্মাবতী স্থানে প্রেম হাতপাতি নিলা।
তৃষ্ণাতে আকুলদেহ ভক্ষণ করিলা॥
ভক্ষণ মাত্রেতে দেহ হৈলা গৌরবর্ণ।
হাসে কান্দে নাচে গায় প্রেমে হৈল পূর্ণ॥
না দেখিয়া নরোত্তম কোলাহল হৈল।
পদ্মাতীরে নরোত্তম সবে বার্ত্তা পাইল॥
কান্দিতে কান্দিতে তারা নদীতীরে আইলা।
না দেখিয়া নরোত্তমের পরাণ উড়িলা॥
প্রেম ভক্ষণে নরোত্তম হৈল বর্ণভেদ।
না চিনিয়া বালক হৈল বড় খেদ॥
পুত্র না দেখিয়া দেখে শিশু গৌরবর্ণ।
নিজ পুত্রে না দেখিয়া শোক হৈল পূর্ণ॥
হা হা নরোত্তম বলি পড়িলেন তটে।
লক্ষ লক্ষ লোক হৈল পদ্মাবতীঘাটে॥

গর্ব্ভবতী নারী তারা চলে ধীরে ধীরে।
কান্দয়ে সকল লোক ব্যাকুল অন্তরে॥
এই সব নরোত্তম কিছু নাহি জানে।
বাহ্য নাহি নরোত্তমের চাহে চারিপানে॥
লোক নাহি বুঝে কিবা বাউলের প্রায়।
ক্ষণে লাফ দিয়া পড়ে ক্ষণে ক্ষণে ধায়॥
কিবা বা দেহের রূপ রক্ত লোমকূপে।
হা গৌরাঙ্গ বলি ক্ষণে করে অনুতাপে॥
ক্ষণে ক্ষণে তনু হয় শুষ্ককাষ্ঠপ্রায়।
পুলকে কম্পিত তনু ক্ষণে গড়ি যায়॥ (২)
লোক-কলরব আর মাতার ক্রন্দনে।
চলিলেন মাতা পিতা জ্ঞান হৈল মনে॥
দেখে তাঁর মাতা পিতা হাসে নাচে কান্দে।
পড়িলেন নরোত্তম চৈতন্যের ফাঁদে॥
মাতা পিতার রোদন নরোত্তম দেখিয়া।
সব লোক মধ্যে নরু রহে দাঁড়াইয়া॥
সাক্ষাতে আছিয়ে মাতা তুমি কান্দ কেন।
চল ঘরে যাই বাছা মোর কথা শুন॥
বাছা বাছা বলি নরোত্তম কৈল কোলে।
শত শত চুম্ব দিল বদনকমলে॥
আঁধুয়ার নড়ি মোর বাছারে নরাই।
চক্ষুর নিমিষে বাছা তে মারে হারাই॥
গৌরবর্ণ দেখি বাপু চিনিতে না পারি।
দেখিতে নয়ন জুড়ায় রূপের মাধুরী॥
চল চল অরে বাপু চল ঘরে যাই।
না পারে চলিতে পথে নাচয়ে সবাই॥
লোকভীড় ভয়ে পথে না পারে চলিতে।
হেন বুঝি সঙ্কীর্ত্তনে লাগিলা নাচিতে॥

---

(১) পুলকে কম্পিত তনু ঘন শ্বাস বয়।

ঘন ঘন হুঙ্কার করে গর্জ্জন অপার।
উর্দ্ধমুখে রোদন নয়নে শতধার॥
ঘরেতে যাইতে পথ হৈল আফুরান।
পুত্রের বিকার দেখি হরিল গেয়ান॥
ঘন ঘন দেই লাফ ঘন ঘন দৌড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে॥
দেখি অতি পিতামাতার পরাণ উড়িল।
ধরাধরি করি স্থির করি বসাইল॥
ভূমিতে বসিতে নারে করিল শয়ন।
প্রেমোন্মাদে মূর্চ্ছা যেন হরিল চেতন॥
বহির্দ্বারে আসিবারে জননী নিবারিল।
নরু কোলে করি মাতা ঘরে প্রবেশিল॥
সুন্দর করি শোয়াইয়া রাখিলা বিরলে।
শোকাকুলি পিতা মাতা পড়িল ভূতলে॥
ক্ষণেক থাকিয়া নরু করয়ে ক্রন্দনে।
পাষাণ গলয়ে তাহা করিলে শ্রবণে॥
চৈতন্য চৈতন্য বলি মারে মালসাটে।
না দেখি তোমার মুখ প্রাণ মোর ফাটে॥
কাহারে কহিব দুঃখ কে যাবে প্রতীত।
ঘরে রহিবারে মাতা নাহি রহে চিত॥
শুনিয়া নরুর কথা পরাণ উড়িল।
নরোত্তমের গলাধরি কান্দিতে লাগিল॥
শুন শুন অরে বাছা এমন বা কেনি।
কি দুঃখে কান্দহ বাপু কহ দেখি শুনি॥
তোমার অগ্রেতে মোর হউক মরণ।
পরাণ বিদরে দুঃখ না যায় সহন॥
মাতার যে দুঃখ দেখি ভয় হৈল মনে।
চিন্তা না করিহ মাতা করি নিবেদনে॥
ক্ষুধায় পীড়িত মাতা আন কিছু খাই।
খাইয়া সকল কথা কহিব এথাই॥
ভক্ষণ সামগ্রী সব প্রস্তুত আছিল।
অতি যত্ন করি তাহা সব খাওয়াইল॥
ভক্ষণ করি বসিলেন পিতার নিকটে।
কহিতে লাগিলা বড় পড়িনু সঙ্কটে॥
গৌরবর্ণ এক শিশু হৃদয় পশিল।
সেই হৈতে প্রাণ মোর এমন হইল॥
না থাকিব এথা আমি যাব বৃন্দাবন।
রাখিতে তোমরা মোরে না কর যতন॥
কহিতে কহিতে দেহে প্রেম উপজিল।
অশ্রুজলে দেহ সহিত বসন ভিজিল॥
ধরিতে না পারে দেহ যে হইল কম্প।
যোড়ে যোড়ে ঘন ঘন দেই পুন লম্ফ॥
ক্ষণে ডাকে প্রাণনাথ গৌরাঙ্গ বলিয়া।
পড়িলা প্রাঙ্গণে আসি আছাড় খাইয়া॥
হারাইলাম পুত্র মোর কান্দে পিতা মাতা।
রোদন করয়ে দুঁহে হেট করি মাথা॥
একলা গেলেন পুত্র পদ্মাবতী স্নানে।
সেই হৈতে পুত্র মোর হইল অজ্ঞানে॥
জিজ্ঞাসা করিলে অতি কান্দে দাঁড়াইয়া।
গৌরাঙ্গ বলিয়া কান্দে বুকে হাত দিয়া॥
গৌরবর্ণ দেব কোন পুত্রের শরীরে।
আনহ সে ওঝা সেই ভূত ছাড়াবারে॥
আনাইল ওঝা সেই বহু যত্ন করি।
কোন্ ভূতে পাইল ইহা কহিবে বিবরি॥
ওঝা কহে ভূত নহে কোন এক দেবতা।
মহা বায়ু ব্যাধি এই জানিহ সর্ব্বথা॥
শৃগাল মারিয়া আন শিবাঘৃত করি।
ব্যাধি না রহিবে হবে রূপের মাধুরী॥
শৃগালের নাম শুনি হাঁসিতে লাগিলা।
জীবহত্যা করি পিতা আমাকে রাখিবা॥

পুত্র স্নেহে পিতা যদি শৃগাল মারিবে।
ব্যাধি ভাল না হইবে অধিক বাড়িবে॥
পিতা মাতা ব্যাধি নহে যাব বৃন্দাবন।
বৃন্দাবন নাম করি করয়ে ক্রন্দন॥
পিতা মাতা কহে বিষ খাইয়া মরিব।
তোমা না দেখিয়া বাপু পরাণ হারাব॥
এমন বাক্য নাহি বাপু কহ আর বার।
ভিখারী হইয়া যাবে ছাড়ি ঘর দ্বার॥
নরু কহে এবে বড় বিপত্তি হইল।
ব্রজ বৃন্দাবন আর দেখিতে না পাইল॥
মনে মনে নরোত্তম উপায় সৃজিল।
বিষয়ীর প্রায় কার্য্য করিতে লাগিল॥
পিতা মাতাকে কহে সুস্থ হইলাম আমি।
আমার লাগিয়া দুঃখ না ভাবিহ তুমি॥
দেখি পিতা মাতা অতি আনন্দিত হয়।
রাত্রি হৈলে নরোত্তম বিপাকে পড়য়॥
কিরূপে যাইব আমি শ্রীবৃন্দাবন।
অন্যথা শরীরে মোর না রহে জীবন॥
সর্ব্বরাত্রি নরোত্তমের নাহি নিদ্রালব।
পিতা মাতা পরিজন সুখ পায় সব॥
এই কালে জাগিরদারের এক আশোয়ারে।
নরোত্তম লইতে আসি বসিল দুয়ারে॥
পত্র পাঠ আসিবে তোমার পুত্রকে দেখিব।
শিরোপায় ঘোড়া আমি তাহারে করিব॥
পুত্রস্নেহে তথাপিহ ভয় বড় হৈল।
কি যুক্তি করিব ইহা মনে বিচারিল॥
পাত্রমিত্র লইয়া বসিলা নরু স্থানে।
তোমা লইতে পাঠাইল শুনাইলা কাণে॥
ভাল ভাল বলি তবে হাঁসিতে লাগিলা।
আশোয়ার সঙ্গে যাই পিতাকে কহিলা॥

মাতা কহে চক্ষু মোর কোথাও না যাব।
লক্ষলাভ হৈলে আমি তোমা না পাঠাব॥
নরোত্তম বাক্য কহে মাতা পিতা স্থানে।
আমি গেলে সেই রাজা সুখী হবে মনে॥
দৈবজ্ঞ আনিয়া উত্তম দিবস করিল।
গমনের কালে নরু হাতে সমর্পিল॥
মনে মনে নরোত্তম হইল আনন্দ।
সহায় করিল মোরে প্রভু নিত্যানন্দ॥
রাজদ্বারে গেলে তুমি আমি কি করিব।
তোমা না দেখিয়া বাপু রহিতে নারিব॥
দিন দশে আসিহ বাপু গমনত্বরিতে।
আইলে বিবাহ দিব হৈয়া আনন্দিতে॥
তুমি গেলে আমি বাপু তোমার বিহনে।
বৃন্দাবনে যাব যুক্তি করিলাম মনে॥
নরুর মাতাকে বহুরূপে প্রবোধিল।
নরোত্তমে আনি তার হাতে সমর্পিল॥
সাবধানে রাখিবে নরু করি বক্ষে বক্ষে।
কোন স্থানে গেলে তারে দেখিবে চক্ষে চক্ষে॥
পুত্র হাতে ধরি গৃহ বাহির হইলা।
পুত্র কোলে করি বহু চুম্বন করিলা॥
দণ্ডবৎ হৈয়া নরু বিদায় হইলা।
তিলে শতবার ফিরি ফিরিয়া চাহিলা॥
হাসিতে হাসিতে যায় আশোয়ার সঙ্গে।
অন্তরে উথলে প্রেম ভাবের তরঙ্গে॥
যাই বিচারয়ে এক ভাল ক্ষণ করি।
যাইতেই চাই আমি রাজ বরাবরি॥
সেই রাত্রি নিদ্রা নাহি জাগে সর্ব্বরাত্র।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিচিত্র॥
দয়া কৈলা মোরে প্রভু নিত্যানন্দ।
উদ্বেগেতে নিদ্রা নাহি মনের আনন্দ॥

সেইকালে লোকগণের নিদ্রা বড় হৈল।
উঠি নিত্যানন্দ বলি বাহির হইল॥
মোর প্রভু চৈতন্য বলি যায় পশ্চিমমুখে।
পথেতে নিহারে নরু কেহো পাছে দেখে॥
ক্রমে ক্রমে পার হৈয়া রহিলা পাহাড়ি।
নরোত্তম গেলা বার্ত্তা গেল তার বাড়ি॥
সেইকালে মাতা নরুর বার্ত্তা যে পাইয়া।
ঘরের বাহির হৈয়া পড়িলা আসিয়া॥
অনাথিনী মায়ে নরু ছাড়িলা বা কেনে।
না দেখিয়া তোমা বাপু ছাড়িব জীবনে॥
আরে মোর নরু পুত্র তুমি গেলা কতি।
আউল চুলেতে কান্দে হইয়া উন্মতি॥
না জানিল নরু মোর ছাড়ি কোথা গেল।
বিধাতা দারুণ মোরে এত দুঃখ দিল॥
কোমল শরীর নরুর কেমনে হাটিবে।
ক্ষুধায় পীড়িত অন্ন কাহারে চাহিবে॥
পালাবার কালে নরু করিলে পীরিতি।
অনাথিনী মায়ে ছাড়ি তুমি গেলা কতি॥
হেন কেহো হয় মোর নরুকে রাখয়।
সকল তাহারে দিব যেবা সেই চায়॥
যত সব গোষ্ঠীগণ একত্র হইলা।
প্রবোধ করিতে সব ধরিয়া বসিলা॥
লোক পাঠাইঞা নরুকে ধরি আনাইব।
কথোদূরে যাই অবশ্য তার দেখা পাব॥
চতুর্দ্দিকে লোক বহু বিদায় করিল।
শত মুদ্রা দিয়া শত লোক পাঠাইল॥
দিকে দিকে লোক সব তল্লাশ করিতে।
না পাইল না ফিরিল কহিল ত্বরাতে॥
অনেক করিল যত্ন নারিল ফিরাইতে।
সঙ্গেতে খরচ দিল এক লোক সাতে॥
বাহুড়িয়া আসি লোক ঘরে বার্ত্তা দিল।
বহু যত্ন করিল ফিরি তবু না আইল॥
না ফিরিলা মাতা শুনি হইলা মূর্চ্ছিত।
হাহা নরু বলি বলি পড়িলা ভূমিত॥
(রাণী প্রবোধিতে যত লোক সব গেল।
রাণীর ব্যাকুলে প্রাণ ফাটিতে লাগিল॥)
নরুর গমন রীতি যেবা জন শুনে।
বৈরাগ্য প্রবল হয় যাহার শ্রবণে॥
চৈতন্যের কৃপা যারে তার এই রীতি।
এবে লিখি বৃন্দাবন গমনের ভাঁতি॥
আহারের চেষ্টা নাহি সকল দিবসে।
ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে॥
পথেতে চলিতে পায়ে হৈল বড় ব্রণ।
বৃক্ষতলে পড়ি রহে হৈয়া অচেতন॥
সফল নহিল বৃন্দাবনের গমন।
না দেখিল প্রভু লোকনাথের চরণ॥
এত বলি বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিলা।
প্রভু লোকনাথ বলি ব্যাকুল হইলা॥
কোথা গৌররায় প্রভু দেখিতে না পাই। (১)
কিবা বা হইবে মোর কোথায় বা যাই॥
প্রভু রূপ সনাতন না দেখি নয়নে।
আমার মনের দুঃখ জানে কোন জনে॥
শুনিয়া হইল লোভ কোথা গেলে পাব।
লাভালাভ নাহি জানি কিবা মোর হব॥
এবে শুন নরোত্তমের দশার প্রসঙ্গ।
বৃক্ষতলে উঠি গেল প্রেমের তরঙ্গ॥
বিরহ হইল যত কহিব বা কেহ।
শুনিতে বিদরে হিয়া নাহি বান্ধে থেহ॥

---

(১) আর ব্রজরায় প্রভু দেখিতে না পাই।

দুগ্ধভাণ্ড লৈয়া এক বিপ্র গৌরবর্ণ।
নরোত্তম এই দুগ্ধ করহ ভক্ষণ ॥
অহে বাপু নরোত্তম এই দুগ্ধ খাও।
ব্রণস্বাস্থ্য হবে সুখে পথে চলি যাও ॥
দুগ্ধ রাখি সে ব্রাহ্মণ অন্তর্দ্ধান হৈলা।
পথশ্রমে শ্রান্তদেহ অতিনিদ্রা গেলা ॥
সনাতন রূপ দুঁহে আইলা রাত্রিশেষে।
বক্ষে হস্ত দিয়া কহে ঘুচিল সব ক্লেশে ॥
শুন শুন নরোত্তম দুগ্ধ কর পান।
শ্রীচৈতন্য প্রভু আসি দুগ্ধ কৈল দান ॥
তোমা দেখিবারে আইলাম দুই ভাই।
চল চল নরোত্তম বৃন্দাবন যাই ॥
আপনে গৌরাঙ্গ তোরে দুগ্ধ আনি দিল।
পথশ্রম পীড়া দেখি অতিকৃপা কৈল ॥
এই কালে নরোত্তমের হইল চেতন।
তিনের বিচ্ছেদে বহু করিল রোদন ॥
হা হা গৌরাঙ্গ কোথা রূপ সনাতন।
লোটাইয়া পড়ি কান্দে অবশ হৈল মন ॥
কতেক কহিব সে কালের রোদন ফুৎকার।
সে কালের দশা কহিবারে শক্তি কার ॥
ব্যাকুল দেখিয়া রূপ কাতর হইলা।
সহিতে না পারি দুঁহে নিকটে আইলা ॥
সাক্ষাৎ দর্শন পাইল অঙ্গের সৌরভে।
দিগ নিহারিতে চিত্ত গদ গদ ভাবে ॥
সুবর্ণকান্তিকে যিনি দুই কলেবর।
যজ্ঞসূত্র শোভে কান্ধে রাতুল অধর ॥
কিবা দন্তপঙ্‌ক্তি হাঁসি অমিঞার রাশি।
অতি সূক্ষ্ম শিখা মাথে বাক্য কহে হাসি ॥
কপালে তিলক চারু শোভিয়াছে তায়।
তুলসী নির্ম্মিত কণ্ঠী শোভয়ে গলায় ॥
করযুগে হরিনাম লয়ে দুই ভাই।
মধ্যে মধ্যে ডাকে প্রভু চৈতন্য গোসাঞি ॥
এই মত দর্শন করিল বৃক্ষ-তলে।
শুন শুন নরোত্তম বলি কিছু বোলে ॥
বৈরাগ্যের কাল নহে এ বাল্য বয়স।
হইয়াছে কৃপা প্রভুর অশেষ বিশেষ ॥
রাজপুত্র কভু নাহি জান দুঃখ লেশ।
গৃহত্যাগে শরীরের হয় মহাক্লেশ ॥
পর্ব্বত গহ্বরের পথে যাও একাকিনী।
এইরূপে মহাপ্রভুর কৃপা হয় জানি ॥
চিন্তা নাহি উঠ বাপু যাহ বৃন্দাবন।
এ লাগি দর্শন দিল জানি তোর মন ॥
প্রভু প্রেম রাখিলেন তোমার উদরে।
তাহাতেই ভাসাইবা সকল সংসারে ॥
তাহাতে ভাসিবে কত চণ্ডাল যবন।
অবনীকে আচ্ছাদিব তোমার যত গণ ॥ (১)
দুই প্রভু গৌড়দেশে হইলা প্রকাশ।
জগ ভরি করিলেন প্রেমের বিলাস ॥
বিলাসের লাগি দুই নহে এক প্রাণ।
নিশ্চয় জানিহ তার আছয়ে প্রমাণ ॥
তাহাতে তাঁহার কৃপা আছে বলবান্।
নিজপরে জানাইলেন হঞা সাবধান ॥
আমি দুই ভাই কোন বরাক দুর্ম্মতি।
আমাতে রোপণ কৈল আপনার শক্তি ॥
সনাতন কহে অহে শুন নরোত্তম।
দুঁহার শরীরে তেঁহ একই জীবন ॥
সেই মত নরোত্তম আর শ্রীনিবাস।
প্রভু অপ্রকটে তোমা দুঁহার প্রকাশ ॥

(১) পৃথিবী তারিবে তোমার যত গণ।

নরোত্তম বাক্য শুনি বদন নিহারে।
বিনয় স্তবন করি দণ্ডবৎ করে॥
রোদন করয়ে অতি ভূমে গড়ি যায়।
ছুঁহে পদ দিল নরোত্তমের মাথায়॥
এই যে কহিল নরোত্তমের গমন।
পথে বৃক্ষতলে পাইল যেমন দর্শন॥
সনাতন রূপ কৃপা করিলা যেমন।
মোর প্রভুর আজ্ঞায় ইহা করিল বর্ণন॥
শ্রদ্ধা করি যেই জন করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে মিলে রাধা কৃষ্ণের চরণ॥
আপনে গৌরাঙ্গ কৃপা করেন যাহারে।
সংসার ছাড়ি বৈরাগ্য জন্মে তাহার অন্তরে॥
রূপ সনাতন কৃপা করেন গাঢ়তর।
মনোরথ সিদ্ধ হয় আনন্দ অন্তর॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে দশম বিলাস।

একাদশ বিলাস।

—*—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ হৃদয়॥
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা জয় বীরচন্দ্র।
জয় জয় হউক তাঁর কৃপার সম্বন্ধ॥
জয় শ্রীনিবাস জয় নরোত্তম জয়।
বহুভাগ্যে মিলে তাঁর চরণ আশ্রয়॥
আজ্ঞা হৈল শোক ছাড়ি চল মধুপুরী।
দেখ যাই লোকনাথের চরণমাধুরী॥
এইত কহিল দুই ভাইয়ের দর্শন।
সব যাত্রা মঙ্গল এই পথের মিলন॥
বৃন্দাবনে হবে সুখ বিলম্ব না করিহ।
রাধাকুণ্ডে রঘুনাথের চরণ বন্দিহ॥
লোকনাথ গোসাঞির চরণ করহ আশ্রয়।
যাঁহার আশ্রয় নিলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
এইকালে গৌড়িয়া বৈষ্ণব পাঁচ ছয়।
জিজ্ঞাসিলে পথে সবার হইল পরিচয়॥
তারা কহে চল যাই কান্দ কেন পথে।
প্রেমে গর গর চিত্ত চলি যায় সাথে॥ (১)
বৈরাগীর সঙ্গে চলে আনন্দ অন্তরে।
ঘুচিল পায়ের ব্রণ চলে ধীরে ধীরে॥
শুনিয়াছে প্রভুর বারাণসী আগমন।
অবশ্য যাইব সেই স্থান দরশন॥
বিশেষে পথের মধ্যে না কৈলে দর্শন।
তাহা অদর্শনে পাছে অপরাধ হন॥
প্রভুর গমন তাতে মহান্ত-আলয়।
তাতে পরিচয় হৈলে কৃষ্ণভক্তি হয়॥
পার হৈয়া গেলা আগে যাঁহা রাজঘাট।
বিশ্বেশ্বর যেই ঘাটে ধরিলেন বাট॥
পরিক্রমা বন্দনাদি করিল সাবধানে।
তাহা যে উত্তরমুখে করিল গমনে॥
ঘাটের বামে আছে বাড়ি অতি মনোহর।
নয়নে দেখিয়া মনে আনন্দ অন্তর॥
পূর্ব্বমুখে দ্বার বাড়ি তুলসীবেদী বামে।
সনাতনের স্থান দেখি করিল প্রণামে॥
ভিতর আবাস যাই করিল দর্শন।
প্রাচীন বৈষ্ণব বসি করেন সাধন॥
দেখিয়া নয়নে তারে দণ্ডবৎ করে।
আইস আইস বলি আনন্দ হইল অন্তরে॥
উঠি আসি দণ্ডবৎ করে কোলাকুলি।
পাদ প্রক্ষালনে জল আনি দিল তুলি॥

---

(১) বিলম্ব না করো চল আমরা যাব সাথে।

নরোত্তম কহে যেই আজ্ঞা সে তোমার।
তোমার জল ভক্ষণে ভক্তি হয় ত আমার॥ (১)
জিজ্ঞাসিল মহাশয় কহ ত নিবাস।
তোমাকে দেখিতে মনে হইল উল্লাস॥
নরোত্তম নাম মোর গড়ের হাটে বাস।
বৃন্দাবন দর্শন করি এই মোর আশ॥
সে সিদ্ধ হইল তোমার হইল দর্শন।
কৃপা করি কর কিছু ইহাই ভক্ষণ॥
ক্ষণেক অন্তর কিছু ভক্ষণ করি বসি।
ইহারে ত পরিচয় দেন হাসি হাসি॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য মোর প্রভু হয়।
তাঁর আজ্ঞা এই স্থানে সেবার নিশ্চয়॥
সেই স্থানে গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রসে।
শয়নে আছিলা রাত্রি হৈলা অবশেষে॥
সেইকালে তাঁর স্থানে হইলা বিদায়।
মনে মনে স্মরণ করি পথে চলি যায়॥
প্রয়াগে করিল স্নান ভাগ্য করি মানে।
বাস করি সেই রাত্রি করিল ক্ষেপণে॥
ক্রমে ক্রমে চলি পুন আইলা মথুরা।
ভূতেশ্বর দেখি গেলা কেশোরায় দ্বারা॥
শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দেখিল নয়নে।
শতধারা বহে বাক্য না স্ফুরে বদনে॥
বিশ্রামে স্নান করি গ্রামে উত্তরিলা।
বৃন্দাবনে শ্রীরূপের প্রত্যাদেশ হৈলা॥
শুন শুন জীব আমি পাঠাই একজন।
গড়ের হাটে বাস তাঁর নাম নরোত্তম॥
প্রীতি করি তাঁরে সমর্পিবা লোকনাথে।
বিশ্রান্তে আছেন কালি হৈতে মথুরাতে॥

(১) তোমার কৃপায় ভক্তি হয় তো আমার।

চেতন পাইয়া মনে আনন্দ হইল।
সঙ্গের বৈষ্ণবগণে আজ্ঞা যে করিল॥
নরোত্তমে আন যাইয়া মথুরা হইতে।
বিলম্ব না করিহ তারে আনিবে ত্বরাতে॥
বিশ্রান্তে স্নান সবে আসিয়া করিলা।
সেই ঘাটে সেই স্থানে আসিয়া পাইলা॥
শীঘ্র তুমি চল আর বিলম্ব না করিহ।
পুনরপি আসি ঘাটে স্নান করিহ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া সঙ্গে চলিলা ত্বরা চিতে।
প্রেমে ব্যাকুল গোবিন্দের মন্দির দেখিতে॥
মন্দিরের শোভা দেখি প্রেম উথলিল।
হা গোবিন্দ বলি মূর্চ্ছা অধিক হইল॥
ভাবাবেশ দেখি তাঁর শ্রীজীব গোসাঞি।
লোকনাথ গোসাঞি স্থানে সব কহে যাই।
শীঘ্রগতি চল গোসাঞি আমি যাই সঙ্গে।
এ দেহেতে দেখি হেন ভাবের তরঙ্গে॥
নবীন বয়স হেন বৈরাগ্য তাহার।
হইল প্রবল ভাব তাহাতে প্রচার॥
এমন রূপের শোভা কিবা গৌর অঙ্গ।
ডগ মগ করে অঙ্গ প্রেমের তরঙ্গ॥
মোর প্রভুর আজ্ঞা হৈল তাহারে আনিতে।
আনিল তাহারে যাই ঘাটবিশ্রান্তি হৈতে॥
গৌরাঙ্গ দয়ালু হৈলা পাত্র সব আনি।
হেন সঙ্গ হয় আপনার ভাগ্য মানি॥
সঙ্গে লোকনাথ করি গোসাঞি আইলা।
পড়ি আছেন নরোত্তম, গোসাঞি দেখিলা॥
মহাপ্রেম দেখি গোসাঞি বসিলেন কাছে।
নরোত্তম কার নাম বৈষ্ণবেরে পুছে॥
এই দেখ নরোত্তম পড়িয়া ধরণী।
ভাল বলি বুকে হাত দিলেন আপনি॥

হস্তস্পর্শে নরোত্তমের হইল চেতন।
নরোত্তম নিজ প্রভুর ধরিল চরণ॥
অশ্রুযুক্ত হৈয়া গোসাঞি করিলেন কোলে।
স্পর্শ পাইল নরোত্তম আনন্দ বিহ্বলে॥
তুমি যে আসিবা আজি দেখিলাম স্বপনে।
অন্ধ নেত্র পাইলাম তোমার মিলনে॥
দয়া করি চৈতন্য তোমারে পাঠাইলা।
দরিদ্র লোকেরে ধন আনি মিলাইলা॥ (১)
হাতে ধরি লৈয়া গেলা গোবিন্দ-মন্দিরে।
জীব গোসাঞি সমর্পিলা হস্তে ধরি তাঁরে॥
সাহজিক প্রেম ইঁহার দেখি দয়া হৈল।
অনায়াসে বিধি আনি রত্ন মিলাইল॥
হাতে ধরি করাইল গোবিন্দ দর্শন।
দেখিয়া গোবিন্দ মুখ হৈলা অচেতন॥
ধরাধরি লঞা গেলা আপনার কুঞ্জ।
গুরুর দর্শনে প্রেম উঠে পুঞ্জ পুঞ্জ॥
এইকালে গোবিন্দের আজ্ঞা যে আইল।
পাইতে প্রসাদ নরোত্তম সঙ্গে নিল॥
বৈরাগ্য দেখিয়া গোসাঞি সব জিজ্ঞাসিল।
আদ্যোপান্ত নরোত্তম সকলি কহিল॥
গৌরবর্ণ এক শিশু হৃদয়ে পশিল।
সেই বলে শ্রীরূপের চরণ দেখিল॥
অনাশ্রিত আছি সঙ্গে কেমনে বসিব।
একত্র বসি কেমনে বা প্রসাদ পাইব॥
শুনিয়া সকল কথা গোসাঞি হাঁসিলা।
পুনরপি তাহাকে ত কিছু জিজ্ঞাসিলা॥
আপনে কহিলে গৌরবর্ণ শিশু এক।
তাহাকে দেখিলে তুমি নয়ন পরতেক॥

আপনে প্রবেশ কৈল হৃদয়ে তোমার।
তিহোঁ জগদ্‌গুরু, চাহ গুরু করিবার॥
প্রেমরূপে আপনে চৈতন্য অবধান।
সেই প্রেম তোমার হৃদয়ে কৈল দান॥
যে প্রেম লাগিয়া সবে করেন ভজন।
তোমার অন্তরে সেই বুঝিল কারণ॥
প্রয়োজন কিবা আছে গুরু করিবার।
যেবা সাধ্য বস্তু সেই হৃদয়ে তোমার॥
অবধি বা কি আছে শুন নরোত্তম।
বাহিরে অন্তরে তোমার হেন প্রেমধন॥
সেই কৃপা সেই প্রেম আইলে বৃন্দাবন।
কিবা বা গুরুর কার্য্য সাধ্য প্রয়োজন॥
যাহার হৃদয়ে সেই থাকে রাত্রি-দিবা।
তার আর অপ্রাপ্তি আছয়ে আর কিবা॥
সেই কৃপায় হইল গোবিন্দ দরশন।
তাঁর আজ্ঞা হৈল প্রসাদ করিল ভক্ষণ॥
নরোত্তম কহে প্রভু মুঞি অতি দীন।
আপনার যে আজ্ঞা সেই সে প্রবীণ॥
সাক্ষাতে কহিতে প্রভু মনে বাসোঁ ভয়।
পুন নিবেদন করোঁ যদি আজ্ঞা হয়॥
কহ দেখি বাপু কিবা আছয়ে কথন।
দণ্ডবৎ করি করে সব নিবেদন॥
আপনে চৈতন্য কলিযুগে অবতরি। (২)
চণ্ডাল যবন আদি সকল উদ্ধারি॥
তেহোঁ জগদ্‌গুরু তাঁরে সেবে সর্ব্বজন।
তথাপি করিল তিহোঁ মর্য্যাদা স্থাপন॥
আপনে করিলা গুরু ধর্ম্ম সংস্থাপন।
সেই মত পারিষদ্ যত প্রভুর গণ॥

(১) দরিদ্র লোকের ধন আনি দেওয়াইলা।

(২) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং অবতরি।

গুরু-আজ্ঞা শিষ্য প্রতি যেই আজ্ঞা করে।
প্রাপ্য প্রাপ্ত হয় তার বাক্য অনুসারে॥
গুরু আজ্ঞা নাহি মোরে কি কহিব কথা।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিবা জানিব সর্ব্বথা॥
প্রভুর সাক্ষাতে কিবা কহিব মুঁই ছার।
নিবেদন করিতে যোগ্যতা নহিল আমার॥
যেই প্রেম যে বালক আছয়ে হৃদয়ে।
মহাপ্রভুর আজ্ঞা হৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়ে॥
শুনিয়া সকল কথা গোসাঞি হাঁসিলা।
কৃপান্বিত হৈয়া গোসাঞি সকলি কহিলা॥
একস্থানে বসিতেই ভয় বড় মনে।
আমার যোগ্যতা নাই বসি প্রভু সনে॥
নরোত্তম দেখি সবার আনন্দিত মন।
তাঁর সহায় লাগি সবে করে নিবেদন॥
বৃন্দাবনে কালাকাল নাহি মন্ত্র দিতে।
শীঘ্র মন্ত্র দেহ নরোত্তমের কর্ণেতে॥
লোকনাথ কহে আজ্ঞা হইলে না হয়।
এক বৎসর শাস্ত্র-আজ্ঞা আছয়ে নির্ণয়॥
হরিনাম দেহ কর্ণে চাহিয়ে বসিতে।
"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" লাগিলা কহিতে॥
কৃষ্ণ নাম হয় বাপু ধরে মহাবল।
তাতে রতি হইলে অবশ্য মিলিবে সকল॥
হরিনামে নরোত্তমের একবৎসর গেল।
হরিনাম দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল॥
ইহার প্রসঙ্গ কহি শুন মন দিয়া।
গুরুনির্ণয় শিষ্যনির্ণয় কহি বিবরিয়া॥
একথা শুনিলে চিত্তে হইও সাবধান।
কেহ যদি করে হেন সেই ভাগ্যবান্॥
অভ্যন্তরে লৈয়া গোসাঞি কহে নরোত্তমে।
যেই এই মর্ম্মবেত্তা সেই ইহা জানে॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞা আছে হরিনাম প্রতি।
জীবের রক্ষার লাগি দিবেন সম্প্রতি॥
কত দেহ ভ্রমি জীব নরদেহ পায়।
তাহার রক্ষার হেতু মহৌষধ চায়॥
অন্য দেহান্তরে জীবের পাপ তাপ রোগ।
তাহার খণ্ডন করে নাহি হেন যোগ॥
জন্মে জন্মে যত পাপ তাপ পাইয়া থাকে।
বিস্মরণ জীব নাহি জানে আপনাকে॥
মনুষ্যদেহ পাঞা তাহা সকলি সাধিব।
না সাধিলে সেই দেহ তেমতি পাইব॥
হেন রোগ দূর করে কৃষ্ণ ভক্তরূপে।
কৃষ্ণনাম দিলে হয়েন গুরুর স্বরূপে॥
গুরু শিষ্যে কথা এই শাস্ত্রেতে আছয়।
যেই তাহা জানে সেই অবশ্য করয়॥
তাহা না করিলে শাস্ত্র হয় অনুবাদ।
তে কারণে নহে তারে কৃষ্ণের প্রসাদ॥
কৃষ্ণরূপে শাস্ত্রদ্বারে করেন প্রচার।
সদ্‌গুরু যেহো বাক্য করিব বিচার॥
একবৎসর দেখিবেন গুরুর যে তত্ত্ব।
বিশ্বাস করিয়া মনে বুঝিব মহত্ত্ব॥
যে ক্রিয়া করিব গুরু করি নিরীক্ষণ।
যেন যোগ্য তেন সেবা করি অনুক্ষণ॥
গুরু বুঝিবেন শিষ্যের যেমত আচার।
যোগ্যতা অযোগ্য মনে করিব বিচার॥
হরিনাম সাধিব গুরু-সঙ্গে থাকি সদা।
বৈষ্ণবের সঙ্গে লোভ করিব সর্ব্বথা॥
জানিবেন শিষ্য মনে করি দৃঢ় রতি।
নহিলে কি যায় জীবের সকল দুর্ম্মতি॥
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সাধি দিবানিশি।
কোন যুগে প্রভু কৃপা হয় হেন বাসি॥

অধিক উৎকণ্ঠা হয় গুরু করেন করুণা।
ইহা সে বুঝিতে পারে কোন কোন জনা ॥
শিষ্য মন বুঝি গুরু বিশ্বাসের কথা।
যোগ্যতা নহিলে কৃপা নহিবে সর্ব্বথা ॥
এই হয় প্রাচীন বাক্য শুন নরোত্তম।
না জন্মে কৃষ্ণের কৃপা এইত কারণ ॥
বহু শিষ্য করিতে গোসাঞির আজ্ঞা নাঞি।
ইহাতে বিশুদ্ধ আছে শুন মন দেই ॥
দুই চারি শিষ্য কৈলে ধরে প্রেম ফল।
বহু শিষ্য কৈলে সব হয় ত বিফল ॥
এই যে কহিনু কথা শুন সাবধানে।
আর বা আছয়ে কত কতেক আখ্যানে ॥ (১)
কৃষ্ণনাম হন বাপু ধরে প্রেম ফল।
তাতে রতি হৈলে অবশ্য মিলয়ে সকল ॥
হরিনামে নরোত্তমের একবৎসর গেল।
তদবধি সে সাধন রাত্রিদিন কৈল ॥
দুই লক্ষ নাম সাধন নিভৃতে বসিয়া।
সংখ্যা নাম লয় বসি রাত্রিতে জাগিয়া ॥ (২)
প্রভাতে আসিয়া করে প্রণাম স্তবন।
দাঁড়াইয়া নেত্রে করে রূপ নিরীক্ষণ ॥
নরোত্তম ভাল আছ কহেন বচন।
স্বচ্ছন্দে আছিয়ে এই প্রতাপ চরণ ॥
ভাল ভাল বুলি গোসাঞি হাসেন আপনে।
দণ্ডবৎ করি কহে মোর নিবেদনে ॥
যেমনে আজ্ঞা হয় মোর জানেন অন্তর।
এই মত গতায়াত করে নিরন্তর ॥

কখন কখন আইসে ভোজনের কালে।
পাত্র-অবশেষ পাই বৈসেন বিরলে ॥
কখন কখন করেন চরণ সেবন।
যখন যে আজ্ঞা হয় করেন শ্রবণ ॥
কভু বৃন্দাবন স্থান যান দেখিবারে।
যেই স্থানে কৃষ্ণলীলা দণ্ডবৎ করে ॥
কখন শ্রীজীব স্থানে করেন আলাপন।
শুনি কৃষ্ণলীলা প্রেমে ভাসি যায় মন ॥
আর এক সাধন যেই করে নরোত্তম।
রাত্রিশেষে সেই সেবা করিলা নিয়ম ॥
যে স্থানে গোসাঞি জীউ যান বহির্দ্দেশ।
সেই স্থান যাই করেন সংস্কার বিশেষ ॥
মৃত্তিকা শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে।
নিত্য নিত্য এই মত করেন সেবনে ॥
গোসাঞি কহে এই কার্য্য করে কোন জন।
ইহা নাহি বুঝি করে কিসের কারণ ॥
হেন কালে নরোত্তম করেন গমন।
সেইকালে সেই স্থানে নাহি কোন জন ॥
ঝাঁটা গাছি পুঁতি রাখে মাটির ভিতরে।
বাহির করি সেবা করে আনন্দ অন্তরে ॥
আপনাকে ধন্য মানে শরীর সফল।
প্রভুর চরণ প্রাপ্তে এই মোর বল ॥
কহিতে কহিতে কান্দে ঝাঁটা বুকে দিয়া।
পাঁচ সাত ধারা বহে হৃদয় ভাসিয়া ॥
প্রভু লোকনাথ নরোত্তমের জীবন।
বহু জন্ম ভাগ্যে পাই তোমার চরণ ॥
মনে মনে ভাবে গোসাঞি হঞা চমৎকার।
কেমনে জানিব হেন কার্য্য বা কাহার ॥
এইরূপে বিচার করয়ে মনে মন।
কারে জিজ্ঞাসিব কার্য্য কে করে এমন ॥

---

(১) এই মত গুরু কৈলে শিষ্যের আচরণে।
(২) আপন যে যোগ্য সেবা প্রভুর করে আসিয়া।

এই শুন নরোত্তমের সাধনের কথা।
চমৎকার লাগে ইহা শুনিলে সর্ব্বথা॥
হেন কোথা নাহি দেখি শুনি নাহি আর।
গুরু প্রতি হেন প্রীতি হইব কাহার॥
এই মত সাধন সেবন করে নিতি নিতি।
হেন নরোত্তম-পায়ে সহস্র প্রণতি॥
এই মত দিনে দিনে সেবন করিতে।
গোসাঞি কহেন অবশ্য চাহিয়ে জানিতে॥
বৈশাখে বৈশাখে এক বৎসর বহি গেল।
মনে গোসাঞি তবে এক বিচার করিল॥
ছয় দণ্ড রাত্রি যবে হৈল অবশেষ।
সেইকালে গমন করিব বহির্দ্দেশ॥
তবে সে জানিব ইহা করে কোন জন।
নহিলে মনের দুঃখ না যায় সহন॥
শ্রীরূপের বিচ্ছেদে মনের গেল সাধ।
বিশেষতঃ বৃন্দাবনে হেন অপরাধ॥
কোন ব্রজবাসী আছে হেন কার্য্য যার।
লোকেরে কহিতে লজ্জা হয় ত আমার॥
মনোদুঃখে গোসাঞির এইরূপে দিন যায়।
নহিলে কি করি ইহার কি আছে উপায়॥
তার পরে নরোত্তম দর্শনে আইলা।
দণ্ডবৎ কৈলা গোসাঞি কিছু জিজ্ঞাসিলা॥
ভাল আছ নরোত্তম! কহ দেখি শুনি।
সর্ব্বসিদ্ধি প্রভুর কৃপা এই আমি জানি॥
কহিতে বাসিয়ে লাজ কহা নাহি যায়।
হাঁসিয়া গোসাঞি অতি করে হায় হায়॥
নরোত্তম প্রণমিয়া হইলা বিদায়।
দুই লক্ষ নাম সংখ্যা করেন সদায়॥
তার পরদিন গোসাঞি যান বহির্দ্দেশ।
যখন আছয়ে রাত্রি ছয়দণ্ড শেষ॥

হেনকালে নরোত্তম সেই স্থানে আছে।
ঝাঁটি দিছেন, গোসাঞি দাণ্ডা'লা তাঁর পাছে॥
ঝাঁটা বুকে নরোত্তম আছেন সাক্ষাতে।
কে বট কে বট বলি লাগিলা কহিতে॥
নরোত্তম কহে প্রভু মুঞি ভৃত্যাভাস।
চরণ কমল দুই করিয়াছি আশ॥
গোসাঞি কহেন নরোত্তম হেন কার্য্য কর।
দুঃখ বড় পাই বাপু এ সব সম্বর॥
নরোত্তম কহে ভাগ্যে মিলে এ সেবন।
হেন কৃপা কর যেন নহে অন্য মন॥
এই কথা কহি গোসাঞি শৌচেতে বসিলা।
তদবধি নরোত্তম সে স্থানে রহিলা॥
উঠিয়া আসিয়া ডাকে নরোত্তম দাস।
যোড়হাতে দাণ্ডাইলা মনের উল্লাস॥
মৃত্তিকা আনহ, জল আন ত্বরা করি।
মৃত্তিকা আনিয়া জল আনিলেন ভরি॥
দুই হাতে মৃত্তিকা সে তুলি দেন জল।
সাক্ষাতে সেবন পাইল হইল তার বল॥
কর যুড়ি নরোত্তম দণ্ডবৎ করে।
চরণ তুলিয়া দিল মস্তক উপরে॥
যমুনাতে স্নান কৈল আনন্দিত হৈয়া।
গোসাঞি কহেন নরোত্তম স্নান কর যাঞা॥
আনন্দ হই যমুনায় স্নান করি রঙ্গে।
গোসাঞি কুঞ্জকে যান ইহোঁ যান সঙ্গে॥
পাদ প্রক্ষালন কৈল স্বহস্তে নরোত্তম।
আসনে বসিলা গোসাঞি করিতে স্মরণ॥
তিলক করিল স্তব পাঠ গাঢ়তর।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ আনন্দ অন্তর॥

বসি আছেন নরোত্তম কুঞ্জের ভিতরে।
ডাকিলেন অহে বাপু আইস এই ঘরে॥
সেকালে করেন বহু দণ্ডবৎ নতি।
ডাকিয়া লইল সাক্ষাতে করেন বহু স্তুতি॥
আনাইল তুলসী চন্দন পুষ্পমালা।
কুঙ্কুম কস্তুরী আনেন কেশের রচনা॥ (১)
বামদিকে বৈস বাপু! শুনহ বচন।
দুইপদ ধরি কর আত্মসমর্পণ॥
রত্নের মন্দির রত্নসিংহাসন মাঝে।
শ্রীনন্দনন্দন বামে রাধিকা বিরাজে॥
আত্মসাৎ করহ শ্রীবিলাসমঞ্জরী।
মঞ্জুলালির বিলাসমঞ্জরী অনুচরী॥
কৃষ্ণ-বামে বেষ্টিত তব ললিতাদি গণ।
রাধিকার বামে মঞ্জরী করহ স্মরণ॥
রাধাকৃষ্ণ পদযে দেহ মাল্যচন্দন।
কুঙ্কুম কস্তুরী অঙ্গে করহ লেপন॥
একে একে সখীগণে করহ পূজন।
সখীগণ হস্তে তারে কৈল সমর্পণ॥
বিলাসমঞ্জরী তোমা সবার অনুচরী।
গুরুরূপা সখীকে দিল সমর্পণ করি॥
হস্ত ধোয়াইয়া মন্ত্র করান গ্রহণ।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র প্রথম করাইল শ্রবণ॥
কামবীজ শুনাইল অতি যত্ন করি।
পশ্চাৎ বসিয়া সব কহিল বিবরি॥
শ্রীজীবগোসাঞিকে যাঞা কর নমস্কার।
প্রার্থনা করিবে যেন করেন অঙ্গীকার॥
হস্ত ধুইল নরোত্তম যায়েন বাহিরে।
প্রার্থনা করিয়া বহু দণ্ডবৎ করে॥

ডাকিয়া ত কৃপা কৈল পাদ দিল শিরে।
চরণামৃত দিল গোসাঞি আনন্দ অন্তরে॥
শ্রীজীবগোসাঞি স্থানে যান নরোত্তম।
যাইয়া করিল দণ্ড প্রণাম স্তবন॥
কৃপা কৈল বহু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
হাসিতে হাসিতে কহেন আইস নরোত্তম॥
বহু প্রীতি কৈল গোসাঞি বসাইল স্থানে।
জিজ্ঞাসেন গোসাঞি হৈয়া আনন্দিত মনে॥
মনোরথ সিদ্ধ হৈল বাঞ্ছিত পূরণে।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় তোমার কৃপাবলম্বনে॥
মোরে রক্ষা কর গোসাঞি দিয়া নিজ বল।
আর কি কহিব পূর্ণ হইল সকল॥
পুনরপি গেলা তিহোঁ গোসাঞির নিকটে।
ভোজন করেন গোসাঞি করিলেন দৃষ্টে॥
আইস আইস নরোত্তম বৈস এই স্থানে।
পাত্র-অবশেষ দিলা হৈয়া কৃপাবানে॥
এইত কহিল নরোত্তমের মন্ত্রদীক্ষা।
পশ্চাৎ কহিব গোসাঞির ধর্ম্মশিক্ষা॥
উপাসনা যে করিল সাধনের রীতি।
মুঞি দুরাচার লেখো করিয়া প্রণতি॥
যেই ইহা শুনে নিজ শ্রবণে একবার।
তারে কৃপা করিব রাধাকৃষ্ণ পরিবার॥
যেই জন করে এই সাধন ভজন।
তাহা কি কহিব আমি করিয়া লিখন॥
এই ত নিগূঢ় অতি হয় উপাসনা।
ইহাতে অনাসক্ত আছে কত কত জনা॥
বহির্ম্মুখ স্থানে ইহা করিব গোপন।
কহিবে তাহার স্থানে যেই এই জন॥
প্রাতে আইলা নরোত্তম গোস্বামীর স্থানে।
প্রণাম করিয়া কিছু করে নিবেদনে॥

(১) কুঙ্কুম কস্তুরী আনেন কেশবের মালা।

কিবা জিজ্ঞাসিব প্রভু উপাসনা রীতি।
কৃপা করি দেহ প্রভু সম্প্রদায়ে ভক্তি॥
বৈস বাপু নরোত্তম কহি উপাসনা।
রাধাকৃষ্ণ মনে সেই করিবে ভাবনা॥
সিদ্ধদেহ সাধকদেহ দুয়ের সাধন।
এক এক করি কহি করহ শ্রবণ॥
নরলীলা-শরীর কৃষ্ণ সাধন প্রধান।
বয়ঃক্রম আষোড়শ বর্ষ তাহার প্রমাণ॥
করিল বিচার এই সাধন প্রকার।
ব্যক্ততা প্রবীণ রাধা সখীগণ আর॥
পরমপ্রেষ্ঠ সখী হন ললিতা বিশাখা।
মঞ্জরীর গণ হন সেবায় অধিকা॥
সখীখ্যাতি হন তাঁর দাসী অভিমান।
একত্র লিখিয়ে তাঁর নামের বিধান॥
শ্রীরূপ, লবঙ্গ, রতি, রস, গুণ, আর।
মঞ্জুলালি আদি করি এই নাম তাঁর॥
লীলাস্থানে জানিবেন সখীগণের স্থিতি।
এই কর্ত্তব্য এই লোভ এই সব প্রাপ্তি॥
নন্দীশ্বর জাবট সঙ্কেত বরষাণে।
কুণ্ড কুঞ্জ রাস যত জানিবেন স্থানে॥
নিত্যলীলা যত যাহা সময় জানিয়া।
যাঁর যূথ সেই সেবা করিব বুঝিয়া॥
গুরুরূপা সখীসঙ্গে গমনাগমন।
ইঙ্গিত জানিয়া লোভে করিব সেবন॥
নরোত্তম কহে প্রভু করি নিবেদন।
কিরূপে জানিব সেই সাধক আখ্যান॥
কালে বাস করিয়া ভাবের অনুসারে।
স্মরণ সেবন দুই জানিব অন্তরে॥
সেবন করিব সঙ্গে বাস সখী সঙ্গে।
কোন স্থানে মন্ত্র জপি জানি কোন অঙ্গে॥
কুঞ্জের গবাক্ষে চক্ষু রোপণ করিয়া।
যে মন্ত্র জপিব তাঁর অঙ্গ নিরখিয়া॥
কামবীজ জপিবেন কেমন সময়।
বিবরিয়া কহ প্রভু শুন দয়াময়॥
কামবীজ তাঁরে জানি বশীকরণ করি।
সর্ব্বত্র হইব বশ মন্ত্রের মাধুরী॥
মন্ত্র জপি নিরখিব জন জন করি।
বশীকরণ তাহাতেই করিল বিবরি॥
রতিকালে রাধাকৃষ্ণ করিব শয়ন।
সেইকালে এই মন্ত্র করিব স্মরণ॥
এইত কহিল শুন ইহার আখ্যান।
যে কিছু আছয়ে তার কহিয়ে বিধান॥
সখী সব সমর্থার সেবা অধিকারী।
তাহার আশ্রয় লহ সেই অনুসারি॥
যেই জন আশ্রয় করিব সর্ব্বথায়।
যে স্থানে যে স্থানে বাস রহিবে তথায়॥
রাগাত্মিকা বলি সব তাহারে জানিব।
সেই সে আশ্রয় মোর ইহা বিচারিব॥
জানিবেন দুই যূথ রাধা চন্দ্রাবলী।
দক্ষিণা আর বামা বলি স্বভাব সকলি॥
চন্দ্রাবলি জানিব মনে দক্ষিণা কর্কশা।
বামা মৃদু রাধা হন এইত লালসা॥
রাধিকার সখীগণ তাহারে জানিব।
তার নাম পঞ্চবিধা স্বভাব বুঝিব॥
যার যত অধিকার জানিবেন মনে।
রাধাকৃষ্ণ অনুরতি তাহাবলম্বনে॥
সেই সে আশ্রয় মোর ইহাই বিচার।
কৃপা করি কহ প্রভু মুঞি দুরাচার॥ (১)

(১) সেই মত উপাসনা সাধন অঙ্গ আমার।

যতেক করিলে কৃপা মুই জীব ছার।
প্রসঙ্গে করিতে নহে অন্যত্র যে আর॥
মনের বিচার এক উঠিছে আমার।
নিবেদন করোঁ যদি আজ্ঞা তোমার॥
মন্ত্র যে প্রথম কৃপা করিলে আমারে। (১)
কৃষ্ণরাধা বিচ্ছেদ ইথে জানিল অন্তরে॥
যেকালে বিচ্ছেদ সেবা তার কি করিব।
পৃথক্ পৃথক্ করি আজ্ঞা যে হইব॥
গৃহেতে সঙ্গেতে আর যান নন্দীশ্বর।
কুণ্ডকে গমন করেন বৃষভানু ঘর॥
ইহাতে জানিল কৃষ্ণ বিচ্ছেদের গতি।
ইহাতেই দিবানিশি রহিবেক মতি॥
কেমনে করিব সেবা ভাবনা অন্তরে।
পৃথক্ পৃথক্ করি আজ্ঞা হউক আমারে॥
নিবেদন কৈল এই তোমার গোচরে।
কৃপা করি কহ মোরে স্ফুরুক অন্তরে॥
অহে বাপু নরোত্তম ইহা না জানিলে।
উপাসনা কিবা প্রাপ্তি কহিব বিরলে॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে রাধা দুঃখিত অন্তরে।
সখী সব কৃষ্ণলীলা করে গাঢ়তরে॥
চিত্ত স্থির লাগি কহে রূপ গুণ কথা।
যেখানে যেখানে থাকেন যেমন ব্যবস্থা॥
আনন্দ জন্মাহ তবে রাধার অন্তরে।
সেই সঙ্গে যার বাস জানিব অন্তরে॥
তথন করিব সেবা কেমন উপায়।
মো বিষয়ে কহ প্রভু করুণা আজ্ঞায়॥
গৃহপতি স্থানে যথন থাকেন রাধিকা।
তথন তাঁহার সেবা করিব অধিকা॥

যথন একত্র রহে হইয়া মিলন।
সেবন করয়ে সখী আনন্দিত মন॥
তেমতি ভাবনা করি দেহের স্বভাব।
ইহা না করিলে হয় অন্তরায় ভাব॥
তেন মতে যূথে মিলে সেবার লালসা।
কুঙ্কুমাদি বারি চন্দন নিরীক্ষণ আশা॥
এই সব শুনিলে জানিলে অনুভব।
রাগাত্মিকাময়ী দেহ এই কার্য্য সব॥
সেই দেহ প্রাপ্তি লাগি এতেক উপায়।
জানিবে শ্রীরূপ গ্রন্থ লিখিয়াছেন তায়॥
এবে কহি পরকীয়া স্বকীয়ার গতি।
স্থান নিরূপণ কহি যেমন বসতি॥
পরকীয়া রাধা সখীগণের অন্তরে।
স্বকীয়ার যত গণ বৃন্দাবনান্তরে॥
সত্যভামা আদি করি যতেক মহিষী।
স্বকীয়া সম্পূর্ণ তাতে জানিবা প্রশংসি॥
আমার যে গতি সেই পরকীয়া মত।
তুমি এই আস্বাদন সখী অনুগত॥
যে দেহ ভাবনাময়ী ভাবাশ্রম গতি।
সে সকল সিদ্ধ হৈলে সেই দেহ প্রাপ্তি॥
অহে নরোত্তম কহি সাধনের কথা।
প্রবিষ্ট করিবে মন ইহাতে সর্ব্বথা॥
কেহ কেহ বৃন্দাবন গোলোক করিয়া।
কেহ ভাবে দ্বারকাদি সমান বলিয়া॥
আশ্রয় করয়ে এক, আর হয় প্রাপ্তি।
না শুনে শ্রীরূপের গ্রন্থ না করে অবগতি॥
এ কথা জানিবে নিশ্চয় শাস্ত্রের দ্বারায়।
কি করিলে কিবা হয় কেবা কোথা যায়॥
পুনঃ পুনঃ নিবেদিতে মনে বাসোঁ ভয়।
মন্ত্র উপাসনা নাম যত কিছু হয়॥

(১) চন্দ্র যে পৃথক কৃপা করিলে আমারে।

যেন ক [illegible] ভ্য হয়।
[illegible] বাস ভয়॥
সব শিক্ষা দিব এই রহ বৃন্দাবনে।
বিস্তার ল [illegible] কবির রোপণে॥
হেন উপাসনা নহে ধর্ম্ম কেবা জানে।
কেবা বা প্রসঙ্গ করে আছয়ে ভুবনে॥
প্রেমের উদয় হয় তোমার হৃদয়।
সে কহায় হেন কথা মোর মনে লয়॥
শুনহ মন্ত্রের কথা সাধনাঙ্গ সার।
সকল বসিয়া শুন যেবা আছে আর॥
কামগায়ত্রী শুন এই বীজ নাহি তায়।
তুই পঞ্চনাম কহি যেমন উপায়॥
যে শুনিলে আর কহি সাধনের কথা।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আর যতেক ব্যবস্থা॥
আশ্রয় আলম্বন কহি আর উদ্দীপন।
লভ্যালভ্য হয় যত কারণাকারণ॥
সিদ্ধদেহ ভাবনাময়ী সাধনাঙ্গ আর।
যেমনে উদয় হয় তাহার প্রকার॥
কৃষ্ণাশ্রয় ত্যাগ কারণ কর্ম্ম যেবা হয়।
অনন্যশরণ গতি যাঁহার আশ্রয়॥
না করিলে এই মত না হয় উদয়।
কর্ম্মদ্রোহি-মিলনে সে সব যায় ক্ষয়॥
নিত্যসিদ্ধ রাগানুগা যেই দেহ হয়।
সাধন করিলে যেন পুষ্টতা করয়॥
গুরুপাদাশ্রয় করি আদি যত হয়।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ তার প্রকরণময়॥
ভক্ষণ করিলে যেন দেহে হয় বল।
সিদ্ধদেহ তেন মত করয়ে প্রবল॥
সাধক দেহের বল নাহিক যাহার।
আলম্বন শূন্য সেই নাহিক সঞ্চার॥

নিবেদন করি প্রভু ক্ষম অপরাধ।
শ্রীমুখে শুনিতে মনে বড় হয় সাধ॥
রাগ বৈধী কহি প্রভু কহিলে আপনে।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ বৈধী ইহার কারণে॥
ভাল জিজ্ঞাসিলে বাপু শুন আর বার।
সংশয় হইলে নারে সাধন করিবার॥
শুভাশুভ শাস্ত্র ভয়ে যে করে সাধন।
তারে বৈধী করি কহে গোসাঞির লিখন॥
মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চার কৈল রূপ-দ্বারে।
সে আজ্ঞায় সাধন শাস্ত্র করিল প্রচারে॥
প্রভুরে পাঠাঞা দিল সেই গ্রন্থ সার।
পত্র দ্বারায় লিখিল যে সারাসার বিচার॥
গ্রন্থ পত্র লৈয়া লোক গেল পুরুষোত্তম।
শুনিয়া সকলে গ্রন্থ আনন্দিত মন॥
রামানন্দ স্বরূপ ডাকি করিল একত্র।
বৃন্দাবন হৈতে পাঠাইল এক পত্র॥
গ্রন্থ লিখিয়াছেন দেখ তুই মহাশয়।
প্রাপ্য প্রাপ্তি যেবা আছে যেবা কিছু নয়॥
যে আজ্ঞা বলিয়া দুহেঁ গ্রন্থ নিল কোলে।
গ্রন্থ দেখি পড়িলেন আনন্দ বিহ্বলে॥
সেই দিন হৈতে সবে করেন সাধন।
আপনে গৌরাঙ্গ করেন যত নিজ মন॥
প্রভু ত্বরায় লিখিলেন পত্র নিজ হাতে।
যে আজ্ঞা হইল প্রভুর লিখিলেন তাতে॥
এই মত ধর্ম্ম হয় সাধনাঙ্গসার।
আপনে করিলে পারে করিতে নিস্তার॥
সেই পত্র লৈয়া লোক আইল বৃন্দাবন।
বসিয়া শুনিল সব পত্র বিবরণ॥
সেই দিন হৈতে সবে করেন সাধন।
জগতে বিস্তার হৈল হৈল মহাধন॥

আপনে আচরে ধর্ম্ম কহেন লোকেরে।
তাহারেই আপনে গৌরাঙ্গ কৃপা করে॥
অন্য ধর্ম্ম কহে আপনে না করে পালন।
তাহারে চৈতন্য কৃপা না করেন কথন॥
না করে আপনে কেহো ভেদাভেদ করে।
কৃষ্ণ নাহি পায় কোন জন্মের ভিতরে॥
প্রভু স্থানে অপরাধ তার হয় বল।
শ্রীরূপের মনোদুঃখে যায় রসাতল॥
গুরুপাদাশ্রয় করি জন্ম যায় বৃথা।
যে কিছু করয়ে সব উড়ি যায় কথা॥
নরোত্তম শুনিলে এই সাধন বিবরণ।
তার প্রাপ্তি হয় লুব্ধ হয়ে যার মন॥
নাম নামী অভেদ করি লহ হরিনাম।
যার রতি হৈলে চৈতন্য হন কৃপাবান্॥
প্রথমেই গ্রহণ করাইল হরিনাম।
সেই দ্বারে জীবের খণ্ডিল কর্ম্ম জ্ঞান॥
যাঁরে কৃষ্ণ-চৈতন্য বলি এই হৈতে গুরু।
এই হৈতে আজ্ঞা আছে নাম কল্পতরু॥
যে বৈষ্ণব হইবে, লইবে হরিনাম।
সংখ্যা করি নাম লৈলে কৃপা করেন গৌরধাম॥
পূর্ব্ব অভিপ্রায়ে সবে লহ হরিনাম।
কেহ লক্ষ বিশেষতঃ মুখে গান॥
নরোত্তম লক্ষ নাম লয় সংখ্যা করি।
নাম লৈলে গৌরাঙ্গের সর্ব্ব শক্তি ধরি॥
কৃষ্ণ পদপ্রাপ্তি লক্ষ লইলে হরিনাম।
গ্রন্থি পূর্ণ হৈলে এক করিবে প্রণাম॥
জানিবে মাধুর্য্য প্রেম স্বাভাবিক রতি।
গাঢ়রূপে ভাবনা করিবে দিব্যমতি॥

এই যে সাধন অঙ্গ শুন নরোত্তম।
ক্রমে ক্রমে সাধনাঙ্গ হইবে উত্তম॥
একে একে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল।
সাধকের সাধন প্রতি অত্যন্ত প্রবল॥
অতি দুর্ব্বল লোক সে যাইবেক কতি। (১)
দ্বারে বসি নাম লবে করিয়া ভকতি॥
ইহাতে প্রবেশ কর নরোত্তম মন।
তোমার চরণ দুই আমার জীবন॥ (২)
কৃষ্ণ পাইবার তরে যার আছে সাধ।
সাবধান হবে যাতে নাহি হয় বাদ॥
রাধাকৃষ্ণ নাম যত আর ভক্তগণে।
এই স্থানে অপরাধ হবে সাবধানে॥
তিনে অপরাধ হৈলে নাহিক কল্যাণ।
দুঁহে অতি গুণ ধরে কৃষ্ণের সমান॥
সংসারে জন্মিয়া গুরুপাদাশ্রয় করে।
এই অপরাধ তার না জন্মে অন্তরে॥
স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্য তাতে করে রতি।
অবজ্ঞা করিলে তাহে হয় বড় ক্ষতি॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখ শ্রীরূপগোসাঞি।
দেখিলে সে জানিল আছে ঠাঞি ঠাঞি॥
শ্রীদাস গোস্বামীর দেখ ভজনের রীতি।
দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণবের করেন অতি ভক্তি॥
সাবধানে নরোত্তম শুন এক কথা।
অন্তর্বাহ্যে অপরাধ না জন্মে সর্ব্বথা॥
হেন অধিকারী কেবা আছয়ে ভুবনে।
আচরণ যার হেন হয় সাধ মনে॥
শুনিয়া দেখিয়া বাছা মনে কর রতি।
বৈষ্ণবমাত্রকে দেখি করিবেন অতি ভক্তি॥

(১) যদি বল থাকে তায় যার হয় রতি।
(২) অচিরে পাইবে কৃষ্ণ প্রেম মহাধন॥

উত্তম হইয়া হয় কনিষ্ঠের প্রায়।
নিশ্চয় জানিবা কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়॥
যতেক শুনিলা তাতে কর দিবা রতি।
ভজন স্মরণ কর বৃন্দাবনে স্থিতি॥
বাহির হইয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি।
বৃন্দাবনে বাস কৈল আনন্দিত মতি॥
কুঞ্জে বসি স্মরণ কর সাধনাঙ্গ যত।
যতেক মনের কথা কহিব বা কত॥
যেমত হইল আজ্ঞা তেমতি করিল।
দিনে দিনে সাধন ভক্তি বাঢ়িতে লাগিল॥
প্রভুর সেবন করে যখন যে হয়।
এই মত দিবানিশি কাল যে ক্ষেপয়॥
একদিন কুঞ্জ মাঝে করিলা শয়ন।
কিছু নিদ্রা যান কিছু বাহ্যবৃত্তি হন॥
বৃষভানু সুতা সেই কুঞ্জ মাঝে আসি।
নরোত্তম প্রতি বাক্য কহে হাসি হাসি॥
গুরুপাদাশ্রয় কর গুরুর সেবন।
তাঁর আজ্ঞা যেই তাঁহা করহ সাধন॥
মানস সেবায় তোমার এত অনুভব।
পরম লালসারূপে তোমার সেবা সব॥
সর্ব্বভাবে দৃঢ়তর দেখিয়া তোমার।
অতি বড় আনন্দচিত্ত হইল আমার॥
মধ্যাহ্নে আমার কুঞ্জে কৃষ্ণের মিলন।
তাহাতে অনেক সেবা করে সখীগণ॥
ক্ষীর পাক হয় তাহা কৃষ্ণের সুখ যাতে।
সর্ব্বসুখ হয় চম্পকলতার কুঞ্জেতে॥
তোমার নিত্য সেবা হয় দুগ্ধ আবর্ত্তন।
মোর এই সুখ যাতে কৃষ্ণ সুখী হন॥
নরোত্তম তবে বাহ্য পাইলেন মনে।
উঠিয়া বিচার তবে করেন মনে মনে॥
সেকালে যে ভাব হৈল কেহো নাহি জানে।
তৃতীয় প্রহরাবধি গড়ি যায় ভূমে॥
বাহ্য পাই মনে মনে করিল বিচার।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয় কর্ত্তব্য আমার॥
বিচার করিয়া মনে যান প্রভু স্থানে।
যে দেখিল ভালমতে করে নিবেদনে॥
অনেক প্রকারে বহু কৈল পরণাম।
প্রভুর অগ্রেতে কহে হৈয়া সাবধান॥
শুতিয়া আছিনু কুঞ্জে কিছু বাহ্য হয়।
লতা বৃক্ষ ভূমি সব দেখি স্বর্ণময়॥
এক দিব্যাঙ্গনা অগ্রে রূপ অনুপম।
কহিলেন বাহ্য হও অহে নরোত্তম॥
মধ্যাহ্নে আমার কুঞ্জে কৃষ্ণের মিলন। (১)
তাহাঞি অনেক সেবা করে সখীগণ॥
চম্পক-লতার কুঞ্জ ক্ষীর পাক হন।
আজি হৈতে তোমার সেবা দুগ্ধ আবর্ত্তন॥
চম্পকমঞ্জরী বলি দিল তোমার নাম।
রোদন সহিত কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম॥
নিবেদন করিতে চাহায় মোর মন।
তুমি মোর প্রভু আজ্ঞা করিবে যেমন॥
কম্প স্বেদ রোদন হইলা বহুতর।
বাহ্য পাই গোসাঞির আনন্দ অন্তর॥
ধন্য ধন্য নরোত্তম তুমি ভাগ্যবান্।
যাঁর পদ প্রাপ্তি তিঁহো কৈল আজ্ঞা দান॥
এত পরিশ্রম করি যাঁর সেবা লাগি।
সাধন স্মরণ করি দিবা নিশি জাগি॥
আজি হৈতে সেবা কর এই নাম তোর॥
ইহাতে যতেক সুখ আনন্দ সে মোর॥

---

(১) মধ্যাহ্নে আমার তীরে কৃষ্ণের মিলন।

সেই হৈতে আজ্ঞা সেবা আনন্দেতে কৈল।
প্রভুর যে সেবা সাধন বাড়িতে লাগিল॥
সেবা করে নিতি নিতি পরম উল্লাসে।
একদিন কি হৈল কহি তার শেষে॥ (১)
মানসে ঠাকুর করে দুগ্ধ আবর্ত্তন।
দর্শন করান লাগা আনন্দিত মন॥
শুক কাষ্ঠ আঁচ দেন উথলে বারে বার।
মনে বিচার করেন কিবা করি প্রতিকার॥
পুনর্ব্বার উথলিত হইল যখন।
হস্ত দিয়া সেই দুগ্ধ করিল রক্ষণ॥
হস্ত পুড়ি গেল বাহ্য তাহা নাহি জানে।
উতারিয়া সেই দুগ্ধ রাখে সেই খানে॥
বাহ্য পাইলে দেখে হাত পুড়িয়াছে।
হায় হায় করে আর কি বিচার আছে॥
গোসাঞি জিউর সেবা হৈল মোর বাদ।
নিশ্চয় জানিল মোর হৈল অপরাধ॥
তথাপিহ নিবেদিতে আইসে প্রভু স্থানে।
দূর হৈতে গোসাঞি দেখিল নরোত্তমে॥
বিজ্ঞ হৈয়া হৈলে তুমি অবিজ্ঞের প্রায়।
আইস আইস বলি গোসাঞি করে হায় হায়॥
ওঢ়ন-বস্ত্রে হাত ঢাকা করে পরণাম।
প্রভু কহে নরোত্তম আইস সন্নিধান॥
অনেক কান্দিলা গোসাঞি কোলে করি তারে।
কিশোরী কিশোর কৃপা করিল তোমারে॥
অনেক করিল কৃপা শ্রীজীব গোসাঞি।
ভজন স্মরণ হেন দেখি শুনি নাই॥
ইষ্ট গোষ্ঠী অনেক করিল দোহেঁ মিলি।
দুহেঁ দুহাঁ অন্তরঙ্গ করিল মিতালি॥
না দেখিল না শুনিল অদভুত কথা।
শ্রীজীব গোসাঞির সঙ্গে যাহার মিত্রতা॥
কতেক লিখিব নরোত্তমের প্রেম সীমা।
শুনিলেই প্রাপ্ত হয় রাধাকৃষ্ণ প্রেমা॥
যে জন করিব হেন সাধন স্মরণ।
সখীর সঙ্গিনী সেই জানিল কারণ॥
গুরু রতি হেন নাহি শুনি ত্রিজগতে।
বৃন্দাবনে সর্ব্বসিদ্ধি হইল সাক্ষাতে॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের প্রেম যাহার অন্তরে।
রূপ সনাতনের কৃপা যাহার উপরে॥
গুরু স্থানে দীক্ষা শিক্ষা যতেক প্রকার।
পূর্ব্বপক্ষ করে শুনে তাহার বিস্তার॥
যেই আজ্ঞা করেন গোসাঞি তাতে সাবধান।
যেই করে তার সাক্ষী তাতে বিদ্যমান॥
গৃহে পথে বৃন্দাবনে যতেক প্রকার।
কহিয়া বলিয়া কেবা পাইবেক পার॥
বহুজন্ম ভ গ্যে মিলে হৈল শ্রীচরণ।
দিবা নিশি প্রেমে ভাসে আনন্দিত মন॥
আজ্ঞা ক্রমে লিখি তাঁর ভজনের রীতি।
লেশ না ছুঞিল যায় আমার দুর্ম্মতি॥
স্মরণে সাধনে যার যায় নিশি দিবা।
কিছু লিখি তাঁর গুণ তুলনা কি দিবা॥
পশ্চাতে লিখিব সেবা ভজনের যশ।
তাহাতে ডুবিল সব যে হেন পরশ॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে একাদশ বিলাস।

---

(১) এই মত দিনে দিনে প্রেমানন্দে ভাসে।

দ্বাদশ বিলাস।

—:•:—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপানিধি।
জয় জয় নিত্যানন্দ রসের অবধি॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় অকিঞ্চন প্রাণ।
জয় জয় গৌরভক্ত গুণের নিধান॥
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র নাথ।
কৃপা করি অধমেরে কর আত্মসাৎ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া সাবধান।
শ্রীনিবাস নরোত্তমের যে গুণ আখ্যান॥
যে কিছু লিখিনু তাহা আছে অবশেষ।
তবে যে লিখিয়ে মোর প্রভুর আদেশ॥
শত হস্ত পদ মুখ না দিল বিধাতা।
লেখিতাম কহিতাম তবে ঘুচিত মনের ব্যথা॥
প্রেমরূপে অবতীর্ণ দুই মহাশয়।
যে রূপে করিলা ব্রজে গুরুপাদাশ্রয়॥
যদবধি বৃন্দাবনে করিলেন বাস।
সাধন স্মরণ কৈল পরম উল্লাস॥
গুরুসেবা ভক্তি গ্রন্থ করিল পঠন।
যাঁর যাঁর স্থানে তাহা করিয়ে লিখন॥
শ্রীনিবাস নাম ছিল আচার্য্য হৈল খ্যাতি।
কারণ লিখিব তার প্রয়োজন অতি॥
নরোত্তমের নাম হৈল ঠাকুর মহাশয়।
প্রত্যক্ষে সকল দেখ তাহার নিশ্চয়॥
সাক্ষাৎ যে রূপে তাহা করে দুই জনে।
যে দিনে যে কুঞ্জে যায় যেই যেই স্থানে॥
একত্র হইয়া দুঁহে আইলা গৌড়দেশে।
সেই সুখে যেই পথে লিখিব বিশেষে॥
আমি লিখি প্রভু আজ্ঞা করি বলবান্।
যেরূপে যেমন আজ্ঞা কৈল মোরে দান॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা গ্রন্থ প্রেমবিলাস।
যে কিছু লিখিল শেষ করিয়ে প্রকাশ॥
নরোত্তমের যেইরূপ সাধন স্মরণ।
গম্ভীর যাহার চিত্ত তাহা কি দুর্গম॥
পড়িল কতক দিন নিজ প্রভু স্থানে। (১)
কখন শ্রীজীবে যাই করে নিবেদনে॥
নাটক সন্দর্ভ পড়ে গোসাঞির স্থানে।
নিভৃতে বসিয়া তাহা পড়ান আপনে॥
এইরূপে যায় কাল আনন্দ আবেশ।
শ্রীজীব করিল প্রীতি অশেষ বিশেষ॥
শ্রীজীব গোসাঞি কহেন শুন বন্ধু কথা।
আপন মনের কথা কহিব সর্ব্বথা॥
কিরূপে কি আজ্ঞা হৈল কিবা সেবা হৈতে।
হস্ত যে পুড়িল তাহা কহ আনন্দিতে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া সব কহে বিবরণ।
অঙ্গ ফুলে শ্রীজীবের করেন রোদন॥ (২)
ভাবান্তরে কহে কিছু দুই ভুজ ধরি।
আজি হৈতে তোমার নাম বিলাস-মঞ্জরী॥
শ্রীরূপের বিলাস মূর্ত্তি তুমি মহাশয়।
আমাতে এ সব নাম অসম্ভব হয়॥
তবে হাঁসি কহে গোসাঞি এ বিচিত্র নয়। (৩)
তোমায় আমায় এক সিদ্ধনাম হয়॥
কে বুঝিতে পারে তোমার সাধন আশয়।
আজি হৈতে তোমার নাম ঠাকুর মহাশয়॥

---

(১) আছিল কতক দিন নিজ প্রভু স্থানে।
(২) অঙ্গ ফুলে মহাপ্রেমে করেন রোদন।
(৩) তবে হাসি কহেন গোসাঞি ইহা কি নয়।

ঠাকুর প্রণাম করে গোসাঞি করে আলিঙ্গন।
দৈন্য সবিনয় কহে কাকুতি বচন ॥
আজ্ঞা হয় যদি নিবেদয়ে পুনর্ব্বার।
মোরে যেইরূপে আজ্ঞা হৈল রাধিকার ॥
শ্রীমুখে কহিল নাম চম্পকমঞ্জরী।
জানিয়া দুহাঁর গুণ সমান মাধুরী ॥
পুনর্ব্বার আলিঙ্গয়ে শ্রীজীব গোসাঞি।
হেন [illegible] স্মরণ দেখি নাঞি ॥
অবেদ্য তোমার নাহি কোন তবে আর।
বৃন্দাবনে সর্ব্বসিদ্ধি হইল তোমার ॥
গৌরাঙ্গের প্রেমরূপে জন্ম হৈল যার।
তোমার প্রেমেতে সব ভাসিল সংসার ॥
শ্রীদাসগোস্বামী এক দিন কুণ্ডতীরে।
ঠাকুর মহাশয় নাম শুনিল নির্ভরে ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ শুনি তাঁর স্থানে।
ভজনের গুণ আছে সর্ব্বত্র প্রমাণে ॥
শ্রীদাসগোস্বামী কহে শুন কৃষ্ণদাস।
নরোত্তম দাস হৈল কৃপার প্রকাশ ॥
যে করিল গুরু-সেবা যে ভজন রীতি।
তাহাতেই এই সাক্ষী দেখিল সংপ্রতি ॥
গুরুকৃপা সাধন করিলে হেন হয়।
শ্রীরূপের গ্রন্থে বাক্য আছয়ে নির্ণয় ॥
গৌড় বৃন্দাবনে যার ভজনের যশ।
যে কেহো শুনয়ে হয় প্রেমেতে আবেশ ॥
লোকনাথ গোপালভট্ট এ দুই গোসাঞি।
বসি আছেন কৃষ্ণ-আলাপনে এক ঠাঞি ॥
হেন কালে শুনিলেন এই সব কথা।
এ হেন ভজন তারে মিলয়ে সর্ব্বথা ॥
শ্রীভট্টগোসাঞি কহে ধন্য এ জীবনে।
সব মনোরথ সিদ্ধি হৈল বৃন্দাবনে ॥
লোকনাথ গোসাঞি হাঁসেন মুখে দিয়া কর।
মুখে কিছু নাহি কহে আনন্দ অন্তর ॥
শ্রীভট্টগোসাঞি লোকনাথে নিবেদয়।
যাহাতে তোমার কৃপা এতাদৃশী হয় ॥
যেহোঁ শ্রীরূপের শক্তি শ্রীজীবগোসাঞি।
তেহোঁ যাঁরে বন্ধু কহে হেন দেখি নাই ॥
রাধিকা জীউর কৃপা যাঁহার হৃদয়।
সার্থক ইহাঁর নাম ঠাকুর মহাশয় ॥
কতেক লিখিব গুণ কহনে না যায়।
শ্রীনিবাস সাক্ষাৎ লিখিব সর্ব্বথায় ॥
সংস্কৃত নহে এই পয়ার নির্ব্বন্ধ।
বহুবিধ বাক্য বাঢ়ে অনেক প্রবন্ধ ॥
এক দিন নরোত্তম গোসাঞির সাক্ষাতে।
সেইকালে শ্রীনিবাস গেলা আচম্বিতে ॥
শ্রীলোকনাথ গোসাঞি আছেন বসিয়া।
শ্রীনিবাস দাঁড়াইলা প্রণাম করিয়া ॥
যোড় হাতে নরোত্তম রহে সেই স্থানে।
হেনকালে শ্রীনিবাস দেখিল নয়নে ॥
আইস বন্ধু বলিয়া ধাইয়া করে আলিঙ্গন।
অন্ধে চক্ষু পাইয়া ধন্য মানিল জীবন ॥
বিধি অনুকূল হৈল জানি এত দিনে।
তোমা সহ সাক্ষাৎ হইল বৃন্দাবনে ॥
অনেক আনন্দ হৈল তোমার মিলনে।
জন্ম দুঃখী বহু রত্ন পাইল হেন মানে ॥
ঠাকুর মহাশয় কহে শুন মহাশয়।
মুঞি দীনে কৃপা কর হইয়া সদয় ॥
প্রভুর নিকটে কহিতে মনে বাসি ভয়।
যোড় হাত করি কহে করিয়া বিনয় ॥

প্রেমে ফুলে দুহাঁর অঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার।
কতদিনে আগমন হৈল আপনার॥
একবর্ষ তিনমাস প্রভুর দর্শন।
বৈশাখ মাসে আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ॥
অতি বিরক্ত তিন মাস নিবেদন করি।
দুহাঁর অবশ চিত্ত ক্ষণেক সম্বরি॥
শ্রাবণের শুক্লপক্ষে পঞ্চমীর দিনে।
গোসাঞি নিকটে কুঞ্জে দুহাঁর মিলনে॥
গোসাঞি হাঁসিয়া কহে শ্রীনিবাস প্রতি।
কোথা হে ইহার বাস জানহ সম্প্রতি॥ (১)
শ্রীনিবাস, প্রভু প্রতি করে নিবেদন।
গড়ের হাটে কৃষ্ণানন্দ রায়ের নন্দন॥
পরম সদ্‌গুণ হন নাম নরোত্তম।
তোমার চরণ সম্বন্ধে আমার প্রাণ সম॥
সেই দিন হৈতে ইহাঁর প্রীতি হয় গাঢ়তর।
কখন বাসাতে যান আনন্দ অন্তর॥
কখন সাক্ষাৎ দুহে হন বৃন্দাবনে।
নিভৃতে বসিয়া কহেন কথোপকথনে॥
শ্রীনিবাস করে নিজ গোসাঞির সেবন।
রন্ধন করিয়া কভু করান ভোজন॥
শ্রীজীবগোসাঞি স্থানে গ্রন্থ পড়েন যাঞা।
কখন স্মরণ করেন কুঞ্জান্তরে গিঞা॥
শ্রীরূপের স্থানে জীব যত পড়িয়াছিলা।
শ্রীনিবাস হৃদয়ে সব অর্থ প্রকাশিলা॥
ব্রজলীলা নাটক সন্দর্ভ পড়াইলা।
শ্রীরূপের গ্রন্থের অর্থে প্রবীণ করিলা॥
একদিন শ্রীজীব গ্রন্থ করেন নিরীক্ষণ।
ললিতমাধব গ্রন্থে যে সব রচন॥

কৃষ্ণের মথুরা গমন অতি গাঢ়তর।
সে বিচ্ছেদে প্রাণ ত্যাগ রাধা-পরিকর॥
গোসাঞি লিখেন জীব করেন ভাবন।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িলা তখন॥
বহুক্ষণে চেতন পাই উঠি বসি আছে।
আহা মরি করি দিক্ নিহারয়ে পাছে॥
বৃক্ষলতা কুঞ্জ সব মলিন হইয়াছে।
হেঁঠমুণ্ডে রহে জল তাহে বরিষিছে॥
সম্মুখে কদম্ববৃক্ষ তাহে প্রফুল্লিত।
পুষ্প দুই চারি তাহে দেখি আনন্দিত॥
ভাবিত হইল চিত্ত গোসাঞি দেখিয়া।
হেনকালে শ্রীনিবাস উত্তরিলা গিয়া॥
গোসাঞি কহিল শ্রীনিবাস বৈস তুমি।
মনে উঠিয়াছে প্রশ্ন নিবেদিব আমি॥
প্রভু মোর কি যোগ্যতা আছে বুঝিবার।
জিজ্ঞাসিবেন প্রত্যুত্তর দিবার আমার॥
তোমার রোপিত দেহ আপনে কহিব।
যদি ভাগ্য প্রচুর থাকে সকল শুনিব॥
গোসাঞি কহেন শ্রীনিবাস কর অনুভব।
বৃক্ষলতা কুঞ্জ মলিন হইয়াছে সব॥
তাহাতে বরিষে জল এ আশ্চর্য্য বড়।
নবীন লতা ষড় ঋতু অতি রহে দড়॥
কেন বা এমন হয় এই বৃন্দাবন।
নবীন লাজ ষড় ঋতু রহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেখি চমৎকার হৈল চিত্ত সে আমার।
কে আর আছয়ে এই তত্ত্ব কহিবার॥
কহিয়া রাখহ প্রাণ হইয়াছি ব্যাকুল।
না কহিলে হৃদয়ে রহয়ে এই শূল॥
শ্রীনিবাস কহে প্রভু নিবেদি চরণে।
প্রহরেকে আসিব তোমার সন্নিধানে॥

(১) গোসাঞি কহেন ইঁহার বাস জানহ সম্প্রতি।

ভাল ভাল বলি গোসাঞি কহিল তাহারে।
বাসায় নিভৃতে বসি ভাবিহ অন্তরে॥
ভাবিতে অন্তরে উঠি গেল এক কথা।
সেই শক্তিবলে তাঁর কহিব সর্ব্বথা॥
শ্রীরূপ চরণ ধ্যান মনে করি গেলা।
যাইয়া দেখিলা গোসাঞি বসিয়া আছিলা॥
দূরে হৈতে শ্রীনিবাস নয়নে দেখিলা।
অতি আদর করি তাঁরে নিকটে বসাইলা॥
কহ কহ শ্রীনিবাস যাতে ধৈর্য্য রয়।
করযুড়ি সাক্ষাতে সকল নিবেদয়॥
কৃষ্ণের লীলার লাগি এই বৃন্দাবন। (১)
তাতে বিশেষতঃ আছে সব কুঞ্জবন॥
কৃষ্ণ গৃহে গেলে যত কুঞ্জলতা বন।
বিমর্ষ হইয়া তাহে সবে মলিন হন॥
যবে কোন লীলা কালে আইসে সেই বনে।
ম্লান যায় প্রফুল্লিত হয় বাহে মনে॥
তাহাতে বিশেষ আছে অন্যত্র গমন।
তাহাতে কি প্রাণে জিয়ে তরু লতাগণ॥
আভাস শুনি গোসাঞির দুই নেত্র ঝরে।
পুন পুছে শ্রীনিবাসে আনন্দ অন্তরে॥
তার যে কদম্ব তাতে প্রফুল্লিত হন।
বাল্যকালে নিজকরে করিল রোপণ॥
মথুরায় রহি কৃষ্ণ মনে আকর্ষয়।
সেই যে রোপিত বৃক্ষ কত বড় হয়॥
এই লাগি প্রফুল্লিত হন ক্ষণে ক্ষণে।
মোর গম্য এতদূর কৈল নিবেদনে॥
কোলে করি কান্দে গোসাঞি দিলে প্রাণ দান।
মোর প্রভুর শক্তি তুমি ইথে নাহি আন॥

আজি হৈতে তোমার নাম শ্রীনিবাস আচার্য্য।
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন লাগি করাইবে কার্য্য॥
সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের আরতি দর্শনে।
শ্রীনিবাসে লৈয়া সঙ্গে করিলা গমনে॥
আরতি দর্শন করি প্রণাম করিলা।
পূজারি আনি গোবিন্দের প্রসাদ মালা দিলা॥
সবারে কহিল শ্রীনিবাস বিবরণ।
ইহার যোগ্যতা কিছু শুন সর্ব্বজন॥
ক্রমে ক্রমে কহিলেন যতগুণ তাঁর।
আজি হৈতে হৈল নাম আচার্য্য ইহাঁর॥
সবেই সম্মত কহে যে আজ্ঞা তোমার।
গোবিন্দের আনি দিল প্রসাদ পুষ্পহার॥
কুসুম তিলক দিল কুঙ্কুম লেপন।
সভাই আচার্য্যধ্বনি করিল তখন॥
আনন্দিত চিত্ত হৈলা আচার্য্য ঠাকুর।
অশ্রুযুক্ত হৈয়া কৈল প্রণাম প্রচুর॥
যাঁহাকে যেমন আচরণ সম্ভাষিলা।
শ্রীজীবগোসাঞি যাই আলিঙ্গন কৈলা॥
তথা হৈতে আইসেন নিজ বাসস্থান।
সেদিন হইতে হৈল আচার্য্য আখ্যান॥
লোকনাথ গোসাঞি শুনি এসব আখ্যান।
পরম আনন্দচিত্ত হৈল কৃপাবান্॥
নিজ প্রভুর চরণে যাই প্রণাম করিলা।
শিরে হস্ত দিয়া বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা॥
লোকনাথ গোসাঞি স্থানে গেলা সেইক্ষণে।
প্রণাম করিয়া পড়ে তাঁহার চরণে॥
আপনি কহিলা মুখে কহিলা আচার্য্য।
শ্রীজীবের আজ্ঞাবলে তুমি হৈলে আর্য্য॥

---

(১) কৃষ্ণের বিলাস লাগি এই বৃন্দাবন।

ঠাকুর মহাশয় আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
সম্ভাষণ করি আচার্য্য আলিঙ্গন কৈলা॥
সেই রাত্রে বিচারিলা শ্রীজীবগোসাঞি।
প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিব সর্ব্বথাই॥
মোর প্রভুর গ্রন্থের অনুসারে যত ধর্ম্ম।
গৌড়দেশে কেহ ত না জানে ইহার মর্ম্ম॥
এই সব গ্রন্থ লৈয়া আচার্য্য গৌড়ে যায়।
ঠাকুর মহাশয় সঙ্গে হইব সহায়॥
কার্ত্তিকব্রত মহোৎসব সম্পূর্ণ কারণে।
শ্রীজীবগোসাঞি বহু কৈলা আয়োজনে॥
সামগ্রীর কথা আমি লিখিব বা কত।
গাড়ি ভরা দ্রব্য আইল তার শত শত॥
পত্রী সব বৈষ্ণবেরে পাঠান কুণ্ডতীর।
শ্রীদাস গোস্বামী আর কবিরাজ ধীর॥
সর্ব্বত্র লিখিল পত্র গমন দশমী দিবস।
কৃপা করি সবে মিলি আসিবেন অবশ্য॥
শ্রীভট্ট গোসাঞি আর লোকনাথ গোসাঞি।
ভূগর্ভ যতেক আর অন্য অন্য ঠাঁই॥
কতেক লিখিব আর আমন্ত্রণ কথা।
আসিতে লাগিল বৈষ্ণব আছে যথা তথা॥
আগমন হৈল কারো দশমী দিবসে।
কোহো পরদিনে একাদশীতে আইসে॥
পরম আদরে গোসাঞি দিল বাসস্থান।
যাঁহারে যেমন ভক্তি যেমন সম্মান॥
লিখন বাহুল্য হয় গমনাগমনে।
সবাই আইলা তাঁহা কে করু গণনে॥
একাদশী রাত্রি হৈতে চড়িল রন্ধন।
কেহো কেহো রুটি করে কেহ রান্ধে অন্ন॥
মিষ্টান্ন পকান্ন করে ব্যঞ্জনাদি আর।
শ্রীজীবগোস্বামী দেখি আনন্দ অপার॥
দশ দণ্ড দিনে হৈল প্রস্তুত সকল।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম সর্ব্বত্র কোলাহল॥
স্থান করাইল সব সংস্কার করিয়া।
ভোজন সামগ্রী কৈল বণ্টিত হৈয়া॥
রাধাকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ স্থানে।
সামগ্রী ধরিল আনি করিয়া যতনে॥
সনাতন রূপ রঘুনাথভট্ট আর।
স্বরূপ শ্রীরামানন্দ পার্ষদ অপার॥
ভোগ লাগাইল সভায় আচার্য্য আপনে।
শ্রীজীব গোসাঞি তবে কহে বিবরণে॥
ভোজনে বসাইয়া সভায় হইলা বাহির।
ততক্ষণে শ্রীজীব কিছু হইলেন স্থির॥
দুই দণ্ড অতিরিক্ত শ্রীজীবগোসাঞি।
আচমন দিতে কহিলেন আচার্য্যের ঠাঞি॥
সেইক্ষণে আপনে শ্রীজীব গোসাঞি যাইয়া।
রঘুনাথ গোপালভট্টে আনিল ডাকিয়া॥
লোকনাথ গোসাঞি আইলা আর সব যত।
অগণ্য বৈষ্ণব বসে আইলা কত শত॥
আসিয়া বসিলা সভে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।
কত শত চন্দ্রাক্ষ দীপ্ত হইল সেই স্থানে॥
তাম্বুল আরতি কৈল আচার্য্য ঠাকুর।
সর্ব্বত্র করেন স্তব পঠন প্রচুর॥
সর্ব্ব ভক্তে নিরখয়ে আনন্দিত মন।
বাহির হইয়া করেন প্রণাম স্তবন॥
তবে ত শ্রীজীবগোসাঞি করিয়া বিনয়।
ভক্ষণের স্থান করি যদি আজ্ঞা হয়॥
সভে মিলি সম্মতি করিলা সেইক্ষণে।
প্রসাদ পাইতে বসিলেন স্থানে স্থানে॥

যেন যোগ্য তেন মত আসন করিলা।
কেহো কার ডাহিনেতে বামেতে বসিলা॥
প্রণাম করি'আচার্য্য করেন পরিবেশন।
প্রসাদের সৌরভে সভার আনন্দিত মন॥
আপনে শ্রীজীব দ্রব্য দেওয়ান সভারে।
অশ্রুযুক্ত হন ধন্যমানে আপনারে॥
নিরখে সভার অঙ্গ হৈয়া অতি শোভা।
প্রেমময় মূর্ত্তি যেন করে দিব্য আভা॥
হেন কালে উঠে গোসাঞি করিয়া রোদন।
কোথা গেলা মোর প্রভু রূপ সনাতন॥
সেই কালে যে হইলা প্রেমের তরঙ্গ।
কতেক লিখিব যেই যতেক প্রসঙ্গ॥
আচমন কৈল সভে দিল মুখবাস।
শ্রীজীবগোসাঞির চিত্তে পরম উল্লাস॥
নিজবাসা যাই সবে বসিলা আসনে।
অনন্য হইয়া রহে কৃষ্ণ আলাপনে॥
আর দিন মহোৎসব তেন মত হয়।
দ্রব্য সামগ্রী যত ততোঽধিক হয়॥
সকল গোসাঞি বসিলা একত্র হইয়া।
কৃষ্ণলীলা কথা কহে আনন্দিত হৈয়া॥
তারপর শ্রীজীব প্রসঙ্গ পাইয়া কথনে।
সবারে কহেন শ্রীনিবাস বিবরণে॥
বহু শ্রমে সর্ব্ব শাস্ত্র পঢ়াইল ইহাঁরে।
সবে মিলি কৃপাকর ইহাঁর উপরে॥
আমার প্রভুর শক্তি হয় ইহাঁ প্রতি।
শ্রীভট্টগোসাঞি ইহাঁরে কৃপা কৈল অতি॥
এ চরণ আশ্রয় করিল যেই দিন।
সর্ব্ব শাস্ত্র যুক্তিতে হইলা প্রবীণ॥
তোমরা সকল পুর্ব্বে হও এক গণ।
সেই লাগি প্রভুদত্ত দিল বৃন্দাবন॥
লক্ষগ্রন্থ কৈল সেই শক্তি করুণায়।
তোমরা তাহাতে অতি করিলা সহায়॥
অন্ধ্র দেশ হৈতে প্রভুর নিজাত্মা গৌড়
দেশ।
সর্ব্ব মহান্তের বাস অশেষ বিশেষ॥
এ ধর্ম্ম প্রকট হয় গ্রন্থ পরচার।
যেমনে হয়েন তার করহ প্রকার॥
সবেই সম্মত হৈয়া কহে এক কথা।
রূপের স্বরূপ সবে জানয়ে সর্ব্বথা॥
এ সকল সিদ্ধ হয় যেমত উপায়।
সবেই আনন্দ অতি করিব সহায়॥
তবে ত শ্রীজীব কহে শুন মহাশয়।
শ্রীনিবাস আচার্য্য যান যদি কৃপা হয়॥
অন্য কেহো যোগ্য নহে ইহা প্রচারিতে।
ঠাকুর মহাশয় যান ইহাঁর সহিতে॥
লোকনাথ গোসাঞি কৃপা কৈল অতিশয়।
সমান যোগ্যতা দুঁহার সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥
গাড়ি ভরি গ্রন্থ লইয়া যান গৌড়দেশ।
এ দুঁহার প্রীত হয় সবার আদেশ॥
তোমার যে আজ্ঞা হয় সম্মতি সবার।
তোমরা এই দুই জনে কর অঙ্গীকার॥
আচার্য্য ঠাকুর আর ঠাকুর মহাশয়।
দণ্ডবৎ করি কহে করিয়া বিনয়॥
যদি আজ্ঞা হয় প্রভু রহি বৃন্দাবনে।
প্রভুর চরণ সেবা করি রাত্রি দিনে॥
সবার দর্শন করি অন্য মন নয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা পায় যদি আজ্ঞা হয়॥
বড় ধর্ম্মরক্ষা প্রভু ধর্ম্ম প্রচারণ।
সবার আজ্ঞায় গৌড় করহ গমন॥

শ্রীজীবগোস্বামী কহে ভট্টগোস্বামীরে।
তোমার কর্ত্তব্য যেই সম্মতি আমারে॥
লোকনাথ প্রতি কহে কি আজ্ঞা তোমারে।
তোমার যে আজ্ঞা হয় সে কর্ত্তব্য করে॥
সেইকালে দুইজনে দণ্ডবৎ করি।
নিকটে আনিয়া তাঁর শিরে হস্ত ধরি॥
সবে মিলি করে দুঁহারে শক্তি সঞ্চারণ।
তোমা দুঁহায় কৃপা করেন রূপ সনাতন॥
সবার জীবন নরোত্তম শ্রীনিবাস।
শ্রীরূপের আজ্ঞায় সর্ব্বত্র করহ প্রকাশ॥
সর্ব্বত্র জয় তোমা দুঁহার করিবে।
যে তোমার শাখা তাহে জগৎ ব্যাপিবে॥
পুনরপি সেই দিন ভোজন আনন্দ।
একত্র রহিলা তথা সবাই স্বচ্ছন্দ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি হইলা বিদায়।
না জানিয়ে কত সুখ হইল তথায়॥
শ্রীআচার্য্যঠাকুর ঠাকুর মহাশয়।
দণ্ডবৎ করি যায় প্রেমেতে ভাসয়॥
সবে কৃপা কৈল অতি আনন্দ হিয়ায়।
সর্ব্বত্র মঙ্গল দেখি লোক আইসে যায়॥
গৌরাঙ্গের শক্তি বিনা এত কার হয়।
ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন কর সর্ব্বত্র হউক জয়॥
সর্ব্বত্র বিদায় হৈয়া যান নিজ স্থানে।
শ্রীজীবগোস্বামী তবে বিচারিলা মনে॥
মহাজন সেবক আছে মথুরানগরে।
নিজহস্তে পত্র লিখি পাঠাইল তারে॥
পত্র শুনি মহাজন শীঘ্রগতি আসি।
দণ্ডবৎ কৈল শিরে চরণ পরশি॥
ভাল গাড়ি চারি বলদ বলিষ্ঠ যেন হয়।
দশ মনুষ্য-সঙ্গে সেই নিজ পরিচয়॥

আচার্য্য ডাকিয়া তারে করাইল মিলন।
মোর প্রভু লক্ষ গ্রন্থ করিল বর্ণন॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাহে বৈষ্ণবের আচার।
তিঁহো গৌড়দেশে লঞা করিবেন প্রচার॥
মোমজামা আনিয়া দিও উপরে বেঠন।
পথে লঞা যাবেন সব করি সঙ্গোপন॥
কিছু দ্রব্য দিল তাঁর হস্তের উপরে।
কিছু সহায় কৈল তিহোঁ আনন্দ অন্তরে॥
দশদিনে প্রস্তুত করি আন মোর স্থানে।
আপনে গাড়ির সহিত করিবা গমনে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া তিহোঁ গেলা নিজ ঘরে।
গাড়ি মোমজামা সাজ করিলা সত্বরে॥
শ্রীজীবগোস্বামী এক বৈষ্ণবের দ্বারে।
ঠাকুর মহাশয়ে ডাকি বৈসে কুঞ্জান্তরে॥
শুন নরোত্তম তোমায় কহি এক কথা।
এই শ্যামানন্দ ছিলা মোর স্থানে এথা॥
ইহারে ত লৈয়া যাও কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গে।
নিজ দেশে পাঠাইবা লোক দিয়া সঙ্গে॥
খরচ সহিত দিবে দুঃখ নাহি পায়।
সর্ব্বভাবে করিবেন ইহার সহায়॥
শুন শুন শ্যামানন্দ আমার বচন।
এই নরোত্তম হন আমার জীবন॥
আমাকে জানহ যেমন ইহাঁকে জানিবে।
ভজন-প্রসঙ্গ-কথা ইহাঁরে জিজ্ঞাসিবে॥
ভয়ে কিছু আমাকে না করো প্রশ্ন আর।
তাহা জিজ্ঞাসিবে মনে আছয়ে তোমার॥
কিম্বা সাধনাঙ্গ আর সিদ্ধদেহ কথা।
নিগূঢ় প্রসঙ্গ যত কহিবে সর্ব্বথা॥
আদ্যোপান্ত প্রসঙ্গ ইহার শুনিয়াছি যত।
সকল লিখিব তাহা করিয়া বেকত॥

জন্ম আগে লিখি ইহার হয় কোন দেশ।
বৃন্দাবন গমন ইহার লিখিব বিশেষ॥
যে মতে সংসার ত্যাগ করিয়া আইলা। (১)
তাহার বিশেষ লিখি গুরু আজ্ঞা হৈলা॥
শুন শ্রোতাগণ মনে করি পরিহার।
ব্যতিক্রম করি মনে না লবে আমার॥
প্রভুমুখে শুনি লিখি এই সব কথা।
এ সব শুনিয়া মনে নাহি পাবে ব্যথা॥
গৌড়দেশে জন্ম নহে কেবল দক্ষিণে। (২)
তাহার বিষয় কিছু করি নিবেদনে॥
সৎকুল-প্রসূত গোপীজনকুলে জন্ম।
কিরূপে জানিল ভাগবতধর্ম্ম-মর্ম্ম॥
পূর্ব্ব-উপার্জ্জিত সাধন আছিল ইহার।
তাহা বিনা হেন দশা হয় বা কাহার॥
বিরক্ত হৈল চিত্ত কৃষ্ণ পাই কি প্রকারে।
অবশ্য চাহিয়ে আমি গুরু করিবারে॥
রাত্রে উঠি সংসার ছাড়ি গেলা দূরদেশ।
সব দূর কৈল লৈল বৈরাগীর বেশ॥
পিতা মাতা দুঃখ পাই বহু অন্বেষিল।
অনেক করিল তত্ত্ব লাগি না পাইল॥
বামে পথ ছাড়ি দিয়া তলপথে যায়।
কতক দিবসে গ্রাম নাড়াদেউ পায়॥
চেওয়া নগর দিয়া খানাকুলে যায়।
গোপীনাথ দর্শন করি মহাসুখ পায়॥
ভাগ্য করি মানে পাট করিয়া দর্শনে।
কোথা যায় কোথা থাকে কিছুই না জানে॥
আর দিন অম্বিকাতে গেলা সন্ধ্যাকালে।
একাকী বসিলা তিহোঁ যাইয়া বিরলে॥

সে ঠাকুর বাড়ির শোভা অতি মনোহর।
চৈতন্য নিত্যানন্দ দেখি আনন্দ অন্তর॥
আরতি করিল কত শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি।
কৃষ্ণ-নামসঙ্কীর্ত্তন বিনা অন্য নাহি শুনি॥
কেহ নাচে কেহ কান্দে গড়াগড়ি যায়।
সেই সুখে ডুবিল চিত্ত লাগিলা হিয়ায়॥
প্রহরেক রাত্রি গেল বৈষ্ণব ভোজন।
দেখিয়া আইলা তবে সেবক একজন॥
জিজ্ঞাসিলা কোথা থাক কহ ভাই তুমি।
নিবেদিল দক্ষিণ দেশেতে থাকি আমি॥
ঠাকুর মহাশয়ের আজ্ঞা প্রসাদ পাইতে।
প্রবেশ করিল বাড়ি বৈষ্ণব সহিতে॥
দেখিল ঠাকুর বৈষ্ণবগণ সঙ্গে বসি।
কৃষ্ণকথা কহে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসি॥
দেখিয়া প্রণাম করি প্রসাদ পাইলা।
স্বচ্ছন্দে প্রসাদ পাই আচমন কৈলা॥
আসনে বসিলা যাই ভাবে মনে মনে।
কোন সেবা করি কাল করিব ক্ষেপণে॥
শয়ন করিলা রাত্রে হইল বিহান।
রাসমণ্ডলে ঝাটি দেন করে কৃষ্ণগান॥
হেনকালে ঠাকুর আইসে দণ্ডবৎ করে।
দর্শন করিল তাঁরে আনন্দ অন্তরে॥
নিরখিয়া রূপ দুঁহে করেন প্রণাম।
ভাল ভাল বলি ঠাকুর অন্তঃপুরে যান॥
সেই দিন হৈতে সেবা করিতে করিতে।
অপূর্ব্ব বালক দেখি প্রসন্ন হৈলা চিত্তে॥
অতি নির্ম্মল কার্য্য করে দেখি সুখ পায়।
আর এক দিনে ঠাকুর ডাকিয়া আমায়॥
সম্মুখে যাইয়া কৈল প্রণাম বিস্তর।
কাঁপিছে শরীর যুড়ি রহে দুই কর॥

(১) যে চরণ আশ্রয় করি বিরক্ত হইলা।
(২) মধ্যদেশে জন্ম তার হৈল যে কারণে।

কোন দেশে থাক বাপু কহ সমাচার।
উদাসীন হও কেবা আছয়ে তোমার॥
পৃথিবীতে কেহো নাহি হই জন্ম দুঃখী।
চরণ দর্শন করি হইয়াছি সুখী॥
অপূর্ব্ব বালক দেখি সুখ বড় পাইল।
পূজারী সেবাতে থাকি আপনে কহিল॥
ইহাঁরে প্রসাদ দিবে স্বচ্ছন্দ করিয়া।
সেবা কর বাপু এই স্থানেতে রহিয়া॥
দিবসে দিবসে সেবা অধিক বাড়িল।
দেখিয়া সভার চিত্তে সুখ বড় হৈল॥
ঠাকুর করুণা করেন বাঢ়ে দিনে দিনে।
কার্য্য বড় করে দয়া হৈল সবার মনে॥
একদিন ঠাকুর নাটমন্দিরেতে বসি।
সেবা দেখি বালকেরে কহে হাসি হাসি॥
শুন বাছা একা তুমি কেহো নাহি আর।
প্রভু আছেন সংসারে সত্য চরণ তোমার॥
কাহার সেবক হও কোন পরিবার।
এ দুই চরণ সত্য করিয়াছি সার॥
কেহো নাহি সংসারে প্রভু মুঞি অতি দীন।
কহিবার যোগ্য নহি তাহে ভক্তিহীন॥
তোমা বিনু পতিত পাবন কেবা হয়।
কৃপা করি দেহ অভয় চরণ আশ্রয়॥
জানিল সেবক হব এই ইহা মনে।
সেই দিন হৈতে অতি করিল যতনে॥
একদিন ঠাকুর বসিয়া এক স্থানে।
যোড়হস্ত করি আগে করে নিবেদনে॥
প্রভু দীনহীন তারণ তোমার অবতার।
আমা হেন পতিত কেহো সংসারে নাহি আর॥

রূপ নিরখিয়া কান্দে কেহো নাহি মোর।
জীবনে মরণে গতি চরণ দুই তোর॥
কৃপা হৈল প্রভুর, ডাকিলা সন্নিধানে।
মস্তকে ধরিয়া হরিনাম দিলা কানে॥
অনেক প্রণাম করে নিরখে বদন।
ডাকিয়া মস্তকে তুলি দিলেন চরণ॥
সেই হৈতে নিজ সেবা করিতে আজ্ঞা হৈল।
দিনে দিনে চেষ্টা প্রীতি বাড়িতে লাগিল॥
বৈষ্ণবে সাবধান অতি কৃষ্ণনামে রতি।
প্রভুরে দেখিলে যোড়হাতে করে স্তুতি॥
আজ্ঞা হৈল ওহে বাপু স্নান কর যাঞা।
সেইক্ষণে গঙ্গাতীরে সবে যান ধাঞা॥
করিলেন গঙ্গাস্নান আসি সন্নিধানে।
দেখিয়া ঠাকুর বোলে বৈস এই স্থানে॥
কৃষ্ণমন্ত্র কৃপা কৈল হাতে হাত ধরি।
শতবার জপিবা মন্ত্র কৃষ্ণ ধ্যান করি॥
ভজনের যেই রীতি কহিল সকল।
অশ্রু নয়নে বহে পুলক অবিরল॥
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করয়ে প্রণাম।
সত্য কৃষ্ণ পদযুগ সত্য কৃষ্ণনাম॥
আজি হৈতে তোমার নাম দুঃখিনী কৃষ্ণ দাস।
সেবা কর মোর এই স্থানে করি বাস॥
সেই দিন হৈতে কৃষ্ণনামে অনুরাগী।
নিভৃতে বসি কৃষ্ণনাম লয় রাত্রি জাগি॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা বাদ হৈল প্রেমামৃত পান।
যার সাধনের কথা বৈষ্ণবে করে গান॥
শ্রদ্ধা বলবতী দেখি ঠাকুর আপনে।
কহি কিছু বৈস বাপু মোর সন্নিধানে॥

আমার প্রভুর কথা শুন বাপু আর।
চৈতন্য নিত্যানন্দ হন জীবন যাঁহার॥
কৃষ্ণের প্রিয় নর্ম্ম-সখা সুবল ঠাকুর।
সেই প্রভু গৌরীদাস প্রেমের অঙ্কুর॥
চৈতন্য নিত্যানন্দের দিবানিশি সঙ্গে।
সহিতে না পারি তাঁর প্রেমের তরঙ্গে॥
সাক্ষাতেই দুই প্রভুর বিরহ প্রকাশ।
পূর্ব্বাপর সঙ্গে যাঁর সদাই বিলাস॥
বিগ্রহ প্রকাশ করি করাইলা ভোজন।
ভোজন না কৈলা নাহি কহিলা বচন॥
শুনিয়া ত দুই প্রভু পণ্ডিতের স্থানে।
ডাকিয়া কহিল কিছু শুন বিবরণে॥
শুনিলাম দুই মূর্ত্তি করিয়াছ প্রকাশন।
সাক্ষাতে আনহ তাঁরে করিব দর্শন॥
আনিয়া বিগ্রহ দুই সম্মুখে রাখিল।
যেই মত দুই প্রভু তেমত দেখিল॥
রন্ধন করহ যাই করিব ভোজন।
রন্ধন করিল পণ্ডিত করিয়া চিন্তন॥
অন্ন ক্ষীর ব্যঞ্জন বহু চারি ভোগ কৈল।
দুই প্রভু দুই বিগ্রহ আনি বসাইল॥
বলেন খাও দেখি চারি, যুড়াক নয়ন।
দুই বিগ্রহ দুই প্রভু করিলা ভোজন॥
আচমন করি প্রভু কহে পণ্ডিতেরে।
এই কথা গৌরীদাস জানিহ নির্দ্ধারে॥
আমরা দুই, এই দুই, দেখিবে কাঁহারে।
প্রভু কহেন এই দুই রহেন তোমার ঘরে॥
অদর্শনে রহিতে নারিবে কহিল তোমারে।
যখন করিবে মনে আসিব তোমা ঘরে॥
এই দুই বিগ্রহরূপে আমরা দুই জন।
নিত্য নিত্য তোমার ঘরে করিব ভোজন॥

সেই প্রভু আমাবে করিল আত্মসাৎ।
এই দুই সেবা দিল মোর প্রাণনাথ॥
কহিল সকল কথা শুন মন দিয়া।
এ সব কহিল তোমার যোগ্যতা দেখিয়া॥
অতি বিরক্ত কিছু মনে নাহি আর।
বৃন্দাবন বলি সদা করয়ে ফুৎকার॥
একদিন দাঁড়াইল প্রভুর সাক্ষাতে।
ভয় পায় চিত্তে প্রভু না পারে কহিতে॥
কহ বাপু ভয় নাহি কি কহ বচন।
যদি আজ্ঞা হয় যাই শ্রীবৃন্দাবন॥
ভাল ভাল বলি প্রভু কহিল তাঁহারে।
অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করুন তোরে॥
বৃন্দাবন যাহ বাপু করিহ শ্রবণ।
হৃদয় চৈতন্যদাস বুঝিলা বচন॥
প্রাতে উঠি ঠাকুর তাঁরে করিল বিদায়।
প্রণাম করিলেন পদ দিলেন মাথায়॥
দুই প্রভু বসি আছেন আইল ঠাকুর।
কৃষ্ণদাস প্রতি কর করুণা প্রচুর॥
আনিয়া প্রসাদি বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে।
প্রণাম করিয়া কান্দে যায় ধীরে ধীরে॥
মহাবিরক্ত কৃষ্ণনাম নিরন্তর গায়।
ভক্ষণের চেষ্টা নাহি পথে চলি যায়॥
নিজ প্রভুর স্মরণ করি করয়ে রোদন।
নয়নে দেখিব কবে যাঞা বৃন্দাবন॥
পথের প্রসঙ্গ আমি লিখিব বা কত।
কত ঠাঞি কতবার উঠে শত শত॥
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা যাঞা মথুরায়।
রোপন করয়ে প্রেমে ভূমে গড়ি যায়॥
কৃষ্ণ-জন্ম-স্থান দেখি অনেক কান্দিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বিশ্রামঘাটে উত্তরিলা॥

রাত্রে মনে বিচারয় সকল বৃন্দাবনে।
ভ্রমণ করিয়া করি সর্ব্বত্র দর্শনে॥
প্রভাত হইল চলে বৃন্দাবন মুখে।
চলিতে না পারে অশ্রু বহি পড়ে বুকে॥
দেখিল গোবিন্দের চক্রবেড় দুরে হৈতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা ভূমিতে॥
গোবিন্দ দর্শন করি প্রেমে মত্ত হৈয়া।
কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে প্রণাম করিয়া॥
বৃন্দাবনে দেখি যাঞা সেই সেই স্থল।
প্রণাম করিয়া কান্দে হইয়া বিকল॥
ধীর সমীর দেখি আর বংশীবট।
দর্শন করয়ে সব যমুনার তট॥
চিরঘাট দর্শন করেন আমলীর তলা।
দর্শন করিতে বন গোবর্দ্ধন গেলা॥
তার পর আইলা দুই কুণ্ড সরোবর।
কুণ্ডেশ্বরে দণ্ডবৎ করে বহুতর॥
কুণ্ড পরিক্রমা করি করেন প্রণাম।
শ্রীদাস গোস্বামীর সঙ্গে কহে গুণগ্রাম॥
জিজ্ঞাসা করিল লোকে কহে এই স্থানে।
নিরীক্ষণ করি রূপ করয়ে প্রণামে॥
সাধন করয়ে কারে কিছু নাহি কহে।
অশ্রু পড়ে দুই চক্ষে দাণ্ডাইয়া রহে॥
ক্ষণেক অন্তরে গোসাঞিং কহিল বচন।
কোথা হৈতে বৈষ্ণব তোমার আগমন॥
দণ্ডবৎ করিয়া করয়ে নিবেদন।
দক্ষিণ দেশে জন্ম প্রভুর চরণ দর্শন॥
কি নাম তোমার, কার চরণ আশ্রয়।
মোর নাম দুঃখিনী কৃষ্ণদাস নিবেদয়॥
মোর প্রভু হৃদয়-চৈতন্য দাস মহাশয়।
শুনিয়া গোসাঞিঃর বাঢ়ে আনন্দহৃদয়॥

পরম গুরু গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
শুনিয়া গোসাঞিঃর হইল আনন্দ প্রচুর॥
বৈস বৈস অহে বাপু দুঃখিনী কৃষ্ণদাস।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের সুখের বিলাস॥
অধিকারীর কহ দেখি সকল মঙ্গল।
যেন জিজ্ঞাসিলা তেন কহিলা সকল॥
আনন্দ পাইয়া তাঁরে কৃপা কৈল অতি।
কুঞ্জান্তরে কবিরাজ দেখহ সম্প্রতি॥
যে আজ্ঞা বলিয়া যায় তাঁহার দর্শনে।
কুটীর ভিতরে দেখে করেন স্মরণে॥
দুই চারি দণ্ড গেল আছেন দাণ্ডাইয়া।
অবসর দেখি পড়ে দণ্ডবৎ করিয়া॥
অতি বৃদ্ধ জরাদেহ সূক্ষ্ম বাক্য অতি।
ক্ষণেক অন্তরে দেখে পড়ি আছে ক্ষিতি॥
কে বট কে বট বাপু কহ দেখি কথা।
এত দণ্ডবৎ করি কেনে দেহ ব্যথা॥
উঠিয়া ত নাম কহে দুঃখিনী কৃষ্ণদাস।
আসিয়াছে প্রভুর পদ দর্শনের আশ॥
ভাল ভাল এথা আইস কহ সমাচার।
কোথা হৈতে গমন করিলে আসি আর॥
না জানিয়ে না দেখিয়ে নয়নে অতিশয়।
কোন মহাশয়ের কৈলে চরণ আশ্রয়॥
দক্ষিণ দেশেতে জন্ম আম্বুয়াবলি গ্রাম।
হৃদয়চৈতন্য দাস মোর প্রভুর নাম॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরীদাস পণ্ডিত।
চৈতন্য নিত্যানন্দের সেবা হয় অখণ্ডিত॥
বহু কৃপা করি তাঁরে নিকটে বসাইলা।
নিকটে বসাইয়া তাঁর অঙ্গ স্পর্শ কৈলা॥
জিজ্ঞাসিল সকল মঙ্গল সমাচার।
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসেন কহে আর বার॥

এই মত তাঁর দর্শন করিয়া কুণ্ড বাস।
পুন আইলা বৃন্দাবন দর্শনের আশ॥
যাইয়া কৈল দর্শন শ্রীমদনমোহন।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমি পড়িলা তখন॥
তবে আসি শ্রীজীব গোসাঞির দর্শন করিল।
বসিয়া আছেন গোসাঞি দেখি সুখ পাইল॥
দর্শন করিয়া চক্ষু না যায় অন্য স্থান।
নিরীক্ষণ করি এক করিল প্রণাম॥
গোসাঞি কহেন বৈষ্ণব প্রণাম না কর।
বার্ত্তা কহ দেখি প্রণাম সকল সম্বর॥
তাঁহারে দেখিয়া গোসাঞি সুখ পাইল অতি।
কোথা হৈতে আগমন হইল সম্প্রতি॥
কি নাম তোমার ঠাকুরের নাম কহ মোরে।
হাসি জিজ্ঞাসেন গোসাঞি তাঁরে ধীরে ধীরে॥
তিহোঁ কহে মোর নাম দুঃখিনী কৃষ্ণদাস।
পিতা মাতা আমার দক্ষিণ দেশে বাস॥
হৃদয় চৈতন্যদাস ঠাকুর আমার।
পণ্ডিত ঠাকুর হন প্রভু সে তাঁহার॥
শুনিয়া তাঁহারে কৃপা করেন অতিশয়।
তোমা দেখি সুখ বড় হইল নিশ্চয়॥
গোসাঞি বিরক্ত দেখি ভাবে মনে মনে।
আমার নিকটে সুখ পাইবে নিদানে॥
বৈস বৈষ্ণব জিজ্ঞাসিয়ে সকল বৃত্তান্ত।
দেশে কি যাইবে, ইহাঁ রহিবে একান্ত॥
আপনার কৃপা বিনা কে পারে রহিতে।
এই মত সাধ হয় চাহিয়ে রহিতে॥
ভক্তিবান্ দেখি তাঁর দৈন্য যে বিনয়।
কহেন এই কুঞ্জে রহ করিয়া আশ্রয়॥
যদি পড়িবারে সাধ আছে তোমার মনে।
সর্ব্বশাস্ত্র পড়াই পড় করিয়া যতনে॥
প্রসাদ পাইবা এথা সাধন করিবা।
দুই এক টহল করি নিকটে পড়িবা॥ (১)
যে আজ্ঞা বলিয়া প্রণতি করয়ে বিস্তর।
মস্তকেতে হাত দিল আনন্দ অন্তর॥
বিদ্যার আরম্ভ কৈল করিয়া সুদিন।
পড়িতে পড়িতে অতি হইলা প্রবীণ॥
রাত্রে বসি সাধন করে এক কুঞ্জান্তরে।
কভু ভক্তিগ্রন্থ শুনে আনন্দ অন্তরে॥
ব্যাকরণ সাঙ্গ হৈল কাব্য কিছু দেখে।
কখন বসিয়া ভক্তিগ্রন্থ কিছু লিখে॥
পড়িতেই ব্যুৎপন্ন হৈল অতিশয়।
ভক্তিগ্রন্থ পড়িতে গোসাঞির আজ্ঞা হয়॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আমূল হৈতে।
আনন্দিত হৈল চিত্তে পড়িতে পড়িতে॥
সিদ্ধান্ত বৈধী রাগ তত্ত্ব দেখিতে শুনিতে।
পূর্ব্বপক্ষ করেন গোসাঞি সুখ পান চিতে॥
তাঁর স্থানে উজ্জ্বল পড়ে টীকার সহিতে।
সর্ব্বত্র যোগ্যতা হইল কহিতে শুনিতে॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগ্রন্থ পড়িতে পড়িতে।
বিনয় করিয়া কহে গোসাঞির সাক্ষাতে॥
যেই ভাব যেই চেষ্টা সাধনের রীতি।
আপনার আজ্ঞা হয় এ অধম প্রতি॥
তবে গোসাঞি পঞ্চরসের কহিল আখ্যান।
বিশেষে মধুর রস তাহাতে শুনান॥

(১) দুই এক প্রহর করি নিকটে পড়িবা।

এই ভাব ভাবাশ্রয় রাগ অভিমত।
নিষ্কপটে কহেন তাঁরে যেই অনুগত॥
শুনিতেই কৃষ্ণদাসের লোভ উপজিল।
বিনয় করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
যে আজ্ঞা হইল তাহা কর অঙ্গীকার।
শ্রীরূপের অভিমত যেই ধর্ম্ম সার॥
যাঁর গ্রন্থ তাঁর মত করিলে আশ্রয়।
তবে সে সকল সিদ্ধি বর-দায়ক হয়॥
আপনার দর্শনে আর গ্রন্থ আস্বাদনে।
ভয়ে নাহি কহে লোভ হইয়াছে মনে॥
তুমি কৃপাময় মোরে কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার প্রসাদে জানিনু এই ভাব সার॥
অঙ্গীকার কৈল গোসাঞি হৈল সফল।
শুনিতেই সিংহ প্রায় হৈল তাঁর বল॥
দুই চারি দিন অন্তে নিকটে বসাইল।
রাধিকা জিউর মন্ত্র ষড়ক্ষর দিল॥
কৃষ্ণ পঞ্চনাম রাধিকার পঞ্চনাম।
যেই কালে জপিবার কহিল বিধান॥
কামবীজ কহিল তবে বিশেষ প্রকার।
রাধাকৃষ্ণ লীলায় যুক্ত তখন জপিবার॥
সখীভাব গ্রহণ কৈল নিজ অনুগত। (১)
সেবা কাল যার যেই সাধন অভিমত॥
এই যে শুনিলে তার কহি মর্ম্ম কথা।
পশ্চাতে শুনিবে যেই আছয়ে সর্ব্বথা॥
শুন ওহে কৃষ্ণদাস কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।
হৃদয় চৈতন্য দাস গুরু সে অবশ্য॥
কৃষ্ণমন্ত্র দাতা তিহোঁ তাঁর কৃপা হৈতে।
এই সব প্রাপ্তি তাঁর কৃপার সহিতে॥

(১) সখীভাব গ্রহণ কৈল সখী অনুগত।

তাতে অপরাধ হৈলে সব যায় ক্ষয়।
এই মোর বাক্য তুমি রাখিবে হৃদয়॥
প্রভুর যে আজ্ঞা সেই কর্ত্তব্য আমার।
বাহিরে আসি দণ্ডবৎ করিল অপার॥
যে দিন শুনিল সে দিন হৈতে করেন সাধন।
গোসাঞি স্থানে পড়েন কুঞ্জে বসিয়া স্মরণ॥
রাত্রে বসি রাধাকৃষ্ণ লীলাবেশ চিত্তে।
কত ভাব উঠে তাহা ভাবিতে ভাবিতে॥
একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে।
কুঞ্জে নৃত্য গীত সবে বিবিধ তরঙ্গে॥ (২)
রাধা সখীগণ নিজ ভুজে অন্য ভুজে। (৩)
মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র তাহা অধিক বিরাজে॥
নৃত্য করে সখীগণ আনন্দিত মন।
মধ্যে নৃত্য করে কৃষ্ণ ভুবনমোহন॥
গানবাদ্য করে তাহে সব সখীগণ। (৪)
রাধা নৃত্য করেন কৃষ্ণ করয়ে দর্শন॥
বিবিধ বিচিত্র বাদ্য সখীগণ গায়।
রাধিকা নাচয়ে কভু সখীরে নাচায়॥
এই মত কৃষ্ণ সুখ লাগিযা নর্ত্তন।
এই রসে সভে মত্ত জুড়ায় নয়ন॥
রাধিকার নৃত্য তাহে অত্যন্ত প্রচুর।
খসিয়া পড়িল বামপদের নূপুর॥
আপনে না জানে সখীগণ না জানিল।
চরণে আছয়ে কিম্বা কোথায় পড়িল॥
নৃত্য অন্তে পালঙ্কে শয়ন করেন যাঞা।
সখীগণ নিরখয়ে গবাক্ষে নেত্র দিয়া॥

(২) নৃত গীত করেন তাহা অতি মনোরঙ্গে।
(৩) রাধা আর সখীগণ ধরি ভুজে ভুজে।
(৪) নৃত্য করে বাহু বাহু জুড়ি সঙ্গীগণ।

রতিরসে গোঙাইল রাত্রি হৈল শেষ।
সখীগণ উঠিবারে করিল আদেশ॥
বহুক্ষণে উঠি রসালস অঙ্গভরে।
লাজভয়ে উঠি যায়েন নিজ নিজ ঘরে॥
সখীগণ চলি গেলা নিজ নিকেতনে।
পড়িয়া রহিল নূপুর কেহো নাহি জানে॥
সেইকালে উঠিলা দুঃখিনী কৃষ্ণদাস।
রাসস্থলী দেখিবারে মনের উল্লাস॥
নিরখয়ে পদচিহ্ন দণ্ডবৎ করে।
নয়নে বহয়ে নীর আনন্দ অন্তরে॥
পত্রে ঢাকা পড়িয়াছে রঙ্গের নূপুর।
তাহার সৌরভে প্রেম বাঢ়য়ে প্রচুর॥
হাতে তুলি নিল মাথে যায় ধীরে ধীরে।
চলিতে না পারে প্রেম ভরিল অন্তরে॥
গোসাঞি যেখানে উত্তরিলা সেই স্থানে।
বিচিত্র নূপুর গোসাঞি দেখিল নয়নে॥
জানিলেন মনে এই যাঁহার নূপুরে। (১)
হাতে তুলি লইয়া তাঁরে দণ্ডবৎ করে॥
বুকে মুখে লাগাইল চক্ষে লইয়া মাথে।
কণ্ঠ রুদ্ধ হৈলা গোসাঞি পড়িলা ভূমিতে॥
গোসাঞিকে কৃষ্ণদাস ধরি বসাইল।
বক্ষঃস্থলে করি নূপুর কান্দিতে লাগিল॥
যতেক সাধন কৈলে কতকাল ধরি।
তোমার ভাগ্যের সীমা কহিতে না পারি॥
কৃষ্ণদাসে চুম্ব দিল আলিঙ্গন বুকে।
চরণ কুঙ্কুম লাগিয়াছে তোমার মস্তকে॥
পুনঃ পুনঃ আঘ্রাণ লয়ে মস্তকে তাঁহার।
ভাগ্য করি মানয়ে জীবন আপনার॥

দুই দিকে বুকমধ্যে কুঙ্কুমের বিন্দু। (২)
শোভিয়াছে স্থান যেন হয়ে পূর্ণ ইন্দু॥
কৃষ্ণপদাকৃতি তিলকবিন্দু রাধিকার।
করিলেন মনে সুখ পাই আপনার॥
সর্ব্ব মহাশয় ইথে পাইবে আনন্দ।
আজ হৈতে তোমার নাম হৈল শ্যামানন্দ॥
হরিপদাকৃতি তিলকের আছে সর্ব্বত্র প্রমাণে।
ইহা জানি লহ দোষ না লইব কোন জনে॥
করিল করুণা অতি সেই শ্যামানন্দে।
প্রণাম করয়ে অতি পাইয়া আনন্দে॥
সেই শ্যামানন্দে গোসাঞি বিদায় করিল।
ঠাকুর মহাশয়ের হাতে হাতে সমর্পিল॥
যতেক ইহাঁর শাখা যেখানে রহিব।
পাপী তাপী নীচ জাতি কত উদ্ধারিব॥
এসব লিখিতে নারি করি অনুভব।
প্রভুর শ্রীমুখে ইহা শুনিয়াছি সব॥
লিখিমাত্র সেই আজ্ঞা করি বলবান্।
ইথে যেই নিন্দা করে সেই অগেয়ান।
তেঁহো কৃষ্ণভক্ত তাহে এ বিষয় নহে।
সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকরিয়া পুনঃ পুন কহে॥
প্রাতঃকালে লোক পাঠাইল মথুরায়।
শীঘ্র লোক গাড়ি সহিত আনহ এথায়॥
সেই কালে জীব গোসাঞি বিচারিলা মনে।
ঠাকুর মহাশয় ডাকি আন আমা স্থানে॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য ডাকি আনহ এখানে।
শীঘ্র আনহ তুঁহায় আছয়ে কারণে॥
আচার্য্য ঠাকুর আর ঠাকুর মহাশয়।
দেখিয়া গোসাঞি তাঁরে আনন্দহৃদয়॥

---

(১) যাঁহার নূপুর এই জানিল অন্তরে।

(২) দুই দিকে ভুরু মধ্যে কুঙ্কুমের বিন্দু।

নিজ নিজ প্রভু স্থানে হইলা বিদায়।
আসিহ আমার স্থানে আনন্দ হিয়ায়॥
লোকনাথ গোসাঞি স্থানে গেলা দুই জন।
যাইয়া কহিল গোসাঞির বিবরণ॥
শুনিয়া কাতরচিত্ত হইলা অতিশয়।
রোদন করিয়া কিছু নরোত্তম কয়॥
গোসাঞির আজ্ঞা সেই মোর কার্য্য হয়।
আজ্ঞা ভঙ্গ হৈলে অতি হয় অপচয়॥
পূর্ব্ব শিক্ষা দীক্ষা যত করিয়াছি আমি।
যোগ্যতামন্ত হও তুমি করিবে ইহা জানি॥
তাহাতে সংশয় করি মনে এই ভয়।
বিবাহের কাল অতি মনে জানি লয়॥
ব্যবহারে রহি সব বৈরাগ্য সাধিবে।
তৈল ত্যাগ হবিষ্যান্ন সদা আচরিবে॥
প্রথমেই গৌরাঙ্গের সেবা আচরিবা।
তার পর রাধাকৃষ্ণ সেবা যে করিবা॥
যেন কৃষ্ণসেবা তেন বৈষ্ণবসেবন।
একরূপ করিয়া করিবা সমাধান॥
সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব যাত্রাদিক করণ।
সাবধানে করিবে মোর আজ্ঞার পালন॥
আচার্য্যে ডাকিয়া সমর্পিল তার হাতে।
নরোত্তমে লইয়া যাবে সাবধানে পথে॥
যে ধর্ম্ম কহিল তাহা রক্ষা যেন পায়।
অসাবধান নহে সদা করিবে সহায়॥
যে আজ্ঞা বলিয়া দুঁহে করিল প্রণাম।
পুনঃ পুনঃ রোদন করে নিরখে বয়ান॥
ডাকি আলিঙ্গন দিল চরণ মস্তকে।
কেবল আমার প্রাণ জানিয়ে তোমাকে॥
এই জরাদেহ মোর শক্তি নাহি আর।
পুনশ্চ আসিয়া যেন দেখ আর বার॥

আচার্য্য ঠাকুরে ডাকি গোসাঞি কৈল কোলে।
দুই হাতে ধরি কহে বহে অশ্রুজলে॥
শরীরে জীবন মোর সঙ্গে ছাড়ি যায়।
কহিল তোমারে এই মোর নাহি দায়॥
আচার্য্য ঠাকুর লইল চরণের ধূলি।
যেন নরোত্তম তেন শ্রীনিবাস বলি॥
জানাবেন দুঁহার মনে হেন কৃপা করি।
জন্মে জন্মে পদ যেন না পাশরি॥
কান্দিতে কান্দিতে দুঁহে হইলা বাহির।
ব্যাকুল অন্তর হৈল করিতে নারে স্থির॥
শ্রীভট্ট গোস্বামি স্থানে গেলা সেই ক্ষণে।
দেখিয়া বুঝিলা গোসাঞি সকল কারণে॥
যাইয়া করিল প্রণাম দণ্ডবৎ স্তবন।
বৈস বৈস অহে বাপু শুনহ বচন॥
শ্রীরূপের গ্রন্থ গৌড়ে হইবে প্রচারে।
কে করিবে হেন কেহো না দেখি সংসারে॥
গ্রন্থ-অনুসারে ধর্ম্ম সব প্রচারিবে।
আপনার নিজ ধর্ম্ম পালন করিবে॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি যার যেরূপ করণ।
সেইরূপে সর্ব্বজনে করাবে শিক্ষণ॥
এই মোর নিজ কার্য্য সাবধানে যাবে।
যে মত গোসাঞির আজ্ঞা তে মত করিবে॥
এ কার্য্য করিবে বাপু নহে অন্য মন।
পুনরপি একবার আসিহ বৃন্দাবন॥
নয়ন ভরিয়া আমি দেখিব আর বার।
তবে সে বাঞ্ছিত পূর্ণ হইবে আমার॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম তুমি দুই জন।
আজি হৈতে ছাড়ি গেল শরীরে জীবন॥

সে কালে যে দশা হৈল সেই তাহা জানে।
প্রহরেক ভূমে পড়ি করেন রোদনে॥
শ্রীনিবাস বলেন প্রভু কি বলিব আর।
চিরদিন না করিনু সেবন তোমার॥
বহু সাধ বাধ বিধি করিল আমার।
নয়নে দেখিব আর চরণ তোমার॥
নরোত্তম কোলে করি কান্দে শ্রীনিবাস।
নিজ কর্ম্মদোষ জানি হইল প্রকাশ॥
নরোত্তমের রোদনেতে পাষাণ বিদরে।
ছাড়িয়া প্রভুর পদ যাই কোথাকারে॥
কৃপা করি আপনে দিলেন চরণযুগল।
এবে কি ফলিল আসি অপরাধের ফল॥
দুঁহে গড়ি যায় মোর প্রাণনাথ বলি।
কি সুখ পাইতে পগে যাও চিত্ত চলি॥
সে কালে যে দশা হৈল লিখন না যায়।
বিন্দু না ছুইল এই পাতকীর গায়॥
গুরুতে এমন রতি হয় বা কাহার।
শুনিয়া লিখিতে চিত্ত হয় চমৎকার॥
কিবা গুণ কিবা প্রেম কিবা দুহাঁর দশা।
ভাগ্যবলে করি তাঁর কোনমাত্র আশা॥
তর্ক ছাড়ি যেই জন করয়ে শ্রবণ।
অন্তকালে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

ইতি প্রেমবিলাসে দ্বাদশবিলাস।

ত্রয়োদশ বিলাস।

—:—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য পতিত পাবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ অকিঞ্চন ধন॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র গুণের অবধি।
জয় জয় ভক্তগণ মনোরথ সিদ্ধি॥
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র জয়।
হেন শ্রীচরণ যবে করিল আশ্রয়॥
সেই আজ্ঞা বলে লিখি চরণ প্রভাব।
শুনিয়া লিখিয়া মোর যত হৈল লাভ॥
যেই বাক্য প্রভু মুখে দেখি তাহা লিখি। (১)
কি হৈল লিখিয়া তাহা পরতেক দেখি॥
নিকটে বসাই মোরে ক্রম করি কহে।
শুনিয়া আনন্দচিত্ত কহিব বা কাহে॥
যখন শুনিয়ে যাহা লিখিয়ে কাগজে।
সাক্ষাতে শুনাইল তাহা দণ্ডচারি ব্যাজে॥
আনন্দ হইল চিত্ত কৃপা কৈল অতি।
শ্রীমুখের বাক্য সিদ্ধি সেই পদ গতি॥
যাও বাপু শ্রীনিবাস কান্দ কি কারণ।
শুভাশুভ লিখিবেন পথের গমন॥
নরোত্তম সঙ্গে থাকিবেন সর্ব্বথায়।
দুই দেহ এক প্রাণ সর্ব্বলোকে গায়॥
দুঁহার গমনে পাইলাম যত ব্যথা।
শুভাশুভ বার্ত্তা পাইলে প্রাণে পাইব সর্ব্বথা॥ (২)

---

(১) যেই বাক্য শুনি প্রভুর মুখে তাহা লিখি।

(২) শুভবার্ত্তা পাইলে প্রাণের বাহিরে সর্ব্বথা।

সাবধানে পথে যাবে নহে অপচয়।
কান্দিতে কান্দিতে গোসাঞি এই কথা কয়॥
আলিঙ্গন কৈল দুঁহে কৃপা অতিশয়।
সে কার্য্য করিবে যেন না হয় অপচয়॥
যে আজ্ঞা বলিয়া আচার্য্য হইলা বাহির।
যাইতে না পারে দেহ হইলা অস্থির॥
গোসাঞি সাক্ষাতে রহি ঠাকুর মহাশয়।
প্রণাম করিয়া কিছু তাঁরে নিবেদয়॥
এই নরোত্তম তোমার হয় ভৃত্যাভাস।
এ দুই চরণ প্রাপ্তি নহে অন্য আশ॥
যাও বাপ্ নরোত্তম কি বলিব আর।
বৃন্দাবনে সর্ব্বসিদ্ধি হইল তোমার॥
শ্রীনিবাস সহিতে তুমি রহিবে এক স্থানে।
শুনিয়া আনন্দ চিত্ত হইল যেন মনে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া হৈলা কুঞ্জের বাহির।
যত স্থির করেন চিত্ত নাহি রহে স্থির॥
শ্রীজীব গোসাঞি কাছে গেল' সেইকালে।
সিন্ধুক সজ্জা করি পুস্তক ভরেন বিরলে॥
শ্রীরূপের গ্রন্থ যত নিজ গ্রন্থ আর।
থরে থরে বসাইলা ভিতরে তাহার॥
বহু লোক লৈয়া সিন্ধুক আনিল ধরিয়া।
গাড়ির উপরে সব চড়াইল লঞা॥
সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে কুলুপ দিল তায়।
মোমজামায় ঘেরাইল সর্ব্বাঙ্গে লেপটায়॥
পথের খরচ যত দিল তিন জনে।
যেথানে যেথানে যাবে হবে সাবধানে॥
বলদ জুড়িল তায় আনন্দিত চিত্তে।
রূপ সনাতনের পদ ভাবিতে ভাবিতে॥
চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত ভক্তগণ।
সর্ব্বত্র মঙ্গল লাগি করিয়ে স্মরণ॥

আসি উত্তরিলা গাড়ি গোবিন্দের দ্বারে।
শ্রীজীবের সঙ্গে যান দর্শন করিবারে॥
দেখিল গোবিন্দ বসি আছেন সিংহাসনে।
অনেক প্রণাম করি করে নিবেদনে॥
শ্রীনিবাস নরোত্তমের মঙ্গল কারণে।
কৃপা কর চরণে করিয়ে নিবেদনে॥
পূজারি প্রসাদি মালা দিলা দুঁহার গলে।
প্রণাম করিয়া দুঁহে মথুরা-মুখে চলে॥
শ্রীজীব গোস্বামী সঙ্গে মথুরা নগরে।
সেই স্থানে মিলি সভে রাত্রে বাস করে॥ (১)
মহাজন পাঠাইয়া রাজপত্র আনে।
চৌকি সহিত যাজপুরের করিল লিখনে॥
প্রাতঃকাল হৈল সবে আনন্দ অন্তর।
পথে চলি যায় ক্ষণে করিয়া মন্থর॥
নগর বাহির হৈলা বিদায়ের কালে।
আলিঙ্গন করিয়া শ্রীজীব কিছু বলে॥
সর্ব্বরস শিরোমণি গৌরাঙ্গসুন্দর।
তার শক্তি সনাতন রূপ কলেবর॥
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-মূর্ত্তি দুয়ের শরীরে।
রূপ সনাতন শক্তি জানিয়ে অন্তরে॥ (২)
সেই চৈতন্যের আজ্ঞা প্রেম প্রকাশিতে।
বর্ণন করিলা রূপ সনাতন তাথে॥
সেই গ্রন্থে সেই ধর্ম্ম প্রকাশ তোমাতে।
প্রকাশ করিতে দুঁহে পার সর্ব্বত্রেতে॥ (৩)

---

(১) এইখানে রাত্রি কালে সবে বাস করে।
(২) শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-মূর্ত্তি দুই জন ধরে।
রূপ সনাতন শক্তি জানিল নির্দ্ধারে॥
(৩) সেই গ্রন্থ সেই ধর্ম্ম প্রকাশ তোমার।
প্রচার করিতে হয় তোমার দোঁহার॥

মোর আজ্ঞা নহে এই প্রভুর আদেশ।
শীঘ্র যাহ গৌরাঙ্গের দুঁহে নিজ দেশ॥
স্বচ্ছন্দে মঙ্গল হউক পথের গমন।
আজ্ঞা পালন করি কিবা ছাড়িব জীবন॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম তুমি মোর প্রাণ।
একত্র রহিবা নাহি যাব অন্য স্থান॥
গলায় ধরিয়া কান্দে নাহিক সম্বিৎ।
তোমা দুঁহার গুণে চিত্ত হৈয়াছে মোহিত॥
জীবনে মরণে লাগি রহিল হিয়ায়।
তুমি আমি জানি ইহা অন্যের নাহি দায়॥
শ্রীজীব গোস্বামী ধরি শ্যামানন্দের কর।
অনেক করিল কৃপা আনন্দ অন্তর॥
দেশে যাই কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
ধর্ম্ম-প্রচারণ কর প্রেম প্রবর্ত্তন॥
দেশে যাহ চিন্তা নাহি সর্ব্বত্র মঙ্গল।
তোমার যে শাখা-দ্বারে ভাসিবে সকল॥
অচ্যুতানন্দের পুত্র নাম মুরারিদাস।
তোমার আশ্রয় মনে করিয়াছে আশ॥
পূর্ব্বে কহিয়াছে আমি তাহে দিহ মন।
নরোত্তমের হাতে ধরি কৈল সমর্পণ॥
কহিব প্রসঙ্গ গণোদ্দেশ-অনুসারে।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সাধন জানিবা অন্তরে॥ (১)
ভক্তিরসামৃত গ্রন্থ অনুসারের মত।
স্বচ্ছন্দে বুঝা'বা তাহা করিয়া বেকত॥
রসলীলা গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বলের দ্বারে।
শিক্ষা দিয়া নিজ দেশ পাঠা'বা সত্বরে॥
দুই মনুষ্য সঙ্গে দিবে খরচ যাইবারে।
দুঃখ নাহি পান যান আনন্দ অন্তরে॥

কান্দিতে লাগিলা দুই পদযুগ ধরি।
বিদায় করিলা তারে আলিঙ্গন করি॥
দশ জন অস্ত্রধারী হিন্দু সঙ্গে যায়। (২)
দুই গাড়োয়ান তবে দুঃখ নাহি পায়॥
পথে চলি যাবে সর্ব্ব করিয়া বারণ।
কোন মতে কারো যেন নহে অন্য মন॥
সেই মতে চলে তিনে কান্দিয়া কান্দিয়া।
রূপ সনাতন জীব স্মরণ করিয়া॥
গোসাঞি শ্রীবৃন্দাবন করিলা গমন।
শুভ চিন্তা করে সদা পথের চিন্তন॥
রাজপত্র দেখাইয়া যায় স্থানে স্থানে।
আগরায় এক রাত্রি করিল ক্ষেপণে॥
প্রভাতে উঠিয়া পরে চলে শীঘ্র গতি।
কৃষ্ণনাম লয়ে পথে চলে স্বচ্ছগতি॥
রাত্রে বসি রহে কৃষ্ণ-কথা আলাপনে।
কিরূপে বা দিন যায় তাহা নাহি জানে।
রাজপত্র দেখাইয়া যায় সর্ব্বস্থানে।
ঞিটা নগর পর্য্যন্ত করিলা গমনে॥
কথোদিন রাজপথে গমন স্বচ্ছন্দ।
ঝাড়িখণ্ড পথে যাব করিলা নির্ব্বন্ধ॥
মগু দেশ বামে করি পথে চলি যায়।
বনপথে যাইতেই সুখ অতি পায়॥
কৃষ্ণ-কথা আলাপনে তিনে যায় রঙ্গে।
কথোদুর যান কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গে॥
ঝাড়িদেশ ছাড়াইয়া উত্তরিলা গিয়া।
তমলুকে যান মনে আনন্দ পাইয়া॥
রাত্রে বসি ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণ আলাপন।
এই মত সুখে যান না জানয়ে বন॥

---

(১) করিবে প্রসঙ্গ গণদ্দেশ অনুসারে।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সাধন জানিবা তাহারে॥

(২) দশজন অস্ত্রধারী সিন্ধুক সঙ্গে যায়।

কোকিল ময়ুর ডাকে নৃত্য করে তারা।
তাহা দেখি ভাব উঠে বৃন্দাবন পারা॥
মহাপ্রভু ঝাড়িখণ্ডে সুখ পাইলা অতি।
দেখি অশ্রু কম্প হয় পুলকের পাঁতি॥
পরম আনন্দ সুখ দুঃখ নাহি জানে।
ভদ্রাভদ্র হবে বলি নাহি পড়ে মনে॥
বিষ্ণুপুরিয়া রাজার নাম বীরহাম্বীর।
দস্যু বৃত্তি করে তাহে অত্যন্ত দুঃশীল॥ (১)
হাতে গণিতা পুরুষে ডাক হৈত কত।
ফাঁসিয়ারা মানুষ-মারা আছে শত শত॥ (২)
সর্ব্বদেশ মারে যাইয়া সেই সব জন।
গাড়ির সঙ্গে পাছে তারা করেন গমন॥
গণিয়া গণিয়া যায় অন্যের রাজ্য পথে।
অন্য দেশ বলি নাহি মারে যায় সাথে॥
পঞ্চবটী বামে রাখি রঘুনাথপুর।
নিজদেশ বলি বাড়ে আনন্দ প্রচুর॥
মালিয়াড়া বলি গ্রামে ভৌমিক এক হয়।
রহিলা স্বচ্ছন্দে তাহা হইয়া নির্ভয়॥
গণিয়া দেখয়ে গাড়িভরা বহু ধন।
হীরা মণি মাণিক কত অমূল্য রতন॥
আগে দুই জন যাই কহে রাজা প্রতি।
সোণা হীরা মাণিক বলি কহিল দুষ্টমতি॥
রাজা জিজ্ঞাসিল লোক সঙ্গে কত হয়।
পঞ্চদশ লোক সঙ্গে কহিল নিশ্চয়॥
দুইশত লোক লইয়া করহ গমন।
প্রাণে নাহি মারিবা আনিবে সব ধন॥
বন্দুকজালালি কত তীরন্দাজ আর।
গাড়ি মারিবারে যায় করিয়া বিচার॥

(১) দস্যু বৃত্তি করে তাহে অত্যন্ত অস্থির।
(২) হাসিয়ারা মানস্থুরিয়া আছে শত শত।

গোপালপুর এক গ্রাম অতি মনোহর।
সেই স্থানে রাত্রে বৈসে আনন্দ অন্তর॥
দুই প্রহর রাত্রি গেল কৃষ্ণকথা-রসে।
শয়ন করিল কেহ কেহ বসি আছে॥
কালস্বরূপ সবগুলা উত্তরিলাসিয়া।
মার মার কাট কাট বলয়ে লুটিয়া॥
সবে স্তব্ধ হৈয়া রহে মনে ভয় করি।
গাড়ির দ্রব্য লুটি লইল অস্ত্র নাহি ধরি॥
বনপথে লঞা গেল রাজার নিকটে।
প্রাতঃকাল হৈল সবে পড়িল সঙ্কটে॥
আপনে আইল রাজা গাড়ি লইবারে।
গাড়ির বলদ দেখি আনন্দ অন্তরে॥
বাড়ির ভিতরে লইয়া গাড়ি তার রাখে।
লোক অন্যত্রেতে করি গাড়ি খুলি দেখে॥
দেখিল সিন্দুক বড় ভিতরে আছয়।
সে শোভা দেখিয়া রাজা আনন্দিত হয়॥
তাহাতে দেখিল সব গ্রন্থ বহুতর।
দুঃখ বড় হইল চিত্তে ভাবয়ে অন্তর॥
বাহির হইয়া রাজা লোক বলাইল।
যত লোক যাঞাছিল সকলি আইল॥
কোন পথে আইল গাড়ি শুন দেখি ভাই।
কতদূর হৈতে তুমি আনিলে গোড়াই॥ (২)
তোমার সহিত রাজা আসি তার সনে।
যখন গণিয়ে তখন দেখি নানা ধনে॥
মালগাড়া রাজা সবে এই নিবেদন।
ভাবিত হইল চিত্ত কারে নাহি কন॥
তেমতি সিন্দুক লঞা রাখিল ভাণ্ডারে।
সাবধানে রাখিলা ইহা কহিলা লোকেরে॥

(২) কতদূর হৈতে তুমি আসি লাগ পাই।

এথা আচার্য্য ঠাকুর আর ঠাকুর মহাশয়।
ভ্রমিয়া ফিরয় কারে কিছু না বলয়॥
শ্যামানন্দের চিত্ত তাতে হৈল চমৎকার।
সবার উপরে হইল মহাদুঃখ ভার॥
গাড়িয়ান লোক সব বলয়ে তাহার।
যে কিছু কহিয়ে তাহা শুন ভাই আর॥
এই যে দেশের কথা কহা নাহি যায়।
নিজদেশে আসি দুঃখ জন্মিল হিয়ায়॥
যে কিছু আছিল সঙ্গে সব নিল কাড়ি।
দুঃখ না পাইহ তোমরা যাহ নিজ বাড়ি॥
যে হইল তাহা লিখি গোস্বামীর স্থানে।
নিজ দুঃখ পত্রে সব করি নিবেদনে॥
ভাল ভাল বলি লোক কহিল তাঁহারে।
সভারে লইয়া গেলা গ্রামের ভিতরে॥
কাগজ কলম মাঙ্গি লইল তথাই।
লিখিলেন যে হইল তাঁ সভার ঠাঁই॥
পথে পথে তারা সব করিল গমন।
গ্রামে গ্রামে বলেন যাঞা কান্দে অনুক্ষণ॥
কোথাহ না পায় টের লোক নাহি কহে।
যে দুঃখ হইল চিত্তে কেবা তাহে সহে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
দেশে আনি এত দুঃখ আছিল দশায়॥
রূপ সনাতন জীব প্রভু প্রাণনাথ।
কোন সুখে বঞ্চিব কাল হইয়া অনাথ॥
যত পরিশ্রম কৈল আসি এত দুর।
অপরাধ কৈল সেবা ছাড়িল প্রভুর॥
ভাবে মনে মনে বসি বনের ভিতরে॥
প্রাণ যায় বড় শেল রহিল অন্তরে॥
যতেক হইল আজ্ঞা সব হৈল বৃথা।
কেবা জানে এবা দুঃখ নিবেদিব কোথা॥
পাগল হইয়া অতি বুলে গ্রামে গ্রামে। (১)
কান্দয়ে সতত বিচারয়ে মনে মনে॥
কারণ আছয়ে ইহার অনুভব হয়।
চৈতন্যের ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয়॥
রূপ সনাতন জীব ভঙ্গি উঠাইল।
ধন বলি গ্রন্থ সব চুরি করি লইল॥
অপ্রমাণ নহে সেই ধনমাত্র সার।
গণিতা গণিল কিবা দোষ আছে তার।
প্রভু রামানন্দ সঙ্গে যত প্রত্যুত্তর।
লিখিলেন কবিরাজ আনন্দ অন্তর॥
রসভক্তি কৃষ্ণতত্ত্বে প্রেমের আখ্যান।
কতেক লিখিব তার যতেক প্রমাণ॥
সেই তত্ত্ববেত্তা যেই মনে তাহা জানে।
আমি যে লিখিয়ে তার বুঝিবে কারণে॥
ধন মধ্যে কহ রায় কোন ধন গণি।
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই মহাধনী॥
শ্রীরূপের গ্রন্থ যত লীলার প্রসঙ্গ।
কত প্রেমধন আছে তাহার তরঙ্গ॥
প্রেমধন গাঁথিয়াছে অক্ষরে অক্ষরে।
স্পর্শমণি বলি তারে গণিল অন্তরে॥
যেই গণিয়াছে তার বাক্য মিথ্যা নহে।
চুরি করি লইল তার কারণ আছয়ে॥
কোনরূপে যায় গ্রন্থ লইল তার ঘরে। (২)
অচিন্ত্য শক্তি আছে প্রেম জন্মায় অন্তরে॥
অল্প লোকে হয় যদি কেবা তাহা গণে।
রাজা পাত্রে জন্মিলে প্রেম সর্ব্বলোকে জানে॥
আমার লিখন যেই বুঝিব অনুসার।
পশ্চাতে বুঝিব তার প্রয়োজন আর॥

---

(১) পাগল হইয়া অতি ফিরে দ্বারে দ্বারে।
(২) কোনরূপে লীলাগ্রন্থ যায় রাজঘরে।

[এথা আচার্য্য ঠাকুর বলেন খেদ করি।
কথোদিনে লোক গেল মথুরানগরী॥
আর দিনে পত্র লৈয়া গোসাঞির স্থানে।
পত্র দিয়া সব বাক্য কৈল নিবেদনে॥
শ্রীজীব পড়িল পত্রের কারণ বুঝিল।
লোকনাথ গোসাঞি স্থানে সকল কহিল॥
শ্রীভট্টগোসাঞিঁ শুনিলেন সব কথা।
কান্দিয়া কহয়ে বড় পাইলাম ব্যথা॥
রঘুনাথ কবিরাজ শুনি দুই জনে।
কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে লোটাইয়া ভূমে॥
কবিরাজ কহে প্রভু না বুঝি কারণ।
কি করিল কিবা হৈল ভাবে মনে মন॥
জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে।
অন্তর্দ্ধান কৈল সেই দুঃখের সহিতে॥
কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অনুতাপ।
উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া এক ঝাঁপ॥
বিরহ বেদনা কত সহিব পরাণে।
মনের যতেক দুঃখ কেবা তাহা জানে॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়।
তোমা বিনু আর কেবা আমার আছয়॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ করুণাহৃদয়।
কৃষ্ণদাস প্রতি সবে হইও সদয়॥
প্রভু রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
কোথা গেলা প্রভু মোরে কর আত্মসাৎ॥
লোকনাথ গোপালভট্ট শ্রীজীবগোসাঞি।
তোমরা করহ দয়া মোর কেহো নাঞি॥
শ্রীদাসগোসাঞিদেহ নিজপদ দান।
জীবনে মরণে প্রাপ্তি যার করি ধ্যান॥
বুকে হাত দিয়া কান্দে রঘুনাথদাস।
মরমে রহল শেল না পূরল আশ॥
তুমি গেলে আর কোথা কে আছে আমার।
ফুকরি ফুকরি কান্দে হস্তে ধরি তাঁর॥
তুমি ছাড়ি যাও মোরে অনাথ করিয়া।
কেমনে বঞ্চিব কাল এ দুঃখ সহিয়া॥
নিজ নেত্র কৃষ্ণদাস রঘুনাথের মুখে।
চরণ ধরিল আনি আপনার বুকে॥
ওহে রাধাকুণ্ড তীর বাস দেহ স্থান।
রাধাপ্রিয় রঘুনাথ হয়েন কৃপাবান্॥
যেই গণে স্থিতি তাহা করিতে ভাবন।
মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রামণ॥]
রঘুনাথদাস কান্দে বুকে দিয়া হাত।
ছাড়ি গেলা রাখি মোরে করিয়া অনাথ॥
কতেক লিখিব দুঃখ কহনে না যায়।
কবিরাজ কবিরাজ বলি সভে গুণ গায়॥
সিদ্ধের প্রসঙ্গ যত কহনে না যায়॥
সেই সে জানয়ে মনে যাঁরে কৃপা হয়॥
এই কালে হইয়াছে এমন প্রসঙ্গ।
না লিখিলে নিজ প্রভুর আজ্ঞা হয় ভঙ্গ॥
তাহে অপরাধ হৈল না স্ফুরে বদনে।
এখনে লিখিয়ে তাহা শুন বিবরণে॥
অন্বেষণ করি বলে দুই মহাশয়!
সেই দুঃখে শ্যামানন্দে সঙ্গে করি লয়॥
একদিন রাত্রে দুঁহে বিচার করয়।
আচার্য্য ঠাকুর কহে মোর মনে লয়॥
নিজ দেশে যাও তুমি আপনার ঘর।
এই দুঃখে দুঃখী হয় আমার অন্তর॥ (১)
এ সাধ্য নহিলে সাধ্য নহে প্রয়োজন।
সব ব্যর্থ হয় নহে আজ্ঞার পালন॥

(১) এই দুঃখে দুঃখী হঞা রহি নিরন্তর।

কে লইল অবশ্য তাহা চাহি জানিবারে।
তবে সে করিব তার যে থাকে প্রকারে॥
লোক দ্বারে পত্র লিখি তোমারে পাঠাব।
রাজপত্র করি তবে তেমত হইব॥
নহেবা জানিয়া আমি যাব তোমা স্থানে।
আসোয়ার লোক লইয়া করিব গমনে॥
এই যুক্তি কর তবে সব সিদ্ধ হয়।
প্রাতঃকালে উঠি তুমি করহ বিজয়॥
প্রাতঃকালে দুই জনে লইয়া বিদায়।
সেইকালে যত দুঃখ উঠিল হিয়ায়॥
করে ধরি কহে শুন অহে নরোত্তম।
না পাইলে গ্রন্থ সব ছাড়িব জীবন॥
কান্দিয়া কান্দিয়া দোঁহে হইল বিদায়।
ইহোঁ দেশে যান তিহোঁ ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
ঠাকুর মহাশয় দুঃখী অন্তর বাহিরে।
না জানয়ে কোথা যায় থাকে কোথাকারে॥
সঙ্গে শ্যামানন্দ যায় কিছু নাহি কহে।
গমন করয়ে পথে পড়ি দুঃখ মোহে॥
কথোদিনে চলি আইলেন নিজ দেশে।
বস্ত্রহীন ঘরে যান অকিঞ্চন বেশে॥
শুনি তাঁর মাতা পিতা আইল ধাইয়া।
মুখ নিরখিয়া পড়ে লোটাঞা লোটাঞা॥
নিজ পরিবার আইল যত কিছু ছিল।
আসিয়া প্রণাম করি চরণে ধরিল॥
নিরখিয়া রূপ তাঁর পড়য়ে কান্দিয়া।
হরি বলে মুখ দেখে আনন্দিত হৈয়া॥
প্রজা পাত্র মিত্র আনহ দেশ হৈতে।
একে একে কহে তাঁরে কান্দিতে কান্দিতে॥
চরণে পড়িয়া কান্দে গেল দুঃখ শোক।
ব্রাহ্মণ সজ্জন আইল আর কত লোক॥
নিজ ঘরে আইলা আনন্দ আবেশে।
নিজ আলয় বেড়িয়া সর্ব্ব লোক বৈসে॥
সভার আনন্দ হৈল ডুবিলা প্রেমায়।
হা হা রাধাকৃষ্ণ বলি ভূমে গড়ি যায়॥
মাতা পিতা পরিজন ভাগ্য করি মানে।
পুনর্ব্বার প্রেমমূর্ত্তি দেখিল নয়নে॥
তিন বার স্নান করে স্মরণ কীর্ত্তন।
দেখিয়া সকল জনের আনন্দিত মন॥
দিবা রাত্রি কোথা যায় প্রেমের আবেশে।
হরিনাম লয় দিন হৈল অবশেষে॥
বহু-জন্ম ভাগ্য মোর হইল উদয়।
কেহ কহে আমা প্রতি কিছু আজ্ঞা হয়॥
কেহ কহে হেন পদ করিয়া আশ্রয়।
রাধাকৃষ্ণ ভজন করি হয় পাপ ক্ষয়॥
কারে কিছু নাহি কহে রহে স্তব্ধ হৈয়া।
সনাতন রূপ ক্ষণে স্মরণ করিয়া॥
প্রভু লোকনাথ কোথা মোর প্রাণনাথ।
দেখিব সে পদ কবে নয়নে সাক্ষাৎ॥
নিভৃতে কাননমধ্যে একা বসি রহে।
মন্দ মন্দ স্বরে মুখে হরিনাম কহে॥
এতেক সাধন করে নাহি জানে লোক।
তাঁহার দর্শনে সভার যায় দুঃখ শোক॥
তাঁহার করুণা হৈলে কিবা গুণ ধরে।
কিবা প্রেম প্রাপ্তি হয় অন্তরে বাহিরে॥
পশ্চাতে লিখিব সব সে আশ্চর্য্য কথা।
যে প্রেম প্রকাশি পাত্র কৈল যথা তথা॥
এখনে লিখিয়ে তার শুনহ প্রসঙ্গ।
যে কারণে শ্যামানন্দ আইলেন সঙ্গ॥
নিবেদন করি কিছু শুন মহাশয়।
গোস্বামী জিউর আজ্ঞা যেবা কিছু হয়॥

ভাল ভাল বলি তাঁরে লাগিলা কহিতে।
গণোদ্দেশ দীপিকায় যে প্রসঙ্গ তাথে॥
নিজ সিদ্ধ দেহ করে স্মরণের রীতি।
যেকালে যেমন সেবা যার সঙ্গে স্থিতি॥
রতির আশ্রয় কহে যূথ নিরূপণ।
বিশেষ লালসারূপে সেবা অনুক্ষণ॥
বর্ণবেশ ময় এই সব শাস্ত্র মত।
গুরুরূপা সখীসঙ্গে থাকিবে একত্র॥
সঙ্কেত কুণ্ডতীর বর্ষাণ নন্দীশ্বর।
যাবট নিবাস সেবায় হইবে তৎপর॥
সাধনাঙ্গ কহিল রসামৃতসিন্ধু দ্বারে।
রাগ বৈধী যেই মত তার ব্যবহারে॥
রাগে যুক্ত করিবেন সকল সাধন।
এই দৃঢ়তর বাক্য শ্রীরূপের হন॥
আর যে কহিল সাধ্য সাধন প্রসঙ্গ।
তাহাতেই রক্ষা পায় হেন সাধনাঙ্গ॥
কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণ স্থানে হয়ে সাবধান।
নামাপরাধ সেবাপরাধ তাহে রক্ষা পান॥
বিশেষ কহিল যত যতেক বিচার।
তাহে যেই মত হয় বৈষ্ণব-আচার॥
দশদিন তাঁরে রাখি করিল বিদায়।
খরচ দুই মনুষ্য দিল পথের সহায়॥
গমনের কালে যে বিচ্ছেদ দুঁহার দুঃখ।
এত দিনে ভঙ্গবিধি কৈল সব সুখ॥
শ্যামানন্দ নিজ দেশে করিলা গমন।
সেকালে যে হৈল তাহা কে করে বর্ণন॥
ঠাকুর মহাশয় তবে বাহিরে আসিয়া।
বিদায় করেন তাঁরে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
প্রণাম করিল ঠাকুর কৈল আলিঙ্গন।
শ্যামানন্দ শোকাকুল করিল গমন॥

কথোদূর যাই করে এক পরণাম।
আর কথোদূর যাই নিরখে বয়ান॥
পথে চলি যান মাথে দিয়া নিজহাত।
সেকালে যে দুঃখ হৈল নিবেদিব কাথ॥
এথা ত আচার্য্য ঠাকুর বনেতে ভ্রমিয়া।
একদিন বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল গিঞা॥
কারে নাহি জানে তিহোঁ তারে নাহি জানে।
বাউলের প্রায় কেহো করে অনুমানে॥
এক বহির্বাস কৌপীন এক হয়।
দেড় হাত বস্ত্র তাতে শরীর মোছয়॥
সেহো পুরাতন অতি মলিন বসন।
অতিথির প্রায় গ্রামে করেন ভ্রমণ॥ (১)
কভু ভিক্ষা মাগি খায় কভু জল পান।
কোথা রহেন কোথা যান নাহি স্থানাস্থান॥
দশ দিন নগরমধ্যে ভ্রমণ করিয়া।
এক দিন বৃক্ষতলে আছেন বসিয়া॥
হেন কালে আইলা এক ব্রাহ্মণকুমার।
দেখি জিজ্ঞাসিল তাঁরে কি নাম তোমার॥
তিহোঁ কহে কৃষ্ণবল্লভ মোর নাম হয়।
রাজার রাজ্যে বাস করি রাজার আশ্রয়॥
বিপ্র পুত্রের সৌন্দর্য্য দেখি সুখ পাইল।
বিনয় করিয়া তারে কিছু জিজ্ঞাসিল॥
কহ দেখি কেবা রাজা কিবা নাম হয়।
ধার্ম্মিক কি অন্য মন তাহার আশয়॥
তিহোঁ কহে রাজা হয় বড় দুরাচার।
দস্যুবৃত্তি করে সদা অত্যন্ত দুর্ব্বার॥
মারে কাটে ধন লুটে না চলে ঘাট বাট।
বীরহাম্বীর নাম হয় রাজার মল্লপাট॥

(১) অতি কৃষ অজ গ্রাম করেন ভ্রমণ।

এইরূপে গেল কাল দিন কথো হৈল।
দুই গাড়ি মারি ধন লুটিয়া আনিল॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসি পুরাণ শুনায়।
রাজা বসি শুনে, বিপ্র বসিয়া শুনায়॥
আমরা বসিয়া শুনি দুই চারি দণ্ড।
বিশ্বাস নাহিক তাহে দুর্জ্জন পাষণ্ড॥
তারে জিজ্ঞাসিল কিছু পড়িয়াছ তুমি।
ব্যাকরণ হইয়াছে নিবেদিল আমি॥
শ্লোকের আভাস বুঝ অর্থ কিবা হয়।
সাহিত্য অলঙ্কার দেখি তবে সে বুঝয়॥
তাহাতে কহিল সন্ধি সূত্রের প্রসঙ্গ।
দুজনে বিচার করে অতি বড় রঙ্গ॥
ব্রাহ্মণের পুত্র-প্রীতি পাইল বড় মতে।
আপনে পারেন ঠাকুর মোরে পড়াইতে॥
বহু বিদ্যা দেখো মুই মোর পড়াবার।
তোমারে পড়াইতে পারি কৈল অঙ্গীকার॥
দেউলি বলিয়া গ্রাম অতি দূর নয়।
নদী পারে অর্দ্ধক্রোশ মোর বাসা হয়॥
যদি কৃপা মোরে কর চল মোর ঘরে।
শুনিয়া তাহার বাক্য আনন্দ অন্তরে॥
চল যাই বলি ঠাকুর আনন্দিত মন।
সঙ্গে চলি যাই বিপ্র দরশে চরণ॥
দুই জনে ঘরে গেলা, ঘরে বসাইয়া।
চরণ ধুইতে জল আনিলেন ধাঞা॥
আসি বসিলেন, কহে পাক করিবারে।
পাক সামগ্রী আনিল আনন্দ অন্তরে॥
ঠাকুর কহয়ে বাপু শুন মোর কথা।
সিঝা পোড়া ব্যঞ্জন আমি করিয়ে সর্ব্বথা॥
প্রদেশী ব্রাহ্মণ আমি নাহি পরিচয়।
হাতে জল আনি খাই যদি আজ্ঞা হয়॥
জল আনিবারে পাত্র তারে আনি দিল।
উঠিয়া যাইয়া জল আপনে আনিল॥
রন্ধন করিয়া ভোজন করিল সভাই।
ভালরূপে পড়ান তারে মনে সুখ পাই॥
পড়িয়া তাঁহার স্থানে যান রাজদ্বারে।
সন্ধ্যাকালে আইসেন আপনার ঘরে॥
ক্ষণেক বসিলেন, ঠাকুর জিজ্ঞাসেন তাঁরে।
কি পড়িলে কি শুনিলে কহ দেখি মোরে॥
তিহোঁ কহেন ভাগবত পণ্ডিত পড়িলা।
শুনি রাজা উঠি নিজ অন্তঃপুরে গেলা॥
শুনিয়া আইল ঘরে ঘুসিবারে চাহি।
কেবল আমার মন আছে তোমার ঠাঞি॥
আমারে লইয়া তুমি যাও রাজ-দ্বার।
তাহারে দেখিতে চিত্ত হইল আমার॥
ব্রাহ্মণ কুমার কহে যে আজ্ঞা তোমার।
অবশ্য যাইব আমি সঙ্গে আপনার॥
আর দিন ভোজন করি যায় দুই জনে।
তাহা উত্তরিলা যাঁহা রাজা বিদ্যমানে॥
ভাগবত পড়ে পণ্ডিত রাজা তাহা শুনে।
অর্থ করে ভাল মন্দ কিছুই না জানে॥
সে দিবস আইলা বাসা ব্রাহ্মণের ঘরে।
আর দিন পুনশ্চ যান রাজ বরাবরে॥
রাসপঞ্চাধ্যায়ী পড়ে সদর্থ না জানে।
বসিয়া ঠাকুর কিছু করে নিবেদনে॥
ব্যাস ভাবিত এই গ্রন্থ ভাগবত।
শ্রীধরস্বামীর টীকা আছয়ে সম্মত॥
কিবা ব্যাখানহ ইহা বুঝনে না যায়।
ইহার অর্থ নাহি হয় পণ্ডিত প্রতিভায়॥
না শুনে পণ্ডিত রাজা তার পানে চায়।
সেই দিনে ঘরে আইল আর দিনে যায়॥

সেই দিনে পধ্যাধ্যায়ী পণ্ডিত বাখানে।
অসম্মত অর্থ হৈল করে নিবেদনে॥
পণ্ডিতের অর্থ শুনি রাজা আছে বসি।
স্বামীর যে টীকা ব্যাখ্যা কহ না প্রকাশি॥
পণ্ডিতের ক্রোধ হৈল রাজা তাঁরে কয়।
কিবা অর্থ কয়, ব্রাহ্মণ কেনে বা দোষয়॥
পণ্ডিত কহে মহারাজ ভাগবতের অর্থ।
আমা বিনা বাখানয়ে কাহার সামর্থ্য॥
কোথাকার ক্ষুদ্র বিপ্র, মধ্যে কহে কথা।
কিবা বাখানিবে তুমি আসি বৈস এথা॥
রাজা কহে বাখানহ ব্রাহ্মণকুমার।
ঠাকুর উঠিয়া কহে যে আজ্ঞা তোমার॥
বসি বাখানয়ে সুখে পড়ে পুনর্ব্বার।
এক শ্লোকে বাখানয়ে কতেক প্রকার॥
শুনিয়া রাজার চিত্তে পরম উল্লাস।
রাজার সাক্ষাতে বিপ্রের হৈল বড় ত্রাস॥
নয়নে বহয়ে অশ্রু কতেক ধারায়।
অবাক্য হইল পণ্ডিত রহে বকপ্রায়॥
পুনর্ব্বার শ্লোক পড়ে আনন্দ আবেশে।
বুঝাইয়া অর্থ করে অশেষ বিশেষে॥
শুনিয়া আনন্দ হয় রাজার অন্তর।
সভাতে যতেক লোক হৈল চমৎকার॥
কোথা হইতে আইল বিপ্র কোথা ইহাঁর ঘর।
সন্ধ্যাকাল হৈলে তবে পুস্তকে দিল ডোর॥
পণ্ডিত চরণে পড়ে আনন্দ অন্তরে।
তুমি বড় বিচক্ষণ কৃপা কর মোরে॥
গুণগ্রাহী পণ্ডিত তুমি বুঝিল অভিপ্রায়।
অর্থ শুনাইয়া ঠাকুর কিনিলে আমায়॥
নমস্কার করি রাজা জিজ্ঞাসা করয়।
কোথা হৈতে আগমন হৈল মহাশয়॥

শ্রীনিবাস নাম মোর এই দেশে বাস।
রাজসভা দেখিবারে মোর অভিলাষ॥
যেন মহারাজ তেন সভার পণ্ডিত।
শুনিয়া দেখিয়া মোর আনন্দিত চিত॥
রাজলোক দ্বারে বাসা দিল নিজ স্থানে।
অনেক মর্য্যাদা কৈল উঠিয়া আপনে॥
লোক সঙ্গে নিজ বাসা আইল আপনে।
চরণ ধুইয়া তবে বসিলা আসনে॥
ব্রাহ্মণপুত্রের সঙ্গে পণ্ডিত আইলা।
ক্ষণেক রহিলে তাঁরে বিদায় করিলা॥
রাত্রে রাজা আইলেন ঠাকুরের স্থানে।
ভক্ষণ করিবার লাগি করেন নিবেদনে॥
ঠাকুর কহেন মহারাজ আমি একাহারী।
কোন স্থানে রহি ভোজন পুনঃ নাহি করি॥
রাজা কহে কিছু ভক্ষণে যদি আজ্ঞা হয়।
আতপ হইলে কিছু অন্য আর নয়॥
রাজা, দুগ্ধ শর্করা উখড়া আনাইলা।
ঠাকুর বসিয়া রাত্রে জলপান কৈলা॥
শয়ন করিলা রাজা গেলা নিজ পুর।
ঠাকুরের মনে হৈল আনন্দ প্রচুর॥
ঠাকুর আসনে বসি আনন্দিত মন।
রূপ সনাতন বলি করেন স্মরণ॥
প্রভু মোর শ্রীগোপালভট্ট প্রাণনাথ।
হেন দুঃখ শ্রীনিবাস নিবেদিল কাথ॥
শ্রীজীব গোসাঞি মোরে হৈলা কৃপাবান্।
সেই সে ভরসায় আমি রাখিয়াছি প্রাণ॥
রাত্রি প্রভাত হৈল কিছু আছে শেষ।
স্তব পড়ে পুনঃ পুনঃ আনন্দ আবেশ॥
রাজার নাহিক নিদ্রা শুনয়ে শ্রবণে।
শুনিয়া বিচার করে আপনার মনে॥

এত গুণে মনুষ্য কি পৃথিবীতে হয়।
ইহার দর্শনে মোর ভাগ্যের উদয়॥
প্রাতঃকালে উঠে গেলা ঠাকুরের স্থানে।
দাঁড়ায়ে দর্শন করি করয়ে প্রণামে॥
ঠাকুর কহেন বৈস ভাল হৈল আইলে।
অনেক ভাগ্য হয় রাজা দেখিলে প্রাতঃকালে॥
রাজা কহে যেই আজ্ঞা সেই সত্য হয়।
তোমার দর্শনে কত পাপ যায় ক্ষয়॥
ঠাকুর কহে প্রাতঃস্নান প্রত্যহ আমার।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করিল বিচার॥
জলপাত্র দুইটী নবান আনাইল।
ঠাকুরের আগে লয়ে আপনে ধরিল॥
জলপাত্র নাহি ঠাকুর কর অঙ্গীকার।
পতিতের ত্রাণ লাগি তোমার অবতার॥
প্রভু কহে আমি তোমার আশ্রিত ব্রাহ্মণ।
যাহা তোমার ইচ্ছা হয় সেই আমার মন॥
পণ্ডিত আনিয়া রাজা জিজ্ঞাসিল তারে।
কালি কি শুনিলে তাহা কহ ত আমারে॥
মহারাজ তাঁরে দেখি মোর চমৎকার।
অর্থ বুঝিবারে শক্তি নাহিক আমার॥
তাঁরে লঞা রাজা গেলা ঠাকুরের স্থানে।
সেবার লাগিয়া তাঁরে করে সমর্পণে॥
সেবার সামগ্রী সব আনি দিল তাঁরে।
আপনার হাতে সব ব্যবহার করে॥
ভোজন করিয়া রাজা বসিলেন গিয়া।
ঠাকুর নিকটে দিল পুস্তক আনাইয়া॥
ঠাকুর বসিলা ডোর খুলি পুস্তকের।
আরম্ভ করিতে ওর নাহি আনন্দের॥
শ্রীমুখের অর্থ শুনি পাষাণ মিলয়।
রাজা কান্দে হস্ত দিয়া আপন মাথায়॥
রূপ নিরখয়ে রাজা চাহে মুখ পানে।
হেনঞি পাপীরে কৃপা করে কোন জনে॥
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই এই মহাশয়।
শ্রীনিবাসের কর যাই চরণ আশ্রয়॥
শ্রীনিবাস কার নাম কেবা তাঁরে জানে।
আজি আসিয়াছেন, রহে তোমার ভবনে॥
হেন কভু নাহি শুনি দেখিয়ে স্বপনে।
কাহারে কহিব কেবা কহিব কারণে॥
এত অর্থ করে ঠাকুর কখন না শুনে।
বুকে করাঘাত মারে চাহে মুখপানে
না পড়িল, গ্রন্থে ডোর দিলেন তথায়।
বসিয়াছে রাজা কান্দে করে হায় হায়॥
পণ্ডিত শুনিল সব যত অর্থ করে।
হেন নাহি শুনি কভু ভুবন ভিতরে॥
নিরখি রূপের শোভা কান্দয়ে পণ্ডিত।
ঝরয়ে নয়নে নীর পড়য়ে ভূমিত॥
দেখিয়া ঠাকুর স্তব্ধ কিছু নাহি কয়।
রাজা উঠি প্রণমিয়া কিছু নিবেদয়॥
কহ ঠাকুর কোথা হইতে হৈল আগমন।
কিবা নাম কহ শুনি স্থির হউক মন॥
শ্রীনিবাস নাম, আইল বৃন্দাবন হইতে।
লক্ষ গ্রন্থ শ্রীরূপের প্রকাশ করিতে॥
গৌড়দেশে লৈয়া তাহা করিব প্রচার।
চুরি করি লইল কেবা জীবন আমার॥
তাহার লাগিয়া ফিরি কত দেশে বনে।
শয়ন ভোজন গেল অন্য নাহি মনে॥
মোর প্রভু শ্রীগোপালভট্ট তাঁর নাম।
শ্রীজীবগোসাঞি মোরে আজ্ঞা দিলদান॥

গোসাঞি দশ অস্ত্রধারী তুই গাড়োয়ান।
ভাল মন্দ নাহি আর পথের জঞ্জাল॥
আমি শ্যামানন্দ আর ঠাকুর মহাশয়।
এত পথ আইলাম হইয়া নির্ভয়॥
রাত্রেতে গোপালপুরে আসি বাসা করি।
বহু অস্ত্রধারী যাইয়া রাত্রে কৈল চুরি॥
গাড়িভরা গ্রন্থ ছিল যত দ্রব্য আর।
লুটি নিজ দেশে গেল এ দশা আমার॥
রাজা কহে বহু ভাগ্য বংশের আমার।
এই দেশে আগমন হইল যে তোমার॥
চুরি না করিলে নহে তোমার আগমন।
অধমেরে কৃপা করে কে আছে এমন।
যেই মত গাড়ি সব তেমত আছয়।
উচিত যে শাস্তি তাহা কর মহাশয়॥
আমার উদ্ধার লাগি তোমার আগমন।
আমা হেন মহাপাপী নাহি কোন জন।
ইহা বলি কান্দে রাজা ভূমে গড়ি যায়।
সুবর্ণের প্রায় দেহ গড়াগড়ি যায়॥(১)
দুনয়নে ঝরে নীর নাচে মত্ত হৈয়া।
কোথায় রাখিয়াছ গ্রন্থ চল দেখি যাঞা॥
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা যায় সঙ্গে চলি।
ঠাকুর দেখিল যাঞা আছয়ে সকলি॥
দণ্ডবৎ করেন ঠাকুর আনন্দ অন্তর।
চরণে পড়িয়া রাজা কান্দয়ে বিস্তর॥
ঠাকুর বাসাকে যান করিবারে স্নান।
চন্দন তুলসী মালা আন সন্নিধান॥
করিব গ্রন্থের পূজা সকল মঙ্গল।
আপনে আনিল রাজা সাক্ষাতে সকল॥
নবীন আসনে বসি করয়ে পূজন।
ঠাকুর কহে স্নানে রাজা করহ গমন॥
অন্তঃপুরে যাঞা রাজা করিলেন স্নান।
ঠাকুর নিকটে আসি করিল প্রণাম॥
ঠাকুর কহেন বৈস শুন কৃষ্ণনাম।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা পাতিলেন কাণ॥
নিকটে বসাঞা রাজায় কহে হরিনাম।
মহামন্ত্র হরিনাম করিল প্রদান॥
গ্রন্থস্পর্শ করাইল গলে দিল মালা।
উঠিয়া ঠাকুর নিজ বাসাকে চলিলা॥
রাজা যাই পাণ্ডতেরে আনিল ডাকিয়া।
নিযুক্ত করিলেন তাঁরে সেবার লাগিয়া॥
পণ্ডিত আসিয়া করে দণ্ডবৎ প্রণাম।
ঠাকুর জিজ্ঞাসেন তাঁরে কিবা তোমার নাম॥
মুই ছার বলিয়া ঠাকুরে নিবেদিল।
বিদ্যা-গুরু ব্যাস বলি আপনে কহিল॥
সেই হৈতে ব্যাস বলি কহে সর্ব্বজনে।
আজ্ঞা হয় সমর্পিত হইয়ে চরণে॥
ঠাকুর কৃষ্ণনাম শুনাইলেন কর্ণেতে।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিল নামের সহিতে॥
রোদন করয়ে পদে করয়ে প্রণাম।
সেইক্ষণে তাঁর হস্তে কৈল জলপান॥
তিলক কপালে দিল প্রভু নিজ হাতে।
আত্মসাৎ করিলেন পদ দিল মাথে॥
সাক্ষাতে আসিয়া রাজা দেখিল সকল।
নয়নে গলয়ে নীর আনন্দে বিহ্বল॥
আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়া-দিবসে।
ভাল দিন নাহি পরে বুঝিল বিশেষে॥
সেই দিন মন্ত্র দীক্ষা রাজার হবেক।
ঠাকুর বিদ্যমানে সামগ্রী করিল অনেক॥

---

(১) উঠিয়া তো পদ প্রভু দিলেন মাথায়।

রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিল ধ্যানাদিক যত।
শিক্ষা করাইল শ্রীরূপের গ্রন্থ মত॥
যতেক দিলেন দ্রব্য মনের আনন্দে।
নিবেদন করে রাজা চরণারবিন্দে॥
আজ্ঞা হয় প্রভু এই গ্রামে হয় বাস।
দর্শন শ্রবণ করোঁ এই অভিলাষ॥
ঠাকুর অঙ্গীকার কৈল তাঁহার বচন।
রহিলা রাজার স্থানে আনন্দিত মন॥
ঠাকুরের সেবক ব্যাস আচার্য্য পণ্ডিত।
শ্রীভাগবত পড়ান তাঁরে মনের সহিত॥
শ্রীরূপের গ্রন্থ পড়ান আনন্দ আবেশে।
হেন পরমার্থ রাজার ঘোষে সর্ব্বদেশে॥
রাজারে দিলেন নাম "হরিচরণ" দাস।
কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পদ আশ॥
একদিন রাজা বৈসে প্রভুর সাক্ষাতে।
সেইক্ষণে ঠাকুর কিছু লাগিল কহিতে॥
এই ব্যাস ভ্রাতা তোমার, আমার সম্বন্ধে।
ইহোঁ গ্রন্থ শাস্ত্র বহু পড়িল স্বচ্ছন্দে॥
তুমি মহারাজ তোমার সভার পণ্ডিত।
ইহো পড়িবেন সব শুনিহ আনন্দিত॥
শ্রবণ ভজন কর এই বড় কার্য্য।
আজি হৈতে নাম দিল শ্রীব্যাস আচার্য্য॥
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করে নমস্কার।
যেমন রাজা তেমত সভাপণ্ডিত তোমার॥
শুন রাজা এক বাক্য আমার মনের।
তুমি আমি জানি প্রবেশ নাহিক অন্যের॥
দুই মনুষ্য খরচ সহিত আনহ ত্বরায়।
গড়ের হাট দেশ খেতরি গ্রামে যেন যায়॥
ঠাকুর নরোত্তম দুঃখী আছেন অন্তরে।
লোকে পত্র লৈয়া তাঁরে দিবে অন্তঃপুরে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা লোক আনাইল।
সেইক্ষণে ঠাকুর মঙ্গল বার্ত্তা যে লিখিল॥
লোকে পত্র লৈয়া শীঘ্র করিল গমন।
করযোড়ে রাজা কিছু করে নিবেদন॥
কেবা নরোত্তম প্রভু কোথা তাঁর ঘর।
শ্রবণে শুনিলে হয় আনন্দ অন্তর॥
ঠাকুর কহেন রাজা বড় সুখ পাবে।
তাঁহার আমার সঙ্গ বৃন্দাবনে যবে॥
দুই জনে গ্রন্থের সহিত কৈল আগমন।
চোরে নিল গ্রন্থ দুঃখে করেন ভ্রমণ॥
বহু দুঃখে বিদায় দিল তাঁরে নিজ ঘরে।
এ দুঃখে দুঃখিত তিহোঁ ভাবিত অন্তরে॥
গড়ের হাট নামে দেশ তার জমীদার।
কৃষ্ণানন্দ রায় নাম পরম উদার॥
অল্পকালে তাঁর পুত্র গৃহে ত উদাস।
মহাপ্রভু দিলেন নাম নরোত্তম দাস॥
তবে বৃন্দাবনে তিহোঁ করিলা গমন।
আশ্রয় করিল লোকনাথের চরণ॥
তাঁহার ভজন রীতি কহিব বা কত।
এক স্থানে বাস আমার একই সম্মত॥
বৃন্দাবনে নাম হৈল "ঠাকুর মহাশয়"।
কৃষ্ণভজনের বল আছয়ে নিশ্চয়॥
শুনিয়া রাজার চিত্ত আনন্দিত হয়।
কিরূপে দর্শন করি হেন মহাশয়॥
ঠাকুর কহে বড় দুঃখে পাই দরশন। (১)
কেবা তুল্য আছে কৃষ্ণভক্ত তাঁর সম॥
এক প্রাণ দুই দেহ তাঁহার আমার।
তিহোঁ জানেন আমার মন আমি জানি তাঁর॥

(১) ঠাকুর কহে বহু ভাগ্যে পাই দরশন।

যেই দুই লোক গেলা পত্রিকা লইয়া।
কথোদিনে খেতরি গ্রামে উত্তরিল গিয়া ॥
বসিয়া আছেন ঠাকুর কৃষ্ণলীলারসে।
হেনকালে দুই লোক করিল প্রবেশে ॥
জিজ্ঞাসিলেন কোথা হৈতে এথা আগমন।
ঘর বিষ্ণুপুর, আচার্য্য ঠাকুরের লিখন ॥
উঠি পত্র হাতে করি নিজে লইলেন।
ঠাকুরের মঙ্গল বাক্য তারে পুছিলেন ॥
লোক কহে মঙ্গল হয় লিখিল লিখনে।
খাম খুলিয়া পত্রের পড়িল আপনে ॥
পড়িতে পড়িতে হয় আনন্দ অন্তরে।
নেত্রে জল ঝরি পড়ে বুকের উপরে ॥
ডাকহ বাজনদার বাজাক্ বাজনা।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে হইল ঘোষণা ॥
পঞ্চ দিনে লোক দ্বারে পত্র লিখিয়া।
খরচ সহিতে তারে দিল পাঠাইয়া ॥
লিখিলেন "তোমার মঙ্গলে মোর বড় সুখ।
তৎকাল দর্শন করি তবে যায় দুঃখ ॥"
সেই পত্র লোক লঞা দিল ঠাকুরেরে।
সকল মঙ্গল কহ পুছয়ে লোকেরে ॥
রাজা বসিয়াছেন, লোক কহিতে লাগিল।
শুনি বাদ্য ভাণ্ড বাজে আকাশ ভেদিল ॥
নয়নে বহয়ে নীর চিবুক বাহিয়া।
আমরা কি জানি তিহোঁ কান্দে কি লাগিয়া ॥
পত্র পড়ে ঠাকুর সব রাজাকে শুনায়।
নেত্রে কত ধারা বহে করে হায় হায় ॥
হেন যে দিবস হবে দেখিব নরোত্তম।
সকল কহিব সুখ দুঃখ বা যেমন ॥
কৃষ্ণবল্লভ নামে এক ব্রাহ্মণকুমার।
প্রথমে ঠাকুরের বাসা গৃহেতে যাহার ॥
পশ্চাতে করিল সেই চরণ-আশ্রয়।
বহু গুণ ধরে বহু অপূর্ব্ব আশয় ॥
অপূর্ব্ব আভাস রাজা করে একক্ষণে।
ঠাকুর বলিয়া সুখ পায় দিনে দিনে ॥
একদিন রাজারে ঠাকুর কহিলা বচন।
রাঢ়দেশে যাব মোর আছে প্রয়োজন ॥
মাতা মোর যাজিগ্রামে আছেন একাকিনী।
দেখিতে চাহিয়ে তাঁর চরণ দুখানি ॥
রাজা বহু সামগ্রী দিল ভারি দুই চারি।
লোক বহু সঙ্গে দিল সজ্বট্ট হৈল ভারি ॥
ব্যাস আচার্য্য সঙ্গে চলে আর কৃষ্ণবল্লভ।
এই মত গমন করিলেন রাঢ়দেশে সব ॥
বহু গ্রন্থ লইল সঙ্গে পুরাণ ভাগবত।
রাজার মহাদুঃখ হৈল ভাবে অবিরত ॥
চারি দিন উপরান্তে আইলা যাজিগ্রাম।
মাতার চরণে যাই করিল প্রণাম ॥
মাতা নাহি জিজ্ঞাসয়ে ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
ঠাকুর কহিল মোর শ্রীনিবাস নাম ॥
প্রাণ ছাড়ি গিয়াছিলা বসিল অন্তরে। (১)
হাতে ধরি কান্দে মাতা বদন নিহারে ॥
জিজ্ঞাসিলা মাতা সব নিবেদিলা পায়।
বৃন্দাবন হৈতে গমন তোমার কৃপায় ॥
ঠাকুরের মহিমা জগতে হইল ব্যাপিত।
দিন কত রহেন তথা মাতার সহিত ॥
তথাই প্রসঙ্গ হৈল অপূর্ব্ব আখ্যান।
তেলিয়া বুধরি এক আছে গণ্ড গ্রাম ॥
পদ্মাবতী-তীর ওপারে গড়ের হাট দেশ।
সেই পারে কিছু দূর লিখিয়ে বিশেষ ॥

---

১) প্রাণ ছাড়ি গিয়াছিল বলিল তোমারে।

অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম প্রতিষ্ঠিত লোকে।
পূর্ব্বে পরে তাঁর গুণ লিখিব অনেকে॥
একোদর দুই ভ্রাতা পরম স্বচ্ছন্দ।
মহাবিদ্বান্ রামচন্দ্র কনিষ্ঠ গোবিন্দ॥
রামচন্দ্র অপূর্ব্ব এক সর্ব্ব লোকে জানে।
ঠাকুরের যত গুণ শুনিলেন কাণে॥
দর্শনের লোভ হৈল যান বিষ্ণুপুর।
পথে চলে মনে উঠে আনন্দ প্রচুর॥
এক ভৃত্য সঙ্গে কাটোয়াতে আগমন।
শুনিলা গৌরাঙ্গের সেবা অতি বিচক্ষণ॥
যাইয়া দর্শন করে আনন্দ আবেশে।
ঠাকুরের গুণ সবে বসিয়া প্রশংসে॥
কেহ বলে বৃন্দাবন হইতে বিজয়।
কেহ বলে বিষ্ণুপুরে তাঁহার আলয়॥
কেহ কহে হেন শক্তি নাহি শুনি আর।
কেহ কহে পণ্ডিত বড় ব্রাহ্মণ-কুমার॥
কেহ কহে যাজিগ্রামে দেখিল এখন।
কিবা সেই গৌরাঙ্গের এক বর্ণ হন॥
কেহ কহে মাতা তাঁর এই স্থানে ছিলা।
বৃন্দাবনে হৈতে আসি তাঁহারে দেখিলা॥
রামচন্দ্র সেই কথা শুনে মন দিয়া।
তৎকালে বাহির হৈলা আনন্দিত হৈয়া॥
গ্রামের বাহিরে যাই পুছিল লোকেরে।
যাজিগ্রাম কত দূর কহ ভাই মোরে॥
লোক কহে এক ক্রোশ এখান হইতে।
শুনি শীঘ্র চলে পথে দর্শন করিতে॥
যাজিগ্রাম মধ্যে গেলা পুছে লোকগণে।
আচার্য্য ঠাকুর গ্রামে করিলা গমনে॥
কেহ কহে তাঁর মাতার ঘর আছে।
খণ্ডকে গমন তিহোঁ প্রাতে করিয়াছে॥
বাসা কৈল, না দেখিয়া উৎকণ্ঠিত মন।
আর দিন ঠাকুর গ্রামে করিলা গমন॥
যখন শ্রীখণ্ডে ঠাকুর গমন করিলা।
যে কিছু প্রসঙ্গ তাহা যেমন হইলা॥
পশ্চাৎ কহিব তাহা যেমন প্রসঙ্গ।
যাইয়া হইল যেন বিরহ-তরঙ্গ॥
কেহ লেখায় শুনিমাত্র লিখয়ে সর্ব্বথা।
আমি লিখি নিজ প্রভুর আজ্ঞায় এই কথা॥
ইথে যে লইবে দোষ সেই তাহা জানে।
লাভালাভ যেই হয় কারণাকারণে॥ (১)
দুর্ম্মতি গায়িক যেই শুনে একবার।
কৃষ্ণে মতি হয় তার কহি যে নির্দ্ধার॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে ত্রয়োদশ
বিলাস সম্পূর্ণ।

চতুর্দ্দশ বিলাস।

—:০:—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ বৈষ্ণবের প্রাণ॥
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য প্রিয়গণ।
যাঁহার প্রকাশ জীব উদ্ধার কারণ॥
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্রপ্রাণ।
প্রেমময় প্রকাশ যিহোঁ আছয়ে আখ্যান॥
এবে লিখি খণ্ডতে গমন যেন রীতে।
দেখিয়াছি আমি যার যেই হইল প্রীতে॥

---

(১) ভালমন্দ যেই হয় কারণাকারণে॥

ঠাকুর বাড়ীর দ্বারে বাহন ছাড়িয়া।
পদব্রজে আইলা লোক সঙ্গেতে করিয়া॥
আসিয়া প্রণাম কৈল গৌরাঙ্গ দক্ষিণে।
সেইকালে রঘুনন্দন কৈল আগমনে॥
আইস আইস ভাই মোর প্রাণ শ্রীনিবাস।
না বুঝিল কোনরূপে তোমার প্রকাশ॥
প্রেমালিঙ্গন করিল দোঁহে আসনেতে বসি।
রঘুনন্দন জিজ্ঞাসা করেন হাঁসি হাঁসি॥
সব শুনিয়াছি লোক গতায়াত দ্বারে।
শুনিয়া আনন্দ পাই কহ ত আমারে॥
বৃন্দাবনে যেই হইল যেরূপে গমন।
যাইয়া আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ॥
যেরূপে শ্রীজীব-স্থানে গ্রন্থের পঠন।
আজ্ঞা হৈল গ্রন্থ লৈয়া করহ গমন॥
যেরূপে আনিলা গ্রন্থ ঝাড়িখণ্ড পথে।
সকল কহিলা তাঁরে যত লোক সাথে॥
যেই রূপে চুরি হৈল যেমন প্রকার।
যেইরূপে প্রাপ্তি হৈল স্থানেতে রাজার॥
আমি বসি শুনি রঘুনন্দনের বামে।
রাজারে করিল কৃপা বসাইয়া গ্রামে॥
রাজারে অত্যন্ত প্রীত হৈল তে কারণ।
সম্প্রতি করিল আসি মাতার দর্শন॥
আমাদিগের সুখ লাগি রহ যাজিগ্রামে।
অনেক পাইয়ে সুখ রহি এই স্থানে॥
কহিল প্রসঙ্গ যত গৃহের প্রকার।
যেরূপে কাটিয়ে কাল যেরূপে নির্ভর॥
শ্রীসরকার ঠাকুর অপ্রকট হইয়াছেন।
সেই দুঃখে রঘুনন্দন সদাই কান্দেন॥
এই বড় দুঃখ পাই মনের ভাবন।
ভৃত্যকে ছাড়িয়া ঠাকুর করিলা গমন॥
মরমে রহিল শেল বাহির না হইল।
দুই জনে গলাগলি কান্দিতে লাগিল॥
শ্রীনিবাস কান্দিয়া কহে সেই কৃপা হৈতে।
শ্রীমুখের আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইতে॥
আসি অদর্শন হৈল হেন দশা মোর।
বিরহে দোঁহার চিত্ত হইল বিভোর॥
সেই রাত্রি রহিলা তাঁহা কৃষ্ণ-কথা রসে।
রহিলা সে দিন তথা হইল রাত্রি শেষে॥ (১)
প্রাতঃকালে বসিলেন শ্রীনাটমন্দিরে।
শ্রীরঘুনন্দন বলে কি বলিব তোরে॥
তুমি মোর প্রাণ ভাই! সব ভার তোর।
তোমা সহ কাল কাটি এই বাঞ্ছা মোর॥
বিদায়ের কালে দুঁহে দুঁহা আলিঙ্গন।
হস্তে হস্তে ধরি দোহে করিল গমন॥
একদিন বাস কৈল বসি দুই জনে।
সেই স্থানে রহিয়াছে ভাবে মনে মনে॥ (২)
রঘুনন্দনের রূপ ভুবনমোহন।
শ্রীনিবাসের রূপ তাহে অত্যন্ত শোভন॥
দেখিয়া মোহিত হৈল চিত্ত যে আমার।
সে জানে দুঁহার রূপ নয়নে লাগে যার॥
সেইরূপে আইলেন নিজগৃহ স্থান।
মাতার চরণে আসি করিল প্রণাম॥
হেনকালে রামচন্দ্র আছিলা সে গ্রামে।
লোকমুখে শুনি শীঘ্র গমন দর্শনে॥
পথে চলি যান মনে করিয়া ভাবন।
দর্শন করিয়া করিব কেমন সম্ভাষণ॥
যাইয়া দেখিল ঠাকুর বসিয়া আসনে।
একাকী আছয়ে কেহো নাহি সেই স্থানে॥

(১) কহিলেন কৃষ্ণকথা অশেষ বিশেষে॥
(২) সেই স্থানে বসি দর্শন ভাবে মনে মনে।

যাইয়া সম্মুখে রহে কিছু নাহি কয়।
প্রণাম করয়ে, রূপ নয়নে দেখয় ॥
পাঁচ মুদ্রা আগে রাখি পুন নমস্কার।
আশীর্ব্বাদ কৈল জিজ্ঞাসিল একবার ॥
কোথা হৈতে আগমন হৈল আপনার।
কিবা নাম কোন গ্রামে বসতি তোমার ॥
রামচন্দ্র নাম মোর অম্বষ্ঠ-কুলে জন্ম।
কেবল মানস প্রভুর চরণ দর্শন ॥
তেলিয়া বুধরি গ্রামে জন্মস্থান হয়।
আসন আছিল, তাতে বসিতে কহয় ॥
অনেক সম্মান কৈল, কর স্নান পান।
নিকটে বসিতে তাঁরে দিল বাসাস্থান ॥
আর দিন ঠাকুর কহয়ে তাঁহা প্রতি।
খেতরি হৈতে কতদূর তোমার বসতি ॥
তিহোঁ কহে চারি ক্রোশ নিবেদন করি।
কতদিন আপনে আইলে গৃহ ছাড়ি ॥
তিহোঁ কহে চারিদিন পথে ত গমন।
পঞ্চদিবসে হৈল চরণ দর্শন ॥
কিছু বিদ্যা পড়িয়াছ কহ সমাচার।
বহু গ্রন্থ শাস্ত্র আছে দর্শন আমার ॥
ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসিল, কহিল সকল।
শুনিয়া ঠাকুর তার বাক্যের কৌশল ॥
দেখিয়া আনন্দ হয়, প্রসঙ্গ না করে।
একদিন ঠাকুর আজ্ঞা করেন আচার্য্যেরে ॥
তোমার প্রসঙ্গ হয় রামচন্দ্র সঙ্গে।
বসিয়া শুনিয়ে আমি বিচার তরঙ্গে ॥
ব্যাস রামচন্দ্র দুঁহে নিকটে আনিয়া।
বিদ্যার প্রসঙ্গ করে আনন্দিত হৈয়া ॥
প্রথমে ব্যাকরণ টীকার প্রসঙ্গ।
তবে উঠাইল দুঁহে কাব্যের তরঙ্গ ॥
অনেক বিচার হয় ঠাকুর বসি শুনে।
তার পর ঝগড়া হইল দুই জনে ॥
তর্কে রামচন্দ্র বড় বলবান্ দেখি।
আপনে ঠাকুর কহে ব্যাসাচার্য্য প্রতি ॥
অবাক্য হইল আচার্য্য ঠাকুর, বসি শুনে।
রামচন্দ্রে ডাকি কোলে করিল আপনে ॥
রামচন্দ্রের অভিমান থাকয়ে অন্তরে।
তর্কশাস্ত্রে মোর সঙ্গে বিচার কে করে ॥
ঠাকুর আপনে তাঁর বুঝিল আশয়।
আচার্য্যে বারণ করি ঠাকুর কিছু কয় ॥
অত্যন্ত বিচার হয় ঠাকুরের সহিত।
শুনিয়া বিচার আচার্য্য হইলা মোহিত ॥
ঠাকুর জানিল রামচন্দ্রের যোগ্যতা।
ব্যাস প্রতি কহে ঠাকুর অদভুত কথা ॥
কিবা সে পণ্ডিত কিছু বুঝা নাহি যায়।
দৈব বিদ্যা কিছু সরস্বতী যে সহায় ॥
হেন অভ্যাস হেন বিচার দ্রুত সংস্কার।
আমি নাহি দেখি হেন হয় বা কাহার ॥
আর দিনে ঠাকুরের বিচার রামচন্দ্র সনে।
যতেক কহেন তাহা ব্যাস সব শুনে ॥
সন্ধ্যাকালাবধি দুঁহার বিচার হইল।
বাহ্য নহে কার হেন স্নান যে নহিল ॥
ঠাকুর নিবৃত্ত হৈয়া উঠিলা তখন।
যাহ রামচন্দ্র স্নান করহ এখন ॥
সেদিন হৈতে মর্য্যাদা করেন অতিশয়।
গুণগ্রাহী গুণ জানে অন্যে না জানয় ॥
সেইদিন হৈতে ঠাকুর প্রীতি করেন অতি।
ঠাকুর অতি প্রীতি পান দেখি অঙ্গজ্যোতিঃ ॥
নিকটে বসায়ে করেন আপনে ভোজন।
জানিলেন রামচন্দ্র পুরুষরতন ॥

আর দিনে ঠাকুর বসিলা তাঁর সনে।
আজি আমা সহিত বিচার করহ আপনে॥
যে আজ্ঞা করিয়া কহেন্ মনের সাটোপ।
ঠাকুরের সহ বাক্য মোর অনুভব॥
প্রহরেক পর্য্যন্ত অনেক হইল বিচার।
রামচন্দ্র প্রতি ঠাকুর কহেন আর বার॥
মনুষ্য শরীর ধরি হয় গুণচয়।
সেই সাধ্য করে সেই মনে ত উদয়॥
অবিদ্যা বিদ্যা যত সাধয়ে অন্তরে।
গুণ অপগুণ সব শরীরে প্রচারে॥
শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ যত শরীর সাধন।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যত কারণাকারণ॥
দেহ ধরি নিত্যানিত্য বাখানয়ে যে।
পৃথিবীতে সেই ধন্য ইহা জানে কে॥
যে শাস্ত্র পড়িলে ভবরোগ হয় নাশ।
সর্ব্ব ত্যাগ করি তাহে করি অভিলাষ॥
নহিলে সকল বৃথা শাস্ত্রে নিষেধয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বাক্য আছে নাহিক সংশয়॥
তর্ক ন্যায় পড়িমাত্র কাল যায় ক্ষয়।
অন্তে কিবা লাভ হয় কিবা শাস্ত্রে কয়॥
প্রথমেই ভাগবত বিচারিব চিতে।
এতেক শুনহ বাপু যে হইল তাতে॥
ভাগবত সিদ্ধান্ত কহে অশেষ বিশেষ।
তাহাতেই বাক্য আছে ঈশ্বর আদেশ॥
সেই করি সেই পড়ি যাতে লভ্য হয়।
কেনে অন্য কার্য্য করি কাল যায় ক্ষয়॥
এই লাগি ঠাকুর আইলুঁ তোমা স্থানে।
রামচন্দ্রের নাথ হও সর্ব্ব লোক জানে॥
পড়িয়া শুনিয়া মনে না গেল সংশয়।
কবা সে করিব মনে উঠে মহাশয়॥

ক্ষার খলি খাইতে জনম গেল বৃথা।
আপনার শুভাশুভ না করিল চিন্তা॥
গৌড়ে বৃন্দাবনে নাম আচার্য্য শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্রে অঙ্গীকরি কর নিজ দাস॥
দাস হৈয়া আশা করি এ দুই চরণ।
তবে সে সফল হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
অধম পতিত দেখি না কর ধিক্কার।
মোর পরিত্রাণ হেতু চরণ তোমার॥
বিলম্ব করিলে এই কাল যায় ক্ষয়।
মোর মস্তকে ধর প্রভু চরণ অভয়॥
কান্দিয়া নেহারে মুখ ভূমে গড়ি যায়।
জন্মে জন্মে হও মোর প্রভু সুনিশ্চয়॥
চরণে বিক্রীত হৈনু মূল্যে লহ মোরে।
রামচন্দ্রের নাথ নাম ধরিহ সংসারে॥
তবে ঠাকুর কৃপা কৈল হস্ত দিল মাথে।
জন্মে জন্মে তুমি মোর কৃপা কৈল তাথে॥
প্রণাম করিয়া চরণামৃত কৈল পান।
হরিনাম শুনাইলা হৈয়া কৃপাবান্॥
আর দিন রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র কৃপা কৈল।
সাধ্য সাধন বস্তু সকল কহিল॥
স্মরণ পদ্ধতি দিল সাধনাঙ্গ সার।
পড়াইল সব, অর্থ কহিল তাহার॥
শ্রীরূপের গ্রন্থ পড়ে হঞা কৃপাবান্।
নাটক সন্দর্ভ পড়ে টীকা অভিধান॥
পড়িতে আভাস মাত্র অন্বয় করয়।
কত পূর্ব্বপক্ষ করে কত বাখানয়॥
হেন অর্থ করেন ঠাকুর, কান্দয়ে বিস্তর।
আলিঙ্গন করি বোলে প্রাণের দোশর॥
একমাস মধ্যে সব পড়িল বসিয়া।
ঠাকুর শুনয়ে অর্থ কহে উঘাড়িয়া॥

ইহাতে সন্দেহ নাই শুন মহাশয়।
নিরপরাধ চিত্ত হৈলে সব স্ফূর্ত্তি হয়॥
হেন বিদ্যা হেন গুণ যাঁর দেহে হয়।
তাঁহারে প্রাকৃত বুলি কোন্ জনে কয়॥
পূর্ব্ব সিদ্ধি ভাব থাকে সপ্নেতে লাগিয়া।
আশ্রয়মাত্র সর্ব্বগুণ জন্ময়ে আসিয়া॥
এই মত পূর্ব্ব মহান্তের সব চেষ্টা।
সেই বুঝে যার ভজনের পরাকাষ্ঠা॥
জন্মিয়া বিষয়ি-ঘরে অন্যাশ্রয় করে।
মহৎ জনার আশ্রয় সর্ব্ব গুণ ধরে॥
এই মত কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ কৃপা যারে।
গুরুপদাশ্রয় তাঁর জন্ময়ে অন্তরে॥
পূর্ব্ব গ্রন্থে বাক্য আছে তবে যে লিখিয়ে।
না লিখিলে সাবধানে চিত্ত নাহি হয়ে॥
হেন রামচন্দ্র কবিরাজ গুণবান্।
যেন গুরু তেন শিষ্য হয় ত প্রধান॥
এক দিন ঠাকুর বসি আছেন নিজ ঘরে।
রামচন্দ্র বিনয় করে থাকি কথোদূরে॥
হেন কালে গৃহের এক পত্রিকা আইল।
গোবিন্দ কবিরাজ নিজ হস্তেতে লিখিল॥
শরীর অসুস্থ হয়, শীঘ্র আসিবেন।
দুই চারি দিন রহি পুন যাইবেন॥
না শুনিল রামচন্দ্র রহে প্রভু স্থানে।
অবসর নাহি, গ্রন্থ সতত বাখানে॥
ভক্ষণ নাহিক, সদা সাধন ভজনে।
কি করয়ে কোথা রহে তাহা নাহি জানে॥
পুনরপি দেড় মাস রহে প্রভু সঙ্গে।
নিরবধি যায় কাল প্রেমের তরঙ্গে॥
হেন কালে গোবিন্দের অস্বাস্থ্য বাহুল্য।
বড় ভ্রাতা প্রতি লিখি কর আনুকূল্য।
না রহে শরীর মোর ব্যাধি বলবান্।
কৃপা করি প্রভু যদি দেন পদ দান॥
লিখিলেন তাঁরে, ঠাকুরকে আনিবার তরে।
নিবেদিব সব, দেখি নয়ন গোচরে॥
হস্ত পাদ ফুলিয়াছে গ্রহণী প্রবেশ।
সব নিবেদন কৈল কি লিখিব শেষ॥
পত্র পড়ি কবিরাজ না কহিল প্রভুরে।
জিজ্ঞাসিলা ঠাকুর, অন্য নিবেদন করে॥
এবে লিখি গোবিন্দের অস্বাস্থ্য কারণ।
গ্রহণী ব্যাধিতে শেষে ছাড়য়ে জীবন॥
তাঁর দেবী-উপাসনা শক্তি মহামায়া।
সেই সেবা সেই স্মরণ বাঞ্ছে তার দয়া॥
মন্ত্র সিদ্ধি করিলেন ইষ্ট হইল সাক্ষাৎ।
মরণ সময়ে পদে করে প্রণিপাত॥
জীবনে মরণে মাতা আর নাহি জানি।
ভব তরিবার তরে দেহ ত তরণী॥
হেন কাল গেল, অন্তে যুক্তি দেহ মোরে।
তোমা বিনে গোবিন্দেরে কৃপা কেবা করে॥
কাতর হইয়া ডাকে কর পরিত্রাণ।
জীবনে মরণে তোমা বিনে নাহি আন॥
বহু লোক বেড়ি আছে নহে সাক্ষাৎকার।
দৈববাণী হৈল কর্ণে শুনি আপনার॥
পরিত্রাণ হেতু গোবিন্দ স্মর ওহে বাপা।
শাস্ত্রে দেখিয়াছ পড়িয়াছ মহাতপাঃ॥
গোবিন্দ স্মরণ কর পরিত্রাণ-দাতা।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের তিহোঁ হন কর্ত্তা॥
আমি কি দিবারে পারি মুক্তিপদ দান
আমিহ ভাবিয়ে তার রাতুল চরণ॥
আমি কি কহিতে পারি তাহার মহিমা।
আমা হেন দাসী তার কত কত জনা॥

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন নন্দের নন্দন।
আমা হেন শত দুর্গা করয়ে প্রার্থন ॥
অজ ভব আদি যার সীমা নাহি পায়।
হেন শত সহস্র তাঁর চরণ সেবয় ॥
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্র সার হয়।
সেই পাদপদ্ম তুমি করহ আশ্রয় ॥
সবার যে মুক্তিদাতা পরম গোবিন্দ।
হেন প্রভু যে না ভজে মূঢ়মতি মন্দ ॥
গোবিন্দ স্মরণ কর পরিত্রাণ-দাতা।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের তিনি হন কর্ত্তা ॥
শুনিয়া তাঁহার বাক্য উড়িল পরাণে।
রামচন্দ্র কোথা গেলা না দেখি নয়ানে ॥
নিকটে আছিলা লোক তারে পাঠাইয়া।
অস্বাস্থ্যের কথা কহি আনিল ডাকিয়া ॥
আইলেন গুরু দিব্য দিলেন আসনে।
নিকটে বসাইয়া তাঁরে করে নিবেদনে ॥
কৃপা কর প্রভু, মোর হউক পরিত্রাণে।
কর্ণ রুদ্ধ হৈল আর না দেখি নয়নে ॥
গুরু কহে গোবিন্দ স্মরণ কর চিত্তে।
কে আছে সংসারে আর উদ্ধার করিতে ॥
হেট মুণ্ডে রহে, কারে কিছু না বলিয়া।
নিজ পুত্র দিব্যসিংহ তারে ত ডাকিয়া ॥ (১)
জনম গোঙাইল আমি পড়ি মিথ্যা রসে।
আমারে উদ্ধার করে হেন কেবা আছে ॥
আচার্য্য ঠাকুর যাঁহা আছেন বসিয়া।
পাঁচ জন শীঘ্র পাঠাও নিবেদন লিখিয়া ॥
শরীর সংশয় লেখ প্রভুর আগমন।
একবার নয়নে দেখিতে আছয়ে জীবন ॥

রামচন্দ্র কবিরাজ প্রতি পত্র লিখিলা।
খরচ সহিত পাঁচ জন লোক পাঠাইলা ॥
রাত্রি দিনে চলি গেলা দুই দণ্ড বেলা।
চারিদণ্ডে যাজিগ্রামে যাই উত্তরিলা ॥
লোক জিজ্ঞাসিল ঠাকুরের বাড়ি কোথা।
দ্বারের ডাহিনে বৃক্ষ বড় আছে যথা ॥
যাইতেই দ্বারে বৃক্ষ দেখি উত্তরিলা। (২)
লোক যাই কবিরাজে সমাচার দিলা ॥
শুনিয়া বাহির হৈয়া দেখে পাঁচ লোক।
সেই লোক সব পত্র দিয়া করে শোক ॥
পত্র পড়িয়া গেলেন ঠাকুরের স্থানে।
পত্র শুনাইয়া কিছু করে নিবেদনে ॥
মোর গোষ্ঠী প্রতি প্রভু কর অঙ্গীকার।
তোমার সাক্ষাতে কি কহিব মুঞি ছার ॥
প্রভুর করুণা হৈল তাঁহার বচনে।
সেই দিনে যাত্রা কৈলা করিয়া ভোজনে ॥
আর দিন চলি গেলা যাইতে নারিলা।
এক স্থানে রহি সেই রাত্রি গোঙাইলা ॥
প্রাতঃকালে চলিলা সভে আগে মনুষ্য গেল।
ঠাকুর আইলা লোক যাইয়া কহিল ॥
পড়ি আছে গোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর।
পুত্রেরে ডাকিয়া কহে আনন্দ প্রচুর ॥
গ্রামমধ্যে কদলীর বৃক্ষ রোপাইয়া।
আম্রের পল্লব রাখি চৌদিগে বেড়িয়া ॥
অনুব্রজি দিব্যসিংহ আনিল প্রভুরে।
প্রণাম করিয়া পরে জিজ্ঞাসিল তাঁরে ॥
প্রভু জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র করে নিবেদন।
গোবিন্দের পুত্র ইহোঁ তোমার ভৃত্য হন ॥

---

(১) পুত্র ডাকি বলে সিংহাসন আন গিয়া।

(২) শীঘ্র করি বৃক্ষদ্বারে যাই উত্তরিলা।

প্রভুরে লইয়া যায় আপনার ঘরে।
হরি হরি ধ্বনি করে আনন্দ অন্তরে॥
যাই উত্তরিলা কবিরাজের আবাস।
প্রভু কহে কি করিব রামচন্দ্রদাস॥
রামচন্দ্র বলে প্রভু কি বলিব আমি।
যেই ইচ্ছা তাহা কর স্বতন্ত্র হও তুমি॥
প্রভু কহে তোমার গণ আমার কিঙ্কর।
এত বলি প্রবেশিলা গোবিন্দের ঘর॥
বাজয়ে দুন্দুভি বাদ্য মঙ্গল হুলাহুলি।
যে গৃহে গোবিন্দ আছে গেলা তথা চলি॥
দুই চারি লোকে ধরি বসাইল তাঁরে।
মুখে বাক্য নাহি, চক্ষে বদন নিহারে॥
কর যোড় করে মুখে, বাক্য না সরয়।
ঠাকুর চরণ দিল তাহার মাথায়॥
ঘরে দিব্য আসনে প্রভুকে বসাইল।
চন্দনাদি তৈল দিয়া স্নান করাইল॥
পক্কান্ন মিষ্টান্ন কিছু ভক্ষণ করিল।
চরণামৃত অধরশেষ রামচন্দ্র লইল॥
গোবিন্দেরে তাহা লৈয়া ভক্ষণ করাইল।
খাইতেই মাত্র সব ব্যাধি দূরে গেল॥
কতেক সামগ্রী আইল চড়িল রন্ধন।
রন্ধন সম্পূর্ণ করি স্নান মার্জ্জন॥
নৈবেদ্য প্রস্তুত, কৃষ্ণে কৈল সমর্পণ।
আপনে ঠাকুর বসি করিল ভক্ষণ॥
প্রভুর পাত্র অবশেষে গোবিন্দ খাইল।
ব্যাধি নাহি মনে হেন আনন্দ জন্মিল॥
সেই রাত্রি গেল, প্রাতঃকাল হৈল আসি।
রামচন্দ্র প্রতি প্রভু কহে হাঁসি হাঁসি॥
গোবিন্দেরে স্নান করাও সম্মতি আমার।
আমি স্নান করি তাঁর করিব সংস্কার॥

রামচন্দ্র নিজহস্তে স্নান করাইলা।
আর্দ্র বাস দূর করি শুষ্ক পরাইলা॥
প্রভু স্নান করি যান কৃপা করিবারে।
যে আনন্দ হৈল তাহা কে কহিতে পারে॥
রামচন্দ্র কোলে করি বৈসে আপনার।
প্রভু "হরেকৃষ্ণ" মন্ত্র কর্ণে দিলা তার॥
চতুর্দ্দিকে বৈষ্ণব করেন নাম সঙ্কীর্ত্তন।
হেনকালে কৃষ্ণমন্ত্র করান শ্রবণ॥
রাধিকা জীউর মন্ত্র তবে কৃপা কৈল।
দুহার পৃথক্ ধ্যান সকল কহিল॥
প্রণাম করিল, পদ দিলেন মস্তকে।
সিংহপ্রায় বল হৈল মানে আপনাকে॥
অনেক সামগ্রী দিল স্বর্ণ বস্ত্র কত।
কাংস্যপাত্র পিত্তল পাত্র আদি শত শত॥
প্রভুর কৃপাতে উদরভঙ্গ গেল দূর।
মন্দ মন্দ চলে আনন্দ হইল প্রচুর॥
আমার লিখন অন্য মত নহে ইহ।
এ কথা শুনিয়া দুঃখ না ভাবিহ কেহ॥
কবিরাজের পূর্ব্ব বাক্য করহ শ্রবণ।
পরে যে হইবে তাহা দেখিব সর্ব্বজন॥

না দেব কামুক, না দেবী কামিনী,
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরী শঙ্কর, চরণে কিঙ্কর,
কহই গোবিন্দদাস॥

প্রভুর কৃপাতে যত গুণের প্রচার।
যে করয়ে আস্বাদন মর্ম্ম জানে তার॥
সেই দিন হৈতে সুস্থ হইলা গোবিন্দ।
প্রভুর নিকটে আইসেন পরম স্বচ্ছন্দ॥
আপনার পূর্ব্ব রীতি কহে প্রভু আগে।
কান্দিতে কান্দিতে গোবিন্দ দাস শরণ
মাগে॥

কুলের প্রদীপ মোর ভাই রামচন্দ্র।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তাঁহার সম্বন্ধ ॥
আপনার নিজ দোষ কহিব বা কত।
অস্পৃশ্য পামর মুঞি সহজে অসত ॥
কান্দিতে কান্দিতে পড়ে রামচন্দ্রের পায়।
শ্রীনিবাস যার প্রভু কার আছে দায় ॥
এবে নিবেদন করোঁ শুন প্রভুবর।
নিবেদিতে বাসি ভয় কাঁপয়ে অন্তর ॥

তথাহি পদং ॥

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দ-নন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানব, দেহ সাধুসঙ্গ,
তরাইতে এ ভবসিন্ধু রে ॥ ১ ॥
শীত আতপ, বাত বরিখত,
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখলব লাগি রে ॥ ২ ॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীত রে।
নলিনী-দল জল, জীবন টল মল,
ভজ হুঁ হরিপদ নিতি রে ॥ ৩ ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন,
পদ সেবন দাসীরে।
পূজ হুঁ সখীগণ, আত্মনিবেদন,
গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে ॥ ৪ ॥

এবে সে জানিনু পদ জীবন আমার।
আজ্ঞা হয় কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিবার ॥
গৌরাঙ্গের লীলা বর্ণি সাধ হয় মনে।
সর্ব্বসিদ্ধি পরাৎপর যাঁহার বর্ণনে ॥

প্রভু কহে যে মাগিলে শুন কহি তায়।
কৃষ্ণলীলা বর্ণন কর আনন্দ হিয়ায় ॥
গৌরপ্রিয় বাসুদেব ঘোষ মহাশয়।
নির্যাস বর্ণন কৈল যত গুণচয় ॥
স্বচ্ছন্দে বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণ-লীলা।
আনন্দে মগন হইয়া এই আজ্ঞা দিলা ॥
পড়হ গোবিন্দ দাস রসামৃতসিন্ধু।
সর্ব্বত্র মঙ্গল যার স্পর্শি এক বিন্দু ॥
উজ্জ্বল পড়হ যাতে রাধাকৃষ্ণ-লীলা।
সর্ব্ব রস লীলাচয় তাহাতেই দিলা ॥
শুভক্ষণ করি পুঁথি পড়িতে লাগিলা।
বিষয় বিভাগ তার সকল কহিলা ॥
শুনিতেই মাত্র গ্রন্থের যেমত আভাস।
অনুভবি বহু অর্থ করিল প্রকাশ ॥
রস সিদ্ধান্ত ভাব দশা বুঝিনু সকল।
একি নিবেদন মোর করহ সফল ॥
বুঝিলাম মনে যেই তোমার করুণা।
গৌর কৃপা বিনে লীলার নাহি পায় সীমা ॥
হাসি ভাল ভাল বলি প্রভু কৈল কোলে।
গৌরাঙ্গের অনুভব জানিল সকলে ॥
যে কালে আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ।
কিবা বা আছিল তার হইতে মরণ ॥
কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন।
এইরূপে ছত্রিশ বৎসর করিল যাপন ॥ (১)
সেই দিন হৈতে লীলার করিল ঘটন।
গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা করিল বর্ণন ॥
এইত কহিল গোবিন্দ কবিরাজের গুণ।
যাঁহার শ্রবণে খণ্ডে পাষণ্ড অজ্ঞান ॥

(১) এইরূপে বত্রিশ বৎসর করিল যাপন।

আমি অতি অন্ধ হই নাহি লব লেশ।
যে কিছু লিখিয়ে আমি কৃপার আদেশ॥
আসি লিখি এই দুই প্রভুর কৃপায়।
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র প্রভুর আজ্ঞায়॥
শুন শুন শ্রোতাগণ করি এক মন।
দন্তে তৃণ ধরি এই করি নিবেদন॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ের লিখি গুণ কথা।
প্রথমে গৌরাঙ্গ সেবার করিল ব্যবস্থা॥
শুনি ঠাকুরের আগমন কবিরাজ-ঘরে।
আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হইলা অন্তরে॥
নবীন মন্দির কৈল সামগ্রী সকল।
মহোৎসব লাগি ইচ্ছা হইল প্রবল॥
নিজ পরিজন যত গ্রাম অধিকারী।
সভেই হইলা মগ্ন যত আজ্ঞাকারী॥
যে সামগ্রী চাহি তাহা প্রস্তুত সকল।
কিবা গুরু আজ্ঞা কিবা সাধনের বল॥
লোক দুই চারি সঙ্গে বুধরি আইলা।
আগে আসি লোক সব ঠাকুরে কহিলা॥
ঠাকুরের আনন্দ হৈল তাঁর আগমনে।
প্রাণ পাইলেন যেন হেন লয় মনে॥
সভারে সাবধান কৈলা কহি তাঁর গুণ।
পূর্ব্ব মর্য্যাদা করিবে যেমত সম্ভাষণ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ ব্যাস আচার্য্যেরে।
শীঘ্র দুই যাহ অনুব্রজি আনিবারে॥
যে আজ্ঞা বলিঞা দোঁহে বাহির হইলা।
অতি দূরে নহে, নিকট তাহারে দেখিলা॥
সাক্ষাৎ হইলা দোঁহে দণ্ডবৎ করে।
কোন মহাশয় তুমি আজ্ঞা কর মোরে॥
সম্ভাষণ করে তাঁরে কোলে উঠাইঞা।
আইলা ঠাকুর যথা আছেন বসিঞা॥

বাম দিকে রামচন্দ্র দক্ষিণেতে ব্যাস।
অঙ্গ ফুলে প্রফুল্লিত হইঞা উল্লাস॥
দূরে দেখি ঠাকুর তাঁরে অভ্যুত্থান করে।
আইস আইস প্রাণ আসি বসিল অন্তরে॥
দণ্ডবৎ কৈল তেঁহো কৈল আলিঙ্গন।
আসনে বসিঞা তবে কহেন বচন॥
জিজ্ঞাসিল মঙ্গল যে আজ্ঞাতে তোমার।
দুঃখ গেল যাঁহাতে আগমন তোমার॥
গোবিন্দ কবিরাজ আসি পড়িল চরণে।
উঠাইঞা কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
ইহোঁ কোন জিজ্ঞাসিলা পাইঞা আনন্দ।
ঠাকুর কহে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ গোবিন্দ॥
অনেক হইল সুখ মিলন বহু দিনে।
রামচন্দ্র নিবেদিল স্নানের কারণে॥
স্নান জলপান কৈল কৃষ্ণকথা রসে।
বসিয়া আসনে কহে আনুপূর্ব্ব ভাসে॥
আচার্য্য ঠাকুর আর ঠাকুর মহাশয়।
বৃন্দাবনে যেমত সুখ যেমতে পরিচয়॥
পথের গমনে যেমতে গ্রন্থ গেল চুরি।
বসিয়া শুনেন সভে বচন মাধুরী॥
কৃষ্ণকথা রসে সভে রহে দিবানিশি।
সেইরূপে গেল রাত্রি প্রাতঃকাল আসি॥
খেতরি গমন কর করিল প্রসঙ্গ।
আপনে না গেলে সব সুখ হবে ভঙ্গ॥
যে আজ্ঞা হইল প্রভুর জ্ঞাত আমি তার।
আজ্ঞা আছে তোমাকে সাবধান করিবার॥
আপনে যাঁহাতে আছ কর সেই কথা।
পাচ দিন মধ্যে আমি যাইব সর্ব্বথা॥
রহিতে নারিব আমি শীঘ্র যাব গ্রাম।
যেন অপরাধ নহে রহে মোর প্রাণ॥

ব্যাসাচার্য্য সঙ্গে যান হেন আজ্ঞা হয়।
ইহোঁ সর্ব্ব সমাধান করিব নিশ্চয়॥
ইহা বলি বিদায় হই গেলা নিজ গ্রামে।
আজ্ঞা হৈল ব্যাস যাই কর সমাধানে॥
উত্তরিলা গ্রামে ব্যস্ত হইল অন্তর।
লোক পাঠাইঞা দ্রব্য আনে অতি দুরন্তর॥
শৈল আনি বিগ্রহ প্রকাশ করেন ঘরে।
কারিকর আনেন গৌরাঙ্গ প্রকাশের তরে॥
নবীন আবাস ঘর অনেক হইল।
হেন কালে আচার্য্য ঠাকুর গমন করিল॥
রামচন্দ্র সঙ্গে প্রভু আইলা অল্প দূরে।
ঠাকুর মহাশয় ব্যাস যান আনিবারে॥
ঠাকুর আনিলা ঘরে মহা আনন্দ ভরে।
সেই সে জানয়ে কেবা জানিবারে পারে॥
শুশ্রূষা যেমন তাহা কতেক লিখিব।
তাঁর ঘর তাঁর দ্রব্য অন্য কি কহিব॥
গৌররায় বিগ্রহ প্রকাশ সঙ্গে এক।
আচার্য্য হইলা ব্রতী সঙ্গেত অনেক॥
পত্র লোক পাঠাইল নিমন্ত্রণ করি।
যেই যেই গ্রামে মহান্ত আছে অধিকারী॥
সর্ব্বত্র বৈষ্ণব স্থানে দিল আমন্ত্রণ।
ফাল্গুন পূর্ণিমা দিনে সভার গমন॥
সহস্র সহস্র লোক সমাধান করে।
এইরূপে সভে রহে আনন্দ অন্তরে॥
স্মরণ করেন ঠাকুর হয় সংকীর্ত্তন।
হেনকালে গৌররায় প্রকাশ উত্তম॥
আনন্দে করেন সভে হরি হরি ধ্বনি।
কি কহিব সেইরূপ অপূর্ব্ব লাবণি॥
তারপর বল্লবীকান্তের পরকাশ।
সভার হইল চিত্তে পরম উল্লাস॥

ক্রমে ক্রমে আসি সবার হইল মিলন।
এমতে মহান্ত অধিকারীর আগমন॥
কতেক হইল বাসা গ্রামের ভিতরে।
বাড়ীর সমীপে কত কত গ্রামান্তরে॥
কতেক নবীন ঘর কতেক অসারা।
সে জানে যে দেখিয়াছে আর জানে কারা॥
কতেক সামগ্রী দধি চিড়া কদলক।
মিষ্টান্ন উখড়া আর শর্করা কতেক॥
যে যে দ্রব্য লাগে সব হইল উপনীত। (১)
শত ঘট আনিল পঞ্চামৃতেতে পূরিত॥
আপনে আচার্য্য করেন স্নান অভিষেক।
মর্য্যাদা যে ক্রিয়াসিদ্ধ করিল অনেক॥
যতেক মহান্ত মেলি অঙ্গস্পর্শ কৈল।
চন্দন তুলসীমালা অঙ্গে পরাইল॥
কীর্ত্তন আরম্ভ যত কৈল স্থানে স্থানে।
কেবা কোথা নাচে গায় গড়ি যায় ভূমে॥
গৌরাঙ্গের আগে হৈল কীর্ত্তন যথন।
কেহো না বসিলা, সভে করিলা গমন॥
কিবা গৃহী কিবা যতি নীচ নীচাচার।
সভেই আইলা, ঘরে না রহিলা আর॥
দেবীদাস মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভিল।
কিবা সে গায়ন বাজন জানিতে নারিল॥
গৌরাঙ্গবল্লভ রায় মৃদঙ্গ বাজায়।
ধৈর্য্য নাহি রহে প্রাণে শুনি বাহিরায়॥
গৌররায় বসিঞাছে বল্লবীকান্ত বামে।
যেমত দর্শন তেমত করেন গায়নে॥
যতেক মহান্ত অধিকারী কত শত।
বৈষ্ণব শুনয়ে গান হইয়া উন্মত্ত॥

(১) যেন ক্ষেত্রকাল আসি হইল উপনীত।

কিবা সে মধুর গান কিবা সে বাজনা।
কর্ণেতে শুনিলে ধৈর্য্য ধরে কোন জনা॥
আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে শ্রীব্যাসাচার্য্য।
রামচন্দ্র কবিরাজ নাহি ধরে ধৈর্য্য॥
ঠাকুর নাচয়ে, গান করে তেন মতে।
ধৈর্য্য নহে ভূমে পড়ি কান্দিতে কান্দিতে॥
নয়নে বহয়ে নীর শত শত ধারা।
নাচিতে না পারে হৈল বাউলের পারা॥
ধরিতে না পারে কেহ ভাবের বিকার।
দেখিয়া অন্যের চিত্তে লাগে চমৎকার॥
ঠাকুর মহাশয় দেখি শুনি স্তব্ধপ্রায়।
কি জাতীয় প্রেম তাহা বুঝন না যায়॥
শুনিতে শুনিতে সুখে হাসে খল খল।
নয়নে গলয়ে নীর কিবা অনর্গল॥
না রহিল ধৈর্য্য তবে নাচয়ে কীর্ত্তনে।
কম্প ঝম্প দেখি লোক ধরে দশজনে॥
কিবা সে অদ্ভুত কম্প দন্ত খসি পড়ে।
[illegible] দিয়া ক্ষণে অবনীতে পড়ে॥
শিমূলীর কাঁটা যেন অঙ্গ সব হয়।
ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ক্ষণে তনু সূক্ষ্ম হয়॥
যে হেন অঙ্গের শোভা ভাবের বিকার।
ভাবচন্দ্র উদয় হৈল শরীরে সভার॥
কৃষ্ণানন্দ মজুমদার স্বগণ সহিতে।
সকলে পড়য়ে ভূমে কান্দিতে কান্দিতে॥
তেন দশা হেন সুখ কবে হবে আর।
লোটাঞা কান্দয়ে পায় ধরিয়া সভার॥
ক্ষণে ক্ষণে নরোত্তমের চাহে মুখ পানে।
কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে ধরিঞা চরণে॥
পবিত্র করিলা বাপ্ স্বগণ সহিতে।
হেন সুখ কে দেখিল জন্মি পৃথিবীতে॥

বৃন্দাবন সম সুখ হৈল মোর ঘর।
মোর যত গণ নরোত্তমের কিঙ্কর॥
হেন প্রেম প্রকাশিল নরোত্তম দেশে।
নাচিয়া বলয়ে যায় প্রেমের উল্লাসে॥
যখন কীর্ত্তনে সব লাগিলেন দিতে।
ঘরে হৈতে আনি দেয় যে পড়য়ে হাতে।
ঠাকুর মহাশয় তাহা কিছুই না জানে।
কিবা বা কহিব প্রেম কিবা বা বাখানে॥
নাচিবার কথা রহু দাণ্ডাইলা যখনে।
যেন গৌরাঙ্গ তেন রূপ ভাবে মনে মনে॥
প্রেমাবেশে ফিরিয়া নেহারে যার পানে
সেই সব লোক কান্দি পড়য়ে চরণে॥
আচার্য্য ঠাকুর কান্দি করিলেন কোলে।
দুই ভুজ ধরি মন্দ মন্দ করি বোলে॥
প্রেমমূর্ত্তি প্রেমময় করিলে ভুবন।
দেখিয়া আনন্দ চিত্ত সফল নয়ন॥
হেন মহোৎসব করে হেন কার বল।
স্বগোষ্ঠী সহিত গৌর-করুণা সকল॥
গৌরাঙ্গ তোমার বশে কৈল অঙ্গীকার।
জীবনে মরণে কারু নাহি অধিকার॥
কীর্ত্তন সমাপ্ত কৈল ভক্ষণ অন্ন পান। (১)
যার যেই বাসা তেন মতে সভে যান॥
আর দিন মহোৎসব সম্পূর্ণের কালে।
সভেই একত্র হই যান বাসাস্থলে॥
ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গোকুল দাস নাম।
সে দিন কীর্ত্তন মধ্যে সেই করে গান॥

(১) হস্ত লিখিত সমস্ত পুস্তকে "অন্ন-পান" পাঠ আছে। কেবল মুদ্রিত পুস্তকে "জলপান" পাঠ দেখা যায়।

আরম্ভ করিয়া করে মৃদঙ্গের ধ্বনি।
অমৃত জিনিয়া কিবা কর্ণে সভে শুনি॥
সভেই গমন কৈল কীর্ত্তনমণ্ডলে।
আলাপ ছাড়িয়া সভে গান করি চলে॥
প্রথমে গৌরাঙ্গগুণ কি মধুর গায়।
শুনিতে শুনিতে সভার লাগিল হিয়ায়॥
ঠাকুর মহাশয় শুনে আনন্দ আবেশে।
তার পরে কৃষ্ণলীলা গান করে শেষে॥

তথাহি পদং। যথারাগঃ।

ও মুখ সম্মুখে ধরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি,
পিবইতে জীউ করে সাধা।
নয়নে লাগিল যেই, পান করে সদা সেই,
ঘন ঘন সোঙরই রাধা॥

ঠাকুর মহাশয় যেই কর্ণেত শুনিল।
আলিঙ্গন করি তাঁরে ভূমিতে পড়িল॥
গোকুল আকুল কৈল কিবা শুনাইঞা।
এত বলি ধারা বহে মুখ বুক বাঞা॥
কীর্ত্তনীয়ার হাতে ধরি ভ্রমিয়া বেড়ায়।
কিবা শুনাইলে বলি করে হায় হায়॥
কিবা সিদ্ধ কৃষ্ণের রূপ রাধার পীরিতি।
নয়নে করয়ে পান হেন করে মতি॥
সে ভাব দশায় চিত্ত ডুবি গেল মন।
যতেক সম্ভবে প্রেম বাঢ়য়ে দ্বিগুণ॥
এই ভাবে নৃত্য মধ্যে দ্বিতীয় প্রহর।
ভাবের প্রভাবে তনু হৈল জর জর॥
শত শত আছাড় খায় ধরণী উপরে।
কাহার শকতি তারে ধরি রাখিবারে॥
কি বিকার হয় চিত্ত বুঝান না যায়।
রাধা রাধা রাধা রাধা বলি ক্ষণে ধায়॥

কিবা বা দেহের কম্প কোথা যাই পড়ে।
হেন দেখি প্রাণ যেন নাহি রহে ধড়ে॥
মাতা পিতা বন্ধুজন কান্দয়ে সকল।
নরোত্তমে ধরি রাখে জীবন বিকল॥
দেখিয়া আচার্য্য ঠাকুর ভাবিত অন্তরে।
বসিয়া ধরিলা তাঁরে কাঁপে থরে থরে॥
উজ্জ্বলের শ্লোক পড়ে শ্রীরূপের বর্ণন।
যাহাতেই ধৈর্য্য ধরে শ্রীরাধারমণ॥
পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়ে তবু বাহ্য নাই।
উপায় সৃজিল মনে লও অন্ত ঠাঞি॥
শোয়াইল ঘরে লঞা প্রহরেক অন্তে।
বাহ্য হৈল ভাবান্তর বৈশে সেই মতে॥
সে রাত্রি বসিলা সভে কৃষ্ণ-কথা রসে।
কেহো কহে পূর্ব্বপক্ষ করয়ে বিশেষে॥
আর দিন বিদায় করে যার যেই মত।
বিদায়ের যত কথা কহিব বা কত॥
যেন যোগ্য তেন মত হইলা বিদায়।
প্রীতি পাই সভে মেলি নিজ ঘরে যায়॥
বিচ্ছেদে রহিতে নারে ঠাকুর মহাশয়।
আচার্য্য ঠাকুর তাঁর জানিল আশয়॥
ঠাকুর মহাশয় লঞা একত্র আসনে।
কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণগুণ কথোপকথনে॥
রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীব্যাস আচার্য্য।
আচার্য্য ঠাকুর কহে শুনে সভে ধৈর্য্য॥
কহ দেখি রামচন্দ্র শুনি তোমার মুখে।
এইরূপে যাউক রাত্রি আনন্দিত সুখে॥
রামচন্দ্র কৃষ্ণলীলা কহে দণ্ড চারি।
আনন্দিত চিত্ত সভার আপনা পাশরি॥
রামচন্দ্র কহে শুন ঠাকুর মহাশয়।
আপনার মুখে শুনি হেন বাঞ্ছা হয়॥

যে আজ্ঞা বলিয়া ঠাকুর লাগিলা কহিতে।
শুনিতেই ধৈর্য্য কারু নাহি রহে চিতে॥
ভাবে গর গর মন বাহ্য নাহি রহে।
কত ব্যাখ্যা করে কত অলঙ্কার তাহে॥
তার শেষে আচার্য্য ঠাকুর আনন্দিতে।
কৃষ্ণপূর্ব্বরাগাবস্থা লাগিলা কহিতে॥
পূর্ব্বাপর যে হইল উদয় নিবৃত্তি।
পুনঃ কহে পুনঃ পুনঃ বাখানয়ে অতি॥
সভেই আনন্দে ভাসে না বান্ধয়ে সেহ।
সেই রাত্রি গোঙাইলা প্রফুল্লিত দেহ॥
এক মাস রহি ঠাকুর কৃষ্ণ-কথা রসে।
এক দিনের যেই সুখ কি বলিব শেষে॥
একদিন এই মনে হৈল এক রীতি।
ঠাকুর কহয়ে, ঠাকুর মহাশয় প্রতি॥
তিন ঘর হৈল তাহা কহিয়ে বিশেষে।
খেতরি যাজিগ্রাম বিষ্ণুপুর তিন দেশে॥
উপায় নাহিক মোর কত উঠে মনে।
সর্ব্বত্র কহিতে চাহি যেই সমাধানে॥
গৌরাঙ্গ আশ্রয় আর মাতার পীরিতি।
বিষ্ণুপুরে রহি রাজার নবীন ভকতি॥
একবার যাই আমি আসিব পুনর্ব্বার।
তোমার নিকটে প্রাণ এই তত্ত্বসার॥
শুনিয়া ঠাকুর হৈলা অত্যন্ত কাতর।
বিধি নিদারুণ বলি কান্দয়ে বিস্তর॥
দুই চারি দিন গেল না কহে বচন।
রামচন্দ্র রহ তুমি ধরহ সদা্ণ॥
দোঁহে কৃষ্ণলীলা-কথা ভজনপ্রসঙ্গে।
ইহাঁর সঙ্গে রহ আজ্ঞা না করিহ ভঙ্গে॥
যে আজ্ঞা হইল প্রভুর সেই বলবান্।
রহিলাম একসঙ্গে মোর মনস্কাম॥

এ বাক্য শুনিয়া ঠাকুর মহাশয় চিতে।
রহিব যাইব যথা দোঁহে এক সাথে॥
সেই দিন বিদায় ঠাকুর শোক অতি হৈল।
দুই মোহর দুই থান বস্ত্র সাঁথে দিল॥
ব্যাসাচার্য্যকে পাঁচ মুদ্রা এক থান বস্ত্র।
কাহার-ভারিকে তবে দিলেন একত্র॥
সে কালে যতেক দুঃখ হইল দোঁহার।
সেই দুঃখ সেই জানে প্রাণ পোড়ে যার॥
আমার কঠিন চিত্ত দেখিতে নারিল।
এত প্রীতি এত প্রেম চিত্ত না দ্রবিল॥
হেন দর্শন মহোৎসব ভাবের বিকার।
শুনিয়া লেখিয়া চিত্ত কাষ্ঠপ্রায় যার॥
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর মহাশয়।
শয়ন ভক্ষণ স্নান এক স্থানে হয়॥
নিরবধি কৃষ্ণ-লীলা কথন বিচার।
দিন রাত্রি নাহি জানে হেন প্রীতি যার॥
একদিন পদ্মাবতী স্নান করিবারে।
হাতাহাতি চলে দোঁহে আনন্দ অন্তরে॥
জলে জলবুদ্ধ করে কৃষ্ণ-কথা কয়।
সেই কালে আইলা দুই বিপ্র মহাশয়॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ পণ্ডিত সুধীর।
দুই জনে দেখি চিত্ত করিল সুস্থির॥
দোঁহে স্নান করিতে জলে হইলা প্রবেশ।
কেহো পূর্ব্বপক্ষ করে সিদ্ধান্ত বিশেষ॥
দুই বিপ্র শাস্ত্রবেত্তা কিছু নাহি কয়।
যত সিদ্ধান্ত করে সব বুঝয়ে বিষয়॥
শুনিতে শুনিতে বিপ্র বাক্য উঠাইল।
যত কহে সিদ্ধান্ত যারে সকল খণ্ডিল॥
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ বাক্য কহয়ে ব্রাহ্মণ।
যত কিছু কহে তাহা করয়ে খণ্ডন॥

বর্ণাশ্রম তার ক্রিয়া স্মৃতিতে লিখয়।
ভাগবত পুরাণবাক্যে সকল খণ্ডয়॥
ক্রোধ করে দুই বিপ্র সহিষ্ণুতা করয়।
পুনঃ শ্লোক পড়ে দোঁহে স্তব্ধ হঞা রয়॥
মান করি দুই মহাশয় আইলা ঘর।
সঙ্গে আইলা দুই বিপ্র গেলা অভ্যন্তর॥
সারগ্রাহী মহাশয় অত্যন্ত সদ্গুণ।
আসন প্রদান কৈল বসিলা ব্রাহ্মণ॥
বাসা দিয়া উত্তম দ্রব্য ভক্ষণ করাইল।
সন্ধ্যা কালে ঠাকুরের আরতি দেখিল॥
দেখি আনন্দিত হৈল মূর্ত্তি বিলক্ষণ।
রাত্রে বসি বিচার দুই করয়ে ব্রাহ্মণ॥
যতেক বিচার করে তাহা নাহি মানে।
সেই শাস্ত্র প্রমাণে তাহা করয়ে খণ্ডনে॥
রাত্রিতে শয়ন করি কহয়ে ব্রাহ্মণ।
কেহো কহে মহাপুরুষ এই দুই জন॥
অহে ভাই গুরু করি পড়িয়াছি যাহা।
এ দুই সিদ্ধান্ত দ্বারে না মিলিল তাহা॥
কৃষ্ণসেবা সাধুসেবা করে অনুক্ষণ।
ভাল সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা দুই মহাজন॥
বিচারিল সর্ব্বোত্তম ঈশ্বর ভজন।
না করিলে স্বামি-দ্রোহি দণ্ডে তারে যম॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে বুঝি শূদ্রত্ব না রহে।
এত দিন না শুনিল হেন শাস্ত্রে কহে॥
এত বলি দুই জন নিদ্রায় অচেতন।
শেষ রাত্রে আসি কহে এক মহাজন॥
অহে ব্রাহ্মণপুত্র তুমি না বুঝ অন্তরে।
কৃষ্ণ ভজিলে ব্রাহ্মণ্য রহে কহে শাস্ত্র দ্বারে॥
তোমার গুরুর গুরু সেই দুই জন।
গর্ব্ব কর আপনাকে মানিয়া ব্রাহ্মণ॥

প্রাতঃকালে যাই কর চরণ আশ্রয়।
যে হউ সে হউ মোর সংসার গেল ক্ষয়॥
গোবিন্দভজন কর জীব কত কাল।
এত দিন যত কৈল সকলি জঞ্জাল॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণভজন কৈল এ দুই ব্রাহ্মণ।
তার সাক্ষী পশ্চাৎ দেখিব সর্ব্বজন॥
স্বল্পাভাব লাগি দুই বিপ্রকুলে জন্ম।
জন্ম জন্ম তার গুরু শিষ্য তার মর্ম্ম॥
প্রভাতে উঠিয়া দোহে দণ্ডবৎ করি।
বহু নিবেদন করে দুই কর যুড়ি॥
অ-ব্রাহ্মণ করি জন্ম হইল সংসারে।
এবে ব্রাহ্মণ সিদ্ধি কর কৃপা করি মোরে॥
এ দুই পাতকী আর যাব কোথাকারে।
আপন বলিয়া চরণ স্পর্শ দেহ শিরে॥
শরীরে না রহে প্রাণ কর মোরে দয়া।
ত্রিতাপে তাপিত মোরে দেহ পদ ছায়া॥
নির্ম্মঞ্জন যাও পদ অভয় তোমার।
অধমেরে কৃপা কর কে আছে সংসার॥
এত দিন গেল কাল হেন মিথ্যা রসে।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ দুই নহিল লালসে॥
কৃপা করি প্রভু কর হেন উপদেশ।
এই দুই পদ প্রাপ্তি আছে অবশেষ॥
ধরিল আপন মনে এ দুই চরণ।
রামকৃষ্ণ নাথ মোর প্রভু নরোত্তম॥
হরিরাম বলে মোর প্রভু রামচন্দ্র।
জনমে জনমে ভজি হেন পদ দ্বন্দ্ব॥
ইহা বলি কান্দে নিজ প্রভু লইয়া নাম।
হা ধিক্ হা ধিক্ বলি ভূমে গড়ি যান॥
দোঁহারে দোঁহার দয়া চিত্তে উপজিল।
দোঁহে দোঁহার কর্ণে হরিনাম-মন্ত্র দিল॥

পাইয়া প্রণাম করে ঝরয়ে নয়ন।
কৃপা কর কোন কার্য্য করি দুইজন॥
দুই জনে কহে সদা লহ কৃষ্ণনাম।
ভোজনে শয়নে মনে নহে যেন আন॥
"গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ" কহে প্রাঙ্গণে আসিঞা।
পড়য়ে ভূমিতে দোঁহে রূপ নিরখিয়া॥
যখন কীর্ত্তন হয়ে ভাবের বিকার।
কত দীনহীন করি কহে আপনার॥
কথোদিন সেইরূপে গেল আপন মনে।
দুই মহাশয় আজ্ঞা দিল দুই জনে॥
স্নান করি যাই বিপ্র করে আজ্ঞা দান।
বসাইয়া দুই জনে হন কৃপাবান্॥
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দেন মনের উল্লাসে।
মন্ত্র শুনি কাঁপে অঙ্গ ভাবের আবেশে॥
বাহিরে যাইয়া করে অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।
মাথায়ে চরণস্পর্শ পৃষ্ঠে দিল হাত॥
সাধনের যত অঙ্গ কহিল তাহারে।
স্মরণ-পদ্ধতি পড়ে আনন্দ অন্তরে॥
সাধ্য সাধন করে আনন্দ আবেশে।
ব্যতীত করিল আজ্ঞা দিল অবশেষে॥
ভক্তিগ্রন্থ পড় বাপু বসি দুই জনে।
সাধন করিতে বড় সুখ পাবা মনে॥
সাধনেতে দৃঢ় রতি জন্ময়ে যাহাতে।
সেই সব গ্রন্থ পড় মর্ম্ম পাবে যাতে॥
শ্রীরূপ-রচিত গ্রন্থ পড়ে দুই জন।
পড়িতে পড়িতে হৈলা বড়ই ব্যুৎপন্ন॥
এ দোঁহার ভজন-রীতি কতেক লিখিব।
হেন কৃপা হেন বল পশ্চাতে দেখিব॥
পূর্ব্ব উপার্জ্জিত আছে সিদ্ধ যে ভজন।
সে লাগি উত্তমকুলে হয় উৎপন্ন॥
পণ্ডিতের হয় অপরাধ প্রতি ভয়।
তৎকাল আশ্রয় কৈলে করয়ে উদয়॥
পশ্চাতে প্রবল হয় বড় শক্তি বল।
তাঁর গুণ গান যত বৈষ্ণব সকল॥
আর এক বাক্য লিখি করহ শ্রবণ।
সর্ব্বত্র প্রকট আছে গ্রন্থের লিখন॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেম বিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥
ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে চতুর্দ্দশ বিলাস সম্পূর্ণ।

পঞ্চদশ বিলাস।

—০:*:০—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীজাহ্নবা গোসাঞি নাম কেবল প্রেমমূর্ত্তি।
কিবা অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্যের শক্তি॥
বৃন্দাবন যাইতে তেহোঁ আইলা সেই পথে।
শুনিয়া আনন্দ ঠাকুরমহাশয় চিতে॥
রামচন্দ্র কবিরাজ অনুব্রজি দুইজন।
ঠাকুরাণীর নিকটে আসি করিল দর্শন॥
বিনয় স্তবন করে প্রণাম বিস্তর।
কৃপা করি গমন কর তোমার এ ঘর॥
আসি উত্তরিলা ঠাকুর আপন আবাসে।
সেবা করে আনন্দিত মন্দ মন্দ হাঁসে॥
গৌররায়ে দেখিয়া আপনে ঠাকুরাণী।
মনোহর শোভা দেখি কান্দিলা আপনি॥
চারি দিন ঠাকুরাণী রহিলা সেই স্থানে।
নিত্য নূতন সেবা কৈল প্রকটনে॥
কতেক সামগ্রী আইল দধি চিড়া ঘৃত।
চিনি কদলী মিষ্টান্ন হাঁড়ি শত শত॥

ভক্ষণের দ্রব্য আইল কতেক প্রকার।
ঘৃত দুগ্ধ আচার আইল কাশন্দি আর ॥
চারি দিন ভক্ষণ সুখ কীর্ত্তন মহোৎসব।
যে দেখিল সেই জানে যেই অনুভব ॥
একদিন ঠাকুরাণী রাত্রে বসি আছে।
নরোত্তম বলি ডাকি বসাইল কাছে ॥
আপনার হাতে তাঁর অঙ্গ সম্মার্জ্জয়।
অঙ্গের সৌরভ কিবা কুঙ্কুমাদি চয় ॥
অহে নরোত্তম শুন মোর মনঃকথা।
তোমার যত গুণ শুনি উৎকণ্ঠা সর্ব্বথা ॥
তোমারে ত দেখি সব বৈষ্ণব আচার।
মন কর্ণ নয়নের আনন্দ অপার ॥
কিবা প্রেমমূর্ত্তি তুমি মোর মনে লয়।
নিশ্চয় তোমার নাম ঠাকুরমহাশয় ॥
তোমার যেমন রীতি বৈষ্ণব সেবন।
দেখিয়া আমার চিত্ত হইল প্রসন্ন ॥
হেন দিন হৈবে কি দেখিব আর বার।
তোমার ভাবে বিস্মিত চিত্ত হইল আমার ॥
বৈষ্ণবের মুখে যেই শুনিলাম কথা।
অধিক দেখিল সেই নয়নে সর্ব্বথা ॥
বৃন্দাবনে হৈল নাম ঠাকুর মহাশয়।
ভজনের রীতি সব বৈষ্ণবে কহয় ॥
আসিয়া বৈষ্ণব সব কহিল আমারে।
এথানে আসিব তাহা না কহিল কারে ॥
আমি জানি কহিয়াছি জানে রামচন্দ্র।
তেন মত নয়নের হইল আনন্দ ॥
হেন সেবা হৈল ভজন বৈষ্ণব আচার।
কেবা করে ত্রিজগতে দেখি নাহি আর ॥
তোমার এ সব গুণ গাইব সর্ব্বথা।
বৃন্দাবনে গৌড়দেশে যাব যথা তথা ॥

গৌরাঙ্গ কৃপালু ইহা কে বুঝিতে পারে।
কোন শক্তি কোন কৃপা করয় অন্তরে ॥
প্রেমেতে প্রকাশ তোমার শরীর জানিল।
আসিয়া ডাকিয়া মোরে এত সুখ দিল ॥ (১)
শুনিলাম রামচন্দ্র তোমার এক সঙ্গ।
জীবনে মরণে নাহি হয় সঙ্গ ভঙ্গ ॥
যেন শুনি দেখিলাম আনন্দ অপার।
আচার্য্য যেমন গুরু শিষ্য হন তাঁর ॥
মোরে দয়া কর সুখে যাই বৃন্দাবন।
সর্ব্বত্র দর্শন করি আনন্দিত মন ॥
গৌরাঙ্গের প্রিয় যত আছেন বৃন্দাবনে।
সাধ আছে একবার দেখিব নয়নে ॥
হেন শুভদিন হবে দেখিব বৃন্দাবন।
নয়নে দেখিব রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন ॥
আর দিন ঠাকুরাণী বিদায় প্রসঙ্গে।
তাহাতে যতেক হৈল বিরহ তরঙ্গে ॥
শত মুদ্রা দিল তাঁরে খরচ লাগিয়া।
অর্দ্ধক্রোশ সঙ্গে যান কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
কত দূরে ঠাকুরাণী ভাবে মনে মনে।
দেখিয়া নয়নে দোঁহে করেন রোদনে ॥
হাত ধরি কহে দোঁহে স্থির কর মন।
ঘরে যাও তুমি দুই আমার জীবন ॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর মোর আশীর্ব্বাদে।
বৃন্দাবনে গমন যেন করি নির্ব্বিরোধে ॥
ঠাকুরাণী পথে যান আনন্দ অন্তরে।
কাতর হইঞা দোঁহে আইলেন ঘরে ॥
এইরূপে চলি যান রাজপথে পথে।
কত দিনে উত্তরিলা যাঞা মথুরাতে ॥

(১) আকর্ষিয়া আনি মোরে এত দুঃখ দিল

কৃষ্ণ-জন্মস্থান দেখি বিশ্রামের স্থান।
আর দিন বৃন্দাবনে সুখে চলি যান॥
নয়নে দেখিল বৃন্দাবন-কুঞ্জ সব।
ভাগ্যবান আপনারে করে অনুভব॥
শ্রীজীব গোসাঞি স্থানে উত্তরিলা গিয়া।
গোসাঞি প্রণাম করে ভাগ্য যে মানিয়া॥
(শুনিলেন ঠাকুরাণীর সভে আগমন।
দর্শন করিতে সভে করিলা গমন॥
শ্রীগোপাল ভট্ট গোসাঞি লোকনাথ।
প্রণাম করিল আসি দেখিয়া সাক্ষাৎ॥
ঠাকুরাণী বহু প্রীতি করিল সভারে।
কার কি নাম না জানি নাহি চিনি কাহারে॥]
শ্রীজীব গোসাঞি কহে ঠাকুরাণী স্থানে।
এই যে গোপাল ভট্ট আইলা প্রথমে॥
লোকনাথ গোসাঞি এই দেখ বিদ্যমানে।
চৈতন্য আজ্ঞায় বাস করেন এই স্থানে॥
(চৈতন্যের স্বরূপ আপনে ঠাকুরাণী।
কৃপায় দর্শন দিলে নিজ ভাগ্য মানি॥)
বৃন্দাবনে আইলাঙ প্রভু আজ্ঞাবলে।
সেই মত দয়া মোরে করিবে সকলে॥
তোমাদিগের দয়া হৈলে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।
শুনিয়াছি সাধুমুখে আমার নিশ্চয়॥
লোকনাথ গোসাঞি প্রতি কহে ঠাকুরাণী।
নরোত্তম যার শিষ্য জগতে বাখানি॥
আপনাকে ধন্য মানি দেখিল তাঁহারে।
এত গুণে তোমার কৃপা হইয়াছে তাঁরে॥
কিবা সে কৃষ্ণের সেবা বৈষ্ণব-সেবন।
কি ধর্ম্ম আচার কিবা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন॥
ত্রিজগতে শুনি নাই দেখি নাই কারে।
দেখিয়া আনন্দ অতি হইল অন্তরে॥
কিবা সেই প্রেমমূর্ত্তি মোর মনে লয়।
সার্থক তাহার নাম ঠাকুর মহাশয়॥
তোমা বিনে কায়মনে নাহি জানে অন্য।
এমন সেবক যার ত্রিজগতে ধন্য॥
ঠাকুরাণী কহেন গোপালভট্ট প্রতি।
তোমার শিষ্যের শিষ্য কি আশ্চর্য্য রীতি॥
রামচন্দ্র নরোত্তম একই জীবন।
দেখিয়া দোঁহারে মোর আনন্দিত মন॥
শ্রীনিবাস হেন শিষ্য তেন তাঁর সেবক।
জানিল এ সব পাত্র অধম-তারক॥
(ঠাকুরাণী মুখে শুনি এত গুণ যার।
শ্লাঘ্য করি মানিবারে আনন্দ অপার॥
এই ঠাকুরাণী পদ করিয়া আশ্রয়।
সেই আজ্ঞায় লিখি আমি হইয়া নির্ভয়॥
আজ্ঞা বলে লিখি মোর নাহি অনুভব।
পুনঃ পুনঃ কহিলেন লিখিতে এ সব॥)
মোর প্রয়োজনমাত্র সাধন স্মরণ।
সে সব ছাড়ি কোন লাভে করিলে বর্ণন॥
বর্ণনের দোষ অনেক প্রকাশ আছয়।
এই হয় আর লিখি সিদ্ধান্তবাদ হয়॥
ইথে অপরাধ হয় কেহো নাহি লয়।
দেখিয়া লিখিয়া তার অন্য মত কয়॥
তাহে অপরাধ হয় কহে মহাজন।
ভয় হয় গুরু আজ্ঞা করিলে হেলন॥
যদি অন্য মত হয় আমার লিখন।
বিচার করিবে মনে যত সাধুজন॥
যাহার প্রসঙ্গ লিখি গুরুর আজ্ঞায়।
বস্তু নিরূপণে জানি সর্ব্বলোক গায়॥

গৌরাঙ্গের প্রিয় যেই তার প্রিয়জন।
বুঝন না যায় তার কিরূপ ভাবন ॥
ইথে অবিশ্বাস না করিবে কোন জন।
যাহা শুনি তাহা লিখি এই মোর মন ॥
তবে যে কহিবে কেহো শাস্ত্র এই নহে।
সর্ব্ব বলবান্ হয়ে গুরু আজ্ঞা যাহে ॥
যদি কেহো নাহি লয় হেন বাক্য সার।
আমার যোগ্যতা নাহি ইহা লিখিবার ॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥

ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে পঞ্চদশবিলাস সম্পূর্ণ।

ষোড়শ বিলাস।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥
জয় গদাধর-প্রাণ গৌরাঙ্গসুন্দর।
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা প্রাণের ঈশ্বর ॥
জয় [illegible] গৌরাঙ্গের ভক্ত কলেবর।
জয় জয় বীরচন্দ্র প্রেমমূর্ত্তি ধর ॥
সেই দুই অভয় চরণ করি আশ।
শ্রীমুখের আজ্ঞায় নাম নিত্যানন্দ দাস ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সহায় করিলে সব হয়।
যারে যেইরূপ আজ্ঞা সেই সিদ্ধ হয় ॥
গণ্ডে বাস পিতা মাতার একই তনয়।
না জানি গৌরাঙ্গ-লীলা কত সুখচয় ॥
কি গুণে করিলা কৃপা আপনে ঠাকুরাণী।
যথা তথা যান তেঁহো সঙ্গে যাই আমি ॥
কিবা গুণে গৌর-প্রেমা রহিবে অবনি।
দুইবার প্রত্যাদেশে কহিলা আপনি ॥
মোর অবিদ্যমানে প্রেম হয়ে যেন মতে।
নহে সব ব্যর্থ হয় ভাবিলাম চিতে ॥
নরোত্তম শ্রীনিবাস প্রেমমূর্ত্তি ধর।
দেখিব প্রকাশ বর্ণ আনন্দ অন্তর ॥
যত যত আজ্ঞা হৈল মুঞি অধমেরে।
সেই সব লিখি যাহা আজ্ঞা হৈল মোরে ॥
অতি ভয়ে নিবেদিয়ে প্রভুর চরণে।
গৌরাঙ্গের প্রসাদে যে সব বর্ণনে ॥ (১)
ঠাকুরাণীর আজ্ঞা হৈল বর্ণন আচরি।
আজ্ঞা বল বান্ধি চিত্তে ভয় নাহি করি ॥
গৌরাঙ্গের যেন আজ্ঞা তেন ঠাকুরাণী।
ক্রম করি বসাইঞা কহিল আপনি ॥
তিন রূপ আমি অধম লিখিয়ে কাগজে। (২)
নিস্তারিঞা সেই সব লিখি গ্রন্থ মাঝে ॥
কৃষ্ণভক্ত শ্রোতাগণে মোর নমস্কার।
আমার শকতি নাহি বর্ণন করিবার ॥
গ্রন্থবেত্তা লিখে যেই লীলাবলোকনে।
কেবা বর্ণন করে গ্রন্থ তাহা কেবা জানে ॥
আমি যে লিখিযে গ্রন্থ নাহিক বিস্তার।
কেবল শ্রীমুখ আজ্ঞা সামর্থ্য আমার ॥
যার প্রয়োজন আছে সে করু শ্রবণ।
দুঃখ নহে মোর মনে করিলে হেলন ॥ (৩)
যেহো সর্ব্বকর্ত্তা তেঁহো সর্ব্বত্যাগ করি।
করুণা প্রকাশ কৈল আপনে আচরি। (৪)

---

(১) গৌরাঙ্গের প্রত্যাদেশে যে সব বর্ণনে।
(২) তিন রূপে আজ্ঞা সূত্রে লিখিয়ে কাগজে।
(৩) দুঃখ নাহি মোর মনে করি নিবেদন।
(৪) কারুণ্য প্রকাশ সব আপনি আচরি।

শ্রীরূপ গোসাঞি আদি যত তাঁর গণে।
বৈরাগ্য সাধিয়া বাস কৈল বৃন্দাবনে॥
যে ধর্ম্ম আচার করে গ্রন্থেতে বর্ণন।
সে ধর্ম্ম হইল কৃষ্ণ-প্রাপ্তির কারণ॥
শ্রীরূপের শিষ্য জীব সেইরূপ রাগী।
যার আজ্ঞা বলে বৃন্দাবনে কর্ম্মত্যাগী॥
দাস গোসাঞির শিষ্য যেঁহো কবিরাজ।
যাঁহার বর্ণন কৈল ঘোষে জগমাঝ॥
দুই গোসাঞির শিষ্য কৈল দুই বিষয়।
গৃহে থাকি বৈরাগ্য সাধ এই আজ্ঞা হয়॥
কৃষ্ণসেবা করি গৌড়ে বৈষ্ণব-সেবন।
জীব প্রতি কর সেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন॥
ইথে নিবেদন করো শুন দয়াময়।
বৈষ্ণব গোসাঞি সব করুণা হৃদয়॥
কৃষ্ণপ্রিয়া প্রিয় পদ আশ্রয় যাঁহার।
হেন ভজন প্রতি হয় তার অধিকার॥
রাধা পরিকর যত গৃহ-কর্ম্ম-ত্যাগী।
শাস্ত্র লঙ্ঘি হৈলা কৃষ্ণসেবায় অনুরাগী॥
গৃহে থাকি পতিত্যাগ বলে গুরুজন।
সদা কৃষ্ণ সঙ্গে লীলা তনু সমর্পণ॥ (১)
সকল তেজিল কৃষ্ণসুখের লাগিয়া।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্র কহে ফুকরিঞা॥
যেঁহ সিদ্ধ তাঁর ক্রিয়া কৃষ্ণ তেজোময়।
বাহে অন্তরে তার তেন মতি হয়॥
যে সাধন যেন ক্রিয়া যেমন করয়।
মহাজন তার বাক্য ক্রিয়া সভে লয়॥
কাহারে কহিব সিদ্ধসাধন বলিয়া।
তাহা লিখি ইহা শুন একমন হঞা॥

গোপাল মহান্ত চৈতন্যের সঙ্গী সব।
ইহারাও সিদ্ধ অন্যে হয় অসম্ভব॥
(চৈতন্যের প্রিয় অতি সব ঠাকুরাণী।
চতুর্ব্বিংশতি সন্ন্যাসী এই মত জানি॥)
ইহার ভজন রীতি কহে সাধুগণ।
প্রবেশ করিতে পারি যদি নিজমন॥
মন্ত্রদীক্ষা করো নাহি প্রভু সব জানে।
সাধন করিতে গৌরাঙ্গ সুখ পান মনে॥
তাহাতে আগ্রহ দেখ প্রভুর যতেক।
এই মত ভক্তবৃন্দ লিখিব কতেক॥
তবে যে করান শিক্ষা নিজ ভক্তজনে।
অল্পাক্ষরে কহি সব হয় উদ্দীপনে॥
তবে সে সাধন করি সে কেমন রীতি।
সেই সব সাধন ভাগবত উৎপত্তি॥
অপ্রাপ্তি কৃষ্ণের পদ প্রাপ্তির কারণ।
বৈষ্ণবের এই মত সাধ্য প্রয়োজন॥
যেঁহো সিদ্ধ তাঁর চেষ্টা কহনে না যায়।
কভু সাধক অভিমান কভু জীব প্রায়॥
দৈন্য বিনয় তার সব শাস্ত্রে কয়।
বৈষ্ণব সব নিজ মুখে তাহা আস্বাদয়॥
(আশ্রমী আশ্রমাতীত দুই ত প্রকার।
ইতিমধ্যে হয় রীতি কেমন আচার॥ (১)
পূর্ব্ব মহাজন মত কেবা কোন কয়।
না জানি সে সব মত অন্য বাখানয়॥
আত্মরক্ষা লাগি তারে অন্য করি কয়।
স্বাভাবিক অন্য কহে যায় সর্ব্ব ক্ষয়॥
(আশ্রমী যে জন সেহো অন্য নাহি হয়।
তার ক্রিয়া আচরণ গোসাঞি লিখয়॥)

(১) লোভ কৃষ্ণ সঙ্গে লীলা তনু সমর্পণ।

(১) ইথি মধ্যে হেন রীতি কেমন কাহার।

ইহাকেই কহে কর্ম্ম পূর্ব্ব অভিপ্রায়।
কহে এক করে এক বুঝা নাহি যায়॥
অপত্যাদি সহ যোগ করেন কারণ। (১)
সেই সব সুখ করি করয়ে গ্রহণ॥
সাধনাঙ্গ গোসাঞি তাহা করিলা বিস্তার।
নিরপেক্ষ বিনে তাহা নারে করিবার॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা কৃপাবলোকনে।
সপরিবার যদি আনন্দ হয় মনে॥
সাপেক্ষ হইলে ভক্তি ভজন না হয়।
উপেক্ষিতে নিরবধি মনে উঠে ভয়॥
ভদ্রাভদ্র অন্য কেহো কহে কিছু বলি।
অতএব নিষেধ কার্য্য করেন সকলি॥
অধিকারী আমি হই করে অভিমান।
কর্ম্ম ক্রিয়া করে ভজনের নাহিক সন্ধান॥
কৃষ্ণসেবা করে শিষ্য করিলে কি হয়।
গোসাঞির বাক্য শাস্ত্রে হেন নাহি কয়॥
অধিকারী লিখিলেন বৈষ্ণব উপরে।
ইহা নাহি বুঝে কেনে বৃথা দম্ভ করে॥
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ হন অধিকারী।
যাঁর যেই ক্রম গুণ সকল বিবরি॥
সর্ব্ব রসের অধিকারী চৈতন্য গোসাঞি।
তেঁহো জগদ্‌গুরু তাঁর সম অন্য নাই॥
তাঁহার ভজনের প্রীতি যেই মত হয়।
শাস্ত্রেতে বর্ণন হয় আশয় বিষয়॥
মন্ত্র-দীক্ষা কত শিষ্য করিল আপনে।
কহ দেখি শাস্ত্রে লিখে কেবা ইহা জানে॥
ভুবন পাবন হৈল যাঁহার কৃপায়।
এই শাস্ত্রে লিখে সব মহাজনে গায়॥

(১) সর্ব্ব ত্যাগী সহ যোগ করেন কারণ।

যার যেই শাখা পূর্ব্বে কৈল নিয়োজিত।
সে সব মহান্ত কৃপা অতি অলক্ষিত॥
বহু শিষ্য না করিল কোন অভিপ্রায়।
যাহাতে তাঁহার কৃপা বুঝে সর্ব্বথায়॥
যাহাতে তাঁহার কৃপা সেই প্রেমমূর্ত্তি।
কহিতে তাঁহার গুণ কাহার শকতি॥
কেহ না বুঝিয়া দোষ রুপিব ইহাতে।
না জানে সে ধর্ম্ম মর্ম্ম সারাসার যাতে॥
তবে যে কহিব গুরু চৈতন্য স্বরূপ।
সহজে তাঁহার কৃপা অতি অপরূপ॥
শিষ্য কৈলে কেনে নাহি জানে প্রেম-
ভক্তি।
মধ্যে ভক্ত আছে হেন নহে দৃঢ়মতি॥
পূর্ব্ব অভিপ্রায় শিষ্য সেবক রতন। (১)
কোনরূপে বিনাশ তার নহে এক ক্ষণ॥
আচার্য্য যেমন ধর্ম্ম করে আচরণ।
সেই মত শিষ্য ধর্ম্ম করিবে প্রবর্ত্তন॥
আপনে করেন এক কহয়ে বিস্তারে।
আচার্য্য কহয়ে তাহা নাহিক অন্তরে॥
কৃষ্ণ গুরু বৈষ্ণবে কারো নাহি রতিমতি। (২)
আপনা হইতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন অতি॥
ইহাতে অনেক বাক্য না লিখিব আর।
না হয় আপনে সিদ্ধ চাহে করিবার॥
হেন দেহ ধরি করে গুরুপাদাশ্রয়।
কেহ কেহ লভে কারো বোধ নাহি হয়॥
কায়মনোবাক্যে যদি করে ধর্ম্মাশ্রয়।
তাহার ভজনক্রিয়া যতেক আছয়॥

(১) পূর্ব্ব অভিপ্রায় শিষ্য সে সব রতন।
(২) কৃষ্ণ গুরু বৈষ্ণবে যার নাহিক ভকতি।

কায়মনোবাক্যে এই পথে সিদ্ধ হয়।
ইহা নাহি জানে কিসে কৈছে কিবা হয়॥
মনে কি করিব কাযে কোন ব্যবহার।
বাক্যে বা করিব কিবা কেমন প্রকার॥
এ তিনের কার্য্য সদা গ্রাম্য ব্যবসায়।
করে এক বলে এক সিদ্ধ দেহ প্রায়॥
ইহাতেই যেবা কিছু করেন আপন।
আমি সিদ্ধ আমাসম আছে কোনজন॥
এই দেহে পরিশ্রম সাধন প্রকার।
শাস্ত্র অনুসারে হয় কহি বার বার॥
মনে কৃষ্ণ কায়ে গুরু বাক্যেতে বৈষ্ণব।
যেই জানে যার হয় হেন অনুভব॥
কায়মন সহায় হয় বচন একত্রে।
তবে যে লিখিলে দোষ না বুঝি তাহাতে॥
বচন যাঁহার রুদ্ধ কর্ণে নাহি শুনে।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সেই জানিল কেমনে॥
জড়প্রায় হইলে সেই কোথা কোথা যায়।
হেন অপরাধে রক্ষা ভাগ্যে কেহো পায়॥
সাধনে পাইব যেই ইহা মনে জানে।
গ্রন্থকর্ত্তা লিখে ইহা কারণাকারণে॥
প্রাকৃতের প্রায় জীব জানে আপনাকে।
অপরাধ পীড়া নাহি বাধয়ে তাহাকে॥
সত্য বুদ্ধি করে কৃষ্ণে ধর্ম্মের আচার।
গুরু আজ্ঞা যাহে নাহি করিব বিচার॥
জানিব বৈষ্ণবধর্ম্ম এক সম হয়।
হেন জনে প্রেমভক্তি অন্তরে জন্ময়॥
জানিব আপনে মনে নহে আচরণ।
শাস্ত্র সাধুবাক্য সদা করিব শ্রবণ॥
বিষয় সংসার ভোগ করি কথোদিন।
সকল ছাড়িয়া শেষে হব উদাসীন॥

(আশ্রমীয় প্রতি কহেন হেন ব্যবহার।)
শ্রীদাসগোসাঞিঃ আজ্ঞা হয় সর্ব্বসার॥
মলপ্রায় তেজিল সকল সুখ তার।
হেন অধিকারী কোথা নাহি দেখি আর॥
ত্যাগ কৈল সংসার, সার চৈতন্যচরণ। (১)
পাষাণের রেখা যার ক্রিয়া আচরণ॥
আর এক কহি শুন আপন মনেরে।
ইহাতে প্রবেশ চিত্ত না হয় অন্তেরে॥
(মোর ঠাকুরাণী যবে গেলা বৃন্দাবন।
সে চরণ-সঙ্গে যাই মোর হেন মন॥
নিবেদন কৈলু কৃপা করিল আমারে।
সঙ্গে যাই বহু সুখ জন্মিল অন্তরে॥
রাজপথে পথে যান দুঃখ নাহি জানি।
মুঞি ছার প্রভুর এ করুণা বাখানি॥
যে দিবসে যাই উত্তরিলা বৃন্দাবনে।
প্রেমে গর গর মন কিছু নাহি জানে॥
কত শত ধারা বহে নয়ন বহিয়া।
শ্রীরূপ গোসাঞির কুঞ্জে উত্তরিলা গিয়া॥
কত প্রীতি কৈল গোসাঞি ঠাকুরাণী পাঞা।)
দর্শন করান সব আপনে যাইঞা॥
সকল গোসাঞি মেলি একত্র হইঞা।
যেই স্থানে যেই লীলা সব দেখাইঞা॥
গোবিন্দ গোপীনাথ দেখে মদনমোহন।
নয়নে দেখয়ে ভাবে গদ গদ মন॥
(মহামহোৎসব কৈল সামগ্রী করিয়া।
ভক্ষণ করিলা সব গোসাঞি বসিয়া॥)
পাপ-চক্ষে দেখিয়াছি সেই রূপ সব।
গৌরাঙ্গের প্রায় রূপ করি অনুভব॥

(১) ত্যাগ কৈল অসার, সার চৈতন্য চরণ।

সে মুখের বাক্য শুনি পরাণ বিদরে।
নয়নে দেখিল যাহা কে গণিতে পারে॥ (১)
(একদিন ঠাকুরাণী কুঞ্জেতে বসিঞা।
রূপগোসাঞিকে কিছু কহেন বসাঞা॥
সনাতন লোকনাথ গোপালভট্ট নাম।
আমারে শুনাহ কার কি গুণ আখ্যান॥
গোসাঞি কহেন আমি আছি যে বসিঞা।
কহিতে লাগিলা গুণ ঈষৎ হাসিঞা॥
সনাতন মোর জ্যেষ্ঠ মোর প্রভু সম।
তাঁর গুণ কি কহিব মুঞি জীবাধম॥
ইহাঁ স্থানে মোর শিক্ষা কৃপা করেন অতি।
লোকনাথ অতি বিরক্ত মহাশুদ্ধমতি॥
কঠোর বৈরাগ্য যার দ্বিতীয় সঙ্গহীন।
চৈতন্যের প্রিয় অতি পণ্ডিত প্রবীণ॥
এই গোপালভট্ট দেখ সর্ব্ব গুণবান্।
মোর অতি বন্ধু হন গৌর যার প্রাণ॥
ভূগর্ভ আচার্য্য ইহার নাহি গুণ সম।
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম॥
সবে মেলি দয়া করেন প্রভুর সম্বন্ধ।
তিঁহো প্রীতি করেন মোর গুণের নাহি গন্ধ॥
ঠাকুরাণী! কিবা দিব নিজ পরিচয়।
জগতে আমার সম অধম কে হয়॥
(ঠাকুরাণী কহে শুনি বচন তাঁহার।
চৈতন্যের শক্তি তুমি জানিল নির্দ্ধার॥
তোমা দেখিবারে মোর ইহাঁ আগমন।
আনুষঙ্গি নয়নে দেখিনু বৃন্দাবন॥)
(কিবা লীলাগ্রন্থ তুমি করিলা বর্ণন।
শুনাইঞা তাহা সুখী কর মোর মন॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বিদগ্ধমাধব।
দানকেলিকৌমুদী আর ললিতমাধব॥
ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসিল কোন্ অভিপ্রায়।
কিরূপে কেমন ক্রম বর্ণন তাহায়॥
ভাগবতে নাহি সেই লীলার বর্ণন।
শুনিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মোর মন॥
সকল গোসাঞি আসি বসিলা একক্ষণে।
ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসিলা গ্রন্থ বিবরণে॥
কহিতেই মাত্র গোসাঞি জানিল সব কথা।
শ্রবণ করিলে যায় অন্তরের ব্যথা॥
গোসাঞি আনিল গ্রন্থ আপনে যাইঞা।
পড়িতে লাগিলা জীব আসনে বসিঞা॥
ঠাকুরাণী শুনি ভাবে গর গর মন।
গোসাঞি সকলে মিলি করেন শ্রবণ॥)
রাধা আদি সখীগণ একত্র হইঞা।
সুবর্ণ মুকুট মাথে যায়েন চলিঞা॥
নবনীত ক্ষীরিসা দধি দুগ্ধ সর মাথে।
দুই দিকে কুঞ্জপথ সখীগণ সাথে॥
আপনে আসিয়া কৃষ্ণ তথা দান সাধে।
মাথায় কি লঞা যাও দান দেহ রাধে॥
হাস পরিহাস বাক্য সখীগণ মেলি।
বলাৎকারে কৃষ্ণ তাহা খাইল সকলি॥
রাধিকা বলেন কৃষ্ণ নিবেদিয়ে আমি।
বৃন্দাবনে কুঞ্জে রাজা হইলা যে তুমি॥
ললিতা বলেন কৃষ্ণ সব বাহিরাব।
কন্দর্প রাজার স্থানে যখন যাইব॥
রাধিকা বলেন আমি বৃষভানুসুতা।
আমি কি না জানি তোমার নন্দ হন পিতা॥
গোধন রাখহ বনে মুরলী বাজাও।
গোপীগণের দধি দুগ্ধ লুঠ করি খাও॥

(১) নয়নে দেখিলে রূপ কেমনে পাসরে॥

হস্ত দিয়া গোপী-অঙ্গে কহ সব কথা।
সব রঙ্গ দূর হবে শুনিলে রাজা কথা॥
আর লাজ কেনে রাধা জিতে কি পাশরি।
কুঞ্জকে প্রবেশ কৈল অভিমান করি॥
করিলা মুরলীধ্বনি সুমধুর স্বরে।
শুনি রাধা গোপীগণ কর্ণ মন হরে॥
বাহ্য হৈল ললিতাকে কহেন রাধিকা।
ত্রিজগতে কৃষ্ণপ্রিয়া আছে কে অধিকা॥
ললিতা কহেন আমি ভালে ইহা জানি।
তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া হও সর্ব্বত্র বাখানি॥
শুনিয়া বিশাখা কহে মোর মনে লয়।
মুরলী সমান প্রিয় কেহো নাহি হয়॥
কৃষ্ণের অধরামৃত সদা করে পান।
ধ্বনি শুনি গোপীগণের হরয়ে পরাণ॥
বিশাখাকে কহে রাধা এ বোল শুনিঞা।
মুরলী জনম হব শরীর তেজিঞা॥
গোবর্দ্ধন-কল্পতরু যাই সেই স্থানে।
সব মনোরথ সিদ্ধি করে সেই থানে॥
শ্রীরূপের ব্যাখ্যা শুনি বসি ঠাকুরাণী।
ভাবের বিকারে কান্দি গড়ি যায় ভূমি॥
কহিব বা কি মাধুরী কহিতে কে পারে।
প্রেমের বিবর যার অক্ষরে অক্ষরে॥
সে মুখের বাক্য কিবা কোকিল জিনিঞা।
শুনিতে শুনিতে প্রাণ যায় বাহিরাঞা॥
এই মতে কথোদিন যায় বৃন্দাবনে।
মদনমোহন দরশনে গেলা আর দিনে॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দররূপ মদনমোহন।
বিড়ম্বি কামের ধনু ভুরুর নর্ত্তন॥
দর্শন করে ঠাকুরাণী মনে বিচারয়।
ঠাকুরাণী বামে নাহি, সুখ নাহি হয়॥

যখন দর্শনে যান মনেতে ভাবয়।
বামে ঠাকুরাণী নাহি বিচার করয়॥
তাঁহার মনের কথা জানে কোন জন।
মন জানে অন্তর্যামী মদনমোহন॥
সেই রাত্রে মদনমোহন কহে হাঁসি হাঁসি।
কি বিচার কর জাহ্নবা কহ শেষে বসি॥
দেশে যাহ মনে কিছু অন্য না করিবে।
মনের বিচার যেই সিদ্ধ সব হবে॥
কমনীয় বিগ্রহ এক প্রকাশ করিঞা।
প্রমাণ করিহ উচ্চ কহে বিবরিঞা॥
শীঘ্র আসিয়া মোরে করিবে মিলন।
তবে মনোরথ সিদ্ধি বাঞ্ছিত পূরণ॥
দুঃখ না ভাবিহ মনে সর্ব্বত্র মঙ্গল।
এই মোর মনঃকথা কহিনু সকল॥
আজি হৈতে তোমার পথ করিব নিরীক্ষণ।
কবে আসি ঠাকুরাণী করাবে মিলন॥
ঠাকুরাণী উঠি নিজ মনে বিচারয়।
কেমনে ঠাকুর আজ্ঞা কিসে সিদ্ধ হয়॥
অস্ত ব্যস্ত হৈল চিত্ত কিছু না বোলয়।
উপজিল দুঃখ মনে কে তাহা সহয়॥
আর দিন কহে সব গোসাঞির স্থানে।
রাধাকুণ্ড দর্শন করি আসিব তিন জনে॥
সম্মতি করিল সভে বিলম্ব যেন নয়।
হেন সুখ বিচ্ছেদ জানি প্রাণ কি করয়॥
প্রাতঃকালে ঠাকুরাণী যাই কুণ্ডতীর।
দর্শন করিয়া চিত্তে কিছু হৈলা স্থির॥
রঘুনাথদাস গোসাঞি আছিলা বসিঞা।
সেই ঠাঞি ঠাকুরাণী উত্তরিলা গিয়া॥
দণ্ডবৎ কৈলে ঠাকুরাণী কৈল সম্ভাষণ।
তোমাকে দেখিতে মোর উৎকণ্ঠিত মন॥

কবিরাজ যাই তাঁহা করিল প্রণাম।
অনেক প্রকারে তারে করিল সম্মান॥
সেই স্থানে বসি কৃষ্ণ-কথা আলাপনে।
পরিক্রমা করি কুণ্ডে রহিলা সে স্থানে॥
এক দিন রাত্রিশেষে আছেন বসিয়া।
কি ভাব হৈল মনে উঠয়ে হাঁসিয়া॥
মুঞি নিবেদন কৈল প্রভুর চরণে।
কুণ্ডের মহিমা কিছু কহ দীন জনে॥
ভাল ভাল বলি তিঁহো কহিলা আমা প্রতি।
লীলার শ্রবণ কর হইয়া শুদ্ধমতি॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা লাগি এই বৃন্দাবন।
স্থান, কৃষ্ণ, লীলা, তিন এক সম হন॥
বিশেষতঃ এই কুণ্ড রাধিকাসরসী।
ইথে অদভুত লীলা কৃষ্ণের প্রেয়সী॥
মধ্যাহ্নকালের কথা কহিল শ্রীমুখে।
কহিতে কহিতে ভাসে প্রেমানন্দ সুখে॥
পুনঃ নিবেদন কৈনু প্রভুর চরণে।
শুনিতেই সাধ হয় কহে কৃপা মনে॥
কৃষ্ণ নিত্য, স্থান নিত্য, যতেক প্রেয়সী।
কিরূপে কাহার প্রাপ্তি কহেন প্রকাশি॥
অপরাধ নহে চিত্তে হও সাবধান।
কোন স্থানে কোন লীলা কেমন বিধান॥
কৃষ্ণের যতেক লীলা বুঝনে না যায়।
পড়িলে রূপের গ্রন্থ সব আছে তায়॥
না পড়িলে গুরুমুখে করেন শ্রবণ।
শ্রদ্ধান্বিত জন মুখে শুনি দৃঢ়মন॥
দিবানিশি রাধাকৃষ্ণ লীলা বৃন্দাবনে।
কোন স্থানে কোন লীলা করে ভবে মনে॥
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ সতত বিহার।
এই নিত্যলীলা গোচর না হয় কাহার॥

পরকীয়া এই লীলা আশ্চর্য্য ব্যবহার।
সখীগণ জানে গোচর না হয় কাহার॥
এক সন্দেহ মোর আছয়ে হৃদয়।
কৃপা করি কহিবারে যদি আজ্ঞা হয়॥
অতি কৃপাবান্ হৈলা জিজ্ঞাসিতে মন।
শ্রীমুখে কহিলা সেই এই বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন কুণ্ডতীর অষ্ট ক্রোশ শুনি।
তাথে হৈতে দুই ক্রোশ গিরিবর জানি॥
ইহা হৈতে সঙ্কেত অষ্ট ক্রোশ পরিমাণ।
দুই ক্রোশ নন্দীশ্বর সভে করে গান॥
যাবট হয়েন এক ক্রোশ তথা হৈতে।
দণ্ড পরিমাণে তাঁহা আসিতে যাইতে॥
কেমনে গমন করে সহচরীগণ।
কেমনে বা তদাশ্রিত জনের গমন॥
বহু দিন হৈতে শুনিতে আছে মোর মন
নহিলে সাধক কিবা করিব শ্রবণ॥ (১)
কৃপা করি কহে শুন নিত্যানন্দ দাস।
যেই যেই স্থানে সদা কৃষ্ণের বিলাস॥
পদ্মপ্রায় যেন বৃন্দাবনের ঘটন।
শাস্ত্র বাক্যে আছে মহাপ্রভুর স্থাপন॥
মুদিত প্রকাশ হৈল দুই ত প্রকার।
বিলাসে মুদিত হন লীলায় বিস্তার॥
এইরূপে হয় সব গমনাগমন।
তদাশ্রিত যেই তাঁর হয় এই মন॥
যোগমায়া বলে ইহা ঘটনা আছয়।
যাঁহার গমন সেই কিছু না জানয়॥
ইহাতে কেমন হব সিদ্ধ ব্যবহার।
মোরে কৃপা করে হেন কে আছয়ে আর॥

---

(১) নহিলে সাধক কিবা করিব স্মরণ।

এই লীলা নিত্য-কৃষ্ণ নিত্য-পরিবার।
এই সিদ্ধ সাধনসিদ্ধ কৃপাসিদ্ধ আর॥
মহাপ্রভু সেই কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
পারিষদ্‌গণ যত নিত্য পরিবার॥
এই যে কহিল নিত্য পারিষদ্‌গণ।
গুরুপদাশ্রয় নাহি মন্ত্রাদি গ্রহণ॥
মাত্র যার যেই যূথ সে শক্তি ধারণ।
লীলা-দর্শন সেবা এই সবার মন॥ (১)
তবে যে সাধন করে সেই সিদ্ধ পথ।
বৈষ্ণব সাধন সেই কহিল সম্মত॥
বৈষ্ণব কেমনে সিদ্ধ হইবে সাধনে।
কৃপা করি কহ সব তার বিবরণে॥
নিজ অঙ্গে সাধনাঙ্গ করিব পালন।
বহু অঙ্গ লিখেন রূপ যাথে সিদ্ধ হন॥
চল তোমায় শুনাইব তাঁর মুখে যাঞা।
কত বা আনন্দ হবে তোমার শুনিঞা॥
চৈতন্যের নিজ শক্তি কৃপা সেই ধরে।
সেই বলে লক্ষ গ্রন্থ করিল বিস্তারে॥
বর্ণন করিয়া রূপ করিলা গ্রহণ।
সর্ব্বত্র করিল সেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন॥
দেখিয়া আইলা সব তাঁর যতগণ।
চৈতন্যের দত্ত ভূমি দিল বৃন্দাবন॥
শুনিতে তাহার দৈন্য বসিয়া আছিলে।
দৃঢ় হয় কৃষ্ণ-প্রেম অন্তরে রহিলে॥
শুনিয়া প্রণাম কৈল ভূমিতে পড়িয়া।
ঠাকুরাণী পদ দিল মাথায় তুলিয়া॥
আর দিন কুণ্ডতীর হৈতে আগমন।
রঘুনাথ দাস প্রতি কহেন বচন॥
হাতে ধরি কহে সব আত্ম-বিবরণ।
বহুজন্ম ভাগ্যে হয় তোমার দর্শন॥
কবিরাজ সেই স্থানে বসিঞা আছিলা।
ঠাকুরাণী তাঁরে বহু মর্য্যাদা করিলা॥
তেঁহো কহে কি কহিব না জানি বিনয়।
চৈতন্য চরণ দেহ তুমি দয়াময়॥
সাধ করি নিবেদিল তোমার চরণে।
গৌরপদ-প্রাপ্তি মাগোঁ যে হইল অধমে॥
জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি।
দিবানিশি হেন পদ যেন না পাশরি॥
ঠাকুরাণী কান্দে রঘুনাথ হাতে ধরি।
রঘুনাথে জানিবেন নিজ ভৃত্য করি॥
বিষয়ীর ঘরে জন্ম বাসোঁ লাজ ভয়।
কি গুণে চৈতন্য-পদ দিবেন অভয়॥
এক দিন না করিনু চরণ সেবন।
তথাপি চরণ মাগোঁ হেন দীনজন॥
ঠাকুরাণী কহে ছাড় মোরে বিড়ম্বন।
দৈন্যদ্বারে আমার শোধন কর মন॥
মুঞি দীন না ছুঁইনু প্রেমভক্তি-কথা।
না জানি কি লাগি জন্ম দিলেন বিধাতা॥
পুনর্ব্বার আমি যেন দেখিয়ে সবারে।
মনোরথ সিদ্ধি হয় কৃপা কর মোরে॥
কুণ্ডকে প্রণাম করি করে নিবেদন।
নিজতটে বাস দিবে এই মোর মন॥
এই মত সেই স্থানে বিদায় হইঞা।
রঘুনাথ কান্দাইয়া যান আপনে কান্দিঞা॥
তথা হইতে বৃন্দাবনে গোসাঞি কুঞ্জে আসি।
সকল কুঞ্জের বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল বসি॥
দুই দিনে সেই রূপে সবার মিলন।
মদনগোপাল যাইঞা করিল দর্শন॥

---

(১) লালসা দর্শন সেবা এই সবার মন॥

(রাত্রে ঠাকুরাণী গোসাঞি বসিঞা একত্রে।
চতুঃষষ্টি ভক্তি অঙ্গ কি লিখিলে গ্রন্থে ॥
কিরূপে করিব তাঁর ভজনে মর্য্যাদ।
কিরূপে তাহাতে রতি নহে অপরাধ ॥
গোসাঞি বসিয়া সব কহে বিবরিয়া।
ঠাকুরাণী শুনি চিত্তে আনন্দিত হৈয়া ॥)
আর দিন ঠাকুরাণী সব গোসাঞি মেলি।
দেশ যাইবার কথা কহিলা সকলি ॥
শুনিয়া গোসাঞি সবার দুঃখ হৈল মনে।
বিধিরে কি দিব দোষ ছাড়িয়া জীবনে ॥
মদনমোহন দর্শনে যান সবে মিলি।
নয়নে ত্রিভঙ্গ রূপ দেখিল সকলি ॥
দেশ যাইবার আজ্ঞা হউক আমার।
খসিয়া পড়িল শ্রীঅঙ্গের পুষ্পহার ॥
পূজারি আনিয়া দিল ঠাকুরাণী হাতে।
প্রণাম করিয়া লয় আপন গলাতে ॥
আজ্ঞা হউক শীঘ্র আসি দেখিয়ে চরণ।
পুনঃ পুনঃ ঠাকুরাণী করে নিবেদন ॥
সেইরূপ আইলেন আপন বাসাতে।
হেন সঙ্গ ভঙ্গ হয় দুর্দ্দৈব হইতে ॥
প্রাতঃকাল হৈল আসি বিদায় সময়।
যার যেই মনের বাক্য সবে নিবেদয় ॥
সকল গোসাঞি মেলি যান সঙ্গে সঙ্গে।
কতেক উঠিল তাহা বিরহতরঙ্গে ॥
গোবিন্দ দর্শন করি বিদায় হইলা।
(দাঁড়াইয়া ঠাকুরাণী কহিতে লাগিলা ॥
লোভ হয় তোমাদিগের দর্শন করিতে।
হেন সুখে দুঃখ বিধি দিল মোর চিতে ॥
সবে কৃপা করি কর অভীষ্ট পূরণ।
পুনর্ব্বার শীঘ্র আসি দেখিয়ে চরণ ॥)

সনাতন গোসাঞি কহে করিয়া বিনতি।
কৃপা কি করিবে মোরে অতি দুষ্টমতি ॥
চৈতন্য চরণ দিতে ধর শক্তি বল।
অসাধনে গেল কাল জীবন বিফল ॥
ঠাকুরাণী কহে কর দৈন্য সম্বরণ।
সতত বাঞ্ছিয়ে তোমার কৃপাবলোকন ॥
রূপে কহে ঠাকুরাণী চাহিয়া নয়নে।
দৃষ্টি করি দেহ মোরে গৌরাঙ্গ চরণে ॥
লোকনাথ কহে অনাথ নাহি আমা হৈতে।
কি গুণে গৌরাঙ্গ কৃপা করিবেন আমাতে ॥
পরম কৃপালু তুমি গৌরপ্রেমে সুখী।
না ছুইল প্রেম মোরে জন্ম হৈলাম দুঃখী ॥
কি জাতীয় দুঃখ সবার হইল বেদনা।
যার যে মনের দুঃখ জানে সেই জনা ॥
ঠাকুরাণী কহে সবে কর অবধান।
আমার মনের বাঞ্ছা কর সমাধান ॥
পুনর্ব্বার দর্শন করিহ কৃপাবানে।
হেন দশা আর মোর হবে কোন দিনে ॥
বৃন্দাবনে আসি তোমা দেখিব নয়নে।
কান্দিতে কান্দিতে সবে করেন গমনে ॥
পশ্চাতে আসিয়া রূপ করে নিবেদন।
শ্রীনিবাস আচার্য্য পাঠাইবেন বৃন্দাবন ॥
ঠাকুরাণী কহে শ্রীনিবাস আছেন দেশে।
হেন পাত্রে গৌর প্রেম রাখিবেন শেষে ॥
অবশ্য করিব যাইয়া তাঁর অন্বেষণ।
পাঠাইয়া দিব শীঘ্র তাঁরে বৃন্দাবন ॥
এত বলি ঠাকুরাণী করিলা গমন।
পথে সভার গুণ কহে যার সেই মন ॥
একদিনে পথে আমি নিবেদিলু পায়।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট পাব কেমন উপায় ॥

পাদোদক সাধনের ধরে মহাবল।
মোর বিষয়ে ঠাকুরাণী কহিবে সকল॥
(ঠাকুরাণী কহে বাপু যেবা জিজ্ঞাসিলে।
কেমনে বিশ্বাস সেই কি হয় করিলে॥
বৈষ্ণবের পাদস্পর্শ পাদোদক পান।
বৈষ্ণবের ভুক্তশেষ সেই গূঢ়াখ্যান॥
গোপনীয় করি ইহা করিব বিশ্বাস।
শ্রেষ্ঠ ভজন এই শরীরে প্রকাশ॥
গুণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের করিব ভজন।
জানে নাহি তিঁহো যেন জানি ইহার মন॥
বৈষ্ণবের হাতে তুলি না দিব এখন।
ইহাতে নাহিক লাভ বহু হানি হন॥
লাভ লাগি সাধন করি সর্ব্বত্র ইহা হয়।
পূর্ব্ববাক্য নহে এই সাধন যায় ক্ষয়॥
মহাপ্রভুর শ্রীমুখ আজ্ঞা আছয়ে সে সার।
যেবা কেহো না মানিবে বাক্য নাহি আর॥
প্রভু আজ্ঞা পাদোদক কেহো নাহি লয়।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় তাতে দুঃখ হয়॥
ছল করি লয় কেহো প্রভু নাহি জানে।
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করেন বারণে॥
পরম বিশ্বাসী কালিদাস মহাশয়।
সর্ব্বদেশী বৈষ্ণবের পাদোদক লয়॥
ভুক্তশেষ সভার লয় প্রভু ইহা জানে।
নিজ মুখে তার গুণ প্রভু করেন গানে॥
সিংহদ্বারে একদিন চরণ ধুইতে।
অঞ্জলি অঞ্জলি করি লাগিলা খাইতে॥
তিন অঞ্জলি খায় প্রভু লাগিলা কহিতে।
ভয় হৈল না দিল আর ভক্ষণ করিতে॥
প্রেমের সমুদ্র গৌর ভয় হৈল চিত্তে।
সাধকের প্রতি এই অনুচিত তাথে॥

অন্যজনে দিলে তার কেমনে লাভ হয়।
গৌরাঙ্গের বাক্য প্রমাণ দৃঢ়তর হয়॥
গুরু মাত্র কৃপা করি দিবেন শিষ্যেরে।
এই বাক্য শাস্ত্রদ্বারে নিষেধ না করে॥
এইমতে ঠাকুরাণী পথে আগমন।
কত কৃষ্ণপ্রেম তাহে আনন্দিত মন॥)
এক দিন আজ্ঞা মোরে করে ঠাকুরাণী।
বিবাহ না কর বাপু মোর বাক্য মানি॥
সংসার কালকূট করি লিখে মহাজন।
অমৃত বলিয়া তারে বলে কোন জন॥
মায়াতে মোহিত চিত্ত সব পাশরায়।
সহস্র সাধন করে বৃথা হঞা যায়॥
ভক্তি বাদ হয় লিখে যে কার্য্য করিলে।
উপেক্ষিলে ইহা লাগি হাসিব সকলে॥
অনাসক্ত হয় কৃষ্ণকৃপা বলবান্।
প্রাপ্তি লাগি আশ্রয় করি শ্রীগুরুচরণ॥
কেহো এই দেহে পায় কেহো দেহান্তরে।
মধ্যে মধ্যে কণ্টক কেনে উপজে অন্তরে।
সাধনসিদ্ধ হয় তার যোগ্য যেই জন।
তাহা সে মিলয়ে ভাব তদাত্মকগণ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি বাপু কৃষ্ণ পরিকর।
তাঁহা প্রতি নির্দ্দম্ভমাত্র করিবে অন্তর॥
যেন গুরু তেন কৃষ্ণ তেমতি বৈষ্ণব।
লাভ থাকিলে তাতে করিব অনুভব॥
বৈষ্ণবের ভক্তি কেহো করয়ে গ্রহণ।
কেহো কনিষ্ঠ করি জানে আমি গুরুজন॥
এমন যাঁহার মন বিচার করয়।
তাহারে ত গুরু কৃপা কোন কালে নয়॥
দেখিলে শুনিলে মনে বহু গুণ হয়।
অনুভব থাকে যদি মনে বিচারয়॥

এই মতে ঠাকুরাণী দেশেতে গমন।
শুনি বীরচন্দ্র রায় করিল দর্শন॥
যে দিবসে ঠাকুরাণী খণ্ডে বাস হয়।
যতেক হইল সুখ নয়নে না রয়॥
সেই সে দিবসে প্রভু আইলা সেই স্থানে।
দণ্ডবৎ করি বহু করে নিবেদনে॥
জিজ্ঞাসিল বৃন্দাবনের আনন্দ সকল।
কহিতে কহিতে ঠাকুরাণী হইলা বিকল॥
নরহরি শ্রীমুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দন।
আনন্দে ভাসয়ে কারো নাহি বাহ্য মন॥
ঠাকুরাণী কহে নরহরি শুনহ বচন।
শ্রীনিবাস কে আছে তারে পাঠাও বৃন্দাবন॥
প্রাতঃকালে বিদায় হৈঞা গৃহকে গমন।
নরহরি আদি করি চলিলা তখন॥
মোরে আজ্ঞা হৈল বাপু যাও নিজ ঘর।
যে আজ্ঞা করিল তাহা পালিহ অন্তর॥
এই সব সঙ্গ সুখে রহোঁ সর্ব্বদায়।
সেই সে করিবে যাতে আমার সহায়॥
যখন যাইবা যথা লোক লৈঞা যাবে।
কখন আমার সঙ্গে আনন্দে থাকিবে॥
ঠাকুরাণী গেলা, আমি রহি এই স্থানে।
আর যে প্রসঙ্গ তার হৈল কথো দিনে॥
এক দিন নরহরি সঙ্গে এক জন।
শ্রীনিবাস নাম তার পুরুষ রতন॥
নয়নে দেখিল বালক অতি সুন্দর হয়।
রঘুনন্দন আদি সুখ পাইল অতিশয়॥
ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসিল থাক কোন গ্রামে।
চাখন্দিতে বাস, মাতা পিতা সেই স্থানে॥
ভাল হৈল অহে বাপু যাও বৃন্দাবন।
শ্রীরূপের আজ্ঞা এই করহ পালন॥
ঠাকুরাণী গিয়াছিলা শ্রীবৃন্দাবন।
দিবস কথোক হৈল গৃহে আগমন॥
তিঁহো কহিলেন মোরে তোমার প্রসঙ্গ।
আছয়ে গৌরাঙ্গ আজ্ঞা না করিবা ভঙ্গ॥
নয়নে দেখিলাও সেই দিন শ্রীনিবাস।
আজ্ঞা করিল যেন হইল প্রকাশ॥
লেখিনু তাহার গুণ আজ্ঞা বলবান্।
পূর্ব্বে বলিয়াছি পরে যে আছে আখ্যান॥
মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীচৈতন্য দাস।
আউলিয়া বলি তাঁকে সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
দেশে হৈতে গেলা তেঁহো শ্রীবৃন্দাবন।
প্রেমাবেশে দিবানিশি করেন ভ্রমণ॥
শ্রীগোপালভট্ট স্থানে গেলা এক দিন।
দশা দেখি তাঁহার করিল অভ্যুত্থান॥
জিজ্ঞাসিল দেশের মঙ্গল সমাচার।
জিজ্ঞাসিলে গোসাঞি কহেন বার বার॥
আপনে জানহ এক জিজ্ঞাসি তোমারে।
শ্রীনিবাস আচার্য্য কে জানহ তাঁহারে॥
গড়ের হাটে ত বাস ঠাকুর মহাশয়।
কহ কহ শুনি হউক আনন্দ হৃদয়॥
যাহা জানি শুনিয়াছি যার যেই কথা।
সকল নিবেদন করেঁ। যেমন ব্যবস্থা॥
গোসাঞি তাঁহার স্থানে শুনেন সব বসি।
কহে এক বাক্য উঠে এক বার হাসি॥
বিষ্ণুপুরে মোর ঘর হয় বার ক্রোশ।
রাজার দেশে বাস করি হইয়া সন্তোষ॥
আচার্য্যের সেবক রাজা শ্রীবীর হাম্বীর।
শ্রীবাস আচার্য্য আদি পরম গম্ভীর॥
গ্রামে বাস আচার্য্যের রাজা করিয়াছে।
গ্রাম ভূমি সামগ্রী যত রাজা যে দিয়াছে॥

(এই ফাল্গুন মাসে তিঁহো বিবাহ করিলা।
অত্যন্ত যোগ্যতা তাঁর যতেক কহিলা॥
অপত্যাদি নাহি হয় গোসাঞি কহিলা।
শুনি ঋতুমতী হৈলা এই নিবেদিলা॥)
গড়ের হাটের কথা সেহ অতিদূর।
ঠাকুর মহাশয়ের কথা শুনিয়াছি প্রচুর॥
গৌরাঙ্গের সেবা কৈল বড় মহোৎসব।
বৈষ্ণব সেবন করে গৃহে তেজি সব॥
উদাসীন হন তিঁহো জগত বিখ্যাত।
অধিক না জানি আমি কহিল সাক্ষাত্॥
মৌন করি রহিলেন, না বলিল আর।
স্খলৎ স্খলৎ বাক্য কহে বারবার॥
এই মত বৃন্দাবন দর্শন আনন্দে।
কতক দিবসে দেশে আইলা স্বচ্ছন্দে॥
তিঁহো আসি উত্তরিলা খণ্ডেত গমন।
শ্রীরঘুনন্দন আগে কহিল বিবরণ॥
সেই মত গেলা তিঁহো ঈশ্বরীচরণে।
বৃন্দাবনের যত স্থখ কৈল নিবেদনে॥
যতেক গোসাঞির কথা ক্রমে জিজ্ঞাসিল।
শুনিতে শুনিতে মনে আনন্দ বাড়িল॥
পুনরায় গেলা রাজস্থানে আগমন।
যে দেখিল কহে রাজা করেন শ্রবণ॥
জিজ্ঞাসিল গোসাঞি জীউ কেমন আছয়।
একবার কহে পুন আর নিবেদয়॥
প্রণাম করয়ে রাজা করি যোড়কর।
ভাগ্য হবে কবে দেখিব নয়ন গোচর॥
তাঁর সঙ্গে রাজা যান ঠাকুরের স্থানে।
আদর করিয়া ঠাকুর বসি একাসনে॥
আউলিয়া কহে আচার্য্য করেন শ্রবণ।
নিজ প্রভুর বার্ত্তা শুনি আনন্দিত মন॥
কিছু জিজ্ঞাসিলা গোসাঞি আপনকার স্থানে।
হাসিয়া হাসিয়া কহেন সব বিবরণে॥
প্রসঙ্গে কহিনু পাণি গ্রহণ করিলা।
উঠিয়া আসন হৈতে দণ্ডবৎ হৈলা॥
পুন পুছি কি কহিলা গোঁসাই তাহাতে।
স্খলৎ স্খলৎ বাক্য লাগিলা কহিতে॥
শুনিয়া ঠাকুর কহে করি হায় হায়।
আপন অভাগ্য দোষ নিবেদিব কায়॥
আজ্ঞা নাহি প্রভুর করিল হেন কার্য্য।
কহিতে প্রভুর আজ্ঞা অভাগ্যেতে ধার্য্য॥
ইহা বলি হায় হায় করয়ে রোদন।
আর কি দেখিব সেই যুগল চরণ॥
শ্রীনিবাস প্রতি প্রভু হৈল নির্দ্দয়।
মোর সেই প্রভু জীবন মরণে নিশ্চয়॥
সেই দিন হৈতে ভাবিত হৈল নিজ মন।
প্রভুর অগ্রেতে কিবা কহিব বচন॥
শুন শ্রোতাগণ যেই হইয়াছে কথা।
পাছে এই বাক্য শুনি কেহ পায় ব্যথা॥
নিত্য সিদ্ধ মূর্ত্তিমন্ত চৈতন্যের প্রেম।
শ্রীনিবাস-রূপে পৃথিবীতে হৈল জন্ম॥
তথাপি গুরুর প্রতি মহাভয় মনে।
মর্য্যাদা স্থাপন কে করয়ে তাহা বিনে॥
শ্রীরূপের শক্তি তিঁহো জানিহ নিশ্চয়।
প্রাকৃত লোকের মত তার মত নয়॥
যে কহিল যে হইল তেন মত লিখি।
সেই মত বিরক্ত সদা আসিয়াছি দেখি॥
এই যে লিখিল গ্রন্থে যতেক বৃত্তান্ত।
প্রভুর চরণ মোর শরণ একান্ত॥

জীবন আধার মোর শ্রীমুখ বচন।
তাহা লিখি সেই আজ্ঞা করিয়ে পালন॥
ভক্তিভাবে যেই জন করয়ে শ্রবণ।
তাঁর পদরেণু আমি করিয়ে ধারণ॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে ষোড়শ বিলাস সম্পূর্ণ।

সপ্তদশ বিলাস।

—০:*:০—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা হৃদয়॥
জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় ভক্তরাজ।
যাহা হৈতে চৈতন্যের সিদ্ধ সব কায॥
গৌর-প্রিয় ভক্তগণ গৌর যার প্রাণ।
জয় জয় শ্রীনিবাস গুণের নিধান॥
জয় জয় নরোত্তম জয় প্রেম রাশি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরূপ গৌর পরকাশি॥
লিখিব অপূর্ব্ব বাক্য প্রেম-রস-পুর।
সেই বলে লিখি আজ্ঞা হইল প্রভুর॥
যে আনিল প্রেমধন এই অবনীতে।
সাধ হয় এই গুণ বর্ণন করিতে॥
গৌর কৃপা তাঁর বল বুঝন না যায়।
কারো গুণে কারো দেহে জগত ডুবায়॥
গৌড় দেশে আসিয়াছে দুই মহাশয়।
পালয়ে গুরুর বাক্য সাধন করয়॥
একদিন বৃন্দাবনে জীবগোসাঞি স্থানে।
গৌড়-বাসী এক বৈষ্ণব করিলা গমনে॥
তারে সব জিজ্ঞাসিল মঙ্গল সমাচার।
শুনিঞা গোসাঞি চিত্তে আনন্দ অপার॥
শ্রীনিবাস নরোত্তমের কি গুণ আখ্যান।
কি করয়ে কোন স্থানে করে গুণ গান॥
বৈষ্ণব কহেন প্রভু নিবেদি চরণে।
শুনিল বৈষ্ণব মুখে দেখিল নয়নে॥
রাজা বীরহাম্বীর মল্ল ভূমি বিষ্ণুপুর।
তারে কৃপা করিলেন আচার্য্য ঠাকুর॥
রামচন্দ্র কবিরাজ গোবিন্দ সহোদর।
তাহারে করিল কৃপা সর্ব্ব-গুণধর॥
ঠাকুর মহাশয় খেতরি নামে গ্রাম।
আপনে গৌরাঙ্গরায় যাঁহে বিরাজমান॥
হেন সেবা পরিপাটি বৈষ্ণব সেবন।
ত্রিভুবন মধ্যে আর না আছে এমন॥
ঠাকুরে হইতে প্রীতি বৈষ্ণবে বিশেষ।
প্রেম রসে মত্ত লোক ডুবি গেল দেশ॥
তাঁর সঙ্গে রামচন্দ্র কবিরাজ গুণবান।
কিবা সেই স্থির প্রীত যেন এক প্রাণ॥
আচার্য্য ঠাকুর কভু খেতরি গমন।
কভু বিষ্ণুপুর কভু বুধরি যাজিগ্রাম॥
বৃন্দাবন আসিতে খেতরি দেখি আইল।
এক মুখে কি কহিব এই নিবেদিল॥
আনন্দ হইল যাঞা লোকনাথ স্থানে।
বৈষ্ণব আছেন সঙ্গে কহে সব শুনে॥
শুনিঞা গোসাঞি ভাসে আনন্দ সাগরে।
এত ভক্তি জন্মিল নরোত্তমের অন্তরে॥
আমি কি বলিব সেই তোমার কৃপাতে।
এত বলি দুই গোঁসাই লাগিলা কান্দিতে॥
তেন মতে গোপালভট্ট শুনিল বচন।
মোর কিবা দায় তোমার কৃপারভাজন॥

শ্রীনিবাস শিষ্য হয় রামচন্দ্র নাম।
একবার দেখি যাই জুড়ায় নয়ন॥
হেন কালে সব বৈষ্ণব গৌড়কে গমন।
শুনি সব গোসাঞি আনন্দিত মন॥
পূজারি ঠাকুরের শিষ্য কৃষ্ণদাস নাম।
অত্যন্ত বিরক্ত সেই মহা গুণবান॥
ভূগর্ভ ঠাকুর শিষ্য নাম রামদাস।
এই স্থানে দুই জনে বৃন্দাবনে বাস॥
এক সঙ্গে গৌড়দেশে করিল গমন।
তেন মতি করিব জগন্নাথ দরশন॥
সকল গোসাঞি মেলি বিদায় সময়।
যার যেই মনোবাক্য সকল কহয়॥
লোকনাথ গোসাঞি কহে বৈষ্ণবের স্থানে।
প্রথমে ত বিরাজিবে শুনহ বচনে॥
নরোত্তমের স্থানে এই কহিবে বচন।
যেন মত আজ্ঞা তেন করিবে পালন॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছি করি আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্রে সাবধান যেন নহে অপরাধ॥
শ্রীজীব গোসাঞি কহে হইয়া কাতর।
তোমা না দেখিয়ে আর নয়ন গোচর॥
বৃন্দাবনে প্রেমবৃক্ষ আপনে জন্মিল।
খেতরি যাইয়া তাহা ফলিত হইল॥
খেতরি হইল খেতি সর্ব্বজন খায়।
অন্য দেশবাসী কত বান্ধি লঞা যায়॥
কহিবে জীবের নামে প্রেম আলিঙ্গন।
তোমার বিচ্ছেদে অন্ধ হইল নয়ন॥
যাইয়া চাহিবা শীঘ্র ভোজন করিতে।
অপরাধ বলি ভয় না করিহ চিত্তে॥
আচার্য্যের প্রতি মোর প্রেম আলিঙ্গন।
যতেক হইল সুখ না যায় কহন॥ (১)
তেনমতি দক্ষিণ দেশ করিবে গমন।
শ্যামানন্দ প্রতি মোর কহিবে বচন॥
করুণা করিবে বহু মোর প্রয়োজন।
সধর্ম্ম আচার ধর্ম্ম বৈষ্ণব সেবন॥ (২)
শ্রীভট্টগোসাঞি কহে নরোত্তম স্থানে।
বহুপ্রীত করি মোর দিবে আলিঙ্গনে॥
রামচন্দ্র প্রতি কৃপা মোর আশীর্ব্বাদ।
নয়নে দেখয়ে বাপ হেন হয় সাধ॥
শ্রীনিবাস প্রতি আশীর্ব্বাদ বহু মতে।
একবার নয়নে দেখি আসিবে সাক্ষাতে॥
পুনর্ব্বার আসিবে এথা নয়নে দেখিয়া।
আনন্দ পাইব যার যে গুণ শুনিয়া॥
যে আজ্ঞা বলিয়া বৈষ্ণব হইলা বিদায়।
বৃন্দাবন মনে করি পথে চলি যায়॥
এই মত পথে চলি যায় কতদিনে।
দেশে যাই দুই বৈষ্ণব বিচারয়ে মনে॥
দুই জনে নাহি জানে কোথা গড়ের হাট।
সেই দেশী লোক-স্থানে জিজ্ঞাসিল বাট॥
পুছিতে পুছিতে গেলা সেই দেশ যথা।
যাইয়া নয়নে দেখি অদভুত তথা॥
যত লোক কৃষ্ণগান করেন ভজন।
দেখিয়া দেখিয়া যান আনন্দিত মন॥
প্রণাম করিয়া অত্যন্ত করয়ে আদর।
কৃপা কর আমার যে হয় এই ঘর॥
কতেক বিনয় করে হইয়া কাতর।
দেখিতে দেখিতে সব আনন্দ অন্তর॥

(১) যতেক হইল সুখ নহে বিস্মরণ।
(২) আচার বিচার ধর্ম্ম বৈষ্ণব সেবন।

খেতরি আইলা যথা গৌরাঙ্গ আছেন।
সবস্ত্র সহিত তথা প্রণাম করেন॥
দুই মহাশয় বসি দেখিল নয়নে।
দেখিয়া উঠিয়া আইলা ছাড়িয়া আসনে॥
জলপাত্র লইয়া কহে আসনে বসাইয়া।
পাদ ধোয়াইতে দোঁহে প্রস্তুত হইয়া॥
কাতর হইয়া কত কহিল বচন।
নিজহাতে করি জল ধুইল চরণ॥
কতেক পীরিতি কৈল কতেক বিনয়।
হেন পাদ দর্শন হয় ভাগ্যের উদয়॥
কি কহিব বাক্য আর না আইসে বদনে।
কতক্ষণ থাকি তবে কৈল নিবেদনে॥
জিজ্ঞাসিল কিবা নাম দুই মহাশয়।
নরোত্তম রামচন্দ্র কবিরাজ হয়॥
লোকনাথ গোসাঞি আজ্ঞা যেমত আছিল।
সেই মত করি তাঁরে সকল কহিল॥
উঠিয়া প্রণাম করে ভূমিতে পড়িয়া।
কতেক কান্দিল নিজ প্রভু স্মঙরিয়া॥
রামচন্দ্র প্রতি বাক্য ভট্ট গোস্বামীর।
শুনিতেই মাত্র চিত্ত হইলা অস্থির॥
ঠাকুর মহাশয় প্রতি শ্রীজীব বচন॥
শুনিতেই মাত্র কত করিলা রোদন॥
দোঁহে গলাগলি কান্দি বাহ্য নাহি হয়।
কতেক কহিল শ্লোক প্রার্থনার-চয়॥
বাহ্য হইলে নিবেদয় শুন মহাশয়।
শীঘ্র যাব ভোজন করি যদি আজ্ঞা হয়॥
উঠিয়া যাইয়া কিবা কহে পূজারিরে।
শীঘ্র চাহেন দুই বৈষ্ণব ভোজন করিবারে॥
তেঁহো কহেন ভোগ প্রস্তুত গৌরাঙ্গ ঠাকুরের।
যে আজ্ঞা করেন বাক্য কি বলিব আর॥ (১)
আসিয়া আপন হাতে স্থান করিলেন।
শীঘ্র উঠ ভোজন করহ মুখে কহিলেন॥
সভয় হইল চিত্ত কাঁপে নিজ মন।
শ্রীজীবের আজ্ঞা আছে কি করি এখন॥
জলপাত্র লইয়া ভোজন করিল আসিয়া।
আমরা ভোজন করি দেখ দাঁড়াইয়া॥
পূজারিকে কহে আনি দেহ অন্ন ব্যঞ্জন।
ক্ষীরবড়া দধি আনি কর পরিবেশন॥
তিহোঁ আনি দেন বসি করেন ভোজন।
যতেক খায়েন তত আনন্দিত মন॥
আচমন করি আজ্ঞা মাগয়ে তাঁহারে।
শীঘ্র যাব এই আজ্ঞা হউক আমারে॥
বিনয় করিয়া কহে আজি রহিবার।
কালি যাবেন পদ্মাবতী হইবেন পার॥
অতি ভয় হৈল বাক্য না আইসে বদনে।
বসিয়া জিজ্ঞাসে নিজ বসাইয়া আসনে॥
কহ দেখি মোর প্রভু কেমন আছয়।
কোন রূপে কোন স্থানে তাঁহার আলয়॥
নরোত্তম বলি মনে আছয়ে তাঁহার।
মোর মনে নাহি হেন মুঞি দুরাচার॥
নরোত্তম নাথ বলি কান্দয়ে বিস্তর।
কাষ্ঠ পাষাণ এই মোর কলেবর॥
সে দর্শন সেই আজ্ঞা সব পাশরিয়া।
পড়িয়া রহিলাঙ ভবকূপেত মজিয়া॥
মোর পরিত্রাণে আর আছে কোন জন।
হা হা প্রভু লোকনাথ আমার জীবন॥

(১) যে আজ্ঞা হয়েন বাক্য কহিল মনের॥

তবে প্রশ্ন করি কহে শ্রীজীব গোসাঞি।
কতেক করিলা কৃপা মোর মনে নাই॥
গোসাঞি কৃপা করেন মোরে কি গুণ দেখিয়া।
কতেক কান্দয়ে সেই মনে ত করিয়া॥
রামচন্দ্র কহে ঠাকুর কহ মুখে শুনি।
মোরে কিবা রূপ গোসাঞি জানিলা আপনি॥
মোর দরশন সেই যুগলচরণ।
মোর মনে প্রভু বলি নাহিক স্মরণ॥
আমা সম পতিত জগতে কেহ নাই।
হেন কৃপা হইবে দেখিব কবে যাই॥
অনেক কান্দিয়া কহে ঠাকুর মহাশয়।
শ্রীভট্ট গোসাঞি কহ সুখে ত আছয়॥
আমারে কহিল যেহোঁ সব বিবরিয়া।
এতেক কান্দেন সব গুণ স্মঙরিয়া॥
সে দিন রহিলা তাহা কত সুখ পাঞা।
রাত্রে গৌররায় কহে নরোত্তমে যাঞা॥
পাঠাইল জীব তোমার বুঝিবারে মন।
বৈষ্ণবে খাইলে মোর হইল ভোজন॥
পুনর্ব্বার কেনে ভোগ লাগাইলে জানি।
মর্য্যাদা আছয়ে তাহা শাস্ত্র বাক্য মানি॥
প্রাতঃকাল হৈল বৈষ্ণব জিজ্ঞাসিল কথা।
নিশ্চয় কহত মোরে আচার্য্য আছেন কোথা॥
দুই মহাশয় কহে দিন কতক হৈল।
এই স্থান হৈতে রাঢ়ে গমন করিল॥
যাজিগ্রামে আছেন যাও পাইবে যাইঞা।
বিদায় হইলা দোঁহে প্রণাম করিঞা॥
বিদায়ের কালে কত করিলা বিনয়।
এই পদ মাত্র মোর আছয়ে আশ্রয়॥
ভয় পাইয়া গ্রামের বাহিরে যাইঞা।
শতেক প্রণাম কৈল কোমর খুলিয়া॥
যতেক দেখিল তাহা কি কহিব মুখে।
মোরে না ছুঁইল গায় জন্ম গেল দুঃখে॥
গুরুতে এমন প্রীত জন্মিব কাহার।
বৈষ্ণবেত হেন প্রীত না শুনিব আর॥
কিবা জানি গোসাঞি মোর চিত্ত শোধিতে।
এই ছলে পাঠাইল ইহাঁরে দেখিতে॥
মরণে জীবনে লাগি রহিল হিয়ায়।
হেন কৃপা কর মন রহে সেই পায়॥
দুইজনে সেই গুণ গাইতে গাইতে।
কাটোয়া আসি মহাপ্রভু দেখিল আনন্দেতে॥
লোকে জিজ্ঞাসিয়া গেলা যাজিগ্রাম যথা।
আছেন ঠাকুর গৃহে আছয়ে সর্ব্বথা॥
গ্রামের ভিতর যাঞা পাইল সেই স্থানে।
বসিয়া আছিলা ঠাকুর উত্তম আসনে॥
উঠি প্রণাম করি কহে শুনহ বচন।
কোথা হৈতে আপনকার হৈল আগমন॥
যখন কহিল মুখে বৃন্দাবন নাম।
উঠি মাথে দুই হাতে করেন প্রণাম॥
শ্রীভট্টগোসাঞি কৃপা যখন কহিল।
ভূমিতে পড়িয়া কত প্রণাম করিল॥
প্রভু না পাশরিল মোরে মুঞি পাশরিয়া।
এই যে সংসারকূপে রহিল পড়িয়া॥
অনেক ভকতি কৈল নেত্রে বহে জল।
শ্রীজীবগোসাঞির কথা কহিল সকল॥ (১)

(১) শ্রীজীব গোসাঞির কহিল প্রেম আলিঙ্গন।

গোসাঞির কৃপা বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অনেক কান্দিলা তাঁর করিয়া স্মরণ॥
তেঁহো মোর প্রভু, আর নাহি ত্রিজগতে।
কতরূপে কৃপা মোরে কৈল পাঠাইতে॥
যতেক হইল সুখ জানয়ে যে মনে।
সব সঙরিয়া ঠাকুর করেন রোদনে॥
প্রভুর প্রেষিত তুমি তুল্য আমি জানি।
অনেক কহিলা তাঁরে সবিনয় বাণী॥
আর দিনে প্রাতঃকালে কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা হউক আমারে যাইব পুরুষোত্তম॥
বিদায় হইঞা পথে করিলা গমন।
যতেক পীরিতি কৈলা হইল স্মরণ॥
কবে হেন দশা হবে না জানি আমার।
পাঠাইল দস্তচিত্ত শোধন করিবার॥
সহজেই নিজদেহে হেন নাহি হয়।
ইহা দেখি মোর মনে আশ্চর্য্য লাগয়॥
এত দেখি নাহি শাস্ত্রে নাহি শুনি কথা।
না শুনিল মোর কানে জন্ম গেল বৃথা॥
যাইতে যাইতে গেলা দক্ষিণদেশ সীমা।
যাইতে যাইতে শুনে এসব মহিমা॥
সবলোকে কৃষ্ণ ভজে নাহি কোন দুঃখ।
দেখিয়া আনন্দে আমার ভরিল সে বুক॥
এক গ্রামে যাইয়া দেখে অনেক বৈষ্ণব।
জিজ্ঞাসিল তা সভারে কার শিষ্য সব॥
শ্যামানন্দ কৃপা কৈল মুঞি অধমেরে।
কতেক করিল প্রীত দুই বৈষ্ণবেরে॥
তারে কহে আইলাঙ ভাই বৃন্দাবন হৈতে।
শ্যামানন্দ স্থানে গোসাঞির আজ্ঞা আছে যাইতে॥
কোথা আছেন কহ তিঁহো আমরা যাইব।
যে আছে মনের কথা তাঁহারে কহিব॥
তোমরা দুই বৈষ্ণব চল আমার সহিতে।
পথে চলি যাইব কথা শুনিতে শুনিতে॥
যাই উত্তরিলা গ্রামে যথা শ্যামানন্দ।
গ্রামের লোক দেখি সব হইল আনন্দ॥
সেই মতে উত্তরিলা শ্যামানন্দ স্থানে।
প্রণাম করেন উঠিয়া হইতে আসনে॥
তাঁর শিষ্য মুরারী দাস নয়নে দেখিল।
জল লইয়া সাক্ষাতে আসি দাঁড়ায়ে রহিল॥
পদ ধোয়াইল গুরুর সম্মুখে বসিয়া।
বহুপ্রীত কৈল গুরু শিষ্যেতে বসিয়া॥ (১)
তবে জিজ্ঞাসিল কোথা হৈতে আগমন।
বৃন্দাবনে শ্রীজীব-স্থানে হৈতে আগমন॥
অনেক করিল গোসাঞি প্রীত আশীর্ব্বাদ।
এই মোরে আজ্ঞা আছে নহে যেন বাদ॥
যেন গুরু তেন শিষ্য না দেখিল আর।
দুই বৈষ্ণব রাত্রে বসি করেন বিচার॥
কতেক প্রণাম কৈল কতেক বিনয়।
আমা সম পতিত অধম কে আছয়॥
সে চরণ পাশরিয়া রহিলু মাতিয়া।
তথাপি করেন কৃপা অধম জানিয়া॥
আহা মরি মরি করি করয়ে রোদন।
সে দুই চরণ মোর স্মরণ মনন॥
শ্যামানন্দে সেই কৃপা হইবে কোন দিনে।
গুরু কান্দে শিষ্য কান্দে গড়ি যায় ভূমে॥
কতেক কহিব মুরারি দাসের পীরিতি।
কতগুণে হেন বৈষ্ণব জন্মিয়াছে ক্ষিতি॥
মোর মন হৈল ক্ষেত্র না যাইব আর।
বৃন্দাবনে ফিরিয়া যাই মনের বিচার॥

(১) বহু প্রীত হৈল গুরুভক্তি যে দেখিয়া।

না রহিল্ল সেই স্থানে প্রভাতে বিদায়।
গুরু শিষ্য পায়ে পড়ি ভূমিতে লোটায়॥
দিন কথো রহো ঠাকুর সাধ হয় মনে।
সব তাপ দূর করি দেখিয়ে চরণে॥
কহিল তাহারে ঠাকুর কৃপা কর মোরে।
হেন আজ্ঞা হউ যাই বৃন্দাবন দেখিবারে॥
খরচ দিলেন মোরে করিয়া যতন।
কহিবেন আমা সম নাহিক অধম॥
হেন কবে হবে আজ্ঞা করিব পালন।
মাতিলু সংসার রসে পাশরি চরণ॥
শত মুদ্রা মোর হস্তে দিল যত্ন করি।
কহিলেন সেই পদ যেন না পাশরি॥
কতেক বা শ্যামানন্দের শিষ্য মুরারি দাস।
কোথাও না দেখি বৈষ্ণব সেবার বিশ্বাস॥
যাইয়া আপন চিত্তের করিল শোধন।
শুনিয়া গোসাঞি সব মিলিয়া রোদন॥
পৌষমাস হৈল আসি আচার্য্য যাজিগ্রামে।
অস্বাস্থ্যি হইল মাতা ভাবে মনে মনে॥
জরা দেহ অস্বাস্থ্যেতে কথো দিন গেল।
মাঘমাসে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি তাহার হইল॥
ভাবিত হইল চিত্ত মহোৎসব লাগি।
অনেক সামগ্রী কৈল দিবা রাত্রি জাগি॥
বিষ্ণুপুরে রাজা স্থানে পত্র পাঠাইল।
বহু লোক দ্বারে সামগ্রী কতেক আইল॥
অনেক মহান্ত আইল অধিকারী কত।
বৈষ্ণবের লেখা নাই আইল শত শত॥
রঘুনন্দন সুলোচন ঠাকুর খণ্ডবাসী।
আচার্য্যের প্রতি কথা কহে হাসি হাসি॥
যদি যাজিগ্রামে রহ সাধ আছে মনে।
পাণি গ্রহণ কর ভাল হয়ে ত বিধানে॥

আচার্য্য কহেন প্রভুর আজ্ঞা নাহি মোরে।
এই লাগি ভয় মোর হয়ে ত অন্তরে॥
রঘুনন্দন কহে এই পরমার্থ নহে।
ভয় হয় গুরু আজ্ঞা হেলন হয় যাহে॥
তবে তাঁর আজ্ঞা বেই করিল গ্রহণ।
সম্বন্ধ করিল উত্তম দেখিয়া ব্রাহ্মণ॥
মহোৎসব পূর্ণ হইল আনন্দ অন্তর।
বিদায় হইয়া গেলা যথা যার ঘর॥
হেনকালে দুই ঠাকুর বিচারিল মনে।
অতি যত্ন কৈল তাঁর বিবাহ কারণে॥
আচার্য্য করিল মনে না করিলে নয়।
যে আজ্ঞা বলিয়া ঠাকুর রঘুনন্দনে কয়॥
অনেক হইল সুখ সুলোচন মনে।
বিচার আছিল ডাকি আনিল ব্রাহ্মণে॥
যাজিগ্রামবাসী বিপ্র নাম গোপাল দাস।
তোমার কন্যার যোগ্যপাত্র শ্রীনিবাস॥
তুমি গ্রামের ভূমিক আমরা এই স্থানে।
একস্থানে রহি বড় সাধ আছে মনে॥
তেঁহো যাই ভ্রাতা সহ বিচার করিল।
বৃন্দাবন নাম তার সম্মতি হইল॥
বৈশাখ মাসে তৃতীয়াতে বিবাহ হইল।
কন্যাকে দেখিয়া সবে আনন্দ পাইল॥
কন্যার দুই ভ্রাতা শ্যামদাস রামচরণ।
তারে পড়াইল আচার্য্য করি অতি শ্রম॥
অনেক সেবক হৈল অনু-শিষ্য আর।
স্থানে স্থানে গ্রামে গ্রামে ব্যাপিল সংসার॥
কখন এ স্থানে রহে কভু বিষ্ণুপুর।
খেতরি বুধরি যান আনন্দ প্রচুর॥
তার কথোদিনে রাঢ়ে আছে এক গ্রাম।
গোপালপুরবাসী রঘু চক্রবর্ত্তী নাম॥

তার কন্যা পরম সুন্দরী গুণবান্।
মনে কৈল পিতাঠাকুরে মোরে করে দান॥
ঠাকুরের যোগ্য মোর এই কলেবর।
ভাগ্য করি মনে মনে আনন্দ অন্তর॥
পিতারে কহিল যদি কর অবধান।
আচার্য্য ঠাকুরে মোরে কর সম্প্রদান॥
তেঁহো শুনি ধন্য মানে জীবন আপনার।
দর্শন করিব হেন হইবে আমার॥
চক্রবর্ত্তী নিবেদিল ঠাকুরের স্থানে।
পদ্মাবতী নামে কন্যা সমর্পিব চরণে॥
হাঁসিলা ঠাকুর হৈল আনন্দ অন্তরে।
তেন মতে বিবাহ কৈল আসি তার ঘরে॥
(তাহারে লইয়া গেলা বিষ্ণুপুরের বাড়ি।
ত্রিজগতে নাহি হেন পরম সুন্দরী॥
দুই সতীনে মহাপ্রীত পরমার্থ বলবান্॥
কখন কখন আইসেন যাজিগ্রাম॥
পঞ্চবিংশতি বৎসর হৈল বয়ঃক্রম।
অপত্য নহিলে সবে ভাবে মনে মন॥
বড় পত্নী ভাবিত হইলা দিবানিশি।
দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসিল সকল বিশেষি॥
দৈবজ্ঞ কহিল অল্পদিনে পুত্র হব।
তাহা যে হইল ইহা এখনে লিখিব॥)
এক প্রভু আসি নিত্যানন্দের নন্দন।
রাজার বাড়িকে তেঁহো করিলা গমন॥
রাজা বহু ভাগ্য মানি বাসা দিল ঘরে।
অনেক সেবন করে আনন্দ অন্তরে॥
আচার্য্য ঠাকুর শুনি আইলা দর্শনে।
দণ্ডবৎ কৈল প্রেমে প্রেম-আলিঙ্গনে॥
বিচার করয়ে রাজা আপন অন্তর।
মোর প্রভু সম অঙ্গ কে আছে সুন্দর॥

ইহোঁ যে প্রভুর পুত্র ভুবনমোহন।
কিবা গৌরাঙ্গের রূপ ভাবে মনে মন॥
আচার্য্য নিমন্ত্রণ করি নিল নিজ ঘর।
ভাগ্য করি মানে আচার্য্য গৃহ পরিকর॥
ভক্ষণ লাগিয়া অতি হইলা চঞ্চল। (১)
জলপান করাইল মিষ্টান্ন বহুতর॥
রন্ধন কারণ জিজ্ঞাসিল গোসাঞিরে।
শীঘ্র যাঞা পাক করুন আজ্ঞা হয় যারে॥
(গোসাঞি কহেন তবে আচার্য্য ঠাকুরে।
তোমার কনিষ্ঠ পত্নী পাক যাঞা করে॥
ঠাকুর কহিলা যাইয়া নিজ অন্তঃপুরে।
তোমারে কহিল গোসাঞি পাক করিবারে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া আইলা গোসাঞির স্থানে।
মোর ভাগ্য হউক সাক্ষাতে করিব প্রমাণে॥
অনেক করিল পাক ব্যঞ্জন অপার।
ফল মূল ভাজা আদি কতেক প্রকার॥
ক্ষীর অন্ন চারি পাঁচ করিল রন্ধন।
গোসাঞিরে তবে ঠাকুর করে নিবেদন॥
রন্ধন প্রস্তুত চলুন ভোজন করিতে।
ভোজনে বসিলা গোসাঞি আত্মবর্গ সাথে॥ (২))
আচার্য্যেরে বসাইলা আপন দক্ষিণে।
ক্রমে ক্রমে পরিবেশন করেন ভোজনে॥
অনেক ভক্ষণ কৈল আনন্দ কৌতুকে।
কিছু কৃষ্ণকথা কহ বলেন আচার্য্যকে॥

---

(১) ভক্ষণ সামগ্রী তবে হইল বিস্তর।
(২) রন্ধন প্রস্তুত হইল চলহ ভোজনে।
ভোজনে বসিল গোসাঞি হরষিত মনে॥

এই মতে গৌরলীলা ঠাকুর কহিলা।
আর না খাইলা গোসাঞি আনন্দে ভাসিলা॥
আচমন করিয়া আসি বসিলা আসনে।
সেবাইতে তাম্বুল দেন করেন ভক্ষণে॥
মালা পুষ্প চন্দন লঞা দুই ঠাকুরাণী।
নিরখে প্রভুর অঙ্গশোভা নিজে ভাগ্য মানি॥
গোসাঞির অঙ্গে ঠাকুরাণী দিলেন চন্দন।
মালা গলে দিয়া কহে মধুর বচন॥
আমার কতেক ভাগ্য গণিব সংসারে।
বীরচন্দ্র প্রভুর পদ আইল মোর ঘরে॥
আপনে গোসাঞি হস্তে ঠাকুরের গায়।
চন্দন লেপেন মাল্য দিলেন গলায়॥
আচার্য্যের পত্নীর কথা গোসাঞি পুছয়।
ইহার কনিষ্ঠ ইহার পদ্মা নাম হয়॥
পুত্র কন্যা কিবা হয় গোসাঞি পুছিলা।
হইব তোমার কৃপায় ঠাকুর কহিলা॥
তোমার সিদ্ধ-কলেবর প্রভুর নিজ শক্তি।
পঙ্গু কুজা এই গর্ব্ভে জন্ময়ে সন্ততি॥
হাসিঞা গোসাঞি কহে শুনহ আচার্য্য।
পুত্র জন্মিবে শাখায় ব্যাপিবে সব রাজ্য॥
আজি হৈতে গৌরাঙ্গ-প্রিয়া ইহার নাম হয়।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর গর্ব্ভ হইব তনয়॥
চর্ব্বিত তাম্বুল তাঁরে দিলেন হস্ত ধরি।
সেই দ্বারে আপনার শক্তি যে সঞ্চারি॥
ভক্ষণ করিল আগে দণ্ডবৎ করি।
আর দিন যাত্রা কৈল পীরিতি আচরি॥
এক স্বর্ণ-মোহর দিল বস্ত্র এক থান।
একযোড় পট্টবস্ত্র দিল পরিধান॥

তার দশদিন অন্তে গর্ব্ভের সঞ্চার।
দুই মাসে কানাকানি করে লোক আর॥
এইমত দশ মাস অন্তে পুত্র হৈল।
পিতা মাতা নয়নে দেখি আনন্দ পাইল॥
ঠাকুর লিখেন পত্র গোসাঞির স্থানে।
যে দিন পুত্রের জন্ম সব বিবরণে॥
দুই মাস অন্তে গোসাঞি আইসে বিষ্ণুপুর।
আসিলা আনন্দগৃহে আনন্দ প্রচুর॥
বহু সেবা কৈল ঠাকুর সুখ পাইল মনে।
শুভদিন করি হরিনাম দিল কাণে॥
অন্নপ্রাসন কৈল ছয়মাস অন্তে।
যজ্ঞোপবীত দিল সুখ হৈল চিত্তে।
চলিবার কালে দক্ষিণ পদ বক্রগতি।
জানা নাহি যায় অঙ্গ কন্দর্প মুরতি॥
নাম দিল গোবিন্দগতি গোসাঞি আপনে।
পিতা মাতার সুখ অতি আনন্দিত মনে॥
ত্রয়োদশবর্ষে আচার্য্য গোসাঞি আনাইঞা।
প্রযত্ন করিল মন্ত্র গ্রহণ লাগিঞা॥
গোসাঞি কহেন মোর প্রিয় গতিগোবিন্দ।
তুমি মন্ত্র দেহ তাথে আমার আনন্দ॥
তুমি চৈতন্যের হও প্রেম পরকাশ।
আমি যে কহিয়ে তাথে করিবে বিশ্বাস॥ (১)
আমি নিত্যানন্দের শক্তি তুমি চৈতন্যের।
তুমি আমি এক বস্তু অগম্য অন্যের॥
আমার এই আজ্ঞা যেবা করিব অন্যথা।
তারে চৈতন্যের কৃপা নহিব সর্ব্বথা॥
এতেক বচন যদি গোসাঞি কহিলা।
শুনিঞা ঠাকুর প্রেমে অস্থির হইলা॥

(১) তুমি আমি এক কহিয়ে তাথে করিবে বিশ্বাস।

গোসাঞি তাঁরে ধরি প্রেম আলিঙ্গন করি।
কহিতে লাগিলা দৈবজ্ঞ আন শীঘ্র করি॥
দিবস গণিয়া লও কর সুখতর।
ইহার মঙ্গলে হবে আনন্দ অন্তর॥
মন্ত্র উপদেশ কর আমি শীঘ্র যাব।
শ্রীমতীর আজ্ঞা আছে বিলম্ব না করিব॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা শুনি দৈবজ্ঞ আনিল।
উত্তম দিবস গণি আচার্য্যে কহিল॥
আচার্য্য ঠাকুর বহু সামগ্রী করিয়া।
মন্ত্র দিল গোবিন্দেরে বামে বসাইয়া॥
মন্ত্র গ্রহণ করি আসি বসিলা বাহিরে।
শ্রীবীরচন্দ্র গোসাঞিরে দণ্ডবৎ করে॥
তেঁহো শ্রীচরণ দিলা মস্তক উপরে।
চিরজীবী হও বলি আশার্ব্বাদ করে॥
মহোৎসব করি গোসাঞিরে বিদায় করিল।
বহুত সামগ্রী দিয়া দণ্ডবৎ কৈল॥
গোসাঞি প্রীত পাই কহে আচার্য্যের প্রতি।
বহু শিষ্য হইবে তোমার বহুত সন্ততি॥
বিদায় হইয়া গোসাঞি করিলা গমন।
আচার্য্য বসি গোবিন্দেরে করান শিক্ষণ॥
বীরচন্দ্র কৃপা আচার্য্যের মন্ত্র বলবান।
দিনে দিনে হৈলা তেঁহো মহা তেজীয়ান॥
আচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁরে করিল পণ্ডিত।
তাঁর শাখাসন্তান হইল জগতে বেষ্টিত॥
আর যে হইল আচার্য্যের পুত্র সব।
তা সভার গুণ লিখি নাহি অনুভব॥
ইহাঁর গুণেতে লিখি ইহাঁর মহিমা।
যতেক হইব গুণ করিতে নারি সীমা॥

মোর অনুভব নাহি শ্রীমতীর আজ্ঞা বলবান।
যতেক লিখিনু সব জানিয়ে সন্ধান॥
আচার্য্য ঠাকুরের এই কহিল বিবরণ।
ব্যতিক্রম নহে ক্রম করিল বর্ণন॥
নিবেদন করি শুন সব শ্রোতাগণ।
এখন লিখি ঠাকুর মহাশয়ের বিবরণ॥
ঠাকুর মহাশয় দেশে আসি যত কৈল।
পরবাক্য আছে পূর্ব্ব সকল লিখিল॥
এবে যে লিখিয়ে তাঁর ভজনের রীতি।
দেখি নাহি শুনি নাই বিস্তারিল মতি॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত সেবার প্রকাশ।
কৃষ্ণরায় ব্রজমোহন পরম উল্লাস॥
শ্রীরাধারমণ রাধাকান্ত মনোহর।
কি জাতীয় সেবা করে আনন্দ অন্তর॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব তিন জাতির যেই সেবা।
তাহার গুণের কথা তুলনা কি দিবা॥
শ্রীঅঙ্গের সেবা করে একজন নিতি।
পাক করে একজন পরম পীরিতি॥
দালি শাক তরকারি নিষেধ শাস্ত্রের।
আতপ তণ্ডুল রান্ধে পঞ্চবিংশতি সের॥
কতেক ব্যঞ্জন রান্ধে ক্ষীর বড়া আর।
মিষ্টান্ন পকান্ন আদি কতেক প্রকার॥
দধি দুগ্ধ শর্করা পুরী ঘৃত সম্মিলনে।
এই মত নিত্য সেবা করে শুদ্ধ মনে॥
মুখে বস্ত্র বান্ধি রান্ধে সেবা যেইমত।
যদবধি করে সেবা নহিব তাবত॥
উষ্ণাচালু রান্ধে অন্য স্থানেতে ব্রাহ্মণ।
যাথে যার রুচি বৈষ্ণব করেন ভোজন॥
পঞ্চ বার আরতি ভক্ষণ ততবার।
তাম্বুল চন্দন সেবা কস্তুরি অপার॥

যত মহোৎসব করেন বৎসরে নির্ব্বন্ধ।
এখন লিখিয়ে তার যেমন প্রসঙ্গ॥
রাধারাণীর জন্মতিথি গৌরাঙ্গের জন্ম। (১)
সৎগুণ বিশেষ দ্রব্য সেই দিনে হন॥
যত গোসাঞির অপ্রকট তিথি আর।
সঙ্কীর্ত্তন করান ভক্ষণ বহু উপহার॥
সন্ধ্যাকালে আস্বাদয়ে বৈষ্ণব সব মেলি।
সেই রসে মত্ত লোক ভাসিল সকলি॥
যেন কৃষ্ণ সেবা তেন বৈষ্ণব সেবন।
হেন ভক্তি হেন প্রীত না দেখি কখন॥
আর কত অভিলাষ কিবা তার মন। (২)
যথা কথঞ্চিত করি সে সব বর্ণন॥
যেই মত সাধন করিল তেঁহো আর।
দেশ বিদেশে খ্যাতি হইল তাহার॥
তবে যে লিখিয়ে গুরু আজ্ঞা বলবান।
নিজতনু শোধিবারে করি গুণ গান॥
রামচন্দ্র কবিরাজ সহিত প্রণয়।
ভোজন শয়ন স্নান যথা তথা রয়॥
কিবা বা দোঁহার প্রীতি নাহি শুনি আর।
দুই দেহ এক প্রাণ তুল্য নাহি যার॥

চারি দণ্ড নিদ্রা যান উঠি শীঘ্রগতি।
গৌররায়ের দর্শন করেন মঙ্গল আরতি॥
প্রণাম করিয়া যান বাটীর বাহিরে।
দন্তধাবন বাহ্যক্রিয়া যে হয় শরীরে॥
স্নান করি ভজন কুটিরে বৈসেন যাঞা।
স্মরণ তিলক স্তব পাঠাদি করিঞা॥
পঞ্চ বার পরিক্রমা ঠাকুর মন্দির।
প্রণাম করেন আসি লোটাঞা শরীর॥
তুলসীতে জল দেন আঘ্রাণ নাসাতে।
চরণামৃত পান করেন তুলসী সহিতে॥
ঠাকুরের ভক্ষণ লাগি ব্যস্ত হয়ে মনে।
যেখানে অপূর্ব্ব দ্রব্য লোক দিয়া আনে॥
বসি হরিনাম লয় বাক্য নাহি কয়।
পুনর্ব্বার স্নান করি স্মরণ করয়॥
ঠাকুরের ভোজন হৈলে আরতি সময়।
বক্ষে দুই হাত দিয়া দর্শন করয়॥
বাঞ্ছা যে তাহার কৃপা রূপ নিরীক্ষণ।
প্রণাম করিয়া প্রসাদ করয়ে ভক্ষণ॥
বৈষ্ণব সকল লঞা আস্বাদে সকল।
মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকথা নেত্রে বহে জল॥
ভোজন সমাপ্তি হৈলে কহে সেবকেরে।
সংস্কার করিয়া স্থান লহ অভ্যন্তরে॥
মোর পত্র স্পর্শ যেন কেহো না করয়।
সাবধান করে শিষ্যে যেন আজ্ঞা হয়॥
তবে আচমন করি মুখের শোধন।
একখানি হরিতকী করেন ভক্ষণ॥
কবিরাজ করেন বহু তাম্বুল ভক্ষণ।
যে বৈষ্ণবের সাথে সুখ আনন্দিত মন॥
ভাগবত গ্রন্থ বিচার দোঁহে কথোক্ষণ।
মধ্যে মধ্যে অন্তর্ম্মনা কিছু নাহি কন॥

---

(১) হস্তলিখিত পুস্তক সকলে "রাধারাণীর জন্মতিথি" এই পাঠ আছে; "রাধাকৃষ্ণের জন্মতিথি" এই পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে দেখা যায়। "রাধারাণী জন্মতিথি" পাঠ থাকাই সঙ্গত; কারণ হরিভক্তি বিলাসকার শাস্ত্রমতে কৃষ্ণ জন্মতিথিতে উপবাসের বিধান করিয়াছেন, রাধারাণীর জন্মতিথিতে ও গৌরাঙ্গের জন্মতিথিতে উপবাসের বিধান করেন নাই।

(২) আর কত অভিলাষ কিবা তার নাম।

যখন অবসর তখন লয়েন হরিনাম।
এইমত লক্ষ সংখ্যা আছয়ে প্রমাণ॥
সন্ধ্যাতে আরতি দেখি অগ্রেতে নর্ত্তন।
করতালি দিয়া গান রূপ নিরীক্ষণ॥
একাদশী প্রবোধনী পূর্ণ মহোৎসব।
আর কত রূপ সাধন কত অনুভব॥
কীর্ত্তন হইলে তাহা করেন আস্বাদন।
কভু ভাবে গদ্ গদ্ করেন নর্ত্তন॥
কবিরাজ সঙ্গে রঙ্গে কৃষ্ণ আলাপনে।
দিবা রাত্রি কখন যায় তাহা নাহি জানে॥
তিলেক বিশ্রাম নাহি সদাই ভজনে।
পুন তেজ মত হয় হইলে বিহানে॥
গৃহে মাত্র কবিরাজের ঘরণী আছয়।
অন্ন বস্ত্রে যে ব্যয় দেন ঠাকুর মহাশয়॥
এক ভৃত্য সঙ্গে দুই দাসী আছে ঘরে।
পুত্র কন্যা আর কেহ নাহিক সংসারে॥
কেহো বলে কেমত প্রীত দুই মহাশয়।
এক বাক্য লিখি আর আনন্দ হৃদয়॥
কিবা হৈল কবিরাজ-পত্নীর একদিনে।
ঠাকুর মহাশয়ে পত্র লিখিল আপনে॥
তাহাতে আছয় বার্ত্তা অনেক বিনয়।
একবার দর্শন করি মোর মনে হয়॥
তোমার কবিরাজ তুমি রাখ সেই স্থানে।
অবশ্য পাঠাবে গৃহে সাধ হয় মনে॥
ঠাকুর মহাশয় তেঁহো আছেন এক স্থানে।
বসিয়া আছেন কৃষ্ণ-কথা আস্বাদনে॥
অবসর পাই কহে কবিরাজ প্রতি।
একবার গৃহে যাও আমার সম্মতি॥
কবিরাজ না শুনিল রহে আনমনে॥
পুনরপি আর দিন কহে বিবরণে॥
আমার শপথি গৃহে যাও একবার।
প্রভাতে আসিবে তাথে আনন্দ অপার॥
বৈকালে প্রসাদ পাই গেলা নিজ ঘর।
ঠাকুর মহাশয়ের অদর্শনে ব্যাকুল অন্তর॥
পাঠাইঞা মাত্র তাঁরে ঠাকুর মহাশয়।
কারে কিছু না বলিল স্তব্ধ হঞা রয়॥
কবিরাজ পথে যাইতে কত উঠে মনে।
কোথা কারে যায় তাহা কিছুই না জানে॥
ঘরে নাহি মন যায় চাহে খেতরি পানে।
দিব্য দিল ফিরি গেলে দুঃখ পাবে মনে॥
ওরে মন কোথা কারে যাও কি লাগিয়া।
তাহা ছাড়ি কত সুখ পাইবে যাইয়া॥
প্রাণ আছে এথা চলে চঞ্চলের প্রায়।
শপথি লাগিয়া রাত্রি বঞ্চিল তথায়॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি যাই গৃহ হতে।
রাসমণ্ডলে উপস্থিত রজনী প্রভাতে॥
পূজারি আরতি করে দেখে কবিরাজ।
দর্শন করেন ঝাঁট দেন করে হেন কায॥
সেই ত সময়ে ঠাকুর আসি বাহির হয়।
দর্শন করয়ে আড়চক্ষে নিরীখয়॥
প্রণাম করিয়া চাহে কবিরাজ পানে।
ঝাঁট দেন সেই মত হৈয়া আনমনে॥
ঠাকুর মহাশয়ের মুখ চাহেন নয়নে॥
হেন সুখ ছাড়ি চিত্ত গিয়াছিলা কেনে॥
ইহা বলি ঝাঁটা মারে পৃষ্ঠের উপর।
ঠাকুর যা দেখেন তার নয়ন গোচর॥
নিজ পৃষ্ঠে হাত দিয়া কহে তাঁরে কথা।
কেন হেন কর্ম্ম কর পাই বড় ব্যথা॥
হেন কার প্রীতি আছে কহে কোন জনে।
তেন মতি ইহার পৃষ্ঠ ফুলিল তখনে॥

ইহা বলি কবিরাজের পৃষ্ঠে হাত দিয়া।
প্রণাম করয়ে তাঁরে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
দোঁহে গলাগলি কান্দে ভূমে গড়ি যায়।
দুই জনে হেন প্রীত জানে গৌর রায়॥ (১)
রামচন্দ্র নরোত্তম একই জীবন।
রামকৃষ্ণ হরিরাম তেন দুই জন॥
কিবা দুই মহাশয় করুণা গম্ভীর।
ব্যবহার সম্বন্ধ নাহি স্পর্শিল শরীর॥
এক দিন দুই জনে পথে চলি যায়।
কৃষ্ণ-কথা আলপনে আনন্দ হিয়ায়॥
হেন কালে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী।
কুলীন ব্রাহ্মণ-পুত্র মহা দুষ্ট মতি॥
ঈঙ্গিত করিয়া দোঁহায় কহে বাক্য দ্বারে।
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন কর ব্যবহারে॥
ব্রাহ্মণ হৈতে অধিক গুণ বৈষ্ণবের।
কেবা কহে হেন বাক্য আছয়ে শাস্ত্রের॥
তবে দোহে কহে তারে না করহ রোষ।
না জানহ হেন গুণ শাস্ত্রে দেহ দোষ॥
ব্রা::ণের পৃথক কর্ম্ম বৈষ্ণবের আর।
কাহারে কহিব কেবা জানয়ে বিচার॥
তোমরাই দুই জন জিনিলা ভুবন।
এত বলি বিচার করয়ে তিন জন॥
রামকৃষ্ণ বলে ব্রাহ্মণ হইল এক দিনে।
কি গুণে করিলে কৃপা সেই দুই জনে॥
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম ক্রিয়াতে বঞ্চিত।
কৃষ্ণ হেন প্রভু যে না জানেন দুষ্ট চিত্ত॥
গঙ্গানারায়ণ কহে কি বিচিত্র হয়।
গায়ত্রী না জপিলে বিপ্রের অসদ্গতি হয়॥
পড়িলা এতেক শাস্ত্র হৈল এই বুদ্ধি।
দুই কুল নাশ কৈল নাহি তোর শুদ্ধি॥
কহে অহে চক্রবর্ত্তি শুন বিবরণ।
ব্রাহ্মণ করি বিদ্যা পড়ে তরয়ে ব্রাহ্মণ॥
কলিযুগে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
পার্ষদ সঙ্গে সব অবনিকে কৈল ধন্য॥
অনেক উদ্ধার কৈল দীনহীন জন।
পাতকী আছয়ে শেষে এ দুই ব্রাহ্মণ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে দুই মহাশয়।
গড়ের হাট খেতরি মধ্যে করিল উদয়॥
কহেন তাহার গুণ আপন প্রভুর।
কহিতে কহিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর॥
শুনিঞাছি নয়নে দেখিনু দশা তার।
গঙ্গানারায়ণ চিত্তে লাগে চমৎকার॥
ভাবিতে লাগিলা কত উঠি গেল মনে।
বহু প্রীত করিয়া কহয়ে দুই জনে॥
ভাল হৈল যে কহিলা তাহা সত্য মানি।
করিব তোমায় আমায় যে বিচার জানি॥
ঘরে চল দুই জন মনে আছে মোর।
আমি কহি মিথ্যা কথা সত্য কিবা তোর॥
এত শুনি দুই জন গেলা তার ঘর।
ভক্ষণ সামগ্রী দিল করিয়া আদর॥
রাত্রে বসি তিনে বহু করিল বিচার।
কৃষ্ণপদ বিনে বিপ্রের নাহিক উদ্ধার॥
মুখ বাহু রুপাদেভ্যঃ পড়িল প্রমাণ।
এই দুই শ্লোকবাক্য কহ দেখি আন॥

তথাহি॥

ভগবদ্ভক্তি হীনস্য,
জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।

(১) দুই জনে এক আত্মা কহন না যায়।

অপ্রাণস্যেব দেহস্য,
মণ্ডনং লোকরঞ্জনং ॥

ক্রিয়াযোগ সারে বাক্য এই মিথ্যা নহে।
ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ বোল আছে কাহে ॥
গুরু করিলে সে বিপ্রের হইব সদ্গতি।
পরিত্রাণ কেবা করে আছে শাস্ত্রে খ্যাতি ॥

তথাহি।

মহাকুল প্রসূতোঽপি,
সর্ব্বযজ্ঞেষু সুদীক্ষিতঃ।
সহস্র শাখাধ্যায়ী চ,
নগুরুঃস্যাদ বৈষ্ণবঃ ॥

মনে জানি কহে তোমার ধন্য এ জীবন।
অসত্যকে সত্য মানি গোঙাইলা জনম ॥
আপনার করি মোরে কর অঙ্গীকার।
নহে কি এ পাতকীর নাহিক উদ্ধার ॥
দেখিলেন সত্য আছে শাস্ত্রের প্রমাণ।
কান্দিতে কান্দিতে কত করিল প্রণাম ॥
দোঁহে কহিলেন শুন কহি তোমা প্রতি।
প্রভুর চরণে যাই তোমার সঙ্গতি ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া প্রাতে চলে তিন জনে।
কাতর হইয়া পথে করেন গমনে ॥
কি গুণে করিবে দয়া অধন্য জীবন।
ভাবিতে ভাবিতে পথে করেন রোদন ॥
খেতরি যাইয়া তবে বাড়িতে প্রবেশ।
দেখিয়া গৌরাঙ্গরায় আনন্দ বিশেষ ॥
সঙ্গোপনে দুই জনে তাহারে রাখিয়া।
ঠাকুর নিকটে যাই প্রণাম করিয়া ॥
ঠাকুর জিজ্ঞাসিল কহ সকল মঙ্গল।
সব মনোরথ সিদ্ধি চরণ যুগল ॥

করযোড় করি বাক্য কহয়ে বিনয়।
সাক্ষাতে একজন আনি যদি আজ্ঞা হয় ॥
কিবা নাম কি কারণ কহ সমাচার।
চরণ দর্শন করে এই কার্য্য তার ॥
আন যাই আজ্ঞা কৈল দেখি কোন জন।
আনিবারে রামকৃষ্ণ করিলা গমন ॥
আগে রামকৃষ্ণ পাছে গঙ্গানারায়ণ।
নয়নে দেখিয়া রূপ করে নিরীক্ষণ ॥
প্রণাম করিয়া পড়ি কান্দি বহুতর।
মো সম অধম নাহি ত্রিভুবন ভিতর ॥
জন্মে জন্মে এ হেন চরণে বিমুখ।
অশেষ পাপের পাপী নিবেদিলু দুঃখ ॥
চরণকমল আশ করে হেন জনে।
কি গুণে করিবে দয়া পতিত দুর্জ্জনে ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শুনিয়া বিনয়।
নিকটে আইস বাপু কিছু নাহি ভয় ॥
প্রণাম করিল মাথে দিল নিজ হাত।
তোমারে করুন কৃপা প্রভু লোকনাথ ॥
হরিনাম রামকৃষ্ণ ছিলা সেই স্থানে।
লোটাইয়া পড়ে যাঞা দোঁহার চরণে ॥
উঠাইয়া কোলে করে করি আলিঙ্গন।
তোমার সম্বন্ধে হেন চরণ দর্শন ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ আইলা সেই স্থানে।
প্রণাম করিয়া পড়ে তাঁহার চরণে ॥
তেঁহো কৃপা কৈল অতি জানে প্রাণ সম।
রামকৃষ্ণ সহোদর তিন এক ক্রম ॥
আর দিন রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র কৃপা কৈল।
সাধ্যসাধন তত্ত্ব সকল কহিল ॥
উপাসনা যত তত্ত্ব কহিল নির্জ্জনে।
তাহার গুণের কথা কহে কোন জনে ॥

পড়িতে লাগিলা ভক্তিগ্রন্থ প্রভু স্থানে।
অত্যন্ত যোগ্যতা হৈল কৃপাবলোকনে॥
হরিচন্দ্র রায় তার লিখি কিছু গুণে।
আর দিনে আইলা তেঁহো প্রভুর দর্শনে॥
প্রথমে আছিল দস্যু দুষ্ট ব্যবহার।
চরণাশ্রয়ে জন্মিল পরমার্থ তাহার॥
জলাপন্থের জমীদার বড় অধিকার।
লিখন না যায় গুণ জন্মিল তাহার॥
ঠাকুর মহাশয় কৃপা কৈল সেই দিনে।
না জানয়ে আন কথা গুরু আজ্ঞা বিনে॥
ভজনে তৎপর বড় দীন ব্যবহার।
বৈষ্ণবে অত্যন্ত প্রীত সেবা প্রাণ যার॥
তেঁহো আইলা প্রভুর চরণ দর্শনে।
দ্রব্যের কি লেখা সর্ব্বস্ব করিল অর্পণে॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ আর গঙ্গানারায়ণ।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
কি ধর্ম্ম আচার করি আজ্ঞা হয় মোরে।
রাধাকৃষ্ণ পদপ্রাপ্তি কেমন প্রকারে॥
ঠাকুর কহেন বাপু শুন সাবধানে।
নিকটে বসাঞা তারে কহে তার স্থানে॥
মহাপ্রভুর ধর্ম্ম এই আজ্ঞা শ্রীরূপের।
বহুমত ভক্তি এই আছয়ে অন্যের॥
একনিষ্ঠা-ভক্তি আর কর্ম্ম মিথ্যা কহে।
কর্ম্মত্যাগী কৃষ্ণ সুখ রতি হয় যাহে॥
নিবেদন করেঁা প্রভু কর অবধান।
সেবাসার না জানিয়ে কেমন আখ্যান॥
সংসার যাহার নাম কর্ম্মেতে জড়িত।
মায়া মোহে পড়ি চিত্ত সদাই পীড়িত॥
সংসারে রহিলে নহে যে আজ্ঞা হইল।
পুনর্ব্বার কৃপা করি আপনে কহিল॥
যেই সাধনাঙ্গ বাপু কতেক কহিল।
সংসারের কর্ম্ম যত তাহাকে দোষিল॥
সংসারে অনাসক্তি আসক্তি ধর্ম্ম প্রতি।
মহাজনের যেই পথ সাধকের গতি॥
না করিয়ে ভয় যদি করে ব্যবহার।
তে কারণে গোসাঞি লিখি দুইত প্রকার॥
শ্রীরূপের দুই বাক্য দৃঢ় করি মানি।
তাহার প্রমাণ-সিদ্ধ শুনহ বাখানি॥
সহজেই বস্তু যেই তাতে আছে আর।
চৈতন্য নিত্যানন্দের শক্তির সঞ্চার॥
অদ্বৈতাদি পারিষদ কৃপার ভাজন।
সবেই লইল অন্য না করিল মন॥
মো অতি দুঃখের মতি সহজেই খল।
ভরসা রাখিয়ে সেই চরণ যুগল॥
অদ্বৈতাদি সনাতন প্রাণ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ লোকনাথ দুই এক সাথ॥
সেইরূপে কৃপা করি কহিলেন কথা।
কায়মনোবাক্যে মোর সেই সে সর্ব্বথা॥
সেই মত কহি বাপু আন নাহি জানি।
কারে ভয় গুরু আজ্ঞা বলবান্ মানি॥
প্রভু জিজ্ঞাসিলে জানি দৃঢ়তর হয়।
আজ্ঞা বলবান্ তোর কারে আছে ভয়॥
সংসার করিলে চাহি শ্রাদ্ধাদিক ক্রিয়া।
বেদবাক্য আছে তাহা ছাড়ে কি করিয়া॥
মাতৃঋণ পিতৃঋণ আছয়ে প্রমাণ।
সেই কথা কি হইবে আজ্ঞা কর দান॥
ঠাকুর কহে শ্রীরূপ আজ্ঞা অপেক্ষা রহিত।
অন্য শাস্ত্র বাক্য কহি শুন দিয়া চিত্ত॥

তথাহি।

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো
নৃত্যন্তি চ পিতামহাঃ।
মদ্বংশে বৈষ্ণবো জাতঃ
স মাং ত্রাতা ভবিষ্যতি॥
কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরাসা বসতি শ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি সর্গে পিতরোঽপি তেষাং
যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ঃ॥

এই দুই শ্লোকের অর্থ কহে বিবরিয়া।
প্রভুরে প্রণাম কৈল সে বাক্য শুনিয়া॥
জনরব বলবান্ এই ত সংসারে।
তবে রক্ষা পায় ভক্তি কেমন প্রকারে॥
কবিরাজ কহে অহে শুন বন্ধু সব।
ত্যজন গ্রহণ যেই করে অনুভব॥
নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য সঙ্কল্প মানস।
নিষ্ঠা-ভক্তি নাহি চলে হৈল তার বশ॥
"মর্ত্ত্যো যদাত্যক্তঃ" সমস্ত কর্ম্মত্যাগ।
ইহা ব্যতিরিক্ত করে সেই মহাভাগ॥
ভক্তিতে দূষণ আছে যে কর্ম্ম করিলে।
সাধন দোষয়ে লোক ইহা শাস্ত্রে বলে॥
এ দুই শ্লোকের করেন অর্থ বিবরিয়া।
নিবেদন করে পুনঃ প্রণাম করিয়া॥
কৃষ্ণ ভজিবারে দোষ দেয় সর্ব্বজন।
তাথে সাক্ষী আছে যত ব্রজাঙ্গনাগণ॥
নিন্দাকে বন্দনা করি মানে যেই জন।
তবে সে জানিয়ে তার প্রগাঢ় ভজন॥
শুন দেখি বাপু কর্ম্ম করি কি লাগিয়া।
সংসারে মুক্ত হঞা স্বর্গভোগ করে যাঞা॥
বৈষ্ণব সেবন করে কৃষ্ণের ভজন।
প্রাপ্তি হৈলে বাস তার হয় বৃন্দাবন॥
স্বর্গ বৃন্দাবনে কিবা প্রাপ্তি নিরূপণ।
শাস্ত্র ভয়ে এই সব করে যেই জন॥
তারে বৈধী করি কহে গোসাঞির বচন।
অনুরাগে করিলে রাগ বলি কন॥
গুরু আজ্ঞা নাহি এই সব করিবার।
তবে যে করয়ে লোক শাস্ত্র ভয় যার॥
রাগমত ভজনের শাস্ত্র কোথা থাকে।
লৌকিক বা কোথা থাকে বুঝ আপনাকে॥
যদি আজ্ঞা হয় গুরুর শাস্ত্রে কি করয়।
জলবৎ তাহে তৃণ করিয়া বাসয়॥
এমন করিলে সিদ্ধি না হয় ভজন।
তারে রাগভক্তি বলি বোলে কোন জন॥
করয়ে এমন কর্ম্ম বোলে রাগ বলি।
কিবা গুরু জাতি ধর্ম্ম বিলায় সকলি॥
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর মহাশয় প্রতি।
এ সব বর্ণন গ্রন্থ কার আছে শক্তি॥
সেই দিনে বর্ণিলা প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।
প্রাপ্তাপ্রাপ্ত ভক্তিরস আছয়ে অধিকা॥
শ্রীরূপের সিদ্ধগ্রন্থ তাহার পয়ার।
শিষ্যগণ লাগি তাহা করিল প্রচার॥
সর্ব্বত্র বুঝাইল তার সব বিবরণ
শ্রীরূপের বাক্য এই ভাঙ্গিয়া বচন॥
পুনর্ব্বার কবিরাজ কহে সভা প্রতি।
যেমন ভজন হবে শুন মহামতি॥
অনেক করিব শিষ্য নাহি লেখা তার।
আপনে করয়ে এক কহে করিবার॥
শ্রীরূপের নিজ গ্রন্থে এই যে বচন।
আচার্য্যের প্রতি আছে নিষেধ বচন॥

তথাহি।

আলিঙ্গনং বরং মন্যে
ব্যাল ব্যাঘ্র জলৌকসাং।
ন সঙ্গং শল্যযুক্তানং
নানাদেবৈক সেবিনাং॥

এই সব শাস্ত্রবাক্য আছয়ে সরস।
অনাশ্রয় লোকে ইহা না হয় পরশ॥

তথাহি।

বরংহুত বহজ্বালা
পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
নশৌরি চিন্তাবিমুখ
জন সম্ভাষ বৈশসং॥

এই সব সঙ্গত্যাগ স্পর্শন সম্ভাষণ।
নিঃসম্বন্ধ তার সহ না করি ভোজন॥
অনেক আচার্য্য হবে অনেক বৈষ্ণব।
কি কার্য্য করিয়া সিদ্ধি কিবা অনুভব॥
কুলধন নিজৈশ্বর্য্য সতত বাখানে।
ভক্তি পক্ষে এই সব রহে কোন স্থানে॥
আচরিব ধর্ম্মগুরু, শিষ্যেরে কহিব।
অন্তরায় হৈলে তার কিবা লাভ হব॥
শাস্ত্র সাধু গুরুবাক্য এক যদি হয়।
যদি অন্তরায় হয় তাহাকে দোষয়॥
কায়মনোবাক্যে যদি তিনের একতা।
কহিল জানিবা এই সংক্ষেপার্থ কথা॥
পুনঃ নিবেদন করে অন্তরে কাতর।
এই যেন সাধন ক্রিয়া অত্যন্ত দুষ্কর॥
যদি বা তোমার কৃপা অবধান হয়।
তবে এই ছার জীবে সত্য করি লয়॥
জানিল ইহাতে যার ভক্ত অপরাধ।
হইলে সাধন তার হয় সব বাদ॥

তেমতি গুরুর বাক্য ইথে বলবান।
কি করিব ভজন বাক্য যদি করে আন॥
সাধনের যেই ক্রিয়া বৈষ্ণব আচার।
আজ্ঞা হউ শ্রীমুখে কহেন পুনর্ব্বার॥
সিদ্ধ দেহে স্মরণ লীলা কালে বাস করি।
গুরুরূপ-সখী সঙ্গে সেবন আচরি॥
যত্র তত্র এই স্থানে সখীগণ মেলি।
যার যেই মত সেবা করেন সকলি॥
তার মধ্যে গুরু যূথসঙ্গিনী হইয়া।
সেবন করিব গুরুর ইঙ্গিত জানিয়া॥
জানিবে আপনে সখীগণ পরিবার।
সেবা পরায়ণা সখী সঙ্গিনী তাহার॥
দাসীগণ অভিমান সেবন আচরি।
তেন মতি জানিব তাহার সহচরী॥
যেই কালে যেই সেবা এই অধিকারী।
জানিবেন সেই স্থানে গুরু সম করি॥
ইঙ্গিত জানিয়া সেবা করিব বিধান।
কভু সেবা লালস কভু নিরখে বয়ান॥
বীজন কুঙ্কুম কস্তুরাদি সমর্পণ।
যেন মত সখীগণ করেন সেবন॥
সতত গুরুর সেবা সেই কুঞ্জ স্থানে।
যথাকারে যান তথা করিব গমনে॥
আপনার যেই রতি তারে প্রবেশিব।
ধারণ সমর্থারতি প্রাপ্তি সে হইব॥
সেই রতি পরকীয়া তাহে নিরূপণ।
সেই সেবা গুরু আজ্ঞা প্রভুর আস্বাদন॥
নিবেদন এই কালে করেঁ। মুঞি ছার।
আর যে আছয়ে তাহে লীলার বিস্তার॥
শুনি যে স্বকীয়া বলি কেমন ভজন।
তবে হাসি ঠাকুর তারে কহেন বচন॥

নায়কের সুখ আছে অলব্ধ রাধিকা।
অতএব পরকীয়া আস্বাদ অধিকা ॥
গুরুমুখে শুনিলে যে সিদ্ধ হয় সব।
জানিবা সে রাসলীলা গ্রন্থে অনুভব ॥
দিবারাত্র রাধাকৃষ্ণ লীলা যেই স্থানে।
মিলন বিচ্ছেদ আছে তাহার প্রমাণে ॥
সেই ত কতকাল আজ্ঞা হউক মোরে।
কহিতে লাগিলা তাহা করিয়া বিস্তারে ॥
স্থূল সূক্ষ্ম আছে তার শুনহ কারণ।
রূপ রঘুনাথের যেই প্রসিদ্ধ বচন ॥
কেহো অষ্টকাল কহে কেহো অন্য কয়।
গুরুমুখে শুনিঞাছি তাহার নিশ্চয় ॥
পঞ্চকালে শ্রেষ্ঠ রাধা সখীগণ করে।
সাধকের সেই মত রাখিবা অন্তরে ॥
সেবাপরায়ণ সঙ্গে বাস অনুক্ষণ।
আনুসঙ্গ অন্যবাস আছয়ে কারণ ॥
ইহা বলি সিদ্ধ নাম দিল সভাকারে।
সেই সেবা সেই প্রাপ্তি ভাবিহ অন্তরে ॥
সাধারণ কিবা রীতি কহ মোরে শুনি। (১)
কহিতে লাগিলা নিজ মুখেত বাখানি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উক্তি সেই সে ভজন।
শ্রীরূপের মত তাহে আছয়ে মিলন ॥
বৈধিরাগ সাধন গোসাঞি জানিবার তরে।
বিজ্ঞ সেই জন তাহা রাখিল অন্তরে ॥
ইহা না বুঝিয়া কত অন্য অন্য জন।
বাখানয়ে কোন মত কহয়ে কেমন ॥
যেন গুরুপাদাশ্রয় দেহের ভজন।
ভাবনাময় দেহে তিন করিব ভজন ॥

কৃষ্ণে রতি কৃষ্ণ লাগি যত অঙ্গ করে।
রাগানুগা সেই ভক্তি লিখিলেন করে ॥
দুই দেহ সিদ্ধ হয় আছয়ে প্রমাণ।
ইহা না বুঝিয়া কত করিবেন আন ॥
ভক্তিশূন্য দেহ হৈলে প্রাপ্তি তার নাই।
দৃষ্ট নহে সিদ্ধ দেহ লিখিল গোসাঞি ॥
শ্রীচৈতন্য মুখোদ্গীর্ণ আছে হরিনাম।
তেমতি রূপের পঞ্চ নামের বিধান ॥
হরিনাম মহামন্ত্র প্রেমের প্রচুর।
তাহে দুই পঞ্চ নাম মিশ্রিত মধুর ॥
প্রভুর আছয়ে সংখ্যা তিন লক্ষ নাম।
এক লক্ষ ভক্তগণে কৈল কৃপা দান ॥
শ্রীরূপ করিলা লক্ষ গ্রন্থের বর্ণন।
তথাপিও লক্ষ নাম করিত গ্রহণ ॥
দাস গোসাঞির আছে লক্ষ প্রমাণ।
এই মত সর্ব্ব ভক্ত করে হরিনাম ॥
গৌরাঙ্গ শ্রীমুখে রূপে কহিল বৈষ্ণবে।
লক্ষ নাম সংখ্যা করি অবশ্য করিবে ॥
যেন কল্পবৃক্ষ তেন এই হরিনাম।
যে লাগি প্রার্থনা করে পুরে মনস্কাম ॥
এত শুনি সবে মেলি করিল প্রণাম।
মস্তকে চরণ দিয়া হৈল কৃপাবান ॥
আমি লিখি নিজ প্রভু আজ্ঞা কৈল দান।
এইরূপে ক্রমে লিখি যতেক আখ্যান ॥
ইথে ভক্তিবিরোধিত হইবে অনেক।
শত শত মধ্যে ইথে আছে এক এক ॥
কেহো হরিনাম লয় কেহো নাহি লয়।
কেহো দুই এক অঙ্গ করি করে ভয় ॥
যার গুরু কহে সাধ্য যতেক সাধন।
তার শিষ্য না করেন বুঝিয়া কারণ ॥

(১) সাধনের কিবা রীতি কহ মোরে শুনি।

কেহো মহাজন পথ করিয়া বাখানে।
কেহো হায় হায় করে ছাড়িব কেমনে॥
কৃষ্ণপ্রাপ্তি মহাজনের এই সিদ্ধ পথ।
কেহো কহে এই নহে হয় আর মত॥
কৃষ্ণের নিগ্রহ এই জানিতে না পারে।
এই লাগি সিদ্ধ পথ ছাড়িয়া আচরে॥
ছাড়িয়া সাধন করে হেন তুচ্ছ কর্ম্ম।
সেহো বহু হেন দেহে স্পর্শে নাহি যম॥
করয়ে সামান্য রতি কৃষ্ণ রতি ছাড়ি।
মজয়ে তাহাতে চিত্ত সকল পাসরি॥
না করে ভজন, কথা বাচিয়া বেড়ায়।
নাহি করে নাহি লয় বৃথা জন্ম যায়।
আর কত হইবেক দেখিবেক যারা।
সেই মহাজনের বাক্য মোর গলে হারা॥
মনে জানে মহাজন এ কার্য্য করিয়া।
তরাইলা কত শত গেল ত তরিয়া॥
যার পদ আশ্রয় করি জীব বহুতরে।
তাহা লেখি সেই জন কার্য্য কিবা করে॥
অধিকারী বৈষ্ণব যত স্বধর্ম্ম আচরে।
তবে সে জানিয়ে কৃষ্ণ অঙ্গীকার করে॥
কেহো বলে ঠাকুর কেহো বড় মহাশয়।
কর্ত্তা স্থানে সেই সব গুণ যদি রয়॥
এইরূপে আচার্য্যের কাল যায় ক্ষয়।
না জানয়ে কিসে লাভ কিসে হানি হয়॥
সংসারে যতেক কর্ম্ম শাস্ত্র মধ্যে দোষে।
বৈষ্ণব হঞা কর্ম্ম করে ভাল বলে কিসে॥
অধিকারী শত শত শিষ্য হয় যার।
আপনাকে সিদ্ধ জ্ঞান সদা ব্যবহার॥
সেবক করিয়া অর্থ আনে বহুতর।
না পূজে বৈষ্ণব, পরিজন পালে নিরন্তর॥
কৃষ্ণযাত্রা মহোৎসব নাহিক অন্তরে।
কুলীন আনিয়া পুত্র কন্যা দান করে॥
শতাবধি মুদ্রা দেয় পাত্রের ভূষণ।
কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠা এই কহয়ে বচন॥
শাক্ত শৈব যে বর্জ্জিল ভক্ত বলে
আপনাকে।
ভাগবতে ক্ষুদ্র দীক্ষা বলায় তাহাকে॥
তার সহ সম্বন্ধ করে ভক্ষণ ব্যবহার।
হইলাঙ বড় কুলীন দম্ভ করে আর॥
আচরে ঠাকুর সেবা যেন তেন মতে।
অন্য দেব আরাধনা মঙ্গল নিমিত্তে॥
কৃষ্ণকে না ভজে সদা গ্রাম্য কথা কয়।
এই মত আছে সদা কাল যায় ক্ষয়॥
পূর্ব্ব অভিপ্রায় সব করিবেক দূর।
কহিব যে পর কর্ম্ম আনন্দ প্রচুর॥ (১)
পরকালদর্শী যেই তার নহে কথা।
এই বাক্য শুনি কেহো না পাইবে ব্যথা॥
জানিবা পশ্চাতে ইহা যেমত হইব।
নিষিদ্ধ যে কর্ম্ম তাথে সাবধান হব॥
এই সব কয় চিত্তে হও সাবধান।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব বাক্য আছে বলবান॥
প্রভুর শ্রীমুখ বাক্য এই যেন করি।
কোনরূপে কারো সঙ্গে যেন না পাশরি॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে সপ্তদশ বিলাস।

---

(১) করিবা যে সব কর্ম্ম আনন্দ প্রচুর।

অষ্টাদশ বিলাস।

— ০:-:০ —

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ হৃদয় কারুণ্য॥
জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র করুণা অবধি।
যে আনিয়া গৌরচন্দ্র বাঞ্ছা কৈল সিদ্ধি॥
জয় জয় গদাধর রসের সাগর।
জয় জয় গৌরভক্ত সর্ব্ব গুণধর॥
বৃন্দাবনবাসী যত আছেন গোসাঞি।
কার শাখা অনুশাখা ইহা লেখি নাই॥
যেঁহো ত লিখিল সেঁহো শাস্ত্র দৃষ্ট করি।
আমি যে লিখিয়ে প্রভু আজ্ঞা অনুসারি॥
শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তি ধরে মোর ঠাকুরাণী।
লিখিয়াছি যত শ্রীমুখের আজ্ঞা শুনি॥
গৌরাঙ্গ কহিল যেন তেন ঠাকুরাণী।
অন্য মত নাহি জানি সেই সে বাখানি॥
বৃন্দাবন-বিলাসিনী মোর ঠাকুরাণী।
তাহা না লিখিনু ইহা মনোবৃত্তি জানি॥
লিখিলে সিদ্ধান্তবাদ অপরাধ হয়।
প্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য ইথে নাহি ভয়॥
দুই সহোদর ভাই রূপ সনাতন।
প্রভু নিজ-শক্তি তাতে করিল ধারণ॥
রূপ সনাতন করে প্রভু পায় ভক্তি।
সনাতন রূপে করে মান্য মর্য্যাদা অতি॥
মথুরা মণ্ডলে খ্যাতি পণ্ডিত কাশীশ্বর।
রূপ সনাতন প্রতি ভক্তি গাঢ়তর॥
কারণ লিখিয়ে তার লিখি পুনর্ব্বার।
ঈশ্বর পুরীর শিষ্য এই ব্যবহার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্থানে কৈল সমর্পণ।
নিজ মুখ্য শাখা করি করিল গ্রন্থন॥
গদাধর পণ্ডিত প্রভুর নিজ শক্তি।
না দেখিয়া বিদ্যানিধি প্রভু কান্দে অতি॥
সেই পুণ্ডরিকের শিষ্য পণ্ডিত গদাধর।
ভুগর্ভ তাহার শিষ্য প্রভু প্রিয়তর॥
রূপ সনাতন মান্য কৃপা করে তারে।
কাহোঁ প্রীতি ভক্তি করে কাঁহো দয়া করে॥
প্রভুর করুণা পাত্র গোসাঞি লোকনাথ।
জীবের উদ্ধার করে করুণা সাক্ষাৎ॥
রূপ সনাতন ভক্তি করেন অগ্রগণ্য।
এমন বিরক্ত নাহি ত্রিজগতে অন্য॥
আহারের চেষ্টা নাহি থাকে অন্য স্থানে।
কি সাধনে কাল যায় কেহো নাহি জানে
রূপ সনাতন মানে যোগ্য সিদ্ধি হয়।
জিজ্ঞাসয়ে তাঁহারে কহয়ে তেন লয়॥
তাঁহার সেবক হন ঠাকুর মহাশয়।
লেখিব তাঁহার গুণ কতেক আছয়॥
কাশীশ্বরের এক শিষ্য হন ব্রজবাসী।
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম নাম ভক্তকাশী॥
গোবিন্দ গোসাঞি আর যাদব আচার্য্য।
চরণ আশ্রয় কৈল ছাড়ি গৃহকার্য্য॥
গৌড়বাসী এই দুই ব্রাহ্মণ কুমার।
নিজ প্রভু সঙ্গে বৈসে সেবা করে তাঁর॥
শুদ্ধ ব্রজবাসী কৃষ্ণ পণ্ডিত ঠাকুর।
রূপ সনাতন মর্য্যাদা করেন প্রচুর॥
কাশীশ্বর কৃষ্ণদাসের মহিমা অপার।
শ্রীরূপগোসাঞি জানে মহিমা তাহার॥

কেলি কলা কুসুম এই স্বরূপ দোঁহার। (১)
একত্রে মিলিল দুই জীবন সবার॥
রঘুনাথ ভট্ট প্রিয় গৌরাঙ্গ জীবন।
রূপ সনাতন সঙ্গে রহে অনুক্ষণ॥
আচার্য্য গোসাঞিের শিষ্য শ্রীযদুনন্দন।
রঘুনাথদাস শিষ্য আত্মসমর্পণ॥
বিষয় ছাড়িলা নিত্যানন্দ কৃপা বলে।
প্রভুর দর্শন কৈল যাই নীলাচলে॥
বৈরাগ্য অবধি সঙ্গে কৈল ক্ষেত্রে বাস।
তাঁরে দেখি প্রভুর হয় আনন্দ উল্লাস॥
কথোদিনে সমর্পিলা স্বরূপের স্থানে।
শিক্ষা করাইল তাঁরে কায়বাক্যমনে॥
কারণ বুঝিল মাত্র গৌরাঙ্গ আপনে।
কেন হেন কার্য্য করে বুঝে কোন জনে॥
শৃঙ্গার ললিত-রসে অধিক নিপুণ।
নিশি দিশি সহায় করে ললিতার গুণ॥
পূর্ব্ববাক্য সিদ্ধ আছে বুঝে কোন জনা।
স্বরূপের প্রিয় বলি করেন করুণা॥
আর কথোদিনে সেই দাস রঘুনাথে।
গুঞ্জমালা দিয়া রাধায় সমর্পিল হাতে॥
সেবন করিতে দিলা গোবর্দ্ধন শিলা।
বৃন্দাবন যাইবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা॥
রূপ সনাতন স্থানে কৈল সমর্পণ।
সেই সিদ্ধ নিজ যূথ হইল মিলন॥ (২)
অতি দয়াবান্ হৈলা প্রাণ তুল্য সম।
ইহোঁ ভক্তি করে েঁহো করে আলিঙ্গন॥
রাধিকার কুণ্ডে বাস কৈল নিরূপণ।
ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে যাঁহার ভজন॥

হেন বৈরাগ্য রাধিকার প্রিয় কেবা আছে।
কবিরাজ যার শিষ্য রহিলেন কাছে॥
নিজাভীষ্ট সিদ্ধ লাগি হেন মহাশয়।
যদুনন্দন মোর গুরু আপনে লিখয়॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ যবে গৌড়দেশে।
কৃষ্ণের ভজন করে আনন্দ আবেশে॥
একদিন ঝামটপুর নামে এক গ্রাম।
দর্শন দিলেন নিত্যানন্দ গুণধাম॥
নিজ সহচর সঙ্গে বেশ মনোহর।
রূপ দেখি কৃষ্ণদাস আনন্দ অন্তর॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
আজ্ঞা হৈল সর্ব্ব সিদ্ধি যাও বৃন্দাবন॥
নিজ গ্রন্থে লিখে প্রভুর শিষ্য আপনাকে।
না জানয়ে দীন হীন কৃপা কৈল মোকে॥
পুনর্ব্বার বৃন্দাবন করিল গমন।
আশ্রয় করিল রঘুনাথের চরণ॥
কেনে হেন লিখে কেনে করয়ে আশ্রয়।
সেই বুঝে যার মহা অনুভব হয়॥
সিদ্ধ ব্যবহার এই অত্যন্ত নির্ম্মল।
ভাবাশ্রয় করিলে স্ফুর্ত্তি হয়ে যে সকল॥
সেই গুণে কৈল কৃপা রূপ সনাতন।
এই মত অভিমত করিল বর্ণন॥
গোপালভট্টের শুন এই মত হয়।
বৃন্দাবন গমন তার যেমন আশ্রয়॥
মহাপ্রভু দক্ষিণ যবে গমন করিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রঙ্গ-ক্ষেত্রকে আইলা॥
কাবেরীতে স্নান করি রঙ্গনাথ দরশন।
ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহন॥
ভট্ট প্রীতে প্রভু চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা রহে।
রাত্রি দিন ভট্ট সহ কৃষ্ণ-কথা কহে॥

---

(১) কেলি কলা মঞ্জরী এই স্বরূপ দোঁহার।
(২) বৃন্দাবনে রূপ সঙ্গে যখন মিলন।

পূর্ব্বে লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসনা ছিল।
হাস্ত-রসে প্রভু তারে বাত উঠাইল॥
কান্ত বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী পতিব্রতা হয়ে।
কৃষ্ণ সঙ্গ বাঞ্ছে তিঁহো ইহা শাস্ত্রে কহে॥
পতিব্রতা হঞা কেনে চাহে কৃষ্ণ সঙ্গ।
এত কহি মহাপ্রভু হাসে মন্দ মন্দ॥
এত শুনি ভট্ট মনে হইল ফাঁফর।
বুঝিতে নারিল তাহা ভাবের অন্তর॥
মনে ভয় পাঞা প্রভুকে করে নিবেদন।
যে কিছু কহিলে তাহে প্রবেশ নহে মন॥
সাধ্য সাধন কিছু আমি নাহি জানি।
সেই লক্ষ্মীনারায়ণ জানি হও তুমি॥
মোরে কৃপা করি কৈলে ইহা আগমন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলা দরশন॥
কিবা স্তুতি করি কিছু স্ফূর্ত্তি নাহি হয়।
অজ্ঞ জানি কৃপা কর তুমি দয়াময়॥
এত শুনি মহাপ্রভুর কৃপা উপজিল।
আলিঙ্গন করি তাঁরে শক্তি সঞ্চারিল॥
সেই ক্ষণে ব্রজলীলা মনে স্ফুর্ত্তি হৈল।
প্রেমে অঙ্গ ফুলি গেল নাচিতে লাগিল॥
প্রভু নিজরূপে তাঁরে দিলা দরশন।
আজ্ঞা হৈল তোমার গৃহে আছে যত জন॥
আনহ সভারে মোরে দেখুক এখন।
প্রভু আজ্ঞা শুনি ভট্ট করিল গমন॥
দুই ভাই পুত্রসহ গৃহ পরিকর।
আনিল সভারে তাহা প্রভুর গোচর॥
প্রভু কৃপা করি কৈল মনের শোধন।
প্রভুরূপ দেখি সভার অশ্রু নয়ন॥
দণ্ডবৎ হঞা সবে পড়িলা ভূমেতে।
কৃপা করি চরণ দিলা সবার মাথাতে॥

সবে ঘর গেলা তবে রহিলা তিন জন।
কৃপা করি প্রভু কহেন মধুর বচন॥
গোপালভট্ট নাম এই তোমার কুমার।
মোর অতি কৃপা হয় ইহার উপর॥
পড়াইয়া সুপণ্ডিত করিবে ইহারে।
বিহা নাহি দিবে ইহা কহিল তোমারে॥
প্রবোধানন্দ পানে প্রভু চান হাসি হাসি।
তোমার শিষ্য সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণ রাশি॥
গোপালভট্ট পড়ে তখন শ্রীভাগবত।
প্রভু তাঁরে কহিলেন নিজ অভিমত॥
তাঁরে কহে গৃহে তুমি রহিবে কথোদিন।
মাতা পিতা বিয়োগে যাইবা বৃন্দাবন॥
তাঁহা বহু সুখ পাবে কহিল তোমারে।
তারে এত কহি, কহে প্রবোধানন্দেরে॥
একবার বৃন্দাবনে পাঠাবে ইহারে।
মোর প্রয়োজন আছে কহিল তোমারে॥
এত বলি প্রভু তাহা বিদায় হইল।
প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট গৃহে রোদন উঠিল॥
সেই প্রবোধানন্দ প্রভুর প্রাণ সম।
প্রভু কৃপা করি কৈল ভাগবতোত্তম॥
প্রভুর এরূপ কৃপা করিল বর্ণন।
প্রসঙ্গে লিখিল এই সব বিবরণ॥
যে কিছু লেখিল এই শুন বিবরণ।
এবে লিখি গোপালভট্টের গমন বৃন্দাবন॥
শেষকালে প্রবোধানন্দের হইল স্মরণ।
ভট্টে ডাকি কহে প্রভুর যে আছে বচন॥
স্মরণ হইল তাহা যে আজ্ঞা বলিল।
বৃন্দাবন যাব এই মনে বিচারিল॥

প্রবোধানন্দ সরস্বতী তারে কৃপা কৈল।
হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে আপনি লিখিল ॥ (১)
শেষকালে সরস্বতী কহিল বচন।
আশ্রয় করহ যাই রূপ সনাতন ॥
সংসারে বিরক্ত যবে হৈল তাঁর মন।
আপনার হস্তে এক লিখিল লিখন ॥
লিখিলা উচিত পত্র গোসাঞি দুই জনে।
গোপালভট্টেরে পাঠাইলা তোমা স্থানে ॥
সেই পত্র লঞা গেলা ঝাড়িখণ্ড পথে।
কথোদিনে উত্তরিলা যাঞা মথুরাতে ॥
আর দিনে বৃন্দাবনে রূপের দর্শন।
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন ॥
পত্র দিল, দুই ভাই পড়িয়া জানিল।
নিকটে রাখিয়া তাঁরে বহু কৃপা কৈল ॥
দুই ভাই প্রাণ সম বাসয়ে ভট্টেরে।
কথোদিনে দুই ভাই আজ্ঞা কৈল তারে ॥
হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা নিয়মাদি আর ॥
গ্রন্থ পূর্ণ হৈল সমর্পিল সনাতনে।
নিজগ্রন্থ করি তাহা করিল গ্রহণে ॥
তাহাতে লিখিল নিজ গুরুর বর্ণন।
গ্রন্থের প্রথম শ্লোক মঙ্গলাচরণ ॥
তেঁহো সিদ্ধ তাঁর ক্রিয়া বুঝন না যায়।
অন্য মত চিত্ত কৈলে হানি হয় তায় ॥

(১) হরিভক্তিবিলাস গোপালভট্ট গোস্বামী সংক্ষেপে প্রণয়ন করেন। পরে সনাতন গোস্বামী তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়া টীকা প্রণয়ন করতঃ গোপালভট্ট গোস্বামীর নামেই প্রচার করেন।

গুণ লৈব যার যেই স্বরূপ যেমন।
তেন মতে কৃপা করে জানি তাঁর মন ॥
গোপাল ভট্টের শিষ্য যার যেই নাম।
কোন দেশে কার বাস শুনহ আখ্যান ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য, হরিবংশ ব্রজবাসী।
গোপীনাথ পূজারি হয় বড় গুণরাশি ॥
আর দুই শিষ্য ভট্টের বড় প্রেমরাশি।
শম্ভুরাম, মকরন্দ গুজরাটবাসী ॥
শ্রীরাধারমণ সেবা গোপীনাথে সমর্পিলা। (১)
এই কয় শিষ্য ভট্টের আখ্যানে কহিলা ॥
গুরু আজ্ঞা না মানিয়া গেলা হরিবংশ।
আছিল যতেক গুণ সব হৈল ধ্বংস ॥
যে কারণে হরিবংশ হইল পতন।
কিছু বিস্তারিয়ে তাহা করিয়ে বর্ণন ॥
হরিবংশ ব্রজবাসী অতীব বিদ্বান্।
ভট্টগোস্বামীর সেবা সর্ব্বদা করেন ॥
ভট্টগোস্বামীর তাহে প্রীতি অতিশয়।
পরম ভকত সর্ব্ব গুণের আলয় ॥
দৈবে তিহোঁ কৈলা গুরুর আজ্ঞার লঙ্ঘন।
শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মন ॥
একদিন হরিবংশ শ্রীএকাদশী দিনে।
তাম্বুল চর্ব্বণ করি আইলা প্রভু স্থানে ॥
মুখে তাম্বুল দেখি গোসাঞি পুছিলা তাহারে
শ্রীরাধার প্রসাদি তাম্বুল নিবেদন করে ॥
গোসাঞি কহে শ্রীএকাদশী দিনে।
হরির প্রসাদ তাহা করিবে বর্জ্জনে ॥

(১) শ্রীরাধারমণের সেবাইত গোস্বামী প্রভুগণ এই গোপীনাথ পূজারীর বংশধর। এই বংশ চিরকালই পাণ্ডিত্যগুণে শোভিত।

তথাহি।

প্রসাদান্নং সদাগ্রাহ্যং হরে রেকাদশীং বিনা।

গোসাঞি কহে হেন কার্য্য আর না করিবা।
শাস্ত্র লঙ্ঘিলে তোমার অপরাধ হবা॥
গোসাঞিকে প্রণাম করি হরিবংশ তথা
হৈতে আইলা।
তাম্বুল-প্রিয় হরিবংশ ছাড়িতে নারিলা॥
পুনঃ শ্রীরাধার প্রসাদ তাম্বুল একাদশী
দিনে।
চর্ব্বণ করিয়া গেলা গোস্বামীর স্থানে॥
হরিবংশ করিলা গোসাঞিকে নমস্কার।
তাম্বুলে রঞ্জিত অধর দেখিলা তাহার॥
গোসাঞি কহে হরিবংশ তুমি হও পণ্ডিত।
কেনে আচরণ তুমি কর বিপরীত॥
শ্রীএকাদশী দিনে তাম্বুল চর্ব্বণ।
সর্ব্ব পাপ তোমারে সে করিল গ্রহণ॥
পণ্ডিত হইয়া কৈলে আজ্ঞার লঙ্ঘন।
এই অপরাধে তোমায় করিল বর্জ্জন॥
হরিবংশ বলে মোর তাম্বুল সেবন।
না পারিব এই প্রসাদ করিতে লঙ্ঘন॥
তব পাদপদ্মে আমি কৈনু অপরাধ।
লঙ্ঘিতে নারিল শ্রীরাধার প্রসাদ॥
গোসাঞি শুনিয়া বাক্য হৈলা ক্রোধান্বিত।
হরিবংশ তথা হইতে চলিলা ত্বরিত॥
হরিবংশ রাধারমণের সেবা না পাইলা।
শ্রীরাধাবল্লভ মূর্ত্তি প্রকাশ করিলা॥
অপরাধ দেহে দুই পুত্র হৈল তার।
বনচন্দ্র আর বৃন্দাবনচন্দ্র নাম যাঁর॥
পূর্ব্বে হরিবংশের আরও দুই পুত্র হয়।
কৃষ্ণদাস সূর্য্যদাস যার নাম রাখয়॥

পুত্রে সেবা সমর্পিয়া বনকে গমন।
শ্রীরাধাবল্লভ পদে মজাইয়া মন॥
দৈবের বিচিত্র গতি বুঝা নাহি যায়।
দস্যু হরিবংশের মুণ্ড কাটী ফেলে যমুনায়॥
রাধা রাধা বলি মুণ্ড উজাইয়া যান।
যথি গোপালভট্ট গোসাঞি করে স্নান॥
সেই ঘাটে মুণ্ড গিয়া স্থির হইল।
রাধা বলি নেত্রজল ছাড়িতে লাগিল॥
সেই সময় ভট্ট গোসাঞি সেই ঘাটে ছিলা।
কাটা মুণ্ডে রাধা বলে আশ্চর্য্য হইলা॥
নিরখিয়া দেখে গোসাঞি হরিবংশের মাথা।
আইস আইস বলে মনে পাইলা বড় ব্যথা॥
কাটা মুণ্ড আইসা প্রভুর চরণে ঠেকিল।
অপরাধীর অপরাধ ক্ষমিবে কিনা বল॥
গোসাঞি কহে তোর অপরাধ ক্ষমা কৈল।
এত বলি তার মাথে চরণ অর্পিল॥
চরণ পাঞা হরিবংশ মুক্ত হৈয়া গেল।
গোপাল ভট্ট সবা স্থানে সকল কহিল॥
যার ঠাঞি অপরাধ তিহো ক্ষমা কৈলে।
শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হয় জানিবে সকলে॥
অপরাধ ভঞ্জন যার না হইবে।
অতি ভক্ত হৈলেও কৃষ্ণের কৃপা না
পাইবে॥
অপরাধীর সন্ততির অপরাধ নাহি যায়।
তে কারণে বৈষ্ণবগণের তেজ্য হয়॥
শ্রীরূপের শিষ্য হন শ্রীজীব গোসাঞি।
ইহা জানিবেন ক্রমে অন্য কেহো নাই॥
গৌরাঙ্গের সুখ লাগি গমনাগমন।
প্রভুর নিজ সুখ লাগি ভজন স্মরণ॥

পূর্ব্বাপর যার যেই ভজন আশ্রয়।
যেই স্থানে যেন ভক্ত তেন মত হয়॥
চৈতন্য নাম কল্পতরু ধরে পঞ্চফল।
সেই সব ভক্ত সঙ্গে জানিবে সকল॥
সবাকার মনোবৃত্তি ধর্ম্ম রক্ষা পায়।
অনুসঙ্গী শিষ্য তাহে করিল কৃপায়॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম দুই অধিকারী।
দুইয়ের অসংখ্য শাখা কহিতে না পারি॥ (১)
দুই অবয়ব সংখ্যা গুণ লিখিতে না পারি।
সেই দ্বারে দীনহীন সকল নিস্তারি॥
ঠাকুর মহাশয়ের এই গুণের বর্ণন।
আর যে অদ্ভুত বাক্য করহ শ্রবণ॥
আপনে গৌরাঙ্গ যার আছয়ে অন্তরে।
সেই প্রেমমূর্ত্তি তাহা সেবা যে বাহিরে॥
যাত্রা মহোৎসব সেবা বৈষ্ণব সেবন।
ভজন স্মরণে কাল করেন ক্ষেপণ॥
যে হইল শিষ্য তাঁরে করে প্রবর্ত্তন।
কৃষ্ণের সেবা কর আর কৃষ্ণের ভজন॥ (২)
মোর প্রভু-বাক্য মোর অন্তর বাহিরে।
সেই প্রভু সেই আজ্ঞা যদি কৃপা করে॥
অধন্য মানয়ে নরোত্তম আপনাকে।
শুন শিষ্য বন্ধুগণ কহিয়ে তোমাকে॥
প্রথমেই কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি লক্ষ্য যার।
সে লইব লক্ষ নাম সংখ্যা আপনার॥

অনেক বাড়িল শাখা নিজ পরদেশে।
আর এক বাক্য লিখি আনন্দ আবেশে॥
রাঘবেন্দ্র রায় ব্রাহ্মণ এক দেশবাসী।
গড়ের হাট উপরে লঞা লিখিয়ে প্রকাশি॥
তার দুই পুত্র হৈল সন্তোষ, চান্দরায়।
চান্দরায় বলবান্ সর্ব্বলোকে গায়॥
মহাবীর শক্তিধরে যুদ্ধ পরাক্রমে।
শুনিয়া তাহার নাম কাঁপয়ে জীবনে॥
চৌরাশি হাজার মুদ্রার ছিল জমীদার।
তার কথোদিনে হৈল এমন প্রকার॥
গড়ি দ্বারে গেল তাহা ফৌজদার হয়।
রাজমহল থানা করি আমল করয়॥
বলবান্ দেখিয়া সেই বিচারিল মনে।
না দেয় পাতসার কর থানা দেয় গ্রামে॥
পাঁচ সহস্র অশ্ব রাখে কতেক পয়দল।
কত দেশ মারি নিল করি অস্ত্রবল॥
যুদ্ধ কৈল ভয়ে লোক গেল থানা ছাড়ি।
লুটিয়া লইয়া আইল যত ধন কড়ি॥
গড় আমলি হৈল দেশ এইরূপে থাকে।
ডাকাচুরি মনুষ্য মারে না মানে কাহাকে॥
তাহার পাপের কথা লেখা নাহি যায়।
কর্ণে হস্ত দিয়া লোক ছাড়িয়া পলায়॥
শক্তি উপাসনা সদা মৎস্য মাংস খায়।
পর স্ত্রী ঘর দ্বার লুটি লঞা যায়॥
দুর্গা মহোৎসবে পূজা করয়ে প্রতিমা।
যত জন্তু বধ করে তার নাহি সীমা॥
যমালয়ে চিত্রগুপ্ত তার পাপ যত।
লিখিতে না পারে গড়া হৈল শত শত॥
একদিন চিত্রগুপ্ত কহয়ে রাজারে।
এই দুই ব্রাহ্মণ কুমার কিবা নাহি করে॥

(১) নিম্নলিখিত চারি ছত্র হস্তলিখিত পুস্তকে নাই ;—
শ্রীনিবাসের শাখা হয় বহু জন।
শাখা বর্ণনে কর্ণপুর করিল লিখন॥
গ্রন্থ বাহুল্য হয় না লিখিনু ক্রম।
কর্ণপুর কৃত কত আছয়ে নিয়ম॥
(২) কৃষ্ণ সেবা কর আর বৈষ্ণব ভজন।

এত পাপ করি রহিবে কোন স্থানে।
কতদিন নরক ভুঞ্জিবে দুই জনে॥
পূর্ব্বে মনে আছে দুই জগাই মাধাই।
তাহা হৈতে বড় পাপী এই দুই ভাই॥
তারা বড় পাপী এত পাপ নাহি করে।
যমরাজা কহে ধিক্ রহুক তাহারে॥
এইরূপে চান্দরায় কথোদিন থাকে।
এক ব্রহ্মদৈত্য আসি পাইল তাহাকে॥
ব্রাহ্মণ কুমার সেই অতি দুরাচার।
শরীরে প্রবেশ করি করয়ে প্রহার॥
শরীর আবদ্ধ করে বকে অনুক্ষণ।
শরীর শুষ্ক হৈল মাত্র তেজিব জীবন॥
তার পিতা বহু বৈদ্য আনে দেশে দেশে।
অনেক প্রকার কৈল ছাড়ি নাহি কিসে॥
সর্ব্বজ্ঞ আনাইল সেই গণিয়া দেখয়।
না ছাড়িব ব্রহ্মদৈত্য শুনহ নিশ্চয়॥
পুনর্ব্বার গণি কহে শুন মহাশয়।
উপায় নাহিক এক অসম্ভব হয়॥
খেতরি দেশের যেই জমীদার হয়।
তার পুত্র নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়॥
তেঁহো যদি কৃপা করি করেন আগমন।
তবে সে ছাড়িব দৈত্য কৈল নিবেদন॥
এত শুনি তার পিতা পণ্ডিত আনাইয়া॥
উচিত যেমন পত্র হস্তে লিখাইয়া॥
পৃথক লিখিল রায় করি নিবেদন।
মোর ভাগ্যে তোমার পুত্র করেন আগমন॥
যে কারণে পত্র লিখি বিচার করিয়া।
শুকপাল কাহার লোক দিল পাঠাইয়া॥
সেই সব লোক করিল খেতরি গমন।
রাজুনারায়ে পত্র দিয়া কয়ে নিবেদন॥
পড়িয়া আইল মনে বিচারিল কথা।
পত্র পাইয়া গেলা ঠাকুর মহাশয় যথা॥
সে পত্র পড়িয়া হাতে করি কহে কথা।
কেন পাঠাইলে পত্র দুঃখ পাইলে বৃথা॥
কার শক্তি আছে কহি পাঠায়েন তথা।
নরোত্তমে না কহিলা এ সব ব্যবস্থা॥
ভয়ে রায় না কহিলেন বাহিরে যাইয়া।
প্রত্যুত্তর লিখিলেক দিল পাঠাইয়া॥
লোকে যাই সকল কথা তারে নিবেদিল।
শুনিয়া তাহার পিতা কান্দিতে লাগিল॥
মা দুর্গা ! আমার পুত্র রাখ এইবার।
তোমা বিনে রক্ষা করে শকতি কাহার॥
ঠাকুরাণী রাত্রে এক ব্রাহ্মণীর বেশে।
চান্দরায়ে কহে কিছু মন্দ মন্দ হাসে॥
ভাল কি হইবে বাপ পাপ পূর্ণ দেহ।
আমার শকতি নাহি করিবারে এহ॥
পাপ কর্ম্ম পাপাচার যতেক সংসারে।
তোমা বহি কেবা আছে হেন কর্ম্ম করে॥
না ভজিলে কৃষ্ণপদ করিলে এমন।
আমারে ভজিলে দুঃখে ফাটে মোর মন॥
কৃষ্ণ ছাড়ি মোরে ভজে জগত হয় বৈরী।
আমি তারে নাশ করি সহিতে না পারি॥
লোভে যেই মোরে ভজে পরকাল নাশ।
ধন বৃত্তি হরি পাছে হয় সর্ব্বনাশ॥
আমার ঠাকুর (শিব) মত্ত যে কৃষ্ণের গুণে। (১)
তাঁরে সমর্পিয়া সব রহয়ে ধ্যানে॥
ত্রিলোচন পঞ্চানন তাঁহার নিমিত্তে।
আমি সে তাঁহার দাসী কহিল তোমাতে॥

(১) আমার ঠাকুর গান যে কৃষ্ণের গুণে।

তোমরা দুভাই মোর লইলে আশ্রয়।
যে কার্য্য করিলে তাতে মোর কৃপা নয়॥
সত্ত্বগুণে আমা পূজে তাহে মোর সুখ।
রজোগুণে তমোগুণে ফাটে মোর বুক॥
জগতের কর্ত্তা কৃষ্ণ কহেন শাস্ত্রেতে।
মুক্তি ভক্তি দান করে কেবা পৃথিবীতে॥
পাপের অবধি কৈলে তার নাহি কথা।
যমরাজ চিত্রগুপ্ত পায় মহাব্যথা॥
পাপ করি দোঁহে ভোগ ভুঞ্জিব কেমনে।
পর্ব্বত প্রমাণ গড়া আছয়ে লিখনে॥
আমার ঠাকুরের হবে তুষ্ট তাতে মন।
অবিলম্বে ভজ বাপ গোবিন্দচরণ॥
সর্ব্বজ্ঞ কহিল যেই ঠাকুর মহাশয়।
আনিয়া করহ তাঁর চরণ আশ্রয়॥
শ্রীনিবাস শিষ্য শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ।
আমার ভজন কৈল ছাড়ি সব কাজ॥
মোক্ষ লাগি কৈল মোর অনেক বিনতি।
তাহা দিতে না পারিল আমার শকতি॥
আচার্য্যচরণ তেঁহো করিয়া আশ্রয়।
কৃষ্ণে ভক্তি করি খণ্ডাইল ভবভয়॥
সেই শ্রীনিবাস নরোত্তম এক প্রাণ।
বিলাস লাগিয়া দুই দেহ বিদ্যমান॥
চৈতন্য নিতাই কলি-জীব নিস্তারিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে সঙ্গে লৈঞা আইলা পৃথিবীতে॥
সর্ব্ব জীব নিস্তারিলা দিঞা কৃষ্ণনাম।
সেই দোঁহার প্রেমে শ্রীনিবাস নরোত্তম॥
এক বস্তু জানি যেবা ভজে দুইজন।
অবশ্য পাইব সেই গোবিন্দ চরণ॥
ভিন্ন ভাবে যে দোঁহারে নিন্দা বান্দা করে।
নিশ্চয় জানিহ যমপাশে ডুবি মরে॥
ইহা বলি ঠাকুরাণী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
অন্তরে হইল কিছু সবিস্ময় জ্ঞান॥
প্রাতঃকালে পিতা ভ্রাতা প্রতি সব কহে।
আনহ ঠাকুর তবে মোর প্রাণ রহে॥
প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ দুই লিখন সহিতে।
তুমি কৃপাময় কৃপা কর মুঞি ভৃত্যে॥
নয়নে দেখিব যবে সে দুই চরণ।
সব নিবেদিব তবে যে দুষ্ট ব্রাহ্মণ॥
পত্র লৈয়া দুই বিপ্র যায় খেতরি গ্রাম।
পত্র রাখি দুই বিপ্র করিল প্রণাম॥
সন্মান করিল কোথা হৈতে আগমন।
পত্র বর্ত্তমান কিবা কহিব বচন॥
ভক্ষ্য দ্রব্য দিল বিপ্রে দিল বাসস্থান।
পড়িয়া পত্রের বাক্য কৈল অনুমান॥
কবিরাজ প্রতি কহে সব সমাচার।
কহিবে সম্মতি ইহার করিয়া বিচার॥
এ বড় কঠিন কর্ম্ম লোক অগোচর।
আমি কি কহিব তুমি সর্ব্ব গুণধর॥
সর্ব্ব শক্তিধর প্রেমমূর্ত্তি পরকাশ।
নয়নে দেখিলে হয় আনন্দ উল্লাস॥
এই ত বিচার করি কথো রাত্রি যায়।
আপনে আসনে বসি কহে গৌররায়॥
শুন নরোত্তম কহি ইহার বিধান।
এ বড় আশ্চর্য্য নহে যাহ সন্নিধান॥
পরম পাতকী সেই বিপ্র দুই জন।
তোমার দর্শন লাগি রাখয়ে জীবন॥
তুমি কৃপা কর তার হউক উদ্ধার।
ছাড়িবে সে ব্রহ্মদৈত্য এ আজ্ঞা আমার॥
পাতকি-উদ্ধার হেতু তোমার প্রকাশ।
কত ত্রাণ হইয়া হইবে কৃষ্ণদাস॥

কবিরাজ সঙ্গে করি যাহ তার ঘর।
আনন্দ হইবে কত জনের অন্তর ॥
প্রাতঃকাল হৈল প্রভুর আজ্ঞা হৈল বল।
কবিরাজ প্রতি কহে প্রসঙ্গ সকল ॥
প্রাতঃস্নান করি দুঁহে করিছে গমন।
হেন কালে মজুমদার করে আগমন ॥
তাঁহারে কহিল পত্রের সব বিবরণ।
মনে হয় যাই আমি তাহার ভবন ॥
রায় কহে জন্ম জন্মের ভাগ্য সে তাহার।
নয়নে দেখিব সেই চরণ তোমার ॥
মুঞি ভাগ্যহীন ইহা দেখিতে না পাব।
যেরূপে হইব কৃপা পশ্চাতে শুনিব ॥
সংঘট্ট করিল বহু লোক সঙ্গে দিয়া।
কবিরাজ সঙ্গে চলে বৈষ্ণব লইয়া ॥
গৌরাঙ্গে প্রণাম করি হইলা বাহির।
কান্দয়ে সকল লোক না বান্ধয়ে স্থির ॥
সবারে সম্মান করি করিলা গমন।
সঙ্গে সঙ্গে চলি যায় সে দুই ব্রাহ্মণ ॥
সেই দিন রহিলা পথে দেখি এক গ্রাম।
বার্ত্তা দিতে এক বিপ্র করিলা গমন ॥
রায়েরে কহিল সব গমন কারণ।
আনন্দ হইল চিত্তে ঝরয়ে নয়ন ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন সঙ্গে লোক বহুতর।
অনুব্রজি লয়ে পথে আনন্দ অন্তর ॥
কত বাদ্য-ভাণ্ড বাজে কে করে গণন।
কথো দূর যাই সভে পাইল দর্শন ॥
রূপ দেখি ঝরে আঁখি পড়িলা চরণে।
হাসিয়া সভার প্রতি কৈল সম্ভাষণে ॥
যখন গ্রামেতে যাই করিলা প্রবেশ।
দর্শন করয়ে লোক আনন্দ আবেশ ॥
পূর্ণ কুম্ভ রাখিয়াছে পথে স্থানে স্থানে।
কত শত কদলী বৃক্ষ করিল রোপণে ॥
পুষ্পমালা গৃহে গৃহে রাজপথে পথে।
কত সহস্র লোক হইয়াছে সাথে সাথে ॥
মঙ্গল হুলাহুলি দেন যত নারীগণ।
আপনাকে ধন্য মানে সফল জীবন ॥
নয়নে নিরখে রূপ ধারা বহি যায়।
শুনি অন্য গ্রামী লোক উভরায়ে ধায় ॥
রায়ের বাড়ীতে তবে করিলা গমন।
পাদ প্রক্ষালন কৈল আনন্দিত মন ॥
নয়নে নিরখি রূপ ধারা বহি যায়।
জলে ধৌত করাইলা ঠাকুরের পায় ॥
আসনে বসিলা রায় ঠাকুর নিবেদয়।
আমার ভাগ্যের সীমা কহনে না যায় ॥ (১)
ভাল ভাল বলি ঠাকুর কহিল তাহারে।
দেখিব তোমার পুত্র চল কোন ঘরে ॥
চাঁদরায় যথা আছে শুতিয়া শয্যায়।
সব লোক সঙ্গে ঠাকুর তার স্থানে যায় ॥
রায় যাই উঠাইলা কোলে করি তারে।
উত্তরিলা ঠাকুর সে গৃহের ভিতরে ॥
দাঁড়াইলা সম্মুখেতে ঠাকুরের গণ।
চাঁদরায় নিজ নেত্রে করেন দর্শন ॥
যেই ব্রহ্মদৈত্য ছিল হৃদয়ে তাহার।
কহিতে লাগিলা সেই করিয়া চীৎকার ॥
কত পাপ করি ব্রহ্মদৈত্য হইয়াছি।
আমি যেন পাপী তেন পাপী পাইয়াছি ॥
ভোগ কৈল এত দিন ইহার শরীরে।
এবে মোরে আজ্ঞা হয় যাই কোথাকারে ॥

(১) প্রভুর যেমতি আজ্ঞা তেমতি করয়।

সর্ব্ব লোক মধ্যে সেই কহে আর বার।
দর্শন পাইনু মোর হউক উদ্ধার॥
পতিতপাবন তুমি তোমার দর্শনে।
ব্রহ্মদৈত্যে উদ্ধারয়ে বুঝিল কারণে॥
খেতরি ত গ্রাম নহে গুপ্ত বৃন্দাবন।
সেই দেশে জন্ম যবে ভোগ নির্ব্বাহণ॥
জন্মিয়া তোমার পদ করিব আশ্রয়।
তবে সে অধমে কৃপা হইবে নিশ্চয়॥
ঠাকুর মহাশয় কহেন শুন দৈত্যরাজ।
তৎকাল ছাড়িয়া যাও হৃদয়ের মাঝ॥
পূর্ব্বদ্বারী ঘর সে পশ্চিম মুখে যায়।
লোক মাঝে যায় সেই পরলোক পায়॥
দেখিয়া সকল লোক পড়য়ে চরণে।
জয় জয় ধ্বনি করে সর্ব্ব লোক গণে॥
চান্দরায় উঠি সঙ্গে নিজ বাসা আইলা।
কর যুড়ি প্রণাম করি ভূমেতে পড়িলা॥
ত্রিজগতে হেন পাপী আর নাহি হয়।
মোরে দেখিলেই পুণ্য যায় সব ক্ষয়॥
শাস্ত্রেতে আছয়ে পাপ কতেক প্রকার।
সব করিয়াছি বাকি কিছু নাহি আর॥
এত পাপে মুঞি পাপী তরিব কেমনে।
বলিয়া বলিয়া কান্দে লোটাঞা চরণে॥
ব্রাহ্মণ শরীর ধরি এত পাপ সহে।
পড়িনু বিষয় মদে হেন মায়া মোহে॥
সন্তোষ কান্দিয়া বোলে শুন দয়াময়।
নিবেদন করি কিছু নিজ পরিচয়॥
জন্মিলাম একোদরে দুই সহোদর।
তেমত করিল পাপ দোঁহে বরাবর॥
প্রভু স্থানে নিবেদিতে কিছু নাহি আর।
কেবল ভরসা আছে চরণ তোমার॥

এই দুই ব্রহ্মদৈত্য কর আত্মসাত্।
চান্দ সন্তোষের তুমি হও প্রাণনাথ॥
রাঘবেন্দ্র আসি পড়ে লোটাঞা চরণে।
সবংশে বিক্রীত হৈলু জীবনে মরণে॥
ডাকিয়া ঠাকুর নিজ নিকটে বৈসায়।
দিলেন দক্ষিণ হস্ত সভার মাথায়॥
স্নান করি শীঘ্র আসি শুন কৃষ্ণনাম।
অচিরাতে করেন কৃপা গৌর ভগবান্॥
স্নান করি নবীন বস্ত্র পরিধান করি।
সেই ক্ষণে আইলা প্রভুর বরাবরি॥
আপনার বামে বসাইলা তিন জনে।
একে একে হরিনাম দিল তিনের কাণে॥
রামচন্দ্র কবিরাজ বসিয়াছে বামে।
ভাবাবেশে পূর্ণ দেহ গড়ি যায় ভূমে॥
এ হেন কৃপালু কেবা আছে ত্রিজগতে।
এত বলি হাত মারে আপনার মাথে॥
সকল বৈষ্ণব দেখি কান্দিয়া বিকল।
দেখিয়া সকল লোকের বহে নেত্র জল॥
দুই সহোদর, পিতা দণ্ডবৎ করে।
ডাকিয়া চরণ দিল মস্তক উপরে॥
এমন সে কালে ভাব দেখি নাহি শুনি।
সর্ব্বত্র শুনিয়ে কেবল ক্রন্দনের ধ্বনি॥
আর দিন শুভক্ষণ হইল যখনে।
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র শুনাইল সেই ক্ষণে॥
আর অদভুত হইল শুনহ আখ্যান।
যমরাজ চিত্রগুপ্ত করে গুণগান॥
জানিনু জগৎ মাঝে পতিত পাবন।
নহে হেন পাপী কেবা করয়ে তারণ॥
অহে চিত্র গুপ্ত কর এমন বিধান।
ইহার পাপের গড়া আন সন্নিধান॥

আনিয়া চিরিয়া কৈল জলের ভিতরে।
জানি মোর অধিকার সব গেল দূরে॥
মাথে হাত দিয়া রাজা করে হাহাকার।
অবনী আসিয়া প্রেম করিল বিস্তার॥
ভরসা হইল সবার কৃষ্ণ ভজিবারে।
আমি আর অধিকার করিব কাহারে॥
যেমন উদ্ধার দুই জগাই মাধাই।
তাহা হইতে অধিক এই বিপ্র দুই ভাই॥
যখন আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ।
অনেক সামগ্রী আনি কৈল সমর্পণ॥
গ্রাম দিল বস্ত্র দিল স্বর্ণ রৌপ্য কত।
পাত্রাদিক অশ্ব গাভী বৎস শত শত॥
প্রাতঃকাল হৈতে হয় মিষ্টান্ন পক্কান্ন।
ব্যঞ্জনাদি ক্ষীর বড়া সুগন্ধাদি অন্ন॥
কতেক তাহার ভাগ্য কহনে না যায়।
পাত্র অবশেষ আর চরণামৃত পায়॥
জগতে হইল খ্যাতি বৈষ্ণব বলিয়া।
সর্ব্ব গুণ জন্মিল আসি অন্তরে যাইয়া॥
আনুষঙ্গী কত কৈল চরণ শরণ।
তরাইলা কত পাপী হৈল বিমোচন॥
শিক্ষা করাইলা ধর্ম্ম পূর্ব্ব অভিমত।
ভজন স্মরণ করে বসি অবিরত॥
যে ধর্ম্ম আচার শিক্ষা পূর্ব্বে কহিয়াছি।
আর যেই গুণ তার লিখিয়ে প্রশংসি॥
অনন্যশরণ হইল সবংশ সহিতে।
যেমন বৈষ্ণব হৈলা সর্ব্বত্র বিদিতে॥
সবারে একত্র করি লাগিলা কহিতে।
গৌররায় দেখি যাই করহ সম্মতে॥
এত শুনি কান্দিতে লাগিলা বহুতর।
কাঁপিতে লাগিল চক্ষু ঝরে ঝর ঝর॥

একদিন বসিয়া ঠাকুর কহে তারে।
শুন বাপ চান্দরায় রাখিহ অন্তরে॥
তোমার যে ভোম তাহা তুমি কর ভোগ।
আর সব ছাড়ি দেহ পাপ অনুযোগ॥
তিনের উদ্ধার এই কহিল কথন।
যেই শুনে সেই পায় কৃষ্ণের চরণ॥
এবে লিখি চান্দরায়ের গুণের আখ্যান।
যে কথা শুনিলে লোক পায় পরিত্রাণ॥
আজ্ঞার পালন কৈল উকীল আনিয়া।
নবাবের নিকটে পাঠায় পত্র যে লিখিয়া॥
পত্র পাই সে হাকিম ভয় পাইল চিতে।
যতেক মুচ্ছদ্দি তারে লাগিলা কহিতে॥
তাহারা বলেন তার কিবা প্রয়োজন।
যে যাইবে সেই স্থানে খোয়াবে জীবন॥
তার ভয়ে পাতসাই-লোক নাহি চলে পথে।
মরণ বাঞ্ছা করে তথা না চায় যাইতে॥
এক দিন ঠাকুর কহয়ে সভামাঝে।
একবার বাড়ীকে যাই ভাল হয় কাজে॥
গৌররায় অদর্শনে না রহে জীবন।
কথোদিন রহি পুন করিব গমন॥
বিচার করিল সবে কি আছে ইহাতে।
প্রভুর যে ইচ্ছা তাহা কে পারে কহিতে॥
দশ নৌকা স্বর্ণরত্নে শোভিত করিয়া।
এক নৌকা ঠাকুর সহ গণের লাগিয়া॥
এক নৌকায় দুই ভাই পিতা তার মাঝে।
আর যত নৌকা তাথে দ্রব্য সব সাজে॥
চালু মুদ্গ মাসকলাই লইল অনেক।
বহু বস্ত্র বহু দ্রব্য তাথে ভরিলেক॥
অনেক উঠিল লোক তাহার উপরে।
যত লোক চড়ে নৌকা খেয়াইবার তরে॥

ঠাকুরের সঙ্গে যত বৈষ্ণবের গণ।
চলিলা নৌকাতে সব আনন্দিত মন॥
যতেক গৃহের লোক অন্তঃপুরবাসী।
কান্দিতে লাগিলা যত ছিলা দাস দাসী॥
রায় দুই সহোদর নৌকাতে চঢ়িলা।
জলপথে সভে মেলি গমন করিলা॥
নৌকাপথে যায় কৃষ্ণকথা-আলাপনে।
সেই দিন মধ্যপথে রহে এক স্থানে॥
আর দিনে বেলা হইল এক প্রহর।
আসি দর্শন কৈল গৌর আনন্দ অন্তর॥
দর্শন করিয়া সভে ভাবে গড়ি যায়।
কেহো পায় ধরে কারো না জানয়ে কায়॥
বাহ্য হৈল সভেই আসনে আসি বসি।
ভক্ষণ নিমিত্তে ঠাকুর কহে হাসি হাসি॥
চান্দরায় উঠি গেলা রায়ের দর্শনে।
বাহির হইলা রায় পড়িলা চরণে॥
তেঁহো সমাদর করি করে আলিঙ্গন।
জিজ্ঞাসিল সকল কল্যাণ বিবরণ॥
তেঁহো কহে পাপী আমি তোমার দর্শনে।
সকল মঙ্গল হৈল দেখিল চরণে॥
দুই জনে মিলাইল প্রীতি অতিশয়।
সভে মেলি ঠাকুরের নিকটে বিজয়॥
আরতি দেখিয়া সভে প্রসাদ পাইতে।
যার যেই যোগ্য স্থান লাগিলা বসিতে॥
প্রসাদ পাইল সভে আনন্দ আবেশে।
কতেক ব্যঞ্জন খান কত পরিবেশে॥
সৌরভে পূরিত নাশা অমৃত নিন্দয়।
এক জনে কাণাকাণি আর জনে কয়॥
কত কৃষ্ণকথা কহে তার মাঝে মাঝে।
মধ্যে চন্দ্র, চারিদিকে তারাগণ সাজে॥

আচমন করি সভে বসিলা আসনে।
প্রসাদি তাম্বুল আনি দিল সেই স্থানে॥
তাম্বুল খাইল তবে আনন্দিত মনে।
ইষ্টগোষ্ঠী আলাপন করে ভক্তগণে॥
যার যেই সাধন তাহা করে মনে মন।
চান্দরায় বোলে ভাগ্য শ্লাঘ্য এ জীবন॥ (১)
নৌকার সামগ্রী সব আনি উঠাইল।
পৃথক্ পৃথক্ সব ভাণ্ডারে ভরিল॥
রাত্রিকালে দেবীদাস কীর্ত্তনীয়াগণ।
গৌরাঙ্গের আগে আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন॥
কিবা সে মধুর গান মৃদঙ্গের ধ্বনি।
হেন মন করে প্রাণ দিয়েত নিছনি॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শুনেন কীর্ত্তন।
কবিরাজ বামে তাঁর অঙ্গ সুশোভন॥
কৃষ্ণানন্দ রায় সব পরিবার মেলি।
আস্বাদন করে গান আনন্দ কুতূহলী॥
তাঁর বামে পিতা তাঁর আর সহোদরে।
শুনিতে শুনিতে প্রেম উঠয়ে অন্তরে॥
কম্প ও মাধুরী আর পিরিতি চাতুরী।
দেখিয়া বিদরে হিয়া পাশরিতে নারি॥

অপরূপ মাধুরী, পীরিতি চাতুরী,
তিল আধ পাশরিতে নারি। ধ্রু।

সুঠাম করিয়া যবে গাই চলি যায়।
দেখিয়া শুনিয়া প্রাণ বাহির হতে চায়॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় করেন আস্বাদন।
হেন কালে প্রাণ কান্দে করেন রোদন॥
সে হেন শরীরে কম্প দেখি তাল প্রায়।
ক্ষণে পুষ্ট হয় অঙ্গ ক্ষণে শুকি যায়॥

(১) চান্দরায় বোলে ভাগ্য সাফল্য জীবন।

নয়নে বহয়ে নীর কি কহিব ওর।
ভূমিতে পড়য়ে ক্ষণে হইয়া বিভোর॥
কৃষ্ণানন্দ রায় আদি ভূমে গড়ি যায়।
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র শাল কত দিল তায়॥
রামচন্দ্র কবিরাজ হইলা পাগল।
ছুটিয়া পড়য়ে যেন নয়নের জল॥ (১)
শিমলীর কাঁটা যেন অঙ্গের পুলক।
পড়িয়া রহিলা প্রাণ করে ধক্ ধক্॥
চান্দরায়ের পিতা ভ্রাতাগণে শুনে তায়।
কান্দয়ে কতেক ক্ষণ ভূমে গড়ি যায়॥
অরে বিধি এত দিন বঞ্চিলি ইহায়।
প্রাণ ঝুরে এই লাগি কহিব কাহায়॥
ইহাই বলিয়া কান্দে অতি আর্ত্তনাদে।
এত কালে জানিলাম প্রভুর প্রসাদে॥
কাঁপিয়া কাঁপিয়া পড়ে বাহ্য নাহি পায়।
মুখে নাহি সরে বাক্য প্রাণ ছাড়ি যায়॥
না জানয়ে কোথা আছে কোথাকারে যায়।
প্রেমেতে অবশ হঞা ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
কিবা বোলে কিবা করে বোলে হায় হায়।
পিতা ভ্রাতা পদ ধরি গড়িয়া বেড়ায়॥
দিবার অবধি কিবা কহিব দ্রব্যের।
ঠাকুরে প্রণাম করে কত কত বার॥
ভাবচন্দ্র উদয় হইল রাজমহলে।
ভাবের বিকারে কারে কিছু নাহি বলে॥
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈল বসিলা আসনে।
ঠাকুর পড়িলা ভাবে তাহা নাহি জানে॥
সে রাত্রি রহিলা ভাবে গর গর মন।
আর দিনে বাহ্য কিছু করিলা ধারণ॥

এই মত দশ রাত্রি কৃষ্ণকথা রসে।
না জানয়ে দিবা নিশি হইয়া বিবশে॥
আর দিন চান্দরায় বিদায় হইলা।
অনেক বিনয় করি ঠাকুরে কহিলা॥
কি বলিব মুঞি ছার কিবা আছে আর।
কেবল ভরসা দুই চরণ তোমার॥
লাগিল বিস্ময়, কথা অতি বলবান্।
না দেখিলে প্রভু পদ ছাড়য়ে পরাণ॥
ঠাকুর কহিলা বাপ মোর কৃপাবল।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ সত্য মিথ্যা যে সকল॥
ইহা বলি কৃপা করি করিল বিদায়।
কান্দিয়া কান্দিয়া কবিরাজ পাশে যায়॥
তেঁহো আলিঙ্গিয়া বোলে ধন্য এ জীবন।
সর্ব্বসিদ্ধি হৈল যাঁর আশ্রয় চরণ॥
একশত মুদ্রা দিল বস্ত্র দুই থান।
মো অধমে হইবেন অতি কৃপাবান্॥
হেন দুই পদ যেন কভু না পাশরি।
জানিবেন নিজ ভৃত্য এই কৃপা করি॥
যতেক প্রভুর সঙ্গে বৈষ্ণব গিয়াছিলা।
যার যেই যোগ্য দ্রব্য তেন বিদায় দিলা॥
গৌরাঙ্গচরণে যাই করিল প্রণাম।
সভা সহ মিলন করি করিল পয়ান॥
নৌকায় চড়ি নিজ ঘর গেলা তিন জন।
কহয়ে প্রভুর গুণ করয়ে রোদন॥
গৃহে গেলা আর দিন পরম হরিষে।
সাধন স্মরণ সদা প্রেম মাঝে ভাসে॥
এইত কহিল প্রভুর যেমত মহিমা।
লেখিয়া কহিয়া কিবা দিতে পারি সীমা॥
এই যে অদ্ভুত কথা লোকে অগোচর।
এ কথা শুনিলে চিত্ত হয় মহাভোর॥

(১) ছুটিয়া পড়য়ে যেন নয়ন যুগল।

এই মতে দুই ভাই রহে সাবধানে।
প্রভুর শ্রীমুখ আজ্ঞা তাহা নাহি আনে॥
এক দিন গঙ্গাস্নান-যাত্রার সময়।
চান্দরায় আগমন করিলা নির্ভয়॥
শতাবধি আসোয়ার লোক চারি শত।
লইয়া চলিলা তবে পিতার সম্মত॥
যাইয়া করিল গঙ্গাস্নান সভে মেলি।
ভক্ষণ করিল তাহা আপনে যত্ন করি॥
হেন কালে পাঠানের পিয়াদা আছিলা।
যেমত আছিলা যাই সকল কহিলা॥
সেকালে অনেক সিপাই ঘেরিল আসিয়া॥
চান্দরায়ে ধরি নিল বন্ধন করিয়া॥
পালকিতে চড়াইয়া নিল দরবার।
তদবধি পথে কিছু না বলিল আর॥
নবাব আছিল ক্রোধে বসিয়া যে স্থানে।
ঘেরিয়া সকল লোকে নিল তেন মনে॥
সেলাম করিল যাই দেখিয়া হাসিল।
তুমি কোন হাকিম এত রাজ্য লুটিল॥
ইহা বলি কোড়া মারিল বহুতর। (১)
না বলিল কিছু ইহা আনন্দ অন্তর॥
হাসিয়ে কহয়ে এই উচিত শাস্তি হয়।
যে উচিত গুণাগার করুন মহাশয়॥
না মারিল, হুকুম হৈল রাখ তলঘরা।
বিচারিলে আছে এই জীবনেই মরা॥
রাখিল সে স্থানে লঞা উপবাস করে।
যেমন হইল লোক কহিলেক ঘরে॥
পিতা মাতা পরিজন দুঃখ পাইল মনে।
যেরূপে ভক্ষণ করে করহ সন্ধানে॥

(১) কোড়া—দড়ীর ন্যায় পাক দেওয়া কাপড়।

নিবেদন পত্র লিখে প্রভুর সাক্ষাতে।
শুনিয়া ঠাকুর অতি বিমর্ষিত চিতে॥
লোক যাই জমীদার সহিত পিরিতি।
তিন জনে জানে আর না জানয়ে ইথি॥
এই মতে চান্দরায় রহে বন্দিশালে।
এখানেতে রাঘবেন্দ্র হইলা বিকলে॥
হেন কেহো আছে মোর চান্দরায়ে আনি।
তারে বহু দ্রব্য দিব যেখানে পরাণি॥
হেন কালে এক জন কহিল তাহারে।
আমি আনি দিব শীঘ্র নিবেদন করে॥
তেঁহো কহে গ্রাম ঘোড়া দিব শিরোপায়। (১)
চান্দরায় না দেখিলে মোর প্রাণ যায়॥
তার সিদ্ধ মন্ত্র আছে জানে মনে মনে।
মাটি কাটি সুরঙ্গ করি যায় সেই স্থানে॥
যেই স্থানে চান্দরায় ছিলা যেন মতে।
যাইয়া উঠিলা সেই দেখিল সাক্ষাতে॥
চান্দরায় কহে ভাই কহ দেখি কথা।
কি করি আইলা এথা না পাইলা ব্যথা॥
তেঁহো কহে তোমার পিতা কহিল আমারে।
বিদ্যাবলে মুঞি তোমা লঞা যাব ঘরে॥
কেমনে লইবে আমা কিবা বিদ্যা আছে।
আমি যাব আগে তুমি যাবা আমার পাছে॥
মা কালীর মন্ত্র এক আছে মোর স্থানে।
আড়াই অক্ষর মন্ত্র কহিব তোমার কাণে॥
সেই বলে যাবে তুমি ভয় নাহি আর।
তৎকাল চলহ আর না কর বিচার॥
রায় কহে আর ভাই বাঁচিব কত কাল।
কত অপরাধ করি কি মোর কপাল॥

(১) তেঁহো কহে গ্রাম ঘোড়া দিব বকসিস।

ঠাকুর মহাশয় পদ দিল মোর মাথে।
তেঁহো প্রভু মুঞি ভৃত্য কহিলাম তোথে॥
কৃপা করি রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিলা কাণে।
অন্য মন্ত্র শুনিব ধিক্ রহুক জীবনে॥
আর কি নরক বাস আছে কোন স্থানে।
পিতারে কহিবে মোর এই নিবেদনে॥
সেই প্রভু সেই মন্ত্র সেই পদ আশ।
সেই আজ্ঞা রূপে মোর যথা হউ বাস॥
নিশ্চিন্ত হইল চিত্ত কৃষ্ণ ভজিবারে।
গৃহের যতেক কর্ম্ম সেহ মহাভারে॥
কি কারণে পিতা মোর দুঃখ ভাবে মনে।
এই দুঃখ প্রভু পদ নহে দরশনে॥
ভাবনা না কর ভাল মন মোর হইল।
এই ভাগ্য ভাল ফিরা দুর্ম্মতি নহিল॥
এত বলি লয় সংখ্যা করি হরিনাম।
কখন বসিয়া করে কৃষ্ণগুণ গান॥
আহারের চেষ্টা নাহি তৃষ্ণা হৈল বাদ।
কখন কখন ডাকে করি আর্ত্তনাদ॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল যেন সাধন স্মরণ।
তাহাতে ডুবিল চিত্ত নহে অন্য মন॥
যেই কালে যেই লীলা রাধাকৃষ্ণ করে।
সেই অনুসারে তাহা ভাবয়ে অন্তরে॥
কখন করয়ে সেবা মুখ নিরীক্ষণ।
কখন করয়ে অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন॥
বীজন করয়ে কভু পাদ সম্বাহন।
এই মত সেবাতে নিবিষ্ট হৈল মন॥
ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পক লতিকা।
হেন জনে কৃপা কর সেবনে অধিকা॥
নিজ গণ মেলি কর কৃপা দৃষ্টি মোতে।
সদাই সেবন করি চিত্ত রহে তাথে॥
রূপরতি লবঙ্গ গুণমঞ্জরী মঞ্জুলালি।
হেন দয়া কর সেবা করি সঙ্গে মেলি॥
প্রভু নরোত্তম মোর সেই সঙ্গে থাকি।
সদাই ইঙ্গিতে হই ভজন উন্মুখী॥
যেখানে যেখানে বাস সেই সেবা মোর।
সেখানে সঙ্গিনী করি রাখ নিরন্তর॥
এই মত সাধন স্মরণে যায় কাল।
ভাল হৈল এইরূপে গেল মায়াজাল॥
দিবারাত্রি কোথা যায় রহয়ে আবেশে।
দুই চারি দিন অন্তে কি হইল শেষে॥
এক দিন নবাব সাহেব আনাইয়া।
চান্দরায়ে জিজ্ঞাসিল ক্রোধাবিষ্ট হৈঞা॥
টাকা নাহি দেও রায় লুট সব দেশ।
এখনে আছয়ে কিবা প্রাণমাত্র শেষ॥
তোমাকে মারিলে দেশের কাল যায় সব।
মাহুতে ডাকিল মনে করি অনুভব॥
মাতোয়াল করি হাতি আনহ সাক্ষাতে।
বসিলা অনেক লোক মারণ দেখিতে॥
পায়ে বেড়ি কসি দেহ রহে দাঁড়াইঞা।
হেন কালে সেই হাতি আনিল ঘেরিঞা॥
সাক্ষাতে আনিল হাতি নাহি স্থির হয়।
লাগাইয়া হাতি প্রাণে মারহ ইহায়॥
তখন করিলা মনে প্রভু নরোত্তম।
আর না দেখিব সেই অভয় চরণ॥
লাগাইলা হাতি শুণ্ডে ধরিল তাহারে।
প্রথমে ফেলিল লঞা কিছু অল্প দূরে॥
আর বার ক্রোধে হাতি ধরিল যখন।
দুই হস্তে তার শুণ্ড ধরিল তখন॥
চড় দিয়া টানি শুণ্ড উপাড়িয়া গেল।
চিৎকার করিয়া হাতি ভূমেতে পড়িল॥

প্রাণত্যাগ কৈল হাতি দেখি সর্ব্ব জন।
মুখে হস্ত দিয়া লোক করয়ে ভাবন॥
বড়ি পায় চান্দরায় দাঁড়ায় অগ্রেতে।
আপনে নবাব তার ধরিলেন হাতে॥
বসিলেন দরবারে জিজ্ঞাসিল তারে।
কত বল ধর তুমি মারিলা হাতিরে॥
চান্দরায় বোলে মোর বল কিবা হয়।
আমার প্রভুর আজ্ঞা ধরিল হৃদয়॥
কহ দেখি কেমন শুনিতে সাধ হয়।
আদ্যোপান্ত সব কথা তারে নিবেদয়॥
সাহেব যখন মোরে ধরিয়া আনিল।
কোড়াতে মারিয়া তলঘরেতে ফেলিল॥
তখন ভাবিনু নিজ প্রভুর চরণ।
দুঃখ নহে মহাসুখ এই লয়ে মন॥
আপনে তল্লাস নাহি কৈলা আর বার।
ভোখে মরি কৃষ্ণনাম করিয়ে আহার॥
মোর পিতা পুত্রস্নেহে লোক পাঠাইল।
ভক্ষণ লাগিয়া মোর, মৃদ্ধাকে লিখিল॥
লুকাইয়া তিঁহো কিছু ভক্ষণ করায়।
তাহাতে করয়ে কিবা প্রাণ রক্ষা পায়॥
এত দিন রহি বন্দী না জানি এ দুঃখ।
কারাগার নহে গৃহ হৈতে মহাসুখ॥
এবে যে আনিলা মোরে মারিবার তরে।
মোর কিবা আছে বল প্রভু বল ধরে॥
না মারিয়া হাতি দূরে ফেলিল যখন।
সেই কালে মনে করি প্রভুর চরণ॥
ধরিল যখন হাতি আমারে যাইয়া।
দুই করে তার শুণ্ড ধরিনু কসিয়া॥
এই জানি টানি কসি মরিব বা কিসে।
প্রভু জানে এই বাক্য আর জানে কে সে॥

আর এক নিবেদন শুন মহাশয়।
না মারহ প্রাণে তবে যদি আজ্ঞা হয়॥
কহ দেখি কিছু ভয় না করিহ মনে।
কহয়ে সকল লোক চাহে মুখ পানে॥
পিতা মোরে এক লোক পাঠাইয়া দিল।
সিদ্ধবিদ্যা-বলে তলে সুরঙ্গ করিল॥
যেখানে আছিয়ে আমি যাই উত্তরিল।
তাহারে দেখিয়া আমি কিছু জিজ্ঞাসিল॥
কেমনে আইলা ভাই না পাইলা ব্যথা।
সিদ্ধবিদ্যা আছে তার নিবেদিল কথা॥
মা কালীর মন্ত্র আছে আসি সেই বলে।
সেই পথে লঞা যাই করি এই ছলে॥
কহিল তোমার কর্ণে সেই মন্ত্র দিব।
আমি আগে যাব তুমি পশ্চাতে যাইব॥
সে কথা শুনিঞা প্রাণ না রহিল আর।
এই স্থানে সে বক্তব্য আছয়ে আমার॥
এক মন্ত্র দিল প্রভু হইতে উদ্ধারে।
সেই মন্ত্র কর্ণে দিয়া কিনিল আমারে॥
কি শুনিব কর্ণে ধিক্ থাকুক জীবারে।
কত পাপ করি পাইল চরণ তাঁহারে॥
পিতারে কহিও মোর এই নিবেদন।
কেবল প্রভুর মাত্র জানিয়ে চরণ॥
এই শুন মহাশয় মনের নিশ্চয়।
তোমার আজ্ঞাতে আমি কহিল নির্ভয়॥
শান্তিযুক্ত হঞা নবাব কোলে কৈল তারে।
যতেক আছিল লোক দণ্ডবৎ করে॥
তখনি আনিয়া ঘোড়া দিল শিরোপায়।
এই ক্ষণে ঘরে যাও কার নাহি দায়॥
নিজ রাজ্য ভোগ কর সব ছাড়িলাম।
ইলাকা নাহিক কিছু তোমারে কহিলাম॥

সেই ক্ষণে দস্তক আর লিখন পাত্সার।
পত্র পড়ি হৈলা অতি আনন্দ অন্তর॥
হুকুম হইল মুন্সির তোমার যেই দেশ।
আমল করিয়াছিলা পাত্সা বিশেষ॥
পঞ্জা করি দিল নিজ পরোয়ানা সহিতে।
মুচ্ছুদ্দি আইল সব আমল করিতে॥
বিদায় হইয়া রায় নিজ ঘর যায়।
না গেলে আপন ঘরে চিন্তা নাহি যায়॥
যাঁর পদ আশ্রয় করি মোর এই দশা।
সেই চরণ দর্শন করি মোর এই আশা॥
লোক পাঠাইল পত্র লিখিল বাপেরে।
ভ্রাতাকে লিখিল শীঘ্র আসিবার তরে॥
খালাস হইলু আমি যাইতাম ঘরে।
প্রভুরে দর্শন করি আনন্দ অন্তরে॥
আপনারা দুই জন বহু দ্রব্য লঞা।
তৎকাল আসিবে প্রভুর দর্শন লাগিঞা॥
মিলন হইব সবে প্রভুর অগ্রেতে।
শীঘ্র আসিবেন দণ্ডেক বিলম্ব নহে যাতে॥
লোক যাঞা পত্র দিয়া কহিল রায়েরে।
পত্রপাঠ-মাত্র শীঘ্র উঠিলা সত্বরে॥
শুনিয়া সন্তোষ রায় অতি আনন্দিত।
বহু দ্রব্য লোক সঙ্গে চলিলা ত্বরিত॥
এথা চান্দরায় কৈল খেতরি গমন।
ঘোড়া ছাড়ি পদব্রজে চলিলা তখন॥
পূর্ব্বে তারে দিয়াছিলা যত লোকগণ।
ধাঞা যাই প্রভু প্রতি ক'র নিবেদন॥
কবিরাজ সহ ঠাকুর বসিলা সে স্থানে।
নিকট আইলা রায় দেখিল নয়নে॥
আনন্দিত হইল ঠাকুর কবিরাজ সনে।
গৌরাঙ্গের ভঙ্গী কোন্ কেবা ইহা জানে॥ (১)
হেন কালে চান্দরায় শ্রীরাসমণ্ডলে।
গৃহের যতেক লোক ঠাকুরে আসি বলে॥
হেন কালে চাঁন্দরায় করয়ে প্রণাম।
পুলকিত অঙ্গ অশ্রু বহয়ে নয়ান॥
করিল প্রণাম বহু কিছু নাহি বোলে।
উঠিয়া ঠাকুর আসি কৈল তারে কোলে॥
বসাইয়া জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ।
আমার খালাস মাত্র প্রভুর চরণ॥
আদ্যোপান্তে সব কথা কহয়ে যেমন।
শুনিয়া ঠাকুর চাঁদের মাথে ধরিলা চরণ॥
কতক্ষণ দর্শন করি লোক আসি কয়।
লস্কর আইল গ্রামে সব নিবেদয়॥
জানি রাঘবেন্দ্র রায় পুত্রের সহিতে।
শুনিয়া আসিলা প্রভুর দর্শন করিতে॥
সেই ক্ষণে ঠাকুরের নিকটে গমন।
পিতা পুত্রে প্রণাম করে অনেক স্তবন॥
ঠাকুর করিল কৃপা পৃষ্ঠে দিয়া হাত।
দেখিলেন চান্দরায় প্রভুর সাক্ষাৎ॥
পিতা পুত্রে ভ্রাতায় ভ্রাতায় হইল সম্ভাষণ।
কোলাকুলি করি বহু করিল রোদন॥
পিতা প্রতি চান্দরায় কহিল সাক্ষাতে।
তোমারে দুর্দ্দৈব কেন ঘটিল ইহাতে॥
আমারে আনিতে কেন লোক পাঠাইলা।
যেমন প্রসঙ্গ সব সাক্ষাতে কহিলা॥

(১) কেবল গৌরাঙ্গের ভঙ্গী কেবা ইহা জানে।

ঠাকুর হাসিয়া কহে চান্দরায় পানে।
এত সুখবাক্য কর্ণে জীবন মরণে॥
লজ্জা পাই রাঘবেন্দ্র করেন প্রণাম।
অপরাধ ক্ষমা কর হও কৃপাবান্॥
চান্দরায় প্রতি পিতা ভয় পায় মনে।
ক্ষম অপরাধ হও প্রসন্ন বদনে॥
পিতা পুত্রে কহে কর ধরিয়া কাঁদিলা।
বিকাইলু এই পায় সবংশে কিনিলা॥
পঞ্চ দিন দর্শন কৈল কীর্ত্তন নর্ত্তন।
আর দিনে প্রভুপদে কৈল নিবেদন॥
বিদায় হইয়া গেলা নিজ দেশ ঘরে।
রাজ্য করে প্রভু-আজ্ঞা পালয়ে অন্তরে॥
কথোদিন অন্তে আইল নবাবের স্থানে।
চান্দরায় কোথা তার দিলেন ফরমানে॥
ধাউড়িয়া চান্দরায়ে আনিল যাইয়া।
বহুত লস্কর সঙ্গে মিলিলা আসিয়া॥
আসিয়া নবাব সঙ্গে করিল মিলন।
আহিদি পরগণা তারে কৈল সমর্পণ॥ (১)
সে দিন রহিল তথা প্রভাতে বিদায়॥
কায় মনো বাক্যে তোমার কার নাহি দায়।
আহিদি লইয়া রায় নিজ ঘরে যায়।
কতেক লস্কর সঙ্গে বাজনা বাজায়॥
শ্রীকৃষ্ণভজন রীতি শুন ভাই সব।
দেখিয়া শুনিয়া সব কর অনুভব॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণ লেশ কথা।
বিশেষ লিখিতে মোর নাহিক যোগ্যতা॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রেম আনিল যেমনে।
ভাসিল অবনী মাঝে যত জীবগণে॥

(১) আহিদি কর মান হস্তে কৈল সমর্পণ।

যেন অকিঞ্চন ভক্তি শাস্ত্রে ত লিখয়।
তেন অকিঞ্চন হৈলা ঠাকুর মহাশয়॥
উপালম্ভ যে ব্যাপার আছয়ে যাহাতে।
দম্ভ মাৎসর্য্য মিশ্র আছয়ে তাহাতে॥
যেমত যে গুরু, তেন মত শিষ্য তাঁর।
স্পর্শমাত্রে গুণ জন্মে মহারত্ন সার॥
হেনই সাধনরীতি শিষ্যের ভজন।
দেখিয়া শুনিঞা হয় চমৎকার মন॥
আচার্য্য ঠাকুর আর ঠাকুর মহাশয়।
চৈতন্য নিতাইর প্রেম হইল উদয়॥
কত পরিত্রাণ হৈল ইহা সভা হতে।
না স্পর্শিল মোর গায় দুঃখ উঠে চিত্তে॥
আচার্য্য ঠাকুর বীরহাম্বীরে কৃপা কৈল।
ঠাকুর মহাশয় চাঁদরায়ে উদ্ধারিল॥
গুণে গানে সভারে করিয়ে নমস্কার।
রাধিকার পদযুগ ভজন যাঁহার॥
শ্রীরূপের মত যেই যার কণ্ঠে হার।
গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট ভজন যাহার॥
আচার্য্য ঠাকুরের শিষ্য হইল যতেক।
প্রধান প্রধান আমি লিখিব কতেক॥
ঠাকুর মহাশয়ের শাখা সংক্ষেপে লিখিব।
ক্রমে ক্রমে সব শাখা প্রবীণ হইব॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
যাহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন॥
আমি যে লিখিয়ে ইহা প্রভুর আজ্ঞাতে।
যে হইল প্রভু আজ্ঞা লিখিল সাক্ষাতে॥
শ্রীমুখে কহিল প্রভু যার যেই গুণ।
আমিহ লিখিয়ে তাহা শুধিবারে মন॥
শ্রীগোপালভট্ট শ্রীলোকনাথ দুই জন।
শ্রীনিবাস নরোত্তম পতিতপাবন॥

যতেক ইহার গুণ লিখা যায় কত।
কিঞ্চিৎ লেখিলু আমি অনুভব মত ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নিবেদন।
সেই পাবে সুখ গৌর যার প্রাণধন ॥
অপরাধ মোর কেহো না লইবে ইথে।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব এক কহিল সাক্ষাতে ॥
আজ্ঞাতে লিখিয়ে তাহা যেবা কেহ নিন্দে।
সেই সে জানিবে তাহা মোর নাহি অপরাধে ॥
ইহাতে যে লয় তাহে নাহি অপরাধ।
গোসাঞির আজ্ঞা ভঙ্গ হৈলে কার্য্য বাদ ॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেম বিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥

ইতি প্রেমবিলাসে অষ্টাদশ বিলাস।

ঊনবিংশ বিলাস।

—০:*:০—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর।
জয় জয় শ্যামানন্দ প্রেমরসপূর ॥
জয় জয় নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়।
জয় জয় রামচন্দ্র গুণের আলয় ॥
এবে কিছু কহি রামচন্দ্রের মহিমা।
যাঁহার ভজন-তত্ত্বের নাহিক উপমা ॥
এক দিন শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয়।
বনবিষ্ণুপুরে আছেন রাজার আলয় ॥
নিকটে আছয়ে তাঁর দুই ত ঘরণী।
ইঙ্গিত বুঝিয়া কাজ করয়ে তখনি ॥ (১)
স্নানাদি করিয়া তিঁহো আসনে বসিলা।
নিজ ইষ্টদেব-পূজা করিতে লাগিলা ॥
শ্রীমণিমঞ্জরী হয় নিজ সিদ্ধনাম।
মানসে ভাবিলা শ্রীলবৃন্দাবন ধাম ॥
ধ্যানস্থ হইয়া তবে সমাধি করিলা।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা তখন প্রত্যক্ষ হইলা ॥
দেখে রাধাকৃষ্ণ সব সখীগণ সঙ্গে।
যমুনাতে জলকেলি করিতেছে রঙ্গে ॥
জলক্রীড়ায় শ্রীরাধিকা অত্যন্ত মাতিলা।
পড়িল নাসার বেশর জানিতে নারিলা ॥
কিছুকাল ক্রীড়া করি উঠিয়া তীরেতে।
যার যেই বস্ত্রালঙ্কার লাগিলা পরিতে ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তখন রাধা পানে চায়।
নাসিকার বেশর দেখিতে নাহি পায় ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী ঠারে গুণমঞ্জরীর প্রতি।
কহিলা বেশর খুজি আনহ ত্বরিতি ॥
শ্রীগুণমঞ্জরী তবে ইঙ্গিত বুঝিয়া।
মণিমঞ্জরীকে কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥
যমুনার জলে তুমি করি অন্বেষণ।
শ্রীমতীর আভরণ কর আনয়ন ॥
এত কহি সব সখী কুঞ্জকে চলিলা।
এথা শ্রীমণিমঞ্জরী খুজিতে লাগিলা ॥
বহুক্ষণ অন্বেষিয়া না পায় দেখিতে।
ইতি উতি চায় চিত্ত হইলা ব্যথিতে ॥
এথা আচার্য্য ঠাকুরের ঘরণী দুই জন।
ধ্যানভঙ্গ না দেখিয়া করিছে চিন্তন ॥

---

(১) ইঙ্গিত বুঝিয়া কাজ করয়ে আপনি।

দিন গেল সন্ধ্যা হৈল হইলেক রাতি।
উচ্চস্বরে হরিনাম করিলেন কতি॥
শ্বাস পরশ্বাস নাই শরীর স্পন্দনে।
দেখিয়া আতঙ্ক হৈল দুজনার মনে॥ (১)
দিন গেল রাত্রি হৈল নাহিক চেতন।
দেখি উচ্চরবে দোঁহে করিছে ক্রন্দন॥
এ সব বৃত্তান্ত রাজা পাইলা শুনিতে।
ত্বরা করি আইলা নিজ প্রভুরে দেখিতে॥
ইহা শুনি ব্যাসাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ।
দেখিতে আইলা তবে আর ভক্ত সব॥
আচার্য্য ঠাকুরের অঙ্গ করি নিরীক্ষণে।
মহাপ্রভুর ভাবের কথা পড়ি গেল মনে॥
রাত্রি গেল দিবা হৈল তৃতীয় প্রহর।
তথাপি না স্পন্দিলেক প্রভুর কলেবর॥
দেখিয়া আচার্য্য দুই ঘরণী তখন।
করিতে লাগিলা উচ্চ করিয়া ক্রন্দন॥
রাজা আদি ভক্তগণ হইল বিষণ্ণ।
কি হৈল কি হৈল বলি স্থির নহে মন॥
ভক্তগণ প্রভুর অঙ্গ বহু পরীক্ষিল।
অনিষ্টের আশঙ্কা নাই বুঝিতে পারিল॥
সবে গুরুপত্নী দোঁহে সান্ত্বনা করিলা।
ঈশ্বরীর এক কথা মনে উপজিলা॥
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভুর শকতি।
সে দেখিলে বুঝিত প্রভুর ভাব যতি॥
ঈশ্বরী কহেন ওহে শুন মহারাজ।
রামচন্দ্রে আন শীঘ্র না করিহ ব্যাজ॥
রামচন্দ্রে আনাইতে উদ্যোগ করিল।
তখন রজনী শেষ প্রভাত হইল॥

এথা রামচন্দ্র প্রভুর দর্শন করিতে।
রজনী প্রভাতে আইলা রাজার বাড়ীতে॥
তাঁর আগমন ঈশ্বরীকে জানাইলা।
কবিরাজ লৈয়া রাজা অন্তঃপুরে গেলা॥
দূরে থাকি নিজ প্রভুর চরণ বন্দিলা।
প্রভুর ঘরণী দোঁহার পদ মাথে নিলা॥
প্রভু দেখি রামচন্দ্র কহে চিন্তা নাই।
কিছু কাল পরে বাহ্য পাবেন গোসাঞি॥
এত কহি রামচন্দ্র ধ্যানেতে বসিলা।
নিজ সিদ্ধদেহে ইষ্টদেবকে ভাবিলা॥
শ্রীকরুণামঞ্জরী নিজের সিদ্ধ নাম হয়।
সেই দেহে গেলা রাধাকৃষ্ণের আলয়॥
রাধাকৃষ্ণে প্রণমিয়া আর সখীগণে।
যমুনার তীরে তবে করিলা গমনে॥
দেখে জলে আছে নামি শ্রীমণিমঞ্জরী।
যমুনা নামিলা তেহোঁ বিলম্ব না করি॥
দেখে পদ্মপত্রে ঢাকা আছয়ে বেশর।
তুলি মণিমঞ্জরীর হাতে দিলেন সত্বর॥
বেশর পাইয়া হৃষ্টা হইয়া শ্রীমণিমঞ্জরী।
কহে সখি! চল কুঞ্জে অতি শীঘ্র করি॥
তথি হৈতে করিলেন কুঞ্জকে গমন।
গুণমঞ্জরীকে বেশর কৈলা সমর্পণ॥
গুণমঞ্জরী দিলা তাহা রূপমঞ্জরীর হাতে।
রূপমঞ্জরী পরাইলা রাধার নাসাতে॥
মনোহর রূপ তাতে বস্ত্র অলঙ্কার।
দেখিলে যুগলরূপ মন হরে সবাকার॥
মধুর যুগলরূপ করি দরশন।
বাহ্য পাইয়া রামচন্দ্র উঠিলা তখন॥
হরিধ্বনি করি তবে স্তব আরম্ভিলা।
বাহ্য পাইয়া শ্রীনিবাস উঠিয়া বসিলা॥

(১) অনিষ্ট আশঙ্কা হৈল দুজনার মনে।

কি দেখিনু রূপ বলি করয়ে রোদন।
রামচন্দ্রে আলিঙ্গিয়া মিলিলা নয়ন॥
রামচন্দ্র পড়ে নিজ প্রভু-পদতলে।
সব ভক্তগণ মিলি হরি হরি বোলে॥
তবে শ্রীঈশ্বরী আর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া।
হৃষ্টমনে দুই জনে পাক কৈলা গিয়া॥
নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন পাক হইলা।
ভোগ লাগাইয়া আচার্য্য ভোজন করিলা॥
প্রভু পাতে রামচন্দ্র প্রসাদ পাইল।
সব ভক্তগণ পরে প্রসাদ খাইল॥
আচমন করি সবে বিশ্রাম করি আসি।
কৃষ্ণকথা আলাপনে গোঙাইলা নিশি॥
রামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা অপার।
যে কিছু বর্ণিলু প্রভুর বাক্য অনুসার॥
এবে কিছু লিখি শ্যামানন্দের মহিমা।
দেবতাগণেও যাঁর দিতে নারে সীমা॥
ব্রজ হৈতে শ্যামানন্দ গৌড়দেশ দিয়া।
গড়ের হাট হৈয়া অম্বিকা উত্তরিলা আসিয়া॥
মহানন্দে মহাপ্রভু করিলা দর্শন।
হৃদয়চৈতন্যে কৈলা সাষ্টাঙ্গ বন্দন॥
বৃন্দাবন বিবরণ সব জানাইলা।
শুনি তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইলা॥
পুস্তক চুরির কথা শুনি হৈলা খেদান্বিত।
কিছু দিন শ্যামানন্দ এথা হৈলা অবস্থিত॥
কিছু কাল পরে এক পাইলা লিখন।
গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ দেখি আনন্দিত মন॥
এথা শ্রীগুরুর স্থানে বিদায় হইয়া।
নিজদেশ উৎকলেতে প্রবেশিলা গিয়া॥

জন্মভূমি অম্বুয়া ধারেন্দা গ্রামে আসি।
প্রকাশিলা প্রেমভক্তি অশেষ বিশেষি॥
করিলেন নাম-সংকীর্ত্তনের প্রচার।
করিলেন অনেক দস্যু পাষণ্ডী উদ্ধার॥
একদিন শ্যামানন্দ লৈয়া সঙ্কীর্ত্তন।
নানা স্থানে ভ্রমে হৈয়া আনন্দিত মন॥
সের খাঁ নামে পাঠান এক রাজপ্রতিনিধি।
সঙ্কীর্ত্তন শুনি ক্রোধে জ্বলে নিরবধি॥
সঙ্কীর্ত্তন করিতে সে করয়ে বারণ।
নাহি শুনে শ্যামানন্দ করে সঙ্কীর্ত্তন॥
ক্রোধে সে যবন-দস্যু যবন লইয়া।
খোল করতাল ভাঙ্গি দিল ফেলাইয়া॥
ক্রোধে শ্যামানন্দ করিলেন হুহুঙ্কার।
সব যবনের মনে হৈল ভয়ের সঞ্চার॥
যবনের দাড়ি গোঁপ সব পুড়ি গেল।
রক্ত বমি করি সবে অবসন্ন হৈল॥
শ্যামানন্দ নিজ স্থানে যাইলা তখন।
তবে নিজ স্থানে সবে করিলা গমন॥
পর দিনে শ্যামানন্দ বহু ঘটা করি।
করিলেন সঙ্কীর্ত্তনের দল বহুতরি॥
নানা স্থান দিয়া সবে কীর্ত্তন করিয়া।
যাইতে লাগিল সবে আনন্দিত হইয়া॥
সের খাঁ যবন দস্যু দেখি ত্বরা করি।
শ্যামানন্দের পদে প্রণাম কৈল বহুতরি॥
ওহে শ্যামানন্দ প্রভু কর মোরে দয়া।
কৈনু অপরাধ মোরে দেহ পদচ্ছায়া॥
সঙ্কীর্ত্তন ভঙ্গ করি যে দশা হইল।
সংক্ষেপ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
দাড়ি পুড়িল রক্ত গেল নাক মুখ দিয়া।
স্বপনের কথা কহিতে কান্দে মোর হিয়া॥

পহিলা দেখিনু এক রূপ ভয়ঙ্কর।
চড়-মারি কহে ওরে যবন পামর॥
আমি তোর আল্লা হই আহ্লাদ স্বরূপ।
এত বলি দেখাইলা গৌরবর্ণ রূপ॥
মোর নাম শ্রীচৈতন্য সবার আশ্রয়।
শ্যামানন্দ হয় মোর ভক্ত অতিশয়॥
তার স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র কররে গ্রহণ।
নহিলে হইবে তোর নরকে গমন॥
দেখিনু অপূর্ব্ব রূপ না ধরে নয়নে।
নয়নের অশ্রু মোর নহে নিবারণে॥
তুমি প্রভু জগদ্গুরু মোরে কর দয়া।
মো সম অধম নাহি, দেহ পদচ্ছায়া॥
ঐছে কতরূপ দৈন্য বিনয় করিলা।
দৈন্য দেখি শ্যামানন্দ তারে অনুগ্রহ কৈলা॥
মোর প্রভুর মুখে আমি এ সব শুনিনু।
তার আজ্ঞা শিরে ধরি বর্ণন করিনু॥
যবন উদ্ধারি শ্যামানন্দ রয়ণীতে গেলা।
তথা গিয়া প্রেমভক্তি বিস্তার করিলা॥
সুবর্ণরেখা নদীতীরে হয় সেই গ্রাম।
তথি আছয়ে রাজা অচ্যুতানন্দ নাম॥
রসিক মুরারি নামে তার পুত্রদ্বয়।
শ্যামানন্দ তাহে কৃপা কৈলা অতিশয়॥
বলরামপুর আর শ্রীনৃসিংহপুর॥
গোপীবল্লভপুরে শিষ্য করিলা প্রচুর॥
গোপীবল্লভপুরে বহু প্রেম বিতরিলা।
শ্রীগোবিন্দ সেবা রসিকেরে সমর্পিলা॥
রসিকানন্দের হয় মহিমা অপার।
তিঁহো কৈলা বহু যবন দস্যুর উদ্ধার॥
তাহার অনেক শিষ্য না যায় গণন।
ভাগ্যবন্ত জন তাহা করিব বর্ণন॥

একদিন শ্যামানন্দ গোপীবল্লভপুরে।
বসিয়া আছেন ভক্তগণ সঙ্গে করে॥
হেনকালে আইলা এক সন্ন্যাসীপ্রবর।
শ্যামানন্দ সঙ্গে বিচার হৈল বহুতর॥
বৈদান্তিক যোগিবর নানা শাস্ত্র জানে।
শ্যামানন্দ সঙ্গে বিচার হৈল বহু দিনে॥
যোগীর অদ্বৈতবাদ বিচারে খণ্ডিলা।
গোস্বামীর মত দ্বারা দ্বৈত সংস্থাপিলা॥
বিচারেতে যোগিবরের হইল পরাজয়।
মনে মনে শ্যামানন্দে বহু প্রশংসয়॥
রাত্রিযোগে যোগিবর দেখিল স্বপন।
শ্যামানন্দ হয় মহাপুরুষ রতন॥
গোয়ালা আছিল তিঁহো হইলা ব্রাহ্মণ।
ভজনের এত গুণ জানে সর্ব্বজন॥
পরদিন যোগিবর উঠিয়া সকালে।
আসিয়া পড়িল শ্যামানন্দ-পদতলে॥
মো সম অধম পাপী জগতে নাহি আর।
কৃপা করি মো পাপীরে করহ উদ্ধার॥
তবে শ্যামানন্দ মহাপুরুষরতন।
যোগীর মস্তকে ধরিলেন শ্রীচরণ॥
কৃপা করি তারে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিলা।
সাধনের রীতি যত সকল কহিলা॥
সেই যোগিবরের নাম হয় দামোদর।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে তিঁহো হইলা তৎপর॥
একদিন শ্যামানন্দ আছেন নির্জ্জনে।
দামোদর গিয়া কৈল দণ্ড পরণামে॥
শ্যামানন্দের রূপ দেখে পরম উজ্জ্বল।
জ্যোতির্ম্ময় পৈতা অঙ্গে করে ঝলমল॥
হেনকালে আইলা রসিকাদি ভক্ত সব।
দণ্ডবৎ প্রণাম করি কৈলা বহু স্তব॥

শ্যামানন্দ যজ্ঞোপবীত করিয়া গোপন।
তেজ ঢাকি আরম্ভিলা নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
অদ্বৈতপ্রভুর আবেশ এই মহাশয়।
নানারূপে প্রেমভক্তি লোকে বিতরয়॥
ঐছে কত করি যত পাষণ্ডীর গণে।
উদ্ধারিয়া প্রেমভক্তি কৈলা বিতরণে॥
শ্যামানন্দের ভজনের নাহিক উপমা।
কনকমঞ্জরী তার হয় সিদ্ধ নামা॥
শ্যামানন্দের চরিত বহু মুঞি কিবা জানি।
তবে যে লিখিনু কিছু গুরু-আজ্ঞা মানি॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া সাবধান।
এবে যে কহিয়ে তাহা কর অবধান॥
(কাঁটোয়া আর খণ্ডে যে হৈল মহোৎসব।
পাছে না বর্ণিনু এবে বর্ণিব মুঞি সব॥
বর্ণন করিতে ঠাকুরাণী আজ্ঞা কৈলা।
গুরু আজ্ঞা বলবতী হৃদয়ে ধরিলা॥
বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শুনি অদর্শন।
ভক্তগণের যত খেদ না যায় কহন॥)
এথা দাস গদাধর সরকার নরহরি।
কত খেদ কৈলা দোঁহে কহিতে না পারি॥
ক্রমে অতি ক্ষীণ হৈলা দাস গদাধর।
অল্পদিন মধ্যে হৈলা পৃথ্বি অগোচর॥
কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে গুপ্ত হৈলা।
যদুনন্দন আদি ভক্ত খেদ বহু কৈলা॥
দাস গদাধর প্রভুর শুনি সঙ্গোপন।
সরকার নরহরি বহু কৈলা বিলেপন॥
রঘুনন্দন সুলোচন যত ভক্ত ছিলা।
সধাকার নেত্রজলে অবনী তিতিলা॥
এইরূপে নরহরি শোকেতে কাতর।
এক দিন হৈলা সবার নেত্র অগোচর॥
অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা একাদশী দিনে।
সঙ্গোপন দেখি সবে করয়ে ক্রন্দনে॥
রঘুনন্দন সুলোচন যত কৈলা খেদ।
বর্ণিতে নারিল আমি তাহার কতেক॥
প্রভু ইচ্ছা মতে রঘুনন্দন হৈলা সুস্থ।
কাঁটোয়া যাইতে তবে করিলা মনস্থ॥
লোচন লইয়া সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন।
কাটোয়া নগরে গিয়া উপস্থিত হন॥
শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
দাস গদাধরের শিষ্য প্রিয় অতিশয়॥
তাঁর স্থানে চলিলেন শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীগৌরাঙ্গ দেখি অতি আনন্দিত মন॥
বহুবার করিলেন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।
যদুনন্দনের স্থানে করিলা পয়ান॥
কোলাকোলি করি দোঁহে দণ্ড প্রণমিলা।
অদর্শনের কথা কৈয়া বহুত কান্দিলা॥
প্রভু ইচ্ছামতে দোঁহে সুস্থির হইয়া।
মহোৎসবের দিন ধার্য্য করিলা বসিয়া॥
এথা মহোৎসবের সর্ব্ব আয়োজন করি।
খণ্ডে গেলা রঘুনন্দন প্রভু পদ স্মরি॥
তথি শ্রীমহোৎসবের আয়োজন হৈল।
সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিল॥
দাস গদাধর আর ঠাকুর নরহরি।
দোঁহার অন্ত্যেষ্টি মহোৎসব হবে ভারি॥
দুই নিমন্ত্রণ পাইলা সকল মহান্ত।
কাটোয়া নগরে চলে আনন্দ একান্ত॥
দিন কথো পূর্ব্বে রঘুনন্দন আনন্দিত হৈয়া।
লোচনাদি সঙ্গে করি আইলা কাঁটোয়া॥
রঘুনন্দন আসি কাজে নিযুক্ত হইলা।
সকল কাজের বিশেষ শৃঙ্খলা করিলা॥

এবে কহি মহান্তগণের আগমন।
দিঙ্‌মাত্র কহি সব না যায় বর্ণন॥
শ্রীমহাপ্রভুর শাখা আইলা যতেক।
নামমাত্র কহি আমি করি পরতেক॥
শ্রীপতি, শ্রীনিধি, বাণীনাথ, বসু কবিচন্দ্র।
রামদাস-সঞ্জয় আইলা, আর বিষ্ণানন্দ॥
কমলাকান্ত, বিষ্ণুদাস, শ্রীচন্দ্রশেখর।
আইলা চৈতন্যদাস, কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীধর॥
নয়ন পণ্ডিত, আর কবিকর্ণপুর।
জানকীনাথ, গোপালদাস, আচার্য্য পুরন্দর॥
আইলা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা যত॥
কিঞ্চিৎ কহিয়ে আমি অনুভব মত॥
মুরারি, চৈতন্যদাস, রঘুনাথ বৈদ্য।
উপাধ্যায় নারায়ণ, আমি মন্দ ভাগ্য॥
সনাতন, কৃষ্ণদাস. আর মনোহর।
নকড়ী, গোপালদাস, আর মহীধর॥
রামচন্দ্র কবিরাজ, বসন্ত, লবণী।
হরিহরানন্দ, কানু ঠাকুর গুণমণি॥
রামসেন, জ্ঞানদাস, আর দামোদর।
শ্রীকুমুদ আসিলেন, আর পীতাম্বর॥
নৃসিংহ চৈতন্য আর বৃন্দাবন দাস।
যিহোঁ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল করিলা প্রকাশ॥
প্রভু বীরচন্দ্র, মাধব আচার্য্য গুণমণি।
নিত্যানন্দ সুতা গঙ্গা যাহার ঘরণী॥
জগন্নাথ, মাধব আইলা দুই মহাশয়।
জগাই, মাধাই নাম যাঁদের কহয়॥
এই ত কহিল নিত্যানন্দ প্রভুর গণ।
এবে কহি অদ্বৈতগণের আগমন॥
বনমালি দাস, বিজয়, লোকনাথ পণ্ডিত।
ভোলানাথ, হৃদয়ানন্দ সেন, মুরারি পণ্ডিত॥
কানু পণ্ডিত, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী।
কৃষ্ণদাস, জনার্দ্দন দাস ভক্তি অধিকারী॥
অনন্তদাস, নারায়ণ, যাদব দাস বর্য্য।
হরিচরণ, রঘুনাথ, শ্রীরাম আচার্য্য॥
শ্রীমাধব আচার্য্য আইলা ভক্তিরসপুর।
যাঁর কৃষ্ণমঙ্গল গান পরম মধুর॥
অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, প্রভু শ্রীগোপাল।
অদ্বৈত প্রভুর পুত্রগণ পরম দয়াল॥
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির আইলা শাখা যত।
কিঞ্চিৎ কহিয়ে নাম অনুভব মত॥ (১)
চৈতন্য বল্লভ দাস (২) ভাগবতাচার্য্য।
পুষ্প গোপাল, গোপাল দাস, শ্রীহরি আচার্য্য।
শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র আর লক্ষ্মীনাথ।
কাষ্টকাটার জগন্নাথ আর রঘুনাথ॥
পণ্ডিত গোসাঞির ভ্রাতা বাণীনাথ হয়।
তাঁহার পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহাশয় (৩)
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য তাঁহার শকতি।
কাঁটোয়ায় আইলা তেঁহো মনে পাইয়া প্রীতি॥
যত ভক্ত আইলা তার কে করে গণন।
কিঞ্চিৎ করিল আমি দিগ-দরশন॥

(১) কিঞ্চিৎ কহিয়ে নাম করিয়ে বেকত।

(২) চৈতন্যবল্লভের বংশধর গোস্বামীগণ ঢাকা পঞ্চসার দেওভোগ প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

(৩) নয়নানন্দ মিশ্র গোস্বামীর বংশধর গোস্বামিপাদগণ মুর্শিদাবাদ ভরতপুরে বাস করিতেছেন।

যে যে স্থানে ছিলা মহান্ত অধিকারী যত।
সবেই আইলা মনে পাইয়া অতি প্রীত॥
প্রভুর সন্ন্যাসের স্থান সবে দরশন করি।
অবিরত বহিতেছে নয়নের বারি॥
তথি হইতে গেলা শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে।
দেখি শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি আনন্দ পাইলা মনে॥
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন আনন্দিত হিয়া
সংকীর্ত্তন আরম্ভিলা উল্লাসিত হৈয়া।
সকল মহান্ত নাচে আনন্দ অপার।
প্রেম-অশ্রু নয়নেতে বহে অনিবার॥
ভোগ আরতি তবে করিয়া দর্শন।
প্রসাদ পাইলা সবে আনন্দিত মন॥
কিছু দিন কাটোয়াতে অবস্থান করি।
খণ্ডকে গমন কৈলা আনন্দ অপারি॥
কিছুদিন আগে রঘুনন্দন খণ্ডকে আসিয়া।
শৃঙ্খলা করিলা কাজের আনন্দিত হৈয়া॥
সকল মহান্ত কৈলা খণ্ডকে গমন।
যথাস্থানে সবাকারে বাসা কৈলা দান॥
সকল মহান্ত খণ্ডে দিন কত থাকি।
কৈলা মহা মহোৎসব হৈলা অতি সুখী॥
একদিন সংকীর্ত্তনে সকল মহান্ত।
নাচে গায় পায় মনে আনন্দ একান্ত॥
হেনকালে এক অন্ধ আসিল তথায়।
নয়ন পাইল বীরচন্দ্র প্রভুর কৃপায়॥
ধন্য ধন্য বলি সবে হইল উল্লাস।
আগে বিস্তারিয়া আমি করিব প্রকাশ॥
দিন কথো মহান্তগণ রহিল সেথায়।
নিকেতনে গেলা পরে লইয়া বিদায়॥

মহান্ত বিদায় করি শ্রীরঘুনন্দন।
যত দুঃখ হৈল তার না যায় কহন॥
কিবা লিখি অগ্র-পশ্চাৎ বিচারিতে নারি।
কেবল লিখি ঠাকুরাণীর আজ্ঞা শিরে ধরি॥ (১)
শুন শুন শ্রোতাগণ হইয়া এক মন।
নরোত্তমের চরিত এবে করিব বর্ণন॥
শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্তের পরকাশে।
যে হৈল উৎসব তাহা বর্ণিল বিশেষে॥
পাছে ছয় বিগ্রহের নামমাত্র কৈল।
পুনরভিষেক বর্ণিতে গুরু আজ্ঞা হৈল॥
যৈছে শ্রীবিগ্রহ ষট্‌কের অভিষেক রীতি।
বর্ণন করিব এবে পাবে সবে প্রীতি॥
ওহে শ্রোতাগণ সবে কর অবধান।
পুনরভিষেকের আছে যে সব কারণ॥
সে সব বর্ণিব আমি ঈশ্বরী আদেশে।
ভাবিয়া চরণ তার হৃদয় আকাশে॥
যা দেখিল নিজ চক্ষে বর্ণিব সকল।
যাহাতে পাইলা প্রীতি মহান্ত সকল॥
(দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন হইতে ঈশ্বরী।
পরিকর সঙ্গে পুন আইলা খেতরি॥
আমিহ ঈশ্বরী সঙ্গে থাকি সর্ব্বক্ষণ।
এ চরণ ছাড়া নাহি হই কদাচন॥
মহাশয় শুনি ঠাকুরাণীর আগমন।
অনুব্রজি নিতে কবিরাজ সহ আগত হন॥
ঠাকুরাণী দেখি নরোত্তম রামচন্দ্র।
ভূমে পড়ি প্রণময়ে হইয়া সাষ্টাঙ্গ॥
প্রণমিয়া কুশলাদি সকল পুছিলা।
নম্রযোর যানে নিজ গৃহে নিয়া গেলা॥

(১) কেবল লিখি ঠাকুরাণীর বাক্য অনুসারী

ঠাকুরাণী শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবল্লবীকান্ত স্থায়ে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন আনন্দ হিয়ায়ে॥
শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া অতি প্রেমে গরগর।
বয়ান বহিয়া পড়ে নয়নের জল॥
কিছুক্ষণ পরে দেবী সুস্থির হইলা।
স্নান আহ্নিক ক্রিয়া সারি প্রসাদ পাইলা॥
কথোক্ষণ শ্রীঈশ্বরী বিশ্রাম করিলা।
মুখ ধৌত করি তবে আসনে বসিলা॥
রামচন্দ্র নরোত্তমের হৈল আগমনে।
প্রণাম করিয়া দুঁহে বসিলা আসনে॥
বৃন্দাবনের আলাপন আরম্ভ হইল।
লোকনাথের আশীর্ব্বাদ নরোত্তমে কৈল॥
নিজ প্রভুর আশীর্ব্বাদ শুনি মহাশয়।
প্রভুর চরণ স্মরি কান্দিলা অতিশয়॥
গোপাল ভট্টের আশীর্ব্বাদ রামচন্দ্রে কৈলা।
তিহোঁ তাঁর পদ স্মরি কান্দিতে লাগিলা॥
জীব গোসাঞি প্রভৃতির জানাইয়া আশীর্ব্বাদ।
তুঁহাকারে শ্রীঈশ্বরী করিলা প্রসাদ॥
দিন দুই চারি সুখে থাকিয়া খেতরি।
তথি হৈতে জাজিগ্রামে আইলা ঈশ্বরী॥
ঈশ্বরীর আগমন শুনি শ্রীনিবাস।
আগুসারি নিতে আইলা পরম উল্লাস॥
শ্রীঈশ্বরীর চরণেতে পরণাম করি।
আনন্দিত মনে তাঁরে আনিলেন বাড়ী॥
স্নান আহারাদি কার্য্য করি সমাপন।
করিলা আরম্ভ বৃন্দাবনের আলাপন॥
ভট্ট গোসাঞির আশীর্ব্বাদ শ্রীনিবাসে কৈলা।
প্রভুর চরণ স্মরি কান্দিতে লাগিলা॥

জীব গোস্বামী প্রভৃতির জানি সব তত্ত্ব।
নেত্রে আনন্দাশ্রু বহে মন উল্লাসিত॥
দিন দুই জাজিগ্রামে থাকিয়া ঈশ্বরী।
কিছুদিনে খড়দহে আসিলেন চলি॥
বৃন্দাবন হৈতে ঈশ্বরীর আগমন।
শুনি খড়দহবাসীর আনন্দিত মন॥
ঐছে ঠাকুরাণী খড়দহে চলি গেলা।
এথা নরোত্তমের এক ভাবের উদয় হৈলা॥
একদা মহাশয় সন্ধ্যা আরতি সমাধানে।
চাহিয়া আছেন শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় পানে॥
প্রিয়া শূন্য শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া তখন।
মনে এক দিব্য ভাবের হৈল উদ্দীপন॥
এমন সুদিন কি আর আমার হইব।
এ নয়নে যুগলমূর্ত্তি দেখিতে পাইব॥
যুগলমূর্ত্তি দেখিলে আনন্দ হৈল কত।
কহিতে না পারিব করিয়া বেকত॥
প্রিয়াসহ আরো কৃষ্ণমূর্ত্তি সংস্থাপিতে।
উদয় হইল আজি আমার চিত্তেতে॥
শ্রীকৃষ্ণের সংসার করিয়া দরশন।
জুড়াউক অঙ্গ, পবিত্র হউক নেত্র মন॥
প্রভু মোর এমন দিন কবে ঘটাইব।
কৃষ্ণের সংসার দেখি আনন্দে মজিব॥
ইহা ভাবি মহাশয় হইলা আকুল।
বাহ্যজ্ঞান শূন্য রাত্রি হইল বহুল॥
প্রভু ইচ্ছামতে তাঁর নিদ্রা আকর্ষিলা।
স্বপনেতে ভগবান তাঁরে দেখা দিলা॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত হাসিয়া কহিলা।
ওহে নরোত্তম মনস্কাম সিদ্ধি হৈলা॥
তুমি মনে কৈলে আরো মূর্ত্তি সংস্থাপিবে।
কৃষ্ণের সংসার দেখি আনন্দে ভাসিবে॥ (১)

(১) কৃষ্ণের সংসার দেখি আনন্দে মজিবে।

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করা এই কার্য্য মোর।
তুমি পরম ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ হবে তোর॥
ওরে নরোত্তম তুমি করহ দর্শন।
প্রিয়াসহ ছয় মূর্ত্তি করিলু ধারণ॥
এই ছয় মূর্ত্তি তুমি করহ স্থাপন।
নাম কহি তাহা তুমি করহ শ্রবণ॥
গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ আর হয়।
ব্রজমোহন, রাধারমণ, রাধাকান্ত এই ছয়॥
অহে নরোত্তম আমি গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত রূপে।
তোমার গৃহে বিরাজ করিয়াছি মহা সুখে॥
এই মূর্ত্তিদ্বয় মোর অন্তর্হিত হৈল।
শ্রীমন্দির শূন্য এবে পড়িয়া রহিল॥
শীঘ্র পুন ছয় বিগ্রহ করহ প্রকাশ।
দেখিয়া সকল লোকের হইবে উল্লাস॥
শ্রীবিগ্রহ ষট্‌কের অভিষেক কালে।
এই মূর্ত্তিদ্বয় মোর হইবে মিশালে॥
গৌরাঙ্গে গৌররায় মিলিয়া যাইবে।
বল্লবীকান্ত বল্লবীকান্তে একতা পাইবে॥
এই ছয় মূর্ত্তিতে আমি হব অধিষ্ঠান।
করিলে দর্শন সব জীব হবে ত্রাণ॥
এত কহি ভগবান অন্তর্হিত হৈলা।
সেইক্ষণে নরোত্তম জাগিয়া বসিলা॥
ভগবানের দরশনে আনন্দে বিভোর।
অদর্শনে যে দুঃখ হৈল তার নাহি ওর॥
হেনকালে হৈল মঙ্গল আরতি সময়।
শ্রীমন্দিরের দ্বারেতে আইলা মহাশয়॥
রামচন্দ্র কবিরাজ মিলিলা তথায়।
দ্বার উদ্ঘাটিলা পূজারী আনন্দ হিয়ায়॥

শ্রীমন্দিরে দেখে শ্রীবিগ্রহ নাহি তথা।
কি হৈল কি হৈল বলি পাইলা বড় ব্যথা॥
শূন্য গৃহ দেখি মহাশয় কান্দিতে লাগিলা।
রামচন্দ্র কবিরাজ খেদান্বিত হৈলা॥
সে সময়ে ক্রন্দনের হইলেক ধ্বনি।
সবে ব্যস্ত হৈয়া কান্দে তিতিলা অবনী॥
প্রভু ইচ্ছা মতে মহাশয় সুস্থির হইলা।
ক্রমে ক্রমে সবাকারে সুস্থির করিলা॥ (১)
রামচন্দ্রে কহিলেন স্বপনের অবস্থা।
বিগ্রহ ষট্‌কের অভিষেকের করহ ব্যবস্থা॥
বিষ্ণুপুর হইতে আচার্য্য ঠাকুরে আনাইয়া।
করহ উচিত কার্য্য উল্লাসিত হৈয়া॥
ঐছে কহি পূজারীকে কহিলা তখন।
শালগ্রামে বিগ্রহদ্বয়ের করিহ পূজন॥
যে পর্য্যন্ত বিগ্রহের পুনঃ প্রকাশ না হবে।
তদবধি শালগ্রামে পূজন করিবে॥
ইহা কহি বসিয়াছো রামচন্দ্র সনে।
আচার্য্যের পত্রী এক আইল সেইক্ষণে॥
পত্র পাইয়া নরোত্তমের হরষিত মন।
পত্রে লেখা "আচার্য্যের বৃন্দাবন গমন"॥
বৃন্দাবনে আচার্য্যের গমন জানিয়া।
সদা উৎকণ্ঠিত আছে স্থির নহে হিয়া॥
রামচন্দ্রে নরোত্তম কহে একদিন।
আচার্য্য আনিতে তুমি যাহ বৃন্দাবন॥
তবে রামচন্দ্র কবি বৃন্দাবনে গেলা।
এথা নরোত্তম নীলাচলেতে চলিলা॥
জগন্নাথ দেখিলা মহাপ্রভুর লীলাস্থান।
দেখি শ্যামানন্দ-স্থানে করিলা পয়ান॥

(১) একে একে সবাকারে সুস্থির করিলা॥

কিছুদিন থাকি কৈল গৌড়েতে গমন ।
খড়দহ শান্তিপুর অম্বিকা ভ্রমণ ॥
নবদ্বীপ খণ্ড হৈয়া কাঁটোয়া নগর ।
একচাকা হৈয়া তিঁহো আইলেন ঘর ॥
ঘরে আসি শ্রীবিগ্রহ স্থাপিতে মনে কৈলা ।
নিশাযোগে নরোত্তম স্বপনে দেখিলা ॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ আর হয় ।
ব্রজমোহন রাধাকান্ত রাধারমণ এই ছয় ॥
প্রিয়া সহ ছয় বিগ্রহ করিয়া দর্শন ।
যৈছে আনন্দিত হিয়া না যায় বর্ণন ॥
স্বপ্ন দেখি নরোত্তম জাগিয়া বসিলা ।
আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জিয়া রাত্রি পোহাইলা ॥
রজনী প্রভাতে তিঁহো প্রাতঃকৃত্য করি ।
বিগ্রহ গঠিতে আয়োজন কৈলা বড়ি ॥
শিলা আনি, কারিকর করি আনয়ন ।
প্রিয়া সহ ছয় বিগ্রহ করাইলা গঠন ॥ (১)
পঞ্চ কৃষ্ণমূর্ত্তি হৈল অতীব উত্তম ।
ভালরূপে গৌরমূর্ত্তির না হইল গঠন ॥
অতি যত্ন করে তবু গঠন না হয় ।
দেখি ঠাকুর মহাশয়ের চিন্তা অতিশয় ॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
স্বপনেতে শ্রীচৈতন্য দেখা দিলা তাঁরে ॥
রাত্রিযোগে স্বপনে দেখিলা মহাশয় ।
শিওরে বসিয়া শ্রীচৈতন্য ধীরে ধীরে কয় ॥
ওহে বাপু নরোত্তম শুন দিয়া মন ।
বহু যত্নেও মোর মূর্ত্তির না হয় গঠন ॥
এ মূর্ত্তিতে আমি অধিষ্ঠান নাহি হব ।
আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি তোমারে কহিব ॥
সন্ন্যাসের পূর্ব্বে নিজ মূর্ত্তি নিরমিয়া ।
কেহ নাহি জানে রাখি গঙ্গায় ডুবাইয়া ॥
তুমি প্রেমমূর্ত্তি মোর, তোরে করি অনুগ্রহ ।
বিপ্রদাসের ধান্য গোলায় রেখেছি বিগ্রহ ॥
এত বলি শ্রীচৈতন্য হৈলা অন্তর্দ্ধান ।
জাগি দেখে নরোত্তম হইয়াছে বিহান ।
উঠি প্রাতঃকৃত্য করিয়া মহাশয় ।
লোকেরে জিজ্ঞাসে বিপ্রদাসের আলয় ॥
একজন কহে আসি নরোত্তম পাশে ।
বিপ্রদাস এক ধনী এই দেশে বৈসে ॥
ধান্য সর্ষপাদি বহু শস্য আছে তার ।
সদাই করয়ে তিঁহো শস্যের ব্যাপার ॥
শুনি নরোত্তম গেলা তাঁহার আলয় ।
মহাশয়ে দেখি বিপ্রদাস প্রণাম করয় ॥
তিঁহো কহে কেনে তোমার ইহা আগমন
মহাশয় কহে বিশেষ আছে প্রয়োজন ॥
নরোত্তম কহে তোমার ধান্যগোলায় যাব
বিপ্রদাস কহে হেন কার্য্য না হইব ॥
তথি আছয়ে বহু জাতি সাপের ভয় ।
মানুষ দেখিলে বহু গর্জ্জন করয় ॥
সর্প-ভয়ে কেহ তথি না পারে যাইতে ।
অনেক আছয়ে ধান্য অনেক দিন হৈতে ॥
নরোত্তম কহে তুমি কিছু না ভাবিবে ।
আমি গেলে সর্প সব পলাইয়া যাবে ॥
এত কহি নরোত্তম কৈলা ধান্যগোলাতে গমন ।
সর্পগণ অন্তর্দ্ধান হইলা তখন ॥
গোলা হৈতে তুলিলেন চৈতন্যের মূর্ত্তি ।
দেখিয়া সকল লোকের গেল সব আর্ত্তি ॥

(১) প্রিয়া সহ ছয় বিগ্রহ করাইলা নির্ম্মাণ ।

সেই হৈতে হৈল সর্পভয়ের নিবৃত্তি।
বিপ্রদাসের মনে হৈল আনন্দের স্ফূর্ত্তি॥
সবংশেতে বিপ্রদাস আসিয়া তখন।
ঠাকুর মহাশয়ের লৈলা চরণে শরণ॥
নরোত্তম গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি সংস্থাপিলা। (১)
রূপ দেখি সকলের আনন্দ জন্মিলা॥
পূর্ব্বে যে গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি দেখিল নয়নে।
কহে সেই এই, ইথে কিছু নহে ভিনে॥
মহাশয়, শ্রীনিবাস আচার্য্যের না পাইয়া লিখন।
সদাই উদ্বিগ্ন মন করে উচাটন॥
হেন কালে এক পত্রী দিলা মহাশয়ের করে।
রামচন্দ্র সহ আচার্য্য আইলা বিষ্ণুপুরে॥
এথা রামচন্দ্র শ্রীআচার্য্য প্রভু সনে।
খড়দহ শান্তিপুর হৈয়া অম্বিকা গমনে॥
নবদ্বীপ খণ্ড হৈয়া আইলা যাজিগ্রাম।
তথি হইতে কাটোয়া করিলা পয়ান॥
তথি মহাপ্রভু তবে দরশন কৈলা।
কিছু দিন থাকি তেলিয়া বুধরিতে গেলা॥
বুধরিতে আগমন শুনি মহাশয়।
জন কত সঙ্গে গেলা রামচন্দ্রালয়॥
নরোত্তমের আগমন শুনি দূর হৈতে।
রামচন্দ্র সহ আচার্য্যে আইলা তাঁরে নিতে॥
নরোত্তম শ্রীনিবাস আচার্য্যে প্রণমিতে।
আলিঙ্গন কৈলা তিঁহো না পারে ছাড়িতে॥
রামচন্দ্র নরোত্তমে প্রণাম করিলা।
প্রতি প্রণাম করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা॥

(১) নরোত্তম গৌরমূর্ত্তি গৃহেতে আনিলা।

গোবিন্দ আসিয়া নরোত্তমে প্রণমিলা।
তিঁহো তাঁরে আলিঙ্গিয়া হৃদয়ে ধরিলা॥
তবে সবে করিলেন গৃহেতে গমন।
বসিয়া করিলা বৃন্দাবনের আলাপন॥
রামচন্দ্রে গোস্বামীরা অনুগ্রহ কৈলা।
লোকনাথের আশীর্ব্বাদ নরোত্তমে জানাইলা॥
নরোত্তম প্রভু বলি করিলা ক্রন্দন।
অতি কষ্টে তিঁহো স্থির করিলেন মন॥
বিগ্রহ নির্ম্মাণ-কথা সব জানাইলা।
গৌরাঙ্গ প্রাপ্তির কথা সকল কহিলা॥
শুনি আচার্য্যাদি সবে আনন্দিত হিয়া।
ধন্য ধন্য করি সবে উঠিল কহিয়া॥
শ্রীনিবাস কহে রামচন্দ্রাদিকে নিয়া।
অভিষেকের উদ্‌যোগ কর খেতরিতে গিয়া॥
আমি শীঘ্র আসিব তুমি করহ গমন।
শুনি সবা লইয়া খেতরী কৈলা আগমন॥
খেতরী আসিয়া সর্ব্ব আয়োজন কৈলা।
একেক কাজে একেক জনে নিযুক্ত করিলা॥
যে যে স্থানে ছিলা শ্রীমহাপ্রভুর গণ।
সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পত্রী করিলা প্রেরণ॥
ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথি শ্রীবিগ্রহগণে।
অভিষেক করি বসাইবে সিংহাসনে॥
অহোরহঃ সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল
শুনি পাষণ্ডীর মাথে বজ্রাঘাত হৈল॥
এবে কহি মহান্তগণের আগমন।
সাবধান হইয়া সবে করহ শ্রবণ॥
শ্রীনিবাস রামচন্দ্র আর শ্রীগোবিন্দ।
ব্যাসাচার্য্য কৃষ্ণবল্লভ দিব্যসিংহ প্রেমানন্দ॥

কর্ণপুর বংশীদাস আর শ্যামদাস।
বুঁধুইপাড়া হৈতে আইলা শ্রীগোপাল দাস॥
কাঞ্চন নগড়িয়ার শ্রীগোকুল বিদ্যাবন্ত।
আসিলা যতেক লোক নাহি তার অন্ত॥
রসিক মুরারি আদি ভক্ত সঙ্গে করি।
উৎকল হইতে শ্যামানন্দ আইলা খেতরী॥
খড়দহ হইতে আইলা জাহ্নবা ঈশ্বরী।
আইলা তাঁর যত ভক্ত কিছু নাম বলি॥
পুত্র-বীরচন্দ্র প্রভু জগদ্দুর্লভ। *
মাধব আচার্য্য জামাই গঙ্গার বল্লভ॥
কৃষ্ণদাস সূর্য্যদাস আর রঘুপতি।
মুরারি চৈতন্যদাস শ্রীজীব পণ্ডিতি॥
নৃসিংহ গৌরাঙ্গদাস কমলাকর পিপ্পলাই।
মীনকেতন রামদাস শঙ্কর কানাই॥
নারায়ণ সনাতন নকড়ি মনোহর।
গোপাল বৃন্দাবন রামসেন দামোদর॥
জ্ঞানদাস কুমুদ আর পীতাম্বর।
রামচন্দ্র নৃসিংহ আর আইলা হলধর॥
আইলা যতেক ভক্ত নাম লব কত।
কিঞ্চিৎ কহিয়ে আমি অনুভব মত॥ (১)
হালিসহর গ্রামে নয়ন ভাস্কর আছিলা।
রঘুনাথ আচার্য্য সহ খেতরী আইলা॥
হৃদয়চৈতন্য নিজ ভক্তগণ সঙ্গে।
খেতরীতে আইল তিঁহো পরম আনন্দে॥
শান্তিপুর হইতে আইলা দুই মহাশয়।
গোপাল অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত তনয়॥

তাঁর সঙ্গে আইলেক ভক্তগণ যত।
এবে কিছু কহি নাম করিয়া বেকত॥
কানু পণ্ডিত বিষ্ণুদাস আচার্য্য জনার্দ্দন।
কামদেব বনমালী দাস নারায়ণ॥
পুরুষোত্তম শ্যামদাস মাধব আচার্য্য।
যার কৃষ্ণমঙ্গল গানে সবার হরে ধৈর্য্য॥
শ্রীচৈতন্যের অদ্বৈতের শিষ্য প্রিয়তম।
চৈতন্য কৃপায় গেল সংসার বন্ধন॥
নবদ্বীপ হৈতে শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি করি।
উল্লাসিত হৈয়া সবে আসিলা খেতরী॥
কাটোয়ার যদুনন্দন ভক্ত সঙ্গে করি।
আকাই হাটের কৃষ্ণদাস সহ আইলা খেতরী॥
খণ্ড হৈতে আইলেন শ্রীরঘুনন্দন।
সঙ্গে করি লোচন দাস আদি ভক্তগণ॥ (১)
শিবানন্দ বাণীনাথ শ্রীহরি আচার্য্য।
জিতামিশ্র কাশীনাথ ভাগবতাচার্য্য॥
পণ্ডিত গোসাঞির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দ।
পুষ্পগোপাল গোপালদাস আর ধ্রুবানন্দ॥
রঘুমিশ্র শ্রীউদ্ধব কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ। *
আসিল যতেক তার নাম লব কত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্ত যে যে স্থানে ছিলা।
ক্রমে ক্রমে আসি সবে খেতরী মিলিলা॥
নরোত্তম সবে বহু করিলা সম্মান।
যথাস্থানে সকলকে বাসা কৈলা দান॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীসন্তোষ আদি কথো জন।
সবার সেবার কার্য্যে হৈলা নিয়োজন॥

---

* জগদ্দুর্লভ, বীরচন্দ্র প্রভুর বিশেষণ।
(১) কিঞ্চিৎ কহিয়ে আমি করিয়া বেকত।

(১) লোচনদাস আদি সঙ্গে খেতরী ভবন।
* বৰ্দ্ধমান কাটকাটা গ্রামে জগন্নাথ স্বামীর বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

আহারাদি সমাপিয়া সকল মহান্ত।
রাত্রে নিদ্রা গেল মনে আনন্দ একান্ত॥
রাত্রিযোগে নরোত্তম দেখিছে স্বপন।
শ্রীচৈতন্য আসি তারে কহিছে বচন॥
কালি মহাসঙ্কীর্ত্তনে ভক্তগণ সনে।
করিব নর্ত্তন সবে দেখিবে নয়নে॥
এত কহি নরোত্তম মাথে পদ ধরি।
হইলেন অন্তর্দ্ধান গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
মহানন্দে নরোত্তম জাগিলা ত্বরিতে।
দেখিলা রজনী প্রায় হৈয়াছে প্রভাতে॥
ঠাকুর মহাশয় আদি প্রাতঃকৃত্য সারি।
মহাভিষেক আরম্ভিলা কৈলা ত্বরা করি॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য গিয়া জাহ্নবার স্থানে॥
অনুমতি লইলেন করিয়া প্রণামে॥
নরোত্তম করিলেক বহুত প্রণতি।
সর্ব্ব মহান্তের ক্রমে লৈলা অনুমতি॥
যত সব মহান্তের অনুমতি লৈয়া।
আরম্ভ করিলা কার্য্য আনন্দিত হৈয়া॥
নরোত্তম ঠাকুর প্রেমে হৈয়া মগন।
আনন্দিত হিয়া আঁখি ঝরে অনুক্ষণ॥
স্বপনে বিগ্রহের নাম যাহা পাইয়াছিলা।
সেই সব নাম তবে কহিতে লাগিলা॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ আর হয়।
ব্রজমোহন রাধারমণ রাধাকান্ত এই ছয়॥

তথাহি শ্রীঠাকুর-মহাশয়-কৃত-পদ্যং।

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥

শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেকের বিধিমতে।
ছয় বিগ্রহে অভিষেক কৈলা আনন্দিত চিত্তে॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি শ্রীবিগ্রহগণে।
অভিষেক করি বসাইলা সিংহাসনে॥
নানা বস্ত্র অলঙ্কার লইয়া শ্রীনিবাসে।
পরায় বিগ্রহগণে মনের হরিষে॥
শ্রীবিগ্রহ দেখি তবে সকল মহান্ত।
নেত্রে ধারা বহে আনন্দের নাহি অন্ত॥
স্বর্গে থাকি দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
জয় জয় জয় ধ্বনি হৈল অনিবারে॥
নানা বাদ্যধ্বনিতে সবার মন হরে।
বেদপাঠ করে বিপ্র সুমধুর স্বরে॥
দোলযাত্রা মহোৎসব ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
মহাপ্রভুর জন্মদিন উৎসবের নাই সীমা॥
দশাক্ষর শ্রীগোপাল মন্ত্রের বিধানে।
পূজিলা বিগ্রহ-বটকে আনন্দিত মনে॥
পূজা সমাধিয়া তবে আরতি করিলা।
দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত হৈলা॥
আরতি হইলে শেষ মহান্ত সকলে।
পরম আনন্দে প্রণময়ে ভূমিতলে॥
নরোত্তম সুখের সাগরে সাঁতারিয়া।
এই মন্ত্রে প্রণময়ে ভূমে লোটাইয়া॥

তথাহি তৎকৃত পদ্যং।

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥

মহানন্দে শ্রীনিবাস করি নমস্কার।
ভোজন সামগ্রী আনায় বিবিধ প্রকার॥
পৃথক্ পৃথক্ ভোগ করিয়া সাজন।
ভোগ লাগায় শ্রীনিবাস আনন্দিত মন॥
কিছু কাল গেলে তবে আচমন দিলা।
তাম্বুল অর্পণ করি দ্বার উদ্‌ঘাটিলা॥

(জাহ্নবা ঈশ্বরী আসি দেখিয়া বিগ্রহ।
আনন্দে প্রণমে মুহুঃ করিয়া আগ্রহ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য তবে আসিয়া অঙ্গনে।
ভূমে পড়ি পুনঃ পুনঃ করয়ে প্রণামে॥
মহাপ্রভু-পরিকরে প্রণমে বার বার।
সবে আলিঙ্গয়ে নেত্রে আনন্দাশ্রুধার॥
শ্রীনিবাস, শ্রীজাহ্নবা চরণে প্রণময়।
তিঁহো অনুগ্রহ তাঁরে কৈলা অতিশয়॥
(শ্রীজাহ্নবা শ্রীনিবাসে কিছু জিজ্ঞাসিলা।
কৈছে শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা সমাধান কৈলা॥
(তিঁহো কহে গোস্বামিগণের আজ্ঞা দ্বারে।
রাধাকৃষ্ণ যুগল মন্ত্রে পূজিনু চৈতন্যেরে॥
দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে তাঁর পূজার বিধানে।
চৈতন্য পূজিতে আজ্ঞা কৈলা গোস্বামীর গণে॥
ভাল বলি জাহ্নবা প্রশংসে সবার ঠাঞি।
রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তি চৈতন্য গোসাঞি॥
এত কহি শ্রীজাহ্নবা নীরব হইলা।
নরোত্তম আসি তাঁর পদে প্রণমিলা॥
শ্রীঈশ্বরী অনুগ্রহ কৈলা নরোত্তমে।)
চৈতন্য পার্ষদে নরোত্তম করিলা প্রণামে॥
চৈতন্যের পরিকর আনন্দিত চিতে।
আলিঙ্গিলা নরোত্তমে না পারে ছাড়িতে॥
(শ্রীঈশ্বরী করিলা আজ্ঞা শ্রীনিবাস প্রতি।
শ্রীমালা চন্দন দেহ ভক্ত আছে যতি॥
শ্রীনিবাস প্রসাদি মালা চন্দন আনিয়া।
প্রভু পরিকরে দিলা পৃথক্ করিয়া॥
সব ভক্তগণে তবে করিলা অর্পণে।
সবেই ভূষিত হৈলা শ্রীমালা চন্দনে॥)

সকল মহান্ত শ্রীল নরোত্তম প্রতি।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিতে কৈলা অনুমতি॥
তবে নরোত্তম সবে করি প্রণিপাত।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিলা হৈয়া উল্লাসিত॥
প্রথমেই খোলবাদ্য করে দেবীদাস।
তালে করতাল বাদ্য করে গৌরাঙ্গদাস॥
বল্লভ, গোকুল আদি যত ভক্তগণ।
করিতে লাগিলা মধুরস্বরে সঙ্কীর্ত্তন॥
যত চৈতন্যের ভক্ত কীর্ত্তনে আসিয়া।
উর্দ্ধবাহু করি নাচে গৌরাঙ্গ বলিয়া॥
শ্রীরাধার ভাবে মগ্ন শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
সেই ভাবের গীত গায় পাইয়া আনন্দ॥
নরোত্তমের কণ্ঠধ্বনি অতি সুমধুরে।
আকর্ষিলা গোরাচাঁদে রহিতে না পারে॥
মহাভক্ত নরোত্তমের ভক্তির প্রভাবে।
গণসহ গৌররায় হৈলা আবির্ভাবে॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর।
শ্রীমুরারি, হরিদাস, স্বরূপ-দামোদর॥
রূপ, সনাতন, গৌরীদাসাদি লইয়া।
সঙ্কীর্ত্তনে করে নৃত্য আনন্দিত হৈয়া॥
[illegible]ই কালে সবে হৈলা আত্ম-বিস্মরিত।
নেত্রে ধারা বহে নাচে হৈয়া আনন্দিত॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি যত ভক্তগণ।
সবারে লইয়া নাচে শচীর নন্দন॥
যত যত ভক্ত ছিল কারো বাহ্য নাই।
আনন্দে নাচয়ে অদ্বৈত গৌরাঙ্গ নিতাই॥
কে বুঝিতে পারে প্রভুর অলৌকিক লীলা।
যৈছে প্রকটিলা তৈছে অদর্শন হৈলা॥
গণসহ প্রভু না দেখিয়া সঙ্কীর্ত্তনে।
বাহ্য পাইয়া সবে মহা করিছে ক্রন্দন॥

নরোত্তম, শ্যামানন্দ আর শ্রীনিবাস।
ভূমি লোটাইয়া কান্দে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
ক্ষণে মূর্চ্ছাপন্ন হৈয়া পড়য়ে ভূতলে।
বয়ন ভাসিয়া যায় নয়নের জলে॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য আদি সবে হইলা স্থির।
গোরা বলি মহাশয় কান্দিয়া অস্থির॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি গৌরভক্ত যত।
প্রবোধিয়া নরোত্তমের স্থির কৈলা চিত।
নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ গৌররায়।
তোমার প্রেমাধীন দর্শন দিলা মো সবায়॥
সবে কোলাকোলি করি বন্দয়ে চরণ।
যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণন॥
শ্রীনিবাস, নরোত্তম অচ্যুতের পায়।
প্রণমিয়া কহে ফাগু দেহ প্রভুর গায়॥
এত কহি এথা বহু ফাগু আনাইলা।
(শ্রীবিগ্রহের গায় ফাগু শ্রীজাহ্নবী দিলা॥
অচ্যুত, গোপাল, নরোত্তম, শ্রীনিবাস।
বীরচন্দ্র, শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র দাস॥
হৃদয়চৈতন্য আর শ্রীরঘুনন্দন।
যত ভক্ত ছিল তার কে করে গণন॥
সবে আসি ফাগু দেয় শ্রীবিগ্রহের গায়।)
যে হৈল আনন্দ তাহা লিখা নাহি যায়॥
বিগ্রহেরে ফাগু দিয়া সকল মহান্ত।
পরস্পর ফাগু দেয় সুখের নাহি অন্ত॥
কৃষ্ণলীলা গায়, ফাগু ফেলে অনুক্ষণ।
দশদিক্ জলস্থল রক্তিম বরণ॥
কীর্ত্তন সমাপ্ত করি মহান্ত সকলে।
প্রসাদ ভক্ষণ করে অতি কুতূহলে॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সামগ্রী বহুতে।
ভোজন করিলা সবে আনন্দিত চিতে॥

সন্ধ্যা হৈল আরতি দেখিলা সর্ব্বজন।
কিছু কাল করিলেন নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
মহাপ্রভুর জন্মতিথি অভিষেক করিতে।
আনিলেন গৌররায় প্রাঙ্গণ মধ্যেতে॥
শ্রীঈশ্বরীর আজ্ঞায় আচার্য্য শ্রীনিবাস।
অভিষেক আরম্ভিলা মনেতে উল্লাস॥
শ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রা বিধি অনুসারে।
পূজয়ে গৌরাঙ্গচাঁদ হরিষ অন্তরে॥
পাদ্মোক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীযুগল ধ্যানে।
যোড়শ উপচারে পূজিলা আনন্দিত মনে॥
কৃষ্ণ গৌর এক ইথে ভেদ বুদ্ধি যার।
সে যায় নরকে তার নাহিক নিস্তার॥
ভোগ দিয়া শ্রীবিগ্রহেরে করাইলা শয়ন।
সকল মহান্ত কৈলা প্রসাদ ভক্ষণ॥ (১)
বিশ্রাম করিয়া সবে মনের হরিষে।
রাত্রি গোঞাইলা সবে কৃষ্ণ লীলাগান রসে।
মঙ্গল আরতি সবে করি দরশন।
স্ব স্ব কার্য্যে সকলেই করিলা গমন॥
সেই দিন এথা থাকি প্রসাদ পাইয়া।
পর দিনে গেলা সবে বিদায় হইয়া॥
সে সময়ে নরোত্তমের যে দুঃখ হইল।
কিছুই লিখিতে তাহা আমি না পারিল॥
নরোত্তমের স্লোকা রীতি অতি চমৎকার।
যৈছে বন্দোবস্ত তা বর্ণিতে সাধ্য কার॥
বৈদ্যবংশোদ্ভব হয় শ্রীলোচন দাস।
শ্রীনরহরির শিষ্য শ্রীখণ্ডেতে বাস॥ (২)
চৈতন্যমঙ্গল গান তাঁহার রচিতে।
সদা গীত হয় নরোত্তমের বাড়ীতে॥

(১) চরণামৃতাদি লইলা মহান্তের গণ।
(২) শ্রীনরহরির শিষ্য কো-গ্রামেতে বাস।

প্রথমে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান হয়।
তার পরে কৃষ্ণমঙ্গল গান করয় ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গান অতি চমৎকার।
শুনিলে দ্রবয়ে চিত্ত আনন্দাশ্রু ধার ॥
শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ।
রচিলা মাধব আচার্য্য করি নানা ছন্দ ॥
মাধব আচার্য্য গুণ বর্ণিয়ে কিঞ্চিৎ।
যাহার চরিত্র গুণ জগতে বিদিত ॥
দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্ব গুণের আকর।
বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর ॥
তাহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম।
প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম ॥
জ্যেষ্ঠ সনাতন কনিষ্ঠ পরাশর কালিদাস। *
পরম পণ্ডিত সর্ব্ব গুণের আবাস ॥
সনাতনের পত্নীর নাম হয় মহামায়া।
একমাত্র কন্যা প্রসবিলা বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
একমাত্র কন্যা আর না হৈল সন্তান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে তারে কৈলা দান ॥
কালিদাস মিশ্র-পত্নী বিধুমুখী নাম।
প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্ব গুণধাম ॥
একমাত্র পুত্র রাখিয়া কালিদাস।
পৃথি ছাড়ি স্বর্গলোকে করিলেন বাস ॥
বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি।
অল্প বয়সের কালে হইলেন রাঁড়ি ॥
গর্ভাষ্টমে মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল।
নানাবিধ শাস্ত্র তিঁহো পড়িতে লাগিল ॥
নানাবিধ শাস্ত্র পড়ি হইলা পণ্ডিত।
আচার্য্য উপাধিতে তিঁহো হইলা বিদিত ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অভিষেক সময়।
মাধব আচার্য্য গেলা শ্রীনিবাসালয় ॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গ রূপ হইলা উন্মত্ত।
সেই হৈতে হৈলা তিঁহো চৈতন্যের ভক্ত ॥
যেই দিন শ্রীচৈতন্য নিজ হরিনামে।
উচ্চৈস্বরে উপদেশ কৈলা ভক্তগণে ॥
সেই দিন সেই স্থানে ছিলেন মাধব।
কর্ণে প্রবেশিল তার মহামন্ত্র রব ॥
নাম শুনিয়া তার প্রেমোদয় হৈল।
চৈতন্যচরণে দণ্ডবৎ প্রণমিল ॥
শ্রীচৈতন্য প্রভু তারে অনুগ্রহ করি।
চরণ তুলিয়া দিল মস্তক উপরি ॥
মাধব, নামের নীতি প্রভুরে পুছিলা।
সংখ্যা করি লৈতে নাম প্রভু আজ্ঞা কৈলা ॥
সংখ্যা করি লক্ষ নাম লয় অনুরাগে।
সেই হৈতে হৈল তার সংসার বিরাগে ॥
শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসের বহু দিন পরে।
কৃষ্ণ-লীলামৃত ভাষার বর্ণে হর্ষান্তরে ॥
শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ।
গীতি বর্ণনাতে তিঁহো করি নানা ছন্দ ॥ (১)
অন্য পুরাণ হইতে কিছু করিয়া গ্রহণ।
কৃষ্ণ মঙ্গলে তাহা কৈলা নিয়োজন ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
শ্রীচৈতন্য পদে তাহা সমর্পণ কৈল ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারে কৈল অনুগ্রহ।
সব ভক্তগণ তারে করিলেন স্নেহ ॥
মহাপ্রভু অদ্বৈতেরে করিলা আদেশ।
দীক্ষামন্ত্র মাধবেরে কর উপদেশ ॥

* পরাশর কালী ভক্ত ছিলেন বলিয়া নাম কালিদাস হয়।

(১) গীতে বর্ণিলা তিঁহো করি নানা ছন্দ।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভু, আজ্ঞামতে।
মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিলা কহিতে॥
আগে হরিনাম কৈলা অর্থের সহিতে।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র পরে কহিলা কর্ণেতে॥
কামগায়ত্রী কামবীজ উপদেশ কৈলা।
অর্থ জানাইয়া সব তত্ত্ব জানাইলা॥
সেই হৈতে মাধব হৈলা ভজনে নিপুণ।
সংসারে থাকিতে তার নাহি আর মন॥
মাধবের মাতা তারে দেখিয়া উদাস।
সংসার ছাড়িবে বলি মনে হৈল ত্রাস॥
মাধবের মাতা তারে বিয়ে করাইতে।
শীঘ্র করি উদ্‌যোগ কৈলা ভয় পাইয়া চিতে॥
মাতার উদ্‌যোগ দেখি মাধব তখন।
পলায়ন করি চলি গেল, বৃন্দাবন॥
শ্রীরূপের পদে গিয়া আত্ম সমর্পিলা।
ভজনের তত্ত্ব যত সকল জানিলা॥
সন্ন্যাস করিয়া তিঁহো রহি বৃন্দাবন।
ব্রজের মধুর ভাবে করয়ে ভজন॥
মাধব আচার্য্য শ্রীমাধবী সখী হন।
শ্রীরূপের কৃপায় তার হৈল উদ্দীপন॥
পরে মাধবের কবি বল্লভাচার্য্য খ্যাতি।
সবে বোলে কলির ব্যাস এই মহামতি॥
অতি কৃষ্ণ-ভক্ত সেহ ভ্রমে বৃন্দাবনে।
মাতার অদর্শনের কথা শুনিলেক কাণে॥
মাতার অদর্শন শুনি আইলা শান্তিপুরে।
অচ্যুতের সঙ্গে তিঁহো গেলা শ্রীখেতুরে॥
খেতরী শ্রীবিগ্রহের অভিষেক দেখিয়া।
শীঘ্র করি বৃন্দাবনে আসিলা চলিয়া॥
বৃন্দাবনে গেনু আমি ঈশ্বরীর সঙ্গে।
মাধব আচার্য্য সনে ভ্রমিনু মহা রঙ্গে॥
এহোঁ কৈলা মোরে তত্ত্ব উপদেশ।
তাঁর পাদপদ্মে মোর প্রণতি বিশেষ॥
এবে কহি নরোত্তমের সেবা পরিপাটী।
দেখিয়া পাষণ্ডিগণ হইলেক মাটী॥
অতি উত্তম এক প্রাসাদ নির্ম্মাইলা।
ছয় ঘরে ছয় বিগ্রহ সংস্থাপন কৈলা।
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ আর হয়।
ব্রজমোহন রাধারমণ রাধাকান্ত ছয়॥
অষ্টকালীন শ্রীসেবার বিধিমতে।
নিত্যসেবা করে তিঁহো আনন্দিত চিতে॥
বৎসর ভরি সঙ্কীর্ত্তন হয় অনিবার।
দেখিয়া পাষণ্ডীর মনে লাগে চমৎকার॥
এক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হয়।
অন্য স্থানে চৈতন্যভাগবত চৈতন্যচরিতামৃত-কয়॥
চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনে মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥
ভাগবতের অনুরূপ দেখিয়া সকলে।
চৈতন্য-ভাগবত নাম বলে কুতূহলে॥
অন্য স্থানে বহু সাধু মহান্ত বসিয়া।
কৃষ্ণকথা আলাপয়ে আনন্দিত হৈয়া॥
শ্রীসঙ্কীর্ত্তনের কথা কহিব বা কত।
শুনিয়া পাষণ্ডিগণের দ্রবি গেল চিত॥
প্রথমে করয়ে গান চৈতন্যমঙ্গল।
তার পর হয় গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥
পরে হয় গোবিন্দের গৌরকৃষ্ণ-লীলা গান।
নরোত্তমের গানে সবার জুড়ায় মন প্রাণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের কৃষ্ণলীলা-গানে।
যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে॥

প্রতিবৎসর শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে।
হয় মহামহোৎসব খেতরী ভবনে॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের তথি হয় আগমন।
যে হয় আনন্দ তাহা না যায় লিখন॥
(খেতরী হইতে সে আমার ঠাকুরাণী।
বৃন্দাবন পথে যাইতে যা করিলা তিনি॥
পথের গমন কথা লিখয়ে এখন।
যে হৈল আশ্চর্য্য তাহা শুন শ্রোতাগণ॥
ঠাকুরাণী সঙ্গে আমি বৃন্দাবন গেল।
ঘটনা সকল তাহা প্রত্যক্ষ করিল॥
কুতবুদ্দিন নামে এক দস্যুদলপতি।
অনেক যবন সেই লইয়া সংহতি॥
আসিল করিতে মোদের ধনাদি লুণ্ঠন।
পথ নাহি পায় তারা করয়ে ভ্রমণ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে রাত্রি পোহাইল
প্রভাত দেখিয়া সবার প্রাণ উড়ি গেল॥
ভয় পাইয়া সবে পড়ে জাহ্নবাচরণে।
রক্ষা কর মোরে, মা গো লইনু শরণে॥
তোমাদের ধনাদি সব লুঠিতে আসিল।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাত্রি পোহাইয়া গেল॥
চারি দিকে চাহি দেখি মহা সর্পগণ।
দৌড়িয়া আইসে মোদের করিতে দংশন॥
হেন কালে কোথা হৈতে হৈল এক শব্দ
এই ঠাকুরাণী কৈল তোমাদেরে জব্দ॥
শুনিয়া মোদের মহাভয় উপজিল।
তোমার চরণে আসি শরণ লইল॥
শুনি ঠাকুরাণী মহা হরিষ অন্তরে।
অনুগ্রহ করিলেন সর্ব্ব যবনেরে॥
হেন কালে হরিধ্বনি উঠিল তথায়।
সকল যবন নাচে কৃষ্ণগুণ গায়॥)

(আর দিনের কথা শুন অতি চমৎকার।
ঈশ্বরীর সঙ্গে গেল কোন গ্রামের ভিতর॥
সেই দিন সেই গ্রামে কৈল অবস্থিতি।
গ্রামের পাষণ্ডিগণে ঠাট্টা করে অতি॥
রজনীযোগেতে তারা দেখয়ে স্বপন।
সক্রোধে চণ্ডিকা দেবী বলয়ে বচন॥
জাহ্নবা দেবীরে তোরা করিলি বিদ্রূপ।
সেই অপরাধে তোদের হবে মহাদুঃখ॥
জাহ্নবা-চরণে যদি লহরে শরণ।
তবে সে হইবি মুক্ত নহিলে পতন॥
(পর দিন প্রাতে যত পাষণ্ডীর দলে।
আসিয়া পড়িল ঠাকুরাণী-পদতলে॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী মোর দয়ার সাগর।
অনুগ্রহ কৈলা, সবে হৈল পরিকর॥
বৃন্দাবন হৈতে আইলা জাহ্নবা ঈশ্বরী।)
রহিলেন কত দিন আসি শ্রীখেতরী॥
তার সনে থাকে সদা মাধব আচার্য্য।
গান বাদ্যে তিঁহ হরে সবাকার ধৈর্য্য॥ (১)
মাধব আচার্য্য হয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
নিত্যানন্দ প্রিয়ভক্ত পরম কুলীন॥
নিত্যানন্দ শিষ্য, নিতাই বিনা নাহি জানে।
সদাই করয়ে তিঁহো নিতাই-পদ ধ্যানে॥
(নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম।
মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈলা কন্যা দান॥
বিবাহ করিলা মাধব গুরুর আজ্ঞাতে।
গুরু আজ্ঞা বলবতী কহয়ে শাস্ত্রেতে॥)
ঈশ্বরের মহিমা কিছু বোঝা নাহি যায়।
অঘট্য ঘটন হয় ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥

---

(১) গানে বাদ্যে তিঁহ হয় সবাকার বর্য্য।

(রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিহ আন।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান॥
রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিয়ে হৈয়েছে অনেক। *
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক॥
আদিশূরের যজ্ঞে আইলা পাঁচজন দ্বিজ।
তাহার সন্ততি রাঢ়ী বারেন্দ্র সমাজ॥
মাধব আচার্য্য গঙ্গাকে বিয়ে করি।
গুরুর আজ্ঞায় তিঁহ হইলেন রাঢ়ী॥ (১))
মাধব আচার্য্যকে শান্তনু বলি কয়।
দ্রবময়ী গঙ্গা এই গঙ্গাদেবী হয়॥
মাধব আচার্য্য-স্থানে বাদ্য শিক্ষা কৈল।
কৃপা করি তিঁহো মোরে বাদ্যশিক্ষা দিল॥
তার পাদ পদ্মে মোর কোটি নমস্কার।
কত কৃপা কৈল মোরে নাহি তার পার॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা প্রায় নিকটে আসিল।
শ্রীখেতরীর মহোৎসব আরম্ভ হইল॥
ক্রমে ক্রমে আসিলা সকল মহান্তগণ।
আইলা যতেক লোক না যায় গণন॥
শ্রীনিবাস শ্যামানন্দ আইলেন সব।
বীরচন্দ্রাচ্যুতানন্দ আইলা লৈয়া বহু বৈষ্ণব॥
পূর্ণিমা দিনে প্রাতে হৈল নাম সংকীর্ত্তন।
বিগ্রহ অভিষেক কৈলা ফাগুর অর্পণ॥
সব ভক্ত বিগ্রহের অঙ্গে ফাগু দিয়া।
পরস্পরে ফাগু দেয় আনন্দিত হৈয়া॥

---

* রাঢ়ীয় ঘটক মুলু পঞ্চানন বলেন ;—
রাঢ়ীয়ে বারেন্দ্রে বিয়ে আর বৈদিকে বোলে।
সমাজের সৃষ্টি কালে সব কার্য্য চলে॥—
কুলশাস্ত্র।

(১) মাধব আচার্য্য বিয়ে করিয়ে গঙ্গায়।
রাঢ়ী হইলেন তিনি গুরুর আজ্ঞায়॥

ফাগুখেলা করি সবে প্রসাদ পাইল।
সন্ধ্যার আরতি দেখি কীর্ত্তন আরম্ভিল॥
প্রথমেই বাসুঘোষের গৌরলীলা গান।
শুনিলে দ্রবয়ে চিত ঝরয়ে নয়ান॥
দেবীদাস মাধব আচার্য্য মৃদঙ্গ বাজায়।
গৌরাঙ্গ গোবিন্দ দাস করতাল বায়॥
সন্তোষ গোবিন্দ গোকুল সবে গায় গীত।
চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলায় হরে সবার চিত॥
অচ্যুতানন্দ বীরভদ্র আর শ্রীনিবাস।
শ্যামানন্দ নরোত্তম রামচন্দ্র দাস॥
ঊর্দ্ধবাহু করি নাচে কৃষ্ণলীলা গায়।
যে আনন্দ হৈল তাহা লিখা নাহি যায়॥
নরোত্তমের ভক্তি জোর গীত আকর্ষণে।
রহিতে নারয়ে কৃষ্ণ আইলা প্রিয়া সনে॥
দশদিক্ জল স্থল হইল উজল।
মেঘ বিদ্যুতের প্রায় জ্যোতিঃ সুনির্ম্মল॥
রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি তবে দেখি সর্ব্ব জনে।
যে আনন্দ পাইল তাহা না যায় কহনে॥
বহিল সুগন্ধি বায়ু অতি চমৎকার।
নূপুর কিঙ্কিণী ধ্বনি হয় সুমধুর॥
সঙ্কীর্ত্তনের ঊর্দ্ধভাগে আকাশমণ্ডলে।
দেখা দিয়া ভগবান্ অন্তর্দ্ধান হৈলে॥
নরোত্তম ভূমে পড়ি অচেতন হৈয়া।
রামচন্দ্র আদি কান্দে ভূমে লোটাইয়া॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা কিছু বুঝা নাহি যায়।
সুস্থির হইলা সবে কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥
"ধন্য নরোত্তম" শব্দ উঠিল গগনে।
পরস্পর কোলাকুলি করয়ে প্রণামে॥
নরোত্তম ভগবানের আবেশ অবতার।
তাহার কৃপায় মোদের হইল উদ্ধার॥

নরোত্তমের ভজন বিলাস অতি উত্তম হয় ।
কৃপা করি তিঁহো সর্ব্ব লোক উদ্ধারয় ॥
একদিন নরোত্তম করিয়া মনন ।
রাধাকৃষ্ণ-রাসলীলা করয়ে দর্শন ॥
সমাধি করিয়া আছে নিস্পন্দ শরীর ।
বন্ধু-বান্ধব ভক্তগণ দেখিয়া অস্থির ॥ (১)
রামচন্দ্র বোলে কিছু না কর চিন্তন ।
সমাধি হইলে ভঙ্গ পাইবে চেতন ॥
দুই দিন গত হৈল সবে হৈল ব্যস্ত ।
শ্রীনিবাসাচার্য্য আসি সবে কৈল সুস্থ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য যত্নে করাইলা চেতন ।
"হরি হরি হরি" ধ্বনি উঠিল তখন ॥
বাহ্য পাইয়া নরোত্তম আচার্য্যে প্রণমিলা ।
শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মনে ।
পাষণ্ডী উদ্ধার এবে করিয়ে বর্ণনে ॥
গোপালপুরে বাস এক বৈদিক ব্রাহ্মণে ।
পড়ুয়া পড়ায় সেহো নানাশাস্ত্র জানে ॥
গুরুদাস ভট্টাচার্য্য নাম হয় তার ।
নরোত্তমে নিন্দে দুষ্ট অশেষ প্রকার ॥
নিন্দিতে নিন্দিতে তার কুষ্ঠব্যাধি হৈল ।
স্বস্ত্যয়ন চিকিৎসাতে ব্যাধি নাহি গেল ॥
সদাই করয়ে সেহো ভবানী চিন্তন ।
কোন অপরাধে দুঃখ হইল এমন ॥
রাত্রিতে ভবানী তারে দেখাইলা স্বপন ।
নরোত্তমের নিন্দায় দুঃখ পাইয়াছ এমন ॥
নরোত্তমে সদা তুমি শূদ্র বুদ্ধি কর ।
সেই অপরাধে দুঃখ পাইয়াছ বড় ॥

নরোত্তম শ্রীচৈতন্যের হয় প্রেমমূর্ত্তি ।
ভক্তিতে দেখিলে তারে যায় মনের আর্ত্তি ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর সে আবেশ অবতার ।
কৃপা করি করিবে তিঁহো জগৎ উদ্ধার ॥
নরোত্তমে যে পাপী সামান্য বুদ্ধি করে ।
পরকালে ডুবে যায় নরক ভিতরে ॥
নরোত্তমে যে পাপীষ্ঠ শূদ্র বলি কয় ।
সবংশে নরকে যায় নাহিক সংশয় ॥
বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ যেই জন হয় ।
তাহার অন্তরে পৈতা জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণভক্ত হয় সেই ব্রাহ্মণের বড় ।
কৃষ্ণভক্তি-হীন বিপ্র শূদ্রাধম দৃঢ় ॥

তথাহি ।

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো
　　বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ ।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনশ্চ
　　দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥

এত কহি ভগবতী অন্তর্দ্ধান হৈল ।
জাগিয়া দেখয়ে বিপ্র রাতি পোহাইল ॥
সেথা হৈতে প্রাতে বিপ্র খেতরী আসিয়া ।
নরোত্তম-পদে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
স্বপনের বিবরণ কহিলা বিস্তারি ।
কৃপা করি দেহ প্রভু মোরে চরণ তরি ॥
মো সম অধম প্রভু জগতে আর নাই ।
মোরে উদ্ধারিলে যশ হবে ঠাঞি ঠাঞি ॥
শুনি কৃপায় নরোত্তম পদ মাথে দিলা ।
হৈল রোগমুক্ত সবে দেখিতে পাইলা ॥
ঠাকুর মহাশয় হয় দয়ার সাগর ।
করুণা করিয়া তারে করিলা কিঙ্কর ॥

---

(১) শরীরে স্পন্দন নাই দেখিয়া তাহায় ।
বন্ধু বান্ধব ভক্তগণ করে হায় হায় ॥

সেই হইতে বহু লোকে মনে ভয় পাইয়া।
নরোত্তমের পদে শরণ লইল আসিয়া॥
জগন্নাথ আচার্য্য নামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
পরম পণ্ডিত সে বুধরীবাসী হন॥
বিপ্র-দীক্ষা দেখি সেই জগন্নাথ বিপ্র।
নরোত্তমের প্রতি মনে হইলেন ক্ষিপ্র॥
শ্রীনরোত্তমের সহ বিচার করিতে।
মনে মনে কালী-পদ লাগিলা ভাবিতে॥
রাত্রিযোগে জগন্নাথ দেখিলা স্বপন।
নরোত্তম শ্রীভগবানের আবেশ হন॥
মনে মনে জগন্নাথ অতি ভয় পাইয়া।
শ্রীখেতরী গ্রামে শীঘ্র উত্তরিলা আসিয়া॥
নরোত্তম পদে আসি শরণ লইলা।
কৃপাকরি নরোত্তম দীক্ষামন্ত্র দিলা॥
নরোত্তম শিষ্য কৈলা অনেক ব্রাহ্মণ।
পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ সব হৈলা অগ্নি সম॥ *
বঙ্গদেশী দস্যুপতি বিপ্র দুরাচার।
ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় হইল উদ্ধার॥

* মুদ্রিত পুস্তকে এই স্থলে জলাপথের জমিদার হরিশ্চন্দ্রের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ;—
জলাপন্থের জমীদার হরিশ্চন্দ্র রায়।
রাজদ্রোহী দস্যুবৃত্তি করেন সদায়॥
একদিন সেই রায় দেখি নরোত্তমে।
পাপ দূরে গেল তার আনন্দ হৈল মনে॥
মহাশয় পদে আসি শরণ লইলা।
কৃপা করি নরোত্তম তারে শিষ্য কৈলা॥
হস্ত লিখিত পুস্তকে এই বিবরণ নাই। সপ্তদশ বিলাসে হরিশ্চন্দ্রের বিবরণ বর্ণিত আছে।

কএক জনের নাম আমি করিয়ে বর্ণন।
শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া একমন॥
গোবিন্দ বাড়ুয্যা আর ললিত ঘোষাল।
কালিদাস চট্ট দস্যু অতি দুরাচার॥
নীলমণি মুখুটী আর রামজয় চক্রবর্ত্তী।
হরিনাথ গাঙ্গুলী আর শিব চক্রবর্ত্তী॥
পূর্ব্বে তারা চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিলা।
চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈলা॥
চাঁদরায়ের আত্মীয় বান্ধব এরা হয়।
যুদ্ধ করি যবনেরে কৈলা পরাজয়॥
নানা দেশ লুঠে, রাজ্য করয়ে বিস্তার।
ভয়েতে যবনরাজ নহে আগুসার॥
যেই দিন চাঁদরায় বন্দী যে হইলা।
ভয় পাইয়া এরা সব পলাইয়া গেলা॥
ঠাকুর মহাশয়ের প্রভা জানি তাঁর মর্ম্ম।
সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি পূর্ব্ব ধর্ম্ম॥*
নরোত্তমের স্বগণ রাজা নরসিংহ রায়।
অতি দূরদেশ পক্কপল্লী বাস হয়॥
গঙ্গাতীরে নগরী সেই অতি মনোরম।
পুত্র সম স্নেহে প্রজা করয়ে পালন॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু থাকে তার পাশে।
এক মহাপণ্ডিত দৈবক্রমে তথা আসে॥
পণ্ডিতের নাম হয় রূপ নারায়ণে।
বিচারে পরাজয় তাঁর নাহি কোন খানে॥
তাঁহার চরিত্র হয় পরম মধুর।
নরসিংহ রায়ের কাছে শুনেছি প্রচুর॥
সংক্ষেপ করিয়া কিছু এথায় বর্ণিব।
চরিত শুনিলে সবে বড় সুখ পাব॥

* পূর্ব্ব ধর্ম্ম অর্থাৎ দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি।

বঙ্গদেশে কামরূপ রাজ্য অতি শুদ্ধ।
পাঠানে লইল তাহা করি মহাযুদ্ধ॥
সে দেশের রাজধানী এগার সিন্দূর।
ব্রহ্মপুত্র পারে স্থিত অতি মনোহর॥
এগার সিন্দূর আর মিরজাফরপুর।
দগ্‌দগা কুটীশ্বর আর হোসেন পুর॥
ব্রহ্মপুত্র-তীরেতে এসব স্থান হয়।
নানাদেশী লোক তাথে বাণিজ্য করয়॥
এগার সিন্দূর আর দগ্‌দগা স্থানে।
বাণিজ্যে বিখ্যাত ইহা সর্ব্ব লোকে জানে॥
নানা দিক্‌দেশী বণিক থাকয়ে এথায়।
বেচা কেনা করে সবে আনন্দ হিয়ায়॥
এগার সিন্দূর নিকট আছয়ে এক গ্রাম।
কুলীনের বাসস্থান ভিটাদিয়া নাম॥
তথি বাস করে বিপ্র লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী।
পত্নী তাঁর কমলাদেবী পরমা-সুন্দরী॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এহোঁ কুলীন প্রধান।
সর্ব্ব ব্রাহ্মণের মান্য পূজ্য সর্ব্বস্থান॥
এক পুত্র হৈল তাঁর যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র।
নাম রাখিল তার শ্রীল রূপচন্দ্র॥
বাল্যকালে রূপচন্দ্র মহাদুষ্ট ছিলা।
পিতৃনিদেশেও লেখা পড়া না শিখিলা॥
নানা যত্ন করিলেন লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী।
কিছুতেই তিঁহো না করিলা লেখা পড়ি॥
এক দিন পিতা ক্রোধে অন্নে দিলা ছাই।
মনস্তাপে উঠি গেলা অন্ন নাহি খাই॥
মাতারে প্রণাম করি গেলা গৃহ ছাড়ি।
কিছু দিনে উত্তরিল গ্রাম পণ্ডিত বাড়ী॥(১)

ব্যাকরণ পড়ি নাম হইল চক্রবর্ত্তী।
নবদ্বীপে অধ্যয়ন বাঢ়ে তার কীর্ত্তি॥
নানা শাস্ত্র পড়ি তার বিদ্যা হৈল অতি।
তথিতে পাইলা তিঁহো আচার্য্য খেয়াতি॥
সেথা হৈতে নীলাচলে করিলা গমন।
সঙ্কীর্ত্তনে কৈলা মহাপ্রভুর দর্শন॥
দূরে থাকি শ্রীচৈতন্যে প্রণাম করিয়া।
জগন্নাথ দর্শন কৈলা আনন্দিত হৈয়া॥
সেথা হৈতে মহারাষ্ট্র পুণা নগরীতে।
বেদাদি পড়িতে গেলা হরষিত চিতে॥
মহাশ্রুতিধর রূপচন্দ্র এহোঁ হয়।
বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত আদি সকল পড়য়॥
নানা শাস্ত্রে তার দেখি প্রভুত ব্যুৎপত্তি।
অধ্যাপক উপাধি তাহে দিলা সরস্বতী॥
দিগ্বিজয় করি তিঁহো নানাস্থানে যায়।
যেথানে পণ্ডিত দেখে বিচারে হারায়॥
নানা স্থান ভ্রমি তিঁহো গেলা বৃন্দাবন।
শুনে সেথা আছে দুই পণ্ডিত মহত্তম॥
রূপ, সনাতন নামে আছে দুই গোসাঞি।
এ দোঁহার সম পণ্ডিত কোন দেশে নাই॥
রূপচন্দ্র আইলেন দুই গোসাঞির ঠাই।
বিচার করিব বলি সুখের সীমা নাই॥
তিঁহো আসি গোস্বামীরে নমস্কার কৈলা।
সমাদর করি গোসাঞি তাঁহারে বসাইলা॥
স্বাগতাদি পুছি কহে কেন আগমন।
রূপচন্দ্র বলে আইনু বিচার কারণ॥
নানাশাস্ত্র পড়ি আমি হইনু পণ্ডিত।
তোমা দোঁহা সনে বিচার এই মনোনীত॥
গোস্বামীরা কহে বিচারে কিবা ফলোদয়।
পণ্ডিত কহে শাস্ত্র-পরীক্ষা জয় পরাজয়॥

---

(১) "পণ্ডিত বাড়ী" গ্রামটী সুপ্রসিদ্ধ॥

গোসাঞি কহে বিচারের নাহি প্রয়োজন।
পরাজয় মানিনু আমরা দুইজন॥
ক্ষুণ্ণ হৈয়া রূপচন্দ্র উঠে তথা হৈতে।
ভয়ে বিচার গোস্বামীরা না কৈল মোর সাথে
যমুনাতীরে যায় ইহা কহিতে কহিতে।
পথে দেখা হৈল শ্রীজীব গোস্বামীর সাথে॥
শ্রীজীব পুছিয়া তাঁর সব তত্ত্ব পাইলা।
ক্রোধ মনে সেই স্থানে বিচার আরম্ভিলা॥
শ্রীজীব কহে রূপ, সনাতন মোর উপাধ্যায়।
আমারে জিনিলে জয়ী কহিব তোমায়॥
জীব কহে তুই গোসাঞি পরম পণ্ডিত।
মোর সনে বিচার কৈলে হইবা বিদিত॥
জীবে রূপচন্দ্রে বিচার পঞ্চ দিন হৈল।
জয় পরাজয় কিছু জানা নাহি গেল॥
সপ্তম দিবসে বিচার হৈল বহুক্ষণ।
জীব জয়ী রূপচন্দ্র হৈলা নির্য্যাতন॥
রূপচন্দ্রের অদ্বৈত-বাদ শ্রীজীব দোষিয়া।
দ্বৈতবাদ সংস্থাপিলা যুক্তি প্রমাণ দিয়া॥
বৈষ্ণব মতের তিঁহো দেখাইলা প্রাধান্য।
জ্ঞান কর্ম্মযোগ হৈতে ভক্তির হৈল মান্য॥
পরাজিত রূপচন্দ্র শ্রীজীব চরণে।
দণ্ডবৎ প্রণাম কৈলা আনন্দিত মনে॥
যোড়হাতে করে তিঁহো শ্রীজীবে স্তবন।
তোমার কৃপায় মোর নির্ম্মল হইল মন॥
কৃপা করি শ্রীজীব তার মাথে পদ দিলা।
আলিঙ্গন করি নিকটেতে বসাইলা॥
রূপ কহে প্রভু মোরে যে কৃপা করিলা।
অজ্ঞানাদি তম মোর সকল খণ্ডিলা॥
তোমাস্থানে অপরাধ হুইল অগণন।
কৃপা করি শুদ্ধ কর মোর দুষ্ট মন॥
জীব কহে মোর স্থানে অপরাধ নাই।
তেমারে করিলা দয়া চৈতন্য গোসাঞি॥
ইহা শুনি রূপচন্দ্র শ্রীজীব চরণ।
মাথে লইয়া করে প্রেম-অশ্রু বরিষণ॥
রূপচন্দ্র কহে প্রভু শ্রীজীব গোসাঞি।
মোর যত অপরাধ তার অন্ত নাই॥
শ্রীল রূপ, সনাতন গোস্বামীর স্থানে।
যত হৈল তমোগুণ না যায় কহনে॥
সেই কথা স্মরি মোর চিত্ত জ্বলি যায়।
না দেখি উপায় প্রভু না দেখি উপায়॥
এত কহি রূপচন্দ্র বহু খেদ কৈলা।
শ্রীজীব গোস্বামী তাঁরে যত্নে প্রবোধিলা॥
শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপচন্দ্রেরে লইয়া।
গোস্বামীর স্থানে যায় আনন্দিত হৈয়া॥
রূপচন্দ্র শ্রীরূপ শ্রীসনাতন পদে॥
ভূমি পড়ি লোটাইয়া করে অতি খেদে।
মো সম অধম পাপী নাহি ত্রিভুবনে।
যত অপরাধ কৈনু না যায় গণনে॥
তমোগুণে মত্ত হৈয়া তোমাদের সাথে।
বচার করিতে আইনু মোহ-প্রাপ্ত চিতে॥
অপরাধ ক্ষম প্রভু অধমে কর দয়া।
পতিতে উদ্ধার কর দেহ পদছায়া॥
শ্রীজীব গোস্বামীর কৃপায় কিছু জ্ঞান পাইল।
তাঁর কৃপাবলে তুয়া চরণ দেখিল॥
ঐছে কত কহি রূপ ভূমে লোটাইয়া।
ব্যাকুল হইয়া কান্দে গুমরায় হিয়া॥
রূপচন্দ্রের দৈন্য দেখি রূপ, সনাতন।
কৃপা করি তাঁর মাথে অর্পিলা চরণ॥

রূপ,সনাতন কহে রূপচন্দ্র প্রতি।
অপরাধ নাই তোমার নির্ম্মল হৈল মতি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র দয়া কৈল তোরে।
ধন্য সে হইলা তুমি ভুবন ভিতরে॥
এত কহি দুই গোসাঞি তাঁরে আলিঙ্গিলা।
প্রেম অশ্রু-বারি তাঁর নয়নে বহিলা॥
সবিনয়ে রূপচন্দ্র কহে গোস্বামীরে।
কৃপাকরি কৃষ্ণদীক্ষা দেহ অধমেরে॥
শুনিয়া গোস্বামী দোঁহে করিছে চিন্তনে।
হেনকালে এক শব্দ উঠিল গগনে॥
রূপচন্দ্রে হরিনাম দেহ দুই জনে।
গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা পাবে নরোত্তম স্থানে॥
শুনিয়া আকাশ বাণী শ্রীগোস্বামিদ্বয়।
হরিনাম মহামন্ত্র তাঁর কর্ণে কয়॥
সংখ্যা করি হরিনাম তুমি সদা লবে।
নরোত্তম স্থানে তুমি কৃষ্ণদীক্ষা পাবে॥
গড়ের হাট গোপালপুর শ্রীখেতরী গ্রামে।
জন্মিয়াছে নরোত্তম কৈনু তোমা স্থানে॥(১)
দ্বাদশ বৎসরে সেহোঁ বৃন্দাবনে আসি।
লোকনাথ গোসাঞির শিষ্য হবে গুণরাশি॥
এত কহি সনাতন বিরত হইলা।
রূপচন্দ্র, গোস্বামীর পদ মাথে নিলা॥
হেনই সময়ে এক আশ্চর্য্য ঘটিলা।
রূপচন্দ্রে নারায়ণ প্রবেশ করিলা॥
দেখি রূপ সনাতন তাঁর ভক্তির প্রভাব।
আলিঙ্গন করি প্রেম কৈলা অনুভব॥
গোসাঞি কহে নারায়ণ তোর অঙ্গে প্রবেশিল।
আজি হৈতে নাম তোর "রূপনারায়ণ" হৈল॥

(১) জন্মিয়াছে নরোত্তম হৈল বহু দিনে।

এত কহি কৈলা তাঁহে শক্তির সঞ্চার।
করে রূপনারায়ণ গোসাঞির পদে নমস্কার॥
কিছু কাল বৃন্দাবনে তিঁহো কৈলা বাস।
শ্রীজীবের স্থানে কৈলা ভক্তি শাস্ত্রাভ্যাস॥
ভাগবত পড়ে স্বামী তোষণী টীকা দিয়া।
লঘু বৃহদ্ভাগবতামৃত পড়ে হর্ষ হৈয়া॥
রসামৃত উজ্জ্বল পড়ে সন্দর্ভ সকল।
নাটকাদি পড়ি প্রীতি পাইল বহুল॥
মথুরামণ্ডল সব করি দরশন।
আনন্দে মগন, করে নাম সংকীর্ত্তন॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট ভক্ত কাশীনাথ॥
আর লোকনাথ ভূগর্ত্ত গোসাঞি দুইজনে।
প্রণাম করিলা অতি আনন্দিত মনে॥
ব্রহ্মচারী কৃষ্ণদাস কাশীশ্বর আর।
সকল বৈষ্ণব পদে কৈলা নমস্কার॥
সকল বৈষ্ণব তাঁরে অনুগ্রহ কৈলা।
বিদায় হৈয়া তিঁহো নীলাচলে গেলা॥
তথিতে শুনিলা মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান।
বহু খেদ করি তিঁহো হৈলা অজ্ঞান॥
প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর নিদ্রা আকর্ষিলা।
স্বপনেতে গৌরচন্দ্র তাঁরে দেখা দিলা॥
প্রভু কহে শুন ওহে রূপনারায়ণ।
নরসিংহরায় সহ তোমার মিলন॥
তাঁর স্থানে থাকি তুমি নরোত্তম হইতে।
লভিবে গোপাল মন্ত্র তাঁহার সহিতে॥
এত কহি তাঁর মাথে চরণ অর্পিয়া।
অনুগ্রহ করি গৌর গেলেন চলিয়া॥
স্বপন দেখিয়া তবে রূপনারায়ণ।
জাগি বসি করে প্রেম অশ্রু বরিষণ॥

প্রভু ইচ্ছা মতে তিঁহো শান্তিলাভ করি।
আইলেন গদাধর পণ্ডিতের বাড়ী॥
প্রণমিয়া কহিলা সকল বিরণ।
গদাধর তাঁর মাথে দিলা শ্রীচরণ॥
তবে গেলা শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর স্থানে।
সব বিবরণ তাঁরে কৈলা নিবেদনে॥
প্রণাম করিলা তেঁহো স্বরূপের পায়।
কৃপা করি স্বরূপ পদ দিলেন মাথায়॥
অনুগ্রহ করি তাঁরে শক্তি সঞ্চারিলা।
নানা গূঢ় তত্ত্ব স্বরূপ তাঁহারে কহিলা॥
শ্রীল দাস গোস্বামীরে কৈলা নমস্কার।
তিঁহে অনুগ্রহ তাঁরে করিলা অপার॥
শ্রীজগন্নাথ দেখিলা মনের আনন্দে।
নিজ কৃত স্তব স্তুতি করিলা স্বচ্ছন্দে॥
প্রণাম করিয়া তবে তথা হৈতে আইলা।
রামানন্দ সনে তাঁর পথে দেখা হইলা॥
পরিচয় পাইয়া রায়ে প্রণতঃ হইলা।
রায় রামানন্দ তাঁরে অনুগ্রহ কৈলা॥
ঐছে যত গৌরভক্ত সনে সাক্ষাৎ করি।
কিছু দিন পরে আইলা গৌড় দেশে চলি॥
কথো দিন তিঁহো ভ্রমিলেন নানা স্থান।
শুনিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর অন্তর্দ্ধান॥
অন্তর্দ্ধান শুনি তিঁহো বড় খেদ কৈলা।
স্বপনেতে নিত্যানন্দ তাঁরে দেখা দিলা।
প্রভু দেখি আনন্দেতে হইলা মূর্চ্ছিত।
পদ মাথে দিলা তাঁর স্থির হৈল চিত॥
নিতাই বলে শুন ওহে রূপনারায়ণ।
নরসিংহ সনে শীঘ্র হইবে মিলন॥
কিছু কাল তুমি হেথায় থাকিবে।
কথো দিন পরে নরোত্তমের দেখা পাইবে॥

এত কহি নিত্যানন্দ হৈলা অন্তর্হিত।
জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি হয়েছে প্রভাত॥
প্রভু দেখি যে আনন্দ না যায় বর্ণন।
অদর্শনে যে দুঃখ তাঁর না যায় লিখন॥
প্রভু ইচ্ছামতে তবে কিছু সুস্থ হৈলা।
আর কিছু দিন পরে অদ্বৈত প্রভুর গোপন শুনিলা॥
বহু খেদ কৈলা স্বপনে পাইলা দর্শন।
প্রভু কহে রাজা নরসিংহ সনে হইবে মিলন॥
এত কহি প্রভু তাঁর শিরে পদ দিয়া।
অনুগ্রহ করি তবে গেলেন চলিয়া॥
জাগি রূপনারায়ণ হৈলা খেদান্বিত।
কিছু কাল পরে রাত্রি হইল প্রভাত॥
প্রভু ইচ্ছামতে তবে কিছু সুস্থ হৈল।
প্রাতঃকৃত্য করি গঙ্গাস্নানেতে চলিল॥
সেইঘাটে হৈল এক রাজার আগমন।
বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাথে লোক অগণন॥
লোকমুখে শুনিলা এই নরসিংহ রায়।
করিলেন গঙ্গাস্নান আনন্দ হিয়ায়॥
রাজা নরসিংহ দেখি রূপনারায়ণে।
পরিচয় লৈলা তাঁর আসি তাঁর স্থানে॥
রূপনারায়ণ হয় পরম সুন্দর।
নরসিংহের মনে ভক্তি হইল বিস্তর॥
রাজা নরসিংহ রায় অতি আগ্রহ করি।
রূপনারায়ণে নিল আপনার বাড়ী॥
বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজবাড়ীতে আইলা।
বিচারে রূপনারায়ণ সবে পরাজয় কৈলা॥
রূপনারায়ণের কীর্ত্তি সর্ব্বত্র ব্যাপয়।
তাঁর সম পণ্ডিত কোন দেশে নাহি হয়॥

রূপনারায়ণে রাজা বহু প্রীতি করে।
তাঁর পরামর্শে রাজার বহু কীর্ত্তি বাড়ে ॥
রূপনারায়ণ যোগশাস্ত্র বহু জানে।
কিছু যোগশাস্ত্র আমি পড়িল তাঁর স্থানে ॥
কোন কোন যোগ, তাহা হৈতে শিক্ষা কৈল।
যোগগুরু করি আমি তাঁহারে মানিল ॥
তাঁর চরিত লিখিতে আছে ঈশ্বরী আদেশ।
সংক্ষেপে লিখিলু নাহি লিখিব বিশেষ ॥
একদিন নরসিংহ রূপনারায়ণ সনে।
সভা করি বসিয়াছে লঞা সভ্যগণে ॥
হেনকালে আইলা কতি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
সর্ব্বনাশ হৈল বলি হৈয়াছে দুঃখিত ॥
কৃষ্ণানন্দ দত্ত পুত্র নরোত্তম দাস।
ব্রাহ্মণেরে মন্ত্র দিয়া কৈলা সর্ব্বনাশ ॥
বুঝি এত দিনে ঘোর কলি উপস্থিত।
শূদ্রের ব্রাহ্মণ-শিষ্য শুনি কাঁপে চিত ॥
কোথা হৈতে বৈষ্ণব মত আনি প্রচারিল।
যত দেবদেবী পূজা সব উঠাইল ॥
বলি-বিধান পশ্বালম্ভ (১) কিছু নাহি আর।
দেশ নাশ কৈল ক্রিয়া গেল ছারখার ॥
মৎস্য মাংস সব ত্যাগি নিরামিষ খায়।
সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কান্দে পাগলের প্রায় ॥
বৈদিক তান্ত্রিক ক্রিয়া সব লোপ হৈল।
সঙ্কীর্ত্তন করি যত লোক ভুলাইল ॥
কি কুহক জানে সেই নরোত্তম দাস।
বহু বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ শিষ্য হইল তার পাশ ॥

(১) পশ্বালম্ভ ছাগাদি পশুবধ ফল।

ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা কর মহাশয়।
মো সবারে লৈয়া চল তাঁহার আলয় ॥
শাস্ত্রের বিচার করি তাঁরে পরাজিব।
ভয় যে পাইয়া তিঁহো পলাইয়া যাব ॥
শুনি নরসিংহ রায় রূপনারায়ণে।
কহিলেন কি কহিব কহ ভাই এক্ষণে ॥ (১)
রূপনারায়ণ কহে শুন মহারাজ।
গোষ্ঠীসহ চল ইথে না করিহ ব্যাজ ॥
বুঝি এতদিনে মোদের ভাগ্যোদয় হৈল।
নিজগুণে ঠাকুর মহাশয় আকর্ষণ কৈল ॥ (২)
রূপনারায়ণ কহে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে।
ছাত্রসহ চল, বিচারে হারাবো নরোত্তমে ॥(৩)
মনে মনে কহে রূপ যে শুনি মহিমা।
মহাশয়ের কৃপায় উদ্ধার হবে সর্ব্বজনা ॥
অধ্যাপকগণে আর রূপনারায়ণে।
লইয়া চলিলা রায় খেতরী ভবনে ॥
খেতরী নিকটে কুমরপুর নাম গ্রামে।
একদিন তথি রায় করিলা বিশ্রামে ॥
হেথা শুনিলেন সব ঠাকুর মহাশয়।
বহু পণ্ডিত লৈয়া আইলা নরসিংহ রায় ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম প্রতি।
কহে ছদ্মবেশে মোরা পরাজিব তথি ॥
এত কহি মহোদয়ের অনুমতি লৈঞা।
কুমরপুর চলিলেন আনন্দিত হৈয়া ॥

(১) পুছিলেন কি করিব কহ ভাই এক্ষণে।
(২) বুঝি এতদিনে মোদের হৈল ভাগ্যোদয়।
আকর্ষিলা নিজ গুণে ঠাকুর মহাশয় ॥
(৩) ছাত্রসহ চল বিচার হবে তাঁর সনে।

রামচন্দ্র, গোবিন্দ আর গঙ্গানারায়ণ।
হরিহর, রামকৃষ্ণ, জগন্নাথ এই কয় জন॥
তেলি, শুঁড়ী সাজে আর বারৈ কুমার।
নানা জিনিষ লৈঞা তথি জমায় বাজার॥
কতেক পড়ুয়া আইলা জিনিস কিনিতে।
মূল্য পুছিলে তাহা কহে সংস্কৃতে॥
দর্প করি পড়ুয়ারা সংস্কৃত কয়।
কিছু আলাপনে সবে হৈলা পরাজয়॥
তেলী শুঁড়ী কহে মূর্খ তোরা কিবা জান।
যদি লজ্জা থাকে তবে অধ্যাপকে আন॥
লজ্জা পাইয়া পড়ুয়াগণ অধ্যাপকে কয়।
তেলি শুঁড়ী বারৈ কুমার কৈল সবে জয়॥
পুছিলাম শাস্ত্র তোরা কোথায় শিখিলা।
বিবরিয়া সব কথা মোদেরে কহিলা॥
খেতরীর পাটে মোরা করি দোকানদারি।
বহু শাস্ত্রচর্চ্চা তথি কিছু মনে ধরি॥
শুনি অধ্যাপকগণ অগ্নি হেন জ্বলে।
বিচার করিতে সবে বাজারেতে চলে॥
বহুক্ষণ ব্যাপি সবে বিচার করিল।
পূর্ণরূপে পণ্ডিতগণ পরাজিত হৈল॥
পণ্ডিতগণ চলি আইলা রাজার বাসায়।
যৈছে পরাজিত হৈল নিবেদিল তায়॥
পণ্ডিতগণ কহে আর না যাব খেতরী।
চল এথা হৈতে শীঘ্র পলায়ন করি॥
রূপনারায়ণ কহে কোন চিন্তা নাই।
সবে কৃপা করিবেন নরোত্তম গোসাঞি॥
পলাইয়া গিয়া আর কিবা প্রয়োজন।
আশ্রয় করহ নরোত্তমের চরণ॥
বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরম ধর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বৈষ্ণব হইলে ভক্তি মুক্তি লাভ হয়॥

তথাহি

বৈষ্ণবঃ পরমোধর্ম্মঃ,
বৈষ্ণবঃ পরমং তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যো,
বৈষ্ণবঃ পরমোগুরুঃ॥
আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছে
দ্ধনমিচ্ছে দ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছে
ন্মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ॥

এথা বাজারের যত ব্যবসায়িগণে।
পড়ুয়া ডাকিয়া জিনিষ করিলা প্রদানে॥
তারা কহে নানা স্থানে লাভ মোরা পাই।
ব্রাহ্মণে করিল দান আমরা সবাই॥
এত কহি জিনিষ পত্র করিয়া অর্পণ।
স্ব স্ব স্থানে ব্যবসায়ী করিলা গমন॥
এথা সবে আহারাদি করি নিদ্রা গেলা।
শেষ রাত্রে পণ্ডিতেরা স্বপনে দেখিলা॥
খড়্গ হস্তে ক্রোধ মুখে কহে ভগবতী।
নরোত্তমে নিন্দা কৈলে অরে দুষ্টমতি॥
অধ্যয়ন করি তোদের কিছু না জন্মিল।
বৈষ্ণব নিন্দিয়া তোরা অধঃপাতে গেল॥
তোরা মুণ্ড কাটি যদি করি খান খান।
তবুত মনের দুঃখ নহে অবসান॥
নরোত্তম ঈশ্বরের আবেশ অবতার। (১)
অতি উজ্জ্বল যজ্ঞোপবীত হৃদে আছে তাঁর॥
হৃদে যাঁর ব্রহ্ম আছে, সে হয় ব্রাহ্মণ।
বাহ্য পৈতা কেবল ব্রাহ্মণ জাতির লক্ষণ॥
নরোত্তম স্থানে তোরা কালি লবে দীক্ষা।
নরোত্তমের অনুগ্রহ হৈলে তোদের রক্ষা॥

(১) নরোত্তম ভগবানের আবেশ অবতার।

ঐছে কহি ভগবতী অন্তর্দ্ধান কৈলা।
অধ্যাপকগণ যত জাগিয়া বসিলা॥
স্বপ্ন দেখি ভয়ে কাঁপে অতি জব্দ হৈয়া।
স্বপ্ন কথা রাজারে কহিলা বিবরিয়া॥
রাজা কহে পূর্ব্বে তোরা নিষেধ না মানিলা।
নরোত্তমে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি কৈলা॥
যে কার্য্য করয়ে তিঁহো লোকের অসাধ্য।
শ্রীঠাকুর মহাশয় দেবের আরাধ্য॥
ঐছে কহি অধ্যাপকগণে স্থির কৈলা।
স্নানাদি করিয়া সবে খেতরীতে গেলা॥
বিগ্রহে প্রণাম কৈলা ভূমি লোটাইয়া।
নরোত্তমে প্রণমিলা সাষ্টাঙ্গ হইয়া॥
মো সম অধম পাপী জগতে আর নাই।
অপরাধ ক্ষম কৃপা করহ গোসাঞি॥
নরোত্তম সবাকারে অতি কৃপা করি।
চরণ তুলিয়া দিলা মস্তক উপরি॥
সব ব্রাহ্মণেরে তবে কৃষ্ণ দীক্ষা দিলা।
যে কৃপা করিলা তাহা বলিতে নারিলা॥
প্রধান প্রধান পণ্ডিত ছিল যে যে জন।
তাঁহাদের নাম এবে করিয়ে কীর্ত্তন॥
যজ্ঞনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ আর। (১)
তর্কভূষণ উপাধি তাঁর সর্ব্বত্র প্রচার॥
হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত আর।
ন্যায়পঞ্চানন উপাধিতে সর্ব্বত্র প্রচার॥
শিবচরণ দুর্গাদাস এই দুই জন।
বিদ্যাবাগীশ বিদ্যারত্ন উপাধি সবে কন॥
পণ্ডিতের নাম আমি এথায় লিখিল।
পড়ুয়ার নাম কিছু লিখিতে নারিল॥

(১) কালীনাথ আর।

এথা রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ।
শ্রীবিগ্রহ দুয়ে করি প্রণাম স্তবন॥
নরোত্তম পদে আসি দণ্ড প্রণাম কৈল।
যে দৈন্য করিলা তাহা বর্ণিতে নারিল॥
নরোত্তম দোঁহাকারে অনুগ্রহ করি। (১)
চরণ তুলিয়া দিলা মস্তক উপরি॥
রাজা নরসিংহের পাইয়া পরিচয়।
কৃষ্ণমন্ত্র দিলা কৃপা করি অতিশয়॥
তবে নরসিংহ রায় ঠাকুর মহাশয়ে।
রূপনারায়ণের পরিচয় কহে বিস্তারিয়ে॥
বৃন্দাবনে হইয়াছিল যেরূপ ঘটন।
যেরূপে তাহার সনে হইল মিলন॥
সব কথা সবিস্তার বর্ণন করিল।
শুনি রামচন্দ্রাদিক আনন্দিত হৈল॥
শুনি ঠাকুর মহাশয় কৃপা করি তাঁরে।
অর্থসহ হরিনাম দিলা কর্ণদ্বারে॥
দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র করিলা অর্পণ।
কাম গায়ত্রী কাম বীজ দিলেন তখন॥
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি রূপনারায়ণ।
ধরিলা মস্তকে মহাশয়ের চরণ॥
রামচন্দ্রাদিকে তবে বন্দনা করিলা।
যে আনন্দ হৈল তাহা বর্ণিতে নারিলা॥
রাজভোগ আরাত্রিক করিয়া দর্শন।
প্রসাদ পাইলা সভে আনন্দিত মন॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় প্রসাদ ভক্ষিয়া।
পাত্র শেষ দেওয়াইলা শিষ্যেরে বাঁটিয়া॥
আর দিনে নরসিংহ নিজ ঘরণী আনিলা।
নরোত্তম গোসাঞি তাঁরে মন্ত্র প্রদান কৈলা॥

(১) নরোত্তম দোঁহাকারে অতি কৃপা করি।

আরো একদিনের কথা শুন শ্রোতাগণ।
যে ঘটনা হৈল তাহা করিয়ে বর্ণন॥
একদিন দুই ব্রাহ্মণ স্বপন দেখিয়া।
নরোত্তম নিকটে আইলা আনন্দিত হঞা॥
প্রণমিয়া কহে দোঁহে দেখিল স্বপন।
তোমার নিকটে কৈল শ্রীমন্ত্র গ্রহণ॥
শুনি নরোত্তম দুঁহে কৃষ্ণমন্ত্র দিলা।
দুই ব্রাহ্মণ হৈল অতি প্রেমেতে বিহ্বলা॥
রাঢ়ীশ্রেণী সাবর্ণ গোত্র ভাই দুইজন।
শ্রীবলরাম আর রূপনারায়ণ॥
দোঁহাকার প্রেমভক্তি হয় অতিশয়।
শ্রীখেতরী গ্রামে হয় দোঁহার আলয়॥
নরোত্তম দোঁহাকার প্রেমভক্তি দেখি।
শ্রীবিগ্রহ সেবাতে দিলেন দুঁহে রাখি॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে দুঁহে হয় অধিকারী।
খেতরী ভবনে সবে ডাকয়ে পূজারী॥
তাঁহার ভজন চেষ্টা কহন না যায়।
নরোত্তম ঠাকুরের কৃপা বহু তায়॥
নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য অগণন।
শাখা বর্ণনায় করাব দিগ্‌ দরশন॥
আরো এক দিনের কথা করিয়ে বর্ণন।
যাঁহার শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন॥
ক্রমে ক্রমে শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা আইল।
এথা সর্ব্ব মহান্তের আগমন হৈল॥
সকল পাষণ্ডীগণে করিতে দমন।
করিলেন এক মহৈশ্বর্য্য প্রকটন॥ (১)
শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমার তৃতীয় দিবসে।
করিলেন মহাসভা মনের উল্লাসে॥
সভা মধ্যে বহু লোকের হৈল সমাগম।
চৈতন্যগণের নাম করিয়ে লিখন॥
শ্যামানন্দ আইলা রসিকাদি ভক্তসহ।
হৃদয়চৈতন্যাদি আইলা পাইয়া উৎসাহ॥
অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, যাদব।
শ্যামদাস, যদুনাথ, মাধব আচার্য্যাদি সব॥
বসুধা, জাহ্নবা, গঙ্গা আর বীরচন্দ্র।
মাধব আচার্য্য আদি আর সুন্দরানন্দ॥
যদুনন্দন আদি সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীদাস, গোকুলানন্দ আর সুলোচন॥
রাজা বীরহাম্বীর, কৃষ্ণবল্লভ, ব্যাস।
খেতরী আইলা সবে, আর শ্রীনিবাস॥
বহু লোকের সমাগম সভা মধ্যে হৈল।
বহুল পাষণ্ডী সভা মধ্যে প্রবেশিল॥
শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা কৈল শ্রীনিবাস।
বীরভদ্র গোস্বামীর হৈল বক্তৃতা প্রকাশ॥
শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্ম হৈতে বড়।
সেই ধর্ম্ম লও সবে মন করি দঢ়॥

তথাহি।

"গাণপত্যং তথা সৌরং,
শৈবং শাক্তমিতিক্রমাৎ।
এতেষাং সর্ব্বধর্ম্মাণাং,
প্রধানং বৈষ্ণবো মতং॥
বৈষ্ণবঃ পরমো ধর্ম্মঃ,
বৈষ্ণবঃ পরমং তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যো,
বৈষ্ণবঃ পরমো গুরুঃ॥"

অবৈষ্ণব গুরু কভু না করিহ ভাই।
সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ণব গোসাঞি॥

(১) করিলেন এক মহৈশ্বর্য্য প্রকাশন।

সর্ব্ব মন্ত্র হৈতে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রাধান্য।
সেই মন্ত্র লও সবে হঞা অগ্রগণ্য॥

তথাহি গৌতমীয়ে।

"গাণপত্যেষু সৌরেষু,
শৈবশাক্তেষু সুব্রত।
বৈষ্ণবেষু সমস্তেষু,
কৃষ্ণমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ॥

সে মন্ত্র সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব হৈতে লবে।
অসম্প্রদায়ীর মন্ত্র বর্জ্জন করিবে॥

তথাহি গৌতমীয়ে।

"সম্প্রদায়েনোপদিষ্টা,
স্তেষাং সিদ্ধির্ধ্রুবং ভবেৎ
সম্প্রদায়বিহীনা যে,
মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥

পাদ্মেচ।

অতঃ কালৌ ভবিষ্যন্তি,
চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্ম রুদ্র সনকা,
বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥
সম্প্রদায়বিহীনা যে,
মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
তে সাধনৈ র্নসিদ্ধ্যন্তি,
কল্পকোটীশতৈরপি॥"

কৃষ্ণ হৈতে গুরু পরম্পরা মন্ত্র যেহ।
পণ্ডিতগণ কহে সম্প্রদায় মন্ত্র সেঁহ॥
অবৈষ্ণব হৈতে লওয়া যেঁহ কৃষ্ণমন্ত্র।
অসম্প্রদায় মন্ত্র সেঁহ খ্যাত সর্ব্বত্র॥
গাণপত্য আর সৌর আর শাক্ত, শৈব।
অপরাধী আদি সবাকেই কহে অবৈষ্ণব॥
অবৈষ্ণব হৈতে কৃষ্ণমন্ত্র করিলে গ্রহণ।
অবশ্যই হয় তার নরকে গমন॥
অতএব মানিয়া শাস্ত্রের শাসন।
বৈষ্ণব হৈতে করিবে পুনঃ শ্রীমন্ত্র গ্রহণ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে গুরু মাহাত্ম্যে।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনা
মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্
গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥

কৃষ্ণমন্ত্রগ্রাহী যিঁহো তাঁরে বৈষ্ণব কয়।
বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের বড় সুনিশ্চয়॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে।

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো,
বিষ্ণুসেবাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈ,
রিতরঃ স্যাদ বৈষ্ণবঃ

অন্যত্রচ।

হরিনামপরো যস্ত,
কৃষ্ণপূজাপরায়ণঃ।
কৃষ্ণমন্ত্রং যোগৃহ্লাতি,
বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণবঃ॥
চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠো,
বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু,
দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

ভক্তিসন্দর্ভে।

শ্বপচোহি মহীপালঃ,
বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো,
যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥"

যিঁহো কৃষ্ণভক্ত তিঁহো শূদ্র নাহি হয়।
কৃষ্ণভক্তি হীন দ্বিজে শূদ্রাধম কয়॥

তথাহি।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা,
স্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা,
যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

যৈছে কাংশ্য রস যোগে সুবর্ণতা পায়।
তৈছে মানব কৃষ্ণ দীক্ষায় দ্বিজত্ব লভয়॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে দীক্ষামাহাত্ম্যে।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি, কাংশ্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥ (১)

এই নরোত্তম কায়স্থ কুলোদ্ভব হয়।
শূদ্র বলি কেহ কেহ অবজ্ঞা করয়॥
কৃষ্ণভক্ত জন হয় ব্রাহ্মণ হৈতে বড়।
যিঁহো শাস্ত্র জানে তিঁহো মানে করি দৃঢ়॥
কৃষ্ণ-দীক্ষায় দ্বিজত্ব লাভ শাস্ত্রের বচন।
ইথে অবিশ্বাসে যায় নরক ভবন॥
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ যাঁরে কয়।
সেই পরমেশ্বর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে সদা স্থিত।
সেই সে ব্রাহ্মণ ইহা কহিনু নিশ্চিত॥
ব্রাহ্মণের গলে পৈতা সর্ব্বলোকে দেখে।
সাধকের হৃদে পৈতা সদা থাকে গোপে॥
হৃদয় চিরি যজ্ঞোপবীত যে করায় দর্শন।
তাঁরেই ব্রাহ্মণ মধ্যে করিয়ে গণন॥

---

(১) দ্বিজত্বং বিপ্রতা ইতি দিগ্‌দর্শনী।

হরিভক্তিবিলাসের দ্বিতীয় বিলাসে দীক্ষা মাহাত্ম্যে উদ্ধৃত তত্ত্বসাগরীয় বচনের অর্থ; —কাংশ্য যেমন রসযোগে স্বর্ণত্ব লাভ করে, সেইরূপ মানবগণ কৃষ্ণ-দীক্ষার বিধানানুসারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভক্তিসন্দর্ভে গুরুতত্ত্ব প্রকরণে উদ্ধৃত আগমের পুরশ্চরণ প্রসঙ্গীয় বচন, যথা :—

"যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনং।
সন্নিধানাদ্‌গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥"

অর্থ।—সিদ্ধ রসস্পর্শে তাম্র যেমন কাঞ্চন হয়, সেইরূপ গুরুর সান্নিধ্যবশতঃ অর্থাৎ দীক্ষার বিধানানুসারে তপঃপ্রভাবে শিষ্য বিষ্ণুময় অর্থাৎ বিষ্ণুতুল্য হয়।

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণ্যাং দ্বিতীয় উল্লাসে উদ্ধৃত কুলার্ণবীয় বচন, যথা :—

"রসযন্ত্রৈ র্যথাবিদ্ধময়ঃ সুবর্ণতাং ব্রজেৎ।
দীক্ষাবিদ্ধ স্তথাহ্যাত্মা, শিবত্বং লভতে ধ্রুবং॥

অর্থ। রস-যন্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ লৌহ যেমন সুবর্ণত্ব লাভ করে, সেইরূপ শাস্ত্রানুসারে দীক্ষাবিদ্ধ আত্মা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।

দীক্ষাবিধান বা গুরুর সন্নিধানের তাৎপর্য্য এই যে, যথাশাস্ত্র দীক্ষা গ্রহণানন্তর মনুষ্য মাত্রেই বিপ্রসাম্যত্ব প্রাপ্ত হয়। সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে যথাশাস্ত্র তপস্যা করিলে তপস্যার শক্তিতে মানব মাত্রই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।

"সত্তাংশোহি ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিঃ।
ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিঃ।"

মানবগণ তপোবলে রজস্তমোগুণ জয় করিয়া যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব করিতে পারিবে, তখনই ব্রহ্ম পদার্থ অবগত

নরোত্তম মহাপ্রভুর প্রেম অবতার।
নিত্যানন্দ প্রভুর হয় আবেশ অবতার॥
নিত্যানন্দের কলা তাঁরে ঈশ্বর বলি মান।
হৃদয় চিরি যজ্ঞোপবীত করাবে দর্শন॥
এত কহি বীরচন্দ্র বিরত হইলা।
যজ্ঞোপবীত দেখাইতে সবে আজ্ঞা কৈলা॥
পূর্ব্বকালে সভা মধ্যে যৈছে হনুমান।
হৃদয় চিরি সীতারাম দর্শন করান॥
তৈছে নরোত্তম গোসাঞি সভার আজ্ঞা মতে।
হৃদয় চিরি দেখাইলা শ্রীযজ্ঞোপবীতে॥
দীপ্তিশালী পৈতা যেন সূর্য্যের কিরণ।
পাষণ্ডী না পারে তাহা করিতে দর্শন॥
যিহোঁ ভক্ত তিঁহো দেখে মনের উল্লাসে।
দেখি পাষণ্ডীর অঙ্গ কাঁপে, পায় মহাত্রাসে॥
ভক্তগণ আর যত পাষণ্ডীর গণে।
প্রণমিয়া সবে বহু করয়ে স্তবনে॥
তবে নরোত্তম পৈতা সঙ্গোপন করি।
পাষণ্ডীরে অনুগ্রহ কৈলা বহুতরি॥
ধন্য ধন্য ধন্য শব্দ উঠিল তখন।
পরস্পর সবে মিলি কৈলা আলিঙ্গন॥
নরোত্তম গৌরগণে প্রণাম করিলা।
অনুমতি লৈয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিলা॥

হইতে সমর্থ হইবে। ব্রহ্মপদার্থ জানিতে পারিলেই মানবগণ ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণু তুল্য হয়। যেহেতু "তপঃ শ্রুতিশ্চ যোনিশ্চ এতদ্‌ব্রাহ্মণকারণং।" তপস্যা, শ্রুতি এবং যোনি, এই তিনটী ব্রাহ্মণের কারণ। এইরূপ শাস্ত্রে আছে।

তপস্যাদ্বারা যে সকল ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণ হন, তাঁহারা তপো ব্রাহ্মণ; শ্রুতিতে যাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, তাঁহারা শ্রুতিব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণের সন্তান যোনি ব্রাহ্মণ।

যদি কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মণেতর জাতি তপোবলে জন্মান্তরে ব্রাহ্মণ হইবে, ইহ-জন্মে নহে। তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, "অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে।" মনুষ্যগণ অত্যুৎকট পাপপুণ্য দ্বারা অর্জ্জিত ফল ইহজন্মেই লাভ করে। এইরূপ শাস্ত্র রহিয়াছে। "ইহৈব" এই এব শব্দ দ্বারা পরজন্মকে ব্যাবৃত্ত করা হইয়াছে। এই বচনটী পঞ্চতন্ত্রাদিতে উদ্ধৃত আছে।

নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণেতর জাতি সম্ভূত মহোদয়গণ অতিশয় প্রবলতম তপস্যার প্রভাবে ইহজীবনেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। জন্মান্তরে নহে।

যথা—শাঙ্করভাষ্যে—

"ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাং জাতঃ, কৌশিকঃ কুশাস্তীর্ণে, গৌতমঃ শশকপৃষ্ঠে, বাল্মীকি র্বল্মীকাৎ। চণ্ডালীগর্ব্ভোৎপন্নো মহামুনিঃ পরাশরো, মাতঙ্গী পুত্রো মাতঙ্গঃ। মাণ্ডব্যো মাণ্ডব্যাং, ব্যাসঃ কৈবর্ত্তক্যাং, বশিষ্ঠো বেশ্যায়াং, বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্রিয়ায়া, মগস্ত্যঃ কলসাজ্জাত ইতি শ্রূয়তে।"

অর্থ। ঋষ্যশৃঙ্গ হরিণীতে, কৌশিক কুশাস্তীর্ণে, গৌতম শশকপৃষ্ঠে, বাল্মীকি বল্মীক হইতে, মহামুনি পরাশর চণ্ডালীতে,

কিছুকাল গান করি করয়ে বিশ্রাম।
নরসিংহ, রূপনারায়ণ আসি করিলা প্রণাম॥
রূপনারায়ণ তবে গান আরম্ভিল।
নরসিংহ রায় খোল স্কন্ধেতে করিল॥
কিবা গান কিবা বাদ্য স্বর সুমধুর।
দ্রবিল সবার চিত্ত নাহি মানে উর॥ (১)
সুমধুর স্বরে সভার মন হরি নিল।
ঊর্দ্ধ বাহু করি সভে নাচিতে লাগিল॥
বীরভদ্র প্রভু শ্রীরূপনারায়ণে।
দৃঢ় আলিঙ্গন করি করয়ে নর্ত্তনে॥
রূপনারায়ণ তবে পড়ে প্রভুর পায়।
কৃপা করি বীরচন্দ্র পদ দিলা মাথায়॥

মাতঙ্গ হস্তিনীতে, মাণ্ডব্য মাণ্ডবীতে, ব্যাস কৈবর্ত্ত কন্যাতে, বশিষ্ঠ বেশ্যাতে, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়াতে, এবং অগস্ত্যমুনি কলস হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যটীকায় বর্ণিত আছে যে, তপোবলে নন্দীশ্বর ইহজন্মেই দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।
জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরণাৎ।

এই সূত্রদ্বয়ের ভাষ্য টীকা দেখিবেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়, শ্রীদাস গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মারা যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইয়া ইহজন্মেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই শ্রীঠাকুর মহাশয় বহুতর ব্রাহ্মণে শিষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং হৃদয় হইতে যজ্ঞোপবীত প্রদর্শন করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

(১) উর, ওর, অন্ত, অবসান।

যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় লিখন।
কিছু পরে বিরত হইল সঙ্কীর্ত্তন॥
বীরভদ্র প্রভু সর্ব্বগুণের আলয়।
রূপনারায়ণের তিঁহো লৈলা পরিচয়॥
আদি অন্ত বিবরণ সকল জানিলা।
শ্রীরূপের শক্তি ইহোঁ নিশ্চয় করিলা॥
বীরচন্দ্র কহে শুন রূপনারায়ণ।
তোমার ভক্তিতে মোর দ্রবাইল মন॥
তুমি হও শ্রীল রূপ গোস্বামী শকতি।
তোমারে প্রদান কৈনু "গোস্বামী" খেয়াতি॥
রূপনারায়ণ শুনি আনন্দিত মন।
দুই হাতে ধরিলেন গোস্বামী চরণ॥
অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র আর শ্রীগোপাল।
শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, রঘুনন্দন আর॥
রামচন্দ্র, সন্তোষ দত্ত, শ্রীগোকুলানন্দ।
বসুধা, জাহ্নবা, গঙ্গা, আর শ্রীগোবিন্দ॥
যতেক গৌরাঙ্গগণ নাম লব কত।
সবে অনুগ্রহ তাঁরে কৈলা যথোচিত॥
রূপনারায়ণ বন্দিলেন সবার চরণ।
সভে করিলেন তাঁরে প্রেম আলিঙ্গন॥
বিদায় হৈয়া মহান্তগণ নিজ স্থানে গেলা।
কিছুদিন রূপনারায়ণ এথায় রহিলা॥
কোন এক দিবস শ্রীরূপনারায়ণে।
নিজ সিদ্ধ নাম চাহে মহাশয়ের স্থানে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁরে কৃপা করি।
সিদ্ধনাম দিলা "শ্রীনারায়ণী মঞ্জরী"॥
নরোত্তম ঠাকুরের মহিমা অপার।
মুঞি কি লিখিতে জানি ভক্তি হীন ছার॥

আমার ঠাকুরাণী শ্রীবৃন্দাবনেতে।
প্রতিশ্রুত ছিলেন শ্রীমূর্ত্তি পাঠাইতে॥
শ্রীরাধার মূর্ত্তি মদনমোহনের কারণে। (১)
প্রস্তুত করাইয়া তাহা পাঠাইলা বৃন্দাবনে॥
দেখিয়া গোস্বামিগণের মহানন্দ হৈলা।
শ্রীমদনমোহনের বামে শ্রীরাধা
বসাইলা॥ (২)
ঈশ্বরীর বৃত্তান্ত ইথে অধিক না লিখিল।
বীরচন্দ্র চরিতে তাহা বিস্তারি বর্ণিল॥
আমার শ্রীঠাকুরাণীর অষ্ট পুত্র হয়।
অভিরামের প্রণামে সপ্ত পরাণ ত্যজয়॥
শেষ পুত্র বীরভদ্র বীরচন্দ্র নাম।
বীরচন্দ্র চরিতে লিখিল তাঁহার আখ্যান॥
শ্রীখণ্ডেতে নরহরির অন্ত্যেষ্টি মহোৎসবে।
মহাসঙ্কীর্ত্তন আসি করিলেন সবে॥
হেনকালে রামাই নামে অন্ধ একজন।
দেখিতে আইলা সেহোঁ কীর্ত্তন নর্ত্তন॥ (৩)
গান শুনে, নৃত্য কিছু দেখিতে না পায়।
দুই চক্ষু ধরি কেবল করে হায় হায়॥
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন নৃত্য দেখিতে নারিল।
কোন অপরাধে মোর চক্ষু হরি নিল॥

(১) শ্রীরাধার মূর্ত্তি গোপীনাথের কারণে।
(মুদ্রি পুস্তকের পাঠ)।
(২) শ্রীগোপীনাথের বামে শ্রীরাধা
বসাইলা॥

এইরূপ পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে, হস্তলিখিত পুস্তকে নাই। ষোড়শ বিলাসে এবং অর্দ্ধ-বিলাসেও মদনমোহনের বামে রাধা বসানের কথাই আছে।

(৩) দেখিতে আইলা সেহোঁ নাম সঙ্কীর্ত্তন।

এত কহি তিঁহো করে বহুত ক্রন্দন।
বীরচন্দ্র প্রভু তারে দিলা চক্ষুদান॥
চক্ষু ধরি কহে প্রভু দেখহ রামাই।
এই সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করয়ে সবাই॥
চক্ষু পাঞা রামাই পড়ে প্রভু পদতলে।
প্রভু পদ দিলা তাঁর মস্তক উপরে॥
ধন্য ধন্য নাদ তবে উঠিল গগনে।
সবে কোলাকোলি করে প্রেম আলিঙ্গনে॥
চক্ষুদান দিলা প্রভু করুণা করিয়া।
বীরচন্দ্র চরিতে তাহা লিখিনু বিস্তারিয়া॥
বীরচন্দ্র প্রভু মোর দয়াল গোসাঞি।
যত শিষ্য কৈলা তিঁহো তার অন্ত নাই॥
কাদড়াগ্রামে আছে জয়গোপাল একজন।
গুরুর প্রসাদ লঙ্ঘনে তাহে করিলা বর্জ্জন॥
শ্রীনিবাস আদি সর্ব্ব মোহান্তের স্থানে।
পত্র দিয়া বীরভদ্র করিলা জ্ঞাপনে॥
ইথে সূত্ররূপে আমি কিঞ্চিৎ লিখিল।
বীরচন্দ্র চরিতে তাহা বিস্তারি বর্ণিল॥
একদিন বীরচন্দ্র মাতার আজ্ঞা নিয়া।
চলিলেন নীলাচল আনন্দিত হিয়া॥
তথি গিয়া জগন্নাথ দর্শন্ করিল।
মহাপ্রভুর লীলা স্থানে সকল দেখিল॥
যে যে ছিলেন তথি প্রভুর পরিকর।
সভারে মিলিয়া আইলা গোপী-
বল্লভপুর॥ (১)
তথি শ্যামানন্দ সনে করিয়া সাক্ষাত।
কিছুদিনে খড়দহে হৈলা উপনীত॥

(১) সবা সনে সাক্ষাৎ করি আইলা
গোপীবল্লভপুর।

সূত্ররূপে হেথা আমি কিঞ্চিৎ কহিল।
বিস্তারিয়া বীরচন্দ্র চরিতে বর্ণিল॥
কিছুদিন প্রভু মোর খড়দহে থাকি।
বৃন্দাবন গমন কৈলা মনে হঞা সুখী॥
খড়দহ হৈতে অম্বিকা শান্তিপুর দিয়া।
নবদ্বীপ আইলেন আনন্দিত হিয়া॥
মহাপ্রভুর লীলা স্থান করিয়া দর্শন।
খণ্ড হৈয়া যাজিগ্রাম করিলা গমন॥
দিন দুই চারি তথি অবস্থিতি করি।
কাটোয়া বুধরী হঞা গেলেন খেতরী॥
কিছুদিন শ্রীখেতরী গ্রামেতে থাকিয়া।
কথো দিনে বৃন্দাবনে উত্তরিলা আসিয়া॥
পথের বৃত্তান্ত ইথে কিছু না বর্ণিল।
বিস্তারিয়া প্রভুর চরিত্রে কহিল॥
গোস্বামিগণের সহ হইল মিলন।
করিলেন মথুরা মণ্ডল দরশন॥
এ সব বৃত্তান্ত আমি অতি বিস্তারিয়া।
বীরচন্দ্র চরিতে লিখিল আনন্দিত হঞা॥ (১)
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
রাধা দামোদর আর শ্রীরাধারমণ॥
শ্রীরাধাবিনোদ আদি করি দরশন।
যে আনন্দ হৈল প্রভুর না যায় লিখন॥
এ সকল বিগ্রহের বিবরণ যত।
যৈছে যাঁর হৈল প্রাপ্তি করিয়া বেকত॥
বীরচন্দ্র চরিতে তাহা বিস্তার লিখিল।
যে শুনে তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হৈল॥

বীরচন্দ্র প্রভু মোর বৃন্দাবন হৈতে।
কথো দিনে আইলেন শ্রীএকচক্রাতে॥
একচাকা স্থান তিঁহো করিলা দর্শন।
যথি নিত্যানন্দ প্রভু লভিলা জনম॥
নিতাইর বাল্যলীলা স্থান দেখিয়া।
প্রেমধারা বহে নেত্রে আনন্দিত হিয়া॥
বীরচন্দ্র চরিতে আমি তাহা বিস্তারিল।
তথি হৈতে প্রভু মোর খেতরী আইল॥
দেখি নরোত্তম পড়ে প্রভু পদতলে।
আলিঙ্গন কৈলা প্রভু অতি কুতূহলে॥
শ্রীবিগ্রহগণে প্রভু করিয়া দর্শন।
করিলেন কথোক্ষণ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
প্রসাদ পাইয়া প্রভু নরোত্তম সনে।
বৃন্দাবনের বৃত্তান্ত কহিলা কথোক্ষণে॥
লোকনাথ গোস্বামীর আশীর্ব্বাদ শুনি।
নরোত্তমের দুই নেত্র বহি পড়ে পানি॥
কিছুদিন শ্রীখেতরী করি অবস্থান।
এথা হৈতে যাজিগ্রাম করিলা পয়ান॥
আচার্য্য শুনিলা বীরচন্দ্রের আগমন।
আগুসারি আনিলেন আপন ভবন॥
শ্রীনিবাস বীরচন্দ্র পদে প্রণমিলা।
বীরচন্দ্র প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা॥
(ঈশ্বরী, গৌরাঙ্গপ্রিয়া সেথাই আছিলা।
আসিয়া প্রভুর পদে প্রণাম করিলা॥)
বৃন্দাবন গমন বৃত্তান্ত কহি তাহে।
শ্রীল ভট্ট গোস্বামীর আশীর্ব্বাদ কহে॥
নিজ প্রভুর আশীর্ব্বাদ শুনি শ্রীনিবাস।
না দেখিল শ্রীচরণ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
কিছুদিন প্রভু যাজিগ্রামেতে থাকিয়া।
খণ্ডাইয়া খড়দহে আইলা চলিয়া॥

---

(১) বীরচন্দ্র চরিতে এ বৃত্তান্ত লিখিনু বিস্তার।
যে শুনে তাহার বহে আনন্দাশ্রু ধার॥

বসুধা, জাহ্নবা পদে প্রণাম করিলা।
গায়ে হাত দিয়া দুঁহে আশীর্ব্বাদ কৈলা॥
বীরচন্দ্র প্রভু, বৃন্দাবন বিবরণ।
সবার নিকটে তাহা করিলা বর্ণন॥
ইথে সূত্র মাত্র আমি বর্নন করিল।
বীরচন্দ্র চরিতে তাহা বিস্তার লিখিল॥
শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর বৈরাগ্যের রীতি।
প্রভুর চরিতে আমি লিখিলাম কতি॥
এই যে লিখিয়ে গ্রন্থের যতেক বৃত্তান্ত।
প্রভুর চরণ মোর স্মরণ একান্ত॥
গুরু আজ্ঞা বলবতী সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
যে কিছু লিখিনু আমি গুরুর আজ্ঞায়॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যনন্দ দাস॥

ইতি প্রেমবিলাসে ঊনবিংশ বিলাস।

বিংশ বিলাস।

—:০:—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুর।
জয় জয় নরোত্তম প্রেমরসপূর॥
জয় জয় শ্যামানন্দ ভক্তিরত্নাকর।
জয় জয় রামচন্দ্র সর্ব্বগুণধর॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া একমন।
এবে কহি এ সবার শাখার বর্ণন॥
ত্রিমল্ল, বেঙ্কট আর শ্রীপ্রবোধানন্দ।
মহাপণ্ডিত তিন ভাই বাস হয় ত্রৈলিঙ্গ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট হন বেঙ্কট নন্দন।
প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য প্রিয়তম॥
শ্রীল মহাপ্রভু যবে দক্ষিণেতে গেলা।
বেঙ্কটের ঘরে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত কৈলা॥
মহাপ্রভুর কৃপায় পায় মাধুর্য্য আস্বাদ।
ব্রজ ভাবে ভজে সদা রাধাকৃষ্ণ পাদ॥
নিজ ঘরে গোপালভট্ট প্রাণনাথ পাঞা।
পিতার আজ্ঞায় সেবে মহা হৃষ্ট হৈয়া॥
গোপালেরে মহাপ্রভু তত্ত্ব জানাইলা।
প্রভুর কৃপায় তাঁর ব্রজভাব স্ফুর্ত্তি হৈলা॥
শ্রীগোপাল ভট্ট হন শ্রীগুণমঞ্জরী।
শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুর শিষ্য হন তাঁরি॥
শ্রীনিবাসের সিদ্ধ নাম শ্রীমণিমঞ্জরী॥
শ্রীনিবাস-রূপ বৃক্ষের শাখা বহু তরি॥
শ্রেষ্ঠ শাখা রামচন্দ্র কবিরাজ হয়।
নরোত্তম সঙ্গে যাঁর প্রীতি অতিশয়॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ সাধক উত্তম।
যাঁর গীতামৃতে হয় ভুবন পাবন॥
দুই কবিরাজের হয় দুইত ঘরণী।
তাঁহারে করিলা দয়া আচার্য্য গুণমণি॥
[রামচন্দ্রের পত্নী রত্নমালা অভিধান।
গোবিন্দের পত্নীর হয় মহামায়া নাম॥]
গোবিন্দের পুত্র দিব্যসিংহ নাম হয়।
তাঁহারে করিলা দয়া আচার্য্য মহাশয়॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য নিজ পত্নী দুই জনে।
দীক্ষা মন্ত্র দিলা অতি আনন্দিত মনে॥
আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পত্নীর দ্রৌপদী নাম ছিলা।
পরে তিঁহো ঈশ্বরী নামেতে ব্যক্ত হৈলা॥
আচার্য্যের কনিষ্ঠ পত্নী পদ্মাবতী নাম।
পরে তাঁর গৌরাঙ্গপ্রিয়া হৈল অভিধান॥

আচার্য্যের তিন পুত্রে কন্যা তিনজনে।
মন্ত্র প্রদান করিলেন আনন্দিত মনে॥
জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবন, মধ্যম রাধাকৃষ্ণাচার্য্য।
কনিষ্ঠ গোবিন্দগতি সর্ব্বগুণে বর্য্য॥
জ্যেষ্ঠা হেমলতা * মধ্যমা কৃষ্ণপ্রিয়া হয়।
কাঞ্চন লতিকা কন্যা কনিষ্ঠা কহয়॥
ইহাদের শাখা উপশাখা হবে যত।
ভাগ্যবন্ত জনে তাহা করিবে বেকত॥
কাঞ্চনগড়িয়াবাসী হরিদাসাচার্য্য।
শ্রীমহাপ্রভুর শাখা সর্ব্বগুণে বর্য্য॥
তাঁর পুত্র গোকুলানন্দ আর শ্রীদাস।
শ্রীনিবাসাচার্য্য স্থানে কৈলা বিদ্যাভ্যাস॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলানন্দ, কনিষ্ঠ শ্রীদাস।
পিতৃ আজ্ঞায় দীক্ষা নিলা শ্রীনিবাস পাশ॥
আচার্য্যের এ শাখাদ্বয় ভক্তি রসময়।
যাঁহারে দেখিলে পাষণ্ডীর লাগে ভয়॥
গোকুলানন্দের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ হয়।
তাঁহারে করিলা কৃপা আচার্য্য মহাশয়॥
নরসিংহ কবিরাজ রঘুনাথ কর।
তাঁহারে করিলা শিষ্য আচার্য্য ঠাকুর॥
রামকৃষ্ণ চট্ট শাখা গুণের আলয়।
তাঁর পুত্র গোপীবল্লভ চট্ট শাখা হয়॥
গোপীবল্লভ চট্ট হয় কুলীন প্রধান।
হেমলতা কন্যা আচার্য্য তাঁরে কৈলা দান॥
শ্রীকুমুদ চট্ট শাখা সর্ব্ব গুণাধার।
তাঁর পুত্র শ্রীচৈতন্য, কৃষ্ণপ্রিয়ার ভাতার॥

কলানিধি চট্ট আর তাঁহার জামাতা।
শ্রীরাজেন্দ্র বন্দ্য নাম সর্ব্বগুণযুতা॥
কলানিধির দুই কন্যা রাজেন্দ্র ঘরণী।
শ্রীমালতী আর ফুলঝি ঠাকুরাণী॥
তাঁহারে করিলা দয়া আচার্য্য ঠাকুর।
বৃন্দাবন চট্ট শাখা প্রেমরসপূর॥
আর শাখা হয় শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।
ভজনে যাঁহার নাম ভাবুক চক্রবর্ত্তী॥
তাঁহার বসতি হয় বোরাখুলি গ্রাম।
আর শাখা গোপাল দাস সর্ব্ব গুণধাম॥
গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীরাজবল্লভ।
আচার্য্যের শাখা ইহো জগত দুর্ল্লভ॥
কর্ণপুর কবিরাজ বংশীদাস ঠাকুর।
আচার্য্যের শাখা বাড়ী বাহাদুরপুর॥
বুঁধাই পাড়াতে বাড়ী গোপালদাস ঠাকুর।
আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণ কীর্ত্তনেতে শূর॥
শ্রীরূপ ঘটক শাখা রঘুনন্দন দাস।
ঘটক উপাধিতে তিঁহো হইলা প্রকাশ॥
সুধাকর মণ্ডল শ্যামপ্রিয়া পত্নী সহ।
শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহে কৈলা অনুগ্রহ॥
তাঁর পুত্র রাধাবল্লভ, কামদেব, গোপাল।
আচার্য্যের শাখা হয় পরম দয়াল॥
ঈশ্বরীর পিতা, নাম শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী।
আচার্য্যের শ্বশুর যার সর্ব্বত্র সুকীর্ত্তি॥
তাঁর দুই পুত্র শাখা আচার্য্যের শ্যালক হয়।
শ্যামদাস, রামচরণ আখ্যা তাঁর কয়॥
তাঁহারে করিলা দয়া আচার্য্য গুণময়।
আর শিষ্য রঘু চক্রবর্ত্তী যাঁরে কয়॥
গৌরাঙ্গপ্রিয়ার পিতা আচার্য্য শ্বশুর।
আচার্য্য চরণ বিনা নাহি জানে আর॥

---

* হেমলতার সন্তান ঠাকুর গোস্বামিগণ মুরশিদাবাদ মালিহাটী ও বুঁধইপাড়ায় বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণদাস চট্ট শিষ্য বাস ফরিদপুর।
মোহনদাস, বনমালিদাস বৈদ্য ভক্তিপুর॥
রাধাবল্লভ দাস শাখা, আর মথুরাদাস।
রাধাকৃষ্ণ দাস শিষ্য, আর রমণদাস॥
রামদাস কবিবল্লভ মহা আঁখরিয়া।
আচার্য্যকে বহু পুথি দিয়াছে লিখিয়া॥
বনমালি দাসের পিতা নাম গোপাল দাস।
আত্মারাম, নকড়ি শাখা, চট্ট শ্যামদাস॥
দুর্গাদাস, গোপীরমণ দাস বৈদ্য জাতি।
রঘুনাথ দাস, শ্রীদাস কবিরাজ খ্যাতি॥
গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী, গোকুলানন্দ দাস।
গোপালদাস ঠাকুর, আর চট্ট শ্যামদাস॥
রাধাকৃষ্ণ দাস, আর রামদাস ঠাকুর।
মুকুন্দ ঠাকুর শাখা মহাভক্তি শূর॥
বনবিষ্ণুপুরবাসী ব্যাস চক্রবর্ত্তী।
নিজ প্রভুর কৃপায় পায় আচার্য্য খেয়াতি॥
তাঁর পত্নী শিষ্য হয় ইন্দুমুখী নাম।
আর শাখা তাঁর পুত্র শ্যামদাস অভিধান॥
বীরহাম্বীর রাজা শাখা যে গ্রন্থ কৈল চুরি।
জীব গোসাঞি নাম রাখে চৈতন্যদাস তাঁরি॥
রাজপত্নী সুলক্ষণা তাঁরে কৃপা কৈলা।
রাজপুত্রধারী হাম্বীর তাঁরে দীক্ষা দিলা॥
করণ কুলোদ্ভব করুণাদাস মজুমদার।
তাঁর দুই পুত্রে কৃপা করিলা প্রচার॥
জানকী রামদাস, আর প্রকাশদাস নাম।
আচার্য্য পত্রলেখক বলি বিশ্বাস খ্যাতি পান॥
রামদাস, গোপালদাস, বল্লবী কবিপতি।
আচার্য্যের শিষ্য তিন বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
দেওলী গ্রামস্থ কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী।
যাঁর গৃহে আচার্য্য হৈলা প্রথম অতিথি॥

গ্রন্থ চুরির খবর কয় এই মহাশয়।
তাঁহারে আচার্য্য দয়া কৈলা অতিশয়॥
নারায়ণ, নৃসিংহ, বাসুদেব কবিরাজ।
আর শাখা বৃন্দাবনদাস কবিরাজ॥
ভগবান কবিরাজ, শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী।
রঘুনন্দন, গৌরাঙ্গদাস, যাঁর সঙ্কীর্ত্তনে প্রীতি॥
গোপীজনবল্লভ ঠাকুর, ঠাকুর শ্রীমন্ত।
আচার্য্যের কৃপা যত নাহি তার অন্ত॥
চৈতন্যদাস, গোবিন্দদাস, তুলসীরামদাস আর।
বিপ্র বলরামদাস সদাহরি নাম যার॥
উৎকলদেশী জয়রাম চৌধুরী মহাশয়। (১)
তাঁহারে করিলা দয়া আচার্য্য দয়াময়॥
ব্রাহ্মণ শ্রীহরিবল্লভ সরকার ঠাকুর।
কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী শাখা ভক্তিপুর॥
গৌড়দেশবাসী কৃষ্ণ পুরোহিত ঠাকুর।
আর শাখা শ্যামচট্ট যাঁর শিষ্য প্রচুর॥
গৌড়দেশবাসী জয়রাম চক্রবর্ত্তী।
ঠাকুরদাস ঠাকুর যাঁর সঙ্কীর্ত্তনে প্রীতি॥
শ্যামসুন্দর দাস, মথুরাদাস আর আত্মারাম।
মথুরানিবাসী তাঁরা ব্রাহ্মণ সন্তান॥
শ্রীগোবিন্দরাম আর শ্রীগোপাল দাস।
আচার্য্য প্রভুর শাখা শ্রীকুণ্ডেতে বাস॥
মোহনদাস, ব্রজানন্দ দাস, আর হরিরাম।
হরিপ্রসাদ, সুখানন্দ, শাখা মুক্তারাম॥
বঙ্গদেশী কলানিধি আচার্য্য মহাশয়।
যাঁর প্রতি আচার্য্যের কৃপা অতিশয়॥

(১) উৎকলদেশী দয়ারাম চৌধুরী মহাশয়।

রামশরণ, রসিকদাস, আর প্রেমদাস।
তাঁহারে করিলা শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস ॥
এইত শ্রীনিবাসাচার্য্যের শাখার বর্ণন।
এবে করি নরোত্তমের শাখার লিখন ॥
মহাশয়ের বহু শিষ্য কে করে গণন।
কিঞ্চিৎ করিয়ে আমি দিগ দরশন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ।
হরিনাম দিয়া তারিলেন সর্ব্বদেশ ॥
তাঁর শিষ্য লোকনাথ গোসাঞি মহামতি।
যশোর তালগড়ি গ্রামে যাঁহার বসতি ॥
মহাপ্রভুর আজ্ঞায় কৈলা বৃন্দাবনে বাস।
শ্রীরাধাবিনোদ দেব যাঁহার প্রকাশ ॥
মঞ্জুলালী মঞ্জরী হন লোকনাথ গোসাঞি।
তাঁর শিষ্য নরোত্তম খ্যাত সর্ব্ব ঠাঁই ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় চম্পক মঞ্জরী।
মানস সেবাতে তাঁর হস্ত যায় পুড়ি ॥
নরোত্তম-রূপ বৃক্ষের শাখা অগণন।
তিঁহ ত করিলা সর্ব্বভুবন পাবন ॥
খেতরী নিবাসী বলরাম চক্রচর্ত্তী।
মহাশয়ের প্রিয়শিষ্য গৌরাঙ্গে অতি প্রীতি ॥
রাঢ়িশ্রেণী সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।
শ্রীবিগ্রহ সেবি পূজারী আখ্যায় খ্যাত হন ॥
আর শাখা শ্রীরূপ নারায়ণ পূজারী।
রাঢ়ীশ্রেণী সাবর্ণগোত্র বাস শ্রীখেতরী ॥
রবি রায় পূজারী হন বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বুঁধরীতে বাস, তাঁর শাখা প্রিয়তম ॥
আর শাখা শ্রীগোপীরমণ চক্রবর্ত্তী।
নাম সঙ্কীর্ত্তনে যাঁর অতিশয় প্রীতি ॥
মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম রমাকান্ত।
তাঁর পুত্র রাধাবল্লভ দত্ত মহা শান্ত ॥
তাঁহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয়।
সর্ব্ব গুণবান্ ভক্তিরসের আশ্রয় ॥
পুরুষোত্তম, কৃষ্ণানন্দ ভাই দুই জন।
জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম, কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ হন ॥
পুরুষোত্তম দত্ত পুত্র শ্রীসন্তোষ রায়।
গোবিন্দ কবিরাজ সহ প্রীতি অতি পায় ॥
গোবিন্দ কবিরাজ শ্রীসন্তোষ রায়ের রীতি।
গীতে ব্যক্ত করিলেন মনে পাঞা প্রীতি ॥
মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভাই শিষ্য তাঁর হয়।
মহাশয়ের সেবাতে নিযুক্ত সদা রয় ॥
আর শিষ্য রামকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়।
গঙ্গা পদ্মার সঙ্গমস্থল গোয়াসে আলয় ॥
রাঢ়ীশ্রেণী বিপ্র তিঁহো পণ্ডিত প্রধান।
যাঁর শিষ্য উপশিষ্যে ব্যাপিল ভুবন ॥ (১)

---

(১) ইঁহার বংশধর ঠাকুর গোস্বামী প্রভুপাদগণ মুর্শিদাবাদ সৈদাবাদে বাস করিতেছেন। ইঁহারা রাঢ়ীশ্রেণীর শুদ্ধ শ্রোত্রিয়, মণিপুরের রাজবংশ ইহাঁদিগের শিষ্য।

রামকৃষ্ণ আচার্য্যের একজন প্রধান শিষ্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ গোকুলানন্দ দেবালয়ে থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভগবদ্গীতা, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণির টীকা রচনা করেন। আর ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী, মাধুর্য্য কাদম্বিনী, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, স্বপ্নবিলাসামৃত, গৌরগণচন্দ্রিকা এবং অনেক স্তবামৃত লহরী রচনা করিয়া জগতে বিখ্যাত ও সুপরিচিত হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ ইহাঁর দীক্ষাগুরু এবং গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ইহাঁর

আর শাখা গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী।
গঙ্গাতীরে গাম্ভীলা গ্রামেতে যাঁর স্থিতি॥
কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন সদা করেন ভজন।
ঠাকুর চক্রবর্ত্তী বলি তারে সভে কন॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তিঁহো পণ্ডিত প্রধান।
পাঁচ শত পড়ুয়ায় নিত্য অন্ন কৈলা দান॥(১)

বিদ্যাগুরু ও শিক্ষাগুরু। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর বংশধর গোস্বামিপাদগণ মুর্শিদাবাদ বালুচরে বাস করিতেছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ গোকুলানন্দ জিউর জন্য অনেক সম্পত্তিও করিয়া গিয়াছেন। এখন এই দেবালয়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের পরিবারস্থ শিষ্যবর্গ, এই শ্রীদেবালয়ের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করুন।

রামকৃষ্ণ আচার্য্য গোস্বামীর আর একজন শিষ্য রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী। ইনি গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইহাঁর বংশধর গোস্বামি প্রভুপাদগণ ঢাকা বেতিলা গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর শুদ্ধ শ্রোত্রিয়। ইহাদের বহুতর ব্রাহ্মণ শিষ্য নানা দেশে আছেন। ঢাকা লাঙ্গলবন্ধ সান্ধির রাঢ়ী শ্রেণীর শুদ্ধ শ্রোত্রিয় গোস্বামীগণ বেতিলার গোস্বামী প্রভুগণের শিষ্য। আর ঢাকা সহরের অধিকাংশ ব্যবসায়ী বড়লোকগণ ইহাঁদিগের শিষ্য।

রামকৃষ্ণ আচার্য্যের আর একজন শিষ্য স্বরূপ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী। ইনি নওপাড়ার সান্ন্যাল গণিত কুলীনবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পূর্ব্ব নাম রাম রাম সান্ন্যাল, গুরুদত্ত নাম স্বরূপ চক্রচর্ত্তী। ইনি অতিশয় পণ্ডিত, ভক্তি অঙ্গসাধনে তৎপর ও যোগাভ্যাসী ছিলেন। স্বরূপচরিতে এই নামের ব্যুৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। যথা :—

"স্ব স্বরূপেঽবস্থিতত্বাৎ স্বরূপঃ পরিকীর্ত্তিত।
ভক্ত চক্রেবর্ত্তিতত্বা চক্রবর্ত্তীত্বিতিস্মৃতঃ॥"

ইনি গঙ্গাতীরে হুসেনপুরে শ্রীগোবিন্দজির সেবা প্রকাশ করিয়া দুইজন শিষ্যকে তাহা অর্পণ পূর্ব্বক গোবিন্দ জীর আদেশক্রমে জন্মস্থান দেখিবার জন্য নওপাড়ায় গমন করেন। পরে তথা হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থিত হুসেনপুরে আসিয়া বাস করেন এবং দ্বিতীয় গোবিন্দ দেব প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সেবা প্রকাশ করেন। ইহাঁর বংশধর গোস্বামী প্রভুপাদগণ ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, আচমিতা গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাঁরা বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন।

(১) মুরশিদাবাদ বালুচরের নিকট গাম্ভীলা নামে একটী গ্রাম ছিল, এখন লোকে উহাকে গামলা বলে।

গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে ভজন সাধন গুণে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইঁহার বংশ নাই। রামকৃষ্ণ আচার্য্য গোস্বামীর কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী ইহার শিষ্য-পুত্র। বেতিলার গোস্বামিপাদগণের পূর্ব্বপুরুষ রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

নানা শাস্ত্র পড়ায় সদা আনন্দিত মনে।
যাঁর শিষ্য উপশিষ্যে ব্যাপিল ভুবনে॥
রাধাবল্লভ চৌধুরী শাখা নব গৌরাঙ্গ দাস।
নারায়ণ ঘোষ শাখা, শাখা গৌরাঙ্গ দাস॥
কৃষ্ণসিংহ, বিনোদ রায়, ফাগু চৌধুরী।
সঙ্কীর্ত্তনে নাচে যেহো বলি হরি হরি॥
রাজা গোবিন্দরাম, আর বসন্ত রায়।
প্রভুরাম দত্ত শাখা, আর শীতল রায়॥
এই রায়ের ভক্তি রীতি অতি চমৎকার।
যে শুনে তাঁহার মনে আনন্দ অপার॥
ধর্ম্মদাস চৌধুরী, আর নিত্যানন্দ দাস।
ধরু চৌধুরী শাখা, আর চণ্ডীদাস॥
ভক্ত দাসের ভক্তি রীতি সর্ব্বাংশে উত্তম।
তাঁহারে করিলা দয়া ঠাকুর নরোত্তম॥
বোঁচারাম ভদ্র, আর রামভদ্র রায়।
তাঁহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয়॥
জানকীবল্লভ চৌধুরী শাখা শ্রীমন্ত দত্ত।
সঙ্কীর্ত্তনে নাচে তাঁরা হৈয়া উন্মত্ত॥
পুরুষোত্তম, গোকুল দাস, আর হরিদাস।
গঙ্গাহরি দাস শাখা সর্ব্বাংশে উদাস॥
রাজা নরসিংহ রায় সর্ব্বাংশে উত্তম।
তাঁহারে করিলা দয়া ঠাকুর নরোত্তম॥
(নরসিংহ রায়ের ঘরণী রূপমালা।
তিঁহো শাখা সদা হরিনামেতে উতালা॥)
রূপনারায়ণ গোসাঞি পরম উদার। (১)
যে শুনে তাঁহার গান দ্রবে চিত্ত তার॥
বীরচন্দ্র গোসাঞি প্রভু শুনি তাঁর গান।
প্রেমানন্দে ঝরে আঁখি বহিয়া বয়ান॥
বীরচন্দ্র প্রভু জানি রূপের শকতি।
অনুগ্রহি দিলা তাঁরে গোস্বামী খেয়াতি॥
পূর্ব্বে তাঁহার নাম রূপচন্দ্র ছিল।
বৃন্দাবনে রূপনারায়ণ নাম হৈল॥
বঙ্গদেশ কামরূপ ব্রহ্মপুত্র পার।
এগার সিন্দুরে হয় বসতি তাঁহার॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে ইহো কুলীন প্রধান।
নানা শাস্ত্র জানি হয় পরম বিদ্বান॥
মহা ভক্তিমান সর্ব্ব গুণের আলয়।
কৃপা করি দীক্ষা দিলা ঠাকুর মহাশয়।
জগন্নাথ আচার্য্য শাখা পরম বিদ্বান।
বৈদিক ব্রাহ্মণ, বাস তেলিয়া বুধরী গ্রাম॥
কৃষ্ণ আচার্য্য শাখা পরম উদার।
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গোপালপুরে বাস তাঁর॥
আর শাখা হয় রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
কুলে শীলে রূপে গুণে সর্ব্ব মতে বর্য্য॥
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হয় নবদ্বীপে বাস।
সদা হরিনাম জপে মনেতে উল্লাস॥
কীর্ত্তনীয়া দেবীদাস নানা শাস্ত্র জানে।
মহাশয় দীক্ষামন্ত্র দিলা তাঁর কাণে॥
বৈষ্ণবচরণ শাখা, শিবরাম দাস।
কৃষ্ণদাস বৈরাগী, আর বাটুয়া রামদাস॥ (১)

(১) ইঁহার বংশধর গোস্বামী প্রভুপাদগণ ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ বাণী গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহাদিগের ব্রাহ্মণ ভদ্র-শিষ্য অনেক। ঢাকা লোহজঙ্গের পাল চৌধুরীগণ ও ভাগ্যকুলের ধনকুবের রায় চৌধুরীগণ ইঁহাদিগের শিষ্য। ইঁহারা লাহিড়ী বংশোদ্ভব বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন। এই বংশে আবহমানকাল নানা শাস্ত্রের বড় বড় পণ্ডিত থাকায় এই বংশকে পণ্ডিত গোস্বামী বংশ বলে।

(১) আর চাটুযারাম দাস।

নারায়ণ রায় শিষ্য পরম উদার।
রামদাস রায় শাখা সর্ব্ব গুণাধার॥
কৃষ্ণদাস ঠাকুর, আর শঙ্কর বিশ্বাস।
মদন রায়, আর শাখা বুড়ু চৈতন্য দাস॥
জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়।
দুষ্ট পাষণ্ডী দস্যু দেশ লুঠি খায়॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম তাঁরে কৃপা কৈলা।
পরে হরিদাস নাম তাঁহার হইলা॥
সংখ্যা করি হরিনাম লয় নিরন্তর।
তাঁহারে বৈষ্ণব দেখি পাষণ্ডীর ডর॥
গড়ের হাটের উত্তর ভাগের জমীদার।
রাঘবেন্দ্র রায় হয় অতি শুদ্ধাচার॥
ব্রাহ্মণ কুলেতে তিঁহো লভিলা জনম।
তাঁহারে করিলা শিষ্য ঠাকুর নরোত্তম॥
(তাঁহার ঘরণী হয় নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।
তাঁহারে করিলা শিষ্য সদয় হইয়া॥)
রাঘবেন্দ্র রায়ের হয় দুইত কুমার।
মহাদস্যু রাজদ্রোহী দুষ্ট দুরাচার॥
জ্যেষ্ঠ চান্দরায়, কনিষ্ঠ শ্রীসন্তোষ রায়।
তাঁহারে করিলা কৃপা ঠাকুর মহাশয়॥
পরে দুই ভাই মহা বৈষ্ণব হইলা।
অনায়াসে সকল বিষয় ত্যাগ কৈলা॥
এই দুই রায়ের দুইত ঘরণীরে।
মহাশয় কৃপা কৈলা সদয় অন্তরে॥
চান্দরায়ের ঘরণীর কণকপ্রিয়া নাম।
সন্তোষ রায়ের ঘরণীর নলিনী অভিধান॥
আর শাখা গন্ধর্ব্বরায়, গঙ্গাদাস রায়।
ব্রজরায়, রাধাকৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণরায়॥
দয়ারাম দাস ঠাকুর উদার চরিত।
ঠাকুর মহাশয়ের গুণে সর্ব্বদা মোহিত॥

আর শাখা জগৎ রায়, হরিদাস ঠাকুর।
শ্রীকান্ত, ক্ষীরু চৌধুরী মহাভক্ত শূর॥
রূপরায় শাখা হয় ভুবন পাবন।
যিঁহো করিলেন বহু যবন তারণ॥
চন্দ্রশেখর, গণেশ চৌধুরী, শ্রীগোবিন্দ রায়।
মথুরাদাস, ভাগবতদাস, শ্রীজগদীশ রায়॥
ইহারা সকলে নিজ প্রভুর কিঙ্কর।
যা বলেন মহাশয় তা করে সত্বর॥
আর শাখা হয় নরোত্তম মজুমদার।
মহেশ চৌধুরী নাম পরম উদার॥
আর শাখা বৈদিক ব্রাহ্মণ শঙ্কর ভট্টাচার্য্য।
নৈহাটীতে বাস তার সর্ব্ব গুণে বর্য্য॥
গোসাঞি দাস, মুরারিদাস, শ্রীবসন্ত দত্ত।
শ্যামদাস, ঠাকুর শাখা, সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত॥
গোপাল দত্ত, রামদেব দত্ত, গঙ্গাদাস দত্ত আর।
মনোহর ঘোষ, অর্জ্জুন বিশ্বাস অতি শুদ্ধাচার॥
আর শাখা কমলসেন, যাদব কবিরাজ।
মনোহর বিশ্বাস শাখা, কৃষ্ণ কবিরাজ॥
আর শাখা বিষ্ণুদাস কবিরাজ ঠাকুর।
বৈদ্যবংশ-তিলক বাস কুমার-নগর॥
আর শিষ্য মুকুট মৈত্র সর্ব্বলোকে জানে।
ফরিদপুর বাড়ী তাঁর কহে সর্ব্বজনে॥
গোবর্দ্ধন ভাণ্ডারী শাখা সর্ব্বত্র বিদিত।
মহাশয় করে তাঁরে অতিশয় প্রীত॥
বালকদাস বৈরাগী, বৈরাগী গৌরাঙ্গদাস।
বিহারীদাস বৈরাগী, আর বৈরাগী গোকুলদাস॥

এই সকল শাখা মহাশয়ের অতি ভক্ত।
প্রসাদ দাস বৈরাগী শাখা সেবায় অনুরক্ত ॥
আর শাখা বিপ্রদাস নাম মহাভাগ।
যাঁর ধান্য গোলায় গৌরাঙ্গ হৈল লাভ ॥
(তাঁহার পত্নীর নাম ভগবতী হয়।
তাঁহারে করিলা কৃপা ঠাকুর মহাশয় ॥)
তাঁর দুই পুত্র হয় পরম সুন্দর।
যদুনাথ, রমানাথ ভক্তি রত্নাকর ॥
তাঁহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয়।
পাছপাড়া গ্রামে হয় তাহার আলয় ॥
গুরুদাস ভট্টাচার্য্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
মহাশয়ের কৃপায় কুষ্ঠ হৈতে মুক্ত হন ॥
তাঁর শিষ্য হইয়া সদা হরিনাম লয়।
রাঢ়দেশে গোপালপুর তাহার আলয় ॥
নরসিংহ রায় বহু পণ্ডিত আসিলা।
শ্রীঠাকুর মহাশয় সবে কৃপা কৈলা ॥
যাহার যে নাম আমি কহিয়ে কিঞ্চিৎ।
শুনি সব শ্রোতাগণ হবে হরষিত ॥
যদুনাথ বিদ্যাভূষণ ভক্তিরসময়।
কাশীনাথ তর্কভূষণ ভক্তিরসাশ্রয় ॥
হরিদাস শিরোমণি সর্ব্বগুণধাম।
দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন সদা লয় হরিনাম।
শিবনারায়ণ বিদ্যাবাগীশ পরম সুধীর। (১)
চন্দ্রকান্ত ন্যায়পঞ্চানন ভক্তিরসে স্থির ॥
চান্দরায় দলে যাঁরা দস্যুবৃত্তি কৈলা।
কৃপা করি মহাশয় উদ্ধার করিলা ॥

(১) শিবচরণ বিদ্যাবাগীশ পরম সুধীর।

বনমালী চট্ট, আর গোবিন্দ ভাদুড়ী। (১)
নীলমণি মুখুটি, ললিত ঘোষাল সর্ব্বোপরি ॥
কালিদাস চট্ট, রামজয় চক্রবর্ত্তী।
হরিনাথ গাঙ্গুলী, আর শিব চক্রবর্ত্তী ॥
মহাশয় নানা স্থান ভ্রময়ে যখন।
করিল অনেক শিষ্য কে করে গণন ॥
তার মধ্যে যাঁর নাম জানিতে পারিল।
তাহা এই গ্রন্থে আমি কিঞ্চিৎ লিখিল ॥
কাশীনাথ ভাদুড়ী, রামজয় মৈত্র আর।
নারায়ণ সন্ন্যাল, আর মিশ্র পুরন্দর ॥
বিধু চক্রবর্ত্তী, আর কমলাকান্ত কর।
রঘুনাথ বৈদ্য, আর মিশ্র হলধর ॥
এইত কহিল নরোত্তমের শাখাগণে।
শ্যামানন্দ শাখা এবে করিয়ে গণনে ॥
শ্যামানন্দের বহু শাখা মুঞি নাহি জানি।
যে কিছু লিখিয়ে তাহা লোকমুখে শুনি ॥
সূর্য্যদাস সরখেল পণ্ডিতপ্রবর।
তাঁর ভাই গৌরীদাস সর্ব্ব গুণধর ॥
পূর্ব্ববাস শালিগ্রাম আছিল তাঁহার।
অম্বিকা আসিয়া বাস কৈলা গঙ্গার ধার ॥
সুবল সখা গৌরীদাস পণ্ডিত মহাশয়।
গৌর-নিত্যানন্দ সেবা প্রকাশ করয় ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় শাখা গৌরীদাস।
যাঁহার আজ্ঞায় কৈলা অম্বিকায় বাস ॥
তাঁর শিষ্য হৃদয়চৈতন্য মহাশয়।
শ্রীসুধীরা সখী তাঁর সিদ্ধ নাম হয় ॥
তাঁর শিষ্য সদ্গোপ জাতি দুঃখী কৃষ্ণদাস।
শ্যামানন্দ নাম বৃন্দাবনেতে প্রকাশ ॥

(১) গোবিন্দ বারুড়ী।

শ্রীরাধার-নূপুর সেঁহো যবে প্রাপ্ত হৈলা।
শ্রীজীবগোস্বামী বহু অনুগ্রহ কৈলা॥
তবেত শ্রীজীব মনে পাইয়া আনন্দ।
সেই দিনে রাখিলা তাঁর নাম শ্যামানন্দ॥
শ্যামানন্দের সিদ্ধনাম কণকমঞ্জরী।
তত্ত্ব শিখাইলা জীব তাঁরে কৃপা করি॥
শ্যামানন্দ প্রভু হয় অদ্বৈত আবেশ।
তাঁহার যতেক শিষ্য কে জানে তার শেষ॥
শ্যামানন্দ-রূপ বৃক্ষের শাখা অগণন।
কিঞ্চিৎ কহিয়ে এবে শুন দিয়া মন॥
শ্রীকিশোরীদাস শাখা ভক্তি রসময়।
তাঁরে কৃপা কৈলা শ্যামানন্দ মহাশয়॥
আর শাখা নাম দীনবন্ধু মহামতি।
ধারেন্দা গ্রামেতে তার হয় অবস্থিতি॥
নিমুগোপ, কানাইগোপ, হরিগোপ আর।
ধারেন্দা গ্রামেতে বাস হয় এ সবার॥
শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ, আর শ্রীমুরারি।(১)
যাঁর যশোগুণ গায় উৎকল দেশ ভরি॥
এই দুই বিপ্রের বণিতা দুই জনে।
শ্যামানন্দ শিষ্য কৈলা আনন্দিত মনে॥
রসিকানন্দের পত্নী মালতী তাঁর নাম।
মুরারির পত্নী শচীরাণী অভিধান॥)
শ্যামানন্দের প্রিয়পাত্র দুই মহাশয়।
সুবর্ণরেখা নদীতীরে রয়নী আলয়॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইব।
ভাগ্যবন্ত জন তাহা বিস্তারি বর্ণিব॥

আর শাখা দামোদর যোগী মহাজ্ঞানী।
শ্যামানন্দসহ বিচার হইল বহু দিনি॥
হৃদয় চিরি শ্যামানন্দ পৈতা দেখাইলা।
দেখি যোগীবর তবে দীক্ষামন্ত্র লৈলা॥
যদুনাথ, রামভদ্র, শ্রীজগদীশ্বর।
শ্যামানন্দ শিষ্য, বাস বলরামপুর॥
ধ্রুবানন্দ, পুরুষোত্তম, কৃষ্ণহরি দাস।
শ্যামানন্দের প্রিয় শিষ্য নৃসিংহপুর বাস॥
উদ্ধব, অক্রুর, মধুসূদন, গোবিন্দ।
জগন্নাথ, গদাধর, আর সুন্দরানন্দ॥ (১)
হরিরায়, কালীনাথ, শ্রীকৃষ্ণকিশোর।
শ্যামানন্দ শাখা, বাস গোপীবল্লভপুর॥
আর শাখা চিন্তামণি, শ্রীজগদীশ্বর।
বীরভদ্র, রাধামোহন, শাখা হলধর॥
আর শাখা রাধানন্দ, নয়ন ভাস্কর।
গৌরীদাস নাম শাখা সর্ব্ব গুণধর॥
শিখিধ্বজ, গোপাল শাখা ভজন প্রবল।
সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কহে হরি হরি বোল॥
আর শাখা যবন দস্যু সের খাঁ নাম যার।
শ্রীচৈতন্যদাস নাম এবে হইল তাঁর॥
বিষয় ছাড়ি হৈলা তিঁহো পরম বৈষ্ণব।
নিতাই চৈতন্যাদ্বৈত সদা এই রব॥
সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কান্দে ভূমি গড়ি যায়।
সংখ্যা করি হরিনাম লয় সর্ব্বদায়॥
এইত করিল আমি শাখার গণন।
এবে কহি তিন প্রভুর স্বরূপ বিবরণ॥
শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ তিনে।
মহাপ্রভুর প্রেমে জন্মি হইলা প্রবীণে॥

(১) রসিকানন্দের বংশধর গোস্বামিগণ দক্ষিণদেশে গোপীবল্লভপুরে বাস করিতেছেন।

(১) আর আনন্দানন্দ।

শ্রীমহাপ্রভুর শক্তি শ্রীনিবাস হয়।
নিত্যানন্দ শক্তি নরোত্তমেরে কহয়॥
অদ্বৈতপ্রভুর শক্তি হয় শ্যামানন্দ।
যাঁর কৃপায় উৎকলীয়া পাইলা আনন্দ॥
শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ আর।
চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতের আবেশ অবতার॥
শ্রীচৈতন্যের অংশকলা শ্রীনিবাস হয়।
নিত্যানন্দের অংশকলা নরোত্তমে কয়॥
অদ্বৈতের অংশকলা হয় শ্যামানন্দে।
যে কৈলা উৎকল ধন্য সঙ্কীর্ত্তনানন্দে॥

তথাহি কস্যচিৎ বৈষ্ণবস্য বাক্যং।

নিত্যানন্দ ছিলা যেই, নরোত্তম হৈলা সেই,
শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যাঁরে কয়, শ্যামানন্দ তিঁহো হয়,
ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ॥

সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের প্রভাব।(১)
সর্ব্বদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তিভাব॥
এ তিনের চরণে মোর প্রণতি বিস্তর।
কৃপা কর তিন প্রভু জানিয়া পামর॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মন।
এবে রামচন্দ্রের করি শাখার বর্ণন॥
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেন এক হয়।
(তাঁহার পত্নীর নাম সুনন্দা কহয়॥)
দুই পুত্র হৈল তাঁর পরম গুণবান।
জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, কনিষ্ঠ গোবিন্দ অভিধান॥
পিতৃ-অদর্শনে তাঁরা মাতামহের ভবন।
কুমার নগরে বাস কৈলা কিছু দিন॥
পরে আসি তেলিয়া-বুধরী নাম গ্রামে।
করিলা বসতি মহা আনন্দিত মনে॥
শ্রীনিবাসের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ।
তাঁহার শকতি ইহোঁ ব্যক্ত লোকমাঝ॥
করুণা-মঞ্জরী রামচন্দ্রের সিদ্ধনাম।
তাঁর তিন শাখা এবে, লিখি তাঁর নাম॥
হরিরাম আচার্য্য শাখা পরম পণ্ডিত।
রাঢ়ীশ্রেণী বিপ্র ইহোঁ জগতে বিদিত॥ (১)
গঙ্গা পদ্মার সঙ্গম যেবা স্থান হয়।
তথায় গোয়াস গ্রামে তাঁহার আলয়॥
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বল্লভ মজুমদার নাম।
কবিরাজ শাখা ইহোঁ সর্ব্বগুণধাম॥
আর শাখা বলরাম কবিপতি হয়।
পরম পণ্ডিত তিঁহো বুধরী আলয়॥
এইত কহিল সবার শাখার বর্ণন।
এবে যে কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন॥
এই যে লিখিনু গ্রন্থ গুরু আজ্ঞা মানি।
কি লিখিনু ভালমন্দ কিছুই না জানি॥
যা দেখিল যা শুনিল শ্রীমুখ-বচন।
লিখিনু এ গ্রন্থ তাঁর ভাবিয়া চরণ॥
মোর দীক্ষা-গুরু হয় জাহ্নবা ঈশ্বরী।
যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি॥
বীরচন্দ্র প্রভু মোর শিক্ষা গুরু হয়।
আমারে করুণা তিহেঁা কৈলা অতিশয়॥
(মাতা সৌদামিনী, পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥

---

(১) সে তিনের প্রকটে এ তিনের আবির্ভাব।

(১) ইহার বংশধর ঠাকুর গোস্বামিগণ মুরশিদাবাদ সৈদাবাদে বাস করিতেছেন। ইঁহারা রাঢ়ীশ্রেণীর শুদ্ধ শ্রোত্রিয়।

আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক।
মাতা পিতা দুঁহে চলি গেলা পরলোক॥
অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার।
রাত্রিতে স্বপন এক দেখিনু চমৎকার॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই।
খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঁই॥
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈনু আগমন।
ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন॥
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা।
এবে নিত্যনন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিলা॥
নিজ পরিচয় আমি করিনু প্রচার।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদে কোটী নমস্কার॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার নাশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

ইতি প্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ গোস্বামীর শাখা বর্ণন নামক বিংশ বিলাস।

একবিংশ বিলাস।

—০:*:০—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম আর শ্যামানন্দ।
এ তিনের চরিত লিখি পাইনু আনন্দ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মন।
অন্যান্য ভক্তের এবে কহি বিবরণ॥
কাশ্যপ গোত্র মৈত্র গাই বিশ্বেশ্বরাচার্য্য।
পরম পণ্ডিত ইহেঁা সর্ব্বগুণে বর্য্য॥
কাশ্যপগোত্র চট্টগাঁই ভগীরথাচার্য্য।
যাঁর যশ পৃথি ব্যাপী সর্ব্বত্র সুকার্য্য॥
পণ্ডিত প্রধান হয় এই মহাশয়।
পরোপকারী সর্ব্বগুণের আশ্রয়॥
বিশ্বেশ্বরের ভগীরথের জন্ম এক গ্রাম।
বাল্যসখা একত্রেতে দোঁহার অধ্যয়ন॥
দুই সখার এক প্রাণ ভিন্নমাত্র কায়।
এ দোঁহার যে সখি-ভাব বর্ণন না যায়॥
(বিশ্বেশ্বরের পত্নীর নাম মহালক্ষ্মী হয়।
ভগীরথের পত্নীকে শ্রীজয়দুর্গা বোলয়॥
মহালক্ষ্মী জয়দুর্গায় প্রীতি গাঢ়তর।
একই আত্মা কেবল ভিন্ন কলেবর॥
শ্রীনাথ শ্রীপতি ভগীরথের তনয়।
ঘটক আচার্য্য নাম শ্রীনাথের কহয়॥
মহালক্ষ্মী একপুত্র করিয়া প্রসব।
অল্পদিনের মধ্যে চলি গেলা পরলোক॥
যেই দিন মহালক্ষ্মী পরলোক পাইলা॥
জয়দুর্গা মহালক্ষ্মীর নিকটে আছিলা।
মহালক্ষ্মী বোলে ভগিনী এই পুত্র মোর।
তোমারে করিল দান পুত্র হৈল তোর॥
এত বোলি তিঁহো পরলোক চলি গেলা।
সখী শোকে জয়দুর্গা বহুত কান্দিলা॥
জয়দুর্গা এই নব পুত্র কোলে করি।
চলিয়া আইলা তিঁহো আপনার বাড়ী॥
এই পুত্রের নাম মাধব রাখিলা।
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র যেন চন্দ্রকলা॥
পত্নীশোকে বিশ্বেশ্বর কাতর হইলা।
একদিন ভগারথে ডাকিয়া বলিলা॥
সখে ভগীরথ শুন আমার বচন।
কাশী যাব সন্ন্যাসী হব, না রব ভবন॥)

এই পুত্র মাধবে আমি তোমায় কৈল দান।
তৃতীয় এ পুত্র তোমার করহ পালন ॥
এত বলি বিশেশ্বর বিদায় হইল।
ভগীরথের যত্নাধিক্যেও গৃহে না রহিল ॥
মাধব ভগীরথের হৈল তৃতীয় নন্দন।
অতি যত্নে কৈল তার লালনপালন ॥
মাধবকে পুত্ররূপে করিয়া গ্রহণ।
ভগীরথের হইলেক আনন্দিত মন ॥
যথাকালে মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল।
নানাবিধ শাস্ত্র তিঁহো পড়িতে লাগিল ॥
নানা শাস্ত্র পড়ি হৈলা পণ্ডিত অতিশয়।
আচার্য্য উপাধিতে তিঁহো খ্যাতি লভয় ॥
মাধব আচার্য্য হৈলা নিত্যানন্দ ভক্ত।
নিত্যানন্দ পাদপদ্মে সদা অনুরক্ত ॥
পরম কুলীন মাধব আচার্য্য মহাশয়।
(নিত্যানন্দ গঙ্গাকন্যা তাঁহাকে অর্পয় ॥
সন্ন্যাসীর কন্যা কেহ বিভা করিতে না চায়।
মাধব আচার্য্য বিয়ে করে গুরুর আজ্ঞায় ॥)
ভাগীরথ পুত্ররূপে গ্রহণ করাতে।
আরো নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা বহু তাতে ॥
এই সে কারণে মাধব গুণের নিধান।
চট্টো বংশে হইলেন কুলীন প্রধান ॥
কিন্তু কোন কুলীন বঙ্গীয় চট্টো তাঁরে কয়।
কোন কুলীন বারেন্দ্র চাটুতি ডাকয় ॥
এইত বলিল বারেন্দ্র মাধবের বিবরণ।
যৈছে হইলেন রাঢ়ী তাহার কারণ ॥
আদিশূর যজ্ঞে আইলা পাঁচজন দ্বিজ।
তাঁহার সন্ততি রাঢ়ী বারেন্দ্র সমাজ ॥
রাঢ়ী বারেন্দ্রে কিছু ভেদ নাই।
বিদ্বেষ কারণে ভেদ দেখিবারে পাই ॥
রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিয়ে হৈয়াছে অনেক। (১)
দেশভেদে নাম ভেদ এই পরতেক ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মন।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥
নবদ্বীপবাসী শ্রীশুভানন্দ রায়।
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম কুলীন যে হয় ॥
নবদ্বীপের জমিদার রাজা তাঁর খ্যাতি।
দেশে বিদেশে যাঁর ঘোষয়ে সুকীর্ত্তি ॥
পাৎসাহের সঙ্গে অতিশয় প্রীতি তাঁর।
পরম সুন্দর তাঁর দুইত কুমার ॥
জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ কনিষ্ঠ জনার্দ্দন দাস।
পরম পণ্ডিত সর্ব্ব গুণের নিবাস ॥
রঘুনাথের পুত্রের নাম জগন্নাথ হয়।
জনার্দ্দনের পুত্রকে মাধব বলি কয় ॥
জ্যেষ্ঠ জগন্নাথ তাঁরে জগাই বলি কয়।
কনিষ্ঠ মাধব তাঁরে মাধাই ডাকয় ॥
নদীয়ার রাজা এই দুই মহাশয়।
যৌবনেতে হৈলা তাঁরা দস্যু অতিশয় ॥
দেশ লোঠে, লোক মারে, পাৎসাহ না মানে।
তাঁদের ভয়েতে কাজি নহে আগুয়ানে ॥
দুই ভাইর হইল প্রবল সঙ্গ দোষ।
মদ্য মাংস খায় মনে পাইয়া সন্তোষ ॥
সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্য সকল ছাড়িল।
বেশ্যাবৃত্তি পরদার করিতে লাগিল ॥
পরস্ত্রী দেখিলে তার সতীত্ব করে নাশ।
জগাই মাধাই দস্যু খ্যাত হৈল দেশ ॥

(১) ঘটক মুলুপঞ্চানন বলেন ;—
রাঢ়ীয়ে বারেন্দ্রে বিয়ে আর বৈদিকে বলে।
সমাজের সৃষ্টি কালে সব কার্য্য চলে

চুরি ডাকাতি করে জগাই মাধাই।
যত পাপ কৈল তার অন্ত নাহি পাই ॥
গোবধ ব্রহ্মবধ যত পাপচয়।
পাপ মধ্যে কোন পাপ বাকি নাহি রয় ॥
দুই ভাই তরাইলা দয়াল নিতাই।
মাইর খেইয়ে প্রেম দেয় এমন দয়াল দেখি নাই ॥

একদিন নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গে।
জগাই মাধাই নিকটে চলিলেন রঙ্গে ॥
নিতাই বলে শুন ওরে জগাই মাধাই।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ তবে বড় সুখ পাই ॥
শুনি ক্রোধে জগা মাধা হৈল অগ্নিসম।
দৌড়াইয়া আইসে দুঁহে করিতে হনন ॥
ক্রোধ দেখি নিত্যানন্দ আর হরিদাস।
পালাইয়া আসিলেন মহাপ্রভুর পাশ ॥
নিতাই বোলে শুন ওহে গৌর ভগবান।
মহাপাপী জগাই মাধাই কর পরিত্রাণ ॥
প্রভু বলে শ্রীপাদ তোমার হৈল দয়া।
অবশ্যই দুই পাপী পাবে পদ ছায়া ॥
আর দিন নিতাই দেখে প্রভুর বাড়ীর অল্প দুর।
মদ খেয়ে জগা মাধা হৈয়াছে বিভোর ॥
দুর্দ্দশা দেখিয়া দোঁহার দয়া হৈল অতি।
নিকটেতে চলিলেন অতি দ্রুতগতি ॥
নিতাই বোলে শুন ওরে জগাই মাধাই।
কহ কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনে কেহ নাই ॥
শুনিয়া মাধাই এক ঘড়ার কানা লৈয়া।
মারিলেক নিতাইর মাথে ক্রোধযুক্ত হৈয়া ॥

রকত দেখিয়া জগাইর মন ফিরি গেল।
আর বার মারিতে মাধাইকে জগা ধরিয়া রাখিল ॥
নিতাই মাথে রক্তপাত প্রভু যে শুনিলা।
চক্রস্মরি ক্রোধভরে তথাই আইলা ॥
নিতাই বোলে রাখ প্রভু এই দুই ভাই।
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু চৈতন্য গোসাঞি ॥
চক্র দেখি জগা মাধার ভয় উপজিল।
নিত্যানন্দের কৃপায় চক্র অন্তর্দ্ধান হৈল ॥
নিতাই বোলে, মাধাই মারিতে রাখিল জগাই।
রক্ত পড়িছে কিন্তু দুঃখ নাহি পাই ॥
জগাই রাখিল এই বচন শুনিয়া।
আলিঙ্গিলা জগাইরে অতি হর্ষ হৈয়া ॥
মহাপ্রভু জগাইরে যবে অনুগ্রহ কৈলা।
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈলা ॥
কান্দিয়া মাধাই পড়ে প্রভুর চরণে।
মোরে কৃপা কর প্রভু লইনু শরণে ॥
নিতাইরে তুই যখন করিলি আঘাত।
যাবে অপরাধ তাঁর হৈলে দৃষ্টিপাত ॥
শুনিয়া মাধাই পড়ে নিতাইর চরণ।
আলিঙ্গিয়া কৈল তাঁর অপরাধ মোচন ॥
নিতাই বোলে মোর যত পুণ্য তুমি নেহ।
তোমার পাপের বোঝা আমারে অর্পহ ॥
যত অপরাধ তোর ক্ষমিল সকল।
জগদীশ মহাপ্রভু কর সুনির্ম্মল ॥
এত বলি তাঁর হাতে তুলসী অর্পিয়া।
লৈলা তার সব পাপ হর্ষযুক্ত হৈয়া ॥
সোণার বরণ নিতাইর হইলেক কাল।
কৃষ্ণ নাম লৈয়া পাপ ভস্মীভূত কৈল ॥

কৃষ্ণ নাম লৈলা প্রভু নিতাই যখন।
সেইক্ষণে হৈল অঙ্গ সোণার বরণ ॥
দুই প্রভুর শিষ্য হইলা দুই জন।
দুহেঁ দুহাঁ স্তুতি করে আনন্দিত মন ॥
মহাপ্রভু দুঁহে করিয়া আলিঙ্গন।
বোলে আজি হৈতে মোর সেবক দুই জন ॥
নিতাই আলিঙ্গিয়া দুহেঁ বোলয়ে বচন।
প্রিয় শিষ্য হৈলে মোর তোমরা দুই জন ॥
জগাই মাধাই হৈলা ভক্ত অতিশয়।
দুই প্রভুর শাখা মধ্যে গণনা যে হয় ॥
শাপভ্রষ্ট বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল শ্রীজয় বিজয়।
শত্রুভাবে তিন জন্মে মুক্ত শাস্ত্রে ইহা কয় ॥
কলিযুগে নিজ ইচ্ছায় জনম লভিল।
মহাপাপী হইয়াও প্রভুর কৃপা পাইল ॥
ভকত জন যদি পাপেতে মজয় ॥
কৃপা ডোরে বান্ধি তাঁরে স্বহস্তে তোলয় ॥
জগাই মাধাইর উদ্ধার শুনে যেই জন।
অনায়াসে পায় সেই চৈতন্য চরণ ॥
আমি যে লিখিনু ইহা গুরু আজ্ঞা মানি।
কি লিখিনু ভাল মন্দ কিছুই নাহি জানি ॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেম-বিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥

ইতি প্রেম-বিলাসে একবিংশ বিলাস।

দ্বাবিংশ বিলাস।

—:*:—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া সাবধান।
এবে যে বর্ণিব তাহা কর অবধান ॥
বর্ণন করিতে ঈশ্বরীর আজ্ঞা হৈল।
গুরু আজ্ঞা বলবতী হৃদয়ে ধরিল ॥
চট্টগ্রাম দেশ চক্রশাল গ্রাম হয়।
সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে বসতি করয় ॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত, আর বাসুদেব দত্ত ॥
দুই ভাই কৃষ্ণভক্ত জানে সর্ব্বজন।
বাসুদেব জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন ॥
দুঁহে আসি নবদ্বীপে করিলেন বাস।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দুই প্রিয় দাস ॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুর সমাধ্যায়ী হয়।
প্রভুর সঙ্গেতে বিচার হয় সর্ব্বদায় ॥
বাসুদেব দত্তের মহিমা অপার।
যে শুনে তাঁহার কথা দ্রবে চিত্ত তার ॥
বাসুদেব বোলে প্রভু এই দেহ বর।
সর্ব্ব জীব চলি যাউক বৈকুণ্ঠ নগর ॥
সকল জীবের পাপ করিয়া গ্রহণ।
নরক ভুঞ্জিব সদা জীবের কারণ ॥
সকল জীবেরে প্রভু করহ উদ্ধার।
তার দায়ে নরক ভোগ বাসনা আমার ॥
জীবের প্রতি এত দয়া এই মহাত্মার।
তাহার চরণে মোর কোটী নমস্কার ॥
মুকুন্দ দত্তের স্বরূপ মধুকণ্ঠ হয়।
বাসুদেব দত্তে মধুব্রত বোলি কয় ॥

প্রভুর গায়ক এই দুই মহাশয়।
এই দুইয়ের গানেতে প্রভুর প্রীতি অতিশয়॥
মহাপ্রভুর শাখা দুই মহাশয়।
ইহাদের স্মরণে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥
চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামের জমিদার।
অতি ধনবান হয় অতি শুদ্ধাচার॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হয় কুলাংশে উত্তম।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হয় তাঁর নাম॥
দরিদ্র দুঃখীতে তিঁহো অতি কৃপাবান।
সৎপাত্র দেখিয়া সদা করে ধন দান॥
নবদ্বীপে তার এক আছয়ে আবাস।
মাঝে মাঝে নবদ্বীপে আসি করে বাস॥
কখন কখন চাটীগ্রামে করয়ে বসতি।
নবদ্বীপে আসি কখন করে অবস্থিতি॥
মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এই মহাশয়।
বাহ্যে সদা বিষয়ীর ব্যবহার করয়॥
অতি গাঢ় কৃষ্ণভক্তি আছয়ে অন্তরে।
বিরক্ত বৈষ্ণব বোলি কেহ চিনিতে না পারে॥
(তাঁর পত্নী রত্নাবতী, যাঁর ভক্তি গাঢ়তর।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে তিঁহো আছয়ে তৎপর॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৃষভানু হয়।
তাঁর পত্নী রত্নাবতীকে কীর্ত্তিদা কহয়॥)
পুণ্ডরীক বাপ বলি প্রভু আকর্ষিলা।
চট্টগ্রাম হৈতে গুপ্তে নবদ্বীপে আইলা॥
তাঁর প্রিয় সখা শ্রীমাধব মিশ্র হয়।
চট্টগ্রামে বেলেটী গ্রাম তাহার আলয়॥
অতি শুদ্ধাচার ইহোঁ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
পরম পণ্ডিত ইহোঁ কুলাংশে উত্তম॥

পুণ্ডরীক মাধবের একত্র অধ্যয়ন।
এক আত্মা কেবল হয় দেহমাত্র ভিন॥
মাধবকে কেহ কেহ মিশ্র বোলি কয়।
আচার্য্য বলিয়া কেহ তাঁহারে ডাকয়॥
নবদ্বীপে আসি তিঁহো করিলা আলয়।
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয়॥
শ্রীরাধার পিতা বৃষভানু মহাশয়।
শ্রীমাধব মিশ্ররূপে তাঁর প্রকট হয়॥
শ্রীরাধার মাতা কীর্ত্তিদা যে আছিলা।
এবে মাধবের পত্নী রত্নাবতী হৈলা॥
বৃষভানু প্রকাশ ভেদে পুণ্ডরীক আর মাধব হয়।
কীর্ত্তিদাও প্রকাশ ভেদে রত্নাবতী দ্বয়॥
(মাধবের পত্নী রত্নাবতী কৃষ্ণভক্তা।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সদা হয় অনুরক্তা॥)
পুণ্ডরীক মাধব মহাপ্রভুর অতি ভক্ত।
দুঁহে মহাপ্রভুর শাখা আছয়ে বিখ্যাত॥
(নবদ্বীপে রত্নাবতী হৈলা গর্ব্ভবতী।
দেখিয়া মাধব মিশ্র আনন্দিত অতি॥
বৈশাখের কুহু দিনে অতি শুভক্ষণে।
প্রসবিলা রত্নাবতী পুত্র রতনে॥
ইহোঁ গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর হয়।
শ্রীরাধার প্রকাশ মূর্ত্তি এই মহাশয়॥)
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণে মিলি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
প্রকাশান্তরে রাধা হৈলা গদাধর॥
গৌরাঙ্গের পরিচর্য্যা করিবার তরে।
জনম লভিলা গদাধর রূপ ধৈরে॥
মহাপ্রভুর সনে গদাধর একত্র অধ্যয়ন।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান॥

মহাপ্রভু পুণ্ডরীকে আকর্ষণ কৈলা।
গুপ্তভাবে তিঁহো নবদ্বীপে আইলা॥
পুণ্ডরীক বাপ দেখিলাম বলি প্রভুর ক্রন্দন।
ভক্তগণ বুঝিলেন পুণ্ডরীকের হৈল আগমন॥
মুকুন্দ গদাধরে হয় অতি প্রীতি।
মুকুন্দ বলে পরম বৈষ্ণব এক আইল সংপ্রতি॥
পরম বৈষ্ণব তাঁর ভক্তি গাঢ়তর।
দেখিলে হইবে তোমার আনন্দ অন্তর॥
এত বলি গদাধরকে সঙ্গেতে করিয়া।
বিদ্যানিধির বাড়ীতে উত্তরিল গিয়া॥
মুকুন্দ আর গদাধর পুণ্ডরীকে প্রণামিলা।
কে এই বালক মুকুন্দকে জিজ্ঞাসিলা॥
মুকুন্দ বোলে বহু দিনে আইলা।
তে কারণে ইহাঁকে চিনিতে নারিলা॥
মাধব মিশ্রের পুত্র নাম গদাধরে।
পরম পণ্ডিত বড় বিরক্ত সংসারে॥
বিদ্যানিধিরে দেখিয়া গদাধর।
মনেতে সংশয় তাঁর হৈল গাঢ়তর॥
বৈষ্ণবের বেশভূষা দেখিতে পবিত্র।
ঘোর বিষয়ীর ভাব যেন রাজপুত্র॥
ঘোর বিষয়ী দেখি গদাই মনেতে বিষণ্ণ।
বিরক্ত বৈষ্ণব মোরে দেখাইলা মুকুন্দ॥
বাহে বিষয়ীর ভাব অন্তরে গাঢ় ভক্তি।
মুকুন্দ আর বাসুদেব জানে ভাল মতি॥
গদাধরের মনোভাব বুঝিয়া মুকুন্দ।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে পাইয়া আনন্দ॥
শ্লোক শুনি পুণ্ডরীক কান্দিতে লাগিলা।
কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত হৈয়া বাহ্য শূন্য হৈলা॥

কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলিয়া বিভোর।
লাথি আছাড়ের ঘায়ে সব হইল চুর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া হইলা অচেতন।
তাঁর অঙ্গে দেখে গদাই সাত্ত্বিক লক্ষণ॥
সংশয় যতেক ছিল সব হৈল দূর।
তাঁর স্থানে অপরাধ হৈল বহু মোর॥
গদাই বলে মুকুন্দ, দেখি বিষয়ীর ব্যবহার।
মনেতে সংশয় বড় হৈয়াছিল আমার॥
তাহাতে আমার বড় হৈল অপরাধ।
তাঁর স্থানে মন্ত্র নিব মনে আছে সাধ॥
শিষ্য হৈলে অপরাধ নাহি লব।
অতএব তাঁর স্থানে দীক্ষিত হইব॥
তাঁর স্থানে তুমি কহিবে এই বিবরণ।
হেন কালে পুণ্ডরীকের হইল চেতন॥
গদাধর মুকুন্দ পড়িলা তাঁর পদতলে।
আলিঙ্গিয়া দুঁহে তুলি করিলেন কোলে॥
মুকুন্দ বোলে গদাই দেখি তোমার বিষয়ীর আচার।
মনেতে সংশয় বড় হৈয়াছিল তাঁর॥
অতএব অপরাধ মানি আপনার।
তোমা স্থানে দীক্ষা নিতে বাঞ্ছা হৈল তাঁর॥
পুণ্ডরীক বোলে আমি হৈল বড় সুখী।
করিব তাঁহারে শিষ্য ভাল দিন দেখি॥
এত বোলি গদাধরকে কোলে করিলা।
অন্য এক দিনে তাঁরে মন্ত্র প্রদান কৈলা॥
ব্রজলক্ষ্মী শ্রীরাধিকা শ্রীল গদাধর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবায় সদাই তৎপর॥
চৈতন্যের লীলা তিঁহো বুঝে অনুক্রমে।
সময় বুঝিয়া গদাই দাঁড়ায়েন বামে॥

গলদেশে গদাই রাখে শ্রীকৃষ্ণের মেয় মূর্ত্তি।
সর্ব্বদা সেবয়ে তাহা মনে পাইয়া প্রীতি॥
শ্রীগোপীনাথের সেবা করিলা প্রকাশ॥
দেখিয়া শ্রীমহাপ্রভুর বাড়িল উল্লাস॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মন।
আর একদিনের কথা করহ শ্রবণ॥
পণ্ডিত গোসাঞি গীতা করিছে লিখন।
মহাপ্রভু তথা গিয়া উপনীত হন॥
প্রভু কহে শুন ওহে পণ্ডিত গোসাঞি।
কিবা লিখিতেছ গ্রন্থ কহ মোর ঠাঞি॥
পণ্ডিত বোলে শ্রীগীতা করিতেছি লিখন।
শুনি প্রভু তাঁর হাত হৈতে গীতা কাড়ি লন॥
পুঁথি লৈয়া এক শ্লোক লিখিলা তাহাতে।
নেহ গদাধর বলি দিলা তাঁর হাতে॥
শ্লোক দেখি গদাধরের আনন্দিত মন।
প্রণাম করিয়া তাহে করিলা স্তবন॥
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন করিলেন তূর্ণ।
কিছু দিনে গদাই করিলা গীতা পূর্ণ॥
পণ্ডিত গোসাঞির বড় ভাই বাণীনাথ হয়।
জগন্নাথ বলি তাঁরে কেহো কেহো কয়॥
বাণীনাথ ভজে সদা গৌরাঙ্গ চরণ।
গৌরাঙ্গ চরণ বিনা নাহি জানে আন॥
বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র গোসাঞি।
তাঁহার যতেক গুণ তার অন্ত নাই॥
তাঁহে শিষ্য করি গোসাঞি শক্তি সঞ্চারিলা।
পণ্ডিত গোসাঞির সেবা নয়ন পাইলা॥
পণ্ডিত গোসাঞি প্রভুর অপ্রকট সময়।
নয়নানন্দেরে ডাকি এই কথা কয়॥
মোর গলদেশে থাকিত এই কৃষ্ণমূর্ত্তি।
সেবন করিহ সদা করি অতিপ্রীতি॥
তোমারে অর্পিলা এই শ্রীগোপীনাথের সেবা।
ভক্তিভাবে সেবিবে না পূজিবে অন্য দেবী দেবা॥
স্বহস্ত লিখিত এই গীতা তোমায় দিলা।
মহাপ্রভু এক শ্লোক ইহাতে লিখিলা॥
ভক্তিভাবে ইহা তুমি করিবে পূজন।
এত কহি পণ্ডিত গোসাঞি হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
দেখি শ্রীনয়ন গোসাঞি বহু খেদ কৈলা।
প্রভু ইচ্ছা মতে তবে সুস্থির হইলা॥
নয়ন, পণ্ডিত গোসাঞি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করি।
রাঢ়দেশে ভরতপুর করিলেন বাড়ী॥
এই যে লিখিলু গুরু আজ্ঞা শিরে ধরি।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ যেন না পাসুরি॥
শ্রীজাহ্নবী বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

ইতি প্রেমবিলাসে দ্বাবিংশ বিলাস।

ত্রয়োবিংশ বিলাস।

—ঃ*ঃ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এবে কহি ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতীর বিবরণ॥
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্যামসুন্দর আচার্য্য।
কুমারহট্টবাসী বিপ্র সর্ব্বগুণে বর্য্য॥
তাঁর পুত্র ঈশ্বরপুরী বুদ্ধে বৃহস্পতি।
বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাঁর অতি গতি॥
পরম পণ্ডিত ঈশ্বর ছাড়ি গৃহবাস।
মাধবেন্দ্র শিষ্য হঞা করিলা সন্ন্যাস॥
ঈশ্বরপুরী নাম হৈল সন্ন্যাস আশ্রমে।
মাধবের করে সদা চরণ সেবনে॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীল কালীনাথ আচার্য্য।
কুলিয়াবাসী বিপ্র সর্ব্ব গুণে বর্য্য॥
মাধবেন্দ্র শিষ্য হঞা করিলা সন্ন্যাস।
কেশব ভারতী নাম জগতে প্রকাশ॥
ভারতী কেশব আর পুরী শ্রীঈশ্বর।
একই আত্মা, কেবল ভিন্ন কলেবর॥
কেশব ভারতী প্রভুর সন্ন্যাস গুরু হয়।
দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী সকলে জানয়॥
এইত কহিল প্রভুর গুরুর বিবরণ।
শ্রীবাস আচার্য্য কথা করহ শ্রবণ॥
শ্রীহট্ট নিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত।
নবদ্বীপে বাস করে হইয়া সস্ত্রীক॥
তাঁর পাঁচ পুত্র হৈল পরম বিদ্বান।
রূপে গুণে শীলে ধর্ম্মে অতি গুণবান॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ নলিন পণ্ডিত মহাশয়।
যাঁহার কন্যার নাম নারায়ণী হয়॥
শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীপতি পণ্ডিত, আর শ্রীকান্ত পণ্ডিত॥
শ্রীকান্তের অন্য নাম শ্রীনিধি হয়।
চারি সহোদর কৃষ্ণভক্ত অতিশয়॥
কুমারহট্টেতে বাস, নবদ্বীপে আর।
নবদ্বীপে কুমারহট্টে গতায়ত সভার॥
অধিক সময় নবদ্বীপে করয়ে বসতি।
কখন কখন কুমারহট্টে করে অবস্থিতি॥
নবদ্বীপে শ্রীবাস আলয়ে গৌরহরি।
মহাপ্রকাশ হৈলা ভক্তজনে কৃপা করি॥
বিষ্ণুর খট্টায় বসেন প্রভু গৌরচন্দ্র।
অভিষেকে ভক্তগণ মনের আনন্দ॥
বৃন্দাবন দাস তাহা বিস্তার বর্ণিলা॥
বিস্তারিয়া আমি তাহা কিছু না লিখিলা॥
শ্রীবাসের যৌবন কালের প্রারম্ভ সময়।
আশ্চার্য্য ঘটন তাহা শুন সমুদায়॥
অভিষেকের অন্তে প্রভু শ্রীল গৌরচন্দ্র।
আনন্দময় হরি আনন্দে নিমগ্ন॥
সভ ভক্ত পূজা স্তুতি বন্দনা করিল।
শ্রীগৌরচন্দ্রের তভু বাহ্য না জন্মিল॥
অষ্টাদশ প্রহর প্রভুর গেল ক্ষণপ্রায়।
তভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র বাহ্য নাহি পায়॥
তবে অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত যত ভক্ত।
প্রণমে ভূতলে দণ্ডবৎ অনুরক্ত॥
ভক্ত কষ্ট দেখি প্রভু বাহ্য প্রকাশিলা।
সভার মস্তকে নিজ চরণ অর্পিলা॥
আনন্দে বিভোর হঞা সব ভক্তগণ।
করিতে লাগিলা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন॥

কীর্ত্তনাসনে প্রভু বোলে অদ্বৈতেরে।
গোলক হইতে তুমি আনিলা আমারে॥
অদ্বৈত বোলে আমি হই অতি ক্ষুদ্রতম।
জীবে কৃপা করিতে তোমার আগমন॥
ভক্তিযোগ বিধানার্থ হইলা আগত।
তে কারণে দেখে লোক পাইয়া কৃপাত॥
"তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাং।
ভক্তিযোগ বিধানার্থং কথং পশ্যেমহিস্ত্রিয়ঃ॥"
অদ্বৈত বাক্য শুনি বোলে শ্রীবাসে তখন।
চাপড় মারিয়া তোর রাখিল জীবন॥
ওরে শ্রীবাস সেই কথা যদি থাকে মনে।
বিস্তারিয়া কহ তাহা সভা বিদ্যমানে॥
পাইয়া শ্রীমুখ আজ্ঞা শ্রীবাস তখন।
আদ্যোপান্ত সভ কথা করিল বর্ণন॥
শ্রীবাস বোলে ষোল বর্ষ ছিলাম দুর্দ্দান্ত।
দেবগুরু ব্রাহ্মণ না মানিনু একান্ত॥
কুকার্য্যে কু-আলাপে সদা ছিল মতি।
কোন দিনও ভগবানে না করিনু ভক্তি॥
কিন্তু নিদ্রাযোগে এক পরম পুরুষ।
করুণা করিয়া আমায় কৈলা উপদেশ॥
আরেরে ব্রাহ্মণাধম চঞ্চল হৃদয়।
এক বৎসর মাত্র তোর পরমায়ু হয়॥
তুমি আর বৃথা কাল না কর যাপন।
শীঘ্র কর গিয়া শ্রীকৃষ্ণ আরাধন॥
এত বলি সেই দেব হৈলা অন্তর্দ্ধান।
জাগিয়ে দেখিয়ে আমি হৈয়াছে বিহান॥
অল্পায়ু জানিয়া আমি বিমনস্ক হৈল।
চাপল্যাদি দোষ যত সকলি খণ্ডিল॥
পরলোকের মঙ্গল আমি ভাবি অনুক্ষণ।
নারদীয় পুরাণের এক পাইল বচন॥

তথাহি।

হরের্নাম হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

ইহা দেখি হৈনু হরিনামেতে মগন।
সংসারের দিগে আর না রহিল মন॥
শ্রীকৃষ্ণে আমার ভক্তি দেখিয়া সকলে।
উপহাস করে সদা নানাবিধ ছলে॥
তাহাতে আমার কিছু না হয় কষ্ট জ্ঞান।
নিরন্তর করি মৃত্যুর দিনানুসন্ধান॥
আজকাল গণনে এক বৎসর চলি গেল।
মৃত্যুর দিবস আসি উপস্থিত হৈল॥
দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবতের উপাধ্যায়।
মৃত্যুর দিনে তাঁর স্থানে চলিল ত্বরায়॥
শুনিলাম ভাগবত প্রহ্লাদ চরিত।
ব্যাখ্যা করিলা দেবানন্দ পণ্ডিত॥
শুনিতে শুনিতে মৃত্যুকাল উপস্থিত।
অলিন্দ হইতে হৈনু অঙ্গনে পতিত॥
হেনকালে এক মহাপুরুষ আসিয়া।
চাপড় মারিয়া মোরে দিলা জিয়াইয়া॥
পরমায়ু পাঞা আমি উত্থিত হইল।
সভে ধরি মোরে গৃহমধ্যে নিয়া গেল॥
প্রভু বলে ওহে শ্রীবাস স্বপ্নে দেখা দিল।
পরমায়ু দিয়া মৃত্যু হইতে রক্ষা কৈল॥
ওহে শ্রীবাস তুমি নারদ আমার কিঙ্কর।
শ্রীরাম পণ্ডিত হয় পর্ব্বত মুনিবর॥
শ্রীপতি শ্রীকান্ত হয় তাঁহার প্রকাশ।
চারি ভাই তোমরা আমার চিরদাস॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সভ ভক্তগণ।
আনন্দ-সাগর মাঝে হইল মগন॥

প্রভুর জন্মের পূর্ব্বে এ ঘটনা হৈল।
মহাপ্রকাশের দিন প্রকাশ পাইল॥
শ্রীবাসের জ্যেষ্ঠ ভাই ছিল নলিন পণ্ডিত।
নারায়ণী তাঁর কন্যা জগতে বিদিত॥
নারায়ণী যবে এক বৎসরের হৈল।
মাতা পিতা তাঁর পরলোকে চলি গেল॥
শ্রীবাসের পত্নী তাঁরে করয়ে পালন।
নারায়ণী হৈল প্রভুর উচ্ছিষ্ট-ভাজন॥
শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা-কৃপায় নারায়ণী।
হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে পড়য়ে ধরণী॥
চারি বৎসরের শিশু বালিকা অজ্ঞান।
প্রভু তাঁরে ভুক্ত শেষ করিলেন দান॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট যে কৈলা ভোজন।
সেই কিলিম্বিকা এবে নারায়ণী হন॥
সন্ন্যাস করি মহাপ্রভু নীলাচলে রৈল।
শ্রীবাস শ্রীরাম কুমারহট্টে চলি গেল॥
কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠদাস যেঁহো।
তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ॥
তাঁর গর্ভে জন্মিলা বৃন্দাবন দাস।
তিঁহো হন শ্রীল বেদব্যাসের প্রকাশ॥
বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে।
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠদাস চলি গেল স্বর্গে॥
ভ্রাতৃ-কন্যা গর্ভবতী পতিহীনা দেখি।
আনিয়া শ্রীবাস নিজ গৃহে দিল রাখি॥
পঞ্চ বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস।
মাতামহ মামগাছি করিলা নিবাস॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর কৃপার ভাজন।
মাতাসহ বৃন্দাবনের করে ভরণ পোষণ॥
বাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল।
নানাশাস্ত্র বৃন্দাবন পড়িতে লাগিল॥
নানাশাস্ত্র পড়ি হৈল পরম পণ্ডিত।
চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ যাহার রচিত॥
ভাগবতের অনুরূপ চৈতন্যমঙ্গল।
দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী ভকত সকল॥
চৈতন্য ভাগবত নাম দিল তাঁর।
যাহা পাঠ করি ভক্তের আনন্দ অপার॥
চৈতন্যের অপ্রকটের দুই বৎসর পরে।
নিত্যানন্দ হইলেন নেত্র অগোচরে॥
তাঁর দুই বৎসর পরে শ্রীঅদ্বৈত রায়।
বিসর্জ্জিয়া প্রভুদ্বয়ে স্বস্থানেতে যায়॥
আবাহন করি পূজা সমাপন করি।
বিসর্জ্জন করি তিঁহো চলিলা স্বপুরী॥
তিন প্রভুর অন্তর্দ্ধান করিবার পরে।
দেনুড় গ্রামে বৃন্দাবন বসতি যে করে॥
সংক্ষেপে বৃন্দাবন দাসের কৈল বিবরণ।
শুনিলে শ্রোতার হবে আনন্দিত মন॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এবে যাহা কহি তাহা করহ শ্রবণ॥
দাক্ষিণাত্য বৈদিক কর্ণাটী ব্রাহ্মণ।
যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব হন॥
মুকুন্দদেবের পুত্র নাম শ্রীকুমার।
গঙ্গাতীরে নৈহাটিতে ছিল বাস যার॥
যবনের ভয়ে কুমার নৈহাটী ছাড়িলা।
কিছুদিন বঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে বাস কৈলা॥
তাঁর পুত্র মধ্যে তিন পণ্ডিত প্রধান।
সনাতন রূপ আর শ্রীবল্লভ নাম॥
যবন রাজের প্রিয়পাত্র তাঁহারা হইল।
রামকেলি গ্রামে আসি বসতি করিল॥
সনাতনের ছিল পূর্ব্বে দবিরখাস নাম।
সাকর মল্লিক শ্রীরূপের পূর্ব্বনাম॥

বল্লভের অন্য নাম হয় অনুপম।
যাঁর পুত্র জীব গোসাঞি পণ্ডিত মহোত্তম॥
ব্রজে যাবার ছলে চৈতন্য ভগবান।
রামকেলি গ্রামে করিলা পয়ান॥
রূপ সনাতনে প্রভু বহু কৃপা কৈলা।
রূপ সনাতন নাম প্রকাশ পাইলা॥
সে যাত্রায় মহাপ্রভু ব্রজে নাহি গেলা।
কানাইর নাটশালা হইতে নীলাচলে আইলা॥
এক দিন রূপ গোসাঞি রাজকার্য্য করি।
অনেক রাত্রির পর আইলা নিজ বাড়ী॥
আহারাদি সমাপিয়া করিলা শয়ন।
এক কীট আসি তবে করিল দংশন॥
গোসাঞি পত্নীরে কহে আলো জ্বালিবারে।
ভয়ানক বিষকীট দংশিল আমারে॥
তাড়াতাড়ি তাঁর পত্নী কিছু নাহি পায়।
রূপ গোসাঞির পোষাক দিয়া আগুণ জ্বালায়॥
গোসাঞি কহে বহু মূল্যের পোষাক পুড়িল।
পত্নী কহে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য কৈল॥
পতি-সেবা পতি-পূজা স্ত্রীলোকের সার।
তার কাছে ধন সম্পদ হীরা মুক্তা ছার॥
রূপ কহে প্রিয়ে তোমার কর্ত্তব্য করিল।
আমার কর্ত্তব্য কেন আমি না দেখিল॥
এত কহি রূপ বড় বিবেকী হইল।
শ্রীচৈতন্য স্থানে শীঘ্র লোক পাঠাইল॥
লোক আসি বার্ত্তা কহে শ্রীরূপের স্থানে।
বনপথে গেলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে॥
শুনি দুই ভাই বিষয় ত্যজিতে ইচ্ছা কৈল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥
করাইলা কৃষ্ণমন্ত্রে দুই পুরশ্চরণ।
পাইবারে অচিরাতে চৈতন্য চরণ॥
পুরশ্চরণ করি রূপ ঘরের বাহির হৈল।
সনাতনের বিলম্ব দেখি পত্র লিখিল॥
রূপ বোলে বিষয় ত্যাগ সোজা কথা নয়।
সনাতনের গাঢ় প্রীতি বিষয়েতে রয়॥
পত্রেতে লিখিল এই কএকটী অক্ষর।
"যরী, রলা, ইরং, নয়," শুন বিজ্ঞবর॥
পত্র পড়ি সনাতন চিন্তিতে লাগিল।
বহুক্ষণ চিন্তি পত্রের মর্ম্ম উদ্ধারিল॥

তথাহি।

"যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্যমনঃ কুরু সুস্থিরং,
নসদিদং জগদিত্যব ধারয়॥"

পত্র মর্ম্ম সনাতন যখন উঘারিল।
সেই ক্ষণে বিষয়ের স্পৃহা দূরে গেল॥
সনাতন বোলে মোরে রাজা করে প্রীতি।
রাজার অপ্রীতি হৈলে হবে মোর গতি॥
এত বোলি সনাতন রাজ-কার্য্য ছাড়ি।
পণ্ডিত লঞা ভাগবত বিচার রাত্রি দিন ভরি॥
কার্য্য নাশ দেখি রাজা অতি ক্রুদ্ধ হৈল।
সনাতনে বান্ধিয়া কারাগারে থুইল॥
সভ কথা পত্রী দ্বারে রূপে জানাইল।
পত্রী পাঞা রূপ মুদ্রার উদ্দেশ বিজ্ঞাপিল॥ (১)
মুদ্রা দিয়া আত্মমোচন কৈলা সনাতন।
প্রভুরে মিলিতে শীঘ্র কৈলা পলায়ন॥

(১) উদ্দেশ কহিল।

পথশ্রান্ত হইয়া গোসাঞি সনাতন।
এক বৃক্ষ মূলে করিলা শয়ন॥
মাথে, পার্শ্বে, হস্ততলে, আর পদতলে।
মৃৎখণ্ডে উপাধান শয়ন ভূতলে॥
ইহা দেখি এক বৃদ্ধা কহে হাসি হাসি।
বড় মানুষের ছেলে হঞাছে দরবেশী॥
বিষয় ত্যজিয়া কৈল ভূতলে শয়ন।
মাটী দ্বারা পূর্ব্ব সংস্কার করে প্রকটন॥
সনাতন উঠি ঝাট প্রণমে বৃদ্ধারে।
তুমি মাগো গুরু উপদেশ দিলা মোরে॥
এত কহি সনাতন তথি হৈতে গেলা।
চৈতন্য কৃপায় বিষয়ের মূল নষ্ট হৈলা॥
প্রয়াগে শ্রীরূপে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
বারাণসী ধামে সনাতনেরে শিক্ষা দিলা॥
ঐছে রূপসনাতন চৈতন্য কৃপায়।
বিষয় ত্যাগ করি দুঁহে বৃন্দাবনে যায়॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিস্তার বর্ণিল।
যাহা অবশেষ আমি হেথায় লিখিল॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা না লিখিল।
বৈষ্ণবের মুখে শুনি বর্ণন করিল॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এবে কহি মদন গোপাল প্রকটন॥
দামোদর চৌবে তার পত্নী শ্রীবল্লভা।
ভক্তি ভাবে করে মদন গোপালের সেবা॥
মদন গোপালে ডাকে মদনমোহন।
পুত্র বাৎসল্যেতে করে লালন পালন॥
চৌবে পুত্রসহ ঠাকুর সখ্য ভাবে রয়।
কভু মারামারি করি নালিশ করয়॥
একত্র খাওয়া দাওয়া একত্র শয়ন।
দুঁহে মিলি একত্র করয়ে ভ্রমণ॥

রূপ সনাতন যবে বৃন্দাবনে গেল।
মদনমোহন আসি স্বপনে কহিল॥
ওহে সনাতন চৌবের বাড়ী আছি আমি।
আমারে আনিয়া যত্নে সেবা কর তুমি॥
ভিক্ষাচ্ছলে চৌবের বাড়ী যায় সনাতন।
চৌবে পুত্রভাবে সেবে মদনমোহন॥
চৌবে তাঁর পত্নীর বাৎসল্যের কথা।
এক মুখে বর্ণিতে না পারিয়ে সর্ব্বথা॥
ভাব দেখি সনাতন আশ্চর্য্য মানিল।
নন্দ যশোদা বলি মনেতে করিল॥
সনাতনে দেখি কহে মদনমোহন।
আমায় নিয়ে চল তুমি যথা ইচ্ছা মন॥
চৌবে তাঁর পত্নীরে কহে মদনমোহন।
পুত্র বাৎসল্যেতে মোরে করিলা পালন॥
শুন মাতা পিতা আমি কহি এক কথা।
গোলোকে হইবে বাস না হবে অন্যথা॥
সনাতন সঙ্গে আমি করিব গমন।
তোমরা কিছু দুঃখ না ভাবিহ মন॥
শুনি দুঁহে উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিল।
সুমধুর বাক্যে দুঁহে সান্ত্বনা করিল॥
চৌবে প্রণমিয়া গোসাঞি সনাতন।
মদনমোহনে নিলা নিজ নিকেতন॥
মদনমোহনের সেবা প্রকাশ করিলা।
দেখি ব্রজবাসিগণ আনন্দিত হৈলা॥
মদনমোহনের ইচ্ছা মন্দিরে থাকিতে।
দৈবে মহাজনের নৌকা ঠেকিল চড়াতে॥
মহাজন আসি তথি ভূমি লোটাইয়া।
প্রণমিয়া কহিলেক যোড় হাত হঞা॥

নৌকা চলি যাউক বাণিজ্যে যাহা লাভ পাই।
মন্দির করিয়া দিব শুনহ গোসাঞি॥
ইহা কহিতেই নৌকা স্বচ্ছন্দে চলিল।
সে যাত্রায় মহাজন বহু লাভ পাইল॥
শ্রীমদন-গোপালের মন্দির করিয়া।
সেবার বন্দোবস্ত করিলা হর্ষ হঞা॥
আর মহাজন ক্রমে আসিয়া মিলিলা।
সভে মিলি শ্রীমন্দির করিতে লাগিলা॥
গোবিন্দ গোপীনাথ রাধাদামোদর।
রাধাবিনোদ রাধারমণ শ্যামসুন্দর॥
শ্রীল দেবতাগণের মন্দির করিয়া।
সেবার বন্দোবস্ত কৈলা আনন্দিত হঞা॥
এই সাত দেবতা বৃন্দাবনের রাজা।
নানা দেশীয় লোক আসি করে পূজা॥

এবে কহি শ্রীজীব-গোস্বামী বিবরণ।
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন॥
বল্লভের পুত্রের নাম শ্রীজীব-গোসাঞি।
যাহার সমান পণ্ডিত কোন দেশে নাঞি॥
তাঁর অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ভুবনমোহিনী।
যার কৃত দর্শন সন্দর্ভ সর্ব্বসম্বাদিনী॥
সন্দর্ভের পরিশেষ সর্ব্বসম্বাদিনী।
অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বিখ্যাত অবনী॥
সর্ব্বদর্শনের বিচার সন্দর্ভে করিলা।
অদ্বৈতবাদ বিচারাদি সর্ব্বসম্বাদিনীতে বর্ণিলা॥
(সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হৈলা শাস্ত্রকর্ত্তা।
মাতারে জিজ্ঞাসে পিতৃব্যের বার্ত্তা॥
মাতা বোলে বাবা তোমার জেঠা দুই জন।
বৈরাগী হইয়া ব্রজে করয়ে ভজন॥
ভাগবত-ব্যাখ্যা টীকা ভক্তি-গ্রন্থের রচন।
সর্ব্বদা করয়ে নাম কৃষ্ণ আরাধন॥
কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেয় করে আচরণ।
যে দেখে সে হয় কৃষ্ণ-ভক্তিতে মগন॥
এমন বৈরাগ্য দোঁহার কহনে না যায়।
যে দেখে সে পড়ে গিয়া তোমার জেঠার পায়॥
ডোর কৌপিন পরি বহির্ব্বাসে আচ্ছাদন।
ভিক্ষা করি করে উদরান্নের সংস্থান
ডোর কৌপিন বহির্ব্বাস কিরূপেতে পরে।
কৈছে ভিক্ষা করি অন্ন সংগ্রহ বা করে॥
মাতা বোলে মস্তক মুণ্ডিয়া শিখা রাখে।
ডোর কৌপিন পরি তাহা বহির্ব্বাসে ঢাকে॥
করঙ্গ হাতে নিয়া মুষ্টিভিক্ষা দ্বারে দ্বারে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বোলি বনে বনে ফিরে॥
মাতৃ-বাক্য শুনি জীব তাহাই করিল।
ভিক্ষা করি বোলে মা এইরূপ কিনা বোল॥
মাতা বোলে বাপা তোমার জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়।
এইরূপে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করয়॥)
(মাতা বোলে বাপা তোমার দেখি এই বেশ।
আমার মনেতে কষ্ট হয় সবিশেষ॥
জীব বোলে মাতা তুমি দুঃখ না ভাবিবে।
তোমার কৃপাতে মোর সর্ব্ব দুঃখ যাবে॥
বেশ জানাইয়া মোর কৈলা উপকার।
তোমা হৈতে সভ কুল হইল উদ্ধার॥)
এত বোলি জীব বৃন্দাবনে চলি গেল।
শ্রীরূপের স্থানে গিয়া দীক্ষিত হইল॥
বৃন্দাবনে সদা জীব করয়ে ভজন।
করিলেন ষটসন্দর্ভ গোস্বামী দর্শন॥

পহিলা এক দিগ্‌বিজয়ী আইলা বৃন্দাবন।
তাঁহার নাম হয় রূপনারায়ণ ॥
বিচারে শ্রীজীব স্থানে পরাজিত হৈল।
শ্রীচৈতন্য মতে পরে দীক্ষা মন্ত্র নিল ॥
সেই মহাপণ্ডিত ভক্ত রূপনারায়ণ।
তাঁহার কথা আমি করেছি বর্ণন ॥
কিছুদিন পরে আর এক প্রবল পণ্ডিত।
বৃন্দাবনে আসিয়া হইল উপস্থিত ॥
রূপ সনাতন হৈতে জয়পত্র নিল।
শ্রীজীব-গোস্বামীর মনে ক্রোধোদয় হৈল ॥
বিচারে সেই পণ্ডিতেরে পরাজয় করি।
সমুদয় জয়পত্র আনিলেন কাড়ি ॥
বিষণ্ণ হইয়া পণ্ডিত রূপ স্থানে আইল।
জয়পত্র দিয়া রূপ সন্তুষ্ট করিল ॥
শ্রীরূপ ডাকিয়া কহে শ্রীজীবের প্রতি।
অকালে বৈরাগ্য বেশ ধরিলে মূঢ়মতি ॥
ক্রোধের উপরে ক্রোধ না হৈল তোমার।
তে কারণে তোর মুখ না দেখিব আর ॥
গুরুবর্জ্জ্য হঞা জীব সুবিষণ্ণ মনে।
প্রবেশ করিল যাঞা নির্জ্জন কাননে ॥
তথি সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থ বিরচিলা।
গুরু রূপসনাতনের নাম না লিখিলা ॥
অতি দুঃখী আছে জীব কৃশ হৈল কায়।
দৈবে সনাতন দেখি নিকটেতে যায় ॥
সনাতনে দেখিয়া জীব প্রণাম করিলা।
সান্ত্বনা করি সনাতন জীবে আশ্বাসিলা ॥
সনাতন গিয়া রূপে কহে এক কথা।
জীবের কর্ত্তব্য মোরে বলহ সর্ব্বথা ॥
রূপ বোলে গোসাঞি তুমি সব জান।
জীবে দয়া নামে রুচি ইহা তুমি মান ॥

সনাতন বোলে দয়া কেনবা না হয়।
হাসি রূপ গোসাঞি বোলে তুমি দয়াময় ॥
রূপ গোসাঁঞি বোলে যবে তোমার দয়া হৈল।
অপরাধ নাঞি আমি তাঁরে কৃপা কৈল ॥
এত বলি শ্রীজীবে আনিয়া তখন।
তাঁর মাথে দুঁহে ধরিলা শ্রীচরণ ॥
কৃপা পাইয়া জীব ক্রম সন্দর্ভাদি গ্রন্থ।
রচনা করিল মনের আনন্দে একান্ত ॥
এই যে লিখিল আমি গুরু আজ্ঞা মানি।
কি লিখিল ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেম-বিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥

ইতি প্রেম-বিলাসে ত্রয়োবিংশ বিলাস।

চতুর্বিংশ বিলাস।

—ঃ০ঃ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোলোকবিহারী।
তমালবৎ শ্যামল দ্বিভুজ বংশীধারী ॥
নবঘন ভ্রমরবৎ অতীব শ্যামল।
ইন্দ্রনীলমণিবৎ অতীব উজ্জ্বল ॥
ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান তাঁরে কয়।
জ্যোতির্ম্ময় রূপ তাঁর সাধকে দেখয় ॥
জ্যোতির অভ্যন্তরে দেখে শ্রীশ্যামসুন্দর।
সেই শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ পরমেশ্বর ॥
তাঁহার প্রকাশ ভেদ মধ্যে গণ্য নয়।
স্বয়ং প্রকাশ রূপ এক, পৃথক না হয় ॥

দ্বারকাস্থ চতুর্ব্যূহ মূল বাসুদেব।
শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ তিঁহো নাহি কিছু ভেদ ॥

তথাহি।

প্রকাশস্তু নভেদেষু গণ্যতে সহিনো পৃথক।

সেই পরমেশ্বর কৃষ্ণ জানে সর্ব্বজন।
তাঁর বিলাস বৈকুণ্ঠবাসী নারায়ণ ॥
সেই কৃষ্ণ নারায়ণ বৈকুণ্ঠবিহারী।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ॥
স্বয়ং অভিমানি নারায়ণ কৃষ্ণ অভেদ।
বিলাসাদি ভাব কেবল রূপের প্রভেদ ॥
কৃষ্ণের আর দুই বিলাস বলরাম সদাশিব।
অভিন্ন হইয়া ভিন্ন ধরি ভক্ত ভাব ॥
ভক্তভাবে ভিন্ন বলি প্রতীতি মাত্র হয়।
বস্তুতঃ অভেদ ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
দ্বারকাস্থ চতুর্ব্যূহ মূল সঙ্কর্ষণ।
তিঁহো বলরামের প্রকাশ-মূর্ত্তি হন ॥
বলরামের বিলাস বৈকুণ্ঠের মহা সঙ্কর্ষণ।
রাম চতুর্ব্যূহে যেঁহো লক্ষণে গণন ॥
বৈকুণ্ঠ আবরণে তার বিলাস সঙ্কর্ষণ।
এই বলদেব তত্ত্ব আরো শুন শ্রোতাগণ ॥
সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী কারণার্ণবশায়ী (১)
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী গর্ব্ভোদকশায়ী ॥
প্রত্যেক জীবান্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী।
শ্রীঅনন্তদেব শেষ যিঁহো অমায়ী ॥
ইহাঁরা সকলে বলরামের অংশ হন।
সেই বলরামের তত্ত্ব জানে কোন জন ॥
শয্যা, আসন, যান, ছত্র, পাদুকা।
নানারূপ ধরি বলাই করে কৃষ্ণসেবা ॥

সেই বলরাম নিত্যানন্দ মহাশয়।
শ্রীচৈতন্যদেবের ভাই বিশ্বরূপও হয় ॥
সৃষ্টি কার্য্যার্থে সদাশিব স্বাংশরুদ্র সহ।
মহাবিষ্ণু হৈতে প্রকট নিশ্চয় জানিহ ॥
অতএব সদাশিব মহাবিষ্ণুর অবতার।
ওহে শ্রোতাগণ আমি কহিলাম সার ॥
মহাবিষ্ণু সদাশিব ভিন্ন ভেদ নাহি।
সৃষ্টি কার্য্যার্থে ভেদ এই মাত্র পাই ॥
মহাবিষ্ণু সদাশিব এক দেহ হয়।
হরিহর মূর্ত্তি তাঁরে সকলে বোলয় ॥
মহাবিষ্ণু সদাশিব জীবের হিতকারী।
কলিতে সাত শত বৎসর তপস্যা আচরি ॥
কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার করি স্তুতি নতি কৈল।
কলির জীব কৈছে মুক্ত প্রভুরে পুছিল ॥
কৃষ্ণ বলে নামে মুক্ত শুন সদাশিব।
পৃথিবীতে জন্মি উদ্ধার কর কলির জীব ॥
নাম মন্ত্রে আমারে আকর্ষণ কর তুমি।
মাতা পিতা পার্ষদাদি জন্মাইব আমি ॥
পরে তোমার নাম মন্ত্রের মহা আকর্ষণে।
বলদেব সহ জন্ম লইবাঙ ভূমে ॥
এত বলি ভগবান্ অন্তর্দ্ধান কৈলা।
সপার্ষদে মহাদেব জনম লভিলা ॥
মহাবিষ্ণু সদাশিব হরিহর মূর্ত্তি।
জন্মিলা অদ্বৈতরূপে গেল লোকের আর্ত্তি ॥
আপন শিরে যন্ত্র করি কৃষ্ণে আরাধিয়া।
সপার্ষদে তাঁহারে আনিলা নদীয়া ॥
সেই অদ্বৈত প্রভু পদে অনন্ত প্রণাম।
যাঁহার প্রসাদে পাই গৌর ভগবান ॥
অদ্বৈত চরিত আমি সংক্ষেপে লিখিয়ে।
শুন শুন শ্রোতাগণ সাবধান হয়ে ॥

---

(১) যিনি অন্তরে বিচরণ করেন তাঁহাকে অন্তর্যামী বলে।

শ্রীহট্টে লাউর দেশে নবগ্রাম হয়।
যথি দিব্যসিংহ রাজা বসতি করয়॥
তাঁর সভাপণ্ডিত ভরদ্বাজ মুনি বংশ্য।
কুবের আচার্য্য নাম সদ্‌গুণে প্রশংস্য॥
অগ্নিহোত্রী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ শুদ্ধমতি।
নরসিংহ নাড়িয়াল বংশেতে উৎপত্তি॥
সেই গ্রামে মহানন্দ বিপ্র মহাশয়।
পরম পণ্ডিত সর্ব্ব গুণের আশ্রয়॥
তাঁর কন্যা নাভাদেবী পরমাসুন্দরী।
কুবের আচার্য্য সহ বিয়ে হৈল তাঁরি॥
মহানন্দ পুরোহিত একটী ব্রাহ্মণ।
নাভাদেবী ভাই যাঁরে বোলে সর্ব্বক্ষণ॥
সে বিপ্র সন্ন্যাসী হৈল লক্ষ্মীপতি স্থানে।
বিজয়পুরী নাম তাঁর সর্ব্ব লোকে ভনে॥
দুর্ব্বাসা বলি তাঁরে অদ্বৈত প্রভু কয়।
অদ্বৈত বাল্যলীলা তিঁহো প্রকাশ করয়॥
মাধবেন্দ্রপুরীর সতীর্থ বিজয়পুরী।
সে সম্বন্ধে অদ্বৈত প্রভু মান্য করে ভারি।
ভক্তমুখে অদ্বৈত-চরিত যা কিছু শুনিলা।
মনে করি তাহা কিছু কাগজে লিখিল॥
সেই অনুসারে আমি করি যে বর্ণন।
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা একমন॥
যক্ষপতি কুবের পণ্ডিত মহাশয়।
তপস্যার ফলে মহাদেব পুত্র হয়॥
যৈছে হইল পুত্র বলিতেছি ক্রমে।
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মনে॥
নাভাদেবীর ছয় পুত্র এক কন্যা হৈল।
জনম লভিয়া কন্যা স্বর্গে চলি গেল॥
শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরানন্দ।
সদাশিব, কুশল দাস, আর কীর্ত্তিচন্দ্র॥
এই ছয় পুত্র গেল তীর্থ পর্য্যটনে।
চারিজন মরিল দুই জন এল পিতৃ অদর্শনে।
দুই পুত্র আসি পরে সংসার করিল।
এবে কহি যৈছে শ্রীল অদ্বৈত জন্মিল॥
পুত্রশোকে নাভাদেবী কুবের মহামতি।
গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে করিলা বসতি॥
কুবের পণ্ডিত সদা পূজে নারায়ণ।
কিছু দিনে হৈল নাভার গর্ভের লক্ষণ॥
গর্ভেতে আসিলা সদাশিব ভগবান।
কিছু দিন পরে কুবের গেলা নবগ্রাম॥
দিব্যসিংহ রাজা সহ মিলন করিলা।
নাভাদেবী গর্ভবতী রাজাত জানিলা॥
রাজা বোলে আচার্য্য মোর মনে লয়।
এ সন্তান হৈতে জীবের দুঃখ যাবে ক্ষয়॥
কথোদিনে নাভার দশমাস পূর্ণ হৈলা।
মাঘী সপ্তমীতে প্রভু প্রকাশ পাইলা॥
পুত্র দেখি পণ্ডিতের বড় আনন্দ হৈল।
শক্তি অনুসারে তিঁহো ধন বিতরিল॥
বাদ্যভাণ্ড কত আইল কে করে গণন।
কুবের যথাকালে কৈল নামকরণ॥
গণক আনিয়া তাঁর নাম রক্ষা কৈল।
কমলাকান্ত এক নাম তাহার হইল॥
হরিসহ অভেদ হেতু নাম হৈল অদ্বৈত।
অদ্বৈত নামেতে প্রভু হইলা বিখ্যাত॥
কৃষ্ণ নাম শুনিলে প্রভু করে নিত্য।
শালগ্রামের প্রসাদ পাইলে আনন্দেতে মত্ত॥
এই মতে পঞ্চ বৎসর কাল গেল।
দিন দেখি পিতা তাঁর হাতে খড়ি দিল॥
অল্প দিনে বিস্তর লেখা পড়া শিক্ষা কৈলা।
রাজপুত্র সঙ্গে কমল নিত্য করে খেলা॥

কৃষ্ণ হরি নাম শুনিলে নাচে কমলাকান্ত।
রাজপুত্র দেখি উপহাস করে একান্ত॥
শুনি ক্রোধে কমলকান্ত করয়ে হুঙ্কার।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রাজার কুমার॥
দেখিয়া কমলাকান্ত পলায়ন করে।
সেথায় বহুত লোক আসে ত্বরা করে॥
রাজদূত গিয়া তবে রাজারে জানায়।
পুত্র মৃত্যু কথা শুনি আসিল ত্বরায়॥
রাজা দেখে মৃত পুত্র সম্বিৎ নাহি তায়।
পুত্রশোকে রাজা তখন করে হায় হায়॥
কুবের আচার্য্য শীঘ্র তথায় আসিল।
পলায়িত পুত্রে খুঁজি বৃত্তান্ত জানিল॥
কুবের বোলে মারিলে কেনে রাজার কুমারে।
কমলাকান্ত বোলে রাজপুত্র নাহি মরে॥
শুনি দিব্যসিংহ রাজা তাহে স্তুতি করে।
শালগ্রাম-চরণোদকে জিয়ায় রাজকুমারে॥
দেখি সভ লোকে বোলে এই মহাশয়।
ঈশ্বরাংশ হবে ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
এইরূপেতে কিছু দিন চলি গেল।
যথাকালে কমলাকান্তের যজ্ঞোপবীত হৈল॥
আর এক দিনের কথা শুন শ্রোতাগণ।
কালিকার মণ্ডপে কমল করিল গমন॥
রাজা আদি সভ লোক সে স্থানেতে ছিল।
কমলাকান্ত গিয়া কালীকে প্রণাম না কৈল॥
কুবের পণ্ডিত দিব্যসিংহ মহারাজ।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে না করিয়া ব্যাজ॥
ওহে কমলাকান্ত তোমার একি ব্যবহার।
দেবীরে না প্রণমহ বড় অত্যাচার॥

কমলাকান্ত বোলে দেবী প্রণাম না লবে।
আমি সদাশিব ইহা নিশ্চয় জানিবে॥
পুত্র বাক্য শুনি পণ্ডিত ক্রোধান্বিত হৈল।
পিতৃ ক্রোধ দেখি কমল দেবী প্রণমিল॥
প্রণমিতে কালিকা অন্তর্দ্ধান কৈল।
দেবী অন্তর্দ্ধান মাত্র প্রতিমা ফাটিল॥
রাজা আদি সব লোক মানিল আশ্চর্য্য।
কমলাকান্তের একি অলৌকিক কার্য্য॥
কুবের পণ্ডিত বলে শুন মহারাজ।
অন্য দেবী স্থাপন কর না করিয়া ব্যাজ॥
শ্রীকমলাকান্ত বোলে শুনহ রাজন।
শক্তি উপাসক শক্তি করহ পূজন॥
বিষ্ণু ভক্তের নিন্দা কর সর্ব্বকাল।
সেই অপরাধে শক্তি তোমায় ছাড়িল॥
বিষ্ণুভক্তের সেবা সর্ব্বদা করিবে।
দেবী উপাসনা রাজা কর ভক্তি ভাবে॥
দেবী কৃপা হৈলে তুমি হইবে বৈষ্ণব।
সংসার ছাড়িবে, যাবে অপরাধ সভ॥
এত বোলি কমলাকান্ত করিলা গমন।
দেবী বিষ্ণুমূর্ত্তি রাজা কৈলা সংস্থাপন॥
এথা কমলাকান্ত ব্যাকরণ পড়ি।
কিছু দিনে শান্তিপুরে আসিলেন চলি॥
তথি সাহিত্যালঙ্কার দর্শনাদি যত।
স্মৃতি বেদ পুরাণ পড়িল নিজ ইচ্ছামত॥
মাতা পিতায় শান্তিপুর কৈলা আনয়ন।
সর্ব্বদা সেবয়ে মাতাপিতার চরণ॥
শান্তিপুর নিকটে আছে ফুল্লবাটী গ্রাম।
শান্তাচার্য্য নামে এক পণ্ডিত মহোত্তম॥
তাঁহার নিকটে বেদ আর ভাগবত।
যোগশাস্ত্র আর যোগবাশিষ্টাদি যত॥

পড়িয়া কমলাকান্ত আচার্য্য নাম পাইলা।
ভক্তি ব্যাখ্যা করি আচার্য্য নামের সার্থক কৈলা॥ (১)
পাঠকালের আশ্চর্য্য ঘটনা শুন শ্রোতাগণ।
গঙ্গার সংলগ্ন বিল বড়ই গহন॥
সদগন্ধ পদ্মে পূর্ণ আছে সেই বিল।
ফণী অফণী অসংখ্য সর্পে করে কিল কিল॥
সে পদ্ম দেখিয়া শান্তাচার্য্য মহাশয়।
পদ্মে ইষ্ট পূজিতে আগ্রহ বাড়য়॥
গুরুর মনের ভাব বুঝিয়া অদ্বৈত।
বিল হৈতে বহুপদ্ম আনিলা ত্বরিত॥
স্থলের ন্যায় হাঁটিয়া জলেতে গমন।
দেখি শান্তাচার্য্যের হৈল অত্যাশ্চর্য্য মন॥
মনে ভাবে অদ্বৈত মনুষ্য কভু নয়।
ঈশ্বরাংশ হবে ইঁহো মোর মনে লয়॥
পাঠ সমাপিয়া অদ্বৈত গৃহেতে আসিলা।
কিছুদিনে মাতাপিতার অদর্শন হৈলা॥
গয়া পিণ্ড দিতে অদ্বৈত করিলা গমন।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বতীর্থ করিলা ভ্রমণ॥
মাধবেন্দ্রপুরী সহ দক্ষিণে মিলন।
ভক্তি-তত্ত্ব যত সব করিলা শ্রবণ॥
ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন মাধবেন্দ্র স্থানে।
জীব দুঃখে মাধবপুরী করে কৃষ্ণধ্যানে॥
মাধব বোলে অদ্বৈত তুমি হও সদাশিব।
কৃষ্ণ আনিয়া রক্ষা কর কলির জীব॥
কৃষ্ণ-ভক্তি হীন দেখ সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তি দিয়া জীব করহ উদ্ধার॥
কৃষ্ণ সে আনিলা তুমি অবনী মাঝারে।
স্বপনে দেখিল এই কহিল তোমারে॥

অদ্বৈত বোলে পুরী গোসাঞি দেহ এই বরে।
কৃষ্ণ আসিয়া যেন জীব উদ্ধার করে॥
মাধবেন্দ্র স্থানে অদ্বৈত কিছু দিন রৈলা।
সেথা হৈতে পরে পশ্চিমে চলিলা॥
কাশীতে বিজয়পুরীর সহিত মিলন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পরে গেলা বৃন্দাবন॥
সব বৃন্দাবন ভূমি পরিক্রমা কৈলা।
এক দিন রাত্রিযোগে স্বপন দেখিলা॥
নবীন নীরদ শ্যাম ভুবনমোহন।
শিখিপুচ্ছধারী হরি মুরলীবদন॥
পীতাম্বরধারী তার পায়েতে নূপুর।
অতি সমুজ্জ্বল বপু রসামৃতপূর॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপে আছে দাঁড়াইয়া।
দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু উঠি শিহরিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে পড়ে হঞা দণ্ডবৎ।
কৃষ্ণ কহে গোপেশ্বর শিব তুমি হে অদ্বৈত॥
লুপ্ততীর্থ উদ্ধারি ভক্তি পরচার।
কৃষ্ণ হরিনাম দিয়া জীবেরে উদ্ধার॥
মদনমোহন নামে মোর একমূর্ত্তি।
আছে কুঞ্জমধ্যে যমুনার তীরবর্ত্তী॥
দস্যু ভয়েতে আছি হইয়া গোপন।
মৃত্তিকা খোদিয়া মোরে কর উত্তোলন॥
সেবা প্রকাশিয়া কর জগতের হিত।
ভগবান এত কহি হৈলা অন্তর্হিত॥
স্বপন দেখিয়া অদ্বৈত জাগিয়া বসিলা।
রজনী প্রভাতে তাহা দেখিতে পাইলা॥
প্রাত-কৃত্য সারি কৈলা লোক আনয়ন।
কুঞ্জ হৈতে তুলিলেন মদনমোহন॥

(১) অদ্বৈত আচার্য্য নামে বিখ্যাত হইলা।

বহু পরিশ্রম করি কাটিল বিগ্রহ।
দেখি সভ ব্রজবাসী হইলেক মোহ ॥
অভিষেক করিয়া ঠাকুর স্থাপিলা ॥
সদাচারি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পূজায় নিয়োজিলা।
পরিক্রমা করিতে অদ্বৈত প্রভু গেল।
শুনি ম্লেচ্ছগণ ঠাকুর ভাঙ্গিতে আসিল ॥
যবন ভয়েতে ঠাকুর গোপাল হইয়া।
পুষ্পতলে মদনমোহন রহে লুকাইয়া ॥
মন্দিরের মধ্যে আসি যত ম্লেচ্ছগণ।
খোজিয়া না পাঞা ঠাকুর, করিল গমন ॥
যবন চলিয়া গেলে আইলা সেবাইত।
ঠাকুর না দেখি ঘরে হইলা দুঃখিত ॥
লোকমুখে শুনিল যবন অত্যাচার।
শিরে করাঘাত করি কান্দিল অপার ॥
সন্ধ্যাকালে অদ্বৈত প্রভু যখন আসিল।
ম্লেচ্ছগণ নিল ঠাকুর বলিয়া ডাকিল ॥
ঠাকুর না দেখি অদ্বৈত বহুত কান্দিল।
মনঃকষ্টে অনাহারে শুতিয়া রহিল ॥
শেষ রাত্রে ভগবান কহে অদ্বৈতেরে।
ম্লেচ্ছ ভয়ে লুকাইয়া আছি পুষ্পতলে ॥
গোপাল হইয়া পুষ্পতলে আছি পড়ি।
আমায় নিয়ে রাখ তুমি মন্দির ভিতরি ॥
ফল মূল দিয়া মোর ভোগ লাগাও।
প্রসাদ পাইয়া তুমি সুখে নিদ্রা যাও ॥
পূর্ব্ববৎ আমারে দেখিবে সর্ব্বজন।
মদনগোপাল নাম কর প্রকটন ॥
মহানন্দে অদ্বৈত প্রভু লাগিলা নাচিতে।
মন্দিরে আনিলা ঠাকুর ভোগ লাগাইতে ॥
ফল মূলের ভোগ করিয়া অর্পণ।
মদনগোপালে করাইলা পালঙ্গে শয়ন ॥

প্রসাদ পাইয়া অদ্বৈত রহিল শুতিয়া।
যমুনার তীরে গেলা প্রভাতে উঠিয়া ॥
যমুনার তীরে সেই বিপ্রেরে দেখিলা।
ঝাট যাহ শ্রীমন্দিরে তাহারে কহিলা ॥
বিপ্র বোলে কেনে শ্রীমন্দিরে যাব বৃথা।
অদ্বৈত বোলে দেখ গিয়া কৃষ্ণ আছে
সেথা ॥
অতি ত্বরা করি বিপ্র শ্রীমন্দিরে গেল।
মদনগোপাল দেখে দেখিতে পাইল ॥
যে আনন্দ সে বিপ্রের কহনে না যায়।
স্তুতি নতি করে আর ভূমিতে লোটায় ॥
তদবধি এই শ্রীল মদনমোহনে।
মদনগোপাল বলি ডাকে সর্ব্বজনে ॥
এক দিন স্বপনেতে মদনমোহন।
অদ্বৈতেরে কহিলেন এ সব বচন ॥
মথুরায় আছে এক চৌবে ব্রাহ্মণ।
আমার একান্ত ভক্ত হয় সেই জন ॥
চৌবে তাঁহার পত্নী করে বড় ভক্তি।
বাৎসল্য ভাবেতে মোরে সদা করে প্রীতি ॥
পুত্রভাবে সদা মোরে করয়ে চিন্তন।
অবশ্য করিব তাঁর অভিষ্ট পূরণ ॥
তাঁহার পুত্রের নাম মদনমোহন।
তার সঙ্গে কিছুকাল করিব যাপন ॥
বৃন্দাবনে আসিবে যবে রূপ সনাতন।
চৌবে পাস হৈতে আমি করিব গমন ॥
প্রভাতে আসিবে সেই ভক্ত চৌবে হেথা।
অর্পিবে তাঁহারে, মনে না ভাবিহ ব্যাথা ॥
অদ্বৈত বোলয়ে হরি যদি ছাড়ি যাও।
নিশ্চয় কহিনু আমি পরাণ হারাও ॥

ভগবান বোলে অদ্বৈত শুন এক কথা।
আমার অভিন্ন এক মূর্ত্তি আছে হেথা॥
শ্রীবিশাখা যে মূর্ত্তি করিলা নির্ম্মাণ।
বিশাখার চিত্রপট যাঁরে সভে গান॥
যেরূপ দেখিয়া শ্রীরাধা হৈল মোহ।
চিত্রপট মোর মূর্ত্তি অভিন্ন বিগ্রহ॥
সেই চিত্রপট মূর্ত্তি নেহ শান্তিপুরে।
মদনগোপাল বলি পূজিহ তাঁহারে॥
এত বোলি ভগবান হৈলা অন্তর্হিত।
জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি হঞাছে প্রভাত॥
হেন কালে আইলা এক চৌবে ব্রাহ্মণ।
কহিতে লাগিলা রাত্রির স্বপ্ন বিবরণ॥
এ ঠাকুর কালি রাত্রি মোর ঘরে গেল।
আমার পত্নীরে মা মা ডাকি উঠাইল॥
আমারে ডাকিল বাপা শুন এক কথা।
অদ্বৈত স্থানে আছি আমি, আন মোরে হেথা॥
তোমরা দুই জন মোর হও মাতা পিতা॥
আনিয়া পালন মোরে করহ সর্ব্বথা॥
শুনিয়া অদ্বৈত পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
এই মদনমোহন মূর্ত্তি তুমি যাহ নিঞা॥
মহানন্দে চৌবে নিয়া মদনগোপাল।
পুত্র ভাবেতে সেবা কৈল বহু কাল॥
এথা শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ভ্রমিতে লাগিলা।
কোন এক কুঞ্জে চিত্রপট মূর্ত্তি পাইলা॥
মূর্ত্তি পাইয়া ভাসে প্রেমসিন্ধু-নীরে।
কিছু দিনে আইলেন শ্রীশান্তিপুরে॥
শান্তিপুরে সেই মূর্ত্তি করিলা স্থাপন।
মদনগোপাল নাম হৈল প্রকটন॥

অদ্বৈত গোপাল পদ চিন্তে শান্তিপুরি।
দৈবে আসিলেন তথি মাধবেন্দ্রপুরী॥
শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি দেখি প্রণাম করয়।
অদ্বৈত আসিয়া তথি উপস্থিত হয়॥
অদ্বৈত শ্রীল মাধবেন্দ্রে করিলা সম্মান।
পুনঃ পুনঃ করে তাঁরে দণ্ড পরণাম॥
দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র দীক্ষা তাঁর স্থানে।
মাধবেন্দ্র শিষ্য অদ্বৈত সর্ব্ব লোকে ভনে॥
কিছু দিন শান্তিপুর অবস্থান করি।
দক্ষিণ দেশে চলিলেন মাধবেন্দ্রপুরী॥
দক্ষিণ হৈতে আনে মাধব মলয়চন্দন।
গোবিন্দের দেহ তাপ করিতে বারণ॥
রেমুনাতে আসি গোপীনাথেরে দেখিল।
যাঁর প্রেমে গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল॥
যাঁর প্রেমে গোপীনাথের ক্ষীরচোরা নাম।
হেন মাধবেন্দ্র পদে অনন্ত প্রণাম॥
গোপীনাথে চন্দন দিয়া গোবিন্দ আদেশে।
চলিলেন মাধবেন্দ্র বৃন্দাবন দেশে॥
শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম করিয়া চিন্তন।
ভক্তি প্রকাশিয়া তেঁহো কৈলা অন্তর্দ্ধান॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥
অদ্বৈত আদেশ সেই দিব্যসিংহ রাজা।
কালী বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপি করিলেন পূজা॥
শ্রীবিষ্ণু চিন্তনে তাঁর হৈল পাপ ক্ষয়।
শান্তিপুরে সেই রাজা উপস্থিত হয়॥
অদ্বৈত চরণে আসি আত্ম-সমর্পিল।
শক্তি মন্ত্র ছাড়ি গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা নিল॥
কৃষ্ণদাস নাম তাঁর অদ্বৈত রাখিলা।
অদ্বৈত-চরিত কিছু তেঁহো প্রকাশিলা॥

অদ্বৈতের স্থানে শ্রীভাগবত পড়ি।
বৃন্দাবন চলিলেন হইয়া ভিকারী ॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনে খ্যাতি।
রূপ সনাতন সহ যাঁহার পিরীতি ॥
বৃন্দাবনবাসী হৈলা এই মহাশয়।
কাশীশ্বর গোস্বামী সহ সখ্য অতিশয় ॥
সভার প্রথমে ইহোঁ বৃন্দাবনে গেলা।
বৃন্দাবনবাসী বলে সকলে ঘোষিলা ॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের এই কৈল বিবরণ।
এবে যাহা কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥

অতি সদাচারী দ্বিজ বড়-শ্যামদাস নাম।
নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সর্ব্বগুণধাম ॥
যে দেশে পণ্ডিত শুনে সেই দেশে যায়।
বিচার করিয়া সভ পণ্ডিতে হারায় ॥
দিগ্বিজয়ী নাম তাঁর সর্ব্বত্র হইল।
শান্তিপুর অদ্বৈত স্থানে এক দিন আইল ॥
বিচার করিয়া সেই হৈল পরাজিত।
অদ্বৈতে দেখয়ে সাক্ষাৎ সদাশিবের মত ॥
অদ্বৈত স্থানে বড়-শ্যাম কৃষ্ণ-মন্ত্র নিল।
শ্রীভাগবত শাস্ত্র পড়িতে লাগিল ॥
ভাগবতে হৈলা তিঁহো পরম পণ্ডিত।
ভাগবত আচার্য্য নাম জগতে বিদিত ॥

শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এবে কহি শ্রীনাথ আচার্য্য বিবরণ ॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী পণ্ডিত প্রধান।
শ্রীনাথ আচার্য্য বলি কেহ তাঁরে কন ॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু স্থানে ভাগবত পড়িলা।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁরে দীক্ষা মন্ত্র দিলা ॥
শ্রীচৈতন্য শাখা ইহোঁ তাঁর কৃপাপাত্র।
শিবানন্দ পুত্র কবি কর্ণপূর যাঁর ছাত্র ॥
কুমারহট্টে স্থাপিলা কৃষ্ণরায় বিগ্রহ।
চৈতন্য-মত-মঞ্জুষা ভাগবতের টীকা কৈলা সেহ ॥

এবে শুন ব্রহ্ম হরিদাসের বিবরণ।
যৈছে যবন-গৃহে হইলা পালন ॥
গোবৎস হরণ পাপে ব্রহ্মা মহাশয়।
যবনের পাল্য হঞা জাতি নাশ হয় ॥
বুঢ়নে হইল জন্ম ব্রাহ্মণের বংশে।
যবনত্ব প্রাপ্তি তাঁর যবনান্ন দোষে ॥
শৈশবে তাঁহার মাতা পিতার মৃত্যু হৈল।
যবন আসিয়া তাঁরে নিজ গৃহে নিল ॥
অম্বুয়ার অধিকারী মলয়াকাজি নাম।
তাহার পালিত হঞা তার অন্ন খান ॥
সর্ব্বদাই হরিদাস পূর্ব্ব পাপ স্মরে।
কোন এক দিন আইলা শ্রীশান্তিপুরে ॥
অদ্বৈত প্রভুর পদে লইলা শরণ।
তাঁর ঠাঞি ভক্তিশাস্ত্র কৈল অধ্যয়ন ॥
অদ্বৈতের স্থানে তিঁহো হইলা দীক্ষিতী।
তিন লক্ষ হরিনাম জপে দিবা রাতি ॥
লক্ষ হরিনাম মনে, লক্ষ কাণে শুনে।
লক্ষ নাম উচ্চ করি করয়ে সঙ্কীর্ত্তনে ॥
হরিনামে মত্ত দেখি হরিদাস নাম।
ব্রাহ্মণ সজ্জন আসি করয়ে প্রণাম ॥
পরম বৈষ্ণব হরিদাস মহাশয়।
বৈরাগী হইয়া সদা শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥
দিগ্বিজয়ী এক পণ্ডিত যদুনন্দন নাম।
এক দিন চলিলেন হরিদাস স্থান ॥
ঈশ্বর তত্ত্ব নিয়া বিচার হৈল তাঁর সাথে।
যদুনন্দন পরাজিত হৈল সর্ব্ব মতে ॥

জ্ঞানবাদ খণ্ডি কৈলা ভক্তির প্রাধান্য।
যদুনন্দন সেই মত করিলেন মান্য॥
হেনকালে আইলা তথি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু।
প্রণমিয়া যদুনন্দন কহে তুমি বিভু॥
মোরে কৃষ্ণ-দীক্ষা দিয়া করহ উদ্ধার।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাহা কৈল অঙ্গীকার॥
শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য মহাশয়।
অদ্বৈতের শিষ্য হঞা ভাগবত পড়ায়॥
যদুনন্দনের শিষ্য দাস রঘুনাথ।
দাস গোস্বামী বলিয়া যে হৈল বিখ্যাত॥
শ্রীহরিদাসের হয় মহিমা অপার।
ভজনে নিপুণ শাস্ত্রমতে সদাচার॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র।
সর্ব্বলোকে বোলে এ কার্য্য অপবিত্র॥
লোক নিন্দা শুনি অদ্বৈত বোলে হরিদাসে।
কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য তুমি করহ প্রকাশে॥
শুনি হরিদাস অগ্নি করিল হরণ।
অগ্নি আর এক দিন না পায় কোন জন।
ব্রাহ্মণাদি সব লোক অদ্বৈতের পাশে।
বোলে অগ্নি মোরা পাইব কোন দেশে॥
অদ্বৈত প্রভু বোলে অগ্নি নাহি মোর স্থানে।
ব্রহ্ম হরিদাস অগ্নি করিলা গোপনে॥
সভে মিলি হরিদাসের নিকটেতে গিয়া।
করিল অনেক স্তুতি দণ্ড প্রণমিয়া॥
কৃপা করি হরিদাস তৃণাদি ধরিয়া।
ফুৎকার করিয়া অগ্নি দিলা জ্বালাইয়া॥
সভে বোলে হরিদাস মনুষ্য কভু নয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ব্রহ্মা জানিহ নিশ্চয়॥
শান্তিপুর হৈতে হরিদাস মহাশয়।
ফুলিয়া গ্রামেতে আসি হইলা উদয়॥

সে গ্রামেতে রামদাস নামে দ্বিজবর।
পরম পণ্ডিত হয় সর্ব্ব-গুণধর॥
হরিদাসের প্রতি তাঁর হৈল দৃঢ় ভক্তি।
তাঁর শিষ্য হঞা বিপ্রের হৈল শুদ্ধ মতি॥
ফুলিয়া গ্রামের বহু ব্রাহ্মণ সজ্জন।
হরিদাসের চরণেতে লইল স্মরণ॥
হরিদাসের প্রভাবে ফুলিয়া নিবাসী।
হৈল বহু বৈষ্ণব, যায় কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসি॥
ফুলিয়া হৈতে হরিদাস কুলিয়াতে গেলা।
মহারণ্য মধ্যে তপ আরম্ভ করিলা॥
এক সর্প এক ব্যাঘ্র সে স্থানেতে ছিল।
হরিদাসের হরিনাম শ্রবণে শুনিল॥
নাম শুনি সর্প ব্যাঘ্র লাগিল নাচিতে।
মুক্ত হৈয়া সেই দুই গেল বৈকুণ্ঠেতে॥
তথি হৈতে শান্তিপুরে আইলা হরিদাস।
নির্জ্জনে গঙ্গাতীরে করিল আবাস॥
শান্তিপুরের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ।
সভা মধ্যে অদ্বৈতেরে করিল নিন্দন॥
সভে বোলে যবনে খাওয়াইল শ্রাদ্ধ-পাত্র।
তাঁর সংসর্গ কেহ না করিবা তিল মাত্র॥
অসৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অদ্বৈতেরে ত্যাগে।
সৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁরা অদ্বৈত পক্ষে জাগে॥
শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ হৈল দুই পক্ষ।
কেহ অদ্বৈতের পক্ষ কেহত বিপক্ষ॥
অদ্বৈত বিপক্ষ যত ব্রাহ্মণের গণে।
এক নিমন্ত্রণে সভার হৈল আগমনে॥
সেই ব্রাহ্মণগণ হরিদাসেরে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, পৈতা করে ঝলমল॥

জ্যোতির্ম্ময় পৈতা অঙ্গে বড় স্ফুর্ত্তি পায়।
শরীরের তেজ যেন সূর্য্যেরে তাড়ায়॥
সন্ন্যাসীর বেশ সেই ব্রহ্ম হরিদাসে।
আগ্রহ করিয়া আনে মনের উল্লাসে॥
সভে বোলে ন্যাসিবর লহ নিমন্ত্রণ।
হরিদাস বোলে বিষ্ণু প্রসাদ ভক্ষণ॥
ব্রাহ্মণগণ বোলে শালগ্রামের ভোগ দিব।
তোমারে মধ্যেতে রাখি সকলে খাইব॥
হরিদাস নিমন্ত্রণ কৈলা অঙ্গীকার।
ব্রাহ্মণের এক সঙ্গে করিলা আহার॥
আহার করিযা ব্রাহ্মণগণ আচমন কৈল।
হেনকালে অদ্বৈত প্রভু আসিয়া মিলিল॥
হরিদাস পড়িলেন অদ্বৈত চরণে।
অদ্বৈত বোলে হরিদাস তুমি যে এথানে॥
হরিদাস বোলে সভার আগ্রহ অপার।
তে কারণে কৈল নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার॥
সকল ব্রাহ্মণগণ অদ্বৈত চরণে।
প্রণমিয়া কহে মোরা হই অভাজনে॥
অপরাধ ক্ষম প্রভু কর সভে দয়া।
অজ্ঞ জানিয়া প্রভু দেহ পদ ছায়া॥
মিষ্ট বাক্যে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাজন।
পরিতুষ্ট করিলেন সকল ব্রাহ্মণ॥
এইরূপে করি হরিদাস এই লীলা।
শান্তিপুর হৈতে নবদ্বীপে চলি গেলা॥
হরিদাসে দেখি কাজি বন্ধন করিল।
যবন হঞা কেনে হিন্দু ধর্ম্ম আচরিল॥
হরিদাস বোলে হরি-সেবা ধর্ম্ম হয়।
যবনের যে ধর্ম্ম দেখ তাহা কিছু নয়॥
শুনিয়া সে কাজি বড় ক্রোধান্বিত হৈল।
বন্ধিশালে তাঁরে বন্ধি করিয়া রাখিল॥
বন্ধিশালে বন্দী লৈয়া সঙ্কীর্ত্তন করে।
কাজি ক্রোধে হরিদাসে দৃঢ় বন্ধন করে॥
ছালায় বান্ধিয়া তাঁরে গঙ্গাতে ডুবায়।
দেখিয়া সকল লোক করে হায় হায়॥
দিন দশ বিশ পরে জালুয়ার জালে।
উঠিল সে হরিদাস সভে ধন বোলে॥
আনিয়া সে ছালা দিল যবনরাজ কাছে।
কাটিয়া দেখয়ে ছালায় হরিদাস আছে॥
যোগাসনে উপবিষ্ট জপে হরিনাম।
সকল যবন আসি করিল প্রণাম॥
তছু তত্ত্ব না জানিয়া কৈল অপরাধ।
কৃপা করি ন্যাসীবর করহ প্রসাদ॥
হরিদাস বোলে কারো অপরাধ নাঞি।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা তাহা সভে পাই॥
হরিদাস যবনেরে কৃপাত করিয়া।
(বেনাপোলে গঙ্গাতীরে উত্তরিলা গিয়া॥
সেথা নির্জ্জনে বসি তপ আচরিলা।
কাজির প্রেরিত বেশ্যা তথায় আসিলা॥
মোগল বংশীয়া বেশ্যা পরম সুন্দরী।
যে দেখে তাহারে তার ধৈর্য্য যায় চলি॥
তপস্বীর তপস্যা যোগীর যোগ যায়।
সুন্দরী স্ত্রী কটাক্ষে জ্ঞান লোপ পায়॥
নানাবিধ অলঙ্কারে হঞা বিভূষিতা।
হরিদাসের আগে গিয়া কহিলেক কথা॥
ওহে সন্ন্যাসী ঠাকুর শুন মোর বাণী।
আজি রাত্রি তোমা সঙ্গে বঞ্চিবাও আমি॥
হরিদাস বোলে আমি কৈল অঙ্গীকার।
হরিনাম হৈলে সঙ্গ করিব তোমার॥
শুনিয়া সে বেশ্যা বড় হৈল আনন্দিত।
হরিদাসের হরিনামে রজনী প্রভাত॥

হরিদাস বোলে রাত্রি হইল প্রভাত।
আজি রাত্রি তোর সঙ্গ হইবে নিশ্চিত॥
ঐছে ক্রমে তিন চারি রাত্রি বহি গেল।
সাধুর দর্শনে বেশ্যার পাপক্ষয় হৈল॥

তথাহি।

"নহ্যম্মরানি তীর্থানি নদেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥"

বেশ্যা বোলে হেন পুরুষ ত্রিভুবনে নাঞি।
স্ত্রীলোকের যাচিত সঙ্গ ফুৎকারে উড়াই॥
বেশ্যা বোলে তুমি প্রভু বড় মহাজন।
কিবা মধু পান কর করহ অর্পণ॥
যে অমৃত পিয়া তুমি আমারে নাচাও।
কৃপা করি সে অমৃত আমারে পিয়াও॥
হরিদাস বোলে শুন আমার বচন।
ধন মান ত্যজিলে পায় সেই ধন॥
বেশ্যা বোলে আমি ধন করি বিতরণ।
তোমার চরণে আসি লইব শরণ॥
সে বেশ্যার আছিল রাশীকৃত ধন।
সজ্জন দেখিয়া তাহা কৈল বিতরণ॥
ধন বিতরিয়া আইল হরিদাস স্থানে।
হরিদাস বোলে অঙ্গে আছে আভরণে॥
বহু মুল্যের আভরণ বস্ত্র কর ত্যাগ।
মনোহর কেশপাশ কর পরিত্যাগ॥
শুনি বেশ্যা কেশপাশ খণ্ডন করিল।
বস্ত্র অলঙ্কার সভ দুঃখী জনে দিল॥
স্নান করি সাদা বস্ত্র পরিধান করি।
আসিয়া পড়িল হরিদাসের পদোপরি॥
যে অঙ্গে অলঙ্কার করেছ ধারণ।
কাষ্ঠ আর মৃত্তিকা হবে বিভুষণ॥

দ্বাদশাঙ্গে তিলক করাইলা প্রদান।
তুলসী কাষ্ঠের মালা গলে অধিষ্ঠান॥
মস্তকেত শিখা বান্ধি দিলা হরিনাম।
এই নামে আছে মধু কর তুমি পান॥

"মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং।
সকলনিগমবল্লীসৎফলং কল্পবৃক্ষঃ॥
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা।
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

বিশ্বাস করিয়া নাম সদা তুমি লবে।
পাপক্ষয় হৈলে নামে অমৃত পাইবে॥
এত বোলি হরিদাস বেশ্যা উদ্ধারিয়া।
তথি হৈতে তীর্থাটনে গেলেন চলিয়া॥)
বেশ্যার বৈরাগ্য দেখি কাজি মহাশয়।
মনে ভাবে হরিদাস মনুষ্য কভু নয়॥
তাঁর ধর্ম্ম নাশিতে বেশ্যা পাঠাই মনে ভাবি।
তাঁহার প্রভাবে বেশ্যা হইল বৈষ্ণবী॥
বিশ্ব-স্রষ্টা ব্রহ্মা হরিদাস মহাশয়।
গোবৎস হরণ পাপে যবনত্ব পায়॥
ঋচিক মুনির পুত্র ব্রহ্মা নাম হয়।
পিতৃ অভিশাপে সেই যবনত্ব পায়॥
ঋচিক পুত্রেরে কহে তুলসী আনিতে।
অধৌত তুলসী আনি দিল পিতার হাতে॥
ক্রোধ করি ঋচিক মুনি নিজ পুত্রে বোলে।
এই অপরাধে তুই জন্মিবি নীচ কুলে॥
পিতৃ শাপে ঋচিক পুত্র ব্রহ্মা মহাশয়।
বিশ্বস্রষ্টা ব্রাহ্মায় মিলি হরিদাস হয়॥
প্রহ্লাদ তাহাতে আসি করিল মিলন।
তিনে মিশি শ্রীহরিদাস মহাজন॥
যে কারণে প্রহ্লাদ হইল যবন।
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন॥

একদিন প্রহ্লাদ আছেন কৃষ্ণের পূজায় ।
সনকাদি চতুঃসন আসিল তথায় ॥
চতুঃসনে প্রণাম করিয়া দৈত্যগণ ।
বসাইয়া কৈল পাদ্য অর্ঘেতে পূজন ॥
পূজিয়া প্রহ্লাদ স্থানে সংবাদ বলিল ।
ইষ্ট পূজায় লিপ্ত প্রহ্লাদ শুনি না শুনিল ॥
কথোক্ষণ ঋষিগণ অপেক্ষা করিয়া ।
ক্ষুণ্ণমনে সেথা হইতে গেলেন চলিয়া ॥
তাহাতে প্রহ্লাদের হৈল বৈষ্ণবাপরাধ ।
তমোগুণে মত্ত হৈল ঘটিল প্রমাদ ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে কৈলা অপমান ।
ব্রহ্মা শিব কাহারে না করিলা সম্মান ॥
অসম্মান করিলেন মত্ত তমোগুণে ।
তবে প্রহ্লাদ বৈকুণ্ঠে করিল গমনে ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সহ যথি নারায়ণে ।
তমোগুণে মত্ত প্রহ্লাদ আসে সেই থানে ॥
অভিবাদন না করিয়া বোলে নারায়ণে ।
নীচাসনে বৈস মুঞি বসিব সিংহাসনে ॥
এত বলি প্রহ্লাদ সিংহাসনেতে বসিল ।
বিষ্ণু বোলে প্রহ্লাদের বৈষ্ণব অপরাধ
হৈল ॥
প্রহ্লাদেরে কৃপা করি দেব নারায়ণ ।
চতুঃসনে দেবগণে করিলা স্মরণ ॥
স্মৃতিমাত্র সভে তথি উপস্থিত হৈলা ।
ভগবানে স্তুতি করি প্রণাম করিলা ॥
চতুঃসনে দেখিয়া প্রহ্লাদ মহাশয় ।
তমোগুণ গেল স্মৃতি হইল উদয় ॥
প্রহ্লাদ বোলে মুঞি অপরাধী হৈল বড় ।
মোর গৃহে গেলা অভ্যর্থনা নাহি কর ॥

মো সম অধম মহাপাপী আর নাঞি ।
অপরাধ ক্ষম কৃপা করহ গোসাঞি ॥
এত বলি প্রহ্লাদ চতুঃসনের চরণে ।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রহে ভূমে ॥
চতুঃসন বোলে তোমার অপরাধ নাই ।
তোমার দর্শনে কৃষ্ণ পদ মোরা পাই ॥
তোমার অনুগ্রহে কৃষ্ণ মোদেরে স্মরিলে ।
তুমি হেন সাধু আর কৃষ্ণেরে দেখিল ॥
অপরাধ গেল প্রহ্লাদের হৈল পূর্ণ মন ।
ঋষিবৃন্দে দেববৃন্দে করিল পূজন ॥
নারায়ণ বোলে প্রহ্লাদ তুমি কলিকালে ।
যবনত্ব পাবে জন্ম লইয়া ভূতলে ॥
হরিদাস হইয়া নামের মাহাত্ম্য বাড়াবে ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে মোর জন্ম হবে ॥
নীচ কুলে জন্মি নাম করিলে কীর্ত্তন ।
অপরাধের বীজ তোমার হইবে খণ্ডন ॥
সেই প্রহ্লাদ ব্রহ্ম হরিদাসেতে মিলিল ।
প্রকাশান্তরে বিধি গোপীনাথ আচার্য্য
হৈল ॥ (১)
অদ্বৈত শিষ্য গোপীনাথ চৈতন্যের শাখা ।
সংক্ষেপে হরিদাস তত্ত্ব করিলাঙ লেখা ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হৈঞা এক মন ।
এবে কহি অদ্বৈতের বিবাহ ঘটন ॥
সপ্ত গ্রামের নিকট নারায়ণপুর নামে গ্রাম ।
বহুল ব্রাহ্মণ তথি করে অবস্থান ॥
কুলীন শ্রোত্রিয় কাপের তথায় বসতি ।
নৃসিংহ ভাদুড়ী কাপের তথি অবস্থিতি ॥

---

(১) প্রকাশান্তরে বিধাতা গোপীনাথ আচার্য্য হৈল ।

(নৃসিংহ ভাতুড়ী কাপ হন হিমালয়।
তাঁহার গৃহিণী হন মেনকা নিশ্চয়॥
তাঁহার দুই কন্যা শ্রীসীতা ঠাকুরাণী।
জ্যেষ্ঠা সীতা কনিষ্ঠা শ্রীঠাকুরাণী॥
যোগমায়া দুর্গা ভগবতী সীতা হয়।
তাঁর প্রকাশ শ্রীদেবী জানিহ নিশ্চয়॥
দুই কন্যা রাখি সেই নৃসিংহ গৃহিণী।
হইলেন অন্তর্দ্ধান লোক মুখে শুনি॥
বয়োধিক দুই কন্যার বিবাহ চিন্তয়।
দুই কন্যার স্বামী অদ্বৈত স্বপনে দেখয়॥
কন্যাদ্বয়ে দেখে ভগবতীর স্বরূপ।
অদ্বৈতেরে দেখিলা সাক্ষাৎ সদাশিব রূপ॥
স্বপ্ন দেখি কন্যাদ্বয় নৌকাতে করিয়া।
শান্তিপুর যাব ইহা মনেতে রাখিয়া॥
কুলিয়ার ঘাটে আসি হৈল উপস্থিতি।)
বড় শ্যামদাস আচার্য্য সহ দেখা হৈল তথি॥
বড় শ্যামদাস সনে বহু কথোপকথন।
বড় শ্যামদাসে স্বপ্ন-কথা করিল জ্ঞাপন॥
বড় শ্যামদাস চলিলেন অদ্বৈতের পাশ। (১)
বিবাহ করাইতে মনে অভিলাষ॥
(বড় শ্যামদাস বোলে প্রভু বিবাহ করহ।
প্রভু বোলে বুড়া মোকে কে দিবে বিবাহ॥
অভিপ্রায় জানি বড় শ্যাম সব জানাইল।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাহা স্বীকার করিল॥
কুলিয়া হৈতে নৃসিংহ শান্তিপুরে আইল।
অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে ঘাটে দেখা হৈল॥
অদ্বৈতের দেখা হৈল শ্রীসীতা সহিতে।
পতি পত্নী দুই জনে পারিলা চিনিতে॥

সীতাদেবী শ্রীদেবী কহে ভাতুড়ীরে
অদ্বৈতেরে সম্প্রদান কর মো সবারে॥
শুভদিনে নৃসিংহ ভাতুড়ী অদ্বৈতেরে।
কন্যা সম্প্রদান কৈল ফুলিয়া নগরে॥)
সে দেশের রাজা দুভাই হিরণ্য, গোবর্দ্ধন।
যতুনন্দন আচার্য্যের শিষ্য প্রিয়তম॥

বিবাহের ব্যয় যত দুই ভাই দিল।
অতি সমারোহে কার্য্য সম্পন্ন হইল॥
(অদ্বৈত প্রভু শ্রীসীতারে বিবাহ করিলা।
পাগস্পর্শ দিনের কহি এক লীলা॥
অন্নথালি লঞা সীতা আইলা পংক্তি মাঝে।
পবন আসি শিরোবস্ত্র উড়াইল তেজে॥
দুই হস্তে থালি, বস্ত্র ধরিতে না পারে।
অন্য দুই হস্তে বস্ত্র টানে শিরোপরে॥
চতুর্ভুজা দেখিলেন সকল ব্রাহ্মণ।
শীঘ্র দুই হস্ত সীতা কৈলা সম্বরণ॥
এইত কহিল শ্রীসীতার বিবাহ।
গার্হস্থ্য করিল অদ্বৈত দুই পত্নীসহ॥
পূর্ব্বে অদ্বৈতের টোল ছিল নদীয়া মাঝারে।
বিয়ে করি টোল সংস্থাপিলা শান্তিপুরে॥
সীতাদেবী শ্রীদেবী অদ্বৈতের স্থানে।
দীক্ষিতা হইলা অতি আনন্দিত মনে।)
সীতাদেবীর গর্ভে পঞ্চ পুত্র জনমিল।
শ্রীদেবীর গর্ভে এক পুত্র হৈল॥
জ্যেষ্ঠ অচ্যুতানন্দ হয়েন গণেশ।
অচ্যুতে গোপী তাহে করিলা প্রবেশ॥
(তাঁহার প্রকাশ হয় ছোট শ্যামদাস মহাশয়।
সীতা তাঁরে পুত্রবৎ স্নেহ করয়॥)

(১) বড় শ্যামদাস ভাগবত আচার্য্য নামে বিখ্যাত হন।

পুত্র স্নেহে সীতা তাঁরে করাইলা স্তনপান।
সীতা মায়ে চতুর্ভুজা দেখে ছোট শ্যামদাস মতিমান॥ (১)
কৃষ্ণদাস মিশ্র গোপাল বলরাম।
স্বরূপ জগদীশ এই পুত্র পঞ্চ জন॥
কার্ত্তিকেয় হয়েন শ্রীল কৃষ্ণদাস।
গোপাল বলরাম স্বরূপ জগদীশ তাঁহার প্রকাশ॥
(সীতা দেবীর দুই দাসী জঙ্গলী নন্দিনী।
কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা সীতা দিলেন আপনি॥
নন্দিনী সেবয়ে শ্রীসীতার চরণে।
জঙ্গলী তপস্যা করিতে গেল এক বনে॥
জঙ্গলী থাকয়ে যেই জঙ্গলের মাঝে।
ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি যত পশুর সমাজে॥
সেই বনে গৌড়েশ্বর শিকারেতে গেল।
পরমা সুন্দরী নারী দেখিতে পাইল॥
তপস্বিনী বেশে নারী করয়ে তপস্যা।
তাঁর সতীত্ব নাশিতে রাজার মনে দিশা॥
নিকটে আসিয়া দেখে পুরুষ বিশেষ।
রাজার মনে সন্দেহ হইল অশেষ॥
রাজা বোলে তপস্বিনী তুমি নারী না পুরুষ।
জঙ্গলী বোলে নারী আমি, না হই পুরুষ॥
নারী জনে নারী দেখে পুরুষে পুরুষ।
কারে কোনকালে আমি না কহি পুরুষ॥
সজ্জনে আমারে নারী দেখে সর্ব্বক্ষণ।
মা মা বলিয়া মোরে করে সম্ভাষণ॥

(১) ছোট শ্যামদাস, শ্যামদাস আচার্য্য নামে বিখ্যাত। ইনি শিশুকালে সীতা মাতার স্তন পান করিয়াছিলেন। ইঁহার বংশধর গোস্বামিগণ বর্দ্ধমান নবগ্রামে বাস করেন।

পুরুষে পহিলা মোরে দেখয়ে প্রকৃতি।
মন দুষ্ট হৈলে দেখে পুরুষ আকৃতি॥
(রাজা নারী আনিয়া পরীক্ষা করিল।
নারীগণ নারী রূপ দেখিতে পাইল॥)
রাজ আজ্ঞায় এক পুরুষ আসি ততক্ষণ।
পরীক্ষা করিয়া দেখে পুরুষ লক্ষণ॥
রাজা বোলে মা আমি অপরাধী বড়।
চরণের ধূলি দিয়া মোরে তুমি তার॥
জঙ্গলী রাজারে কৃপা করিলেন বড়ি।
রাজা তথি করিয়া দিলেন এক পুরী॥
সে স্থানের নাম জঙ্গলী টোটা সভে কন।
জঙ্গলীর ঐশ্বর্য্য আমি কৈল প্রকটন॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা সাবধান।
এবে যাহা কহি তাহা কর অবধান॥
ঈশান নামে এক শিষ্য অদ্বৈতেরে কয়।
কৈছে জীব মুক্ত হবে কহ মহাশয়॥
ঈশান বোলে বিয়ে করি গৃহস্থ হইলা।
কৈছে জীব উদ্ধার হবে তাহা না করিলা॥
শুনিয়া অদ্বৈত তবে হুঙ্কার করয়।
সপার্ষদে কৃষ্ণেরে আনিব নদীয়ায়॥
এত বলি অদ্বৈত প্রভু তপ আরম্ভিলা।
সপার্ষদে কৃষ্ণচন্দ্রে নদীয়ায় আনিলা॥
প্রভু আসি ভক্তিবাদ করিলা প্রচার।
ভক্তিযোগে উদ্ধারিলা সকল সংসার॥
মহাপ্রভু অদ্বৈতেরে করে গুরু ভক্তি।
অদ্বৈতের চরণ ধূলি লয় নিতি নিতি॥
ইহাতে দুঃখী বড় শান্তিপুর নাথ।
সর্ব্বদা বিষণ্ণ মন না পায় সোয়াথ॥
অদ্বৈত বোলে আমি ভক্তির বিরোধে চলিব।
যোগবাশিষ্ঠাদি ব্যাখ্যা সর্ব্বদা করিব॥

এবে জ্ঞানবাদ আমি করিব প্রচার।
যাহাতে প্রভুর হয় ক্রোধের সঞ্চার॥
শুনিয়া অবশ্য প্রভু আসি শান্তিপুরে।
নিজ হাতেতে শাস্তি করিবে আমারে॥
মনে মনে ইহা স্থির করিয়া অদ্বৈত।
জ্ঞানবাদ প্রকাশয়ে ছাড়িয়া সে দ্বৈত॥
শিষ্যগণে জ্ঞানবাদ উপদেশ করে।
শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ হইল অন্তরে॥
শুনি নিত্যানন্দ আর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
অতি ক্রোধ করি ঝাট শান্তিপুর যায়॥
জ্ঞানবাদ শুনি প্রভু অগ্নিহেন জ্বলে।
স্বহস্তে মারয়ে তাঁরে ফেলে ভূমিতলে॥
অদ্বৈত বোলে প্রভু তুমি জগতের গুরু।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর বাঞ্ছাকল্পতরু॥
এত বোলি প্রভু পদে প্রণাম করিলা।
প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া হৃদয়ে ধরিলা॥
প্রভু বোলে জ্ঞানবাদ যে কৈল গ্রহণ।
তাদিগেরে ভক্তিবাদী করহ এখন॥ (১)
সর্ব্ব শিষ্যে অদ্বৈত ভক্তিবাদ প্রচারিল।
জ্ঞানবাদ ছাড়ি সভে ভক্তি আচরিল॥
কামদেব নাগর আর আগল পাগল।
না ছাড়িল জ্ঞানবাদ আর যে শঙ্কর॥
শঙ্কর বোলে মোরা হই জ্ঞানবাদী।
জ্ঞানবাদ বিনে কেহ না পাইবে সিদ্ধি॥
অদ্বৈত বোলে তোমরা জ্ঞানবাদ ছাড়।
শঙ্কর বোলে বিচারে পরাজিতে পার॥
তবে জ্ঞানবাদ ছাড়ি লইবাঙ ভক্তি।
নহিলে ছাড়াইতে না ধরে কেহ শক্তি॥
অদ্বৈত বোলে শঙ্কর তুমি হইলে বাউল।
তোর মতে লোক সভ হইবে আউল॥
গুরুর সঙ্গে জেদ করি অপরাধী হৈলে।
তোরা সিদ্ধি না পাইবি কোন কালে॥
ক্রোধ করিয়া অদ্বৈত তাহাদের ত্যাগ কৈল।
ত্যাগী হইয়া তারা দেশান্তরে গেল॥
নিতাই চৈতন্যাদ্বৈত আর ভক্তগণ।
যাদেরে ত্যজিল তারা ত্যাগীতে গণন॥
কৃষ্ণভক্তগণ যারে দোষী বলি কয়।
তাহারা মহাত্যাগী জানিবা নিশ্চয়॥
যে সভ অপরাধীর অপরাধ নাহি যায়।
সর্ব্ব ত্যাগী মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহারে দেখায়॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এবে কহি অদ্বৈত-শিষ্য মাধবের বিবরণ॥
সংক্ষেপে মাধব চরিত কৈল যথাশক্তি।
সন্ন্যাস বর্ণনচ্ছলে করি পুনরুক্তি॥
শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি।
সস্ত্রীক নদীয়া আসি করিল বসতি॥
তাঁহার দুই পুত্র অতি গুণধাম।
জ্যেষ্ঠ সনাতন, কনিষ্ঠ পরাশর নাম॥
পরাশর বিপ্র বড় কালীভক্ত হয়।
কালিদাস বলি তারে সকলে ডাকয়॥
কালিদাস নামে তিঁহো প্রসিদ্ধি পাইল।
তাঁর পুত্র মাধবদাস সুপণ্ডিত হৈল॥
শ্রীবাস গৃহে প্রভুর যবে মহাপ্রকাশ।
সে সময় সে স্থানেতে ছিলা মাধবদাস॥
প্রভু মুখে হরিনাম মাধব শুনিল।
সংসারে থাকিতে তার মন না রহিল॥
নবদ্বীপ হৈতে কৈলা কুলিয়া বসতি।
চৈতন্য চরণ পদ্ম চিন্তে দিবারাতি॥

---

(১) তা সভারে ভক্তিবাদী করহ এখন।

শ্রীঅদ্বৈত স্থানে শাস্ত্র অধ্যয়ন।
মাধব আচার্য্য বলি বিখ্যাত ভুবন॥
শ্রীভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ।
গীতে বর্ণিলা তিঁহো করি নানা ছন্দ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্য পদে সমর্পণ কৈল॥
অন্য পুরাণ হৈতেও কিছু করি আনয়ন।
কৃষ্ণমঙ্গলে তাহা কৈলা সংযোজন॥
গ্রন্থ পড়ি মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দ্বারা দীক্ষা দেওয়াইলা॥
পরে কবি বল্লভ-আচার্য্য বলি খ্যাতি তাঁর।
কলি-ব্যাস বলি তাঁরে ঘোষয়ে সংসার॥
বিশাখার যূথ মধ্যে তাঁহার গণন।
মাধবী সখী মাধবের সিদ্ধ নাম হন॥
অদ্বৈতের কৃপা সব মাধব পাইল।
সন্ন্যাসী হইতে তাঁর অভিলাষ হৈল॥
যৈছে সন্ন্যাসী মাধব শুন শ্রোতাগণ।
সংক্ষেপ করিয়া আমি করিয়ে বর্ণন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নীলাচল হৈতে।
গৌড়দেশে আসিয়া হইলা উপনীতে॥
গৌড়দেশীয় পথে যাবেন বৃন্দাবন।
ইহাই সভার স্থানে করিলা জ্ঞাপন॥
গৌড়ে আসিয়া শ্রীল প্রভু গৌর রায়।
প্রথমে রাঘবের ঘরে পানিহাট্টি যায়॥
সেথা হৈতে কুমারহট্টে করিলা গমন।
শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহন॥
তথি হৈতে বাসুদেব শিবানন্দ ঘরে।
অবস্থিতি করি প্রভু গেলা শান্তিপুরে॥
অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
সেথা হৈতে কুলিয়ায় করিলা গমন॥

মাধব আচার্য্য গৃহে হৈলা উপস্থিতি।
সাত দিন তাঁর গৃহে করিলা বসতি॥
সাতদিন ভরি যত নবদ্বীপবাসী।
গৌরাঙ্গ দেখয়ে আনন্দ-সায়রেতে ভাসি॥
যে আনন্দ মাধবের কহনে না যায়।
আনন্দ সায়রে মাধব হাবুডুবু খায়॥
শ্রীচৈতন্যের অতি কৃপা মাধবের প্রতি।
ভক্তিভরে সাতদিন রাখিলা মহামতি॥
সাতদিন ভরি লোক নবদ্বীপ হৈতে।
আসিলা যতেক তাহা কে পারে বর্ণিতে॥
নবদ্বীপবাসীরে শ্রীপ্রভু কৃপা করি।
চলিলেন বৃন্দাবন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
রূপ সনাতনে মহাপ্রভু কৃপা কৈলা।
কানাইর নাটশালা হৈতে ফিরিয়া আসিলা॥
লোক ভিড় দেখি না গেলা বৃন্দাবন।
শীঘ্র করি নীলাচলে করিলা গমন॥
বনপথে মহাপ্রভু বৃন্দাবন গেলা।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিস্তার বর্ণিলা॥
ঝারিখণ্ড পথে প্রভুর বৃন্দাবন গমন।
শুনিয়া মাধবের হৈল সুবিষণ্ণ মন॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু আইলা নীলাচল।
শুনিয়া মাধবের মন হৈল পাগল॥
(সংসারে থাকিতে মাধবের মন নাহি বান্ধে।
মাধবের মাতা দেখি ফুকারিয়া কান্দে॥
মাধবের মাতা তাঁরে গৃহে রাখিবারে।
বিবাহের উদ্যোগ কৈল ত্বরা কৈরে॥
মাতার উদ্যোগ দেখি মাধব তখন।
পলায়ন করি চলি গেলা বৃন্দাবন॥)
পরমানন্দপুরী স্থানে সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল।
রূপ সনাতন স্থানে ভজন শিখিল॥

(পুত্র শোকে মাতা তাঁর পরাণ ত্যজিল।
শুনিয়া মাধব দাস শান্তিপুরে আইল ॥)
খেতরী হইয়া পুন গেলা বৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ সাধন কৈলা হঞা এক মন ॥
মাধব আচার্য্য মোরে স্নেহ করে অতি।
তাঁহার চরিত লিখি মনে পাইয়া প্রীতি ॥
যখন যা মনে পড়ে করিয়ে লিখন।
পুনরুক্তি দোষ না লবেন ভক্তগণ ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এবে যাহা কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥
বাৎস্য মুনি বংশ্য বৈদিক বিশুদ্ধ মিশ্র নাম।
তাঁর পুত্র মধুমিশ্র শ্রীহট্টে কৈল ধাম ॥
ব্রাহ্মণের বসতি স্থান বড়গঙ্গা গ্রামে।
বিয়ে করি মধুমিশ্র রৈল সেই গ্রামে ॥
ক্রমে চারি পুত্র হৈল পণ্ডিত প্রধান।
উপেন্দ্র, রঙ্গদ, কীর্ত্তিদ, কীর্ত্তিবাস নাম ॥
উপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী কমলাবতী নাম।
সপ্তপুত্র হৈল তাঁর পণ্ডিত প্রধান ॥
কংসারি, পরমানন্দ, আর জগন্নাথ।
পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্যনাথ ॥
জগন্নাথের হৈল মিশ্রপুরন্দর পদ্ধতি।
গঙ্গাতীরে আসি নবদ্বীপে করিলা বসতি ॥
গোপরাজ নন্দ জগন্নাথ মহাশয়।
বসুদেব আসিয়া তাহাতে মিলয় ॥
শ্রীহট্ট নিবাসী চন্দ্রশেখর নামে খ্যাত।
আচার্য্যরত্ন নামে হইলা বিদিত ॥
গঙ্গাতীরে তিঁহো বসতি করিলা।
যাঁর ঘরে দেবীভাবে গৌরাঙ্গ নাচিলা ॥
শ্রীহট্ট নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
গঙ্গাতীরে নদীয়ায় করয়ে বসতি ॥

বেলপুকুরিয়া গ্রামে বাড়ী হয় তাঁর।
দুই পুত্র দুই কন্যা হইল তাঁহার ॥
প্রথম যোগেশ্বর পণ্ডিত, দ্বিতীয় শচী হয়।
তৃতীয় রত্নগর্ত্তাচার্য্য, চতুর্থ সর্ব্বজয়া কয় ॥
শচীদেবী যশোদা সর্ব্বলোকে গায়।
শ্রীদেবকী প্রকাশ ভেদে তাহাতে মিশয় ॥
শচীরে বিবাহ কৈলা মিশ্রপুরন্দর।
সর্ব্বজয়ায় বিয়ে করে শ্রীচন্দ্রশেখর ॥
শচী গর্ব্বে অষ্ট কন্যা হইয়া মরিল।
অবশেষে বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ কৈল ॥
বলদেব বিশ্বরূপ হইয়া জন্মিল।
ঈশ্বরপুরীর স্থানে দীক্ষিত হইল ॥
বিশ্বরূপের ছোট ভাই নিমাঞি পণ্ডিত।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জগতে বিদিত ॥
রত্নগর্ত্তাচার্য্য পুত্র নাম লোকনাথ।
বিশ্বরূপ মনে কৈলা তাঁরে নিতে সাথ ॥
ইচ্ছামাত্র লোকনাথ আসিয়া মিলিল।
তাঁরে নিয়া বিশ্বরূপ দক্ষিণ দেশে গেল ॥
সন্ন্যাস করিয়া নাম শঙ্করারণ্যপুরী।
মাতুল ভাই লোকনাথ শিষ্য হৈল তাঁরি ॥
লোকনাথ করে বিশ্বরূপের সেবন।
দৈবে ঈশ্বরপুরী তথায় উপস্থিত হন ॥
বিশ্বরূপ ঈশ্বরপুরীরে প্রণমিলা।
নিজ ঐশ তেজ তিঁহো পুরীতে স্থাপিলা ॥

তথাহি চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে।

কলিবাক্যে।

অস্যাগ্রজ স্বকৃত দারপরিগ্রহঃ সন্।
সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান ভূবি বিশ্বরূপঃ ॥
স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বর মাপয়িত্বা।
পূর্ব্বং পরিব্রজি তত্রবতি রো বভূব ॥

বিশ্বরূপ বোলে দেব এই তেজ ঘন।
নিত্যানন্দে দীক্ষা দিয়া করহ স্থাপন ॥
ইহা বলি বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
ঈশ্বরপুরী তাহা হৈতে অন্যত্র চলিল ॥
রাঢ় দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তাহে বসে সুন্দরামল্ল নকড়ী বাড়ুরী নাম ॥
তাঁর পুত্র মুকুন্দ হাড়া ওঝা খ্যাতি।
হাড়াই ওঝার পত্নীর নাম হয় পদ্মাবতী ॥
বসুদেবের প্রকাশ হাড়াই পণ্ডিত।
দৈবকী প্রকাশান্তরে হয় পদ্মাবতী ॥
সপ্ত পুত্র হৈল তাঁর বড় গুণবান।
নাম কহিয়ে শুন হঞা সাবধান ॥
নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, আর সর্ব্বানন্দ।
ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, আর প্রেমানন্দ ॥
বিশুদ্ধানন্দ এই পুত্র সপ্তজন।
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ বলরাম হন ॥
বিশ্বরূপ নিত্যানন্দ একই স্বরূপ।
প্রকাশ ভেদে বলদেব হন দুই রূপ ॥
নিত্যানন্দের আর নাম চিদানন্দ ছিল।
অদ্বৈতের আজ্ঞায় হাড়া ওঝা রেখে ছিল ॥
গৃহাশ্রমে নিত্যানন্দ নাম শ্রুত।
সন্ন্যাস আশ্রমে নাম নিত্যানন্দ অবধূত ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এবে যাহা কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥
একচাকা গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
বিহার করেন সদা আনন্দ হিয়ায় ॥
জনৈক সন্ন্যাসী স্বপ্ন করয়ে দর্শন।
বলরাম আসি তাঁরে কহয়ে বচন ॥
আমি হাড়া ওঝা পুত্র ওহে ন্যাসীবরে।
নিত্যানন্দ নাম হয় এই অবতারে ॥
মোরে দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাস করাইঞা গ্রহণ।
নিত্যানন্দ অবধূত নাম মোর করিবা রক্ষণ ॥
এত বলি বলরাম মন্ত্র কৈলা কাণে।
এই মন্ত্র মোরে তুমি করাবে গ্রহণে ॥
ইহা কহি বলরাম হৈলা অন্তর্হিত।
জাগি দেখে ন্যাসীবর রজনী প্রভাত ॥
দৈবে সেই সন্ন্যাসী আইলা হাড়া ওঝা ঘরে।
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে নিলা ভিক্ষা কৈরে ॥
সেই সন্ন্যাসীর নাম ঈশ্বরপুরী হয়।
নিত্যানন্দ দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাসী করয় ॥
বিশ্বরূপের তেজ নিত্যানন্দে দিলা।
তেজরূপে বিশ্বরূপ নিতাইয়ে মিশিলা ॥
সন্ন্যাসীর তেজে নিতাই হৈলা অবধূত।
ঈশ্বরপুরী সহ তীর্থ ভ্রমিলা বহুত ॥
একদিন ঈশ্বরপুরী লাগিলা কহিতে।
যাব গুরু মাধবেন্দ্রপুরী অন্বেষিতে ॥
সর্ব্ব তীর্থ তুমি ভ্রমণ করিবে।
মাধবেন্দ্র সহ মিলন মনেতে রাখিবে ॥
এত বলি ঈশ্বরপুরী তথা হৈতে গেলা।
মাধবেন্দ্রপুরী স্থানে উপস্থিত হৈলা ॥
নিত্যানন্দ সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমিতেছে একা।
দৈবে মাধবেন্দ্র সহ হইলেক দেখা ॥
ঈশ্বরপুরীর সহ হইল মিলন।
যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় কহন ॥
মাধবেন্দ্রপুরীরে শ্রীনিত্যানন্দ রায়।
গুরু ভাবে দেখে সদা আনন্দ হিয়ায় ॥
মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীনিত্যানন্দ প্রতি।
বন্ধু ভাবে সর্ব্বদা করেন সম্প্রীতি ॥
কিছু দিন রহে সঙ্গে কৃষ্ণ আলাপনে।
পরে চলিলেন সঙ্গে যার ইচ্ছা যেখানে ॥

সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমি শ্রীনিত্যানন্দ রায়।
চলিলেন বৃন্দাবনে আনন্দ হিয়ায়॥
দ্বাদশ বন ভ্রমি করে কৃষ্ণ অন্বেষণ
ঈশ্বরপুরী সহ পুন হইল মিলন॥
প্রণমিয়া বোলে গুরু কৃষ্ণ গেল কোথা।
বোলেন ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ যথা॥
শচী-গর্ব্ভে নবদ্বীপে হৈলা অবতীর্ণ।
জীব নিস্তারিতে করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥
শুনি নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে গেল।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সহ মিলন করিল॥
এ সব প্রসঙ্গ সূত্রে করেছি বর্ণন।
প্রসঙ্গ পাইয়া পুনঃ কৈল বিবরণ॥
ওহে শ্রোতাগণ শুন হইয়া সন্তোষ।
না ল হ মোর এই পুনরুক্তি দোষ॥
যে সব প্রসঙ্গ আমি পূর্ব্বে না লিখিল।
বিবরণে সেই কথা প্রকাশ করিল॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
বঙ্গদেশ বিলাস প্রভুর করিয়ে বর্ণন॥
বিস্তার বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
যাহা অবশেষ তাহা করিয়ে বর্ণন॥
নবদ্বীপ হৈতে প্রভু আসি বঙ্গদেশে।
পদ্মার তীরেতে রহে মনের হরিষে॥
বিদ্যার বিলাস করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নরোত্তমে পদ্মাতীরে করে আকর্ষণ॥
কিছু দিন থাকি প্রভু ভাবিলা মনেতে।
যাইতে হইল মোর শ্রীহট্ট দেশেতে॥
পিতৃ জন্মস্থান পিতামহেরে দেখিয়া।
পদ্মার তীরেতে ঝাট আসিব চলিয়া॥
এত চিন্তি মহাপ্রভু শ্রীহট্টে চলিলা।
পদ্মাতীরে ফরিদপুরে উপস্থিত হৈলা॥
তথা হৈতে বিক্রমপুরের নূরপুরে গমন।
সুবর্ণ গ্রামেতে পরে দিলা দরশন॥
তাহা হৈতে আইলা দেশ এগার-সিন্দুর।
ব্রহ্মপুত্র তীরে পুর অতি মনোহর॥
সে দেশে বেতাল গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ হয়।
কৃপা করি সে স্থানে আইলা দয়াময়॥
তাহার নিকটে আছে ভিটাদিয়া গ্রাম।
নানা দেশে সুপ্রসিদ্ধ কুলীনের স্থান॥
সেই স্থানে আছেন বিপ্র লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী।
পরম বৈষ্ণব সর্ব্ব গুণে সর্ব্বোপরি॥
তাঁর ঘরে কৈলা প্রভু ভিক্ষা নির্ব্বাহণে।
দুই চারি দিবস রহে তাঁর ভক্তিগুণে॥
লক্ষ্মীনাথ বোলে প্রভু যে দেখি লক্ষণ।
তাহাতেই বোধ হয় তুমি নারায়ণ॥
ওহে প্রভু দয়াময় কর তুমি দয়া।
অধম জানিয়া প্রভু দেহ পদছায়া॥
পুত্র নাহি হয় মোর দেহ পুত্র বর।
পরম পণ্ডিত হয় সর্ব্ব গুণধর॥
পরম কৃষ্ণভক্ত হয় বংশ করে শুচি।
তাঁর গুণে যেন নষ্ট লোকের কুরুচি॥
তথাস্তু বলিয়া প্রভু কৈলা আশীর্ব্বাদ।
শুনি লক্ষ্মীনাথের চিত্ত পাইল প্রসাদ॥
সেই বরে পুত্র হৈল রূপনারায়ণ।
লক্ষ্মীনাথের পরিচয় শুন ভক্তগণ॥
পদ্মগর্ব্ভাচার্য্যবর পণ্ডিত প্রধান।
নবদ্বীপে যবে তিঁহো করে অধ্যয়ন॥
সে সময়ে নবদ্বীপবাসী এক বিপ্র।
জয়রাম চক্রবর্ত্তী অতি সচ্চরিত্র॥

এক কন্যা দিল তাঁরে কুলীন জানিয়া।
নিজ গৃহে রাখিলেন আগ্রহ করিয়া॥
শ্বশুর বাড়ীতে তিহো করি অবস্থান।
কয়েক বৎসর নবদ্বীপে কৈলা অধ্যয়ন॥
এক পুত্র হৈল তাঁর বড় গুণবান।
তাঁহার রাখিল শ্রীপুরুষোত্তম নাম॥
পত্নী পুত্র পদ্মগর্ভ শ্বশুর বাড়ী রাখি।
মিথিলায় চলিলেন পড়িতে উৎসুকী॥
মিথিলায় ন্যায়াদি শাস্ত্র করি অধ্যয়ন।
কাশীধামে চলিলেন আনন্দিত মন॥
তথায় সাঙ্খ্যাদি পড়ে মীমাংসা বেদান্ত।
বেদাদি অধ্যয়ন করে আগ্রহে একান্ত॥
মাধবেন্দ্রপুরীর গুরু নাম লক্ষ্মীপতি।
কাশীতে অনেক দিন কৈল অবস্থিতি॥
সেই পদ্মগর্ভাচার্য্য পণ্ডিত প্রধানে।
গোপাল মন্ত্রেতে দীক্ষা লক্ষ্মীপতি স্থানে॥
সেই পদ্মগর্ভাচার্য্য কৃষ্ণ-ভক্তোত্তম।
ক্রমদীপিকার টীকা করিলা রচন॥
পৈঙ্গী রহস্য ব্রাহ্মণের ভাষ্য কৈলা।
উপনিষদের দৈত-ভাষ্য তিঁহো বিরচিলা॥
অধ্যয়ন শেষ করি পদ্মগর্ভ মহামতি।
জন্মস্থান ভিটাদিয়া করিলা বসতি॥
ভিটাদিয়া আসি আর দুই বিবাহ করিল।
লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী আদি অনেক পুত্র হৈল॥
মাতাসহ পুরুষোত্তম হৈল নবদ্বীপবাসী।
চৈতন্যের প্রিয় ভক্ত হৈল গুণরাশি॥
নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয় পুরুষোত্তম।
আচার্য্য উপাধি তাঁর জানে সর্ব্বজন॥
চৈতন্যের সন্ন্যাস দেখি পাগল হইয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলা বারাণসী গিয়া॥
সন্ন্যাস আশ্রমে নাম স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত রসের সাগর॥
গীত গ্রন্থ শ্লোক যদি কেহ আনে।
পরীক্ষা করিলে স্বরূপ প্রভু তাহা শুনে॥
শ্রীচৈতন্যানন্দ তাঁর গুরু হয়।
বেদান্তাদি শাস্ত্র তাঁর নিকটে পড়য়॥
সেই স্বরূপ গোস্বামীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী হন শুন সব শ্রোতা॥
সেই লক্ষ্মীনাথ ভক্ত পণ্ডিত প্রধান।
দিন চারি তাঁর ঘরে প্রভুর বিশ্রাম॥
লক্ষ্মীনাথে বর দিয়া প্রভু গৌরহরি।
কিছু দিনে শ্রীহট্টেতে আসিলেন চলি॥
বড়গঙ্গা গ্রামে প্রভু গিয়া উত্তরিলা।
পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রে প্রণাম করিলা॥
পরিচয়ে জানিলেন আপনার পৌত্র।
পিতামহী আসিয়া মিলিলেন তত্র॥
পিতামহীরে প্রভু করিলা প্রণাম।
কিছু দিন তথি প্রভু করিলা বিশ্রাম॥
তথায় আশ্চর্য্য প্রভু করিলেন কার্য্য।
দেখিয়া সে পিতামহ হইল আশ্চর্য্য॥
উপেন্দ্রমিশ্র চণ্ডী লিখিবার তরে।
তালপাতা সংগ্রহ করিলা বহুতরে॥
প্রভু বসিয়াছেন পিতামহের নিকটেতে।
উপেন্দ্রমিশ্র পহিলা শ্লোক লিখে তাল পাতে॥
উপেন্দ্রমিশ্র পত্নী আসিয়া তখন।
উপেন্দ্রমিশ্রেরে নিল অন্দর ভবন॥
তিহো কহে নাথ দেখি স্বপন অদ্ভুত।
সাক্ষাত নারায়ণ এই জগন্নাথ সুত॥

মিশ্র বোলে প্রিয়ে এ সত্য বচন।
আকৃতে প্রকৃতে তাঁর ঈশ্বর লক্ষণ॥
কলাবতী বোলে নাথ এ স্বপ্ন কহিতে।
তোমারে আনিল ডাকি নির্জ্জন স্থানেতে।
মিশ্র বোলে প্রিয়ে ইহা নাহি প্রকাশিবা।
ভক্তি করি গৌরাঙ্গেরে ভিক্ষা করাইবা॥
এত বলি উপেন্দ্রমিশ্র বহির্ব্বাটী গেল।
সম্পূর্ণ লিখিত চণ্ডী দেখিতে পাইল॥
জগন্নাথ সুত গৌর সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
নৈলে ক্ষণকালে চণ্ডী লিখে সাধ্য কার॥
এত চিন্তি উপেন্দ্রমিশ্র মহাশয়।
গৌরাঙ্গেরে নিয়া গেল ভিতর আলয়॥
পিতামহী তাঁরে এক কাঁঠাল দিল মিষ্ট।
প্রভু খাইয়া বড় হইল সন্তুষ্ট॥
পিতামহী বোলে ভাই তুমি নারায়ণ।
স্বপন-যোগেতে মোরে দিলা দরশন॥
সেই মধুর রূপ মনে আছে লাগি।
দেখাও দেখাও রূপ আবার মুঞি দেখি॥
ভক্তজনে কৃপা করি প্রভু গৌর রায়।
মধুর মূরতি দুই জনারে দেখায়॥
মূর্ত্তি দেখিয়া দুই মন স্থির কৈল।
পার্ষদ দেহ ধরি দোঁহে নিত্যধামে গেল॥
পিতামহী পিতামহে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
কৃপা করিয়া পদ্মাতীরে চলি যায়॥
তথা থাকি প্রভু করে বিস্তার বিলাস।
নামসঙ্কীর্ত্তন করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ॥
বঙ্গদেশীয় লোক বড় ভাগ্যবান।
স্ত্রী পুরুষে মিলি করে সঙ্কীর্ত্তন গান॥
বঙ্গদেশীরে প্রভু কৃপা কৈলা বড়।
সবে জানিলেন গৌর সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ইথে কি অন্যথা।
শুনি মহাপাপীগণ মনে পায় ব্যথা॥
বহির্ম্মুখগণ সব চৈতন্য না মানে।
নিজের ঈশ্বরত্ব করে সংস্থাপনে॥
শ্রীচৈতন্যদেবে ভক্তি করে সর্ব্বজন।
তাঁহারে ঈশ্বর বোলি গায় অনুক্ষণ।
তাঁহা দেখি কোন কোন মহাপাপীগণ।
নিজ নিজ ঈশ্বরত্ব করয়ে স্থাপন॥
আপনার ঈশ্বরত্ব বলিয়া বলিয়া।
কৃষ্ণবেশে লোক নাশে রাঢ়ে বঙ্গে গিয়া॥
বাসুদেব নামে বিপ্র বড় দুরাচার।
রাঢ়দেশে করে পাপী বড় অনাচার॥
বোলে আমি ঈশ্বর নন্দের নন্দন গোপাল।
শুনি সব লোকে তারে বোলয়ে "শিয়াল"॥
এই মহাপাপী হৈল মহাপ্রভুর ত্যাজ্য।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের হইল অগ্রাহ্য॥
আর এক কায়স্থ পাপী নাম বিষ্ণুদাস।
আপন ঐশ্বর্য্য বঙ্গে করয়ে প্রকাশ॥
বোলে আমি রঘুনাথ বৈকুণ্ঠ হইতে।
জগৎ উদ্ধারার্থ উপস্থিত অবনীতে॥
হনুমান অঙ্গদাদি যত কপীন্দ্রগণ।
সকল আমার ভক্ত জানে সর্ব্বজন॥
নানা ছলে লোক নষ্ট করে দুরাচার।
"কপীন্দ্রী" বলিয়া নাম হইল কাহার॥
সেই কপীন্দ্রী হৈল মহাপ্রভুর ত্যাজ্য।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের হইল অগ্রাহ্য॥
মাধব নামে বিপ্র কোন রাজার পূজারী।
শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কার নিল চুরি করি॥
কোন স্থানে গোপের পল্লীতে চলি গেল।
গোয়ালার পৌরোহিত্য করিতে লাগিল॥

কামুক পাপীষ্ঠ তথি কাচি চূড়াধারী।
আপনারে গাওয়ায় কৃষ্ণ-নারায়ণ করি॥
বোলে আমি চূড়াধারী কৃষ্ণ-নারায়ণ।
আমারে ভজিলে যাবে বৈকুণ্ঠ ভবন॥
গোপ গোপীগণ তার একান্ত অধীন।
গোপ গোপী লঞা সদা নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
চূড়াধারী কাচি গোয়ালিনী লঞা লীলা।
"চূড়াধারী" নামে ইথে বিখ্যাত হইলা॥
চণ্ডালাদি যত অন্ত্যজের নারীগণ।
কৃষ্ণলীলাচ্ছলে করে তাদের সঙ্গম॥
কোনদিন মাধব নারীগণ করি সঙ্গে।
নীলাচলে উপস্থিত হইলেন রঙ্গে॥
চূড়াধারী কাচি মাধব নারীগণ সনে।
মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে করিল গমনে॥
প্রভু কহে ইহো কোন্ আইল চূড়াধারী।
নারীসহ লীলা খেলা ধর্ম্মনাশ করি॥
ওহে ভক্তগণ চূড়াধারী ধর্ম্মভ্রষ্ট।
যে দেশে করিবে বাস দেশ হবে নষ্ট॥
ইহো অপরাধী পতিত মুখ না দেখিবা।
পুরুষোত্তম হৈতে শীঘ্র তাড়াইয়া দিবা॥
শুনি ভক্তগণ তারে তাড়াইঞা দিল।
চূড়াধারী পলাইঞা বঙ্গদেশে গেল॥
ঈশ্বরাভিমানী দুষ্টে যমের কিঙ্কর।
নরক ভুঞ্জাবে যাবৎ চন্দ্র দিবাকর॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে পাপী বলিবে যাবে নরক ভিতর॥
চৈতন্য ভাগবতে শ্রীবৃন্দাবন দাস।
সূত্ররূপে ইহা করিয়াছেন প্রকাশ॥

তথাহি চৈতন্যভাগবতে।

"মধ্যে মধ্যে কথো কথো পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি কেহ আপনারে বোলে॥
কোন মহাপাপী ছাড়ি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
আপনারে গাওয়ায় কত বা ভূতগণ।
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন ছাড়ি ভূতের কীর্ত্তন॥
দেখিয়াছি দিনে দিনে অবস্থা তাহার।
কোন লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ় দেশে আরো এক ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপীষ্ঠ আপনারে বোলয়ে গোপাল।
অতএব সভে তারে বোলয়ে "শিয়াল॥"
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বোলে সেই ছার শোচ্যতর॥(১)

---

(১) এই স্থলে "কাচ মাত্র কাচে" এই বাক্য দ্বারা "চূড়াধারী" পাওয়া যাইতেছে। কাচ – অর্থ, বেশ বা ছদ্মবেশ। কাচ কাচন —অর্থ, অন্যের বেশ ধারণ।

ইহা বিশেষ জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্যখণ্ড অষ্টাদশাধ্যায় মহাপ্রভুর দেবী ভাবে নৃত্য-প্রসঙ্গ দেখিবেন।
"ক্ষণেকে নারদ কাচ কাচিয়া শ্রীবাস॥
সাক্ষাৎ নারদ যেন দিলা দরশন।"
"সে লীলায় হেন লক্ষ্মী কাচে গৌরচন্দ্র।"
ইত্যাদি।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে।
"শ্রীবাসো নারদেন ভবিতব্যং।"

এই সভ অসত্তের কার্য্য খোঁজিয়া খোঁজিয়া।
নাম সহ প্রকাশিল গুরু আজ্ঞা পাঞা॥
হইলেক বৃন্দাবনের সূত্রের বৃত্তি ভাষ্য।
ত্যাগীর সংসর্গ কেহ না করে অবশ্য॥
অসৎ সংসর্গে লোকের সব যায় ক্ষয়।
ত্যাগিগণ কভু সংসর্গ যোগ্য নয়॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং কচিৎ।
তস্যানুগ স্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগন্ধবৎ॥
এই অসৎগণ করে রাসাদিক লীলা।
যাহা শ্রীভাগবতে নিষেধ করিলা॥

মহাপ্রভুর বাক্যেও চূড়াধারী প্রভৃতি দোষীগণের আভাস পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে যথা :—

"জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন।"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহাদিগের নাম লিপিবদ্ধ করা সঙ্গত বোধ করেন নাই ;—
"অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন।"

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গৌরগণ-চন্দ্রিকায় এই সকল পাপিগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা :—

চৈতন্যদেবে জগদীশবুদ্ধীন্,
কেচিজ্জনান্ বীক্ষ্য চ রাঢ় বঙ্গে।
স্বস্বেশ্বরত্বং পরিবোধয়ন্তো,
ধৃত্বেশবেশং ব্যচরন্ বিমূঢ়াঃ॥
তেষাস্তু কশ্চিদ্দ্বিজ বাসুদেবো,
গোপাল দেবঃ পশুপাঙ্গজোঽহং।
এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী,
শৃগাল সংজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষং॥

ইতি।

অন্ত্যজ স্ত্রীগামী হয় চূড়াধারী সেজে।
অপাংক্তেয় হইল পাপী ব্রাহ্মণ সমাজে॥
অন্ত্যজের প্রতিগ্রহ আর অন্ন ভোজন।
আর অন্ত্যজের স্ত্রী করিলে গমন॥
অজ্ঞানে পতিত জ্ঞানে সাম্যতা পায়।
মানবীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে ইহা দেখা যায়॥

শ্রীবিষ্ণুদাসো রঘুনন্দনোঽহং,
বৈকুণ্ঠধামঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ॥
ভক্তামমেতিচ্ছলনাপরাধা,
ত্যক্তঃ কপীন্দ্রেতি সমাখ্যায়ার্য্যৈঃ॥
উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীল নারায়ণোঽহং।
সংপ্রাপ্তোঽস্মি ব্রজজন ভুবোমূর্দ্ধ্নিচূড়াং নিধায়॥
মন্দং হ্যস্মিতিচ কথয়ন্ ব্রাহ্মণোমাধবাখ্য।
শ্চূড়াধারীত্যিতি জনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে॥
কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ।
দেবলোঽসৌপরিত্যক্ত শ্চৈতন্যেনেতি-বিশ্রুতঃ॥
অতিবড্যাদয়োঽপ্যন্তে পরিত্যক্তাস্ত বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্ম্মোবিনশ্যতি।
আলাপাদ্গাত্র সংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তিহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

তথাহি মন্মুস্মৃতৌ।

চণ্ডালান্ত্য স্ত্রিয়োগত্বা,
ভুক্ত্বাচ প্রতিগৃহ্যচ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো'
জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥ ইতি॥

মাধব পূজারী চূড়াধারী পাপাশয়। (১)
তার আর কথা শুন শ্রোতা মহাশয়॥
আপনারে কৃষ্ণ কহায় গাওয়ায় ভূতগণ।
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন ছাড়ি ভূতের কীর্ত্তন॥

(১) বৈষ্ণবগণ মধ্যে যাহারা অপরাধী, তাহারা ত্যাগী ও অসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব নামে অভিহিত। গাণপত্য, সৌর, শৈব ও শাক্ত হইতে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিলেও অসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব হয়। অসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের শিষ্যগণও অসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। অসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগকে বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে না, তাহারা বৈষ্ণবাভাস অর্থাৎ অবৈষ্ণব।

চূড়াধারী ব্রাহ্মণেরা অসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস, অতএব অবৈষ্ণব। চূড়াধারী ব্রাহ্মণেরা শাক্তের শিষ্য। যদিও এখন তাহারা শাক্ত গুরু ত্যাগ করিয়া ঘরে ঘরে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিতেছে, তথাপি তাহারা চৈতন্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব হইতে মন্ত্র গ্রহণ না করায় সম্প্রদায়হীন বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস অতএব অবৈষ্ণব মধ্যেই পরিগণিত রহিয়াছে। বৈষ্ণব সমাজে চূড়াধারী চলিত নহে। বৃন্দাবনে চূড়াধারীরা একটী কুঞ্জ করিয়াছে, তাহা চূড়াধারীর কুঞ্জ নামে প্রসিদ্ধ।

বাঘের কীর্ত্তন করি ফিরে লোকের বাড়ী।
কৃষ্ণ কাচিয়া ভুলায় অন্ত্যজের নারী॥
শৃগাল বাসুদেবের শিষ্য ইহো হয়।
শাণ্ডিল্য বন্দ্যঘটীবংশজকুলে জন্মে দুরাশয়॥
সংক্ষেপে বঙ্গদেশ বিলাস প্রভুর কহিল।
নিত্যানন্দ বিবাহ এবে বর্ণিতে লাগিল॥
একদিন কহে প্রভু নিত্যানন্দ রাম।
বিবাহ করিব আমি শুন ভক্তগণ॥
পণ্ডিত কৃষ্ণদাস হোড় আনন্দিত হঞা।
নিত্যানন্দে আনে নিজ বাড়ী দোগাছিয়া॥
কে দিবে ন্যাসীরে বিয়ে মনে চিন্তা হৈল।
হেনকালে উদ্ধারণ দত্ত আসিল॥
স্বর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্ত ভক্তোত্তম।
যাহার পক্কান্ন নিতাই করেন ভক্ষণ॥ (১)
উদ্ধারণ বোলে সূর্য্যদাস সরখেল মহামতি।
তার দুই কন্যা আছে অতি রূপবতী॥
বিবাহের অভিপ্রায় জানিনু যখন।
সূর্য্যদাস নিকটেতে করিনু গমন॥
বিবাহের প্রস্তাব আমি যখন করিল।
ক্রোধে সূর্য্যদাস অমনি জ্বলিয়া উঠিল॥

(১) নিত্যানন্দ বংশবিস্তারেও বর্ণিত হইয়াছে। যথা ঃ—

"প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাধয়ে উত্তারি॥
এই মত পরিবর্ত্ত রূপে পাক হয়।
শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময়॥
তারা কহে এ বৈষ্ণব হয়ে কোন জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন নামে কোথায় বসতি॥
প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উহার।
সুবর্ণ বণিক দেখি করিনু স্বীকার॥"

প্রভুর ঐশ্বর্য্যে সূর্য্যদাস হবে মাটী।
করহ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ অতি পরিপাটী ॥
এইরূপ কথোপকথনে দিন গেল।
পরদিন সূর্য্যদাস সরখেল আইল ॥
প্রভু কহে ইহোঁ কুকুদ্মী রাজা হয়।
তাঁর দুই কন্যা করিব পরিণয় ॥
তথি আসি সূর্য্যদাস নিতাই প্রণমিলা।
স্বপন বৃত্তান্ত তবে কহিতে লাগিলা ॥
স্বপন দেখিনু বলরাম নিত্যানন্দ।
মোর কন্যাদ্বয় সহ হইল সম্বন্ধ ॥
দুই কন্যা সম্প্রদান আমি তারে কৈল।
সন্ন্যাসীরে বর পাঞা কন্যা তুষ্ট হৈল ॥
স্বপ্ন কথা বলি সূর্য্য আনন্দিত হৈল।
নিত্যানন্দ রাম নিয়া শালিগ্রামে গেল ॥
বাড়ী গিয়া দেখে কন্যা হইয়াছে মৃত।
বিষধর সর্পে তারে করেছে আঘাত ॥
মৃত কন্যা দেখি সূর্য্য করয়ে ক্রন্দন।
হাসি নিত্যানন্দ তাঁরে দিলা প্রাণদান ॥
সেই কন্যার নাম বসুধা হয়।
তাঁহার কনিষ্ঠারে জাহ্নবা বোলি কয় ॥
দুই কন্যা নিত্যানন্দে কৈলা সম্প্রদান।
হীন কুল সূর্য্যদাস পাইলা সম্মান ॥
নিত্যানন্দ কৃপায় ব্রাহ্মণকুলে হৈল মান্য।
নিত্যানন্দ শিষ্য হৈয়া কুল কৈল ধন্য ॥
বসুধারে গ্রহণ কৈলা বিধি অনুসারে।
যৌতুকে নিলেন প্রভু কনিষ্ঠা জাহ্নবারে ॥(১)

---

(১) নিত্যানন্দ বংশবিস্তারেও বর্ণিত হইয়াছে। যথা :—
"ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।
বসাইল জাহ্নবারে দক্ষিণে আনিয়া ॥
সন্ন্যাসীর দার পরিগ্রহ শাস্ত্রেতে নিষিদ্ধ।
রাম নিত্যানন্দের ইচ্ছায় হইলেক সিদ্ধ ॥
সন্ন্যাসী গৃহাশ্রমী হৈলে "বিড়ালব্রতী" কয়।
স্ত্রীসঙ্গী সন্ন্যাসী "অবকীর্ণী" সুনিশ্চয় ॥
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য হৈতে সে হয় পতন।
প্রায়শ্চিত্ত নাই তার পতিতে গণন ॥
যজ্ঞাধ্যয়ন বিবাহাদি না করেন শিষ্টগণ।
তারে স্পর্শ করিলে করিবে চান্দ্রায়ণ ॥

তথাহি হেমাদ্রৌ শ্রাদ্ধকল্পে যমঃ।
"যতিনামাশ্রমং গত্বা প্রত্যবাস্যতি যঃ পুনঃ।
যতিধর্ম্মবিলোপনে বৈড়ালং নাম তদ্‌ব্রতম্ ॥

তত্রৈব দেবলঃ।
ব্রতী যঃ স্ত্রিয়মভ্যেতি সোঽবকীর্ণী নিরুচ্যতে

ব্রহ্মসূত্রে শাঙ্করভাষ্যম্।
বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতে রাচারাচ্চ। যদ্যূর্দ্ধরেতসাং স্বাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যবনং মহাপাতকং যদিবোপপাতকমুভয়থাপি শিষ্টৈস্তে বহিঃ কর্ত্তব্যাঃ।
আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ।
প্রায়শ্চিতং ন পশ্যামি যেন শুদ্ধ্যেৎ স আত্মহা ॥
আরূঢ় পতিতং বিপ্রং মণ্ডলাচ্চ বিনিঃসৃতং।
উদ্বদ্ধং কৃমিদষ্টঞ্চ স্পৃষ্ট্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥
ইতি চৈবমাদি নিন্দাতিশয় স্মৃতিভ্যঃ শিষ্টাচারাচ্চ।
নহিযজ্ঞাধ্যয়নবিবাহাদীনি তৈঃ সহাচরন্তি শিষ্টাঃ ॥"

সূর্য্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা।
যৌতুকে লইলাম তোমার কনিষ্ঠ দুহিতা ॥"

বমি করি খায় কুক্কুর বান্তাশী বলি কয়।
তৎসদৃশ গৃহাশ্রমী সন্ন্যাসী নিশ্চয়॥
অতএব তারে সভে বোলয়ে "বান্তাশী।"
তৎসন্তান হয় বান্তাশী দোষে দোষী॥
শিষ্টগণ তা সবারে করয়ে বর্জ্জন।
উদ্বাহাদি দূরের কথা স্পর্শ যোগ্য নন॥
এ সকল দোষদুষ্ট মনুষ্যাদি হয়।
ঈশ্বরানুগৃহীতের দোষ না জন্ময়॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥"

সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আর কি কহিব কথা।
মায়া মায়িকের সঙ্গ নাহিক সর্ব্বথা॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয় রাম নিত্যানন্দ।
বিধি নিষেধের তাহে নাহিক সম্বন্ধ॥
তৎসন্তান ঈশ্বরাংশ জগতের গুরু।
জগতের রক্ষাকর্ত্তা বাঞ্ছাকল্পতরু॥
যদ্যপি বান্তাশী দোষ তাতে নাহি হয়।
তবু কুলাচার্য্য বৃথা বীরভদ্রী কয়॥
নিত্যানন্দ প্রভু বসু জাহ্নবারে নিয়া।
খড়দহে বাস করে আনন্দিত হঞা॥
প্রথমে নিত্যানন্দের সাত পুত্র হৈল।
অভিরামের প্রণামে সাতজন মৈল॥
শেষ পুত্র বীরভদ্র বীরচন্দ্র নাম।
সঙ্কর্ষণ ব্যূহ ক্ষীরাব্ধির ধাম॥
গঙ্গাদেবী গঙ্গা নামে কন্যা হইল।
কন্যাও অভিরামের প্রণামে না মৈল॥
নাচি বোলে অভিরাম ঈশ্বরাংশ হয়।
জগত উদ্ধার হবে জানিনু নিশ্চয়॥)

বীরভদ্র প্রভু হয় ঈশ্বরাবতার।
তাঁহার কৃপায় হৈল জগত উদ্ধার॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥
সপ্তগ্রাম শীলুড়ী আর সীতাহাটী।
নন্যাপুর ঝামটপুর আর নৈহাটী॥
শ্রীগঙ্গার তীরেতে এ সব গ্রাম হয়।
কাটোয়ার নিকটে এ সব গ্রাম রয়॥
নন্যাপুরবাসী চট্ট ভগীরথ আচার্য্য।
তাঁর পরিচয় এবে শুন ভক্তবর্য্য॥
অরবিন্দ সুত আহিত, তাঁর পুত্র দ্বাকর হয়।
দ্বাকর পুত্র চট্টমনু মহাশয়॥
চট্টমনুর পুত্র হয় দুর্য্যোধন।
তাঁর পুত্র চাঁদচট্ট, তাঁর পুত্র তপন॥
তাঁর পুত্র হরিদাস চট্ট মহাশয়।
তাঁহার পুত্রের নাম গৌরীদাস কয়॥
গৌরীদাসের নামান্তর ভগীরথ হয়।
বহু পত্নীতে তাঁর বহু সন্তান জন্ময়॥
রামচন্দ্র, মহেশ, কৃষ্ণ, এক পত্নীর সন্তান।
শিব, বিশ্বেশ্বর, দুই অন্য পত্নী পান॥
শ্রীনাথ, শ্রীপতি, অন্য পত্নীতে জন্ময়।
ঘটকাচার্য্য উপাধি শ্রীনাথের হয়।
মাধব চট্টের কথা করেছি বর্ণি।
মাধব ভগীরথের পালক পুত্র হন॥
(শ্রীনাথের মাতা তাঁরে করয়ে পালন।
মাধব তৃতীয় ভাই শ্রীনাথের হন॥
ভগীরথের প্রিয় পুত্র মাধব হইল।
নিত্যানন্দ গঙ্গা কন্যা তাঁহারে অর্পিল॥
গুরু কন্যা শিষ্যের বিয়ে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।
নিত্যানন্দের আজ্ঞায় তাহা হইলেক সিদ্ধ॥)

তথাহি মহাভারতে আদিপর্ব্বণি।
"প্রস্থিতং ত্রিদশাবাসং দেবযান্যব্রবীদিদং।
গৃহাণ বিধিবৎ পাণিং মম মন্ত্র পুরস্কৃতম্॥

কচ-উবাচ।

ত্বং ভদ্রে ধর্ম্মতঃ পূজ্যা গুরুপুত্রী সদা মম।
যথা মে স গুরুর্নিত্যং মান্যঃ শুক্রঃ পিতা তব॥
দেবযানি তথৈবত্বং নৈবং মাং বক্তুমর্হসি।
গুরু পুত্রীতি কৃত্বাহং প্রত্যাচক্ষে ন দোষতঃ॥

মৎস্য সূক্তে।

"সমান প্রবরাবাপি শিষ্য সন্ততি রেবচ।
ব্রহ্মদাতু র্গুরোশ্চৈব সন্ততিঃ প্রতিসিদ্ধ্যতে॥"

ঈশ্বরের মহিমা কিছু বুঝা নাহি যায়।
অঘট্য ঘটন হয় ঈশ্বরের ইচ্ছায়॥
নন্যাপুরে ভগীরথ চট্টের আলয়।
মাধব আচার্য্য গিয়া নন্যাপুরে রয়॥
মাধবচট্ট বীরভদ্রী দোষদুষ্ট।
গুরুকন্যা বিবাহ তাহাতে সংশ্লিষ্ট॥
ইত্যাদি দোষ দেখি দেবী মহাশয়।
খড়দহ মেলের কুলীন মাধবে কহয়॥
শ্রেষ্ঠ কুলীন হইলেন দেবীর আজ্ঞায়।
তাঁহার পুত্রগণ পরে দশরথে যায়॥
দশরথ ঘটকী মেলে হইল কুলীন।
খড়দহ হইতে দশরথ ক্ষীণ॥
নন্যাপুরেতে মাধব করিলা বসতি।
মধ্যে মধ্যে খড়দহে করে অবস্থিতি॥
নন্যাপুরে আছে বহু কুলীনের বাস।
অতি মনোরম স্থান পণ্ডিতের আবাস॥
জিরেট বলাগড়ে মাধব করে অবস্থান।
কখন কখন কাটোয়ায় করয়ে বিশ্রাম॥

মাধবের স্বরূপ কহি শুন শ্রোতাগণ।
শান্তনু রাজাতে মধুস্পন্দার মিলন॥
মাধবী সখীর প্রকাশ তাহাতে মিলিল।
তিনে মিলি মাধব পণ্ডিত এবে হৈল॥
মাধবী প্রকাশ ভেদে অন্য মাধব পণ্ডিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গান যাঁহার রচিত॥
সেই মাধবের কথা করিয়াছি বর্ণন।
অদ্বৈত-শিষ্য মহাপ্রভুর প্রিয় পাত্র হন॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এখনে কহিয়ে যাহা করহ শ্রবণ॥
কোন দিন বীরভদ্র দীক্ষা করিতে গ্রহণ।
শান্তিপুরে অদ্বৈত স্থানে করিলা গমন॥
বাদ্যভাণ্ড বহু লোক নৌকাতে করিয়া।
মন্ত্র লইতে যায় আনন্দিত হঞা॥
বাদ্য শুনিয়া শ্রীজাহ্নবা তখন।
অভিরামে জিজ্ঞাসা করিল কারণ॥
অভিরাম কহে বীরভদ্র মহাশয়।
শান্তিপুরেতে যায় অদ্বৈত আলয়॥
দীক্ষা লইবে এই মনে আশা করি।
চলিয়াছে বীরভদ্র বহু ঘটা করি॥
শ্রীজাহ্নবা অভিরামে বলিলা তখন।
বীরভদ্রে ফিরাইয়া আনহ এখন॥
মাতার অনুমতি নিয়া যাবে শান্তিপুরে।
এই কথা অভিরাম কহিও বীরেরে॥
আজ্ঞা পাঞা অভিরাম চলে দ্রুতগতি।
বেগে চলিয়াছে নৌকা দেখে মহামতি॥
ডাকিয়া ডাকিয়া নৌকা ফিরাইতে নারে।
হাঁকিয়া বংশী মারে নৌকার উপরে॥
বংশীর আঘাতে নৌকা ফাটি ডুবি যায়।
সাঁতারিয়া লোক সব তীরেতে উঠয়॥

সাঁতারিয়া তীরে উঠে বীরভদ্র কয়।
কেনে ভাঙ্গিলে নৌকা রাম মহাশয়॥
অভিরাম বোলে শুন ওহে প্রভু বীর।
মাতার অনুমতি নিয়া যাও শান্তিপুর॥
মাতারে প্রণাম করি অনুমতি নিয়া।
শান্তিপুরে অদ্বৈত স্থানে মন্ত্র লহ গিয়া॥
শুনিয়া বীরভদ্র প্রভু হইলা লজ্জিত।
মাতারে না কহি যাঁওয়া হয় অনুচিত॥
এত বলি বীরভদ্র মাতৃ স্থানে যায়।
শ্রীল জাহ্নবাদেবী আছেন পূজায়॥
সে সময়ে বস্ত্র শিরে নাহি ছিল।
যুবা পুত্র বীরভদ্র যখন আসিল॥
যোড় হস্তে স্তব করেন জাহ্নবা ঈশ্বরী।
আর দুই হস্তে বস্ত্র টানে শিরোপরি॥
চতুর্ভুজা দেখি বীর সাষ্টাঙ্গ হইয়া।
প্রণাম করিলা বহু ভূমী লোটাইয়া॥
বীর বোলে মাতা তুমি দীক্ষা দেহ মোরে।
দীক্ষা লইতে আর না যাব শান্তিপুরে॥
শুনিয়া জাহ্নবা তাঁহারে দীক্ষা দিলা।
ঐছে বীর প্রভুর দীক্ষা বর্ণন করিলা॥

শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্ত্তির বলি প্রকটন॥
বীরচন্দ্র গোসাঞি প্রভু ঈশ্বরাবতার।
জীবের উদ্ধার লাগি সুচেষ্টা তাঁহার॥
হরিনাম দিয়া উদ্ধার করে পতিত জন।
হিন্দু মুসলমান কিছু না করে গণন॥
তাঁহার প্রভাব দেখি লোকে চমৎকার।
এক দিন গেলা গৌড়ের পাৎসাহের দ্বার॥
সভে বোলে হুজুর এহো পণ্ডিত সুধীর।
জ্ঞানে বড় ফকিরালী বড়ই ফকির॥
পাৎসাহ তাঁরে অতি যতন করিয়া।
বসিতে আসন দিলা হর্ষযুক্ত হৈয়া॥
পাৎসাহ বোলে তুমি ফকির সুজন।
আমার গৃহেতে আজি করহ ভোজন॥
শুনিয়া বীরভদ্র প্রভু মৃদু মৃদু হাসে।
যবনের গৃহে খাইলে হিন্দুর জাতি নাশে॥
তবে যদি তোমা সবার খানা দেহ মোরে।
খাইব নিশ্চিত এই কহিল তোমারে॥
পাৎসাহ শুনিয়া হাসিল তখন।
বাবুর্চি খানা শীঘ্র কর আনয়ন॥
আদেশ পাঞা বাবুর্চি আনে উত্তম খানা।
পরিষ্কার কাপড়েতে করিয়া বন্ধনা॥
গোসাঞি বোলে শীঘ্র খানার খোলহ বন্ধন॥
খোলিল বাবুর্চি, পাৎসা দেখে পুষ্পগণ॥
জাতি যুথি মালতী বেল বকুল।
চন্দনে চর্চ্চিত গোলাপ আসে অলিকুল॥
এইরূপে তিনবার খানা আনাইল।
নানাবিধ ফুল তাহে দেখিতে পাইল॥
পাৎসহ বোলে গোসাঞি ফকির প্রধান।
ইচ্ছা মত ঠাকুর তুমি কিছু লহ দান॥
গোসাঞি বোলে বহু মূল্যের তেলুয়া পাথর।
তোমার দ্বারেতে শোভে করে ঝলমল॥
গোসাঞি বোলে ইহা নিতে আমার আগ্রহ।
ইহা দিয়া গড়াইব সুন্দর বিগ্রহ॥
পাৎসাহ পাথর খোলি বীরচন্দ্রে দিল।
পাথর লইয়া বীর খড়দহে গেল॥
সেই পাথরে গড়াইল শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি।
দেখিয়া সকল লোকের গেল সব আর্ত্তি॥

মহা মহোৎসব কৈল বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ।
সকল চৈতন্যগণ কৈল আগমন॥
অদ্বৈত পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাশয়।
মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাভিষেক কৈলা দয়াময়॥
এই সব প্রসঙ্গ আমি অতি বিস্তারিয়া।
বীরচন্দ্র চরিতে রাখিল লিখিয়া॥
শ্যামসুন্দর গড়ি অবশিষ্ট যে পাথর।
তাহা দিয়া গড়িল দুই মূর্ত্তি মনোহর॥
শ্রীনন্দদুলাল মূর্ত্তি রহে স্বামীবন।
বল্লভপুরে বল্লভজি অতিষ্ঠিত হন॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
বীরভদ্রের বিবাহ করিয়ে বর্ণন॥
ঝামটপুরবাসী শ্রীযদুনন্দন।
তাঁর দুই কন্যা অতি রূপবতী হন॥
জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী, কনিষ্ঠা নারায়ণী।
রূপে গুণে শীলে ধন্যা ভুবনমোহিনী॥
পিপ্পলী বংশোদ্ভব সেই বিপ্র ভাগ্যবান।
প্রভু বীরভদ্রে কন্যাদ্বয় কৈলা দান॥
বীরচন্দ্র চরিতে অতি বিস্তারিয়া।
বিবাহ বর্ণিল আমি আনন্দিত হঞা॥
এক কন্যা বীরচন্দ্রের পুত্র তিনজন।
তা সবার নাম আমি করিয়ে বর্ণন॥
জ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভ রামকৃষ্ণ মধ্যম।
কনিষ্ঠ রামচন্দ্র সর্ব্বাংশে উত্তম॥
দুহিতার নাম হয় ভুবনমোহিনী।
ফুলিয়ার মুখুটী পার্ব্বতীনাথ যার স্বামী॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এবে যাহা কহি তাহা করহ শ্রবণ॥
রত্নেশ্বর নামে এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ।
পরমা সুন্দরী তাঁর দুই কন্যা হন॥

এক কন্যা কুলীন হরি মুখুটীরে অর্পিল।
আর কন্যা বংশজ সর্ব্বানন্দ বাড়ুরীরে দিল॥
হরির পুত্র যোগেশ্বর পণ্ডিত অভিধান।
সর্ব্বানন্দের পুত্র বিদ্যাধর আখ্যান॥
বিদ্যাধরের নাম পরে দেবীবর হৈল।
দোষ অনুসারে যিঁহো কুলীন বিভাগ কৈল॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এসব বৃত্তান্ত কিছু করিয়ে বর্ণন॥
একদিন যোগেশ্বর ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
মধ্যাহ্ন সময়ে যায় দেবীর বাড়ীতে॥
দেবীবর স্থানান্তরে ছিল সে সময়।
যোগেশ্বর মাসীরে গিয়া প্রণাম করয়॥
মাসী বোলে বাপা তুমি শীঘ্র কর স্নান।
রন্ধন প্রস্তুত আছে দেখ বিদ্যমান॥
যোগেশ্বর বোলে মাসী কহিতে না যুয়ায়।
তোর ভাত খাইলে মোর কুল মর্য্যাদা যায়॥
মোরা কুলীন তোমরা হও কুলে হীন।
তোমা সবার ভাত খাইলে কুল হবে ক্ষীণ॥
এত বলি যোগেশ্বর বিদায় হইল।
দেবীবরের মাতা তবে কান্দিতে লাগিল॥
যোগেশ্বর তথি হৈতে হৈলা অন্তর্হিত।
দেবীবর আসি তবে হৈলা উপনীত॥
মাতারে প্রণাম করি দেবীবর কয়।
কেনে কাঁদ মাতা মোরে কহ সমুদয়॥
মাতা বোলে পুত্র কহিতে না জুয়ায়।
মাসীর ভাত খাইলে বোন্‌পোর জাতি যায়॥
যোগেশ্বর ভগ্নীপুত্র এথা এয়েছিল।
আহার না কৈল মোরে কটূক্তি করিল॥
যোগেশ্বর বোলে মাসী তোমরা কুলে হীন।
তোমার ভাত খাইলে মোর কুল হবে ক্ষীণ॥

এত বলি যোগেশ্বর আহার না করি।
চলিয়া গেল সে আপনার বাড়ী॥
[শুনি দেবীবর তবে মাতারে বলিল।
মোরা অকুলীন তাই যোগেশ্বর না খাইল॥]
[ক্রোধে দুঃখে দেবীর মাতা পুত্রেরে ভর্ৎসিল।
তোর মত কুপুত্রে মোর প্রয়োজন কি ছিল॥
মোর পায় পড়ি যদি যোগা ভাত খায়।
এ কার্য্য সাধিলে পুত্র বলিহে তোমায়॥
ওহে বিদ্যাধর আমি পাইল অপমান।
নিশ্চয় কহিল আমি না রাখিব প্রাণ॥
দেবীবর বোলে মাতা কিছু না ভাবিবে।
তোমার কৃপায় মাগো সব সিদ্ধ হবে॥
এত বলি দেবীবর তপস্যাতে গেল।
দেবীর নিকটে অভীষ্ট বর পাইল॥
দেবী বোলে শুন শুন ওহে বিদ্যাধর।
তোমার অভীষ্ট আমি এই দিল বর॥
দ্বাদশ দণ্ড মধ্যে তুমি যারে যা বলিবে।
তাহাই হইবে সিদ্ধি নিশ্চয় জানিবে॥
দেবীর বরে বিদ্যাধরের দেবীবর নাম।
দোষ অনুসারে কৈল কুলের সম্মান॥
বর পাঞা দেবী করে কুলানুসন্ধান।
কুকার্য্যে লীন দেখে কুলীনের গণ॥
বড় কুলীনে দেখে দোষ বড় বড়।
দোষ অনুসারে কুল করিব মুঞি দড়॥
অনেক কুলীন দেখে দোষে পূর্ণ হঞা।
সমাজের মধ্যে আছে অচল হইয়া॥
বড় বড় দোষ সব করিয়া সন্ধান।
দোষ অনুসারে কুল করিলা স্থাপন॥
যে সব দোষে কৈল কৌলীন্য স্থাপন।
কিছু কিছু তাহা আমি করি প্রদর্শন॥

শ্রীনাথাই চাটুতির দুই কন্যা ছিল।
ধন্ধঘাটে তাহারা জল আনিতে গেল॥
হাসাই খানদার নামে এক মুসলমান।
কন্যাদ্বয়ের করিলেক সতীত্ব হরণ॥ (১)
এক কন্যা বিয়ে করে পরমানন্দ পুতিতুণ্ড।
অন্য কন্যা বিয়ে করে গঙ্গাবর বন্দ্য॥
ইহাকে ধাঁধা দোষ দেবীবর কন।
নাধাঁ দোষের এবে কহি বিবরণ॥
নাধাঁর বাড়ুরীগণ বংশজ আছিল।
মনোহর মুখুটী তথি বিয়ে কৈল॥
তে কারণে তেঁহো বংশজ হইল।
তার বংশজত্ব নাশ দেবীবর কৈল॥
বংশজ কুলের অরি অপাংক্তেয় হয়।
তার স্পর্শে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি ক্ষয়॥
আদি বংশজ যারা ছিল তারা বেদহীন।
অব্রাহ্মণে গণ্য বলি কুল করে ক্ষীণ॥
তার সংসর্গ যে সব ব্রাহ্মণ করিল।
তাহারা বংশজে গণিত হইল॥
ওহে শ্রোতাগণ শুন হৈয়া সাবধান।
বংশজত্ব নাশের এবে কহিয়ে কারণ॥

---

(১) অনাগ শ্রীনাথসুতা ধন্ধঘাটে স্থলেগতা।
হাসাই খানদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা॥
ধন্ধস্থান গতাকন্যা শ্রীনাথ চট্টজাত্মজা।
যবনেন তু সংস্পৃষ্টা সোঢ়াকংস সুতেন বৈ॥
নাথাই চট্টের কন্যা হাসাই খানদারে।
সেই কন্যা বিভা করে বন্দ্য গঙ্গাবরে।
গঙ্গার বন্দ্য সর্ব্ব কুলীনের সার।
যাহা হৈতে মেল কুল হইল উদ্ধার॥
(মেলমালা কুলকল্পলতিকা প্রভৃতি কুলশাস্ত্র)

মনোহরের কৌলীন্য রাখিবার তরে।
নাধাঁর বাড়ুরীরে দেবী মাষ-চটক করে॥
"মাষ-চটক" শ্রোত্রিয় তাহারা হইল।
ইহারে নাধাঁ দোষ দেবীবর বলিল॥
গঙ্গানন্দ মুখুটীর ভাইপো শিবাচার্য্য।
মুলুকজুড়ি সাত শতী কন্যা বিয়ে করি ত্যাজ্য॥
ইহারে দেবীবর মুলুকজুড়ি কয়।
বীরভদ্রী দোষ শুন শ্রোতা মহাশয়॥
সন্ন্যাসীর সন্তানে বান্তাশী বলি কয়।
নিতাইর সন্তানেও এই দোষ আরোপয়॥
হাড়াই পণ্ডিত বংশজ সর্ব্ব লোকে জানে।
বন্দ্যঘটী গাঁই তাঁর জানে সর্ব্ব জনে॥
এই দোষদ্বয় "বীরভদ্রী" নামে খ্যাত।
ঘটকেরা বীরভদ্রী দোষ বোলে অবিরত॥
নিত্যানন্দের কন্যা বিয়ে মাধবচট্ট করে।
বীরভদ্রের কন্যা পার্ব্বতী মুখটীরে বরে॥
তা সবার কুল রক্ষা করিবার তরে।
বীরভদ্রে বটব্যাল বোলে দেবীবরে॥
বীরভদ্র প্রভুর পুত্র শ্রীল রামচন্দ্র।
দেবীবরের সভায় বৈসে যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র॥
তাহে হেরি বীরভদ্রে বটব্যাল কয়।
তে কারণে রামচন্দ্র বটব্যাল হয়॥
গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ প্রভু।
দেবীবরের সভায় তাঁর না আসিল কভু॥
তাঁহারা বংশজ রৈল বন্দ্যঘটী গাঁঞি।
বটব্যাল বাড়ুরী এই দুই পাই॥
নাধাঁ ধাঁধা মুলুকজুড়ি বীরভদ্রী আদি দোষে। (১)
ফুলিয়া মেলের সৃষ্টি দেবী করিলেন হেসে॥
গড়গড়ি পিপ্পলাই আর ডিংসাই।
তা সভার বংশজত্ব কুলীনের জানাই॥
অসৎ প্রতিগ্রহে আর অযাজ্য যাজনে।
অপাংক্তেয় হয় তারা সর্ব্ব লোকে জানে॥
কুলীনে কন্যা দিয়া হয় কষ্টশ্রোত্রিয়।
সৎকুলীনের নিকটে তভু অপাংক্তেয়॥
যোগেশ্বরের পিতা হরি গড়গড়ি কন্যা লয়।
যোগেশ্বর পিপ্পলাই কন্যা বিবাহ করয়॥

---

(১) কেহ কেহ বলেন বীরভদ্র প্রভুর পুত্র ছিল না, গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র তাঁহার শিষ্যপুত্র। কারণ গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণ বন্দ্যঘটী গাঞি এবং রামচন্দ্র বটব্যাল গাঞি। পুত্র হইলে দুই প্রকার গাঞি হইত না।

যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদের ধারণা ভুল। যদি তাঁহার পুত্র না হইত, তবে কুলীন মধ্যে বীরভদ্রী দোষ ঘটিত। বন্দ্যঘটী, বটব্যাল ও সন্ন্যাসীর সন্তান; ইহা লইয়াই বীরভদ্রী দোষ। বীরভদ্রী দোষটী পাঠ করিলেই, তাহাদের এই ভ্রম দূরীভূত হইবে। তাঁহারা নিত্যানন্দের বংশাবলীও একবার দেখিবেন। আর যদি এই তিন জন নিত্যানন্দ-বংশ না হইবেন, তবে বৈষ্ণব সমাজে এই তিনের বংশধরেরা নিত্যানন্দ-বংশ বলিয়া আবহকাল এত সম্মান পাইবেন কেন? সংসারের সকল লোক ত আর ভ্রমে পতিত নহে যে, যে নিত্যানন্দ-বংশ নহে তাঁহাকে নিত্যানন্দ-বংশ বলিয়া স্বীকার করিবে?

ডিংসাই কন্যা বিয়ে করে মধুচট্ট।
ডিণ্ডিদোষ পাঞা মধু হইলেক তুষ্ট॥
ডিংসাই কুলীনে কন্যা আর নাহি দিল।
সর্ব্ব প্রথম মধুচট্ট বিবাহ করিল॥
তে কারণে মধুচট্ট সমাজে অচল।
তাঁরে কন্যাদান করে পণ্ডিত যোগেশ্বর॥
ইত্যাদি বহু দোষে দেবী খড়দহ মেল কয়।
যোগেশ্বর পণ্ডিত যার মূল প্রকৃতি হয়॥
মাতৃ-বাক্য স্মঙরিয়া ঘটক দেবীবরে।
সভামধ্যে এই শ্লোক বোলে উচ্চস্বরে॥
"শশে যদি বিষাণং স্যাদাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদিচ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরেঽকুলং॥"
কুলং অকুলং অর্থ চিন্তি দেবীবরে।
মাতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৌশলেতে করে॥
শ্লোক শুনি যোগেশ্বরের মাথে বজ্র পড়ে।
ঝাট গিয়া পড়ে মাসীর চরণ উপরে॥
মাসী মোরে পান্তা ভাত করাহ ভক্ষণ।
দেবীরে কহিয়া কর কুলের রক্ষণ॥
যোগবাক্য শুনি মাসী সন্তুষ্ট হইল।
যোগেশ্বরে কুল দিতে ডাকিয়া বলিল॥
মাতৃ-বাক্য শুনি দেবী হাসিয়া বলিল।
"যোগেশ্বরেঽকুলং" এই অর্থ হৈল॥
মাতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল দেবীবর।
মাসীর কৃপায় কুল পাইলা যোগেশ্বর॥
দেবীবরের তান্ত্রিক গুরু চট্ট-শোভাকর।
সভাস্থলে বৈসে উচ্চ আসন উপর॥
দেবীবরের গুরু আমি সকলের জ্যেষ্ঠ।
মোয়ে দেখিলে দেবী করিবেক শ্রেষ্ঠ॥

অনাচার দেখি দেবী হইলেক রুষ্ট।
ব্রাহ্মণ সজ্জন কেহ না হৈল সন্তুষ্ট॥
দোষ অনুসারে দেবী কুলীন সবারে।
সম থাক দেখি ছত্রিশ মেলে বিভাগ করে॥
দ্বাদশ দণ্ড মধ্যে কার্য্য করি সমাপন।
গুরু শোভাকরের দিগে পড়িল নয়ন॥
শোভাকরে দেবীবর নিষ্কুল করিল।
শোভাকর শাপে দেবী নির্ব্বংশ হইল॥
শোভাকর দেবীবর গুরু শিষ্য হন।
দুজনার বাক্য এবে শুন শ্রোতাগণ॥
ডাক দিয়া বোলে দেবীবর নিষ্কুল শোভাকর।
ডাক দিয়া বোলে শোভাকর নির্ব্বংশ দেবীবর॥
নিষ্কুল শোভাকর, নির্ব্বংশ দেবীবর।
এই বাক্য রটিল সভার ভিতর॥
এই বাক্য সভামধ্যে যখন হইল।
সভা ভঙ্গ করি সভে স্বস্থানেতে গেল॥
শোভাকর প্রতি দেবীর বিদ্বেষ জন্মিল।
বীরভদ্র চরণে আসি শরণ লইল॥
বৈষ্ণব ধর্ম্ম দেখি শাস্ত্র করিয়া শ্রবণ॥
বীরভদ্র হৈতে দেবী কৃষ্ণ-দীক্ষা লন॥
বৈষ্ণব হইয়া দেবী বোলে বারবার।
বৈষ্ণব ধর্ম্ম হৈতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাহি আর॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বংশাবলী করহ শ্রবণ॥
নারায়ণ ভট্ট শাণ্ডিল্য গোত্র চতুর্ব্বেদী হন।
তাঁর পুত্র আদিবরাহ জানে সর্ব্বজন॥
তাঁর পুত্র বৈনতেয়, সুবুদ্ধি তাঁর তনয়।
সুবুদ্ধির বিবুধেশ, তাঁর পুত্র গুহ হয়॥

গুহের পুত্র গঙ্গাধর, তাঁর তনয় সুহাস।
তাঁর পুত্র শকুনি যাঁর সর্ব্ব শাস্ত্রাভ্যাস॥
তাঁর পুত্র মহেশ্বর হইল কুলীন।
তাঁর পুত্র মহাদেব শাস্ত্রেতে প্রবীন॥
মহাদেবের পুত্র তিকু, তাঁর পুত্র নেঙ্গুল।
নেঙ্গুরের বহু পুত্র পণ্ডিতপ্রবর॥
গাঙ্গ, সোম, সিধু, লথাই, মিহির।
মিহির কন্যা বিয়ে করিলা বংশজের॥
কুল গেল হৈলা সমাজে অচল।
মিহিরের পুত্র ভাস্কর পণ্ডিতপ্রবল॥
বংশজ বলিয়া তাঁরে সকলে বোলয়।
তাঁর সঙ্গে ভোজনাদি কেহ না করয়॥
ভাস্করের পুত্রের নাম হয় পুষ্কর।
তাঁর পুত্র সৃষ্টিধর, তাঁর পুত্র মালাধর॥
মালাধরের পুত্রের নাম বৃষকেতু হয়।
তাঁর পুত্র চন্দ্রকেতু জানিহ নিশ্চয়॥
চন্দ্রকেতুর পুত্রের নাম সুন্দরামল্ল নকড়ি বাড়ুরী।
তাঁর পুত্র হাড়া ওঝা মুকুন্দ নাম যাঁরি॥
তাঁর পুত্র নিত্যানন্দ যিহোঁ বলরাম।
তাঁর পুত্র বীরভদ্র সর্ব্বগুণ ধাম॥
এইত কহিল নিত্যানন্দ, বংশাবলী।
এবে কহি শুন শ্রীঅদ্বৈত বংশাবলী॥
ভরদ্বাজ গোত্র গৌতম ত্রিবেদী হন।
তাঁর পুত্র বিভাকর শাস্ত্রেতে প্রবীন॥
বিভাকরের পুত্র প্রভাকর নাম।
তাঁর পুত্র বিষ্ণুমিশ্র সর্ব্ব গুণধাম॥
তাঁর পুত্র কাকুস্থ পণ্ডিত-প্রধান।
তাঁর পুত্র গোপীনাথ সর্ব্ব শাস্ত্রে জ্ঞান॥

গোপীনাথের পুত্র গুণাকর বাচস্পতি হন।
তাঁর পুত্র আকাশবাসী, আকাই অন্য নাম॥
তাঁর পুত্র নারায়ণ পঞ্চতপা হন।
তাঁর পুত্র হয় অগ্নিহোত্রী বর্দ্ধমান॥
তাঁর পুত্র পৃথ্বীধর কুলপতি হয়।
তাঁর পুত্র শরভ আচার্য্য, আর নাম মাড়্ড়া কয়॥
শরভ আচার্য্যের পুত্র মত্ত ওঝা হয়।
আর নাম মাতঙ্গ ওঝা জানিহ নিশ্চয়॥
মাতঙ্গের পুত্র জিঙ্কনি, আর জৈমিনী অন্য নাম।
তাঁর পুত্র ভাস্কর বৈদান্তিক বড়ই বিদ্বান॥
তাঁহা হইতে বারেন্দ্র গণি, তিহোঁ পণ্ডিত প্রবীন।
বল্লাল সভায় তাঁর পুত্র পৌত্র শ্রোত্রিয় কুলীন॥
ভাস্কর পুত্র সায়ন আচার্য্য মহাশয়।
তাঁর পুত্র আড়ো ওঝা, আরুণি যাঁরে কয়॥
আড়োর পুত্র যদুনাথ পণ্ডিত মহাশয়।
তাঁর পুত্র শ্রীপতি সুপণ্ডিত হয়॥
তাঁর পুত্র কুলপতি, তাঁর পুত্র ঈশান।
তাঁর পুত্র বিভাকর, তাঁর পুত্র প্রভাকর নাম॥
প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ নাড়িয়াল।
গণেশ রাজার মন্ত্রী লোকে ঘোষে সর্ব্ব কাল॥
শান্তিপুরেতে তাঁর আছিল বসতি।
তাঁর কন্যার বিবাহে হৈল কাপের উৎপত্তি॥
শ্রীহট্টে লাউরে গিয়া করিলা বসতি।
মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে করে অবস্থিতি॥

নরসিংহ নাড়িয়ালে নাড়ুলীও কয়।
নাড়িয়াল, নাউড়িয়াল, নাড়ুলী একই অর্থ হয়॥
নরসিংহের পুত্র কন্দর্প, সারঙ্গ, বিদ্যাধর।
মহাদেব, নারায়ণ, পুরন্দর, গঙ্গাধর॥
সাত পুত্র মধ্যে বিদ্যাধর গুণবান।
বিদ্যাধরের পুত্র ছকড়ি পণ্ডিত মতিমান্॥
তাঁর পুত্র কুবের, আর নীলাম্বর আচার্য্য।
কুবের পুত্র কমলাক্ষ অদ্বৈত আচার্য্য॥
কমলাক্ষ অদ্বৈত প্রভুর ছয় পুত্র হন।
অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদাস, গোপাল, বলরাম॥
স্বরূপ, জগদীশ, এই ছয় জন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বড় গুণবান্॥
অদ্বৈতের বংশাবলী করিল বর্ণন।
গদাধর পণ্ডিতের বংশাবলী শুন শ্রোতাগণ॥
কাশ্যপ গোত্র সেসেন মুনি চতুর্ব্বেদী হন।
তাঁর পুত্র ব্রহ্মণ্য ওঝা, ব্রহ্ম ওঝা যাঁরে কন॥
তাঁর পুত্র দক্ষ, তাঁর পুত্র শান্তনু হয়।
তাঁর পুত্র পীতাম্বর জানিহ নিশ্চয়॥
তাঁর পুত্র হিরণ্যগর্ভ, তাঁর পুত্র ভূগর্ভ।
তাঁহার পুত্রের নাম হয় বেদগর্ভ॥
তাঁর পুত্র জিগনি, আর মহামুনি হয়।
জিগনি মহামুনি কেহ এক নাম কয়॥
কেহ কহে জগন্মহা মুনি নাম হয়।
মাহামুনির পুত্র স্বর্ণরেখ, ভবদেব দ্বয়॥
স্বর্ণরেখ বারেন্দ্র, ভবদেব রাঢ়ীতে যায়।
স্বর্ণরেখ পুত্র সিন্ধু সদ্যোক ওঝা কয়॥
সিন্ধুর পুত্র গরুড়, তাঁর পুত্রদ্বয়।
ক্রতু ভাদুড়ী, আর মতু মৈত্র হয়॥

ক্রতু কৈতাই, মতু মৈতাই, বোলে সর্ব্বজন।
বল্লাল সভায় কৌলীন্য লভে দুই মহোত্তম॥
ক্রতু ভাদুড়ী বল্লাল সভার কুলীন প্রধান।
তার পুত্র সঙ্কর্ষণ মুনি, আর বাসুদেব ওঝা হন॥
সঙ্কর্ষণ পুত্র ভল্লুক আচার্য্য, ডাস ওঝা।
ভল্লুক পুত্র যোগেশ, দিবাকর মহাতেজা॥
দিবাকরের স্থানভ্রষ্টে কৌলীন্য মর্য্যাদা যায়।
করঞ্জ গ্রামে গিয়া শ্রোত্রিয়ত্ব পায়॥
যোগেশ পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ, আর কুবলয়।
পুণ্ডরীকের পুত্র বিশ্বম্ভর আচার্য্য হয়॥
বিশ্বম্ভরের পুত্র আচার্য্য লক্ষ্মীপতি।
তাঁর পুত্র যাজ্ঞিক আচার্য্য বৃহস্পতি॥
তাঁর পুত্র পণ্ডিত প্রধান উদয়ন আচার্য্য।
যাঁর কৃত "ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি" আদি গ্রন্থ বর্য্য॥
উদয়ন বারেন্দ্র কুলের কৈল সংস্কার।
পরিবর্ত্ত পদ্ধতি করণ করিল প্রচার॥
বাণীয়াটী গ্রামে উদয়ন করিল বসতি।
তাঁহার বহুতর হইল সন্ততি॥
এক পত্নীর গর্ভে ভূপতি, ভবানীপতি, চণ্ডীপতি।
গৌরীপতি, রুদ্রাণীপতি, আর শচীপতি॥
পিতৃ-বাক্য লঙ্ঘনে এই ছয়ের কুল নষ্ট হৈল।
"কাপ" বলি উদয়ন সমাজে বর্জ্জিল॥
প্রথম কাপের সৃষ্টি ইহাতেই হয়।
উদয়নের অন্য পত্নীতে পশুপতি জন্ম লয়॥
পশুপতি হইলেন পিতৃবৎ কুলীন।
তাঁহার বহুতর হইল নন্দন॥

জগাই, ঘগাই, থাঁথের, বাঁথের, ভাদাই।
তরুনাই, বাসুদেব ওঝা, আর হয় উঘাই ॥
উঘাইরে উগ্রমণি কেহ কেহ কয়।
ঘঘাইর হইল বহুতর তনয় ॥
কামাই, কুমাই, তিকাই, আর হয় চামাই।
সুরেশ, বর্দ্ধমান, এই ছয় ভাই ॥
কামাইর পুত্র বলাই, পিতাই, পুষ্পকেতন।
অংশুমান, কুসুমশেখর, মীনকেতন ॥
বলাইর পুত্র অঙ্গ, ভঙ্গ, বিলাস ধীমান।
বিলাস আচার্য্য হয় বড়ই বিদ্বান ॥
চট্টগ্রামের চিত্রসেন নামে এক রাজা।
বিলাস আচার্য্যকে নিয়া করিলেন পূজা ॥
বিলাস আচার্য্য রাজার সভাপণ্ডিত হইল।
চট্টগ্রাম বেলেটী গ্রামে বসতি করিল ॥
চট্টগ্রামে তাঁর এক হইল নন্দন।
শ্রীমাধব নাম তাঁর করিল রক্ষণ ॥
পরম পণ্ডিত হৈল মাধব আচার্য্য।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তাঁর সখা বর্য্য ॥
চক্রশালার জমীদার পুণ্ডরীক হয়।
মাধব মিশ্র সঙ্গে বড়ই প্রণয় ॥
মাধবের পত্নীর নাম রত্নাবতী হয়।
পুণ্ডরীকের পত্নীকেও রত্নাবতী কয় ॥
দোহার পত্নীতে গঙ্গায় সইয়ালা করিল।
দোহাঁকার সখী ভাব সকলে জানিল ॥
মাধবের এক পুত্র চট্টগ্রামে হয়।
জগন্নাথ আর বাণীনাথ তাঁর নাম রাখয় ॥
চট্টগ্রাম ছাড়িয়া মাধব নদিয়ায় বাস কৈল।
মাধবেন্দ্রপুরী হৈতে গোপাল মন্ত্র নিল ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নদিয়ায় এক বাড়ী।
নদিয়ার চট্টগ্রামে আসা যাওয়া করি ॥

নবদ্বীপে পুণ্ডরীক মাধবেন্দ্র হৈতে।
লভিল গোপাল মন্ত্র হরষিত চিতে ॥
পুণ্ডরীক মাধব মিশ্র দুই জনে।
মহাপ্রভুর শাখামধ্যে করয়ে বর্ণনে ॥
মাধবের আর এক পুত্র নদিয়া মাঝারে।
বৈশাখের কুহু দিনে জন্মলাভ করে ॥
রাখিলা তাঁহার নাম শ্রীল গদাধর।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের পার্ষদপ্রবর ॥
গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র পণ্ডিত গদাধর।
তাঁর ভাই জগন্নাথ আচার্য্য বিজ্ঞবর ॥
নদিয়ায় জগন্নাথ করিল বসতি।
তাঁর পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহামতি ॥
ভ্রাতুষ্পুত্র বলি তাঁরে পুত্রস্নেহ করে।
গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দিলা নদিয়া নগরে ॥
নিজসেবিত গোপীনাথ তাঁহারে অর্পিল।
শ্রীনয়ন মিশ্র গোসাঞি আনন্দিত হৈল ॥
পণ্ডিত গোসাঞির তিরোভাব হইবার পরে।
নয়ন মিশ্র গেলা রাঢ়দেশ ভরতপুরে ॥
পণ্ডিত গোসাঞির বংশাবলী করিল বর্ণন।
এবে কহি রাঢ়ী বারেন্দ্রের আদি বিবরণ ॥
আদিশূর যজ্ঞে আইল পাঁচ জন দ্বিজ।
তাঁহার সন্ততি রাঢ়ী বারেন্দ্র সমাজ ॥

কুলরত্নে।

আদিশূরো মহারাজঃ ক্ষত্রকুলাবতংশকঃ।
কান্যকুব্জাৎ পঞ্চ বিপ্রানানিনায় স্বরাজ্যকং ॥
মেধাতিথিঃ ক্ষিতীশশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ বৈ বিপ্রাঃ পুত্রেষ্ট্যর্থং সমাগতাঃ ॥

ততশ্চ বল্লাল নৃপস্য কালে।
ক্রমেণ বৃদ্ধিং সমুপাগতানি।
তেষামপত্যান্যভবং শ্চিরেণ॥
সহস্রসংখ্যানি শতোত্তরানি।
তেষান্তু সার্দ্ধং ত্রিশতং বরেন্দ্রে॥
হ্যর্দ্ধান্বিতং সপ্তশতঞ্চ রাঢ়ে।
উবাস দেশানুগতা মবাপ॥
বারেন্দ্র রাঢ়ীত্য ভিধাঞ্চলোকে॥ ইতি।

চন্দ্রবংশ্য অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুল হয়।
তাহে আদিশূর রাজা জনম লভয়॥
বিদ্যা বুদ্ধি পরাক্রম তাহাদের বড়।
মাতৃদোষে হইলেক ক্ষত্র কুলাঙ্গার॥

তথাহি উশনসঃ সংহিতায়াং।

নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ সংজাতোয়োভিষক্ স্মৃতঃ।
অম্বাগত্র্যাপজাতত্বাদম্বষ্ঠ সপ্রকীর্ত্তিতঃ॥
অভিষিক্তনৃপস্যাজ্ঞাং পরিপাল্যেত্তু বৈদ্যকং।
আয়ুর্ব্বেদমথাষ্টাঙ্গং তন্ত্রোক্তং ধর্ম্মমাচরেৎ॥
জ্যোতিষং গণিতং বাপি, কায়িকীং বৃত্তিমাচরেৎ।
কৃষিজীবোভবেত্তস্য, তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ॥
ধ্বজিনীজীবিকাবাপি অম্বষ্ঠাঃ শস্ত্র জীবিনঃ॥ ইতি।

সেই আদিশূর রাজা গৌড়ের ঈশ্বর।
অন্যান্য রাজ্য তাঁর আছিল বিস্তর॥
জাহ্নবীর পূর্ব্ব-তীর বরেন্দ্র তার নাম।
পশ্চিম-পার জাহ্নবীর রাঢ় অভিধান॥
পদ্মার উত্তর তীর বরেন্দ্রেতে গণ্য।
দক্ষিণ পার পদ্মার হয় রাঢ়ের অগ্রগণ্য॥
গঙ্গার পূর্ব্ব পশ্চিম পার গৌড়রাজ্য খ্যাতি।
বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাতে করয়ে বসতি॥
আদিশূরের রাজ্যে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
তাঁর মধ্যে পঞ্চ কৌশিক কুলীন যে হন॥
স্বর্ণ কৌশিক, রজত কৌশিক, কৌণ্ডিন্য কৌশিক আর।
ঘৃত কৌশিক, কৌশিক এই পঞ্চসার॥
স্বর্ণ কৌশিক নাম ধর্ম্ম নারায়ণ।
রজত কৌশিক বিপ্র শিবশঙ্কর নাম॥
কৌণ্ডিন্য কৌশিক নাম জনার্দ্দন হয়।
ঘৃত কৌশিক বিপ্রে ভুবনেশ্বর কয়॥
কৌশিক কালিদাস পরম বিদ্বান।
এই পঞ্চ বিপ্র হয় পণ্ডিত প্রধান॥
এই পঞ্চ বিপ্র রাজার সভা-পণ্ডিত হয়।
বহু মান্য তা সবারে সর্ব্বদা করয়॥
আদিশূর মহারাজার না হৈল সন্ততি।
তাঁর মহিষী চন্দ্রমুখী আক্ষেপ করে অতি॥
রাণীর আক্ষেপ-বাণী রাজা ত শুনিল।
পুত্রেষ্টি যাগের উদ্যোগ করিল॥
পঞ্চ সভা পণ্ডিত দ্বারা যজ্ঞ করাইল।
তাহাতে কিছু মাত্র ফল না জন্মিল॥
দেশী ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞ না ছিল।
তাঁ সভার প্রতি রাজার বিরক্তি জন্মিল॥
রাজার প্রতি রাণী কহে এক দিন।
কান্যকুব্জে লোক পাঠাও আনিতে ব্রাহ্মণ॥
সাগ্নিক বেদজ্ঞ বহু আছে সেই খানে।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনি যজ্ঞ করাও যতনে॥
রাণীর উপদেশে আদিশূর মহারাজ।
কান্যকুব্জে লোক পাঠায় না করিয়া ব্যাজ॥

কান্যকুব্জের অধিপতি নাম চন্দ্রকেতু।
লোক গিয়া পত্র দিয়া জানাইল হেতু॥
চন্দ্রকেতুর অন্য নাম বীরসিংহ হয়।
দানশীল মহাবীর এই মহাশয়॥
পত্র পাঞা চন্দ্রকেতু কনোজের ঈশ্বর।
সাগ্নিক বেদজ্ঞ পঞ্চ দিলেন সত্বর॥
কান্যকুব্জ-বাসী মহর্ষি পঞ্চজন।
রাজার আদেশে গৌড়ে করিলা গমন॥
কোন গ্রাম হৈতে কি নাম কোন গোত্র ব্রাহ্মণ।
কোন বেদী তাঁহারা শুন শ্রোতাগণ॥
শাণ্ডিল্য গোত্র ক্ষিতীশ চতুর্ব্বেদী হয়।
জম্বুটট্ট গ্রামী কেহ ডিল্লীচট্টর গ্রামী কয়॥
কাশ্যপ গোত্র বীতরাগ চতুর্ব্বেদী হয়।
কৌলাঞ্চ গ্রামবাসী তিহোঁ সকলে জানয়॥
বাৎস্য গোত্র সুধানিধি ত্রিবেদীতে গণ্য।
তাড়িত গ্রামবাসী তিহোঁ পণ্ডিতাগ্রগণ্য॥
ভরদ্বাজ গোত্র মেধাতিথি ত্রিবেদী হন।
ওড়ম্বর গ্রামবাসী জানে সর্ব্ব জন॥
সাবর্ণ গোত্র ত্রিবেদী সৌভরি মহর্ষি।
পণ্ডিত প্রধান তিহোঁ মদ্রগ্রামবাসী॥
পঞ্চ ঋষির সঙ্গে দিলা ভৃত্য পঞ্চজন।
পঞ্চ ঋষির রক্ষা সেবা করিবার কারণ॥
ক্ষিতীশের ভৃত্য মকরন্দ ঘোষ নাম।
বীতরাগের ভৃত্য দশরথ বসু আখ্যান॥
সুধানিধির ভৃত্য পুরুষোত্তম দত্ত হয়।
মেধাতিথির ভৃত্যের নাম বিরাট গুহ কয়॥
সৌভরির ভৃত্যের নাম কালিদাস মিত্র।
যোদ্ধৃবেশধারী এই পঞ্চ ভৃত্য হন ক্ষত্র॥

ক্ষত্রিয় কায়স্থ এই ভৃত্য পঞ্চজন।
পঞ্চ ঋষির সঙ্গে গৌড়ে করিল গমন॥
পঞ্চ মহর্ষি যোদ্ধৃবেশ করিয়া ধারণ।
আদিশূর রাজার বাড়ী উপস্থিত হন॥
রাজা শুনিল আইলা বিপ্র পঞ্চ জন।
যোদ্ধৃবেশ দেখি গৃহে করিলা গমন॥
রাজা ভাবে যদি তাঁরা ব্রাহ্মণ হইবে।
তবে কেন ক্ষত্রিয়-বেশ গ্রহণ করিবে॥
যদি ছলিবারে কাচি আইল ক্ষত্রবীর।
পরীক্ষা দেখিলে মন হইবে সুস্থির॥
চন্দ্রবংশে ক্ষত্রিয়কুলে লভিল জনম।
পরীক্ষা করি করিব চরণ গ্রহণ॥
যোদ্ধৃ-বেশে ঋষিগণ রাজবাড়ী আইল।
রাজন্যগণ আসি চরণ পূজিল॥
রাজায় জানাইল ঋষি সভার আগমন।
রাজা মনে ভাবে দেরিতে করিব গমন॥
কেমন ব্রাহ্মণ আমি করিব পরীক্ষা।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া পরে করিব গিয়া দেখা॥
রাজার বিলম্ব দেখি ধ্যানেতে বসিলা।
রাজার মনোভাব সব বুঝিতে পারিলা॥
রাজার মনোভাব ঋষিরা জানিয়া তখন।
শুষ্ককাষ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিল স্থাপন॥
স্থাপন করা মাত্র কাষ্ঠ জীবিত হইল।
শুনি মহারাজ অতি ত্রস্থ ব্যস্তে আইল॥
আসি ঋষিগণের কৈল চরণ বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ আচমনী দ্বারা করিল পূজন॥
বেদ বাণ নবমাদ ৯৫৪ শকাব্দের যখন।
পঞ্চ মহর্ষি কৈলা গৌড়ে আগমন॥
(পঞ্চ ঋষি রাজা আর রাণীরে আনিল।
যজ্ঞের আগে চান্দ্রায়ণ ব্রত করাইল॥

রাজা রাজমহিষী করি ব্রত চান্দ্রায়ণ।
নিষ্পাপ হইয়া কৈল যজ্ঞ আরম্ভন॥
পঞ্চ মহর্ষি দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কৈল।
এক পুত্র এক কন্যা রাজার জন্মিল॥
যজ্ঞফল উৎপাদিয়া মহর্ষি পঞ্চ জন।
নিজদেশে কান্যকুব্জে করিলা গমন॥
অনার্য্য দেশে নীচ ক্ষত্র যাজন করিল।
তে কারণে জ্ঞাতিগণ তা সভারে বর্জ্জিল॥
জ্ঞাতি কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া পঞ্চ জন।
স্ত্রী পুত্র পৌত্র ভৃত্য সহ কৈলা গৌড়ে আগমন॥
নারায়ণ, সুসেন, আর ধরাধর।
পিতৃগণ সঙ্গে আইলা গৌতম, পরাশর॥
স্ত্রী পুত্রাদির সহিত পঞ্চ ঋষির আগমন।
দেখি আদিশূর রাজার হরষিত মন॥
মহারাজ পঞ্চ জনে পূজন করিল।
পঞ্চ বিপ্রে পঞ্চ গ্রাম গঙ্গাতীরে দিল॥
গৌড়দেশ মধ্যে মহর্ষি পঞ্চ জন।
পঞ্চ গ্রাম পাঞা অতি আনন্দিত মন॥
ক্ষিতীশ পাইলেন পঞ্চকোটী গ্রাম।
কাম কোটী বীতরাগে করিলেন দান॥
সুধানিধি হরিকোটী করিলা গ্রহণ।
মেধাতিথি বিপ্রেরে দিলেন কঙ্কগ্রাম॥
বটগ্রাম সৌভরি করিলা গ্রহণ।
গঙ্গাতীরে পাঁচ গ্রাম পাশাপাশী হন॥
কিছু দিন পরে দামোদর, দক্ষ, ছান্দড়।
শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ, আইলা পণ্ডিত প্রবর॥
আর কিছুদিন পরে অবশিষ্ট পুত্রগণ।
পিতৃগণের নিকটেতে কৈল আগমন॥

পঞ্চ ঋষি সমুদায় পুত্রগণ পাঞা।
করিতে লাগিলা বাস আনন্দিত হঞা॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা সাবধান।
কার কয় পুত্র এবে কহি তাঁর নাম॥
সাণ্ডিল্য গোত্র ক্ষিতীশের পুত্র সপ্ত জন।
তা সভার নাম এবে করিব বর্ণন॥
দামোদর, নারায়ণ ভট্ট, সৌরি, শঙ্কর।
বিশ্বম্ভর, লোকারণ্য, হিরণ্য আর॥
কাশ্যপ গোত্র বীতরাগের পুত্র বার জন।
তা সভার নাম এবে করিয়ে বর্ণন॥
সুসেন, দক্ষ, ভানুমিশ্র, কৃপানিধি মহাশয়।
ইন্দ্র, চন্দ্র, মহেশ, রুদ্র, জীব, হয়॥
হরিহর, বলদেব, আর যে দানব।
সর্ব্ব বেদে সুপণ্ডিত জানে শাস্ত্র সব॥
বাৎস্য গোত্র সুধানিধির পুত্র সপ্ত জন।
তা সভার নাম এবে করিয়ে বর্ণন॥
ধরাধর, হৃষীকেশ, ছান্দড় মহাশয়।
বিভূতি, ভূতভাবন, দেব, কল্যাণ মিত্র হয়॥
শ্রীমহর্ষি মেধাতিথি ভরদ্বাজ গোত্র।
পণ্ডিত প্রধান তাঁর অষ্টাদশ পুত্র॥
আদ্য, মধ্য, গৌতম, বিশ্রুত মহাশয়।
শ্রীহর্ষ, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গাদাস হয়॥
রবি, শশী, ধ্রুব, নিকর, প্রতাপ মহাশয়।
প্রভাব, গণেশ, ঋক্ষ, বজ্র আর হয়॥
সাবর্ণ গোত্র সৌভরির পুত্র বার জন।
তা সভার নাম আমি করিয়ে কীর্ত্তন॥
রত্নাগর্ভ, পরাশর, রাম, বেদগর্ভ।
বিভু, সোম, কাশ্যপ, বশিষ্ট হয় খর্ব্ব॥
মহাতপা, কীর্ত্তিমান, দনুজারি আর।
কার্ত্তিকেয় হয় সর্ব্ব পণ্ডিতের সার॥

ছাপ্পান্ন পুত্র মধ্যে দশ পণ্ডিত প্রধান।
তা সভার নাম এবে করিয়ে বর্ণন॥
দামোদর, নারায়ণ, দক্ষ, আর সুষেন।
ধরাধর, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ, গৌতম॥
পরাশর, বেদগর্ভ, এই দশ বিভু।
সর্ব্ব দেশ মধ্যে তাঁরা হইলেন প্রভু॥
পঞ্চ ঋষির সন্তান যে, যে দেশে কৈল বাস।
তাহা লিখিতেছি আমি করিয়া প্রকাশ॥
দামোদরের সন্তান বরেন্দ্রে রহিল।
সৌরী, বিশ্বম্ভর, শঙ্করের সন্তান রাঢ়ে বাস কৈল॥
লোকারণ্য আর হিরণ্যের পুত্রগণ।
তাহারাও রাঢ়দেশে করিল ভবন॥
নারায়ণের তিন পত্নীতে একবিংশ পুত্র হৈল।
পাঁচ বরেন্দ্রে, ষোল জন রাঢ়ে বাস কৈল॥
তা সবার নাম এবে করিয়ে প্রকাশ।
যে বরেন্দ্রে, যে যে কৈল রাঢ় দেশে বাস॥
আদিগাঁই ওঝা, আদিবিভাকর।
আদিনাথ, আদিদেব, আদি ভাস্কর॥
জ্যেষ্ঠ পত্নীর এই পুত্র পঞ্চ জন।
বরেন্দ্র করিল ধন্য করি অবস্থান॥
আদিবরাহ, নালো, গুপ্ত, মহামতি, গুণ, সহ।
বটুক, শুভকায়, নিহ্লো, আর গুই যেহ॥
এই দশ পুত্র মধ্যম পত্নীতে জন্মেন।
রাম, বিভু, গণ, নীপ, বিক, মধুসূদন॥
কনিষ্ঠ পত্নীর এই পুত্র ছয়জন।
আদিবরাহাদি ষোল কৈল রাঢ়েতে গমন॥

সুষেণ, ভানুমিশ্র, কৃপানিধির পুত্রগণ।
বরেন্দ্রেতে তাঁহারা কৈল অবস্থান॥
দক্ষ, ইন্দ্র, চন্দ্র, মহেশ, রুদ্র, জীবের পুত্র।
হরিহর, কামদেব, আর দানবের পুত্র॥
ইহাঁরা সকলেই পণ্ডিত প্রধান।
রাঢ়দেশে গিয়া করিলা অবস্থান॥
ধরাধর, হৃষীকেশের পুত্রগণ।
বরেন্দ্রভুমেতে তাঁরা কৈলা অবস্থান॥
ছান্দড়, বিভূতি, ভূতভাবন, দেব, কল্যাণ মিত্র।
ইহাঁ সবার পুত্রগণ কৈলা রাঢ়দেশ পবিত্র॥
আদ্য, মধ্য, গৌতম, বিশ্রুত সন্তান।
বরেন্দ্র করিলা ধন্য করি অবস্থান॥
শ্রীহর্ষ, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গাদাস, রবি।
শশী, ধ্রুব, নিকর, প্রতাপ, প্রভাবী॥
গণেশ, ঋক্ষ, বজ্র, তা সবার সন্তান।
রাঢ়দেশ কৈল ধন্য করি অবস্থান॥
পরাশর, রাম, বিভুর যত পুত্র।
বাস করি বরেন্দ্র করিলা পবিত্র॥
রত্নগর্ভ, বেদগর্ভ, সোম, কাশ্যপ, বশিষ্ট।
মহাতপা, কীর্ত্তিমান, দনুজারী, কার্ত্তিকেয় কনিষ্ঠ॥
তা সবার পুত্রগণ বিদ্যা ব্রাহ্মণে গরিষ্ঠ।
বাস করি রাঢ়দেশ করিলা উৎকৃষ্ট॥
রত্নগর্ভ হয় সর্ব্ব পণ্ডিতের সার।
রামায়ণ বিষ্ণু পুরাণাদির টীকাকার॥
আদিশূর অবধি বল্লালের সময়।
পঞ্চ মহর্ষির বংশ এগার শত হয়॥
রাঢ়ে সাড়ে সাতশত আছিল ব্রাহ্মণ।
বারেন্দ্রে সাড়ে তিনশত ব্রাহ্মণের গণ॥

দুইয়ে মিলি এগার শত কনোজ ব্রাহ্মণ হয়।
দেশী বৈদিক সপ্তশত গণন করয়॥
কনোজের প্রভাবে দেশীয় ব্রাহ্মণ।
বল্লাল কালে সপ্তশতী নাম করিল ধারণ॥
শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ গোত্র।
কনোজ ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ গোত্রেতে পবিত্র॥
সপ্তশতী দেশী ব্রাহ্মণে এই পঞ্চ গোত্র নাস্তি।
পঞ্চকৌশিক, মৌদ্গল্য, গৌতমাদি পাই॥
সৌকালীন, বশিষ্ঠ, পরাশর, আলম্বান।
জমদগ্নি, আত্রেয়, আঙ্গিরস, কাত্যায়ন॥
ইত্যাদি বহু গোত্র সপ্তশতীতে বর্ত্তমান।
কনোজ ব্রাহ্মণগণের গোত্র নাই তা সবার স্থান॥
বল্লালের সভা পণ্ডিত একত্রিশ জন।
রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগের পূর্ব্বে এগার পরে বিশ জন॥
রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগের পূর্ব্বের যে যে জন।
তা সভার নাম আমি করিয়ে কীর্ত্তন॥
শাণ্ডিল্য গোত্রোদ্ভব এই দুই জন।
জয়সাগর আর বিদ্যাসাগর মিশ্রোত্তম॥
বিদ্যাসাগরের অন্য নাম মণিসাগর হন।
কাশ্যপ গোত্রোদ্ভব এই দুই জন॥
স্বর্ণরেখ, ভবদেব ভট্ট মহোত্তম।
বাৎস্য গোত্রোদ্ভব এই দুই জন॥
চতুর্ভুজ চতুর্ব্বেদাচার্য্য, চতুর্ব্বেদান্তাচার্য্য অন্য নাম।
দামোদর ওঝা হয় পণ্ডিত প্রধান॥
ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব দুই পণ্ডিত মহাতেজা।
ভাস্কর বৈদান্তিক, আর পরাশর ওঝা॥
সাবর্ণ গোত্রোদ্ভব এই পণ্ডিত ত্রয়।
অনিরুদ্ধ, গুণার্ণব, আর ধরাই উপাধ্যায়॥
বল্লাল আদেশে এই পণ্ডিতের গণ।
কনোজ ও দেশীয় বৈদিকের করিলা গণন॥
রাঢ়বাসী কনোজের রাঢ়ী নাম হৈল।
বরেন্দ্রবাসী কনোজেরা বারেন্দ্র নাম পাইল॥
দেশী বৈদিক ব্রাহ্মণ আছিল সপ্তশত।
সপ্তশতী নামে তাঁরা হইল বিখ্যাত॥
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যেতে কনোজ হইলেন শ্রেষ্ঠ।
সপ্তশতী বৈদিকগণ মানেতে কনিষ্ঠ॥
সপ্তশতীগণ কেবল শ্যামবেদী ছিল।
অন্য দেবী ব্রাহ্মণ তা সভার মধ্যে না দেখিল॥
সপ্তশতী কনোজে করি কন্যা দানে।
আপনাকে অতি কৃতার্থ করি মানে॥
দশজন পণ্ডিত রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ কৈল।
একজন পণ্ডিত বংশাবলী বিরচিল॥
সেই সব কথা আমি করিয়ে বর্ণন।
শুনি শ্রোতাগণ হবে আনন্দিত মন॥
জয়সাগর মিশ্র বরেন্দ্রে শাণ্ডিল্যাগ্রগণ্য।
বিদ্যাসাগর মিশ্র রাঢ়ে শাণ্ডিল্যাগ্রগণ্য॥
স্বর্ণরেখ ভট্ট বরেন্দ্রে কাশ্যপের অগ্রণী।
ভবদেব ভট্ট রাঢ়ে কাশ্যপের অগ্রণী॥
চতুর্ভুজ চতুর্ব্বেদাচার্য্য বরেন্দ্রে বাৎস্যের অগ্রণী।
দামোদর ওঝা রাঢ়ে বাৎস্যের অগ্রণী॥
বরেন্দ্রে ভাস্কর বৈদান্তিক ভরদ্বাজের অগ্রগণ্য।
রাঢ়ে পরাশর ওঝা ভরদ্বাজের অগ্রগণ্য॥

বরেন্দ্রে অনিরুদ্ধাচার্য্য সাবর্ণ গোত্রের অগ্রণী।
রাঢ়ে গুণার্ণবাচার্য্য সাবর্ণ গোত্রের অগ্রণী॥
বল্লাল আদেশে এই দশ মহাভাগ।
স্ব স্ব গোত্রের অগ্রণী হঞা রাঢ়ী বারেন্দ্র কৈলা বিভাগ॥
কছু দিন পরে বল্লাল মহারাজ।
রাঢ়ী বারেন্দ্রের কুলীন করি কৈলা দুই সমাজ॥
জয়সাগর, স্বর্ণরেখ, চতুর্ভুজ, চতুর্ব্বেদাচার্য্য।
ভাস্কর বৈদান্তিক হয় পণ্ডিতের বর্য্য॥
তা সবার সন্তান হৈল বারেন্দ্রে কুলীন।
অনিরুদ্ধের সন্তান হৈল কুলহীন॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এবে কহিয়ে আমি রাঢ়ীর বিবরণ॥
বিদ্যাসাগর, ভবদেব, আর দামোদর।
পরাশর, গুণার্ণব পণ্ডিতপ্রবর॥
রাঢ়ী বিভাগ করি তাঁরা রাঢ়ীতে মিলিল।
তা সবার সন্তান কুলীন না হৈল॥
ভবদেব ভট্ট কৈল দশ সংস্কার।
দশ কর্ম্ম সংস্কার পদ্ধতি নাম যার॥
রাঢ়ী রারেন্দ্র বিভাগ হইবার পরে।
বিশজন পণ্ডিত বল্লাল সভায় প্রবেশ করে॥
শাণ্ডিল্যে শকুনি মিশ্র, তাঁরে সুগণ কেহ কয়।
মহাদেব আর বৈদ্যনাথ মহাশয়॥
ধর্ম্মাংশু পণ্ডিত বড় তারে কেহ ধর্ম্মাঙ্গ কয়।
কাশ্যপ গোত্রিয় পণ্ডিতের কহি পরিচয়॥
শ্রীকর অধ্বর্য্যু আর, শ্রীকণ্ঠ আচার্য্য।
হিরণ্য আচার্য্য, আর লৌলিক আচার্য্য॥

বাৎস্যে পিঙ্গল ভট্ট, আর বরাহ ভট্ট হয়।
আর হিঙ্গুল মিশ্র, তাঁরে কেহ নিশাপতি কয়॥
ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব পণ্ডিতপ্রবল।
কোলাই সন্ন্যাসী, তাঁর আর নাম কোলাহল॥
সাবর্ণে হরি ব্রহ্মচারী, আর কুলপতি।
মহাপণ্ডিত দুই ভাই বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
ইহাঁদের সন্তান রাঢ়ীতে কুলীন।
ধরাই উপাধ্যায় ছিলা পুত্র-কন্যা-হীন॥
বাৎস্যে ধন, শুক্র, দুই পণ্ডিত প্রধান।
বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাঁর অতি জ্ঞান॥
ভরদ্বাজে গুণাকর, লক্ষণ, দুই জন।
সর্ব্ব বেদ যাঁর মুখে সদা অধিষ্ঠান॥
সাবর্ণে গোবিন্দ, নারায়ণ দুই জন।
পরম পণ্ডিত তাঁরা জানে সর্ব্বজন॥
রাঢ়ে বরেন্দ্রে তা সবার সন্তান।
না হৈল কুলীন ইহা জানে সব জন॥
বল্লালের সভাপণ্ডিত এই বিশ জন।
পূর্ব্বের এগার মিলি একত্রিশ হন॥
রাঢ়ীয়ে বারেন্দ্রে পূর্ব্বে বিবাহ আছিল।
কৌলীন্য স্থাপনের পর রহিত হইল॥
ধরাই উপাধ্যায় বল্লাল সভার পণ্ডিতপ্রবর।
কনোজ বংশাবলী লিখিলা নাম কুলসাগর॥
আদিশূরাবধি বল্লালের কৌলীন্য পর্য্যন্ত।
এগার শ ব্রাহ্মণের বংশাবলী তাহাতে লিখিত॥
পঞ্চ ঋষির বংশ এগার শ হৈল।
রাঢ়ী বারেন্দ্রে নাম তা সবার বর্ত্তিল॥

নারায়ণ, সুসেন, ধরাধর, গৌতম, পরাশর।
তা সভার সন্তান বারেন্দ্র-কুলে হৈল শ্রেষ্ঠতর॥
নারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ।
তা সভার সন্তান রাঢ়ী-কুলের হৈল সর্ব্বস্ব॥
নারায়ণের সন্তান দুই কুলে গেল।
দুই কুলেই তাঁহারা কৌলীন্য পাইল॥
কেহ কুলীন হৈল, কেহ হইল শ্রোত্রিয়।
বহু কুলহীন হৈল সবার অশ্রদ্ধেয়॥
যে কারণে হৈল তাহা ওহে শ্রোতাগণ।
সে সব প্রসঙ্গ আমি করি যে বর্ণন॥
রাজা রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য দেখি।
করিবে কুলীন যারে মনে দিল রাখি॥
তাহা গোপন করি এক উঠাইল ছল।
পরীক্ষিয়া মর্য্যাদা করিব প্রবল॥
এক দিন সভা করি বল্লাল মহারাজ।
সকল ব্রাহ্মণে কহে না করিয়া ব্যাজ॥
ওহে বিপ্রগণ শুন আমার বচন।
গুণ অনুসারে মর্য্যাদা করিব স্থাপন॥
এক শুভ দিন নির্দ্দেশ কৈল ভাল মতে।
সকল ব্রাহ্মণে কহে সভায় আসিতে॥
দেড় প্রহরের আগে এই শুভ দিনে।
আসিয়া মিলিবেন সকল ব্রাহ্মণে॥
আহ্নিকাদি ক্রিয়া শীঘ্র করি সমাপন।
দেড় প্রহরের আগে আসি দিবেন দরশন॥
যে জন বিলম্বে আসি হবে উপস্থিত।
তা সভার মর্য্যাদা হইব কিঞ্চিৎ॥
এত কহি বল্লাল সভা ভঙ্গ কৈল।
নির্দ্দিষ্ট দিন আসি উপস্থিত হৈল॥
ঝাট আহ্নিকাদি কার্য্য করি সমাপন।
দেড় প্রহরের মধ্যে আইলা বহুত ব্রাহ্মণ॥
কতক ব্রাহ্মণ আইলা দুই প্রহরের পর।
তাঁ সভারে মর্য্যাদা করিলা বিস্তর॥
আড়াই প্রহরের পরে আইলা কতক ব্রাহ্মণ।
বল্লাল তা সভারে বহু করিলা পূজন॥
বল্লাল কহে বিপ্রের নিত্যনৈমিত্তিক যাহা।
দেড় প্রহরের আগে কভু নাহি হয় তাহা॥
দুই প্রহরে কার্য্য কষ্টে সমাপন।
আড়াই প্রহরে কার্য্য সুসম্পন্ন হন॥
আড়াই প্রহর অন্তে যাঁরা হৈল উপস্থিত।
শাস্ত্র মতে তাঁহারা নবগুণান্বিত॥
দুই প্রহর অন্তে যাঁরা হৈল উপস্থিত।
শাস্ত্র মতে তাঁহারা অষ্টগুণান্বিত॥
দেড় প্রহর সময় যাঁরা হৈল উপস্থিত।
শাস্ত্র মতে তাঁহারা অল্প গুণান্বিত॥
আড়াই প্রহর অন্তে যাঁরা উপস্থিত হৈল।
নবগুণ দেখি তা সভারে কুলীন করিল॥
দুই প্রহর অন্তে যাঁরা উপস্থিত হৈল।
অষ্ট গুণ দেখি শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ে গণিল॥
দেড় প্রহর সময় যাঁরা উপস্থিত হৈল।
অল্প গুণ দেখি কষ্ট শ্রোত্রিয়ে গণ্য কৈল॥
কুলীন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মধ্যে মুখ্য হন।
অন্য ব্রাহ্মণ অকুলীন গৌণে গণন॥
সে সময়ের যে পরীক্ষা তাহা পরীক্ষা নয়।
ইহা কেবল বল্লাল সেনের ছল মাত্র হয়॥
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল যে সব ব্রাহ্মণ।
পূর্ব্বেই তা সভার করিয়াছিল নিরূপণ॥

সেই সব ধার্ম্মিক বেদজ্ঞগণকেই কুলীন
শ্রোত্রিয় করে।
অধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণকেই কষ্ট শ্রোত্রিয়ে
ধরে॥
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য-হীন যত অধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ।
তাঁহারাই দেড় প্রহর সময় উপস্থিত হন॥
তাঁরাই মান পাওয়ার আশায় আসিল
সত্বর।
বুঝিতে নারিল তাঁরা বল্লালের অন্তর॥
বল্লাল তা সভারে অধার্ম্মিক জানিল।
কষ্ট শ্রোত্রিয় গৌণ কুলীনে গণনা করিল॥
সেই গৌণ অকুলীন যত কুশ্রোত্রিয়।
রাঢ়ে বরেন্দ্রে তাঁরা কষ্ট-শ্রোত্রিয়॥
কুলীনে শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়ে হৈত আদান প্রদান।
পরে এই নিয়মের হৈল তিরোধান॥
বল্লালের পরে হইল যে নিয়ম।
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা একমন॥
কুলীনে কুলীনে হৈল আদান প্রদান।
কুলীনগণ অন্যে না করিল কন্যা দান॥
শ্রোত্রিয়ের কন্যা কুলীনে গ্রহণ করয়।
তাহাতে কুলীনের কুল মর্য্যাদা রয়॥
শ্রোত্রিয়গণ কুলীনে করি কন্যা দান।
সমাজের মধ্যে তাঁরা পাইলা সম্মান॥
কুলীন শ্রোত্রিয়ে কন্যা করিলে প্রদান।
অবশ্য কমিবে তাঁর কুলের সম্মান॥
অকুলীন গৌণ যত কষ্ট-শ্রোত্রিয়।
কুলীন সমাজে তাঁরা হয় অপাংক্তেয়॥
তা সভার কন্যা কুলীনে বিভা না করয়।
বিভা কৈলে কুল নষ্ট জানিহ নিশ্চয়॥
কুলনষ্ট হয় বলি কুলের অরি নাম।
তা সভারে নাহি স্পর্শে কুলীন ব্রাহ্মণ॥
কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্যা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়গণ।
বিবাহ করিলে কুল নষ্ট নাহি হন॥
এই নিয়ম বল্লালের পরেতে হইল।
ক্রমে ক্রমে তাহা শিথিল হৈয়াছিল॥
উদয়ন আচার্য্য ভাদুড়ী, ঘটক দেবীবর।
রাঢ়ী বারেন্দ্রের পুনঃ করেন সংস্কার॥
বারেন্দ্র কুলে উদয়ন পহিলা সংস্কার করে।
সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সভে বোলে যাঁরে॥
তাঁর বহু কাল পরে বন্দ্য ঘটক দেবীবর।
রাঢ়ী-কুলের সংস্কার করিল বিস্তর॥
রাঢ়ী বারেন্দ্রের শুন বিবাদের বার্ত্তা।
সভেই স্ব স্ব আদি পুরুষে কহে যজ্ঞ কর্ত্তা॥
নারায়ণ, সুসেন মুনি, আর ধরাধর।
পণ্ডিত প্রধান হয় গৌতম, পরাশর॥
বারেন্দ্র কুলজ্ঞ এই পঞ্চ জনে।
আদিশূরের যজ্ঞ কর্ত্তা করয়ে বর্ণনে॥
নারায়ণ, দক্ষ মুনি, আর ছান্দড়।
শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ পণ্ডিতপ্রবর॥
রাঢ়ীয় ঘটকগণ এই পঞ্চ জনে।
আদিশূরের যজ্ঞকর্ত্তা করয়ে বর্ণনে॥
বারেন্দ্র বোলে রাঢ়ীগণ পরেতে আসিল।
রাঢ়ী বোলে বারেন্দ্রগণ পরেতে মিলিল॥
ইহা নিয়া বিবাদ হয় সর্ব্বক্ষণ।
এবে কহি রাঢ়ী বারেন্দ্রের কৌলীন্য বর্ণন॥
রাঢ়ীতে আট গাঁই কুলীন বারেন্দ্রে আট।
ইহার প্রতি শ্রোতাগণ কর দৃষ্টি পাত॥
শাণ্ডিল্যে, বন্দ্যঘটী, কাশ্যপ, চাটুতি হয়।
বাৎস্যে, পুতিতুণ্ড, ঘোষাল, কাঞ্জিলাল কয়॥

সাবর্ণে গাঙ্গুলী, আর কুন্দগাঁই হয়।
ভরদ্বাজে মুখুটী গাঁই জানিহ নিশ্চয়॥
বারেন্দ্রে শাণ্ডিল্য গোত্রে বাগচী আর লাহিড়ী।
এক বাগচী দুই গাঁই রুদ্র সাধু নাম ধরি॥
কাশ্যপে মৈত্র গাঞি, আর হয় ভাদুড়ী।
করিল কুলীন বল্লাল, মান হৈল ভারি॥
বাৎস্যে সঞ্জামিনি গাঁই, যাঁরে সান্যাল কয়।
আর ভীম কালীয়াই গাঁই জানিহ নিশ্চয়॥
ভরদ্বাজে ভাদড় গ্রামী হয়েন কুলীন।
সাবর্ণে কৌলীন্য নাহি পায় কোন জন॥
কাশ্যপে চট্ট-গাঁই কুলীন পঞ্চ ভাল।
বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ, বাঙ্গাল॥
শাণ্ডিল্যে বন্দ্যঘটী মহেশ্বর, জাহ্লন।
দেবল, মকরন্দ, ঈশান, বামণ॥
ভরদ্বাজে মুখুটী উৎসাহ, গরুড়াই।
সাবর্ণে শিশু গাঙ্গুলী, রোষাকর কুন্দগাই॥
বাৎস্যে কানু, কুতূহল, কাঞ্জিলাল।
গোবর্দ্ধন পুতিতুণ্ড, শিরো ঘোষাল॥
এইত কহিল রাঢ়ীয় কুলীনের নাম।
বারেন্দ্র কুলীনের এবে কহি অভিধান॥
শাণ্ডিল্যে সাধু বাগচী, রুদ্র বাগচী হন।
লোকনাথ লাহিড়ী বড় বিজ্ঞতম॥
কাশ্যপে ক্রতু ভাদুড়ী, মতু মৈত্র দুই জন।
বল্লালের পূজিত হয় কুলীন শ্রেষ্ঠতম॥
বাৎস্যে লক্ষ্মীধর সঞ্জামিনি বা সান্যাল গাঁই।
জয়মল মিশ্র, ভীম কালীয়াই গাঁই॥
ভরদ্বাজ গোত্রে বেদ ভাদড় কুলীন।
সাবর্ণ গোত্র হৈল কুল-হীন॥

শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
কুলীন বংশাবলী এবে করিয়ে কীর্ত্তন॥
শাণ্ডিল্য গোত্র ক্ষিতীশ পণ্ডিত প্রধান।
তাঁর পুত্র ভট্ট নারায়ণ, কেহ নারায়ণ ভট্ট কন॥
তাঁর পুত্র আদি বরাহ, তাঁর পুত্র বৈনতেয়।
তাঁর পুত্র সুবুদ্ধি তাঁর পুত্র বিবুধেয়॥
তাঁর পুত্র গাঁউ, তারে কেহ গুইঁ কয়।
বিবুধেয়ের অন্য সুত সুভিক্ষ মহাশয়॥
গুইঁর পুত্র গঙ্গাধর, আর হাকুচ হয়।
গঙ্গাধরের পুত্র সুহাস, কেহ পহস কয়॥
সুহাসের পুত্রের নাম শকুনি হন।
কোন কোন ঘটক তাঁরে সুগণ বলি কন॥
শকুনির দুই পুত্র জাহ্লন, মহেশ্বর।
বন্দ্যবংশে হইলেন কুলীনপ্রবর॥
গুইঁর অন্য পুত্র হাকুচ মহাশয়।
তাঁর পুত্র জিতামিত্র সকলে জানয়॥
তাঁর পুত্র স্বামী তাঁর পুত্র বৈদ্যনাথ হন।
বৈদ্য পুত্র ঈশান বন্দ্য কৌলীন্য পান॥
বিবুধেয়ের অন্য সুত সুভিক্ষ মহাশয়।
অনিরুদ্ধ ভয়াপহ তাঁহার দুই তনয়॥
অনিরুদ্ধ পুত্র পিথাই কেহ পিয়াই কন।
তাঁর পুত্র ধর্ম্মাংশু, কেহ ধর্ম্মাঙ্গ বোলেন॥
তাঁর পুত্র বন্দ্যঘটী দেবল, বামণ॥
বল্লাল সভায় তাঁরা কৌলীন্য পান॥
সুভিক্ষের অন্য পুত্র ভয়াপহ হয়।
তাঁর পুত্র ধরণ, কেহ ধরণী কয়॥
তাঁর পুত্র মহাদেব, তাঁর সুত মকরন্দ বন্দ্য।
কৌলীন্য পাইয়া হৈল ব্রাহ্মণের বন্দ্য॥

শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
নানা ঘটকের নানা মত করিয়ে কীর্ত্তন ॥
কেহ বোলে গঙ্গাধরের সুহাস তনয়।
তাঁর পুত্র শকুনি, আর ব্যূঢ়ক হয় ॥
শকুনির পুত্র হয় মহেশ্বর, জাহ্লন।
বন্দ্য-বংশে হইলেন কুলীন প্রধান ॥
শকুনির অন্য পুত্র ব্যূঢ়ক মহাশয়।
মহাদেব, বৈদ্যনাথ, ধর্ম্মাঙ্গ তাঁর তনয় ॥
মহাদেবের পুত্রের নাম মকরন্দ।
বৈদ্যনাথের পুত্র হয় ঈশান বন্দ্য ॥
ধর্ম্মাঙ্গের তনয় হয় দেবল, বামণ।
বন্দ্যঘটী বংশে হয় কুলীন প্রধান ॥
অন্য ঘটকের মত শুন সর্ব্বজন।
নারায়ণ ভট্টের পুত্র আদিবরাহ হন ॥
আদিবরাহের পুত্র হয় বৈনতেয়।
তাঁহার পুত্রের নাম হয় বিবুধেয় ॥
তাঁর পুত্র গাঁউ, আর সুভিক্ষ মহাশয়।
গাঁউ পুত্র হাকুচ, স্বামী তাঁর তনয় ॥
তাঁর পুত্র বৈদ্যনাথ মহাশয়।
কুলীন ঈশান বন্দ্য তাঁহার তনয় ॥
কাশ্যপ গোত্র বীতরাগ পণ্ডিত প্রধান।
তাঁর পুত্র দক্ষমুনি বড় বুদ্ধিমান ॥
দক্ষের পুত্রের নাম হয় সুলোচন।
তাঁর পুত্র মহাদেব, আর বাসুদেব হন ॥
মহাদেব সুত হল, তাঁর পুত্র কৃষ্ণদেব
নায়ীদেব আর পুত্র, আর রূপদেব ॥
কৃষ্ণদেবের পুত্র বরাহ মহাশয়।
তাঁর পুত্র শ্রীকর অধ্বর্য্যু হয় ॥
তাঁর পুত্র বহুরূপ হইল কুলীন।
চাটুতি বংশের মধ্যে হইল প্রবীন ॥

হলধরের অন্য পুত্র নায়ীদেব হয়।
তাঁহার পুত্রের নাম লালো মহাশয় ॥
লালোর পুত্র গরুড়ধ্বজ, আর ভরত হয়।
ভরতেরে কেহ কেহ সামন্ত বলি কয় ॥
গরুড়ধ্বজের পুত্র শ্রীকণ্ঠ, হিরণ্য।
শ্রীকণ্ঠ সুত বাঙ্গাল চট্ট পাইলা কৌলীন্য ॥
হিরণ্যের পুত্র হলায়ুধ চট্ট হয়।
বল্লালের পূজিত হঞা কৌলীন্য পায় ॥
লালোর অন্য পুত্র ভরত, যাঁরে সামন্ত কয়।
তাঁর পুত্র লৌলিক আচার্য্য মহাশয় ॥
তাঁর পুত্র সুচ, আর অরবিন্দ চট্ট।
বল্লাল সভায় তা সভার কৌলীন্য প্রকট ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
নানা ঘটকের নানা মত করহ শ্রবণ ॥
কেহ কহে হলধর সুত রূপদেব যিনি।
গরুড়ধ্বজ, ভরত তাঁর পুত্র মানি ॥
গরুড় পুত্র শ্রীকণ্ঠ, হিরণ্য হন।
শ্রীকণ্ঠ সুত বাঙ্গাল, হিরণ্য সুতে হলায়ুধ কন ॥
ভরতের পুত্র লৌলিক মহাশয়।
সুচ, অরবিন্দ চট্ট তাঁহার তনয় ॥
কেহ কহে দক্ষ সুত সুলোচন হয়।
তাঁর পুত্র বাসুদেব, তাঁর পুত্রে বিশ্বম্ভর কয় ॥
তাঁর পত্র নায়ীদেব, আর রূপদেব।
অন্য পুত্রের নাম হয় মহাদেব ॥
নায়ীদেবের পুত্র বরাহ মহাশয়।
তাঁর পুত্র শ্রীকর অধ্বর্য্যু হয় ॥
তাঁর পুত্র বহুরূপ, আর হলায়ুধ চট্ট।
বল্লাল সভায় তা সভার কৌলিন্য প্রকট ॥

বিশ্বম্ভরের অন্য পুত্র রূপদেব নাম।
গরুড় তাঁহার পুত্র সর্ব্বগুণ ধাম॥
তাঁর পুত্র শ্রীকণ্ঠ আচার্য্য পণ্ডিত ভাল।
কৌলীন্য পায় তাঁর পুত্র সুপণ্ডিত বাঙ্গাল॥
বিশ্বম্ভরের আর পুত্র মহাদেব হয়।
তাঁর পুত্র সিয়, তাঁর পুত্রে চহল কয়॥
চহলের পুত্র লৌলিক আচার্য্য মহাশয়।
তাঁর পুত্র অরবিন্দ, আর সুচ চট্ট হয়॥
বাৎস্য গোত্র সুধানিধি মহাজ্ঞানী।
তাঁহার পুত্রের নাম ছান্দড় মহামুনি॥
তাঁর বহু পুত্র হয় পণ্ডিত প্রধান।
এবে যাহা কহি শুন হঞা সাবধান॥
ছান্দড়ের পুত্র সুরভি, তাঁর পুত্র পিঙ্গল।
তাঁর পুত্র কুলীন হৈল শিরো ঘোষাল॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
নানা ঘটকের নানা মত করহ শ্রবণ॥
কেহ কহে সুরভির পুত্র সাগর মহাশয়।
তাঁর পুত্র মনোরথ তাঁর পুত্র বিশ্বামিত্র হয়॥
তাঁর পুত্র জিতামিত্র তাঁর পুত্র ভগবান।
তাঁর পুত্র পিঙ্গল ভট্ট পণ্ডিত প্রধান॥
পিঙ্গলের পুত্রের নাম শিরো ঘোষাল।
পূজিয়া কৌলীন্য তাঁরে অর্পিল বল্লাল॥
ছান্দড়ের অন্য পুত্র শ্রীধর মহাশয়।
বেদগর্ত্ত নামে হয় তাঁহার তনয়॥
তাঁহার পুত্রের নাম বসুন্ধর হয়।
তাঁর পুত্র হিঙ্গুল ভট্ট মহাশয়॥
তাঁর পুত্র কানু, কুতূহল কাঞ্জিলাল।
পূজিয়া কৌলীন্য তারে অর্পিল বল্লাল॥
শ্রীধর বংশ নানা ঘটক কহে নানা রূপ।
শ্রোতাগণের কাছে কহি তাঁর স্বরূপ॥

কেহ কহে শ্রীধরের পুত্র যজ্ঞেশ্বর হয়।
কেহ বেদগর্ত্ত তাঁরে, কেহ হেমগর্ত্ত কয়॥
তাঁর পুত্র নিশাপতি, অন্য নাম হিঙ্গুল
তাঁর পুত্র কাঞ্জিলাল, কানু, কুতূহল॥
কেহ কহে শ্রীধরের পুত্র যজ্ঞেশ্বর হয়।
বেদগর্ত্ত বলি তাঁরে কেহ কেহ কয়॥
তাঁর পুত্র হেমগর্ত্ত তাঁর পুত্র বসুন্ধর।
তাঁর পুত্র প্রাণেশ্বর, তাঁর পুত্র গুণাকর॥
তাঁর পুত্র নিশাপতি, কেহ হিঙ্গুল কয়।
কাঞ্জিলাল, কানু, কুতূহল তাঁহার তনয়॥
কাঞ্জিলালে কেহ কেহ কাঞ্জিবিল্লী কয়।
কাঞ্জিবিল্লী কাঞ্জিলাল একই অর্থ হয়॥
কেহ কহে শ্রীধরের পুত্র যজ্ঞেশ্বর।
তাঁর পুত্র হেমগর্ত্ত, তাঁর পুত্র বসুন্ধর॥
তাঁর পুত্র প্রাণেশ্বর, তাঁর পুত্র গুণ হয়।
নিশাপতি নামে হয় গুণের তনয়॥
নিশাপতির পুত্রের নাম পণ্ডিত হিঙ্গুল।
তাঁর পুত্র কাঞ্জিলাল, কানু, কুতূহল॥
কেহ কহে প্রাণেশ্বরের পুত্র গুণাকর হয়।
হিঙ্গুল আর বরাহ তাঁহার তনয়॥
হিঙ্গুলের পুত্র কুতূহল কাঞ্জিলাল।
বরাহের পুত্র কানু কাঞ্জিলাল॥
ছান্দড়ের পুত্র বীর, কেহ কহে ধীর।
রবি বলিয়া কেহ করয়ে সুস্থির॥
তাঁর পুত্র জৈমিনী, অন্য নাম লক্ষ্মীধর।
তাঁর পুত্র উৎসাহ, অন্য নাম বৎসল, আর নীলাম্বর॥
তাঁর পুত্র পুতিতুণ্ড গোবর্দ্ধনাচার্য্য।
কৌলীন্য পাইয়া হৈল ব্রাহ্মণের বর্য্য॥

নানা ঘটকের নানা মত ওহে শ্রোতাগণ।
প্রকাশ করিয়া তাহা করিয়ে বর্ণন॥
কেহ কহে ছান্দড়ের পুত্র রবি, যারে ধীর কয়।
জৈমিনী নামে তাঁর হইল তনয়॥
তাঁর পুত্র লক্ষ্মীধর, তাঁর পুত্র বল।
তাঁহার পুত্রের নাম হইল অংশুল॥
অংশুলের পুত্রের নাম বল্লভ মহাশয়।
তাঁর পুত্র নীলাম্বর, উৎসাহ আর নাম হয়॥
তাঁর পুত্র পুতিতুণ্ড গোবর্দ্ধনাচার্য্য।
কৌলীন্য পাইয়া হৈল ব্রাহ্মণের বর্য্য॥
ছান্দড়ের পুত্র রবি কেহ বীর কয়।
জৈমিনী নামে তাঁর হৈল তনয়॥
তাঁর পুত্র তমোপহ, তাঁর পুত্র বনমালী।
তাঁর পুত্র বৎসল, তাঁর পুত্র ধীর বাণী॥
তাঁর পুত্র উৎসাহ আচার্য্য মহাশয়।
তাঁর পুত্র গোবর্দ্ধন পুতিতুণ্ড হয়॥
বীরের পুত্র জৈমিনী, তাঁর পুত্র তমোপহ হয়।
তাঁর পুত্র লক্ষ্মীধর, তাঁর পুত্রে বনমালী কয়॥
তাঁর পুত্র বৎসল, তাঁর পুত্র রমণ।
তাঁর পুত্র উৎসাহ, তাঁর পুত্র পুতি গোবর্দ্ধন॥
ভরদ্বাজ গোত্র মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষ হয়।
তাঁর পুত্র শ্রীগর্ভ সকলে জানয়॥
তাঁহার পুত্রের নাম শ্রীনিবাস হয়।
আরব নামে তাঁহার হইল তনয়॥
তাঁর পুত্র ত্রিবিক্রম পণ্ডিত প্রধান।
তাঁর পুত্র কাকমিশ্র বড় বুদ্ধিমান॥
তাঁর পুত্রের নাম সাধু, কেহ বলে ধাধু।
তাঁর পুত্র জলাশয় সর্ব্ব কর্ম্মে সাধু॥

তাঁর পুত্র সুরেশ্বর, কেহ বাণেশ্বর কয়।
তাঁর পুত্র গুহ, যাঁরে গুঁই বলি ডাকয়॥
তাঁর পুত্র মাধব আচার্য্য মহাশয়।
তাঁর পুত্র কুলাই সন্ন্যাসী, কেহ কোলাহল কয়॥
তাঁর পুত্র উৎসাহ, আর গরুড় মুখুটী।
বল্লাল সভায় কৌলীন্য পায় বড় পরিপাটি॥
নানা ঘটকের নানা মত শুন শ্রোতাগণ।
প্রকাশ করিয়া তাহা করিয়ে বর্ণন॥
কেহ কহে শ্রীহর্ষের পুত্র ধাধু হয়।
তাঁর পুত্র গুন্নী, তাঁর পুত্রে গাড়ক কয়॥
তাঁর পুত্র শুভন, তাঁর পুত্র মাধব আচার্য্য।
তাঁর পুত্র কোলাহল সর্ব্বমতে বর্য্য॥
তাঁর পুত্র উৎসাহ, আর গরুড় মুখুটী।
বল্লাল সভায় কৌলীন্য পায় বড় পরিপাটী॥
সাবর্ণ গোত্র সৌভরি মহামণি।
তাঁর পুত্র বেদগর্ভ মহাজ্ঞানী॥
তাঁর পুত্র মদন, হলধর মহামতি।
হলের অন্য নাম বীরব্রত কুলপতি॥
মদনের পুত্রের নাম রত্নগর্ভ হয়।
বিশ নামে হৈল তাঁহার তনয়॥
বিশের পুত্রের নাম হেরম্ব হন।
তাঁর পুত্র মঙ্গল, কেহ মাঙ্গুলি কন॥
তাঁর পুত্র হরি ব্রহ্মচারী মহাশয়।
রোষাকর কুন্দলাল তাঁহার তনয়॥
বেদগর্ভের অন্য পুত্র বীরব্রত কুলপতি।
তাঁর পুত্র শুভন, তাঁর পুত্র সৌরী মহামতি॥
তাঁর পুত্র পীতাম্বর, তাঁর পুত্র দামোদর হয়।
তাঁর পুত্র কুলপতি, আর নাম কুলোক কয়॥

কুলপতির পুত্রের নাম শিশু গাঙ্গুলী।
বল্লাল সভায় কৌলিন্য পায় হঞা কুতুহলী॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
নানা ঘটকের নানা মত করহ শ্রবণ॥
কেহ কহে হল যাঁরে বীরব্রত কয়।
হেমগর্ভ নামে হয় তাঁহার তনয়॥
তাঁর পুত্র পদ্মগর্ভ, তাঁর পুত্র কুশলি।
শোভন তাঁহার পুত্র, তাঁর পুত্র গৌরী॥
গৌরীকান্তের পুত্র উধক মহাশয়।
কুলপতি নামে হয় তাঁহার তনয়॥
তাঁহার পুত্রের নাম শিশু গাঙ্গুলী।
বল্লাল সভায় কৌলীন্য পায় হঞা কুতূহলী॥
রাঢ়ী কুলীনের বংশাবলী করিল বর্ণন।
বারেন্দ্র কুলীনের বংশাবলী করহ শ্রবণ॥
শাণ্ডিল্য গোত্র ক্ষিতীশ পণ্ডিত প্রবর।
তাঁর পুত্র নারায়ণ সর্ব্ব গুণধর॥
নারায়ণ ভট্টেরে কেহ ভট্ট নারায়ণ কয়।
আদিগাঁঞি ওঝা তাঁহার তনয়॥
তাঁর পুত্র জয়মণি ভট্ট কেহ জয়মন কয়।
তাঁর পুত্র হরি কুব্জ, আর নাম হরিকৃষ্ণ হয়॥
তাঁর পুত্র বিদ্যাপতি পণ্ডিত প্রধান।
তাঁর পুত্র রঘুপতি বড় বুদ্ধিমান॥
তাঁর পুত্রের নাম হয় শিবাচার্য্য।
শিবাচার্য্যের পুত্রের নাম হয় সোমাচার্য্য॥
তাঁর পুত্র উগ্রমণি পণ্ডিত প্রবর।
তাঁর পুত্র তপোমণি পণ্ডিত প্রখর॥
তাঁহার পুত্রের নাম সিন্ধুসাগর।
তাঁর পুত্রের নাম হয় বিন্দুসাগর॥
বিন্দুর দুই পুত্র জয়সাগর মণিসাগর।
মণিসাগরের অন্য নাম হয় বিদ্যাসাগর॥
জয় বরেন্দ্রে, মণি রাঢ়দেশে যায়।
কুলজ্ঞগণ তাঁরে রাঢ়ী বলি কয়॥
জয়সাগরের পুত্রগণ পণ্ডিত প্রখর।
মাধব, মৌন ভট্ট, স্বর্ণরেখ, পীতাম্বর॥
মাধব চম্পটী, মৌন ভট্ট, নন্দনা পায়।
নন্দনা নন্দনাবাসী নাম্নী একই অর্থ হয়॥
ইহারা শ্রোত্রিয় হইল বল্লাল সভায়।
স্বর্ণরেখ শ্রোত্রিয় হঞা সিহরি গ্রাম পায়॥
স্বর্ণরেখেরে কেহ স্বর্ণদেব কয়।
শ্রোতাগণ এই কথা জানিবা নিশ্চয়॥
জয়সাগরের আর পুত্র পীতাম্বর পণ্ডিত প্রধান।
তাঁর তিন পুত্র হৈল বড় বিদ্যাবান॥
সাধু বাগচী, রুদ্র বাগচী, লোকনাথ লাহিড়ী।
বল্লালের পূজিত হইয়া কুলীন হৈল তারি॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
নানা কুলজ্ঞের নানা মত করহ শ্রবণ॥
কেহ কহে নারায়ণের পুত্র আদিগাঁই ওঝা।
তাঁর পুত্র জয়মণি ভট্ট মহাতেজা।
তাঁর পুত্রগণ হয় পণ্ডিত প্রধান।
হরিকুব্জ মিশ্র বড়ই বিদ্বান॥
হরির পুত্র শিবাচার্য্য, তাঁর পুত্র সোমাচার্য্য।
তাঁর পুত্র উগ্রমণি পণ্ডিতের বর্য্য॥
তাঁর পুত্র তপোমণি, তাঁর পুত্র সিন্ধুসাগর।
তাঁর পুত্র বিন্দুসাগর পণ্ডিতপ্রবর॥
তাঁর পুত্র জয়সাগর, আর মণিসাগর হয়।
জয়সাগর বারেন্দ্র, মণি রাঢ়ীতে যায়॥

কেহ কহে আদির পুত্র জয়মণি ভট্ট হয়।
তাঁর পুত্র হরিকৃষ্ণ, তাঁর পুত্র শিবাচার্য্য কয়॥
তাঁর পুত্র সোমাচার্য্য, তাঁর পুত্র উগ্রমণি।
উগ্রমণির পুত্রের নাম হয় তপোমণি॥
তাঁর পুত্র সিন্ধুসাগর পণ্ডিত প্রখর।
তাঁর পুত্র জয়সাগর, বিদ্যাসাগর॥
জয় বারেন্দ্র, বিদ্যাসাগর রাঢ়ীতে যায়।
কুলজ্ঞে অন্য নাম তার মণিসাগর কয়॥
কেহ বোলে আদির পুত্র জয়মন হয়।
হরিকৃষ্ণ নামে হয় তাঁহার তনয়॥
তাঁর পুত্র শিবাচার্য্য পণ্ডিত প্রধান।
তাঁর পুত্র সোমাচার্য্য বড় বুদ্ধিমান॥
তাঁর পুত্র উগ্রমণি পণ্ডিত প্রবর।
তাঁর পুত্র তপোমণি পণ্ডিত প্রখর॥
তাঁর পুত্র বিদ্যাপতি মহাশয়।
রঘুপতি নামে হয় তাঁহার তনয়॥
রঘুর পুত্র সিন্ধুসাগর, আর বিন্দুসাগর।
সিন্ধুর পুত্র জয়সাগর, বিন্দুর পুত্র বিদ্যা-
সাগর॥
বিদ্যাসাগরের আর নাম মণিসাগর হয়।
পরম পণ্ডিত সর্ব্ব গুণের আশ্রয়॥
কাশ্যপ গোত্র বীতরাগ পণ্ডিত প্রধান।
তাঁর পুত্র সুসেন মুনি বড় গুণবান॥
তাঁর পুত্র ব্রহ্ম ওঝা, তাঁর পুত্র দক্ষ।
তাঁর পুত্র শান্তনু পণ্ডিত সর্ব্ব-শাস্ত্রাধ্যক্ষ॥
তাঁহার পুত্রের নাম পীতাম্বর পণ্ডিত।
তাঁর পুত্র হিরণ্যগর্ভ জগতে বিদিত॥
কেহ কহে দক্ষের পুত্র পীতাম্বর পণ্ডিত।
তাঁর পুত্র শান্তনু, তাঁর পুত্র হিরণ্য পণ্ডিত॥

হিরণ্যের পুত্র ভূগর্ভ, তাঁর পুত্র বেদগর্ভ
হয়।
বেদের পুত্র জিগনি, মহামুনি, কেহো তারে
জগন্মুনি কয়॥
জগন্মহামুনি বলি তাঁরে কেহো ত ডাকয়।
জিগনি নিঃসন্তান, মহামুনির দুই তনয়॥
স্বর্ণরেখ, আর ভবদেব ভট্ট পণ্ডিতদ্বয়।
স্বর্ণরেখ বারেন্দ্র, ভবদেব রাঢ়ীতে যায়॥
স্বর্ণরেখ পুত্র সিন্ধু, সন্ধেক ওঝা কেহ কন।
তাঁর পুত্র গরুড় বড় বুদ্ধিমান্॥
গরুড়ের পুত্র ক্রতু ভাদুড়ী, মতু মৈত্র হয়।
বল্লালের পূজিত হঞা কৌলীন্য লভয়॥
ক্রতুর নাম কৈতাই, মতুরে মৈতাই কয়।
কৈতাই ভাদুড়ী, মৈতাই মৈত্র কেহো ত
ডাকয়॥
বাৎস্য গোত্র সুধানিধি বড় জ্ঞানী।
তাঁহার পুত্রের নাম ধরাধর মুনি॥
তাঁর পুত্র বেদ ওঝা মহাশয়।
তাঁর পুত্র সিদ্ধেশ্বর পাঠক, কেহ সিধু কয়॥
তাঁর পুত্র চতুর্ভুজ চতুর্ব্বেদাচার্য্য।
কেহ কহে অন্য নাম চতুর্ব্বেদান্তাচার্য্য॥
সিদ্ধেশ্বরের অন্য পুত্র দামোদর ওঝা হয়।
চতুর্ভুজ চতুর্ব্বেদ বারেন্দ্রে, দামোদর
রাঢ়ীতে যায়॥
কেহ কহে বেদ ওঝার পুত্র নভিক
আচার্য্য।
তাঁর পুত্র শূলপাণি পণ্ডিতের বর্য্য॥
তাঁর পুত্র লখাই তাঁর পুত্র জিরু।
তাঁহার পুত্রের নাম হয় কল্পতরু॥

তাঁর পুত্র মন্থ, তাঁর পুত্র সিধু।
পরম পণ্ডিত সেহো সর্ব্বকর্ম্মে সাধু॥
তাঁর পুত্র চতুর্ভুজ চতুর্ব্বেদাচার্য্য।
অন্য পুত্রের নাম দামোদর ওঝা বর্য্য॥
চতুর্ব্বেদাচার্য্য রহে বারেন্দ্রের কুলে।
দামোদর ওঝা গিয়া রাঢ়ীতে মিলে॥
দামোদরের পুত্র ধন, আর শুক্র মহাশয়।
ধন বরেন্দ্রে যায়, শুক্র রাঢ়দেশে রয়॥

চতুর্ভুজ চতুর্ব্বেদের পুত্র বহু জন।
তাঁহাদের নাম এবে করি যে কীর্ত্তন॥
হরিহর কড় মুড়িয়াল মহাশয়।
বল্লালের পূজিত হঞা শ্রোত্রিয়ত্ব পায়॥
লক্ষ্মীধর সঙ্গামিনী বা সান্ন্যাল।
পূজিয়া কৌলিন্য তারে অর্পিল বল্লাল॥
জয়মন মিশ্র ভীম-কালিয়াই গাঞি।
বল্লালের পূজিত হঞা কৌলীন্য পাই॥
শক্তিধর শ্রোত্রিয় তালুড়ী গাঞি।
শ্রোত্রিয় শশধর কামদেব-কালিয়াই॥
দিবাকর আচার্য্য হয় পণ্ডিত প্রধান।
তারে প্রদান কৈল বল্লাল ভাড়িয়াল গ্রাম॥
বল্লাল পূজিত তারা পাইল সম্মান।
এবে যাহা কহি শুন হঞা সাবধান॥

ভরদ্বাজ গোত্র মেধাতিথি বড় জ্ঞানী।
তাঁর পুত্র সুপণ্ডিত গৌতম মহামুনি॥
তাঁর পুত্রের নাম বিভাকর হয়।
তাঁহার পুত্রেরে প্রভাকর বলি কয়॥
তাঁর পুত্র বিষ্ণু মিশ্র পণ্ডিত প্রধান।
তাঁর পুত্র কাকুস্থ, কাঁকশু অন্য নাম॥
কাকুস্থের দুই পুত্র পণ্ডিত প্রধান।
গোপীনাথ ওঝা, প্রজাপতি অগ্নিহোতৃক নাম॥
গোপীনাথের পুত্র বাচস্পতি মহাশয়।
গুণাকর আর নাম সর্ব্বগুণের আশ্রয়॥
তাঁর পুত্র আকাশবাসী, আকাই যাঁরে কয়।
নারায়ণ পঞ্চতপা তাঁহার তনয়॥
নারায়ণের পুত্র অগ্নিহোতৃক বর্দ্ধমান।
পরম পণ্ডিত সর্ব্ব গুণের নিধান॥
তাঁহার পুত্র পৃথ্বীধর পণ্ডিত বর্য্য।
তাঁহার পুত্রের নাম শরভ আচার্য্য॥
শরভের অন্য নাম মাড়ড়া হয়।
তাঁর পুত্র মাতঙ্গ, মত্ত ওঝা যাঁরে কয়॥
তাঁর পুত্র জিহ্মনি, আর জৈমিনী আচার্য্য।
পরম পণ্ডিত হয় সর্ব্বগুণে বর্য্য॥
তাঁর পুত্র ভাস্কর বৈদান্তিক, পরাশর ওঝা।
ভাস্কর বারেন্দ্র, রাঢ়ে যায় পরাশর মহাতেজা॥
ভাস্কর পুত্র কন, ধন, সুকাশী, ভুবন।
বিনায়ক, আর পুত্র সায়ন আচার্য্য হন॥
কন গোচ্ছাসী গ্রাম, ধন গোগ্রাম।
সুকাশী গোস্বালম্বী, ভুবন আতুর্থী গ্রাম॥
বিনায়ক পাইলেন উচ্ছরিক গ্রাম।
তাঁহার অন্য নাম উছরুখী গ্রাম॥
ইঁহারা সকলেই পণ্ডিত প্রধান।
বল্লালের পূজিত হঞা শ্রোত্রিয়ত্ব পান॥
সায়নাচার্য্য সুত আদ, আরু, আতু ওঝা।
বেদাচার্য্য সুপণ্ডিত অতিশয় তেজা॥
বল্লালের পূজিত আদ, ঝম্পটী গ্রাম লয়।
ঝম্পটীর অন্য নাম ঝামাল হয়॥
আরু শ্রোত্রিয় হঞা নাড়ুলী গ্রাম পায়।
নাড়ুলী নাড়িয়াল নাউড়ী একই অর্থ হয়॥

আতু ওঝা শ্রোত্রিয় রত্নাবলী লয়।
অনু আচার্য্য বলি তাঁরে কেহ কয়॥
বল্লালের পূজিত তাঁরা পণ্ডিত মহোত্তম।
আরুর বংশে অদ্বৈত প্রভু লভিলা জনম॥
সায়নের অন্য সুত দেবাচার্য্য মহাশয়।
বল্লাল পূজিয়া তাঁরে কুলীন করয়॥
ভাদড় গ্রাম দিয়া তাঁরে করিলা সম্মান॥
গৌতম বংশে বেদ-ভাদর হইল প্রধান॥
উদয়ন ভাদুড়ীর যবে হইল প্রকাশ।
সে সময়ে ভাদড় বংশের কৌলীন্য হৈল নাশ॥
উদয়ন পুত্রের সংসর্গে তার কুল গেল ক্ষয়।
ভাদড়েরে উদয়ন পংক্তি-পূরক কয়॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এবে করি গৌতমের অন্য শাখার বর্ণন॥
গৌতমের পঞ্চম পুরুষ কাকুস্থ হয়।
প্রজাপতি অগ্নিহোতৃক তাঁহার তনয়॥
তাঁর পুত্র গোপীনাথ ওঝা মহাশয়।
তাঁর পুত্র সিদ্ধেশ্বর বাচস্পতি হয়॥
বাচস্পতির পুত্র গুণাকর, লক্ষ্মণ মহামতি।
গুণাকর বারেন্দ্র, লক্ষ্মণ রাঢ়ে করে স্থিতি॥
গৌতম বংশে কোন কুলজ্ঞ কহে অন্যরূপ।
শ্রোতাগণেরে তাঁর কহিয়ে স্বরূপ॥
গৌতম পুত্র বিভাকর, তাঁর পুত্র প্রভাকর।
তাঁর পুত্র বিষ্ণু মিশ্র পণ্ডিতপ্রবর॥
তাঁহার পুত্রের নাম কাকুস্থ মহাশয়।
প্রজাপতি অগ্নিহোতৃক তাঁহার তনয়।
তাঁহার পুত্রের নাম মাতঙ্গ ওঝা।
তাঁর পুত্র জৈমিনী আচার্য্য মহাতেজা॥
তাঁর পুত্র ভাস্কর বৈদান্তিক, পরাশর হয়।
ভাস্কর বারেন্দ্র, পরাশর রাঢ়ীতে যায়॥
সাবর্ণ গোত্র সৌভরি মহাশয়।
পরাশর মুনি হয় তাঁহার তনয়॥
পরাশরের দুই পুত্র পণ্ডিত প্রধান।
মহীপতি আর দিগম্বর ওঝা নাম।
মহীপতির পুত্রের নাম পশুপতি।
পরম পণ্ডিত তিঁহো বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
কুলপতি নামে হয় তাঁহার তনয়।
নারায়ণ অগ্নিহোতৃক তাঁর পুত্র হয়॥
নারায়ণের পুত্র দিবাকর ওঝা।
তাঁর পুত্র সোমাচার্য্য মহাতেজা॥
তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ, গুণার্ণব হয়।
অনিরুদ্ধ বারেন্দ্র, গুণার্ণব রাঢ়ীতে যায়॥
পরাশরের আর পুত্র দিগম্বর ওঝা।
তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ মহাতেজা॥
তাঁহার পুত্রের নাম লম্বোদর হয়।
মকরধ্বজ নামে হয় তাঁহার তনয়॥
তাঁর পুত্র মাধব আচার্য্য মহাশয়।
ভরত পাঠক নামে হয় তাঁহার তনয়॥
তাঁহার পুত্রের নাম হয় বিদ্যানন্দ।
বিদ্যানন্দের পুত্রের নাম হয় ভবানন্দ॥
ভবানন্দের পুত্র গোবিন্দ, নারায়ণ।
গোবিন্দ বারেন্দ্র, নারায়ণ রাঢ়ে চলি যান॥
নানা কুলজ্ঞের নানা মত করহ শ্রবণ।
প্রকাশ করিয়ে তাহা করিয়ে বর্ণন॥
কেহ কহে পরাশরের পুত্র দিবাকর হয়।
দিগম্বর বলি তারে কেহ কেহ কয়॥
দিবাকরের পুত্র অনিরুদ্ধ মহাশয়।
তাঁর পুত্র সুধাকর, তাঁর পুত্র বিশ্বম্ভর হয়॥

তার পুত্র লম্বোদর, তাঁর পুত্র দুর্গাবর।
তাঁর পুত্র মকরধ্বজ পণ্ডিতপ্রবর॥
মকর পুত্র মাধব আচার্য্য, আর গোপাল আচার্য্য হয়।
মাধব পুত্র ভরত পাঠক মহাশয়॥
ভরতের পুত্র বিদ্যানন্দ, আর ভবানন্দ।
বিদ্যানন্দের পুত্র ভবানী চরণ শুভানন্দ॥
নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, দেবকী নন্দন।
ইঁহারা সকলই পণ্ডিত মহোত্তম॥
ভবানন্দের পুত্র গোবিন্দ, নারায়ণ।
গোবিন্দ বারেন্দ্র, নারায়ণ রাঢ়ে যান॥

কুলরত্ন আদি গ্রন্থ করিয়া দর্শন।
কুলীনের বংশাবলী করিল বর্ণন॥
মতান্তর কুলাচার্য্য মুখে না শুনিল।
মতান্তর বলিয়া তাহাই লিখিল॥
কুলাচার্য্যগণের মতের ঐক্য নাই।
কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা জানেন গোসাঞি॥
রাঢ়ীতে সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় আটজন।
শাণ্ডিল্যে বটব্যাল, মাষচটক, কুশারি হন॥
কাশ্যপে পাকরাশি তাঁরে পর্কটী কয়।
পালধি আর শিমলায়ী জানিহ নিশ্চয়॥
বাৎস্যে শিমলাল, আর কাঞ্জারী গাঁই।
ভরদ্বাজে সাবর্ণে সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় নাই॥
বারেন্দ্র সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় আট জন।
শাণ্ডিল্য চম্পটী, আর নন্দনাবাসী হন॥
কাশ্যপে সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় করঞ্জ গাঁঞি।
বাৎস্যে ভট্টশালী, আর কামদেব কালিয়াই॥
কামকালীকে কামদেব কালিয়াই কয়।
শ্রোতাগণ এই কথা জানিহ নিশ্চয়॥
ভরদ্বাজে নাড়ুলী, যাঁরে কহে নাড়িয়াল।
আর ঝম্পটী গাঞি, তাঁরে কহে ঝামাল॥
আতীর্থ গাঞি, তাঁরে আতুর্থী কয়।
সাবর্ণে সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় কেহ নাহি হয়॥

শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এবে কহি রাঢ়ীয় সাধ্য-শ্রোত্রিয়গণ॥
শাণ্ডিল্যে কুসুম, সেয়ক, আকাশ, ঘোষলী।
বসুয়ারী, করাল, আর হয় কুলকুলী॥
কাশ্যপে আম্বুলী, তৈল-বাটী, ভুরিষ্টাল।
পুষলী, পলশায়ী, কোয়ারী, ভট্ট, মূল॥
বাৎস্যে বাপুলী-গাঞি সাধ্য হয়।
ভরদ্বাজে সাহরী গাঞি জানিহ নিশ্চয়॥
সাবর্ণে পুংসিক, নন্দী, সিয়ারী, আর সাট।
দায়ী, নায়ী, পারি, বালী, সিদ্ধল প্রকট॥
শাণ্ডিল্যে সাত, কাশ্যপে আট হয়।
বাৎস্যে এক, ভরদ্বাজে এক, সাবর্ণেতে নয়॥

শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
এবে কহি বারেন্দ্রের সাধ্য-শ্রোত্রিয় বর্ণন॥
শাণ্ডিল্যে সিহরী, বিশাখা, যাঁরে বিশী কয়।
কাশ্যপে মধুগ্রামী তাঁরে মোধাগ্রামীও বোলয়॥
বাৎস্যে কুড় মুড়িয়াল, যার কুড়ম্ব নাম পাই।
যামরুখী, ভাড়িয়াল, আর কালিয়াই গাঁই॥
ভরদ্বাজে রাই গাঁই, আর রত্নাবলী।
ওছরুখী গাঁই, যারে উচ্ছরথী বলি॥
গোস্বালম্বী গাঁই তারে গোশালাক্ষী কয়।
গোশৃগাল গোপূর্ব্বী তাঁরে কেহো ত বোলয়॥
গোছড়িয়াল গ্রামীরে কেহো গোচণ্ডী কয়।
কেহো গোচ্ছাস বলিয়া তাহারে জানয়॥

খর্জ্জুরী গাঁই তাঁরে খোর্জ্জারও কয়।
সড়িয়াল গাঁই আর জানিবা নিশ্চয় ॥
সাবর্ণ-গোত্রে সাধ্য শ্রোত্রিয় না হয়।
শ্রোতাগণ এই কথা করিবা প্রত্যয় ॥
শাণ্ডিল্যে দুই, কাশ্যপে এক, বাৎস্যে চারি জন।
ভরদ্বাজে সাত, সাবর্ণে কেহ নাহি হন ॥
রাঢ়ী শ্রেণীর কষ্ট শ্রোত্রিয় শুন শ্রোতাগণ।
কুলারি তারা গৌণ-কুলীনে গণন ॥
তার কন্যা বিয়ে কৈলে কুলীনের কুল নায় ক্ষয়।
তে কারণে তাহারা কুলের অরি হয় ॥
কষ্ট-শ্রোত্রিয় কুলের অরি কুলীনের ত্যাজ্য।
নাম কহিতেছি শ্রোতা কর সবে গ্রাহ্য ॥
শাণ্ডিল্যে দীর্ঘাঙ্গী, পারিহা, কুলভী হয়।
গড়গড়ি, কেশরী, জানিহ নিশ্চয় ॥
কাশ্যপে পোড়ারি, হড়, গুড়, পীতমুণ্ডী গাঞি।
বাৎস্যে মহিন্তা-গাই, আর পিপ্পলাই ॥
দীঘলী, চোৎখণ্ডী, আর পূর্ব্ব গাঞি।
ভরদ্বাজে রাই, ডিণ্ডী, যারে কয় ডিংসাই ॥
সাবর্ণ গোত্রে ঘণ্টাগ্রামী হয়।
ঘণ্টেশ্বরী বলি তারে কেহো কেহো কয় ॥
শাণ্ডিল্যে পাঁচ, কাশ্যপে চারি, বাৎস্যে পাঁচজন।
ভরদ্বাজে দুই, সাবর্ণে এক হন ॥
বারেন্দ্র-শ্রেণীর কষ্ট-শ্রোত্রিয় শুন শ্রোতাগণ।
কুলের অরি বলি তার গৌণে গণন ॥

তার কন্যা বিয়ে কৈলে কুলীনের কুলক্ষয়।
তে কারণে তাহারা কুলীনের ত্যাজ্য হয় ॥
মৎস্যাশী, তোড়ক, তারে কেহো তোটক কয়।
সুবর্ণ তোটক বলি কেহ বা বোলয় ॥
বেলড়ীগ্রাম আর বিল্লগ্রাম।
বিল্বকে কেহো চম্পবিল্ল, কেহো কহে চট্ট-বিল্লগ্রাম ॥
বেতগ্রামকে কেহো কালিন্দীবেত, কেহো কামেন্দ্রবেত কয়।
থুথুরীকে কেহ কেহ পুরাণ থুথুরী বোলয় ॥
তাড়োয়াল নামে আছে সুপ্রসিদ্ধ গাঁই।
শাণ্ডিল্য গোত্রে এই কয় পাই ॥
কাশ্যপে কষ্ট-শ্রোত্রিয় সুবি গাঁই হয়।
তাহারে কেহো শরগ্রাম, কেহো সর্ব্বগ্রামী কয় ॥
বালযষ্টিক, মৌহালী, কেহো মৌয়ালী কয়।
বালীহরীকে কেহ বলিহারী বোলয় ॥
কিরলীকে কেহো কিরল বোলয়।
বিষোৎকটাকে কেহো কটীগ্রামী কয় ॥
অশ্রুকোটী গ্রামী আর হয়।
পরিস্বামীকে কেহো পরেশ, কেহো সহগ্রাম বোলয় ॥
মঠগ্রাম, মধ্যগ্রাম, আর গঙ্গাগ্রাম।
বীজ কুঞ্জ, আর জানিবা বেলগ্রাম ॥
আথর্ব্বীজ গাঁই অতি সুপ্রসিদ্ধ হয়।
আথর্ব্বীজকে কেহো চম আথর্ব্বীজ কয় ॥
কাশ্যপের কষ্ট-শ্রোত্রিয় করিল গণন।
বাৎস্যের কষ্ট-শ্রোত্রিয় শুন শ্রোতাগণ ॥

শীতলীকে কেহো কেহো সীমুলী কয়।
শীতলী সীমুলী এক গ্রামের নাম হয়॥
তাম্বুড়ীকে কেহো তালুড়ী কয়।
দেবলীকে কেহো কেহো দেউলী বোলয়॥
বৎস্য, কুক্কাটী, আর শ্রুতবটী।
নিদ্রালা গাঁই, আর হয় অক্ষগ্রামটী॥
পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনীকে কেহো পৌণ্ড্রীকাক্ষী কয়।
পৌণ্ড্রকালী বলি তারে কেহো ত জানয়॥
ঘোষ গ্রামেরে কেহো চাক্ষুষ গ্রাম কয়।
লক্ষ গ্রাম বলি কেহ তাহারে জানয়॥
নাগাম্বর গ্রামেরে কেহো সাহরি কয়।
তন্দ্রকেলী গ্রামকে কালিন্দী বোলয়॥
শিবতটা গ্রামেরে চতুরানন্দী কয়।
বৈশালী গ্রামেরে ধোসালী জানয়॥
বোড় গ্রাম, আর কালীহয় গ্রাম।
এবে কহি ভরদ্বাজে কষ্ট-শ্রোত্রিয় নাম॥

গো-গ্রামী হয়, আর কাঁচুড়ী গ্রামী হয়।
কাঁচুড়ীকে কেহো কেহো কাচ্ছটীও কয়॥
নন্দ গ্রামেরে কেহো কহে নন্দী গ্রাম।
ক্ষত্র বা ক্ষেত্র গ্রামী, আর পুতী আর পিপ্পলী গ্রাম॥
শূলগ্রামীকে কেহো শৃঙ্গীগ্রামী কয়।
সিংবোহাল গ্রামীরে শিম্বিবোহাল বোলয়॥
দধিয়াল গ্রামী অতি সুপ্রসিদ্ধ হয়।
নিম্বটীকে কেহো কেহো নিথটী কয়॥
বলোৎকটাকে কেহো বালোৎকটা কয়।
কুঞ্জ গ্রামেরে কেহো শাকটী কুঞ্জ, কেহো কাঞ্চন জানয়॥
ভোগ্রামীকে কেহো সমুদ্র ভোগ্রাম কয়।
সাবর্ণ গোত্রের এবে বলি পরিচয়॥

সিঙদিয়াড় গ্রাম, আর দধি, পাকড়ী।
পাকড়ীকে কেহো কেহো বোলয়ে পিপড়ী॥
উখড়ী গ্রামীকে কেহো উন্দুড়ী কয়।
ধুকড়া গ্রামীকে কেহো ধুন্দুড়ী বোলয়॥
মেহুড়ী গ্রাম, আর নেধুড়ী গ্রাম হয়।
শৃঙ্গী, সমুদ্র আর নৈগ্রাম কয়॥
টুট্টুরী গ্রাম, আর গ্রাম পঞ্চবটী।
অতি সুপ্রসিদ্ধ হয় গ্রাম খণ্ডবটী॥
বাড় গ্রামকে কেহো তাড়োয়ার কয়।
আলম্ভ গ্রামকে কেহো যশো গ্রাম বোলয়॥
শ্বেতক গ্রামকে কেহো সেতুক বোলয়।
কলাপী গ্রামকে কেহো কপালী কয়॥
সতিলী গ্রামকে কেহো সিতলী বোলয়।
পৌণ্ড্রবর্দ্ধনীকে কেহো কেতু-পোণ্ড্র, কেহো পোণ্ড্র-কেতু কয়॥
কেহো পুণ্ডরীক বলি তাহারে জানয়।
নিথটী গ্রামীরে কেহো নিথড়ী কয়॥
শাণ্ডিল্যে সাত, কাশ্যপে চৌদ্দ জন।
বাৎস্যে ষোল, ভরদ্বাজে তের জন।
সাবর্ণেতে বিশ জন, ওহে শ্রোতাগণ।
করিল বারেন্দ্র কষ্ট-শ্রোত্রিয় নিরূপণ॥
রাজা কংসনারায়ণের হৈলে তিরোধান।
সিঙদিয়াড় আর পাকড়ী সাবর্ণে সাধ্যত্ব পান॥
সাধ্য-শ্রোত্রিয় পূর্ব্বে কষ্ট-শ্রোত্রিয় ছিল।
কুলীনে ক্রমে কন্যা দিয়া সাধ্যত্ব পাইল॥
কষ্ট-শ্রোত্রিয় বহু রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
অসৎ প্রতিগ্রহ করে অযাজ্য যাজন॥
কতি বর্ণ ব্রাহ্মণ হৈল, কেহো দেশান্তরে গেল।
যাজন পূজন পাঠকর্তা করিতে লাগিল

রাঢ়ী বারেন্দ্র বিপ্র পূজিয়া বল্লাল মহাভাগ।
কুলীন, শুদ্ধ, কষ্ট-শ্রোত্রিয় কৈলা তিন বিভাগ ॥
মর্য্যাদানুসারে নাম দিলা সর্ব্বজনে।
বল্লালী মর্য্যাদা গাঁই ব্রাহ্মণগণ ভনে ॥
এবে কহি কাপ-বংশজের বিবরণ।
যেরূপে উৎপত্তি হৈল শুনহ কারণ ॥
রাঢ়ীতে বংশজ, বারেন্দ্রেতে কাপ।
ইহার প্রতি শ্রোতাগণ কর কর্ণপাত ॥
বল্লাল সভায় নব গুণান্বিত কুলীনে গণন।
অষ্ট গুণান্বিত শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়ত্ব পান ॥
অল্প গুণান্বিত কষ্ট-শ্রোত্রিয়ে গণন।
গৌণ-কুলীন তা সভারে বলে কোন জন ॥
তাহারা কুলের অরি অব্রাহ্মণে গণ্য।
ব্রাহ্মণ সমাজে তারা হইল অমান্য ॥
অসৎ প্রতিগ্রহ, আর অযাজ্য যাজন।
করিয়া তাহারা সবে অপাংক্তেয় হন ॥
যে কুলীন তা সভার কন্যা গ্রহণ করিল।
তাঁহারা সমাজ মধ্যে অচল হইল ॥
তিন ভাগে বিভক্ত ব্রাহ্মণ বল্লাল সময়।
পরে এক নব্য দলের হইল উদয় ॥
কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের কন্যা কুলীন বিবাহ করিয়া।
সমাজের মধ্যে রহে অচল হইয়া ॥
কোন কুলীন কষ্ট-শ্রোত্রিয়ে করি কন্যা দান।
সমাজের মধ্যে তারা অপাংক্তেয় হন ॥
কষ্ট-শ্রোত্রিয়ে কুলীনে নব্য-বংশ সৃষ্টি হৈল।
তাঁ সভারে বংশজ নাম প্রদান করিল ॥
বংশজের কন্যা কুলীন করিলে গ্রহণ।
অথবা বংশজে কন্যা কৈলে সম্প্রদান ॥
সমাজে অচল হঞা পায় বংশজ খ্যাতি।
ঐছে হইল বহু বংশজের উৎপত্তি ॥
গণাই, হাড়, বিঠু, এ তিন বন্দ্যঘটী।
হাস্য গাঙ্গুলী, আর শকুনি চাটুতি ॥
অসৎ প্রতিগ্রহ আর অযাজ্য যাজন।
আর কষ্ট-শ্রোত্রিয় কন্যার পাণি পীড়ন ॥
কষ্ট-শ্রোত্রিয়ে আর করি কন্যা দান।
সমাজের মধ্যে তারা নাহি স্থান পান ॥
এই কার্য্য করিয়া তারা সমাজে অচল।
তার মধ্যে প্রবেশিল কুলীনের দল ॥
গণ কন্যা বশিষ্ঠ করিল গ্রহণ।
ঠোঠ কৈল শকুনি-সুতার পাণি-পীড়ন ॥
দায়িক, হাড়ের কন্যা বিবাহ করিল।
চক্রপাণি ও কুবের হাস্যের কন্যাদ্বয় নিল ॥
কুলভূষণ চট্ট নিল বিঠুর নন্দিনী।
সেই ছয় হৈতে হৈল বংশজ নামের ধ্বনি ॥
গড়গড়, পিপ্পলাই, ডিণ্ডী বা ডিংসাই।
মহিন্তা, পীতমুণ্ডী, আর ঘণ্টা গাঁঞি ॥
দীর্ঘাঙ্গী, পারিহা, কুলভি, পোড়ারি।
হড়, গুড়, রাইগাঁই, আর হর কেশরী ॥
দীঘলী চোৎখণ্ডী, আর পূর্ব্ব গাঁঞি।
এই সতর গাঁঞি কষ্ট-শ্রোত্রিয়ে গণাই ॥
বংশজেতে সদা করে আদান প্রদান।
তে কারণে তাঁহারাও বংশজ খ্যাতি পান ॥
দেবীবর তা সভারে পুন করে কষ্ট-শ্রোত্রিয়।
যে কুলীন বংশজ ছিল, রহে অপাংক্তেয় ॥
বংশজগণ রহু কুকার্য্যেতে রত।
কতি অগ্রদানী, কতি বর্ণ ব্রাহ্মণেতে গত ॥
কতি বা করয়ে যাজন পূজন পচন।
কতি বা দেশান্তরে করয়ে গমন ॥

শূদ্র-যজি দেব-পূজি পাচকতা করি।
কষ্ট-শ্রোত্রিয় বংশজ নানা দেশে করে বাড়ী॥
দেবীবর বংশজের যে কহিল রূপ।
শুন শ্রোতাগণ কহি তাহার স্বরূপ॥
শুদ্ধ সাধ্য শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে কুলীন বংশজ।
কষ্ট শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে কুলীন বংশজ॥
বংশজের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ।
বংশজে কন্যা দিলে কুলীন বংশজ॥
কুলীনে আদান প্রদান যে কুলীনেরে নাই।
তাহারে বংশজ মধ্যে গণন করাঞি॥
কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের কন্যা-গ্রাহী কুলীন বংশজ ছিল।
দেবীবর এই নিয়ম উঠাইয়া দিল॥
কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের কন্যা নিলে মর্য্যাদাহীন।
বড় কুলীনে কন্যা দিলে হয় পুনঃ প্রবীণ॥
শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়ে কুলীনে আদান প্রদান হইত।
তাহাতে কুলীনের কুল নাহি যাইত॥
দেবীবর এই নিয়ম রহিত করিল।
দেবীবরের মত এবে চলিতে লাগিল॥
বংশজ বিবরণ শ্রোতা করিলা শ্রবণ।
এবে কহি বারেন্দ্রের কাপের বিবরণ॥
বল্লাল সভায় কুলীন হইল নব গুণান্বিত।
অষ্ট গুণান্বিত শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ে গণিত॥
অল্প গুণান্বিত কষ্ট শ্রোত্রিয়ে গণন।
কুলীন শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের ত্যজ্য সর্ব্বক্ষণ॥
কোন কুলীন কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ কৈল।
কাপ বলিয়া তাঁরে সভে গালি দিল॥

কুকুৎসিত মাপ্নোতি অর্থে কাপ করি কয়।
লোভে কুল নষ্ট হেতু কাপ গালি হয়॥
কুলীন কষ্ট-শ্রোত্রিয়ে যে সন্তান হৈল।
কাপ নামে তাঁহারা ঘৃণিত হইল॥
কষ্ট-শ্রোত্রিয় শুদ্ধ-শ্রোত্রিয় কুলীন।
বল্লাল তিন ভাগ কৈল ব্রাহ্মণের গণ॥
বহুকাল পরে কাপের হইলেক সৃষ্টি।
যেরূপে হইল কহি কাপের শ্রীবৃদ্ধি॥
বাণীয়াটী গ্রামবাসী উদয়ন আচার্য্য।
বিরচিল ন্যায় কুসুমাঞ্জলি আদি গ্রন্থ বর্য্য॥
তাঁর প্রভাবে ভাদড়ের কৌলিন্য হৈল নাশ।
পংক্তি পূরক করি ভাদড়ে করিলা প্রকাশ॥
"আদৌ মৈত্রস্তথাভীমোরুদ্রঃ সঞ্জামিনিঃ সাধুঃ।
লাহিড়ী ভাদুড়ী চৈব ভাদড়ঃ পংক্তি-পূরকঃ॥"
উদয়ন কৈল করণ সৃষ্টি, পরিবর্ত্ত পদ্ধতি।
তাঁর পুত্র হৈতে কাপ সমাজের উৎপত্তি॥
শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়ে কুলীন যদি আদান প্রদান হৈত।
তবু কুলীনের কুলের হানি না জন্মিত॥
উদয়ন এই মতের কৈল তিরোধান।
নূতন মতের তিঁহো করিলা সংস্থান॥
কুলীনে কুলীনে হবে আদান প্রদান।
কুলীনগণ আর শ্রোত্রিয়ে কন্যা না করিবে দান॥
কুলীন কুলীনের আর শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের কন্যা
বিবাহ করিয়া কুল করিবে ধন্যা॥

কুলীনের কুলীনে করণ হয়।
পরিবর্ত্ত পদ্ধতিও কুলীনে রয়॥
কন্যাভাবে কুশময়ী গড়িবে কন্যা।
সম্প্রদান করি কুল করিবে ধন্যা॥
কুলীন বরের কপালে শ্রোত্রিয়ের ফোটা
দান।
ইহাই তাঁহাদের করণ স্থান॥
শ্রোত্রিয় কুলীনে কন্যা করিবে অর্পণ।
তাহাতে শ্রোত্রিয়ের সম্মান বর্দ্ধন॥
কাপে কাপে দায়ের করণ।
তাহাতে কাপ সম্মানী হন॥
কুলীন শ্রোত্রিয়ে কন্যা করিলে অর্পণ।
কুল যাবে হবে তিহো শ্রোত্রিয়ে গণন॥
কুলীন যদি কাপের সহিত করয়ে করণ।
কুল যাবে হবে তিহো কাপেতে গণন॥
কুলীন যদি কাপে কন্যা করে সম্প্রদান।
অথবা কাপের কন্যা করয়ে গ্রহণ॥
কুল যাবে কাপ হবে সমাজে অচল।
অতি কঠিন আর এক নিয়ম করিল প্রবল॥
কাপ সহ শয়ন ভোজনাদি সঙ্গ।
করিলে কুলীনের কুল হবে ভঙ্গ॥
উদয়ন এই নিয়ম করিল প্রচার।
পরিবর্ত্ত করণার্থ আগে করিব বিস্তার॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
ভাদড়ের কুল নাশ কহি কাপের বিবরণ॥
উদয়ন আচার্য্য ভাদুড়ীর দুই পত্নী হয়।
বৃদ্ধা হইয়াও জ্যেষ্ঠা বিলাসিনী রয়॥
উদয়ন বোলে প্রিয়ে একী ব্যবহার।
বৃদ্ধা হইয়াও বিলাস না গেল তোমার॥
মাথার খোপায় পুষ্প, দেখি গলে পুষ্পমালা।
তোর ব্যবহারে মোর বড় হয় জ্বালা॥
জ্যেষ্ঠা পত্নী বোলে নাথ তুমি যতদিন।
রহিবে জীবিত না হবে বিলাস ক্ষীণ॥
উদয়ন বোলে কনিষ্ঠা পত্নী বড়ই সুধীরা
ইষ্টদেব আরাধনায় সদা মাতোয়ারা॥
তাঁর বিলাসিতা একেবারে কিছু নাই।
তাঁর মত তোরে যেন দেখিবারে পাই॥
অন্যথা করিলে তোমায় অবশ্য বর্জ্জিব।
অদ্যাবধি প্রিয়ে তুমি সাবধান হব॥
কিছুদিন পরে দেখে উদয়ন আচার্য্য।
জ্যেষ্ঠা পত্নী সেইরূপ বিলাসিনী বর্য্য॥
খোপায় চাঁপার মালা অতি মনোহর।
গলে শোভে বেল বকুল গুঞ্জরে ভ্রমর॥
উদয়ন আচার্য্য ক্রোধে বোলে পাপীয়সী।
বিলাস না গেল তোর হঞা বর্ষীয়সী॥
এত বলি জ্যেষ্ঠা পত্নীরে ত্যাগ কৈল।
তাঁর ছয় পুত্র তাঁর সঙ্গেতে রহিল॥
ভূপতি, ভবানীপতি আদি পুত্রগণে।
মাতারে ত্যাগিতে সদা বোলে উদয়নে॥
পুত্রগণ বোলে পিতা ইহা না পারিব।
মাতারে লইয়া মোরা দেশান্তরী হব॥
ক্রোধে উদয়ন বোলে অরে পুত্রগণ
পিতৃবাক্য অনায়াসে করিলি লঙ্ঘন॥
এই কুকার্য্যে তোরা কাপে হইলি গণ্য।
কুল গেল তো সবার হইলি অধন্য॥
শুনি পুত্রগণ পড়ে পিতার চরণে।
অনুগ্রহ করি পিতা বলিল বচনে॥
অদ্যাবধি তো সভার কৌলান্যাবসান।
করণ বিধি তো সভারে করিনু প্রদান॥

যে কুলীন তোমাদের সংসর্গ করিবে।
তাহারাও কাপ মধ্যে গণ্য হঞা যাবে॥
পিতার নিগ্রহ দেখিয়া পুত্রগণ।
স্বতন্ত্র হইয়া কৈল দলের বন্ধন॥
আপনাকে কুলীন ভাবি করণ আরম্ভিল।
অনেক কুলীন আসি তাহাতে মিলিল॥
আনন্দ ভাদড় ছিল তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
সেই অবধি ভাদড়ের কুল হৈল নষ্ট॥
আনন্দ উদয়ন পুত্রের হইল সহায়।
তাহাতেই ভাদড়ের কুল-মর্য্যাদা যায়॥
কাপ সঙ্গে একত্র শয়ন ভোজন।
সেই অপরাধে ভাদড় নিকুল হন॥
অন্য যে যে কুলীন সেই সঙ্গে ছিল।
ভাদড়ের মত সব নিকুল হইল॥
তাহারা সকলে মিলি করণ করিল।
কাপ মধ্যে সকলেই গণ্য হঞা গেল॥
কুলীন সমাজ তার সঙ্গে নাহি খায়।
মনে মনে ভাদড় করে হায় হায়॥
নিরুপায় হঞা ভাদড় যায় উদয়ন কাছে।
ভাদড়-পংক্তিপূরক হৈল কুলীন সমাজে॥
ভাদড় লঞা উদয়ন পংক্তি-ভোজন কৈল।
ভাদড়পংক্তিপূরক আখ্যা তাহাতেই হৈল॥
সমাজে চল হৈল ভাদড়, উদয়ন কৃপায়।
কুল মর্য্যাদা গেল আর ফিরিয়া না পায়॥
উদয়ন আচার্য্য ভাদুড়ী মহাশয়।
কুলীনের দোষ গুণ বিচার করয়॥
দোষ গুণ দেখি সম থাক করি পরে।
আট ভাগে কুলীনগণেরে বিভাগ করে॥
উদয়নের কনিষ্ঠা পত্নী বড়ই সুশীলা।
পশুপতি নামে পুত্ররত্ন প্রসবিলা॥
পিতৃব্যের হৈই সেই কুলীন প্রধান।
পিতৃ-তুল্য বিদ্যা তাঁর বড় বুদ্ধিমান॥
ভূপতি আদি জ্যেষ্ঠাপত্নীর পুত্রগণ।
কাপ হঞা কুলীন সমাজে অপাংক্তেয় হন॥
পশুপতির পুত্র ঘগাই পণ্ডিত বড় হয়।
আঘাতে কাপ অবসাদে কৈল আট পটীর নির্ণয়।
সমাজ বিরুদ্ধ আর ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কাজে।
না করিলেও সন্দেহ যাঁর প্রতি বাজে॥
সেই সমাজের স্থানে দণ্ডনীয় হয়।
সেই দণ্ড আঘাত অবসাদ কুলজ্ঞে কয়॥
গুরুদণ্ড আঘাত লঘু অবসাদ।
অবসাদে কুলীনের মাত্র নিন্দাবাদ॥
আঘাতে কুলের হানি কাপ মধ্যে গণ্য।
কাপ সংসর্গে অনেক কুলীন হইল অমান্য॥
এইরূপে কিছুকাল অতীত ক্রমে হয়।
ধেয়ী বাগছী, মধু মৈত্রের হইল উদয়॥
মধু মৈত্রের প্রথম পত্নীর পুত্র যত ছিল।
পিতৃ-শাপে তাঁহারা কাপ হইয়া গেল॥
তাঁহারা করিল বহু কুলীনের কুল নাশ।
কৈল কংস নারায়ণ কাপের মান প্রকাশ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যবে হৈল আবির্ভাব।
সে সময়ে রাজা কংসনারায়ণের প্রভাব॥
এ সব বৃত্তান্ত এবে শুন শ্রোতাগণ।
যৈছে কাপগণের হৈল উন্নতি সাধন॥
ব্রাহ্মণবালা গ্রামবাসী শুকদেব আচার্য্য।
শান্তিপুরে বাস করে সেই বিপ্র বর্য্য॥
শান্তিপুরে তাঁর পিতৃ-শ্রাদ্ধে বড় ভোজ দিল।
নানাস্থানের কুলীন শ্রোত্রিয় তথি আসিল॥

শান্তিপুরবাসী নরসিংহ নাড়িয়াল।
সেই ভোজে বিলম্বে আসি উপস্থিত হৈল ॥
ব্রাহ্মণের নিয়ম আছে নিমন্ত্রিতগণ।
সকলে আগত হৈলে করয়ে ভোজন ॥
কিন্তু সেই দিনে ঘটনা হৈল বিপরীত।
ভোজনে বসিলা সভে হঞা একত্রিত ॥
নরসিংহ নাড়িয়ালের অপেক্ষা না কৈলা।
আসিয়া নরসিংহ নাড়ুলী কারণ জিজ্ঞাসিলা ॥
সভে বোলে বড় ঘরে নাহি কন্যা দান।
তে কারণে তোমারে করি হেয় জ্ঞান ॥
মধু মৈত্রে যদি কন্যা সমর্পিতে পার।
আমরা মিলিয়া পূজা করিব তোমার ॥
নরসিংহ নাড়িয়াল পাঞা অপমান।
শীঘ্র করি নিজ স্থানে করিলা পয়ান ॥
দরিদ্র বিপ্র সেই নৃসিংহ পণ্ডিত।
বড় ঘরে কন্যা দান সর্ব্বদা চিন্তিত ॥
বড় ঘরে কন্যা দিতে অর্থের প্রয়োজন।
কৈছে মোর এই কার্য্য হইবে সাধন ॥
দৈবে শ্রীহট্ট হৈতে শ্রীগণেশ রাজা।
নরসিংহ নাড়িয়ালে করিলেক পূজা ॥
রাজার সঙ্গে হইল কথোপকথন।
নৃসিংহের মনোভাব রাজা করিল গ্রহণ ॥
রাজা বোলে মন্ত্রিত্ব-পদ গ্রহণ কর তুমি।
বিবাহের ব্যয় যত সব দিব আমি ॥
নরসিংহ মন্ত্রিত্ব-পদ গ্রহণ করিল।
বিবাহের ব্যয় যত সব রাজা দিল ॥
ধনরত্ন পাইয়া নরসিংহ মহামতি।
স্ত্রী-পুত্র কন্যাদ্বয় লইয়া সংহতি ॥
নৌকায় চড়িয়া মাঝ গ্রামে চলি গেল।
যথি মধু মৈত্রের বসতি আছিল ॥
মধু মৈত্র প্রাতঃসন্ধ্যা তর্পণেতে আছে
দ্রুতগতি নরসিংহ গেল তাঁর কাছে ॥
নরসিংহ বোলে মৈত্র শুন এক কথা।
বিপদে পড়েছি বড় তুমি হও ত্রাতা ॥
ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা কর মহাশয়।
নহিলে ত্যজিব প্রাণ করিলু নিশ্চয় ॥
মৈত্র বোলে মহাশয় যদি সাধ্য হয়।
তব উপকার আমি করিব নিশ্চয় ॥
নরসিংহ বোলে মৈত্র তুমি মহামতি।
মোর সঙ্গে চল মোর নৌকা আছে যতি ॥
এত বোলি মধু মৈত্রে নৌকায় লঞা গেল।
রূপবতী দুই কন্যা নিকটে আনিল ॥
এই কন্যাদ্বয়ের পাণি করহ গ্রহণ।
এই ধনরত্ন যৌতুক করিল অর্পণ ॥
মৈত্র বলে বড় ঘরে কন্যা দান নাই।
তোমার কন্যার পাণি গ্রহণ করিতে ডরাই ॥
নরসিংহ বোলে যদি কন্যা নাহি লও।
সবংশে মরিব তুমি ব্রহ্মঘাতী হও ॥
সবংশে নদীর গর্ভে ত্যজিব জীবন।
নিশ্চয় জানিহ মৈত্র মোর এই পণ ॥
নরসিংহের বাক্য মৈত্র যখন শুনিল।
মস্তকের মধ্যে যেন বজ্রাঘাত হৈল ॥
ব্রহ্ম-বধ স্ত্রী-বধ একী বিষম দায়।
দেখি মধু মৈত্র বড় করে হায় হায় ॥
বিভা কৈলে নিন্দা হবে কুলীন সমাজে।
না করিলে মহাপাতক আমাতেই বাজে ॥
পাতক হইতে বিবাহ দোষ নয়।
যত্তব তত্তব বিভা করিব নিশ্চয় ॥

এত চিন্তি নরসিংহে আশ্বস্ত করিলা।
দিন দেখি দুই কন্যার পাণিগ্রহণ কৈলা॥
ইহা দেখি মধু মৈত্রের পূর্ব্ব পুত্রগণ।
পিতারে করিল সমাজ হইতে বর্জ্জন॥
মধু মৈত্রী ধেয়ী বাগছীর শরণাগত হৈল।
তিঁহো প্রথম তাঁহারে উপেক্ষা করিল॥
উপেক্ষার কারণ এবে শুন শ্রোতাগণ।
প্রকাশ করিয়া তাহা করিয়ে বর্ণন॥
মধু মৈত্র ধেয়ী বাগছী বড় দুই কুলীন।
কোন কারণে বিবাদ হইল প্রবীণ॥
মধু শালক, ধেয়ী ভগ্নীপতি হয়।
ধেয়ীর এক নিমন্ত্রণে মধু নাহি খায়॥
ধেয়ী বোলে শুন মধু আমার এই পণ।
তোমারে পান্থাভাত করাব ভক্ষণ॥
সেই সময় ধেয়ীর ক্ষমতা ছিল ভারী।
কুলীন সমাজ প্রায় ছিল আজ্ঞাকারী॥
কতক কুলীন মধু মৈত্রের পক্ষে ছিল।
নাড়ুলী কন্যা বিবাহে তাঁরা রুষ্ট হৈল॥
মধুর পুত্রগণ সেই সব ব্রাহ্মণ নিয়া।
ধেয়ীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন গিয়া॥
সব ব্রাহ্মণ-গণ মধু মৈত্রেরে ছাড়িল।
সমাজচ্যুত মধু মৈত্র এক ঘরিয়া হৈল॥
মধু, ধেয়ী বাগছীরে লিখে পত্র।
সমাজের মধ্যে আমি অচল সর্ব্বত্র॥
তুমি মোর মান রক্ষা কর মহাশয়।
তোমার শরণাগত জানিহ নিশ্চয়॥
পত্রেতে মধুর কোন ফল না জন্মিল।
ধেয়ীর বাড়ী গিয়া মধু আহার করিল॥
সেই সময়ে ধেয়ী বাগছী স্থানান্তরে ছিল।
ভগ্নীরে কহি মধু বাড়ী চলি গেল॥
ক্রমে ক্রমে কিছুদিন হইলেক গত।
মধুর পিতৃ-শ্রাদ্ধ দিন হইল উপস্থিত॥
মধু মৈত্র ধেয়ী বাগছীকে নিমন্ত্রণ করিতে
ধেয়ীর বাড়ীতে গিয়া হৈল উপনীতে॥
মধু বোলে বাগছী নিমন্ত্রণ করহ গ্রহণ।
পৌরোহিত্য করিবে শ্রাদ্ধে মোর নিবেদন
যদি তুমি বাক্য মোর গ্রাহ্য না করিব।
শ্রাদ্ধ না করিব আমি পরাণ ত্যজিব॥
সে সময়ে ধেয়ী বাগছীর ক্ষমতা ছিল ভারি
কুলীন সমাজ তাঁর ছিল আজ্ঞাকারী॥
ধেয়ী বাগছীর পত্নী আসি বোলয়ে তখন।
পিতৃ-শ্রাদ্ধ করাইয়া ভ্রাতার রক্ষা কর মান
বহুক্ষণ চিন্তি ধেয়ী বাগছী মহাশয়।
মধু মৈত্রে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করয়॥
ধেয়ী বাগছী প্রধান প্রধান কুলীন
শ্রোত্রিয় লঞা
মধুর পিতৃ-শ্রাদ্ধে গেল নিমন্ত্রিত হঞা॥
মধু মৈত্রের পুত্রগণ বাড়ীতে বেড়া দিয়া।
অবস্থিতি করিতেছে স্বতন্ত্র হইয়া॥
ধেয়ী বাগছী গণ্য মান্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন।
মধু মৈত্রের পুত্রগণে কৈলা আনয়ন॥
পিতার অনুগত হৈতে কৈলা অনুরোধ।
না শুনিল বাগছীর কথা বাগছী কৈল
ক্রোধ॥
কুলীনাদি যত ব্রাহ্মণ ছিলা উপস্থিত।
সভে বোলে মধুর পুত্রগণ হৈল পতিত॥
পিতার সনে বিরোধ করি কুকার্য্য করিল।
কাপ করা কার্য্যে তারা কাপ হঞা গেল॥
আনাই অর্জ্জুনাদি পূর্ব্ব পত্নীর পুত্রগণ।
ত্যজ্য পুত্র হঞা কাপে হইল গণন॥

কুলহীন হৈল তারা নিজ কর্ম্ম দোষে।
অপাংক্তেয় হঞা উন্নত হইলেক শেষে॥
মধু মৈত্রের শেষ পত্নীর পুত্র নাড়ুলী দৌহিত্র।
মৈত্র বংশে হইলেন পরম পবিত্র॥
রঙ্ক, আনন্দ, নন্দাদি পুত্রগণ।
নাড়ুলী দৌহিত্র তারা কুলীন প্রধান॥
কাপগণ অপাংক্তেয় অস্পৃশ্য হইল।
তাঁর সংসর্গ কুলীন শ্রোত্রিয় কেহ না করিল॥
সভ কাপগণ তবে যুকুতি করিলা।
নানা উপায়ে কুলীনের কুল নাশিতে লাগিলা॥
ধেন্নী বাগছী, মধু মৈত্রের অদর্শন হৈল।
সমাজের আটা আটি ক্রমশঃ বাড়িল॥
সমাজের বাঁধা বাঁধি কৈল সর্ব্বনাশ।
সহজ উপায়ে কুলীনের কুল হৈল নাশ॥
কাপের অন্ন খাইয়া কাহারো কুল যায়।
কাপের ঘাটে স্নান করিয়া করো কুল ক্ষয়॥
কাপের জল ছিটায় কারো কুল হয় হীন।
কাপ স্পর্শ করি কারো কুল হয় ক্ষীণ॥
সৎ শ্রোত্রিয় কাপে কন্যা দিতে নাহি চায়।
তে কারণেও কাপের দৌরাত্ম্য বাড়ী যায়॥
তাহেরপুরের জমীদার রাজা কংস-নারায়ণ।
শুদ্ধ,শ্রোত্রিয় বংশ্য নায়ক শ্রোত্রিয় হন॥
কুলীন কুলজ্ঞগণ তাঁর কাছে গেল।
সহজ উপায়ে কুল নাশ কহিতে লাগিল॥
কুলীন শ্রোত্রিয় আর কুলজ্ঞগণ।
পরামর্শ করি উপায় কৈল নিরূপণ॥

কাপের কন্যা গ্রহণ কৈলে কাপে কন্যা দিলে।
কুলীনের কুল ভঙ্গ, নিয়ম হইলে॥
কুল ক্রিয়ায় করণ কুলীনের প্রধান অঙ্গ।
কাপের সহিত করণ কৈলে কুলীনের কুল ভঙ্গ॥
শ্রোত্রিয় স্পর্শমণি হয় গঙ্গা সম।
কাপে বিয়া দিয়া তাঁরা থাকিবে সর্ব্বোত্তম॥
শ্রোত্রিয়গণ কাপে কুলীনে কন্যা দিবে।
কুলীনের পরে কাপ আসন পাইবে॥
কাপের সহিত একত্র শয়ন ভোজন।
করিলে কৌলীন্য নাশ না হবে কখন॥
তাহেরপুরের রাজা কংস-নারায়ণ।
দুই কন্যা কাপে করিলা অর্পণ॥
প্রথম কন্যা বঙ্গ সান্যালের পুত্রে দিল।
দ্বিতীয় কন্যা ডাওর মাঝি সান্যালের পুত্রে সমর্পিল।
এই দুই বিভায় কাপ কুলীনের একত্র ভোজন
ঐছে কাপগণের হৈল উন্নতি সাধন॥
মুখ্যকর্ত্তা কুলীন, গৌণকর্ত্তা কাপ।
রাজার চেষ্টায় কাপ কুলীনের গেল বিসম্বাদ॥
কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্যা করিলে গ্রহণ।
কৌলীন্য নাশ না হবে, হবে নিন্দার ভাজন॥
প্রসিদ্ধ কুলীনে পুনঃ করি কন্যা দান।
পূর্ব্ববৎ পাইবেন কুলের সম্মান॥
উদয়ন ভাদুড়ীর কিছু নিয়ম করিয়া লঙ্ঘন।
নূতন নিয়ম করিলেন রাজা কংস-নারায়ণ॥

এই নিয়মে চলে যত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
অদ্যাবধি নিয়ম, না লঙ্ঘে কোনজন ॥
করণ বিবরণে নিয়ম করিব বিস্তর।
শ্রোতাগণ এই কথা জানিবা নির্দ্ধার ॥

শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
মেল, পটীর নাম এবে করিয়ে কীর্ত্তন ॥
রাঢ়ীর মেল, আর বারেন্দ্রের পটী।
দোষ অনুসারে হয় কুলের পরিপাটী ॥
রাঢ়ীর ছয়ত্রিশ মেল করিয়ে বর্ণন।
কুলিয়া, বল্লভ, খড়দহ হন ॥
সর্ব্বানন্দী, সুরাই, আর পণ্ডিত রত্নী।
বাঙ্গাল পাসমেল, আর বিজয় পণ্ডিতি ॥
গোপাল ঘটকী মেল, আর বিদ্যাধরী।
ছয়া নরেন্দ্রী, আর আচার্য্য শেখরী ॥
চাঁদাই, মাধাই মেল, আর পারিহালী।
শ্রীরঙ্গভট্টি মেল হরি মজুমদারী ॥
কাকুৎস্থী মেল, আর মালাধর খানি।
শ্রীবর্দ্ধিনী মেল, আর মেল প্রমোদিনী ॥
শুভরাজ খানি মেল, দশরথ ঘটকী।
নড়িয়া মেল, রায় মেল, ভৈরব ঘটকী ॥
দোহাটা, ছয়ী মেল, আর ধরাধরী।
চট্টরাঘবী, আচম্বিতা, আর হয় বালী ॥
শুদ্ধ সর্ব্বানন্দী মেল, রাঘব ঘোষালী।
সদানন্দ খানি আর চন্দ্রশেখরী ॥
চন্দ্রশেখরীর আর নাম হয় চন্দ্রপতি।
রাঢ়ী কুলীন-গণের এই ছয়ত্রিশ মেলে স্থিতি ॥

বারেন্দ্রের পটী এবে করিয়ে বর্ণন।
নিরাবিল, ভুষণা, রোহিলা হন ॥
ভবানীশ্বর, বেণী, আর আলে খানি।
জোনালী পটী, আর পটী কুতুব খানি ॥
বারেন্দ্র কুলীনগণ আট পটীতে রয়।
ওহে শ্রোতাগণ দিল পটীর পরিচয় ॥
ওহে শ্রোতাগণ তোমরা সভে মহাভাগ।
প্রসঙ্গ পাঞা কৈল রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ ॥

শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা একমন।
রাঢ়ীর পরিবর্ত্ত কহি বারেন্দ্রের করণ ॥
চাটুতি, পুতিতুণ্ড, ঘোষাল, বন্দ্যঘটী।
কাঞ্জিলাল, গাঙ্গুলী, নন্দলাল মুখুটী ॥
কুন্দকুলে কুকার্য্য বহুত আছিল।
তা সবারে দেবীবর নিষ্কুল করিল ॥
অসৎপ্রতিগ্রহ আর অযাজ্য যাজন।
আর কষ্ট, শ্রোত্রিয় কন্যার পাণিপীড়ন ॥
বংশজেতে সদা ছিল আদান প্রদান।
এই সব কারণে কুন্দের কুলীনত্ব যান ॥
দেবীর সভায় কুন্দের কৌলীন্য মর্য্যাদা যায়।
সাত ঘরের কুল রহে দেবীর সভায় ॥
কুলীনের দোষ সব করিয়া সংগ্রহ।
দোষ দেখি মর্য্যাদা দিল করিয়া আগ্রহ ॥
দোষের মিলন মেলে সম থাক করিল।
দোষানুসারে ছয়ত্রিশ মেল কুলীন বিভাগ কৈল ॥
সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতি হৈতে জগতের সৃষ্টি।
মুখুটী হইতে তৈছে মেলের উৎপত্তি ॥
যোগেশ্বর মুখুটী মেলের মূল প্রকৃতি হয়।
দেবীবর তারে দিয়া মেল সৃষ্টি করয় ॥
দেবীর কৌশলে যত মুখুটীর গণ।
দোষ গুণের বোঝা করিল গ্রহণ ॥

দোষ করি, দোষ গুণের আধার মুখুটী হইল।
দেবীবর মুখুটীরে প্রকৃতি কহিল॥
চাটুত্তি, পুত্তিতুণ্ড, আর ঘোষাল।
বন্দ্যঘটী, আর গাঙ্গুলী কাঞ্জিলাল॥
পরে তারা দোষ গুণের ভার গ্রহণ কৈল।
দোষ গুণের আধেয় তাহারা হইল॥
মুখুটীর দোষ গুণে তারা দোষ গুণের ভাগী।
এ কারণে দেবীবর তা সবারে কহে পাল্টী॥
যাহাতে উৎপত্তি দোষের সে প্রকৃতি হয়।
সেই দোষ যারে আশ্রয় করে তারে পাল্টী কয়॥
রাম দোষ করে বলি রাম প্রকৃতি হয়।
রাম সংশ্রবে শ্যাম দোষী, শ্যামে পাল্টী কয়॥
পাল্টী প্রকৃতিতে হবে আদান প্রদান।
দেবীবর এই নিয়মের করিলা বিধান॥
প্রকৃতিগণ পাল্টী ছয় ঘরের কন্যা নিবে।
পাল্টীগণ প্রকৃতির কন্যা গ্রহণ করিবে॥
কুলীন কন্যার গর্ত্তজাত কুলীন কন্যাগণ।
তাহাদের বিবাহ আর না হবে কখন॥
এই নিয়মে কুলীনে কুল মর্য্যাদা রয়।
অন্যথা করিলে পাল্টী প্রকৃতি ভঙ্গ হয়॥
পাল্টী প্রকৃতি ভঙ্গ হৈলে কুল নাহি থাকে।
কুলাচার্য্য-গণ তারে বংশজ বলি ডাকে॥
কেবল আদানে কিম্বা কেবল প্রদানে।
কুলীনত্ব না থাকিবে দেবীবর ভনে॥
পরিবর্ত্ত নিয়মে আদান প্রদান হবে।
অন্যথা করিলে কুল মর্য্যাদা যাবে॥

প্রকৃতি ছাড়িয়া কেবল পাল্টীগণ।
পরিবর্ত্তে পরস্পর কৈলে আদান প্রদান॥
তাহাতে কুলীনের কুল মর্য্যাদা যাবে।
বংশজের মধ্যে তারা গণিত হইবে॥
আদান প্রদান যে কুলীনের না থাকিবে।
তারাও বংশজ মধ্যে গণিত হইবে॥
কুলীন বংশজে কিম্বা শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে।
কুলীন বংশজ হবে আর বংশজের কন্যা নিলে॥
সাত পুরুষ পর্য্যন্ত বংশজের অল্প মান রয়।
তারপর বংশজ অতি হেয় হয়॥
বংশজ উচ্ছিষ্ট হাড়ী কুলীনের ত্যাজ্য।
কুকার্য্যে লিপ্ত বহু ছাড়িয়া সৎকার্য্য॥
সৎ শ্রোত্রিয় বংশজে কন্যা দিতে নাহি চায়।
দিলেও শ্রোত্রিয়ের মর্য্যাদা না যায়॥
শ্রোত্রিয় কুলীনের আর বংশজের কন্যা।
বিবাহ করিতে পারে আর শ্রোত্রিয়ের কন্যা॥
শ্রোত্রিয় পবিত্র অতি হয় গঙ্গাজল।
বংশজ পবিত্র করিতে ধরে মহাবল॥
শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিয়া অনেক বংশজ।
দেবীর কৃপায় শ্রোত্রিয় হৈল সব॥
নাঁধার বাড়ুরী বংশজ আছিল।
তাঁহারা মাষচটক শ্রোত্রিয় হৈল॥
সুন্দরামল্ল বাড়ুরী বংশজ আছিল।
তার মধ্যে কতক বটব্যাল শ্রোত্রিয় হৈল॥
অনেক বংশজ শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিয়া।
সমাজে উঠিতে চায় শ্রোত্রিয় হইয়া॥
তাহাতে সমাজে বড় গোলযোগ হৈল।
দেবীবর এই নিয়ম রহিত করিল॥

অসৎ প্রতিগ্রহ আর অযাজ্য যাজন।
বংশজের মধ্যে ইহা বহু প্রচলন॥
বহু বংশজ নানা দেশে করিয়া গমন।
যাজন পূজন আর করয়ে পচন॥
শূদ্র যজি, দেবপূজি, পাচকতা করি।
নানা দেশে বংশজগণ করিলেন বাড়ী॥
দেবীর তাড়িত কষ্ট-শ্রোত্রিয়, আর বহু বংশজের গণ।
নানা দেশে করে গিয়া শূদ্রাদি যাজন॥
দেব-পূজা করে, আর করে পাচকতা।
ঐছে বংশজের হৈল অতীব হীনতা॥
অনেক বংশজ শিল্প-কার্য্যে মন দিল।
গোয়াল,কুমার,যুগী,তাতীর পেসা আরম্ভিল॥
কষ্ট-শ্রোত্রিয় আর বংশজের গণ।
তার মধ্যে বহু হৈল বর্ণের ব্রাহ্মণ॥
বল্লাল সময়ে বহু অগ্রদানী হৈল।
পরেও বহু বংশজ তাহাতে মিলিল॥
ব্রাহ্মণ সমাজে তারা নিন্দার ভাজন।
পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা শুন শ্রোতাগণ॥
পরিবর্ত্ত অর্থ বদল, কহি তার বিশেষ।
করহ শ্রোতাগণ তাহে মন-নিবেশ॥
একের ভগ্নী অন্যের কন্যা পরস্পর নিলে।
ইহাকে পরিবর্ত্ত কহয়ে সকলে॥
রামের ভগ্নী শ্যাম করিল গ্রহণ।
শ্যামের অন্যপক্ষের কন্যা রাম যদি লন॥
তাহাকেই কয় পরিবর্ত্ত রীতি।
বিশেষ করিয়া কহি তাহার পদ্ধতি॥
জামাতার পিসী ভগ্নী, শ্বশুর বা শ্যালায়।
বিবাহ করিলে মুখ্য পরিবর্ত্ত হয়॥

জামাতার পিসী, ভগ্নী, সম্ভব না হইলে।
অন্য পক্ষের কন্যা, শ্বশুর শ্যালায় নিলে॥
ইহাও মুখ্য-পরিবর্ত্তে গণ্য হয়।
গৌণ-পরিবর্ত্ত শুন শ্রোতা মহাশয়॥
জামাতার পিসী, ভগ্নী, অন্যপক্ষের কন্যা।
না থাকিলে, খুড়তাত জ্যেষ্ঠতাতের কন্যা॥
শ্বশুর বা শ্যালায় বিবাহ করিলে।
গৌণ-পরিবর্ত্ত তাহা কুলাচার্য্য বলে॥
ইহাও যদি কভু সম্ভব না হয়।
তবে সেই কুলীনের কুল যায় ক্ষয়॥
বংশজের মধ্যে তিঁহো গণ্য হয়।
শ্রোতাগণ এই কথা জানিবা নিশ্চয়॥
জামাতাও, শ্বশুরের ভগ্নী, তাঁর খুড়তাত ভগ্নী।
শ্বশুরের পিসী, তার জ্যেষ্ঠতাত ভগ্নী॥
আর শ্যালকের খুড়তাত জ্যেষ্ঠতাতের কন্যা।
বিবাহ করিতে পারে,আর শ্যালকের কন্যা॥
ইহাও পরিবর্ত্ত মধ্যে গণ্য হয়।
এবে পরিবর্ত্তের শুন সম্বন্ধ নির্ণয়॥
পরস্পর জামাতা, শ্বশুর,পরস্পর ভগ্নীপতি।
কেহ বা শ্বশুর হয়, কেহ ভগ্নীপতি॥
কেহ বা জামাতা, কেহ পিসীর পতি।
রাঢ়ী-শ্রেণীর এই পরিবর্ত্ত রীতি।
পিসী, ভগ্নী, কন্যার যদি সম্ভব না হয়।
পরিবর্ত্তের অভাবে কুলীনের কুল ক্ষয়॥
পরিবর্ত্ত না হইলে কুল নাহি থাকে।
পরিবর্ত্তহীন কুলীনে বংশজ বলি ডাকে॥
পাল্‌টী প্রকৃতিতে পরিবর্ত্ত হয়।
পাল্‌টী প্রকৃতি ভিন্ন কুল নাহি রয়।

সমান কুলভাব, আর সমান দান গ্রহণ।
সমান উভয় বংশ, সপর্য্যায় তার নাম॥
সমান কুলভাবের অর্থ সমান কুলত্ব।
দুই কুলে সমান দোষ না আছয়ে ভিন্নত্ব॥
পরস্পর সপর্য্যায়ে দান গ্রহণ উত্তম।
কন্যাভাবে কুশময়ী কন্যার দান গ্রহণ॥
অথবা ঘটকাগ্রে পরস্পর কহে।
"কন্যার আদান প্রদান করিনু" ইহাতে কুল রহে॥
সপর্য্যায়ে দান গ্রহণ উত্তম বলি কয়।
এই নিয়মে রক্ষা করা সুকঠিন হয়॥
সমান কুল রাখিতে হৈলে বরের বন্দোবস্ত।
কুল কর্ত্তা বর দিতে হইলেন ব্যস্ত॥
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে অধিকারী যারা।
কন্যাদান করিতে অধিকারী তারা॥
তারাই কুল-কর্ত্তা কুলাচার্য্যে কয়॥
কন্যার আদান প্রদানে তার কৃতিত্ব লাভ হয়॥
কৃতীত্ব লাভ হৈলে বর দিতে অধিকার।
কৃতী কুল-কর্ত্তার সম্মান অপার॥
পর্য্যায় সমান রাখিবার জন্য কুল-কর্ত্তাগণ।
পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতৃ-পুত্রকে করে বরদান॥
তাহাতে আর্ত্তি, ক্ষেম্য, উচিত, তিন বিভাগ।
অর্থ বলিতেছি শুন লভ্য আর এক ভাগ॥
বর অর্থ অনুমতি কহি তার সূত্র।
কুল-কর্ত্তার পুত্র, পৌত্র কিম্বা ভ্রাতৃ-পুত্র॥
তা সবারে কুল-কর্ত্তা কহে "তোরা মোর সমান"।
তোরা আদান প্রদান করো, না ভাবিহ আন॥
পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতৃ-পুত্র কুল-কর্ত্তার এই বরে।
কন্যার আদান প্রদানে তারা সামর্থ্য ধরে॥
বর পাঞা তারা কুল-কর্ত্তা তুল্য হয়।
দোষ গুণ যত সব কুল-কর্ত্তার রয়॥
দোষ গুণ যত পুত্র পৌত্রাদির নহে।
কুল-কর্ত্তার কুল বলি কুল-কর্ত্তায় রহে॥
আদানে প্রদানের দোষ গুণ তারা নাহি পায়।
বরের এই গুণ কুলাচার্য্য সবারে জানায়॥
এইত বরের অর্থ করিনু বর্ণন।
আর্ত্তি শব্দের অর্থ এবে শুন শ্রোতাগণ॥
কুল কর্ত্তা অনুমতি করিলে প্রদান।
পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতৃ পুত্র করিবে কন্যা দান॥
কুল-কর্ত্তার বরে, পিসী, ভগ্নী, কন্যা, ভ্রাতৃকন্যা।
সম্প্রদান করিলে কুল হইবে ধন্যা॥
"পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যা ভ্রাতা বানুমতঃ পিতু" রিত্যাদি।
পিতার কর্ত্তব্য কার্য্য তাঁর লঞা অনুমতি।
করিলে তাহা পিতৃ-কার্য্য মধ্যে গতি॥
পিতার কার্য্য বলি ইহা পিতৃস্থানীয় হয়।
পুত্রে করিলেহ তাহা পুত্র-স্থানীয় নয়॥
এই দান কুলকর্ত্তার দান মধ্যে গণ্য।
ইহা আর্ত্তি, শিরোভূষা, পিতৃ-স্থান মান্য॥
আর্ত্তি শব্দের অর্থ করিনু বর্ণন।
ক্ষেম্য শব্দের অর্থ শুন শ্রোতাগণ॥
কুল-কর্ত্তার অনুমতি না করি গ্রহণ।
পুত্র, পৌত্র, কিম্বা ভ্রাতৃ-পুত্র যেহো হন॥

পিসী, ভগ্নী, কন্যা, ভ্রাতৃ-কন্যা কৈলে সম্প্রদান।
তাহা ক্ষেম্য, পাদ-ভূষা, হয় পুত্র-স্থান॥
পিতার কর্ত্তব্য কার্য্য তার অনুমতি বিনে।
করিলে তাহা পিতৃ-স্থানীয় না হনে॥
এই দান পুত্রের কার্য্য-মধ্যে গণি।
অতএব তাহা হয় পুত্র-স্থানী॥
পিতৃ-স্থানীয় বলি আর্ত্তি প্রবীণ।
পুত্র-স্থানী বলি ক্ষেম্য, আর্ত্তি হৈতে হীন॥
এইত ক্ষেম্য শব্দের অর্থ করিনু বর্ণন।
উচিত শব্দের অর্থ শুন শ্রোতাগণ॥
কুল-কর্ত্তা নিজের কার্য্য নিজে করিলে।
তাহা উচিত, সম স্থান সর্ব্ব লোকে বলে॥
পিসী, ভগ্নী, কন্যা, পৌত্রী, ভ্রাতৃ-কন্যা।
কুল-কর্ত্তা নিজে দান করিলে কুল ধন্যা॥
ইহা অতি উত্তম সর্ব্ব লোকে কয়।
তার পর আর্ত্তি, তারপর ক্ষেম্য হয়॥
উচিত শব্দের অর্থ করিনু বর্ণন।
লভ্য শব্দের অর্থ শুন শ্রোতাগণ॥
আদান প্রদান করি যেঁহো কৃতীত্ব লাভ কৈল।
তার কনিষ্ঠ যেঁহো আদন প্রদান না করিল॥
জ্যেষ্ঠের কৃতীত্বে তার কৃতীত্ব স্বীকার।
ইহাকেই লভ্য বলি করে অঙ্গীকার॥
পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতৃ-পুত্র, কুল-কর্ত্তার বরে।
কৃতী না হইয়াও কৃতীত্ব লাভ করে॥
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যেহো বর নাহি পায়।
কিম্বা কুল-কর্ত্তা মৈলে জনম লভয়॥
জ্যেষ্ঠের প্রাপ্ত বরে তা সভার বর প্রাপ্তি স্বীকার।
ইহাকেই লভ্য বলি করে অঙ্গীকার॥
কৃতী নহে, কুল-কর্ত্তার বর নাহি পায়।
জ্যেষ্ঠের কৃতীত্ব, বর-প্রাপ্তত্ব দেখা যায়॥
তা দিয়া কনিষ্ঠের কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন।
ইহাকেই লভ্য বলি দেবীবর কন॥
লভ্য শব্দের অর্থ করিনু বর্ণন।
এবে কহি বারেন্দ্রের করণ বিবরণ॥
করণ পরিবর্ত্তে পিতা কন্যা-দান করে।
পিতা অনুমতি দিলে ভ্রাতাদিও পাবে॥
কুলীনগণের মর্য্যাদার বৃদ্ধির কারণ।
করণ আর পরিবর্ত্ত সৃষ্টি কৈলা উদয়ণ॥
পরিবর্ত্তে বিবাহ দিবে তার আগে করণ।
বারেন্দ্র কুলীনে তাহা হৈল প্রচলন॥
পরস্পরের কন্যা ভগ্নী নিজে বা তনয়।
গ্রহণ করিলে নাম পরিবর্ত্ত বিনিময়॥
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের অধিকারী যাঁরা।
কন্যা-দান করিতে অধিকারী তাঁরা॥
তাঁহারাই কুল-কর্ত্তা করণকর্ত্তা হয়।
পিতামহ বর্ত্তমানে তাঁরে করণকর্ত্তা কয়॥
করণকর্ত্তা পরস্পরে কন্যা বা ভগ্নী-দান।
করিতে পরস্পরের প্রতিজ্ঞাদায়ের করণ নাম॥
পিতামহ বর্ত্তমানে পিতামহের কার্য্য।
বলিয়া পৌত্রী পৌত্রের বিবাহে তাহা গ্রাহ্য॥
করণের বিসদ অর্থ শ্রোতা মহাশয় যেবা।
দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাই বুঝিতে পারিবা॥
কন্যার আদান প্রদান বিষয়ে প্রতিজ্ঞা বাক্য যাহা।
দায়ের করণ বলিয়া কুলজ্ঞে কহে তাহা॥

কন্যা-দানের করণকেই দায়ের করণ কয়।
দায় অর্থ কন্যাদায় জানিবা নিশ্চয় ॥
বাগ্‌দানের অনুরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য যাহা।
প্রকৃত বর কন্যার নাম উল্লেখ তাহা ॥
কন্যা পক্ষের করণকর্ত্তা তাহা উচ্চারিবে।
বর-পক্ষের করণকর্ত্তা অঙ্গীকার বাক্য কবে ॥
পরস্পরের এইরূপ পরিবর্ত্ত আচার।
দৃষ্টান্ত দেখিলে করণ বুঝিবে নির্দ্ধার ॥
বর পক্ষের করণকর্ত্তা বিধু মৈত্র হয়।
কন্যা পক্ষের করণকর্ত্তা রাম সান্ন্যাল কয় ॥
রাম সান্ন্যাল কন্যা দানের প্রতিজ্ঞা-বাক্য কয়।
বিধু মৈত্র কন্যা গ্রহণের অঙ্গীকার বাক্য উচ্চারয় ॥
ঐছে বিধু মৈত্র ভগ্নী-দানের প্রতিজ্ঞা বাক্য কয়।
রাম সান্ন্যাল সেই কন্যা গ্রহণের অঙ্গীকার বাক্য উচ্চারয় ॥
রাম সান্ন্যাল বিধু মৈত্রের পুত্রে কন্যা দিতে।
প্রতিজ্ঞা করিলেন করণ-বিধি মতে ॥
বিধু রামের কন্যা, পুত্রে বিয়ে করাইতে।
অঙ্গীকার করিলেন করণ বিধিমতে ॥
বিধু মৈত্র ভগিনী রাম সান্ন্যালে বিয়ে দিতে।
প্রতিজ্ঞা করিলেন করণ বিধিমতে ॥
রাম, বিধুর ভগিনী বিবাহ করিতে।
অঙ্গীকার করিলেন করণ বিধিমতে ॥
কুলীন কুলজ্ঞ আর আত্মীয় নিকটে।
ঐছে পরস্পর প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার বাক্য বটে ॥
মাটীর হাড়ীতে কুশ দিয়া জল পূর্ণ করি।
বাগ্‌দানের বিধিমতে কার্য্য সারি ॥
বন্ধু, বান্ধব, কুলীন, কুলজ্ঞ সহ মিলিত হইয়া।
নদী, খাল, বিল, কিম্বা পুকুরের ঘাটে গিয়া ॥
উভয় পক্ষের করণকর্ত্তা সেই ভাণ্ড ধরি।
জল মধ্যে ডুবাইবে করণ নাম তারি ॥
পরিবর্ত্ত মতে বরপক্ষ যিঁহো হয়।
কন্যাপক্ষও তিঁহো জানিবা নিশ্চয় ॥
অমুকের পুত্রের সহিত অমুকের দুহিতা।
বিবাহ সম্বন্ধ স্থির পরস্পরের এই কথা ॥
অন্য দিবসে কিম্বা বিবাহের দিনে।
করণ করিতে পারে উদয়ন ভনে ॥
আগে করণ করি, পরে পরিবর্ত্তে বিভা হয়।
কুলীন মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত করয় ॥
একাবর্ত্ত নিয়ম করে রাজা কংসনারায়ণ।
অপরূপ দায়ের করণ করয়ে সৃজন ॥
কন্যাপক্ষের করণকর্ত্তা পূর্ব্বরূপ করণ করিবে।
যাহাতে প্রতিজ্ঞা, আর অঙ্গীকার থাকিবে ॥
বরপক্ষের করণকর্ত্তা করিবে কুশ-কন্যা দান।
কন্যাপক্ষের করণকর্ত্তা তাহা করিবে গ্রহণ ॥
কন্যাপক্ষে কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা, বরপক্ষে কুশ কন্যা দান।
এইরূপ পরিবর্ত্তের দ্বারা দায়ের করণ বিধান ॥
দৃষ্টান্ত দেখিলে শ্রোতা বুঝিবে সবাই।
অতএব একটী দৃষ্টান্ত দেখাই ॥

কন্যাপক্ষের করণকর্ত্তা শ্যাম বাগ্‌ছী হয়।
বরপক্ষের করণকর্ত্তা যদু ভাদুড়ী কয়॥
শ্যাম, যদু ভাদুড়ীর পুত্রে কন্যা দিতে।
প্রতিজ্ঞা করিলেন করণ-বিধি মতে॥
যদু ভাদুড়ী শ্যামের কন্যা বিয়ে করাইতে।
অঙ্গীকার করিলেন করণ-বিধি মতে॥
বরপক্ষের করণকর্ত্তা যদু ভাদুড়ী।
কন্যাপক্ষের করণকর্ত্তা শ্যাম নাম যারি॥
যদু, কুশের কন্যা কিম্বা কুশের ভগিনী।
শ্যাম বাগ্‌ছীকে সম্প্রদান করিবে তখনি॥
কুশময়ী কন্যা শ্যাম করিয়া গ্রহণ।
জলপূর্ণ মাটীর হাড়ীতে করিবে স্থাপন॥
বন্ধু, বান্ধব, কুলীন, কুলজ্ঞ সহ মিলিত হইয়া।
নদী, খাল, বিল, কিম্বা পুকুরের ঘাটে গিয়া॥
কন্যাপক্ষের করণকর্ত্তা সেই ভাণ্ড ধরি।
জল মধ্যে ডুবাইবে করণ নাম তারি॥
প্রকৃত কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা কন্যাপক্ষে।
কুশময়ী কন্যা সম্প্রদান বরপক্ষে॥
এইরূপ পরিবর্ত্ত দ্বারা করণ হয়।
একাবর্ত্ত বিবাহে রাজা এই নিয়ম করয়॥
দিনে দায়ের করণ করি, রাত্রে কন্যা দান।
কুলীনগণ এইরূপ নিয়মে চলি যান॥
কুলীনের কুলরক্ষা করিবার কারণ।
এই নিয়ম করিলেন কংসনারায়ণ॥
যে কুলীনের কন্যা ভগিনী না থাকে।
কুশের কন্যাদানে তাঁর কুল রাখে॥
পরিবর্ত্ত বিবাহে উদয়নের দায়ের করণ।
দায়ের করণে কন্যাদানের প্রতিজ্ঞার পরিবর্ত্ত হন॥
একাবর্ত্ত বিবাহে কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা হয়॥
আর কুশ কন্যার সম্প্রদান করয়॥
কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা আর কুশ কন্যা-দানের পরিবর্ত্ত।
রাজা কংসনারায়ণ করিলেন এই সর্ত্ত॥
দুই রূপ দায়ের করণের হইল বিধান।
দুই রূপ দায়ের করণে কুলীনের অবস্থান॥
করণ ছাড়া যদি কুলীনে কন্যা লয়।
তার কুল না থাকিবে কুলজ্ঞে কয়॥
কন্যা-দান কালে করিবে দায়ের করণ।
দায়ের করণ বিনা কুলীন কন্যা নাহি লন॥
যে পাত্রে কন্যা দিতে দায়ের করণ।
করণের পর কোন দৈবের ঘটন॥
সেই পাত্র কন্যাকে যদি বিয়ে না করয়।
অথবা পাত্রের যদি মরণ হয়॥
সেই কন্যা অন্যপূর্ব্বা দোষে দুষ্টা হয়।
তার অন্নজল কেহ স্পর্শ না করয়॥
সেই কন্যার বিবাহ কভু নাহি হয়।
কদাচিৎ পতিত ব্রাহ্মণে বিবাহ করয়॥
সেই কন্যার হয় ঢেমনী নাম।
ব্রাহ্মণের ত্যজ্য সমাজে নাই স্থান॥
যদি ভাল ব্রাহ্মণ ঢেমনী বিবাহ করয়।
সমাজে অচল পতিত মধ্যে গণ্য হয়॥
করণ হৈলে পিতা ভ্রাতার কুল রক্ষা হয়।
করণে কন্যার দোষ গুণে পিতা ভ্রাতা দোষী নয়॥

দায়ের করণ করি কোন দৈবের ঘটন।
পিতা ভ্রাতা সেই বরে যদি কন্যা না করে দান॥
সেই কন্যা পূর্ব্ববৎ পতিতা যে হয়।
তার পিতা ভ্রাতার কৌলীন্য না রয়॥
কুল ভঙ্গ হেতু তারা কাপে গিয়া মিলে।
কাপগণও তারে নিয়া সমাজে না চলে॥
এই অপরাধে তারা অতি হেয় হয়।
করণ করিয়া কাপ সমাজে উঠয়॥
এই দায়ের করণের অর্থ করিনু বর্ণন।
পরিবর্ত্ত অর্থ এবে শুন শ্রোতাগণ॥
জামাতার পিসী ভগ্নী, শ্বশুর বা শ্যালায়।
বিবাহ করিলে তাহা পরিবর্ত্ত হয়॥
করণ আর পরিবর্ত্ত কুলীন মধ্যে রয়।
ঐছে সব কুলীন করণ ও পরিবর্ত্ত করয়॥
নন্দনাবাসী গাঁই কল্লুক ভট্ট।
আর ভট্টশালী গাঁই ময়ূর ভট্ট॥
করঞ্জ গাঁই মঙ্গল ওঝা মহাশয়।
তিনের সহায়ে উদয়ন পরিবর্ত্ত ও করণ করয়॥
উদয়ন আচার্য্য আর বল্লভ আচার্য্য।
পহিলা করণ ও পরিবর্ত্ত করে দুই আর্য্য॥
উদয়নের কন্যা বল্লভাচার্য্য নিল।
বল্লভের ভগ্নী উদয়ন-পুত্র পশুপতি বিয়ে কৈল॥
কাপগণও এইরূপ করণ আর পরিবর্ত্ত করয়।
তাহাতেও কাপগণ সম্মানী না হয়॥
কাপগণ সমাজে অতি হেয় হয়।
তার সংস্পর্শে কুলীনগণের কুলক্ষয়॥

কাপে কন্যা দান করি কংস নারায়ণ।
সমাজের মধ্যে তা সবারে কৈল প্রচলন॥
কুলীন উত্তম, কাপ মধ্যম করি শ্রেণীদ্বয়।
কাপে কন্যা দিয়া কাপের মর্য্যাদা রাখয়॥
কাপ কুলীনে করাইলা একত্র ভোজন।
কাপ স্পর্শে আর কাপ, না হবে কুলীনগণ॥
কংসনারায়ণ কাপেরে সম্মানী করিল।
নূতন নিয়ম কিছু প্রবর্ত্তন কৈল॥
কেবল আদানে কিম্বা কেবল প্রদানে।
কুল না থাকিবে ইহা উদয়ন ভণে॥
পরিবর্ত্ত ও করণ ছাড়া কুল নাহি রয়।
তে কারণে কন্যা ভগ্নীর আবশ্যক হয়॥
যে কুলীনের কন্যা এবং ভগিনী না থাকে।
কুলমর্য্যাদা যায়, তারা মিলে গিয়া কাপে॥
কাপেতে কেবল দায়ের করণ।
পরিবর্ত্ত একাবর্ত্ত নিয়ম না হন॥
দায়ের করণে কাপ সম্মানী।
রাজা কংসনারায়ণ কৈল এই ধ্বনি॥
দায়ের করণ করি পরস্পর কাপ সকলে।
ইচ্ছামত পরিবর্ত্ত বা একাবর্ত্ত নিয়মে চলে॥
পরিবর্ত্ত একাবর্ত্ত কাপে কাপে রয়।
কাপ কুলীনে কিছু নিয়ম না হয়॥
কুলীনে কন্যা দিলে কাপ সম্মানী।
সেই কাপ আঢ্য কাপ কুলীন, কাপে গণি॥
কুলীনে কন্যা দিবে কাপ দায়ের করণ করি।
করণ ছাড়া কাপ কুলীন কেহ নাহি লয় নারী॥
কুলীনের কুল রাখিতে রাজা কংসনারায়ণ।
একাবর্ত্ত কৈল আর কুশময় করণ॥

দায়ের করণ করি এক ঘরে কন্যা দিবে।
দায়ের করণ করি অন্য ঘরের কন্যা নিবে॥
এক ঘরে কন্যা দান, অন্য ঘরের কন্যা গ্রহণ।
ইহাকেই একাবর্ত্ত পদ্ধতি কন॥
কুলীনে কন্যা দান, কুলীনের কন্যা গ্রহণ।
এই মাত্র নিয়ম ইহার মধ্যে রন॥
দৃষ্টান্ত দেখাই শ্রোতা কর অবধান।
রাম সান্ন্যাল, শ্যাম মৈত্রে করে কন্যা দান॥
রাম সান্ন্যালের পুত্র, বিধু লাহিড়ীর কন্যা লয়।
একাবর্ত্ত নিয়ম ইহাকেই কয়॥
দায়ের করণ করি একাবর্ত্ত বা পরিবর্ত্ত বলে।
সকল কুলীনগণের ঐছে আদান প্রদান চলে॥
উদয়নের দায়ের করণ আর পরিবর্ত্ত।
রক্ষা করি এক নিয়ম কৈলা একবর্ত্ত॥
একাবর্ত্তে মহারাজ কংসনারায়ণ।
অন্য রূপ দায়ের করণ করিলা সৃজন॥
যে কুলীনের কন্যা ভগিনী নাই।
পরিবর্ত্ত অভাবে তার কৌলীন্য না পাই॥
তাহাদের কুল রক্ষা করিতে হয়।
তাহা না করিলে বহু কুলীনের কুল ক্ষয়॥
ইহা ভাবিয়া রাজা কংসনারায়ণ।
আর নিয়ম করিলেন কুশময় করণ॥
কুশেতে কৌলীন্য সংস্থাপন কৈল।
ইহাতে বহু কুলীনের কুল রক্ষা হৈল॥
কুশ করি কেহ বা পরিবর্ত্ত, কেহ বা একাবর্ত্ত।
কন্যাদান করিতে নিয়ম হৈল প্রবর্ত্ত॥

কিন্তু কন্যাদানে দায়ের করণ চাই।
দায়ের করণ বিনা কৌলীন্য নাই॥
আগে কুশ করিবে পরে দায়ের করণ।
রাজার এই নিয়ম হৈল প্রচলন॥
কুশ না করি দায়ের করণ ও পরিবর্ত্ত।
করিলেও কৌলীন্য না হবে প্রাপ্ত॥
যে কুলীনের কন্যা ভগিনী নাই।
কুশে কুল রক্ষা তাদের পাই॥
কন্যা ভগিনী না থাকিলে দায়ের করণ নাই।
কেবল তাদের কুশময় করণেই কুল রক্ষা পাই॥
কন্যা ভগিনী যাদের আছে বর্ত্তমান।
দায়ের করণ তাদের সম্বন্ধে বিধান॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
রাজা কংসনারায়ণের শুন কুশময় করণ॥
কুশ করাকে কুশময় করণ কয়।
কুশ, কুশময় করণ এক অর্থে রয়॥
কুশময় পাত্র পাত্রী করিয়া নির্ম্মাণ।
পুত্র পুত্রীরূপে তারে করিবে কল্পন॥
কুশময়ী কন্যা, কুশময় পাত্রে বা প্রকৃত পাত্রে।
আদান প্রদান হবে না হয় স্বগোত্রে॥
পরস্পরের কুশময় পাত্রে, পরস্পরের কুশময়ী কন্যা।
সম্প্রদান বাক্যে আদান প্রদান করিলে হবে কুল ধন্যা।
প্রকৃত পাত্রে পরস্পরের কুশময়ী কন্যা।
সম্প্রদান বাক্যে আদান প্রদান করিলে কুল হবে ধন্যা॥

দৃষ্টান্ত দেখিলে শ্রোতা বুঝিবে সবাই।
অতএব একটী দৃষ্টান্ত দেখাই॥
রামের কুশময় পুত্রে, শ্যামের কুশময়ী কন্যা।
শ্যামের কুশময় পুত্রে, রামের কুশময়ী কন্যা॥
সম্প্রদান বাক্যে আদান প্রদান।
করিলে হইবে কুশময় করণ॥
রামের কুশময়ী কন্যা শ্যামে সম্প্রদান।
শ্যামের কুশময়ী কন্যা রামে সম্প্রদান॥
করিলে ইহাকে কয় কুশময় করণ।
তাতে আরো আছে শুন যে সব নিয়ম॥
জলপূর্ণ মাটীর হাড়ী সম্মুখে রাখিবে।
বাক্য শেষে সেই কুশ হাড়ীতে থুইবে॥
যে কুশেরে পুত্র কন্যা করয়ে কল্পন।
তাহাই হাড়ীর মধ্যে করিয়ে স্থাপন॥
শ্রোত্রিয়ের পুকুরের ঘাটে করিয়া গমন।
করণ-কর্ত্তাদ্বয় হাড়ী করিয়া গ্রহণ॥
জল মধ্যে তাহা ডুবাঞা রাখিবে।
ইহাই "কুশময় করণ" জানিবে॥
কুলজ করণে কুশময় করিবে।
উপকারের করণেও কুশময় জানিবে॥
কুলজ উপকার কুলীনের হয়।
কুলজ উপকার কাপের নয়॥
কুলীন কুলজ আর লঞা বন্ধু জন।
করিবেন কুলীন সব সকল করণ॥
কোন এক কুলীন প্রকৃত কন্যা লঞা।
পরিবর্ত্তে আর কুলীনের কুশ পুত্রে দেয় বিঞা॥
সেই কন্যা হইলেক সমাজের ত্যাজ্য।
তার অন্ন জল কেহ নাহি করে গ্রাহ্য॥
অন্য পূর্ব্বার ন্যায় কন্যা অচল হইল।
কংসনারায়ণ এই নিয়ম রহিত করিল॥
সেই কন্যার নাম "কুশ-ছাড়ানী" হয়।
ব্রাহ্মণের মধ্যে আর চলিতে না রয়॥
যে কুলীন এইরূপে করে কন্যা দান।
উপকারের করণ ভিন্ন সমাজে নাই স্থান॥
যে কুলীন-কন্যার পিতা ভ্রাতা নাহি বর্ত্তমান।
সেই কুলীন-কন্যার হয় "নিবান্ধবা" নাম॥
পিতা ভ্রাতা করণ-কর্ত্তা কন্যা ভগিনীর কয়।
পিতা ভ্রাতা না থাকিলে করণ নাহি হয়॥
করণ না হওয়াতে কুলীন বিভা না করিবে।
কুলীন বন্ধুবান্ধব তারে সম্প্রদান না দিবে॥
সেই কন্যার নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ নাহি হয়।
মাতা বা অন্যে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ করয়॥
সেই কন্যার মাতা বা অন্যে করিবে দান।
কাপ কিম্বা শ্রোত্রিয়ে সেই কন্যা লঞা যান।
কুলীন উচু, কাপ নীচু, শ্রোত্রিয় নীচু হয়।
কাপ শ্রোত্রিয়ে বিয়ে কৈলে সম্মান বাড়য়॥
কুলীনে বিয়ে কৈলে কুল ভঙ্গ হয়।
কুলীন বন্ধুবান্ধবে দান দিলে কুলক্ষয়॥
করণ ছাড়া কুলীন কন্যা কাপে নিতে পারে।
নিবন্ধবা, কন্যা কাপ নিয়ে যায় সাদরে॥
শ্রোত্রিয়ে করণ নাই, ফোটা তার বিধান।
কুলীন ও কাপ বরের কপালে করিবে ফোটা দান॥
বরের কপালে ফোটা দিলে শ্রোত্রিয়ের সম্মান।
আগে ফোটা দিয়া পরে করিবে কন্যা-দান॥

শ্রোত্রিয়ে শ্রোত্রিয়ে কন্যা দানে হয় পত্র।
এই নিয়ম আছে চলিত সর্ব্বত্র॥
স্বগোত্রে কোন ক্লপ করণ না হয়।
ভিন্ন গোত্রে সমুদয় করণ করয়॥
পিতা বর্ত্তমানে কুলীন ভ্রাতাগণ।
করণ করিতে অধিকারী না হন॥
পিতা বর্ত্তমানে কুলীন পুত্রগণ।
পিতার কুশেতে অবস্থিত রন॥
তাঁর মধ্যে কাপের সহিত যদি কোন ভাই।
করণ করিলে সে কাপ হঞা যাই॥
তাঁর পিতা ভ্রাতা দোষী "পুকরা" নামে গণ্য।
কুলীনের অগ্রাহ্য "স্থগিদ কুলীন" অধন্য॥
কিন্তু তাঁরা কাপ সমাজে কুলীন প্রবীণ।
কাপের আদৃত হয় পূজ্য সর্ব্বাঙ্গীন॥
পিতার মৃত্যুর পর কুলীন ভ্রাতাগণ।
কুশ পৃথক করিবে করিয়া যতন॥
কুশময় করণকে কুশ বলা হয়।
শ্রোতাগণ এই কথা করিবা প্রত্যয়॥
কুলীনের সহিত করিবে পৃথক পৃথক করণ।
তাহাতেই তাঁ সবার কুশ বিভাগ হন॥
কুশ না করিলে কুলীন ভ্রাতাগণ।
কুলীনের মধ্যে তাঁরা গণ্য নাহি হন॥
এই সে কারণে কুলীন ভ্রাতাগণ।
পৃথক পৃথক করিবে কুশময় করণ॥
একের কুশে অন্যের কুলীনত্ব নাই।
একারণে পৃথক কুশ করিবে সবাই॥
পিতার মৃত্যুর পর কুলীন ভ্রাতাগণ।
যে কুশ করেন তার নাম "কুলজ করণ"॥
কুলজ করণে কৌলীন্যের পরিচয়।
অন্যান্য করণেও কুশ করিতে হয়॥
কুলজ করণ যদি সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের ঘাটে হয়।
তাহাতে শ্রোত্রিয় নায়কত্ব পায়॥
পিতার মৃত্যুর পর কুলীন ভ্রাতাগণ॥
কুশ পৃথক না করি, কেহ করে কাপে করণ।
তবে তাঁর অন্যান্য যত ভ্রাতাগণ।
দোষী হইয়া "ভাই করা" নামে গণ্য হন॥
কুলীন যদি নিজে করেন কাপে করণ।
পুত্র সহিতে তিনি কাপে গণ্য হন॥
কুলীনের অনুমতি নিয়া পুত্রগণ।
কাপের সহিত যদি করয়ে করণ॥
পিতার সহিত তাঁরা কাপ হঞা যান।
পুত্র যদি কুলীন পিতার অনুমতি না পান॥
নিজ ইচ্ছায় করণ করে কাপের সহিতে।
কাপ হইয়া থাকে কাপের সমাজেতে॥
সেই পুত্রকে পিতা যদি করয়ে গ্রহণ।
কুলীন সমাজ হৈতে বহিষ্কৃত হন॥
সেই পুত্র পিতা কর্ত্তৃক যদি পরিত্যক্ত হয়।
পিতা ভ্রাতার কৌলীন্য তাহা হৈলে রয়॥
কিন্তু "অবাধ্যতা" দোষ তা সভাতে গতি।
পোকরা, ভাইকরা, অবাধ্যতা দোষের কহি নিষ্কৃতি॥
এই সব অপরাধের নিষ্কৃতির কারণ।
সম ঘরে করিবে কুশময় করণ॥
কুশময় করণে এই দোষ সব যায়।
উপকারের করণ বলি তারে সভে পায়॥

কুলীনের কুল যদি দোষাশ্রিত হন।
সম ঘরে করিবে কুশয়ের করণ॥
তাতে দোষ যায় কুলীন উপকার পায়।
এজন্য "উপকারের করণ" বলি তায়॥
কুলীন শ্রোত্রিয় কন্যা করিবে গ্রহণ।
যদিও এই নিয়ম আছে প্রবর্ত্তন॥
শ্রোত্রিয় কন্যা গ্রহণ কুলীনের সুপ্রশস্ত নয়।
শ্রোত্রিয় কন্যা গ্রহণে উপকারের করণ
করিতে হয়॥
শ্রোত্রিয় কন্যা গ্রহণ-কারী কুলীন যেই জন।
তাহার পিতা যদি থাকে বর্ত্তমান॥
তার পিতায় উপকারের করণ করিবে।
পিতা না থাকিলে নিজের তা করিতে হবে॥
নিজে যদি করণ না করি মরি যায়।
তার পুত্রের উপকারের করণ করিতে হয়॥
শ্রোত্রিয় কন্যা-গ্রাহী কুলীন দুই জন।
তাদের মধ্যে উপকারের করণ নাহি হন॥
কিন্তু তাঁরা যদি কুলীন কন্যা-গ্রাহী হন।
তবে করিতে পারে উপকারের করণ॥
শ্রোত্রিয় কন্যা-গ্রাহী কুলীন দুই জন।
উপকারের করণ কৈলে "পাণি নামা," দোষ
হন॥
তিন উপকারের করণ কৈলে সেই দোষ
যায়।
শ্রোত্রিয় কন্যা গ্রহণেও এক দুই তিন করণ
করিতে হয়॥
বড় শ্রোত্রিয়ের কন্যা-গ্রাহীর এক করণ।
মধ্য শ্রোত্রিয়ের কন্যা-গ্রাহীর দুই করণ॥
ছুট শ্রোত্রিয়ের কন্যা-গ্রাহীর তিন করণ।
করিলে নির্দ্দোষ হন কুলীনগণ॥

উপকারের করণ না করি যে কুলীন।
ক্রমে ছয় শ্রোত্রিয় কন্যা করয়ে গ্রহণ॥
তাঁহার কুলেতে ছয় শ্রোত্রিয় দোষ হন।
কুল নষ্ট নহে কিন্তু নীচুতে গণন॥
সমস্ত করণই কুলীনে হয়।
কাপে কেবল দায়ের করণ রয়॥
দায়ের করণ করি কুলীনে কন্যা দিবে।
দায়ের করণ করি কুলীনের কন্যা নিবে॥
তাহাতে কাপের মর্য্যাদা বাড়ে।
কুলীনগণ তাতে কাপ হঞা পড়ে॥
করণ ছাড়া নিবে কাপ নিবান্ধবা কন্যা।
করণ ছাড়া নিলেও কাপ হবে ধন্যা॥
করণ ছাড়া কুলীন কন্যা কাপে নিতে
পারে।
করণ ছাড়া নিলেও কাপের সম্মান বহু
বাড়ে॥
করণ ছাড়া কাপের কন্যা কাপে নাহি লয়।
কাপে-কাপে কন্যা-দানে দায়ের করণ
করিতে হয়॥
করণ ছাড়া কুলীন কন্যা কাপে যদি লয়।
কুলীনের কুল ভঙ্গ কাপে গণ্য হয়॥
করণ করি কুলীন কন্যা কাপে যদি লয়।
কুলীনের কুল ভঙ্গ কাপে গণ্য হয়॥
অন্য কোনরূপ কাপ সংশ্রবে কুল নাহি
যায়।
এই নিয়ম কৈল রাজা কংস নারায়ণ রায়॥
উদয়নের দায়ের করণে কুলবারি বর্ত্তমান।
কুশমরী কন্যার তাহে নাহি অবস্থান॥
কুশের কন্যা আছে রাজার দায়ের করণে।
এই প্রভেদ তাহা করিয়াছি বর্ণনে॥

অন্য সব করণে কুশের কন্যা বর্ত্তমান ॥
কুশের পুত্র কন্যারও আছে অবস্থান ॥
অন্যরূপ কোন কুশ কাপ সমাজে নাই।
কাপের কুশ দায়ের কুশ এই মাত্র পাই ॥
কাপ ইচ্ছা করিলে পিতা বর্ত্তমানে।
কুশ পৃথক করিতে পারে আছয়ে বিধানে ॥
কাপের পুত্র যদি করে দায়ের করণ।
তবেই তাঁহার কুশ পৃথক হন ॥
কুশ পৃথক করিলে কাপের পিতা যাঁরা।
করণে আর অধিকারী নাহি হয় তাঁরা ॥
পরে যদি তা'সবার জন্ময়ে সন্তান।
তাঁরা "গর্ত্ত শূড়া" দোষে ম্রিয়মান ॥
পূর্ব্ব পুত্রগণের দোষ নাহি হয়।
পর পুত্রগণ "গর্ত্ত শূড়া" দোষে নষ্ট হয় ॥
"গর্ত্ত শূড়ার" করণে অধিকার নাই।
পূর্ব্ব পুত্রগণের করণে অধিকার পাই ॥
কুলীনের পুত্র কিম্বা অন্য বন্ধু জন।
কিম্বা কুলীনের অনাত্মীয়গণ ॥
কুলীনের অনভিমতে অথবা অজ্ঞাতে।
সম্প্রদান করে কন্যা কাপে কিম্বা শ্রোত্রিয়েতে ॥
কাপে দিলে কুলীন কাপ শ্রোত্রিয়েতে দিলে।
কুলীন শ্রোত্রিয় হয় কুলাচার্য্য বলে ॥
কাপ যদি শ্রোত্রিয়েতে কন্যা করে দান।
কাপ শ্রোত্রিয় হবে আছয়ে বিধান ॥
কাপের পুত্র কিম্বা অন্য বন্ধুজন।
অথবা কাপের অনাত্মীয়গণ ॥
কাপের অনভিমতে অথবা অজ্ঞাতে।
সম্প্রদান করে কন্যা যদি শ্রোত্রিয়েতে ॥
তথাপিহ কাপ শ্রোত্রিয় হইবে।
তাহার নিষ্কৃতি নাই নিশ্চয় জানিবে ॥
সেই কুলীন সেই কাপের "শ্রোত্রিয়ান্ত," নাম।
তাহার আর নিষ্কৃতির নাহিক বিধান ॥
কংসনারায়ণের পরে এ ঘটনা হৈল।
তাহার আর নিষ্কৃতি কেহো না করিল ॥
শ্রোত্রিয় পবিত্র অতি গঙ্গা তুল্য হয়।
কাপে কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করয় ॥
কুলীনে কন্যা দিলে শ্রোত্রিয়ের সম্মান।
কাপেতেও কন্যা দিলে মানের না হয় আন ॥
কাপগণ শ্রোত্রিয় হঞা কুলীনে কন্যা দিলে।
কুলীনের কৌলীন্য কিছু নাহি টলে ॥
কুলীন শ্রোত্রিয়ে কন্যা করিলে প্রদান।
কুলীন শ্রোত্রিয় হবে আছয়ে বিধান ॥
কুলীন শ্রোত্রিয় হঞা কুলীনে কন্যা দিলে।
কন্যাগ্রাহী কুলীনের কৌলীন্য নাহি টলে ॥
কুলীন যদি করণ বিনা করে কন্যা দান।
অথবা করণ বিনা করয়ে গ্রহণ ॥
কুলীন শ্রোত্রিয় হবে এই বিধি প্রবর্ত্তন।
কুলানে কুলীনে এই নিয়ম বন্ধন ॥
কিন্তু কাপে কুলীনে ঐছে না হয় নিয়ম।
কাপ যদি করণ বিনা করে কন্যা দান ॥
অথবা করণ বিনা করয়ে গ্রহণ।
কাপ শ্রোত্রিয় হবে হইল নিয়ম ॥
কাপে কাপে এই বিধি প্রবর্ত্তন।
এই নিয়ম কৈল রাজা কংসনারায়ণ ॥

যাঁর সহিত যাঁর কুশময় করণ।
তাহার সহিত না হয় দায়ের করণ॥
দায়ের করণ না হইলে আদান প্রদান
নাই।
আদান প্রদান করিলে কুশ ভাঙ্গা চাই॥
যেমন সাধু মৈত্র, বিধু লাহিড়ীতে কুশময়
করণ।
এই দুইয়ে না হবে কন্যার আদান প্রদান॥
যদি এই দুইয়ে আদান প্রদান করিতে
হয়।
সেই কুশ ভাঙ্গিয়া অন্যে কুশ করয়॥
সাধু মৈত্র, রাম সান্ন্যালে হয় কুশময় করণ।
বিধু লাহিড়ী শ্যাম ভাদুড়ীতে কুশ প্রবর্ত্তন॥
তাতে সাধু মৈত্রে বিধু লাহিড়ীতে কুশ
ভাঙ্গা হৈল।
ঐছে এই দুইতে আদান প্রদান চলিল॥
এই দৃষ্টান্তে শ্রোতা মহাশয় যেবা।
সকল গোত্রের কথা বুঝিয়া লইবা॥
শ্রোত্রিয়গণ যদি নীচ পটী হৈতে।
উচ্চতর পটীতে কভু চায় যাইতে॥
কাপে কন্যা দান করিতে হবে।
কাপে দোষ রাখি উচ্চ পটীতে যাবে॥
সৎ শ্রোত্রিয় আগে কাপে কন্যা নাহি
দিত।
তাহাতে কাপ নিজে অপমান বুঝিত॥
শুদ্ধ শ্রোত্রিয় রাজা কংসনারায়ণ।
কাপের মধ্যে দুই কন্যা করিলেন দান॥
কাপ কুলীনের বিসম্বাদ তাহা হৈতে গেল।
কাপ কুলীনে একত্র রাজা ভোজন
করাইল॥

শ্রোত্রিয় হইতে হৈল কাপের নিষ্কৃতি।
শ্রোত্রিয় কন্যা লাভে কাপের মান বৃদ্ধি॥
শ্রোত্রিয় কন্যা গ্রহণে কাপের সম্মান।
আগ্রহ করিয়া কাপ শ্রোত্রিয় কন্যা লন॥
কাপের উদ্ধার কৈলা কংসনারায়ণ।
করিলা এই সব নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন॥
কুশেতে কৌলীন্য করিয়া স্থাপন।
অনেক কুলীনের কুল করিলা রক্ষণ॥
কন্যা ভগিনী যাদের না হৈল।
কুশ কন্যা দানে তাদের কুল রৈল॥
কুশেতেই কেবল কুলীন সবার।
রাখিল কৌলীন্য মর্য্যাদা অপার॥
এই নিয়মে চলে যত কুলীনগণ।
কাপ কুলীন রক্ষক কংসনারায়ণ॥
গৌরাঙ্গের জন্মের প্রায় দুইশত বৎসর
আগে।
উদয়ন ভাদুড়ীর ক্ষমতা জাগে॥
কাপ-সৃষ্টি করি উদয়ন যে অনিষ্ট কৈল।
কংসনারায়ণ হৈতে সব রক্ষা হৈল॥
রাঢ়ী বারেন্দ্রের আছে পরিবর্ত্ত ভেদ।
ওহে শ্রোতাগণ কহি তার কিছু বিভেদ॥
কুলকর্ত্তার ভগিনী জেঠা খুড়ার সুতা।
পিসী, পৌত্রী, ভ্রাতুষ্পুত্রী আর হয় দুহিতা॥
ইহা দ্বারা রাঢ়ীর পরিবর্ত্ত হয়।
বারেন্দ্রের পরিবর্ত্ত কহি মহাশয়॥
করণ কর্ত্তার ভগ্নী আর প্রকৃত পুত্রী।
কুশময় করণে হয় কুশময় পুত্রী॥
ইহা দ্বারা বারেন্দ্রে পরিবর্ত্ত হয়।
শ্রোতাগণ এই কথা জানিবা নিশ্চয়॥

রাঢ়ী কুলে নিত্যানন্দ গুণমণি।
বারেন্দ্রে অদ্বৈত, গদাধর গণি॥
দুই কুলে দুই প্রভুর হৈল উদয়।
রাঢ়ী বারেন্দ্র কুল বর্ণিতে ঠাকুরাণীর
আজ্ঞা হয়॥
গুরু আজ্ঞা বলবতী হৃদয়ে ধরিয়া।
রাঢ়ী বারেন্দ্র কুল বর্ণিনু সংক্ষেপ করিয়া॥
চৌদ্দশত পঁচানব্বই শকাব্দের যখন।
শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন।
পনর শত তিন শকাব্দে যখন।
জ্যৈষ্ঠ মাসের রবিবারে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে।
পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে।

শাকেঽগ্নিবিন্দু বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দা-
বনান্তরে।
সূর্য্যেঽহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং
পূর্ণতাং গতঃ॥

গ্রন্থ শেষ করি কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
এই শ্লোক লিখিলেন ভক্ত মহারাজ॥
পনর শত বাইশ যখন শকাব্দের আসিল।
ফাল্গুন মাস আসিয়া উপস্থিত হৈল॥
কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি মনের উল্লাস।
পূর্ণ করিল গ্রন্থ শ্রীপ্রেমবিলাস॥
প্রথম হৈতে আঠার বিলাস লিখিনু খণ্ডকে
বসিয়া।
উনিশ বিশ দুই বিলাস লিখিনু খড়দহে
গিয়া॥
একুশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ, এই চারি
বিলাস।
কাটোয়ায় বসিয়া লিখিনু পাইয়া উল্লাস॥

অর্দ্ধবিলাসে গ্রন্থের সূচী বর্ণন কৈল।
শ্রীজীব গোসাঞি শ্রীনিবাস নরোত্তমের
পত্র থুইল॥
গ্রন্থ শেষ হৈলে হৈল পত্রের প্রাপণ।
অর্দ্ধবিলাসে তাহা করিনু স্থাপন॥
বৃদ্ধ বয়সে গ্রন্থ করি সমাপন।
বীরচন্দ্রের পদ-মূলে করিনু অর্পণ॥
বৃদ্ধ বয়সে লিখি ভুল অনুক্ষণ।
যে সময়ে যা মনে আসে করিনু লিখন॥
আগের কথা পাছে লিখি পাছের কথা
আগে।
ভাবিয়া লিখিনু গ্রন্থ যাহা মনে জাগে॥
এক কথাও বার বার করেছি লিখন।
সব ঘটনা সব সময় না ছিল স্মরণ॥
এক জনার কথা লিখিতে আরম্ভিল।
যে তক মনে আসে এক অধ্যায়ে লিখিল॥
কিছু দিন পরে তার আরো এক ঘটনা।
মনোমধ্যে আসিয়া হইল যোজনা॥
অন্য এক অধ্যায়ে তাহা করিনু বর্ণন।
পুনরুক্তি দোষ মোর হৈল তে কারণ॥
রচনা করিয়া গ্রন্থ শোধিতে নারিল।
তে কারণে বহু দোষ গ্রন্থেতে রহিল॥
বৃদ্ধ বয়স মোর রোগ-গ্রস্ত তনু।
তে কারণে গ্রন্থ আর শোধিতে নারিনু॥
ওহে শ্রোতাগণ তোরা সভে মহাভাগ
অনুগ্রহি ক্ষম মোর এই অপরাধ॥
প্রণত হইয়া করি এই নিবেদন।
অশুদ্ধ শোধিয়া গ্রন্থ করহ রক্ষণ॥
কতক ঘটনা আমি লিখিনু দেখিয়া
কতক ঘটনা লিখি শুনিয়া শুনিয়া॥

তে কারণেও পুনরুক্তি দোষ হৈল।
এক সময়ে সব কথা মনে না পড়িল ॥
এই যে লিখিনু গ্রন্থ গুরু-আজ্ঞা মানি।
কি লিখিনু ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
ওহে কৃষ্ণভক্তগণ সবে মহামতি।
কৃপা করি শ্রীচরণ দেহ মোর মাথি ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত রায়।
গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্ত সমুদায় ॥
কৃপা করি মোর মাথে দেহ শ্রীচরণ।
অপরাধ যাউক ভববন্ধ বিমোচন ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু শ্যামানন্দ।
কৃপা করিয়া মোর কাট ভববন্ধ ॥
হে গুরু করুণাসিন্ধু পতিত পাবন।
শ্রীজাহ্নবা রূপে তুমি দিলা দরশন ॥
প্রভু বীরচন্দ্র মোরে করিলা পীরিতি।
কৃপা করি দোঁহার পদ দেহ মোর মাথি ॥
অন্তিমেতে যেন গুরু শ্রীচরণ পাই।
এই মনের অভিলাষ তোমাকে জানাই ॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥

ইতি প্রেমবিলাসে চতুর্ব্বিংশতি বিলাস সমাপ্ত।

অর্দ্ধবিলাস পত্র।

—*—

অথ পত্র প্রকরণং।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ।
জয় বীরচন্দ্র তাঁর যত ভক্তবৃন্দ ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
পত্র, তার অর্থ আর সূচী করিয়ে বর্ণন ॥
ছয় খানা পত্র আমি স্বচক্ষে দেখিল।
অর্থ সহ তাহা এথায় প্রকাশ করিল ॥
শ্রীনিবাসের পত্র শ্রীজীব গোস্বামীর প্রতি।
লিখিতেছি শ্রোতাগণ দেখহ সম্প্রতি ॥

প্রথম পত্র।

শ্রীকৃষ্ণোজয়তি।

স্বস্তি মদীয় সমস্ত কুশল-প্রদ-চরণ-যুগল পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামিপাদেষু--

সোহহং সেবক শ্রীনিবাস নামা মুহুর্নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়ামি। ভবতাং শংজ্ঞাতু মিচ্ছামি, নতত্তু বহুকালং যাবৎ প্রাপ্তুমিতি। যেন বয়ং সুখিনো ভবামঃ। অহন্তু নীরোগ শরীরতয়া তিষ্ঠামি, তিষ্ঠন্তিচ তথান্যে বৃন্দাবন দাসাদয়ঃ। শ্রীগোপাল ভট্টাদি গোস্বামি চরণানাং কুশলং লেখ্যং ভবতা। পরঞ্চ শ্রীরসামৃতসিন্ধু মাধব মহোৎসবোত্তরচম্পূ হরিনামামৃত ব্যাকরণানাং শোধনানি সন্তি কিম্বা, সন্তিচেৎ প্রস্থাপ্যানি। কিঞ্চ, অবশ্যং

সর্ব্বেষামস্মদীয়ানাং নমস্কারাজ্ঞাতব্যাঃ। তত্রস্থেষু তত্রভবৎসু সর্ব্বেষু মম নমস্কারা বাচ্যা ইতি।

মাঙ্গলিক স্বস্তি শব্দ পত্রেতে লিখন।
মদীয় কুশল সব দেয়, যাঁহার চরণ॥
সেই পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী চরণে।
জানাইতেছি বার বার করিয়া প্রণামে॥
সেবক আমি শ্রীনিবাস তোমার মঙ্গল।
জানিতে চাই, বহুকাল না পাই কুশল॥
তাহা জানিলে সুখী হই অতিশয়।
আমি নীরোগ ভাল আছি আর পার্ষদচয়॥
পুত্র বৃন্দাবন দাসাদির জানিবেন মঙ্গল।
গোপাল ভট্ট গোস্বামি-পাদগণের লিখিবেন কুশল॥
আর রসামৃতসিন্ধু মাধব-মহোৎসব।
উত্তর-চম্পূ হরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি সব॥
শোধিত হঞাছে কিনা জানিতে ইচ্ছা করি।
শোধিত হইলে পাঠাবেন আশা করি।
অস্মদীয় সকলের নমস্কার জানিবেন।
বৃন্দাবনে পূজ্যপাদগণে মোর নমস্কার কহিবেন॥ ইতি।
শ্রীনিবাসের প্রতি শ্রীজীব গোসাঞি।
যে পত্র লিখিল তাহা দেখহ হেথাই॥

দ্বিতীয় পত্র।

শ্রীবৃন্দাবন-নাথো জয়তি।

স্বস্তি মদীয় সমস্ত সুখপ্রদ-পদদ্বন্দ্ব শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য চরণেষু—

শ্রীজীবনামা সোহয়ং নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়তি। ভবতাং কুশলং সদা সমীহে, তত্তু বহুদিনং যাবন্নপ্রাপ্তমিতি, তেন বয়মানন্দনীয়াঃ। তত্রাহং সম্প্রতি দেহ নৈরুজ্যেন বর্ত্তে, অন্যেচ তথা বর্ত্তন্তে। কিন্তু শ্রীভূগর্ভ গোস্বামি চরণা দেহং সমর্পিতবন্ত, আত্মানন্তু শ্রীবৃন্দাবন নাথায়, জ্ঞান পূর্ব্বকমিতি বিশেষঃ। স্বপরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য কুশলং লেখ্যং, কিঞ্চিদসৌপঠতি নবেত্যাপি। পরঞ্চ, শ্রীব্যাস শর্ম্মাণং প্রতি কথং কুত্র বর্ত্ততে শ্রীবাসুদেব কবিরাজো বা তদপি লেখ্যং।

অপরঞ্চ শ্রীরসামৃতসিন্ধু শ্রীমাধব মহোৎসবোত্তরচম্পূ হরিনামামৃত ব্যাকরণানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্তে ইতি। বর্ষাশ্চেতি, সংপ্রতিন প্রস্থাপিতানি। পশ্চাত্তু দৈবানুকূল্যেন প্রস্থাপ্যানি।

কিঞ্চাত্রকীয় সর্ব্বেষাং যথাযথং নমস্কারা দয়োজ্ঞেয়াঃ। তত্রকীয়েতু মম নমস্কারা দয়োবাচ্যাঃ। শ্রীরাজ মহাশয়েষু শুভাশিষ ইতি।

মাঙ্গলিক স্বস্তিশব্দ পত্রেতে লিখন।
মদীয় কুশল সব দেয়, যাঁহার চরণ॥
সেই শ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামী চরণে।
জীব আমি নমস্কার করি জানাইতেছি ক্রমে॥
সর্ব্বদা আপনার কুশল মঙ্গল চাহি।
বহু দিন হৈল তাহা পাইতেছি নাহি॥
তাহা পাঠাইঞা মোরে আনন্দিত করিবেন
এথায় সম্প্রতি আমি নিরোগী জানিবেন॥

আমি ভাল, অন্য সবে কুশলী জান।
কিন্তু শ্রীভূগর্ভ গোস্বামি চরণ॥
দেহত্যাগ কৈলা, কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পিলা।
বিশেষ এই, তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক হইলা॥
জানাইবা তোমার পরিকরের কুশল।
বিশেষ তোমার পুত্র বৃন্দাবন দাসের মঙ্গল॥
বৃন্দাবন পড়ে কিনা ওহে মহাশয়!
ব্যাস বাসুদেব যেহোঁ তোমার শিষ্যদ্বয়॥
ব্যাস শর্ম্মার প্রতি বাসুদেব কি ভাবে
কোথা থাকে।
এই সব আচরণ লিখিবা আমাকে॥
আর রসামৃতসিন্ধু মাধব-মহোৎসব।
উত্তরচম্পূ, হরি-নামামৃত ব্যাকরণ সব॥
শোধনের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে।
বর্ষাকাল আসি উপস্থিত হৈয়াছে॥
এখন তাহা আর নাহি পাঠাইব।
দৈব অনুকূল হৈলে পরে প্রেরণ করিব॥
আর এথাকার সকলের যথা সম্ভব নমস্কার।
সেথাকার সকলে মোর যথাসম্ভব নমস্কার॥
আদি শব্দে আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন, কোলা-
কুলী।
যে খানে যা সম্ভব জানাবেন সকলি॥
রাজা বীরহাম্বীরে জানাবেন সংবাদ।
তার প্রতি করিতেছি শুভ আশীর্ব্বাদ॥
ইতি।
ওহে শ্রোতাগণ তোরা সবে মহাজন।
জীব গোস্বামীর আর পত্র করহ দর্শন॥

তৃতীয় পত্র।

শ্রীবৃন্দাবননাথো জয়তি।

স্বস্তি সমস্ত গুণ-প্রশস্ত বন্ধুবর শ্রীনিবাসাচার্য্য মহত্তমেষু—

ইতঃ শ্রীবৃন্দাবনাজ্জীবনায় তস্য সপ্রণামালিঙ্গন শুভাশংসনকং স্বস্তি মুখমিদং। শমিহ-সমীহিতং শ্রীবৃন্দাবন বাসরূপং বর্ত্তত্যেব। ভবতাং তত্তদনুভাবায় সমুৎসুকোঽপি মধ্যে মধ্যে তদশ্রবণ তদ্বিরুদ্ধ শ্রবণাভ্যাং দুনিত চিত্তোঽস্মি তস্মাদযথাযথং সাম্প্রতেনাপি তচ্ছ্রাবণেন সান্ত্বয়িতব্যোঽস্মি।

পরঞ্চ পূর্ব্ব ভবৎপত্রিকা প্রতিবচনং পূর্ব্বমেব লিখিতবন্তঃস্ম। সম্প্রতিচ নিবেদয়ামঃ, "বিরোধী ভগবদ্ভক্তে, বিদাহীন্দ্রিয় দেহয়োঃ। শোকস্তথাপি কর্ত্তব্যো, যদি শুচোনিবর্ত্ততে।" ইতি। অন্যচ্চ, এতে শ্রীশ্যামদাসাচার্য্যাঃ পারমার্থিকা ভবতাং সবাসনা ভবন্তি, ব্যুৎপন্নাশ্চ, তস্মাদেতৈঃ সমং ব্যতিস্নিহ্য শ্রীভগবদ্ভক্তি বিচারাদিকং কর্ত্তুমুচিতং। ঈদৃশেন সহায়েন পাষণ্ডিনশ্চ খণ্ডিতাঃ স্যুঃ। সম্প্রতি শোধয়িত্বা বিচার্য্যচ বৈষ্ণব-তোষণী-দুর্গমসঙ্গমনী শ্রীগোপালচম্পূ পুস্তকানি তত্রামীভির্নীয়মানানিসন্তি। ততঃ পুস্তক বিচারয়োঃ শোধনায়চ ব্যতিধর্ত্তব্যমেভি রাজ্ঞীয় পাল্যবুদ্ধিশ্চ কর্ত্তব্যাএতি।

অপরঞ্চ। পূর্ব্বং যৎ হরিনামামৃত ব্যাকরণং ভবৎসু প্রস্থাপিত মাসীৎ, তদবধি পাঠ্যতে তদাতত্র ভাষ্যবৃত্ত্যাদি দৃষ্ট্যাভ্রমাদিকং শোধ্যং অল্পপরিশেষপুস্তকন্যাত্র বর্ত্ততে, তদ্যদি মৃগ্যতে তদাজ্ঞাপিতব্যং। সম্প্রতি শ্রীমদুত্তর

গোপালচম্পূ র্নিখিতাপ্তি কিন্তু বিচারয়িতব্যা স্তীতি নিবেদিতং। পুন স্তাদৃশং ভাগ্যং কদাস্তা, যদ্বদা ভবৎপ্রসঙ্গ ইতি দুরাদপিশ্রুত্বা অনুধ্যানং কার্য্যং। শ্রীবৃন্দাবনদাসাদিষু শ্রীগোপালদাস প্রভৃতিষু ভবৎসু শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য চরণেষু চ শুভানু ধ্যানমিতি।

সমস্ত গুণেতে প্রশস্ত বন্ধুবরে।
শ্রীনিবাস আচার্য্য গোসাঞি মহত্তরে॥
সেই শ্রীজীব গোসাঞি এই বৃন্দাবন হৈতে।
প্রণাম আলিঙ্গন শুভ আকাঙ্ক্ষা সহিতে॥
স্বস্তিমুখ লিখি এই পত্র সুমঙ্গল।
বাঞ্ছিত বৃন্দাবন বাসরূপ মঙ্গল॥
বাস করেই এথায়, জানিবে কোন অমঙ্গল নাই।
আপনার কুশল জানিতে উৎসুখ সদাই॥
মাঝে মাঝে তাহা শ্রবণ না করি।
আর বিরুদ্ধ শ্রবণে চিত্ত তাপে মরি॥
অতএব ইদানিক যথা সম্ভব মত।
শ্রবণ করাইয়া শান্ত করিবেন চিত॥
তোমার পূর্ব্ব পত্রের উত্তর পূর্ব্বে লিখিয়াছি।
সম্প্রতি এক নিবেদন তোমায় করিতেছি॥
ভট্ট গোসাঞির অন্তর্দ্ধান শুনিয়া যে তুমি।
বড় খেদ করিতেছ শুনিলাম আমি॥
শোক হইতে শোক যাওয়ার যদি সম্ভব হৈত।
তাহা হৈলে শোক করা কর্ত্তব্যে গণিত॥
শোক করিলে কভু শোক নাহি যায়।
ওহে শ্রীনিবাস আমি কহিলাম তোমায়॥
কৃষ্ণ-ভক্তির বিরোধী শোক জানে সর্ব্বজন।
দেহ আর ইন্দ্রিয় দহে সর্ব্বক্ষণ॥
অতএব শোক করা উচিত না হয়।
শোকত্যাগ কর শ্রীনিবাস মহাশয়॥
ব্যাস আচার্য্যের পুত্র শ্যামদাস আচার্য্য।
তোমার পরমার্থ সহৃদয় পণ্ডিত বর্য্য॥
অতঃ অতি স্নেহ করি তাঁহার সহিত।
ভগবদ্ভক্তি বিচার করিতে উচিত॥
ঈদৃশ সহায়ে হবে পাষণ্ডিগণ মাটী।
ওহে শ্রীনিবাস আমি কহিলাম খাটী॥
বৈষ্ণব-তোষণী আর দুর্গমসঙ্গমনী।
আর শ্রীগোপালচম্পূ পুস্তক খানি॥
শোধন করিয়া আর বিচার করিয়া।
সম্প্রতি নিয়াছে শ্যামদাস আচার্য্য আসিয়া॥
অতএব পুস্তক আর বিচারের শোধন।
করিতে আসক্ত সদা ইহার সহিত হন॥
ইহাতে আত্মীয়ের ন্যায় পাল্য বুদ্ধি কর।
ওহে শ্রীনিবাস আমি কহিলাম দৃঢ়॥
আর পূর্ব্বে হরিনামামৃত ব্যাকরণ।
তোমার সমীপে তাহা করিয়াছি প্রেরণ॥
যদি পাঠ করাও তবে ভাষ্যবৃত্তি দেখি।
ভ্রমাদি শোধিয়া লইবা ইহা আমি লিখি॥
অন্য পরিশেষ পুস্তক এথানে আছে।
যদি চাও জানাইবা পাঠাইব পাছে॥
উত্তরচম্পূ লিখিনু এবে কৃষ্ণনাম মনে রাখি।
কিন্তু তাহা বিচার করিতে আছে বাকী॥
এই নিবেদন মোর শুন মহাশয়।
আবার কবে এমন ভাগ্য হইবে উদয়॥
যবে পত্রোত্তরে তোমার প্রসঙ্গ সব।
দূর হইতেও শুনিয়া চিন্তন করিব॥

বীরহাম্বীর রাজ পুত্র ধারীহাম্বীর নাম।
শ্রীগোপালদাস হয় তার আর নাম॥
তোমার, তোমার পুত্র বৃন্দাবন দাসাদি আর।
সকলের শুভ চিন্তা করি অনিবার॥ ইতি।
গোবিন্দ, রামচন্দ্র আর নরোত্তম।
জীব গোস্বামীরে লিখে এই পত্র মহত্তম॥

চতুর্থ পত্র।

শ্রীকৃষ্ণো জয়তি।

পরমারাধনীয় সমস্ত মঙ্গলপ্রদ পদদ্বন্দ্ব পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি মহাশয় শ্রীচরণ সরোজেষু—

সেবকাধমানাং শ্রীরামচন্দ্র নরোত্তম গোবিন্দদাসানাং সংখ্যাতীত প্রণাম পূর্ব্বকং নিবেদন মেতৎ।

অত্রস্থানাং কুশলং সর্ব্বেষাং। তত্রস্থানাং তত্রভবতাং পূজ্যপাদ শ্রীল লোকনাথাদি গোস্বামি পাদানাং ভবতাঞ্চ কুশলং সমীহামহে। পরঞ্চ যন্নিত্য স্মরণ প্রক্রিয়ায়াং কর্ত্তব্যং তল্লেখ্যং। যদ্যপি, "সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহী"ত্যাদিনা কিঞ্চিৎ ভবত উপদেশাজ্জ্ঞাতং তথাপ্যস্মাকং কূট তর্কত্বেন সন্দিগ্ধচিত্ততয়া সেবা সাধকরূপেণে-ত্যাদি বচনস্য বিষদাং ব্যাখ্যাং জ্ঞাতুং-বাঞ্ছামঃ। অতঃ সহাশিষা সাপ্রস্থাপ্যা।

কতিচিদস্মাভীরচিতানি শ্রীগীতামৃতানি প্রস্থাপিতানি, দয়াপরবশতয়া দ্রষ্টব্যা নীতি।

তত্রস্থেষু তত্রভবৎসু সর্ব্বেষস্মাকং সঙ্খ্যাতীতং প্রণামং জ্ঞাপিতব্যমিতি।
পরমারাধনীয় সমস্ত মঙ্গলপ্রদ যার যুগ্মপদ।
সেই শ্রীজীব গোস্বামি মহাশয় পূজ্যপাদ॥
তাঁর পাদপদ্মে সেবকাধম মো সভার।
রামচন্দ্র, নরোত্তম, গোবিন্দদাস আর॥
সঙ্খ্যাতীত প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন।
অত্র স্থানে সকলই কুশলী আছেন॥
তত্রস্থ তত্র ভবান্ পূজ্যপাদগণ।
লোকনাথ গোস্বামী আদি যত জন॥
তা সভার কুশল আর আপনার কুশল।
জানিতে বাসনা জানাঞা ঘুচাও অমঙ্গল॥
আর নিত্য স্মরণ প্রক্রিয়ায় কর্ত্তব্য যাহা।
অনুগ্রহ করি লিখি পাঠাবেন তাহা॥
আপনার উপদেশে যদিও আছি জ্ঞাত।
তথাপি কূট তর্কে মোদের সন্দিগ্ধ চিত॥
"সেবা সাধকরূপেণ" এই বচন দিয়া।
নানা তর্ক উঠিতেছে তাতে সংশয় হিয়া॥
"সেবা সাধকরূপেণ" ইত্যাদি বচন।
তার বিষদ ব্যাখ্যায় করো সন্দেহ ভঞ্জন॥
ব্যাখ্যা সহ আশীর্ব্বাদ মোদেরে পাঠাইবা।
মো সভার রচিত গীত পাঠাই তা দেখিবা॥
দয়া করিয়া তাহা করিবেন গ্রহণ।
শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ এই নিবেদন॥
তত্রস্থ সমুদয় তত্রভবানে।
মো সভার অসঙ্খ্য প্রণাম করো বিজ্ঞাপনে॥
ইতি।
গোবিন্দ রামচন্দ্র আর নরোত্তমে।
শ্রীজীব গোস্বামী লিখে এই পত্রোত্তমে॥

পঞ্চম পত্র।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রো জয়তি।

স্বস্তি সমস্ত বৈষ্ণবগণ প্রশস্ত শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনরোত্তমদাস শ্রীগোবিন্দদাসাখ্য মদ্বিধ সুখাস্পদ সম্পদ্রূপেষু—

শ্রীবৃন্দাবনাজ্জীব নামাহং সালিঙ্গনং নিবেদয়ামি, সমীহা বিশেষস্তু ভবতাং কুশলং। স্নেহসূচক পত্রস্য সমুপলব্ধত্বাত্তদেব মুহুর্বাঞ্ছামি, তত্র যন্ময়ি স্নেহং বিধায় শ্রীমন্তি গীতানি প্রস্থাপিতানি, তেনতু অতীব মঙ্গল সঙ্গতোঽস্মি, কিং বহুনা নিরুপাধিক স্নিগ্ধেষু। অথ যন্মুহুর্নিত্য স্মরণ প্রক্রিয়ামৃগ্যাতে, তত্তু রসামৃতসিন্ধৌ ব্যক্তমেবাস্তি, "সেবা সাধক রূপেণে"ত্যাদিনা। অত্র সাধক রূপেণ বহির্দেহেন, সিদ্ধরূপেণ নিজেষ্ট সেবানুরূপ চিন্তিত দেহেনেত্যর্থঃ। তত্রচ সিদ্ধরূপেণ রাগানুসারেণৈবেতি কাল দেশ লীলাভেদাদ্বহুধেতিকিয়তী লেখ্যা। সাধক রূপেণ সেবাতু, ত্রিবিধ প্রক্রিয়য়া আগমাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়া। শ্রীমদাচার্য্য মহাশয়াস্তত্র তামুপদেক্ষ্যন্তি। এতেহি অস্মাকং সর্ব্বস্বমেবেতি। কিমধিক মিতি।

সমস্ত বৈষ্ণবগণে প্রশস্ত সভ্রাজ।
রামচন্দ্র নরোত্তম গোবিন্দ কবিরাজ॥
মাদৃশ সুখের স্থান সম্পত্তি স্বরূপ।
সালিঙ্গন নিবেদন করি পাঞা সুখ॥
বৃন্দাবন হৈতে আমি শ্রীজীব গোসাঞি।
সর্ব্বদা বাঞ্ছা বিশেষ, তো সবার কুশল জানিতে চাই॥
স্নেহসূচক পত্র লাভ করিয়াছি।
বার বার পাইতে বাঞ্ছা করিতেছি॥
আমাকে স্নেহ করি শ্রীগীত সকল।
পাঠাঞাছো তাতে মোর অতীব মঙ্গল॥
নিষ্কারণ স্নেহের পাত্র যেই জন।
তাহাতে আর বহু দ্বারা কিবা প্রয়োজন॥
বার বার নিত্য স্মৃতি প্রক্রিয়া যাহা মাগ।
রসামৃতসিন্ধুতে আছে তার বিভাগ॥
তাতে "সেবাসাধক রূপেণ" ইত্যাদি প্রমাণ।
তার ব্যাখ্যা করিতেছি দেখ মতিমান॥
সাধকরূপের অর্থ হয় বহির্দেহ।
সিদ্ধরূপের অর্থ নিজ ইষ্ট সেবানুরূপ চিন্তিত দেহ॥
সিদ্ধরূপের সেবা রাগানুসারে কয়।
কাল, দেশ, লীলা ভেদে বহু প্রকার হয়॥
তার মধ্যে কতক লিখিব মুঞি পরে।
সাধক রূপের সেবা আগমানুসারে॥
ত্রিবিধ প্রক্রিয়ায় তাহা হইবে।
কায়িক বাচিক মানসিক নিশ্চয় জানিবে॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য দিবে উপদেশ।
তিনি মোর সর্ব্বস্ব জানিবা বিশেষ॥ ইতি।
গোবিন্দেরে পত্র লিখে শ্রীজীব গোসাঞি।
প্রকাশ করিতেছি তাহা দেখহ হেথাই॥

ষষ্ঠ পত্র।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রো জয়তি।

স্বস্তি পরম প্রেমাস্পদ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মহাভাগবতেষু—

জীবস্য কৃষ্ণস্মরণং শ্রীমতাং ভবতাং শুভানুধ্যানেন। অত্রত্য কুশলং তত্রত্য তদীহে

ত্মাং। তত্র ভবন্তএবাস্মাকং মিনতরা বিরাজন্তে তস্মাত্তবদীয় কুশলং শ্রোতুং সদা বাঞ্ছাম তত্রাবধানং কর্ত্তব্যং। সম্প্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনাময় স্বীয় গীতানি , প্রস্থাপিতানি পূর্ব্বমপিযানি, তৈ রমৃতৈরিব তৃপ্তাবর্ত্তামহে ; পুনরপি নূতন তত্তদাশয়া মুহুরতৃপ্তিঞ্চ লভামহে। তস্মাত্তত্রচ দরাবধানং কর্ত্তব্যং। পরঞ্চ, পূর্ব্বং শ্যামদাস মার্দ্দঙ্গিক হস্তেন শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য গোস্বামি কৃতে বৃহদ্ভাগবতামৃতং প্রস্থাপিতমাসীৎ, তত্তত্রপ্রবিষ্টং নবেতি বিলিখ্য বয়ং সন্দেহান্নিবর্ত্তনীয়াঃ। কিংবহুনা স্বতএব দয়ালুষু শ্রীমৎসু ভবৎসু লিখিতমিদমিতি। ইহ শ্রীনরোত্তম কবিরাজৌ প্রতি, শুভাশীর্ব্বাদাঃ। ইহ শ্রীকৃষ্ণ দাসস্য নমস্কারা ইতি।

পরম প্রেমাস্পদ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজে।
পরম ভাগবত শ্রেষ্ঠভক্ত-রাজে ॥
লিখি, তো সভার শুভ চিন্তনের সঙ্গ।
শ্রীজীব গোসাঞির কৃষ্ণ স্মরণ অহরহ ॥
এথাকার সকলের জানিবা কুশল।
বাঞ্ছা করি সেথাকার সভার মঙ্গল ॥
সেথায় তোমরাই মোর মিত্ররূপে রাজ।
অতঃ, তো সভার কুশল সদা জানা মোর কাজ ॥
এবিষয়ে মনোযোগ করা হয় উচিত।
এবে পাঠাইঞাছ কৃষ্ণ বর্ণনাময় নিজ গীত ॥
পূর্ব্বেও পাঠাইঞাছ তাহা দ্বারায়।
পরিতৃপ্ত হইয়াছি অমৃতের ন্যায় ॥
পুনরপি নূতন সেই সেই গীতের আশায়।
আবার অতৃপ্তি লাভ, জানাই তোমায় ॥
অতঃ এ বিষয়ে দয়া প্রকাশ হয় উচিত।
গীতামৃত পাইলে হবে আনন্দিত চিত ॥
শ্রীনিবাস নিমিত্ত বৃহদ্ভাগবতামৃত।
শ্যামদাস মৃদঙ্গিয়া দ্বারে প্রস্থাপিত ॥
তাহা পৌহছিয়াছে কিনা লিখিবা ত্বরাই।
সন্দেহ হইতে তবে নিবৃত্তি পাই ॥
আর বহু লিখিয়া কিবা প্রয়োজন।
স্বভাবতঃ দয়ালু তোরা শ্রীমান শুভবান ॥
নরোত্তম আর রামচন্দ্র দুই ভক্ত প্রতি।
শুভ আশীর্ব্বাদ মোর জানাইও তথি ॥
এথানে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ।
নমস্কার করিয়াছে তোমাদের সমাজ ॥

ইতি পত্র প্রকরণং।

অথ সূচী প্রকরণ।

প্রথম বিলাস।

শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন।
প্রেম-বিলাসের সূচী করিয়ে বর্ণন ॥
চব্বিশ অধ্যায়ে গ্রন্থ করি সমাপন।
এবে করি সব অধ্যায়ের সূচী প্রদর্শন ॥
প্রথম বিলাসে, নিত্যানন্দ গৌড়ে গেল।
গৌড়ে গিয়া প্রেম-ভক্তি বিতরণ কৈল ॥
গৌড়ের খবর মহাপ্রভু জিজ্ঞাসয়।
ভক্তি ছাড়ি আবার মুক্তি অদ্বৈত বাখানয়
তাহা শুনি মহাপ্রভুর ক্রোধোদয় হৈল।
সে সময়ে স্বরূপ আর রামানন্দ আইল ॥
নিত্যানন্দের পত্র পাঠ, তার সহ আলাপন
জগন্নাথ দর্শন, সার্ব্বভৌমের মিলন ॥
কাশীমিশ্র ভবনে ভট্টাচার্য্যের পত্র পাঠ।
ভট্টাচার্য্যের ক্রোধ দর্প, মাল সাট ॥

ভট্টাচার্য্যের বাক্যে প্রভুর সুখোদয় ।
অদ্বৈত আর নিত্যানন্দে পত্র লেখয় ॥
প্রভু ভট্টাচার্য্যের কথোপকথন ।
পরামর্শ হৈল ভক্তির স্থিরী করণ ॥
প্রেম পাত্র চিন্তি গৌড়ে প্রেম প্রকাশিতে ।
পৃথিবীরে ডাকি আনে স্থাপিত প্রেম দিতে ॥
আজ্ঞা পাঞা পৃথিবী অন্তর্দ্ধান কৈলা ।
স্বরূপ রামানন্দ নিকটে তাহা প্রকাশিলা ॥
নিত্যানন্দ বলি প্রভুর মূর্চ্ছা ক্রন্দন ।
হরিনামে চেতন, সার্ব্বভৌম সহ আলাপন ॥
ভক্তিবাধ শুনি দুঃখে মহাপ্রভু কয় ।
অদ্বৈত বিরোধী ইহা বিশ্বাস যোগ্য নয় ॥
মনে অসুখী অদ্বৈত ভয় দেখাইতে ।
আবার জ্ঞানবাদের চর্চ্চা কারণ আছে ইথে ।
প্রেমরূপে পুনরায় প্রভু জন্ম লয় ।
দ্বিতীয় বার জ্ঞান বাদের এই কারণ হয় ॥
ভক্তি রক্ষার পরামর্শ স্বপ্ন প্রদর্শন ।
জগন্নাথ সহ হৈল কথোপকথন ॥
অপুত্রক চৈতন্যদাস নামে এক বিপ্র ।
পুত্রবর পাইলা প্রেম পাইবাও ক্ষিপ্র ॥
বৃন্দাবন হৈতে জগদানন্দের আগমন ।
বৃন্দাবনের বার্ত্তা অদ্বৈত প্রহেলী বর্ণন ॥
শুনি প্রভুর দশান্তর সাগরে যে প্রেম ছিল ।
অনুমতি পাঞা সাগর পৃথিবীরে দিল ॥
প্রেমভরে পৃথিবী টলমল করি ।
প্রভুর কাছে ডরে জগন্নাথের পূজারী ॥
আসিয়া লোকের ভয় বর্ণন করিলা ।
পৃথ্বী স্থির, লোকে অভয়, পূজারী বিদায় দিলা ॥

পৃথিবী স্মরণ, চৈতন্যদাসের পরিচয় লন ।
তাঁর পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে প্রেম দিতে কন ॥
লক্ষ্মীপ্রিয়ার প্রেম-প্রাপ্তি, জগন্নাথ সমীপে ।
সঙ্কীর্ত্তন করি প্রভু শ্রীনিবাসে ডাকে ॥
চৈতন্যদাসের ভাবি পুত্র শ্রীনিবাসের কথা ।
নিত্যানন্দে যায় পত্র তাহে ইহা গাঁথা ॥
বৃন্দাবন হৈতে সনাতনের পত্র আসি ।
গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন গমনে প্রভু খুসী ॥
বৃন্দাবনে সনাতনে পত্র প্রেরণ ।
গোপাল ভট্টের প্রশংসা, ডোর, আসন অর্পণ ॥
পত্র পাঞা রূপসনাতন লোকনাথের আনন্দ ।
লোকনাথ গোস্বামীর চরিত্র প্রবন্ধ ॥
ভাবি নরোত্তমের কথা, প্রভুর নরোত্তম বলি ডাক ।
সনাতনের বিরহ, অজ্ঞান, রূপ শুশ্রূষায় চৈতন্য লাভ ॥
ডোর আসন লাভ আর পত্র পাঠ করি ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত গোপাল যায় গড়াগড়ি ॥
শ্রীনিবাসের কথা, সনাতনের স্বপ্ন দর্শন ।
স্বরূপ নিকটে প্রভুর শ্রীনিবাসের বর্ণন ॥
ভাবি শ্রীনিবাসের কথা সর্ব্বত্র প্রচারে ।
পুত্র পাইতে চৈতন্যদাস পুরশ্চরণ করে ॥
চৈতন্যদাস লক্ষ্মীপ্রিয়ার স্বপ্ন দর্শন ।
পতি পত্নী উভয়ের কথোপকথন ॥
গ্রামীলোকের সঙ্কীর্ত্তন, জমীদারের মানা ।
ঢোলে দুর্গা শিব নামের করয়ে ঘোষণা ॥
দুর্গা শিব নাম ঘোষণায় রাধা কৃষ্ণ ধ্বনি ।
আনন্দিত হৈল লোক সেই কথা শুনি ॥

চৈতন্যদাস গৃহে জমীদার দুর্গাদাস।
আসিয়া খাইল, কহে স্বপ্নের ইতিহাস॥
স্বপ্নে গৌর-নিতাই দর্শন, সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ।
দুর্গাদাস চৈতন্যদাসের কথোপকথন॥
লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভ-মাহাত্ম্য শ্রীনিবাসের জন্ম।
প্রথম বিলাসে এই বর্ণিলাম মর্ম্ম॥

দ্বিতীয় বিলাস।

দ্বিতীয় বিলাসে শ্রীনিবাসের জন্মোৎসব হয়।
তৃতীয় বিলাসের কথা শুন শ্রোতা মহাশয়॥

তৃতীয় বিলাস।

শ্রীনিবাস আর নরোত্তমের প্রসঙ্গ।
শ্রীনিবাসের বিদ্যারম্ভ, পাঠ বাদ, মনো ভঙ্গ॥
স্বপ্ন দর্শন, রাধাকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ।
চৈতন্যদাস লক্ষ্মীপ্রিয়ার কথোপকথন॥
মাতৃ আজ্ঞায় শ্রীনিবাসের পড়িতে গমন।
অধ্যাপক সহ হৈল কথোপকথন॥
বিমনস্ক শ্রীনিবাস পড়িতে নারিল।
গৃহে প্রত্যাগত স্বপ্নে বিদ্যালাভ হৈল॥
তৃতীয় বিলাসের সূচী করিনু বর্ণন।
চতুর্থ বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

চতুর্থ বিলাস।

নরহরি সরকার সহ শ্রীনিবাসের পরিচয়।
কথোপকথন আর প্রেমের উদয়॥
শ্রীনিবাসের চৈতন্য বিরহ, খেদ, দৈববাণী।
বৃন্দাবন যাবার কথা তাহাতেই শুনি॥
শ্রীনিবাসের পিতার মৃত্যু, তার শ্রাদ্ধাদি করি।
চাকন্দি হৈতে শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে কৈল বাড়ী॥
শ্রীনিবাসের খণ্ডে গমন রঘুনন্দনের সহ পরিচয়।
কথোপকথন, নরহরির সহ সাক্ষাৎ হয়॥
বৃন্দাবনে যাইবারে বীরচন্দ্রের আদেশ।
গোপালভট্টের নিকটে দীক্ষা উপদেশ॥
স্বপ্নে মহাপ্রভুর আদেশ বৃন্দাবন যাইতে।
রূপসনাতন কৃত গ্রন্থাদি পড়িতে॥
স্বপ্ন কথা সরকার নিকটে প্রকাশ।
কথোপকথন কিছুদিন খণ্ডে বাস॥
গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী নীলাচলে।
ভাগবত পড়িতে তথি শ্রীনিবাস চলে॥
জগন্নাথ দর্শন, গদাধর সহ পরিচয়।
কথোপকথন, ভাগবত পড়নের কথা কয়॥
খণ্ডে আসে শ্রীনিবাস নরহরি পাশে।
ভাগবত নিতে গদাধর আদেশে॥
বীরচন্দ্র নরহরি সহ সাক্ষাৎ করি।
ভাগবত লঞা ক্ষেত্রে যায় ত্বরা করি॥
যাজপুরে পণ্ডিত গোসাঞির অপ্রকট শুনি।
খেদ করি খণ্ডকে গমন তখনি॥
সরকার সহ সাক্ষাৎ যাইতে বৃন্দাবন।
নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন॥
বংশীবদন সহ পরিচয়, আলাপ।
পণ্ডিত গোসাঞির সঙ্গোপন কথন বিলাপ॥
ঈশান আসিয়া শ্রীনিবাসেরে দেখিল।
বিষ্ণুপ্রিয়া নিকটে যাইয়া কহিল॥

আধসের চাউল শ্রীনিবাসের রন্ধন।
তৃপ্ত হঞা দশজন বৈরাগীরও ভোজন॥
এগার জনের আহার ঈশান মুখে শুনি।
গঙ্গাতীরে আসি বালক দেখিলা আপনি॥
প্রভু গৃহে শ্রীনিবাস আসি ঈশ্বরী প্রণমিল।
পরিচয়, আলাপ, ঈশ্বরীর কৃপা পাইল॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার হরিনাম গ্রহণের নিয়ম।
নূতন দুই মৃৎ পাত্র রাখে সর্ব্বক্ষণ॥
এক পাত্রে চাউল রাখি, একবার হরি নাম জপয়।
জপ অন্তে অন্য পাত্রে এক একটী তণ্ডুল থোয়॥
তিন প্রহরে জপ করি যে তণ্ডুল জমে।
রাঁধি প্রভুকে নিবেদিয়া করয়ে ভক্ষণে॥
নামের মাহাত্ম্য বর্ণন বিষ্ণুপ্রিয়ার মহিমা।
যাঁর সাধন ভজনের নাহিক উপমা॥
শ্রীনিবাসে অভিরাম নিকটে প্রেরণ।
তার সঙ্গে ঈশান করয়ে গমন॥
শ্রীনিবাস শান্তিপুরে উপস্থিত হয়।
তিন বৎসর অপ্রকট অদ্বৈত প্রভুরে দেখয়॥
অদ্বৈত সহ শ্রীনিবাসের হৈল আলাপন।
দ্বিতীয় বার জ্ঞানবাদের কহিল কারণ॥
দ্বিতীয় বার জ্ঞানবাদে প্রভুর ক্রোধোদয়।
তাহাতেই শ্রীনিবাস নরোত্তমের জন্ম হয়॥
অদ্বৈত গোবিন্দ বাদ কামদেব নাগরের কথা।
নাগর ত্যাগ অদ্বৈতের অন্তর্দ্ধান গাঁথা॥
ত্যাগীগণের বিবরণ চব্বিশ বিলাসে।
বর্ণন করিনু ধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশে॥

সীতা মাতা অচ্যুতাদির সহ পরিচয়।
প্রসাদ ভক্ষণ, শ্রীনিবাস সীতার কৃপা পায়॥
কোন কোন অদ্বৈত-পুত্র নাগরের মতে রয়।
কেহ কেহ অচ্যুতের মতেতে থাকয়॥
চতুর্থ বিলাসের সূচী করিনু বর্ণন।
পঞ্চম বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

পঞ্চম বিলাস।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের খড়দহে গমন।
বীরচন্দ্র জাহ্নবার কথোপকথন॥
শ্রীনিবাসের আগমন ঈশানের দ্বারে।
জাহ্নবা বীরচন্দ্র জানি আনিলেন তারে॥
জাহ্নবার কৃপা আদেশ বৃন্দাবন যাইতে।
পত্র দেয় অভিরামে চাবুক মারিতে॥
পরীক্ষিতে অভিরাম শ্রীনিবাসে কড়ি দিল।
ভোজ্য কিনি রাঁধি বৈষ্ণব দেখি খাওয়াইল॥
ভোজন সময় অভিরাম বৈষ্ণবের দ্বারে।
পরীক্ষা করিয়া শ্রীনিবাসে চাবুক মারে॥
মালিনীর সঙ্গে শ্রীনিবাস সাক্ষাৎ করি।
খণ্ডকে গমন কৈলা যথা নরহরি॥
খণ্ড হৈতে যাজিগ্রাম শ্রীনিবাস গেলা।
মাতার নিকটে সব বৃত্তান্ত কহিলা॥
মাতার অনুমতি নিয়া বৃন্দাবন গমন।
জীব নিকটে শ্রীরূপের তাহা প্রকটন॥
বৃন্দাবন যাবার পথ বর্ণন কৈল কতি।
কাশীতে চন্দ্রশেখরের ভবনে অবস্থিতি॥
চন্দ্রশেখর শিষ্য সহ কথোপকথন।
মহাপ্রভুর বসিবার স্থানাদি দর্শন॥
কাশী হৈতে প্রয়াগ হঞা বৃন্দাবন যাইতে।
পথে এক ব্রজবাসী গাইলা দেখিতে॥

তেঁহোর নিকটে বৃন্দাবনের বার্ত্তা শুনে।
সনাতন গোস্বামী হঞাছে গোপনে॥
রূপ, রঘুনাথ ভট্টের অপ্রকট।
শুনি বহু খেদ করে কৃষ্ণ বিশ্রাম ঘাট॥
খেদ বর্ণন, পঞ্চম বিলাসের সূচী সমাপন।
ষষ্ঠ বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

ষষ্ঠ বিলাস।

স্বপ্নে রূপসনাতন গোস্বামী শ্রীনিবাসে।
গোপাল ভট্ট হৈতে দীক্ষা পড়িতে
আদেশে॥
স্বপ্ন দেখি শ্রীনিবাস শান্তিলাভ কৈল।
শ্রীনিবাসের আগমন স্বপ্নে শ্রীজীব জানিল॥
শ্রীনিবাসে পড়াইতে হইল আদেশ।
গোবিন্দ জিউর মন্দিরে আইল শ্রীনিবাস॥
গোবিন্দ দর্শন, শ্রীনিবাসের ভাবাবেশ।
জীব গোস্বামী আসি তারে নিলা নিজাবাস॥
পরিচয়, জীবসহ কথোপকথন।
তারে নিয়া যান জীব-গোপাল ভট্ট স্থান॥
ভট্টসহ পরিচয়, বাকোবাক্য হয়।
গোপাল ভট্ট শ্রীনিবাসে কৃপা করয়॥
জীবসহ শ্রীনিবাস আসি অন্য দিনে।
রাধারমণ দেখি, দীক্ষা, শিক্ষা ভট্ট স্থানে।
ষষ্ঠ বিলাসের সূচী করিনু বর্ণন।
সপ্তম বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

সপ্তম বিলাস।

বিশ্বরূপের কথা শচীর পিতার বংশাবলী।
লোকনাথ পণ্ডিতের কথা বর্ণিল সকলি॥
অদ্বৈত স্থানে বিশ্বরূপের বিদ্যাভ্যাস হয়।
বড় জ্ঞানী হৈল সন্ন্যাস গ্রহণ করয়॥
সন্ন্যাসাশ্রমে শঙ্করারণ্য পুরী নাম।
বিশ্বরূপের সিদ্ধি প্রাপ্তি বিবরণ॥
হাড়াই পণ্ডিতের কথা নিত্যানন্দের জন্ম।
নিত্যানন্দের চৌদ্দ বৎসর গৃহে অবস্থান॥
হাড়াই গৃহে আসিলেন জনৈক সন্ন্যাসী।
ভিক্ষা করি নিত্যানন্দে নিলা গুণরাশি॥
তাঁর শিষ্য হৈলা নিতাই অবধূত বেশধারী।
সেই সন্ন্যাসীর নাম হয় ঈশ্বরপুরী॥
বিশ্বরূপ, নিত্যানন্দের বিস্তার বিবরণ।
চব্বিশ বিলাসে করিনু বর্ণন॥
মহাপ্রভুর জন্ম, লোকনাথ গোস্বামী।
তাহার বিবরণ বিশেষ লিখিলাও আমি॥
যশোর তালগড়ি গ্রামে লোকনাথের জন্ম।
বিবাহের উদ্যোগ দেখি করে পলায়ন॥
নবদ্বীপ আসি মহাপ্রভুকে মিলিল।
গদাই, নিতাই, অদ্বৈতাদি সহ দেখা হৈল॥
প্রভু সহ লোকনাথের কথোপকথন।
বৃন্দাবনের কথা ভাবি সন্ন্যাসের মনন॥
বৃন্দাবন যাইতে লোক নাথের আদেশ।
লোকনাথের শিক্ষা বৃন্দাবনের ভাবাবেশ॥
ভজন বিষয়ে হৈল কথোপকথন।
লোকনাথের পূর্ব্ব ভাব হৈল উদ্দীপন॥
শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী তথায় আসিল।
বৃন্দাবন যাইতে প্রভুর আর গদাইর
আজ্ঞা হৈল॥
লোকনাথ, ভূগর্ভ মিলি বৃন্দাবন গমন।
রূপ, রঘু, সনাতন, ভট্ট পরে যাবেন
বৃন্দাবন॥

ইহা বলি লোকনাথ ভূগর্ভে বৃন্দাবন পাঠায়।
তাজপুরের পথে দুহেঁ চলি যায়॥
পথের বর্ণন, বিশেষ চলে ব্রজপুরী।
মথুরা ভ্রমে নানা-স্থানের পরিচয় করি॥
সপ্তম বিলাসের সূচী করিনু বর্ণন।
অষ্টম বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

অষ্টম বিলাস।

প্রথম বার মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রা।
প্রভুর তত্তিবপুরের ঘাটে পদ্মাপার মাত্রা॥ (১)
পদ্মাবতী দেখিয়া প্রভুর আনন্দ।
প্রভুর সহ বাকোবাক্য করে নিত্যানন্দ॥
কথোপকথনের পর প্রভুর মত প্রকাশ।
পদ্মাবতী তীরে থাকিতে মোর অভিলাষ॥
চতুরপুর হঞা প্রভুর রামকেলি গমন।
রূপ সনাতন সহ হইল মিলন॥
তথি হৈতে কানাইর নাটশালাতে আসিল।
সঙ্কীর্ত্তন করি নরোত্তমেরে ডাকিল॥
প্রেম প্রকাশ, ভাবাবেশ, ঝরে অশ্রুনীরে।
নরোত্তম নামে ভক্ত জন্মিবে পদ্মাতীরে॥
ভক্তগণের এইরূপ হৈল অনুমান;
নিত্যানন্দ সহ হৈল কথোপকথন॥
গড়ের হাটে কীর্ত্তন, প্রেম রাখিতে ইচ্ছা কৈলা।
নাটশালা হৈতে ফিরি গড়ের হাটে আইলা॥

(১) মাত্রা—সীমা পর্য্যন্ত।

পদ্মাবতীর শোভা দেখি কুড়োদরপুরে গেলা।
পদ্মায় করিয়া স্নান কীর্ত্তন আরম্ভিলা॥
নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক কীর্ত্তন স্থগিত হইল।
নিতাই সহ প্রভু প্রেম পদ্মাবতীরে দিল॥
নরোত্তমে প্রেম দিতে আদেশ করিলা।
নরোত্তমে চিনিবার উপায় বলিলা॥
পদ্মায় কৃপা কৈলা, না গেলা বৃন্দাবন।
ফিরি আইলা মহাপ্রভু নীলাচল স্থান॥
আর প্রেম-পদার্থ নির্ণয় হইল অষ্টমে।
নবম বিলাসের সূচী বলি ক্রমে ক্রমে॥

নবম বিলাস।

নিত্যানন্দের গৌড়ে প্রেম বিতরণ।
প্রেমরূপে হৈল বীরচন্দ্রের প্রকটন॥
প্রেমরূপে জন্মিবে নরোত্তম শ্রীনিবাস।
তাহা হৈতে প্রেমভক্তি হইবে প্রকাশ॥
মজুমদারের আরাধনা, হয় দৈববাণী।
নরোত্তম নামে পুত্র হবে শুনে ধ্বনি॥
কৃষ্ণানন্দ নারায়ণীর কথোপকথন।
স্বপ্ন-দর্শন, দৈবজ্ঞের হৈল আগমন॥
দৈবজ্ঞ-মুখে ভাবী পুত্রের মহিমা শুনিল।
মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে নরোত্তম জন্ম নিল॥
নবম বিলাসের সূচী করিনু বর্ণন।
দশম বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

দশম বিলাস।

নরোত্তমের জন্মোৎসব আর অন্নারম্ভ।
চূড়া, কর্ণভেদ, আর বিদ্যারম্ভ॥

পরম পণ্ডিত হয় দ্বাদশ বৎসরে।
পিতা মাতার উদ্যোগ বিবাহ করাইবারে॥
স্বপ্নে নিতাইর আদেশে, নরোর পদ্মায় স্নান।
পদ্মাবতী নরোত্তমে করে প্রেমদান॥
কথোপকথন হয়, প্রেমলাভ করি।
প্রেমরূপে নরোত্তে প্রবেশে গৌরহরি॥
জল হৈতে উঠি প্রেমে মত্ত নাচে গায়।
অন্বেষিয়া মাতা পিতা নরো লঞা যায়॥
গৃহে প্রবেশ, বাহ্য পিতার সহিত আলাপ।
নরোর ভাবভঙ্গী দেখি পিতার মনে তাপ॥
মাতা পিতার খেদ, ওঝা আনয়ন।
ভূতের দৃষ্টি ভাবি ওঝার ঝারণ॥
রোগ না যায়, কবিরাজ দেখিয়া অবস্থা।
বায়ু রোগ বলি শিবাঘৃতের ব্যবস্থা॥
নরো বলে রোগ নাই যাব বৃন্দাবন।
শুনি মাতা পিতা করয়ে বারণ॥
সুস্থ হৈল নরো মাতা পিতা ভুলাবারে।
বিষয়েতে সবিশেষ মনোযোগ করে॥
মনে মনে চিন্তা নরোর গৃহ ছাড়িবার।
নরো নিতে জায়গিরদারের আসে আসোয়ার॥
পাৎসায় মিলিতে নরোর গমন।
বৃন্দাবন যাইবারে রাত্রে পলায়ন॥
পথে নরোর পলায়ন মাতা পিতা শুনে।
খেদ করি নানা স্থানে পাঠায় লোক জনে॥
খুঁজিয়া নরোত্তমে আনিতে না পারে।
শুনিয়া মাতা পিতা বহু খেদ করে॥
নরোত্তমের পথের গমন বৃত্তান্ত।
আক্ষেপ করে পথশ্রমে হঞা ক্লান্ত॥
পায় ব্রণ হৈল, চলিতে অক্ষম।
দুগ্ধ লঞা জনৈক বিপ্রের আগমন॥
দুগ্ধদান বিপ্রের হৈল অন্তর্দ্ধান।
নরোত্তম নিদ্রিত হঞা পড়ে সেই স্থান॥
স্বপ্নে রূপ সনাতন দুগ্ধ পান করিতে কহে।
গৌরাঙ্গের আনিত দুগ্ধ মতিমান তাহে॥
কথোপকথন আজ্ঞা বৃন্দাবন যাইতে।
আদেশ লোকনাথ গোসাঞির শিষ্য হৈতে॥
নরো কৃপা করি দুই গোসাঞির অন্তর্দ্ধান।
নিদ্রাভঙ্গ, খেদ, নরোত্তমের দুগ্ধ পান॥
দশম বিলাসের সূচী করিনু বর্ণন।
একাদশ বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

একাদশ বিলাস।

নরোর গৌড়ীয়া বৈষ্ণব দর্শন।
কাশীতে চন্দ্রশেখর আলয়ে গমন॥
চন্দ্রশেখর শিষ্য জনৈক বৈষ্ণব সহিত।
কথোপকথন হৈল আনন্দিত চিত॥
তথি হৈতে প্রয়াগ হঞা মথুরায় গমন।
মথুরায় স্থিতি, স্বপ্নে জীব গোসাঞির দর্শন॥
বৈষ্ণব পাঠায় জীব গোসাঞি বৃন্দাবন হৈতে।
মথুরা হৈতে নরোত্তমেরে আনিতে॥
বৈষ্ণবসহ নরোত্তমের বৃন্দাবন গমন।
গোবিন্দের মন্দির দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত তন॥
জীব গোসাঞির আগমন নরোর ভক্তি-দর্শন।
লোকনাথ গোস্বামীর নিকট তা বর্ণন॥
জীবসহ লোকনাথ আসিয়া তথায়।
হাত দিল মূর্চ্ছিত নরোত্তমের গায়॥

বাহ্য পাঞা নরোত্তম গোসাঞিরে-
প্রণমিল।
আলাপ করি গোবিন্দ দেখি পুনঃ মূর্চ্ছা
গেল॥
মূর্চ্ছিত নরোত্তম লঞা গোসাঞি লোক-
নাথ।
কুঞ্জকে গমন কৈলা জীব গোস্বামী সাথ॥
কুঞ্জে গিয়া চৈতন্য লাভ প্রসাদ ভক্ষণ।
লোকনাথ গোসাঞির সহ নরোর কথোপ-
কথন॥
গোসাঞি হৈতে নরোত্তম হরি নাম পায়।
গুরু শিষ্য কথা দুই লক্ষ নাম লয় সংখ্যায়॥
নরোত্তমের গুরু-সেবা শিক্ষা দীক্ষা আর।
সাধন ভজন করে স্বপ্নে দর্শন শ্রীরাধার॥
উপদেশি শ্রীরাধিকা অন্তর্হিত হৈলা।
গোসাঞির নিকটে নরো স্বপ্ন বর্ণিলা॥
চম্পক-লতা সখী কুঞ্জে দুগ্ধ আবর্ত্তন।
মঞ্জুলালীর অনুগত চম্পক-মঞ্জরী হন॥
প্রশংসি লোকনাথ নরোত্তমে আজ্ঞা কৈল।
চম্পক-মঞ্জরী নাম দুগ্ধ আবর্ত্তন সেবা হৈল॥
ধ্যানে লীলা চিন্তে নরো মানস সেবা করে।
দুগ্ধ বর্ত্তন উতোলে, তা হস্তে বারণ করে॥
হস্ত দগ্ধ নরোত্তম কিছু না জানিল।
বাহ্য হৈলে পোড়া হাত দেখিতে পাইল॥
গোসাঞির সেবা বাদ, মনে আক্ষেপ হৈল।
মানস সেবার বিবরণ গোসাঞিরে কহিল॥
লোকনাথ জানাইলা জীব গোস্বামীরে।
দুই গোসাঞি নরোত্তমে বহু কৃপা করে॥
নরোত্তম পড়ে দুই গোসাঞির চরণে।
মিত্র বলি জীব গোসাঞি করে সম্বোধনে॥

একাদশ বিলাসের সূচী করিনু বর্ণন।
দ্বাদশ বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

দ্বাদশ বিলাস।

নরোত্তমের ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন।
তাঁর ভজনের কথা শুনি আনন্দিত মন॥
জীব তাঁরে রূপ গোসাঞির বিলাস মনে
কয়।
তাঁর আর সিদ্ধ নাম রাখে বিলাস-মঞ্জরী॥
চম্পক-মঞ্জরী আর বিলাস-মঞ্জরী।
দুইয়ে মিলি এবে নরোত্তম নাম ধারী॥
বন্ধু বলি জীব তারে "ঠাকুর মহাশয়"॥
উপাধি দিলা হৃষ্ট হয় বৈষ্ণবচয়॥
রাধিকা দত্ত চম্পক-মঞ্জরী নামের কথা।
ভজন আর জীব গোস্বামী দত্ত উপাধি
লাভের কথা॥
শুনি দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
আনন্দিত হইলেন ভক্তের সমাজ॥
গোপাল ভট্ট আনন্দিত তাঁর ভজন শুনি।
গোপাল ভট্ট লোকনাথের কথোপকথনী॥
শ্রীনিবাস লোকনাথ গোস্বামী পাশে গেল।
প্রণাম করি পরে নরোত্তমেরে মিলিল॥
বন্ধু বলি নরোত্তমে করে আলিঙ্গন।
শ্রীনিবাস নরোত্তমের কথোপকথন॥
লোকনাথে শ্রীনিবাসে কথাবার্ত্তা হয়।
শ্রীনিবাস নরোত্তমে প্রীতি বাড়য়॥
শ্রীনিবাসের গুরুসেবা ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন।
জীব গোসাঞি শ্রীনিবাসের কথোপকথন॥
একদিন জীব শ্রীনিবাসে প্রশ্ন কৈলা।
সদুত্তর শুনি তাঁরে আচার্য্য উপাধি দিলা॥

জীব, গোবিন্দ মন্দিরে বৈষ্ণব সকলে।
শ্রীনিবাসে প্রশংসি উপাধি দানের কথা বলে॥
শ্রীনিবাসের আচার্য্য উপাধি শুনিয়া।
লোকনাথ গোপাল ভট্টের আনন্দিত হিয়া॥
শ্রীনিবাস লোকনাথ নিকটেতে গেল।
নরোত্তম সহ সাক্ষাৎ হইল॥
জীব গোস্বামী কার্ত্তিকী ব্রত মহোৎসবে।
নিমন্ত্রণ জানাইলা সকল বৈষ্ণবে॥
লোকনাথ ভূগর্ত্ত গোপাল ভট্ট সহ।
দাস গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেহ॥
সকল বৈষ্ণবগণের হৈল আগমন।
একাদশীর শেষ রাত্রে পাক আরম্ভন॥
দ্বাদশী দিনে দশ দণ্ডে ভোগ দিল।
শ্রীনিবাস পরিবেশি সবে খাওয়াইল॥
জীব গোস্বামী সর্ব্ব বৈষ্ণব সকাশে।
বহু প্রশংসয়ে নরোত্তমে শ্রীনিবাসে॥
গৌড়ে বৈষ্ণব-গ্রন্থ করিতে প্রচারণ।
জীব গোসাঞি বৈষ্ণবগণের অনুমতি লন॥
গ্রন্থ প্রচারিবে শ্রীনিবাস নরোত্তম।
বৈষ্ণবগণ করে দুঁহে শক্তি সঞ্চারণ॥
জীব গোসাঞি মথুরার এক মহাজনে।
পত্র দিয়া আনায় শ্রীবৃন্দাবনে॥
গ্রন্থ নিবার জন্য গাড়ী দিতে আজ্ঞা হৈল।
আজ্ঞামতে মহাজন গাড়ী আনি দিল॥
শ্যামানন্দ আর ভক্ত কহি তার কথা।
সকল বৈষ্ণবগণের আনন্দ সর্ব্বথা॥
জীব গোসাঞি বৈষ্ণবদ্বারে আনে নরোত্তমে।
শ্যামানন্দ সহ তাঁর হইল মিলনে॥

শ্যামানন্দে সঙ্গে নিয়া তাঁরে নিজদেশে।
পাঠাইতে জীব নরোত্তমেরে আদেশে॥
শ্যামানন্দ প্রতি কহে শ্রীজীব গোসাঞি।
ভজনের গূঢ়তত্ত্ব জান নরোত্তম ঠাঞি॥
দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্যামানন্দ বিবরণ।
দক্ষিণ দেশ অম্বুয়া সদ্‌গোপকুলে জন্ম॥
গৃহ ছাড়ি পালাইয়া খানাকুলে যায়।
গোপীনাথ দর্শন করি ধায় অম্বিকায়॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দ মূর্ত্তি করি দরশন।
সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া আনন্দিত মন॥
ঠাকুরবাড়ী ঝাড়ু দেয় প্রসাদ ভক্ষণ।
হৃদয়চৈতন্য করে পরিচয় গ্রহণ॥
হৃদয় শ্যামানন্দে বাকোবাক্য হয়।
দীক্ষা দিয়া তাঁর দুঃখী কৃষ্ণদাস নাম থোয়॥
তাঁর ভজন গুরু-সহ কথোপকথন।
গৌরীদাস পণ্ডিতের কথা, গৌরনিতাই স্থাপন॥
নিজ মূর্ত্তি স্থাপনের কথা শুনি গৌর নিতাই।
গৌরীদাস পণ্ডিতের ঘরে আইলা দুই ভাই॥
গৌরীদাসের দেয় ভোগ দুই প্রভু দুই মূর্ত্তি।
চারি জনে একত্র খায় দেখি মনে স্ফুর্ত্তি॥
গৌরীদাসে বরদান শ্যামানন্দে কহে।
শুনিয়া শ্যামানন্দ প্রেমানন্দে মোহে॥
গুরুর অনুমতি নিয়া শ্যামানন্দ।
শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া দেখিল গোবিন্দ॥
লীলাস্থান পরিক্রমা রাধাকুণ্ডে যায়।
দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সহ পরিচয়

কৃষ্ণদাস সহ তাঁর কথাবার্ত্তা হয় ।
শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে গমন করয় ॥
মদনমোহন দেখি শ্রীজীব নিকটে ।
গিয়া পরিচয় দেয়, কথোপকথন ঘাটে ॥
শ্যামানন্দের ভজন শিক্ষা, শাস্ত্র অধ্যয়ন ।
স্বপ্ন-যোগে করে রাস-লীলার দর্শন ॥
রাসে কৃষ্ণ সখীগণের নৃত্য দরশন ।
অজ্ঞাত সারে পদ হৈতে রাধার নূপুর পতন ॥
লীলা শেষ হৈলে সবে প্রস্থান কৈলা ।
নপুর পড়িল তাহা কেহ নাহি নিলা ॥
নিদ্রা-ভঙ্গে শ্যামানন্দ রাস-স্থলী যায় ।
রাধার নূপুর পাঞা জীব গোসাঞিরে দেখায় ॥
স্বপ্ন বিবরণ কহি নূপুর অর্পিল ।
জীব গোসাঞি প্রেমে শ্যামানন্দে আলিঙ্গিল ॥
বিন্দু যুক্ত নূপুর তিলক শ্যামানন্দ ।
ধারণ করিল মনে একান্ত আনন্দ ॥
শ্যামানন্দের দুঃখী কৃষ্ণদাস নাম ছিল ।
জীব গোস্বামী তার শ্যামানন্দ নাম রাখিল ॥
জীব গোসাঞি শ্যামাইকে দিল নরোত্ত্ম হাতে ধরি ।
পুস্তক ভরিয়া দ্বারে আনাইল গাড়ী ॥
শ্রীনিবাস, নরোত্তম জীব নিকটে যায় ।
নিজ নিজ প্রভুর নিকটে গিয়া বিদায় চায় ॥
লোকনাথ নরোত্তমে উপদেশ দিলা ।
গোপাল ভট্ট শ্রীনিবাসে উপদেশ করিলা ॥
দ্বাদশ বিলাসের স্থচী করিনু বর্ণন ।
ত্রয়োদশ বিলাসের স্থচী শুন শ্রোতাগণ ॥

ত্রয়োদশ বিলাস ।

লোকনাথ গোসাঞি, আর ভট্ট গোসাঞি ।
দুঁহে শ্রীনিবাস নরোত্তমে করিল বিদায় ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম, জীব গোসাঞি নিকটে যায় ।
সিন্ধুকে সাজান পুস্তক বাধানো মজামায় ॥
গাড়ীতে উঠাঞা জীব গোবিন্দজির দ্বারে ।
শ্রীগোবিন্দজির আজ্ঞা মালা লাভ করে ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম, শ্যামানন্দে লঞা ।
গাড়ী সহ জীব গোসাঞি মথুরায় যাঞা ॥
সবারে বিদায় করি বৃন্দাবন গেল ।
ঝারিখণ্ড পথে তারা চলিতে লাগিল ॥
পথের বৃত্তান্ত যত সব হইল বর্ণন ।
বিষ্ণুপুরিয়া লোক আসি সিন্ধুকের সন্ধান লন ॥
লোক মুখে শুনি রাজা বীরহাম্বীরে ।
গণকের গণায় ধন বলি গাড়ী চুরি করে ॥
গাড়ী দেখিয়া রাজার মনে হইল সুখ ।
সিন্ধুক খুঁলি পুস্তক দেখি বড় হৈল দুঃখ ॥
গাড়ীর সঙ্গীয় লোকের অনিষ্ট না হইল ।
শুনি, সুখী হঞা রাজা গ্রন্থ ঘরে নিল ॥
বৃন্দাবনে গ্রন্থ-চুরির সংবাদ পাঠায় ।
শ্যামাই, নরো. শ্রীনিবাস গ্রন্থ খুঁজিয়া বেড়ায় ॥
গ্রন্থ না পাইয়া সবার মনে হৈল শোক ।
গ্রন্থ-চুরির সংবাদ জানি জীব গোস্বামীর দুঃখ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজের অন্তর্দ্ধান হৈল
দাস গোস্বামীর খেদ বর্ণন করিল ॥

শ্রীনিবাস, নরোত্তম পরামর্শ করে।
শ্রীনিবাস বলে গ্রন্থ খুঁজিব ঘরে ঘরে ॥
শ্রীনিবাসের ঘরে ঘরে গ্রন্থ অন্বেষণ।
শ্যামানন্দ সহ নরোত্তর দেশকে গমন ॥
নরোত্তম দেখি মাতা পিতা আনন্দিত।
সাধন ভজন নিয়মাদি মানস সেবা যত ॥
জীব আজ্ঞায় শ্যামানন্দে সব জানাইল।
শ্যামানন্দ নিজদেশে কিছু দিনে গেল ॥
হেথা শ্রীনিবাস সদা ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।
বিষ্ণুপুরেতে উপস্থিত হৈল গিয়া ॥
কৃষ্ণবল্লভ নামে এক ব্রাহ্মণ নন্দন।
তাঁর সহিত শ্রীনিবাসের কথোপকথন ॥
গাড়ী চুরির কথা হইল প্রকাশ।
গ্রন্থ প্রাপ্তির আশা মনে কৈল শ্রীনিবাস ॥
বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর।
তাঁহার চরিত্র শুনি হইল সুস্থির ॥
দিবায় পুরাণপাঠ, রাতে চুরি ডাকাতি।
পুত্রসম পালে প্রজা, দেশের না করে ক্ষতি ॥
ব্যাকরণের আলাপ করি ব্রাহ্মণ কুমার।
শ্রীনিবাস নিকটে ইচ্ছা করে পড়িবার ॥
কৃষ্ণবল্লভ সহ শ্রীনিবাসের দেউলী গ্রামে গতি।
তাঁর বাড়ীতে শ্রীনিবাস কৈল অবস্থিতি ॥
কৃষ্ণবল্লভ সহ শ্রীনিবাসের রাজবাড়ী গমন।
শ্রীভাগবত পুরাণ করিল শ্রবণ ॥
অন্য দিনে গিয়া রাসপঞ্চাধ্যায় শুনিল।
শ্লোকের ব্যাখ্যা হয় না বলি প্রতিবাদ করিল ॥
শুনিয়া পণ্ডিত ক্রোধে দর্প করি কয়।
তুমি ব্যাখ্যা কর দেখি ওহে মহাশয় ॥

রাজ আজ্ঞায় শ্রীনিবাস আসনে বসিল।
এক এক শ্লোকের বহু প্রকার ব্যাখ্যা শুনাইল ॥
রাজার আনন্দ হৈল, পণ্ডিতের ভীতি।
শ্রীনিবাস-চরণে পণ্ডিতের প্রণতি ॥
পাঠান্তে রাজার সহ কথোপকথন।
সম্মান করি জল খাওয়াইয়া বাসা করে দান ॥
শেষ রাত্রে শ্রীনিবাসের স্তব পাঠ শুনি।
রাজার ভক্তি হৈল পণ্ডিত সহ কথোপ-কথনি ॥
শ্রীনিবাসের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা পণ্ডিত মুখে।
শুনিয়া রাজার মনে হৈল বড় সুখে ॥
শ্রীনিবাস নিকটে করে ভাগবত শ্রবণ।
রাজার প্রেমোদয় হৈল স্বপ্ন দর্শন ॥
শ্রীনিবাসের পরিচয় রাজা করিল গ্রহণ।
কথোপকথন গ্রন্থ-চুরির বর্ণন ॥
রাজা শ্রীনিবাসে নিয়া গ্রন্থ দেখাইল।
রাজা রাজ-পণ্ডিত শ্রীনিবাসের শিষ্য হৈল ॥
গোস্বামীর গ্রন্থ শ্রীনিবাস স্থান।
পড়িয়া পাইল তিঁহো ব্যাস আচার্য্য নাম ॥
রাজা বীরহাম্বীরের হরিচরণ দাস নাম থোয়।
ঠাকুর নরোত্তমের কহে পরিচয় ॥
গ্রন্থ-প্রাপ্তির সংবাদ নরোত্তমে দিল।
রাজার শিষ্যত্ব জ্ঞাপন করিল ॥
গ্রন্থ-প্রাপ্তির সংবাদ শুনি নরোত্তর সুখ স্বচ্ছন্দ।
নরোত্তমের ব্যবহার শুনি রাজার আনন্দ ॥

বৃন্দাবনে গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ প্রেরণ।
শুনিয়া গোস্বামিগণের আনন্দিত মন॥
রাজা রাজপণ্ডিত শ্রীনিবাসের শিষ্য হৈল।
শুনিয়া গোস্বামিগণ আনন্দ পাইল॥
কৃষ্ণবল্লভে দীক্ষা দিয়া শ্রীনিবাস।
গ্রন্থ লঞা যাজিগ্রাম যায় মনেতে উল্লাস॥
বাড়ী গিয়া মাতারে প্রণাম করিল।
তেলিয়া বুধরির রামচন্দ্র গোবিন্দের কথা হৈল॥
শ্রীনিবাসের কথা শুনি রামচন্দ্র কবিরাজ।
যাজিগ্রাম বলি যাত্রা করে ভক্তরাজ॥
কাটোয়ায় গৌরাঙ্গ করিয়া দর্শন।
শ্রীনিবাসের প্রশংসা শুনি যাজিগ্রাম গমন॥
ত্রয়োদশ বিলাসের সূচী বর্ণন করিল।
চতুর্দ্দশ বিলাসের সূচী আরম্ভিল॥

চতুর্দ্দশ বিলাস।

শ্রীনিবাস খণ্ডকে গমন করিল।
রঘুনন্দন সহ বাকোবাক্য হৈল॥
নরহরির তিরোভাবে দুঃখ পরকাশ।
খণ্ড হৈতে যাজিগ্রাম আইলা শ্রীনিবাস॥
রামচন্দ্র কবিরাজের সহ পরিচয়।
আলাপ খেতরির কথা জিজ্ঞাসয়॥
তেলিয়া বুধরির, খেতরির দূরত্ব পরিমাণ।
ব্যাসাচার্য্য রামচন্দ্রের বিবরণ॥
বিচারে রামচন্দ্রের জয় লাভ হৈল।
শ্রীনিবাস রামচন্দ্রের বিচার বর্ণিল॥
রামচন্দ্রের দীক্ষা ভাগবত অধ্যয়ন।
গোস্বামীর গ্রন্থ পড়ি আনন্দিত মন॥

রামচন্দ্রের প্রশংসা, তারে বাড়ী যাইবারে।
গোবিন্দ লিখয়ে পত্র অতি বিনয় করে॥
পত্রের উপেক্ষা শুনি পুনরায় পত্র প্রেরণ।
রোগাবস্থা লিখে, শ্রীনিবাস লঞা করিতে আগমন॥
ভগবতী সমীপে গোবিন্দ চায় মুক্তি।
কৃষ্ণদীক্ষা লইতে ভগবতীর উক্তি॥
পত্র মধ্যে এই বৃত্তান্তও করিয়া লিখন।
রামচন্দ্র নিকটে পত্র প্রেরণ॥
গোবিন্দ-পুত্র দিব্য সিংহ পত্র দিয়া লোক।
শ্রীনিবাস আনিতে পাঠায় মনে পাঞা শোক॥
পত্র পাঞা রামচন্দ্র শ্রীনিবাস লঞা।
তেলিয়া বুধরিগ্রামে উত্তরিলা আসিয়া॥
শয্যাগত কাতর গোবিন্দে দেখি শ্রীনিবাস।
মাথায় চরণ দিয়া তাঁরে করিলা আশ্বাস॥
শ্রীনিবাসের প্রসাদে গোবিন্দের ব্যাধি নাশ।
গোবিন্দ লইল দীক্ষা শ্রীনিবাস পাশ॥
শ্রীনিবাসের আজ্ঞায় গোবিন্দ কবিরাজ।
গৌরলীলা, কৃষ্ণলীলা গান বর্ণে ভক্তরাজ॥
শ্রীনিবাসের তেলিয়া বুধরি আগমন।
শুনি নরোত্তম তেলিয়া বুধরি উপস্থিত হন॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহ সাক্ষাৎ হয়।
রামচন্দ্র গোবিন্দের সহ পরিচয়॥
ব্যাসাচার্য্য সহ নরোত্তম খেতরি যান।
শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে করিলা পয়ান॥
নরোত্তম গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত মূর্ত্তি।
নির্ম্মাণ করিলেন মনে পাঞা স্ফূর্ত্তি॥
রামচন্দ্র সহ শ্রীনিবাসের খেতরি গমন।
সকল মোহান্তগণের হৈল নিমন্ত্রণ॥

ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় বৈষ্ণবগণ খেতরিতে গেল।
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্তের অভিষেক হৈল॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এই মূর্ত্তি দ্বয়।
অভিষেক কৈলা শ্রীনিবাস মহাশয়॥
নানাস্থানে মহান্তগণের বাসা দান।
শ্রীমহাসঙ্কীর্ত্তন হৈল নানাস্থান॥
প্রেমে মত্ত শ্রীনিবাস নাচে মন্দ মন্দ।
নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দের মহানন্দ॥
প্রেমে মত্ত কৃষ্ণানন্দের নানা দ্রব্য দান।
কীর্ত্তনান্তে মহান্তগণ প্রসাদান্ন খান॥
অন্য দিন কীর্ত্তনে দুই প্রহর পর্য্যন্ত।
প্রেমে মত্ত নাচে গায়, না হয় নরো শান্ত॥
ভাবে ভোর তৃতীয় প্রহর অচেতন।
শ্রীনিবাসের বহু যত্নে পাইল চেতন॥
উৎসবান্তে মহান্তগণের বিদায়।
শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র, নরোত্তমের কৃষ্ণ-কথা হয়॥
শ্রীনিবাসের বিদায়, রামচন্দ্রের নরোত্তম গৃহে স্থিতি।
নরোত্তম রামচন্দ্রের হৈল অতি গাঢ় প্রীতি॥
হরিরাম, রামকৃষ্ণ পণ্ডিত দ্বয়।
ঘাটে রামচন্দ্র, নরোত্তম সহ বিচার হয়॥
হরিরাম, রামকৃষ্ণ, নরোত্তমের ভবন।
আতিথ্য করিলেন আনন্দিত মন॥
হরিরাম, রামকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, নরোত্তম।
রাত্রে চারি জনে বিচার হয় বহুক্ষণ॥
হরিরাম, রামকৃষ্ণ পরাজিত হৈল।
রাত্রে স্বপ্ন দর্শন, পরে দুঁহে দীক্ষা নিল॥
হরিরাম রামচন্দ্র হৈতে মন্ত্র লয়।
রামকৃষ্ণ নরোত্তম হৈতে মন্ত্র গ্রহণ করয়॥

চতুর্দ্দশ বিলাসের সূচী করিলুঁ বর্ণন।
পঞ্চদশ বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

পঞ্চদশ বিলাস।

পঞ্চদশ বিলাসকে ষোড়শ করা উচিত ছিল
ভুল ক্রমে পঞ্চদশ লিখিয়া রাখিল॥
জাহ্নবা দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন যাত্রা করি।
কিছু দিনে আসি উপস্থিত হৈলা খেতরি॥
বিগ্রহ সেবার নিয়ম করিলা দর্শন।
নরোত্তম সহ জাহ্নবার কথোপকথন॥
নরোত্তমের প্রশংসা জাহ্নবার বৃন্দাবন গতি
শ্রীজীব গোস্বামি সহ হইল সাক্ষাতি॥
জীব গোস্বামি-দ্বারে বৈষ্ণবগণের পরিচয়।
লোকনাথ গোস্বামি-স্থানে নরোত্তমে প্রশংসয়॥
রামচন্দ্রের প্রশংসা গোপাল ভট্ট স্থানে।
করিলেন জাহ্নবা আনন্দিত মনে॥
পঞ্চদশ বিলাসের সূচী করিলুঁ বর্ণন।
ষোড়শ বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

ষোড়শ বিলাস।

ষোড়শকে পঞ্চদশ করা উচিত ছিল।
ভুল ক্রমে ষোড়শ লিখিয়া রাখিল॥
এক এক অধ্যায় রচি যবে সমাপ্ত করিত।
পাঁচশত ভক্ত তাহা লিখিয়া লইত॥
এ কারণে অধ্যায় পরিবর্ত্ত করিতে নারিল
বার্দ্ধক্য আর রোগও তাহে বাধা দিল॥
রূপগোসাঞিন্ন শিষ্য জীব গোসাঞি মহাশয়।
দাস গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ হয়

তাঁদিগের ভজন সাধন হইল বর্ণন।
জাহ্নবার প্রথম বার বৃন্দাবন গমন॥
সেই সঙ্গে যাই আমি নিত্যানন্দ দাস।
মোরে রূপ গোসাঞির কৃপা পাইল প্রকাশ॥
সকল গোস্বামী সঙ্গে হৈল পরিচয়।
গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন দেখয়॥
মহোৎসবের কথা করিল বর্ণন।
জাহ্নবার সহ রূপের কথোপকথন॥
গোস্বামিগণের মহিমা শ্রীরূপ গোসাঞি।
বর্ণন করিলেন জাহ্নবার ঠাঁঞি॥
ললিত মাধব, বিদগ্ধ মাধব, দানকেলী কৌমুদী।
ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি আদি॥
রূপ গোসাঞি স্থানে এই সব গ্রন্থ শুনিল।
দানকেলী কৌমুদীর বিষয় বর্ণন করিল॥
মদনমোহন বামে রাধা নাহি ছিল।
শ্রীজাহ্নবা দেবী এক স্বপন দেখিল॥
ঠাকুরাণীকে প্রস্তুত করি দিতে আজ্ঞা হয়।
জাহ্নবা রাধাকুণ্ডকে গমন করয়॥
দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সহ।
সাক্ষাৎ করি রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য শুনহ॥
লীলা স্থানের পথের কহে পরিমান।
করিল সাধ্য-সাধন বিষয় বর্ণন॥
রাধাকুণ্ড হৈতে জাহ্নবা বৃন্দাবন গেল।
রূপ নিকটে চৌষট্টি-অঙ্গ ভক্তি শুনিল॥
গোস্বামিগণ নিকটে ঠাকুরাণী বিদ্যালয়।
শ্রীনিবাসে পাঠাইতে গোপাল ভট্ট কয়॥
জাহ্নবা ঠাকুরাণীর দেশকে গমন।
বৈষ্ণব পাদোদক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন॥

ঠাকুরাণীর নিষেধ মোরে বিবাহ করিতে।
ঠাকুরাণীর খণ্ডে গমন নরহরি মিলিতে॥
ভট্ট আজ্ঞা শ্রীনিবাসে পাঠাইতে বৃন্দাবন।
ঠাকুরাণী খড়দহকে করিলা গমন॥
আউলিয়া চৈতন্যদাসের বিবৃতি।
আউলিয়া চৈতন্যদাসের বৃন্দাবনে গতি॥
শ্রীনিবাস নরোত্তমের মহিমা কথন।
গোপাল ভট্ট শ্রীনিবাসে দুই বিবাহ বর্ণন॥
আউলিয়া চৈতন্যদাস দেশকে আসিল।
শ্রীনিবাসে বৃন্দাবনের সংবাদ জানাইল॥
ষোড়শ বিলাসের সূচী করিলুঁ বর্ণন।
সপ্তদশ বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

সপ্তদশ বিলাস।

গৌর হৈতে এক বৈষ্ণব বৃন্দাবনে গেল।
জীব গোসাঞি তাঁর নিকট সংবাদ জানিল॥
শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রামচন্দ্রের গুণ।
নরোত্তমের শ্রীবিগ্রহ সেবার নিয়ম॥
নরোত্তমের বৈষ্ণব-সেবার পরিপাটী।
শ্রীল জীব গোস্বামী স্থান কহিলেন খাঁটী॥
দুই বৈষ্ণব রামদাস, কৃষ্ণদাস নাম।
বৃন্দাবন হৈতে যায় ক্ষেত্র-ধাম॥
তাঁর দ্বারে শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ স্থানে।
লোকনাথ, গোপালভট্ট, জীবের আশীর্ব্বাদ প্রদানে॥
বৈষ্ণবদ্বয়ের গড়ের হাট, খেতরি গমন।
নরোত্তম, রামচন্দ্রের সহিত আলাপন॥

লোকনাথ, জীবের আশীর্ব্বাদ নরোত্তমে কয়।
গোপাল ভট্টের আশীর্ব্বাদ রামচন্দ্রে জ্ঞাপয়॥
বৈষ্ণবদ্বয় সহ কথোপকথন হৈল।
ভোগের আগে বৈষ্ণবদ্বয় চাহিয়া খাইল॥
ভোগের পূর্ব্বে ভোজনের কারণ নির্ণয়।
বৈষ্ণবদ্বয় কাটোয়ায় গমন করয়॥
মহাপ্রভু দেখি যাজিগ্রাম যায়।
শ্রীনিবাসে, গোপাল ভট্ট, জীবের আশীর্ব্বাদ জানায়॥
বৈষ্ণব সহ শ্রীনিবাসের কথাবার্ত্তা হৈল।
বৈষ্ণবদ্বয় তথি হৈতে শ্যামানন্দ স্থানে গেল॥
জীব গোস্বামীর আশীর্ব্বাদ শ্যামানন্দে কয়।
শ্যামাই সহ বৈষ্ণবের কথোপকথন হয়॥
শ্যামানন্দ-শিষ্য মুরারির ভক্তি দরশন।
বৈষ্ণবদ্বয় কৈলা নীলাচল গমন॥
জগন্নাথ দেখি দুঁহে বৃন্দাবনে গেল।
সবাকার গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিল॥
মুরারি, রামচন্দ্র, আর শ্যামানন্দ।
নরোত্তম, শ্রীনিবাসের গুণে গোস্বামীর আনন্দ॥
শ্রীনিবাসের মাতৃ বিয়োগ অন্তেষ্টি মহোৎসব।
যথাকালে শ্রীনিবাস করিলেন সব॥
খণ্ডবাসী রঘুনন্দন সুলোচন সুবোধ।
বিয়া করিতে শ্রীনিবাসে করে অনুরোধ॥
শ্রীনিবাস বলে বিয়া করিতে গুরু আজ্ঞা নাই।
রঘু বলে বিভার আজ্ঞা দিবেন গোসাঞি॥
শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর আজ্ঞা লঞা।
গোপালদাস বিপ্রের কন্যা শ্রীনিবাস করে বিয়া॥

শ্রীনিবাসের শ্যালক শ্যামদাস, রামচরণ।
শ্রীনিবাসের নিকটে করে অধ্যয়ন॥
গোপালপুরের রঘু চক্রবর্ত্তী নাম যার।
শ্রীনিবাস আর এক বিয়া কৈলা তাঁর কন্যার॥
দুই পত্নী সহ শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুরে স্থিতি।
বীরভদ্র প্রভুর বিষ্ণুপুরে হৈল গতি॥
রাজার সহ পরিচয় কথোপকথন।
আচার্য্যের গৃহে বীরচন্দ্রের ভোজন॥
বীরভদ্র প্রভুকে শ্রীনিবাসের পত্নীদ্বয়।
মালা চন্দন পরাইয়া প্রণাম করয়॥
দৈন্য বিনয় করি করযোড়ে কহে।
প্রভু পদ্মাবতীর গৌরাঙ্গপ্রিয়া নাম কহে॥
চর্ব্বিত তাম্বুল দিল পুত্র বরদান।
বিদায় হঞা বীরভদ্র খড়দহে যান॥
শ্রীনিবাসের পুত্রের জন্ম বীরভদ্রে জানাইলা।
বীরভদ্র বিষ্ণুপুরে আগমন কৈলা॥
শ্রীনিবাসের নব প্রসূত পুত্র যিহো হয়।
তার কর্ণে বীরচন্দ্র প্রভু হরিনাম কয়॥
হরিনাম দিয়া গতিগোবিন্দ নাম থুইল।
ত্রয়োদশ-বর্ষ যখন বালকের হৈল॥
মন্ত্র প্রদানার্থ শ্রীনিবাস প্রভু বীরেরে।
বিষ্ণুপুরে আনিলেন আগ্রহ কৈরে॥
বীরভদ্র গতিগোবিন্দে আশীর্ব্বাদ কৈল।
বীরের আজ্ঞায় শ্রীনিবাস তাঁরে মন্ত্র দিল॥
বীরভদ্র নিকটে গতির শাস্ত্র অধ্যয়ন।
পাণ্ডিত্য লাভ করি কৈল সাধ্য-সাধন॥
নরোত্তমের ভজন বর্ণিল সর্ব্বথা।
ঊনিশে বর্ণিনু ছয় বিগ্রহের কথা॥
গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ আর হয়।
ব্রজমোহন, রাধারমন, রাধাকান্ত এই ছয়॥

সপ্তদশে ছয় বিগ্রহ সেবার উল্লেখ করিল।
উনবিংশে ছয় বিগ্রহাভিষেক বিস্তার বর্ণিল॥
রাধারাণীর জন্মতিথি, গৌরাঙ্গের জন্মতিথি।
আর যত গোস্বামিগণের অপ্রকট তিথি॥
তাতে সঙ্কীর্ত্তন নানা উপহার ভক্ষণ।
রামচন্দ্র, নরোত্তমের প্রীতির বর্ণন॥
শ্রীনিবাস, রামচন্দ্রের সাধনের নিয়ম।
রামচন্দ্রের পত্নীর নরোত্তমেরে পত্র প্রেরণ॥
রামচন্দ্রে গৃহে পাঠাইতে অনুরোধ কৈলা।
নরোত্তমের অনুরোধে রামচন্দ্র গৃহে গেলা॥
রামচন্দ্রের প্রথম রাত্রে গৃহে অবস্থিতি।
শেষ রাত্রে তাঁহার খেতরিতে গতি॥
মঙ্গল আরতি সময় উপস্থিত খেতুরে।
খেদ করে রামচন্দ্র অঙ্গে ঝাটা মারে॥
মহাশয়ের অঙ্গে ঝাটার দাগ পৃষ্ঠ ফুলা।
রামের শরীরে ঝাটা মারিতে নিষেধিলা॥
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী পণ্ডিতপ্রবর।
হরিরাম, রামকৃষ্ণে নিন্দে বহুতর॥
হরিরাম, রামকৃষ্ণের গঙ্গানারায়ণ সহ।
নানা শাস্ত্রের বিচার হয় অহোরহ॥
বিচারে প্রবোধ পাঞা মন পায় শিক্ষা।
নরোত্তম নিকটে গঙ্গানারায়ণের দীক্ষা॥
নরোত্তম নিকটে গঙ্গানারায়ণ।
পড়ে ভাগবত ভক্তিশাস্ত্র; গোস্বামীর গ্রন্থগণ॥
জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়।
তাঁর বিবরণ, দীক্ষা দিলা ঠাকুর মহাশয়॥
হরিরাম, রামকৃষ্ণ, পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ।
পুছিলেন নরোত্তমে ধর্ম্ম-বিবরণ॥
নরোত্তম শুনাইল সাধন ভজন ধর্ম্ম।
বর্ণন করিনু হেথা তার সার মর্ম্ম॥
ভজনের সার বর্ণে প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা।
যাহাতে সার ভক্তি আছয়ে অধিকা॥
রূপ বাক্যের অনুবাদ গুরু প্রণালীর কথা।
রাগের ভজন বর্ণন করিনু মুঞি হেথা॥
কুৎসিত লোক সুপথ ছাড়ি, কুপথ গামী হয়।
কুকার্য্যে লিপ্ত অভক্ত তার নিন্দা বর্ণয়॥
সপ্তদশ বিলাসের সূচী করিনু বর্ণন।
অষ্টাদশ বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

অষ্টাদশ বিলাস।

বৃন্দাবনবাসী যত গোস্বামীর গণ।
তাঁর শাখা অনুশাখার করিনু বর্ণন॥
শ্রীরূপ, সনাতন গোস্বামীর কথা।
কাশীশ্বর পণ্ডিত, আর ভুগর্ভ গোস্বামীর কথা॥
কাশীশ্বরের শিষ্য ব্রজবাসী ভক্তকাশী।
গোবিন্দ গোসাঞি, যাদবাচার্য্য দুই ব্রজবাসী॥
ব্রজবাসী কৃষ্ণ পণ্ডিত, যাঁর নাম কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বলিয়া প্রকাশ॥
রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী মহোত্তম।
যদুনন্দন শিষ্য দাস গোস্বামী সপ্তম॥
শ্রীল দাস গোস্বামীর ভজন বর্ণিলা।
রাধাকুণ্ডে বাস সেবা গোবর্দ্ধন শিলা॥
দাস গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
চৈতন্যচরিতামৃত রচি ধন্য ভক্তমাঝ॥
গোপাল ভট্ট, ত্রিমল্ল ভট্ট, প্রবোধানন্দ সরস্বতী।
এই সব মহাত্মার বৃত্তান্ত লিখিলাঙ কতি॥

ভট্ট গৃহে মহাপ্রভু আগমন হল।
মহাপ্রভুর কৃপা বর্ণন করিল॥
গোপাল ভট্ট গোস্বামীর বৃন্দাবন গমন।
রূপ, সনাতন সহ হইল মিলন॥
হরিভক্তিবিলাস গোপাল করিলা রচনা।
গোপাল ভট্টের কৈমু শাখার বর্ণনা॥
গোপীনাথেরে রাধারমণ সেবা সমর্পিলা।
হরিবংশ ব্রজবাসীকে ত্যাগ কৈলা॥
একাদশী দিনে হরিবংশের তাম্বুল ভক্ষণে।
নিষেধ করিলা গোসাঞি তাহা নাহি মানে॥
একারণে হরিবংশে ভট্ট ত্যাগ কৈলা।
হরিবংশ রাধারমণের সেবা না পাইলা॥
রাধাবল্লভ মূর্ত্তি করিল স্থাপন।
পুত্র বনচন্দ্র বৃন্দাবনচন্দ্রে সেবা সমর্পণ॥
হরিবংশ বনে গিয়া তপস্যা আরম্ভিল।
দস্যু হরিবংশের মুণ্ড কাটি যমুনায় ফেলাইল॥
হরিবংশের কাটামুণ্ড রাধা রাধা বলি।
ভাসি গোপাল ভট্ট গোসাঞির যায় চরণ তলি॥
অপরাধ ক্ষমি কৃপা করায়, হরিবংশের মুক্তি।
শ্রীরূপ শিষ্য জীব গোস্বামীর বৃত্তান্ত কৈল কতি॥
ত্রয়োবিংশ বিলাসে আরো বর্ণিত হৈল।
রাজমহলের রাজার কথা হেথায় বর্ণিল॥
রাঘবেন্দ্র রায় পুত্র সন্তোষ, চান্দরায়।
তাঁর ক্ষমতা বিবরণ বর্ণিল হেথায়॥
রাজদ্রোহ বহু বহু পাপ কার্য্য কৈল।
যাঁর ভয়েতে পাৎসা কম্পমান ছিল॥
চাঁদরায়-শরীরে ব্রহ্মদৈত্যের প্রবেশ।
বৈদ্যগণের চিকিৎসায় না হয় বিশেষ॥
গণক বোলে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কৃপায়।
আরোগ্য লাভ করিবে গণনায় বুঝায়॥
কৃষ্ণানন্দ রায় নিকট রাঘব পত্র দিল।
নরোত্তমের উপেক্ষা, চাঁদরায় স্বপ্ন দেখিল॥
ভগবতীর আদেশে, নরোত্তম নিকটে।
চাঁদরায় পত্র দিয়া লোক পাঠায় বটে॥
পত্র মর্ম্ম জানি রামচন্দ্র সহ নরোত্তম।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার হৈল কতোক্ষণ॥
চাঁদরায় উদ্ধারিতে গৌরাঙ্গের আদেশ হৈল।
রামচন্দ্র সহ নরোত্তম তাঁর গৃহে গেল॥
রাঘবেন্দ্রের সম্ভাষণ, নরোত্তম চাঁদরায়ে দেখা দিলা।
ব্রহ্মদৈত্যের উক্তি, দৈত্য চাঁদরায়ে ছাড়িলা॥
ব্রহ্মদৈত্যের উদ্ধার, চাঁদরায় রোগ মুক্ত হৈল।
চাঁদ, সন্তোষের আক্ষেপ, ঠাকুরের চরণে পড়িল॥
রাঘবেন্দ্র, চাঁদ, সন্তোষ ঠাকুর মহাশয় স্থানে।
দীক্ষিত হইলেন আনন্দিত মনে॥
পাৎসার নিকটে চাঁদরায়ের পত্র প্রেরণ।
রাঘব, চাঁদ, সন্তোষের খেতরী গমন॥
বিগ্রহ দর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ, সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ।
রাঘবেন্দ্র, চাঁদ, সন্তোষের গৃহে আগমন॥
গঙ্গাস্নানে চাঁদরায়ে পাৎসার লোক ধরে।
বন্দি করিয়া নেয় পাৎসার গোচরে॥
বিচার করি চাঁদরায়ে রাখে কারাগারে।
শুনি রাঘবেন্দ্র দুঃখী লোক প্রেরণ করে॥

বন্দিশাল ছিদ্র করি চাঁদরায় কাছে যায়।
কথাবার্ত্তা হৈল তাঁরে পালাইতে জানায়॥
পালাইতে অসম্মত লোকের প্রস্থান।
বন্দিশালে নির্জ্জনে চাঁদরায়ের ভজন॥
পাৎসা চাঁদরায়ে বন্দিশালা হৈতে।
বাঁধিয়া আনিল, হাতী দ্বারায় মারিতে॥
চাঁদরায় উপরে হাতী চালাইয়া দিল।
হাতী ধরিয়া চাঁদ দূরে নিক্ষেপিল॥
আর বার ক্রোধে হাতী আসে মারিবারে।
শুণ্ড উপাড়িয়া তারে প্রাণে মারে॥
চাঁদরায় সহ নবাবের কথোপকথন।
নরোত্তমের গুণাবলী করিল শ্রবণ॥
নবাবের অনুগ্রহ চাঁদরায়ের মুক্তি।
চাঁদরায়কে নবাব দান করিল সম্পত্তি॥
বাড়ীতে খবর দিয়া চাঁদের খেতরী গমন।
রাঘবেন্দ্র, সন্তোষের খেতরি আগমন॥
ঠাকুর মহাশয় চাঁদে বাকোবাক্য হৈল।
পিতা, ভ্রাতা সহ আলাপ, দেশে চলি গেল॥
রাজ্য পালন, চাঁদরায়ের নবাব সহ মিলা।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রশংসা লিখিলা॥
আঠার বিলাস পূর্ণ করি বৃন্দাবন গেল।
উনিশ বিশ বৃন্দাবন হৈতে আসিয়া লিখিল॥
অষ্টাদশ বিলাসের সূচী করিনু বর্ণন।
উনবিংশ বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

উনবিংশতি বিলাস।

যে সব বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কৈল, যা না বর্ণিল।
কিছু বিস্তারিয়া তাহা হেথায় লিখিল॥
রামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা বর্ণন।
শ্রীনিবাসের সমাধি, রাধাকৃষ্ণের জলক্রীড়া দর্শন॥
দ্বিতীয় দিনেও শ্রীনিবাসের সমাধি ভঙ্গ নয়।
দেখিয়া সকলেই ব্যস্ত অতিশয়॥
রামচন্দ্র কবিরাজের বিষ্ণুপুরে গতি।
সান্ত্বনা করিয়া বসে সমাধি পতি॥
লীলা দর্শন, রামচন্দ্র কবিরাজের বাহ্য হয়।
বাহ্য পাঞা শ্রীনিবাস রামচন্দ্রে আলিঙ্গয়॥
সন্তুষ্ট হইয়া সবে ভোজন করিল।
শ্যামানন্দের মহিমা বর্ণিত হইল॥
খেতরি হঞা শ্যামানন্দ অম্বিকায় গেল।
হৃদয়-চৈতন্য সহ বাকোবাক্য হৈল॥
বৃন্দাবনের কথা, আর গ্রন্থ চুরির কথা।
গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ কহিল সর্ব্বথা॥
শ্যামানন্দের দেশেকে গমন ভক্তি পরচার।
সঙ্কীর্ত্তন, সেরখাঁ যবনের অত্যাচার॥
যবন আসি পায় পড়ি স্বপ্ন কথা কয়।
শ্যামানন্দ কৃপায় সেরখাঁ যবন উদ্ধার হয়॥
শ্রীশ্যামানন্দ রয়ণীতে গমন করি।
অচ্যুতানন্দ রাজপুত্র রসিক মুরারি॥
তারে দীক্ষা দিয়া বলরামপুর নৃসিংহপুরে।
আর গোপী-বল্লভপুরে ধর্ম্ম প্রচার করে॥
গোবিন্দের সেবা প্রকাশ রসিকে অর্পণ।
গোপীবল্লভপুরে এক সন্ন্যাসীর আগমন॥
দামোদর বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর নাম হয়।
শ্যামানন্দ সহ বিচার তাঁর পরাজয়॥
ন্যাসী স্বপ্ন দেখি দীক্ষা লৈল, তাঁর শরীরে।
জ্যোতির্ম্ময় পৈতা দেখে ভক্তগণও দশন করে॥

পৈতা তেজ ঢাকি শ্যামাই করে সঙ্কীর্ত্তন।
শ্যামানন্দের সিদ্ধ নাম ভজন বর্ণন ॥
দাস গদাধরের গোপন যতুনন্দনাদির খেদ।
নরহরি সরকারের গোপন রঘুনন্দনাদির খেদ ॥
কাটোয়ার দাস গদাধরের শিষ্য অগ্রবর্ত্তী।
যাঁর নাম হয় যতুনন্দন চক্রবর্ত্তী ॥
তাঁর সহিত রঘুনন্দনের কথোপকথন।
তুই মহোৎসবের দিন ধার্য্য হৈল আয়োজন ॥
তুই মহোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র বিতরিল।
কাটোয়ায় রঘুনন্দন আসি শৃঙ্খলা করিল ॥
মহান্তগণের আগমন নামের বর্ণন।
গৌরাঙ্গ দর্শন, নাম সঙ্কীর্ত্তন, প্রসাদ ভক্ষণ॥
মহান্ত বিদায়, মহান্তগণের খণ্ডকে গমন।
খণ্ডের সঙ্কীর্ত্তনে বীরভদ্রের অঙ্কে নয়ন দান ॥
খণ্ডের মহোসবে মহান্তের বিদায় বর্ণিল।
চতুর্দ্দশে গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্তের অভিষেক কহিল ॥
গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ আর হয়।
ব্রজমোহন, রাধারমণ, রাধাকান্ত এই ছয় ॥
সপ্তদশে ছয় বিগ্রহের নাম, সেবার কথা মাত্র কৈল।
ছয় বিগ্রহের পুনরভিষেক বর্ণিতে গুরুর আজ্ঞা হৈল ॥
পুনরভিষেকের কারণ নির্ণয় ইথে।
জাহ্নবা দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন হৈতে ॥
খেতরি আসি গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত দেখি।
ভোজনান্তে কথোপকথন মনে সুখী ॥

লোকনাথ গোস্বামী আদির আশীর্ব্বাদ কয়।
আইলা যাজিগ্রাম শ্রীনিবাসালয় ॥
কথোপকথন, গোপাল ভট্টাদির আশীর্ব্বাদ কৈলা।
তথি হৈতে ঈশ্বরী খড়দহে গেলা ॥
ঈশ্বরী চলিয়া গেলে হেথা নরোত্তম।
মনে এক দিব্য ভাবের হইল উদ্গম ॥
প্রিয়া শূন্য গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত রায়।
বামে ঠাকুরাণী নাই শোভা নাহি পায় ॥
আর ও কৃষ্ণমূর্ত্তি সংস্থাপন করিব।
যুগল মূর্ত্তি দেখি আনন্দে ভাসিব ॥
ইহা ভাবি নরোত্তম রাত্রি নিদ্রা গেল।
প্রিয়া সহ ছয় মূর্ত্তি স্বপনে দেখিল ॥
গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্তের দেখে অন্তর্দ্ধান।
শীঘ্র ছয় মূর্ত্তি স্থাপিতে আজ্ঞা দান ॥
ছয় বিগ্রহের নামও স্বপনে জানয়।
এই ছয় বিগ্রহের অভিষেক সময় ॥
এই গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত মূর্ত্তি তুইজন।
নবাভিষিক্ত গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্তে হইবে মিলন ॥
সেই দুইয়ে এই ছয়ে এক হঞা যাবে।
ছয় মূর্ত্তিতে ভগবান অধিষ্ঠিত হবে ॥
ঐছে স্বপন দেখাইয়া গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত রায়।
অন্তর্দ্ধান কৈলা, নরোর নিদ্রা ভাঙ্গি যায় ॥
মঙ্গল আরতি সময় শ্রীমন্দির দ্বারে।
নরোত্তম, রামচন্দ্র যাইয়া উত্তোরে ॥
পূজারীর শ্রীমূর্ত্তির অদর্শন জ্ঞাপন।
বিগ্রহ না দেখি কান্দে রামচন্দ্র নরোত্তম ॥

রামচন্দ্রে নরোত্তম স্বপ্ন বৃত্তান্ত কয়।
নরোত্তম রামচন্দ্রের পরামর্শ হয়॥
বিষ্ণুপুর হৈতে শ্রীনিবাসেরে আনিবার কথা।
শালগ্রামে গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্তের পূজার ব্যবস্থা॥
বিষ্ণুপুরের পত্র প্রাপ্তি আচার্য্যের বৃন্দাবন গমন।
শ্রীনিবাস আনিতে রামচন্দ্রেরে বৃন্দাবন প্রেরণ॥
নরোত্তমের নীলাচল গতি, জগন্নাথ দর্শন।
শ্যামানন্দ স্থানে গতি, গৌড়ে আগমন॥
খড়দহ, শান্তিপুর, অম্বিকা যাত্রা।
নবদ্বীপ, খণ্ড, কাটোয়া, একচাকা যাত্রা॥
গৃহে আসি ছয় বিগ্রহের স্বপনে দর্শন।
বিগ্রহ গঠিবারে কৈলা আয়োজন॥
শিলা কারিকর আনাঞা নরোত্তম।
প্রিয়া সহ ছয় বিগ্রহ করায় নির্ম্মাণ॥
পঞ্চ কৃষ্ণ-মূর্ত্তি উত্তম গঠিত হইল।
ভালরূপে গৌর-মূর্ত্তি গঠিতে নারিল॥
দেখি ঠাকুর মহাশয়ের আক্ষেপ চিন্তা।
স্বপ্নে গৌরাঙ্গের উক্তি, যত্নেও না হবে গঠিতা॥
স্বপ্নে নব নির্ম্মিত গৌর-মূর্ত্তিতে ভগবান।
অধিষ্ঠান না করিবে করিলা জ্ঞাপন॥
মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব্বে নিজে নিজের মূর্ত্তি।
নির্ম্মিয়া বিপ্রদাসের ধান্য গোলাকে স্থিতি॥
সেই মূর্ত্তি আনি অভিষেক করিতে আজ্ঞা হয়।
ইহা বলি গৌরাঙ্গ অন্তর্দ্ধান করয়॥

নরোত্তম বিপ্র দাসের ধান্য গোলায় গেল।
সর্পযুক্ত গোলা হৈতে গৌরাঙ্গ আনিল॥
গোলা হৈতে সর্পগণ হৈলা অন্তর্হিত।
বিপ্রদাস নরোত্তমের পাইল কৃপাত॥
বৃন্দাবন হৈতে আচার্য্য বিষ্ণুপুর আইলা।
নরোত্তমের নিকট পত্র পাঠাইলা॥
বিষ্ণুপুর হৈতে শ্রীনিবাস তেলিয়াবুধরি আসে।
শুনি নরোত্তম যায় শ্রীনিবাস পাসে॥
বৃন্দাবনের হইল কথোপকথন।
গৌরাঙ্গ প্রাপ্তির কথা, স্বপ্ন বিবরণ॥
শ্রীনিবাসের আদেশ করিতে আয়োজন।
রামচন্দ্রাদি সহ নরোত্তমের খেতরি গমন॥
খেতরি আসিয়া অভিষেকের উদ্যোগ কৈলা।
সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলা॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ মহান্তগণের আগমন।
মহান্তগণের কৈল নামের বর্ণন॥
নরোত্তম স্বপ্ন দেখে ভক্তগণ সহ।
মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনে আবির্ভাব করহ॥
অভিষেক করিতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায়।
জাহ্নবা আর মহান্তগণের অনুমতি পায়॥
অভিষেক আরম্ভ, ছয় বিগ্রহের নাম কয়।
শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেকের বিধি মতে হয়॥
ছয় বিগ্রহের অভিষেক আর পূজা করে।
দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের বিধি অনুসারে॥
কৈছে গৌরাঙ্গ পূজা জাহ্নবা পুছ করে।
শ্রীনিবাস কহে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের বিধি অনুসারে॥

শ্রীজাহ্নবার প্রশংসা শ্রীনিবাসের প্রতি।
নরোত্তম মহান্তগণে করয়ে প্রণতি ॥
মহান্তগণেরে মালা-চন্দন প্রদান।
মহাসঙ্কীর্ত্তন নরোত্তমের গান ॥
গণ সহ প্রভুর কীর্ত্তনে আবির্ভাব।
গণ সহ প্রভু কৈলা তিরোভাব ॥
প্রভুর অন্তর্দ্ধান, খেদ, প্রভুর ইচ্ছায়।
সুস্থ হঞা ফাগু দেয় শ্রীবিগ্রহের গায় ॥
সকল মহান্তগণ শ্রীবিগ্রহেরে ফাগু দিয়া।
পরস্পর ফাগু খেলা কৃষ্ণলীলা পাঞা ॥
কীর্ত্তন সমাপন করি প্রসাদ ভক্ষণ।
সন্ধ্যা আরতির পরে মহাপ্রভুর জন্মা-
ভিষেক হন ॥
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম যাত্রা বিধি অনুসারে।
মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক করি ভোগ নিবেদন
করে ॥
বিগ্রহের শয়ন মহান্তগণের প্রসাদ ভক্ষণ।
তৃতীয় দিনে মহান্তগণের বিদায় বর্ণন ॥
সেবার বন্দোবস্ত চৈতন্য-মঙ্গল গান।
লোচনদাসের বিবরণ কৃষ্ণ-মঙ্গল গান ॥
মাধব আচার্য্যের বিবরণ, পূর্ব্বপুরুষের নাম।
সনাতন কালিদাসের কথা, কালিদাসের
পরাশর অথ্যান ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া, মাধবের জন্ম, বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ।
মাধবের পঠন, পাণ্ডিত্য লাভ, মহাপ্রভুর
অভিষেক দেখহ ॥
মহাপ্রভুর উদীরিত হরি নাম শুনি
প্রেমোদয়।
নামের নিয়ম জিজ্ঞাসা, সংখ্যায় লইতে
ধয় ॥

সংসারে বিরাগ, ভাগবত-গীত রচিতে
স্বপ্নে আদেশ হয়।
প্রভুর সন্ন্যাসের পরে দশম গীতে বর্ণয় ॥
অন্য পুরাণ হৈতে কিছু আনি নিয়োজিল।
কৃষ্ণ-মঙ্গল নাম রাখি প্রভু পদে অর্পিল ॥
মাধবেরে অনুগ্রহ করে ভক্তগণে।
প্রভুর আজ্ঞায় মাধবের দীক্ষা অদ্বৈত প্রভু
স্থানে ॥
সংসারে উদাস মাধব বিয়ে না করিল।
পালাঞা বৃন্দাবন গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল ॥
রূপ নিকটে আত্মার্পণ, ভজন শিক্ষা কার্য্য।
মাধবের স্বরূপ, সন্ন্যাসে নাম কবি বল্লভ-
আচার্য্য ॥
মাতার অদশন শুনি মাধবের শান্তিপুর গমন।
অচ্যুতানন্দ প্রভু সঙ্গে খেতরি আগত হন ॥
খেতরি হইতে মাধব বৃন্দাবন গেল।
চব্বিশ বিলাসেও তাঁর বিবরণ লিখিল ॥
নরোত্তমের সেবার পারিপাটী বর্ণিল।
যে দেখিল তার মনে আনন্দ জন্মিল ॥
ঠাকুর বাড়ী নির্ম্মাণ, ছয় বিগ্রহ ছয় ঘরে।
সেবা করে অষ্টকালীন বিধি অনুসারে ॥
বৎসর ভরি সঙ্কীর্ত্তন শ্রীভাগবত পাঠ।
চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃতও হয়
পাঠ ॥
ভাগবতের অনুরূপ করিয়া দর্শন।
চৈতন্য-মঙ্গলের চৈতন্য-ভাগবত নাম কথন ॥
চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দের গৌর-
কৃষ্ণ লীলা গান।
নরোত্তম, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাসের গানে
জুড়ায় মন প্রাণ ॥

বৎসর ভরি ক্রমে ক্রমে সব গান করয়।
প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহান্তের উদয়॥
প্রতি বৎসর মহোৎসবে সব বৈষ্ণবের দেখা।
জাহ্নবার তৃতীয় বার বৃন্দাবন গতি লেখা॥
বৃন্দাবনের পথে দস্যুর আক্রমণ।
কুতবুদ্দিন আদি দস্যুর উদ্ধার বর্ণন॥
গঙ্গাবল্লভ মাধব আচার্য্য বিবরণ।
বারেন্দ্র কূলে জন্মিয়া রাঢ়ীত্ব প্রাপণ॥
নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গায় বিবাহ করিয়া।
নিত্যানন্দের কৃপায় রাঢ়ীর কুলীন হয় যাঞা॥
একুশ বিলাসে কৈনু বিস্তার বর্ণন।
চব্বিশ বিলাসে বংশাবলীর কথন॥
অন্য বৎসরে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহান্তের আগমন।
অভিষেক, ফাগু খেলা, প্রসাদ ভক্ষণ॥
বাসুর গৌর, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-লীলা গান।
ভক্তি-মিশ্র নরোত্তমের কৃষ্ণ-লীলা গান॥
সঙ্কীর্ত্তনের উর্দ্ধে নরোর ভক্তির প্রভাবে।
আকৃষ্ট হঞা রাধা-কৃষ্ণের হয় আবির্ভাবে॥
অন্তর্দ্ধান, নরোর ভজনের প্রশংসা বর্ণন।
নরোত্তমের সমাধি, কৃষ্ণ-লীলা সন্দর্শন॥
তৃতীয় দিনে ব্যুথান দেখি সবার আশ্চর্য্য।
গোপালপুর বাসী গুরুদাস ভট্টাচার্য্য॥
কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত সেহোঁ দেখিয়া স্বপন।
নরোর কৃপালাভ করি রোগ মুক্ত হন॥
নরোত্তমের নিকটে গুরুদাসের দীক্ষা।
খুরিবাসী জগন্নাথ আচার্য্যের দীক্ষা॥

নরোত্তম কৃপায় বঙ্গদেশী বিপ্র দস্যুগণ।
উদ্ধার হৈল তা সবার নামের কীর্ত্তন॥
পক্কপল্লীর নরসিংহ রাজার বিবরণ।
তাঁর নিকটে রূপনারায়ণ পণ্ডিতের আগমন॥
বঙ্গদেশ এগার সিন্দুর ব্রহ্মপুত্র তীর।
লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী কুলীন সুধীর॥
তাঁর পুত্র রূপনারায়ণ লেখাপড়ায় বিমুখ।
পিতার শাসন, শাসন অগ্রাহ্য, পিতার মনে দুঃখ॥
ক্রোধে পুত্রের অন্নে ছাই প্রদান করে।
মনের কষ্টে রূপনারায়ণ গৃহ ছাড়ে॥
পণ্ডিতবাড়ী গ্রামে ব্যাকরণ পড়ি চক্রবর্ত্তী।
আর নবদ্বীপে পড়ি আচার্য্য উপাধি প্রাপ্তি॥
নীলাচলে গমন করিয়া সঙ্কীর্ত্তনে।
মহাপ্রভুর দর্শন করি জগন্নাথ দর্শনে॥
মহারাষ্ট্র পুনায় গিয়া বেদ-বেদান্ত পড়ে।
সরস্বতী উপাধি লাভ দিগ্বিজয় করে॥
বৃন্দাবন গিয়া রূপ-সনাতন স্থানে।
বিচারের প্রার্থনায় গোস্বামীরা পরাজয় মানে॥
বিনা বিচারে পরাজয় স্বীকারে, রূপনারায়ণ।
তমোগুণে মত্ত, গোস্বাঞিরে ভীত কন॥
শুনি জীব গোস্বামী তাঁর পরিচয় নিল।
সাতদিন ব্যাপি বিচার, রূপ পরাজিত হৈল॥
পরাজিত রূপনারায়ণ জীব গোস্বামীর পায়।
ধরি বলে জ্ঞান পাইল তোমার কৃপায়॥
জীব গোস্বামী সহ পণ্ডিত রূপনারায়ণ।
রূপ সনাতন গোস্বামী স্থানে করিলা গমন॥

প্রণাম করিয়া বহু দৈন্য বিনয় কৈল।
কৃপা করি অপরাধ ক্ষমি মাথে চরণ দিল ॥
রূপনারায়ণের প্রশংসা রূপ সনাতন করিল।
গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিতে রূপনারায়ণের ইচ্ছা হৈল ॥
দৈববাণী, রূপ সনাতনের প্রতি আদেশ হয়।
আদেশ পাঞা রূপ সনাতন তাঁরে হরিনাম কয় ॥
নরোত্তম হইতে রূপনারায়ণ।
কৃষ্ণ দীক্ষা লইতে আকাশ বাণী কন ॥
ভক্ত পণ্ডিত রূপনারায়ণে নারায়ণ প্রবেশিল।
গোস্বামিদ্বয় তাঁরে রূপনারায়ণ আখ্যা দিল ॥
রূপচন্দ্রের নাম হৈল রূপনারায়ণ।
গোস্বামিদ্বয় করে তাঁহে শক্তি সঞ্চারণ ॥
জীব গোস্বামী নিকটে ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন।
বৃন্দাবন বাসীর কৃপা পাঞা নীলাচল গমন ॥
মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান শুনি হৈল দুঃখ।
স্বপ্নে মহাপ্রভু দেখি পাইলেন সুখ ॥
নরসিংহ রায় সহ মিলনের কথা।
শুনি রূপনারায়ণের আনন্দ সর্ব্বথা ॥
পণ্ডিত গোস্বামী আদি নীলাচলবাসী।
তা সভার কৃপালাভ করি, রূপনারায়ণ হৈল খুসী ॥
রূপনারায়ণে স্বরূপ গোসাঞি শক্তি সঞ্চারিলা।
সাধন ভজন তত্ত্ব তাঁরে উপদেশ কৈলা ॥
কিছুদিন ভ্রমি রূপনারায়ণ গৌড়ে আসিল।
নিত্যানন্দের অন্তর্দ্ধান শুনি খেদ কৈল ॥

স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দের পাইলা দর্শন।
কিছু দিন পরে শুনে অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গোপন ॥
খেদ কৈল, স্বপ্নে অদ্বৈত দর্শন।
গঙ্গা ঘাটে নরসিংহ রায় সহ মিলন ॥
নরসিংহ রূপনারায়ণ লঞা গৃহে গেল।
শুনি বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজবাড়ী আইল ॥
রূপনারায়ণ সহ বিচারে পণ্ডিতগণের পরাজয়।
রূপনারায়ণের পাণ্ডিত্য প্রশংসায় দেশ ব্যপ্ত হয় ॥
রাজা নরসিংহের রূপনারায়ণকে মন্ত্রিত্ব স্বীকার।
রূপনারায়ণ হৈতে যোগ শিক্ষা করি মুঞি গ্রন্থকার ॥
মুঞি নিত্যানন্দ দাস তাঁর বিবরণ।
লিখিল গ্রন্থ মাঝে করিয়া যতন ॥
নরসিংহ সভায় একদিন আসি পণ্ডিতগণ।
বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার ছলে নরোত্তমের নিন্দা কন ॥
নরোত্তমের ব্রাহ্মণ শিষ্য শাক্তের প্রভাব যায়।
নরসিংহ রূপনারায়ণের পরামর্শ হয় ॥
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
পণ্ডিতগণ লঞা করে খেতরি গমন ॥
কুমরপুরে বিশ্রাম, নরোত্তমের শ্রুতি।
বিচার করিতে পণ্ডিত সহ নরসিংহের আগতি ॥
রামচন্দ্র, গোবিন্দ, গঙ্গানারায়ণ।
হরিরাম, রামকৃষ্ণ আদি কথোজন ॥

দোকানদার সাজি কুমরপুরে বাজার মিলায়।
সংস্কৃত আলাপ, বিচার, পড়ুয়া ও পণ্ডিতের পরাজয়॥
পণ্ডিতগণের পলায়ন ইচ্ছা দেখি রূপ-নারায়ণ।
করিলেন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন॥
দোকানদার নরসিংহে জিনিষ দান কৈল।
পণ্ডিতগণ রাত্রিযোগে স্বপন দেখিল॥
ভগবতী কহে পণ্ডিতগণ প্রতি।
সাধন করি নরোত্তমের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি॥
দীক্ষা লইতে উপদেশ পাঞা খেতরি গমন।
বিগ্রহ দর্শন নরোত্তম হৈতে সবে দীক্ষিত হন॥
রূপনারায়ণ পণ্ডিত নরসিংহ রায়।
পত্নীসহ নরোত্তম হৈতে দীক্ষা পায়॥
বলরাম পূজারী, আর রূপনারায়ণ পূজারী।
নরোত্তম হৈতে দীক্ষা, বাস হয় খেতরি॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহোৎসব মনোলোভা।
মহান্তের আগমন তৃতীয় দিনে বৈষ্ণব সভা॥
শ্রীনিবাসের ভাগবত পাঠ, বীরভদ্রের বক্তৃতা।
বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণের কথা॥
অসম্প্রদায় মন্ত্রের সাধনে অসিদ্ধতা।
অবৈষ্ণবোপদিষ্ট বিষ্ণু-মন্ত্রীর নিরয় গামিতা॥
অবৈষ্ণব উপদিষ্টের আবার দীক্ষার বিধান।
বৈষ্ণব মাহাত্ম্য কিছু করিনু বর্ণন॥
কৃষ্ণ মন্ত্রী সর্ব্বজাতি সাধন করিলে।
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে ইহা শাস্ত্রে বলে॥
ইহা লিখিল, নরোত্তম যজ্ঞোপবীত দর্শন।
দেখি পাষণ্ডীর গণ মাটী হঞা যান॥
নরোত্তমের প্রশংসা নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
নরসিংহের খোল বাদ্য গায় রূপনারায়ণে॥
ভাবে বিভোর বীরভদ্র রূপনারায়ণে।
আলিঙ্গিয়া কৈলা "গোস্বামী" উপাধি প্রদানে॥
মদনমোহন কারণে বৃন্দাবনে রাধা মূর্ত্তি।
পাঠাইলা শ্রীজাহ্নবা মনে পাইয়া স্ফূর্ত্তি॥
রামাই অন্ধের নয়ন দান খণ্ডের সঙ্কীর্ত্তনে।
কিছু বিস্তারিয়া তাহা করিয়াছি বর্ণনে॥
কাঁদড়াবাসী জয়গোপাল দাস দুর্ভাগী।
গুরু প্রসাদ লঙ্ঘনে বীরভদ্রের ত্যাগী॥
প্রভু বীরভদ্র নীলাচল গমন করয়।
গোপীবল্লভপুরে শ্যামাই সহ সাক্ষাৎ হয়॥
তথি হৈতে খড়দহে গিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করি।
অম্বিকা, শান্তিপুর, খণ্ড, কাঁটোয়া, তেলিয়া বুধরি॥
খেতরী হঞা বৃন্দাবন দেখি একচাকা ভ্রমণ।
খেতরি, যাজিগ্রাম, খণ্ড, কাঁটোয়া হঞা খড়দহে গমন॥
ঊনবিংশ বিলাসের সূচী করিনু বর্ণন।
বিংশ বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

বিংশ বিলাস।

রামচন্দ্র, শ্যামানন্দ, আর নরোত্তম।
আর শ্রীনিবাসের কৈনু শাখার বর্ণন॥
শ্যামানন্দ, নরোত্তম, আর শ্রীনিবাস।
ইহা সবাকার স্বরূপ করিনু প্রকাশ॥

বিংশবিলাস পূর্ণ করি নিজ পরিচয়।
দিনু রোগগ্রস্ত ভাবি জীবনের সংশয়॥
রোগ মুক্ত হঞা আর চারি বিলাস রচিল।
একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ হইল॥
বিংশতি বিলাসের সূচী করিনু বর্ণন।
একবিংশ বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ॥

একবিংশ বিলাস।

বারেন্দ্র মৈত্র বিশ্বেশ্বর আচার্য্য।
রাঢ়ী চট্ট ভগীরথ আচার্য্য॥
উভয়ের সখিতা হয় গাঢ়তর।
উভয়ের পত্নীরও সখী ভাব বিস্তর॥
বিশ্বেশ্বরের পুত্রের মাধব নাম।
মাধবের শৈশব কালে মাতার অন্তর্দ্ধান॥
মৃত্যুকালে ভগিরথের পত্নীরে আনিয়া।
তাঁহার হাতে মাধবেরে সমর্পিয়া॥
পরলোক চলি গেল ইহলোক ছাড়ি।
পত্নীশোকে বিশ্বেশ্বর না লয় ঘরবাড়ী॥
ভগীরথে নিজপুত্রে করিয়া প্রদানে।
গৃহছাড়ি বিশ্বেশ্বর যায় তীর্থ পর্য্যটনে॥
ভগীরথের পুত্র শ্রীনাথ শ্রীপতি হয়।
তৃতীয় পুত্ররূপে মাধবে পালয়॥
পড়িয়া মাধব হয় পণ্ডিতপ্রখর।
শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি ভক্তি গাঢ়তর॥
নিত্যানন্দের গঙ্গাকন্যা মাধব বিভা করে।
বারেন্দ্রে জন্মিয়াও রাঢ়া হয় পরে॥
ভগীরথ পুত্ররূপে গ্রহণ করায়।
আরও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়॥
চট্টত্ব লাভ করি চট্টের কুলীন হইল।
বঙ্গীয় চট্ট বলি খ্যাতি লাভ কৈল॥
উনিশে সূত্র, একুশে বিস্তার করিনু বর্ণন।
চব্বিশ বিলাসে বংশাবলীর কথন।
নদিয়ার রাজপুত্র জগাই মাধাই দুইজন।
বর্ণিল তাঁহার বিশেষ বিবরণ॥
একবিংশ বিলাসের সূচী বর্ণন করিল।
দ্বাবিংশ বিলাসের সূচী আরম্ভিল॥

দ্বাবিংশ বিলাস।

অম্বষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত, আর বাসুদেব দত্ত।
উভয়ের বিবরণ গ্রন্থে হইল প্রদত্ত॥
বাসুদেব দত্তের মহিমা অপার।
জীবের লাগিয়া চায় নরক ভুগিবার॥
চট্টগ্রামী দুই ভ্রাতা প্রভুর প্রিয় ভক্ত।
দোঁহার স্বরূপ লিখি দুঁহে প্রভুতে অনুরক্ত॥
চট্টগ্রাম চক্রশালার জমীদার।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নাম যাঁর।
অন্তরে বিরক্ত, বাহে বিষয়ীর লক্ষণ।
নবদ্বীপে তাঁর এক আছয়ে ভবন॥
তাঁর পত্নীর কথা, উভয়ের স্বরূপ বিবৃতি।
চট্টগ্রাম বেলেটী গ্রামে মাধবের বসতি॥
পুণ্ডরীক মাধবের একত্র অধ্যয়ন।
মাধব মিশ্রের আর উপাধি আচার্য্য হন॥
মাধব তাঁর পত্নীর স্বরূপ বর্ণন করি।
চট্টগ্রাম হৈতে মাধব নবদ্বীপে কৈল বাড়ী॥
গদাধর পণ্ডিতের নবদ্বীপে জন্ম।
মহাপ্রভু গদাইর একত্র অধ্যয়ন।
মাধব পুণ্ডরীক মহাপ্রভুর শাখা হয়।
পুণ্ডরীকে নদিয়ার প্রভু আকর্ষয়॥

মুকুন্দ দ্বারে গদাইর পুণ্ডরীক সহ পরিচয়।
পুণ্ডরীকের বিষয়িভাবে গদাইর সংশয়॥
গদাইর মনের ভাব বুঝিয়া মুকুন্দ।
ভাগবতের শ্লোক পড়ি পাইলা আনন্দ॥
পুণ্ডরীকের ভক্তির ভাব প্রকাশ পাইল।
গদাধরের সংশয় দূর অপরাধ মনে কৈল॥
পুণ্ডরীক হৈতে গদাধর দীক্ষিত হন।
গদাইর গোপীনাথের সেবা প্রকাশন॥
প্রভু শ্লোক লিখে গদাই পণ্ডিতের গীতায়।
গদাধর মহাপ্রভুর বাকোবাক্য হয়॥
গদাইর বড় বাণীনাথ, তার জগন্নাথ নামও কয়।
তাঁর পুত্র নয়ন মিশ্র গদাই হৈতে দীক্ষা লয়॥
গদাই, নয়নে গোপীনাথের সেবা অর্পণ করি।
হৈলা অন্তর্দ্ধান, নয়ন ভরতপুরে করে বাড়ী॥
চতুর্ব্বিংশে গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
তাঁর বংশাবলী লিখিনু মনে প্রীতি পাই॥
বরেন্দ্র হৈতে বিলাস আচার্য্য ভাদুড়ী।
চিত্রসেন রাজার সভা-পণ্ডিত হঞা চট্টগ্রামে করে বাড়ী॥
তাঁর পুত্র মাধব মিশ্রের বিবরণ।
বাণীনাথ গদাধর তাঁর পুত্র হন॥
চতুর্ব্বিংশে এই সব বিবরণ লিখিল।
এই দ্বাবিংশের সূচী, এবে ত্রয়োবিংশের সূচী প্রকটিল॥

ত্রয়োবিংশ বিলাস।

ত্রয়োবিংশ বিলাসের সূচী শুন শ্রোতাগণ।
ঈশ্বর পুরী কেশব ভারতীর বিবরণ॥
শ্রীবাসের পূর্ব্ব-বিবরণ কহিনু বিস্তৃতি।
কুমারহট্টে নবদ্বীপে শ্রীবাসের অবস্থিতি॥
শ্রীবাসের ভবনে মহাপ্রভুর অভিষেক।
ভাবাবেশ বাহ্য প্রভু শ্রীবাসে কহিলেক॥
চাপড় মারি প্রাণ রাখি যদি থাকে মনে।
বিস্তারিয়া কহ তাহা সবা বিদ্যমানে॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের যৌবনাবস্থা বর্ণন।
স্বপ্নযোগে পরম পুরুষ দরশন॥
এক বৎসর পরমায়ুর কথা শ্রুতি।
কৃষ্ণ আরাধনার উপদেশ প্রাপ্তি॥
হরিনাম সাধন তাঁর মৃত্যু দিনে।
ভাগবত শ্রবণ দেবানন্দ স্থানে॥
মৃত্যু উপস্থিত, অলিন্দ হইতে পতন।
পরম পুরুষের চাপড়ে পরমায়ু পান॥
প্রভুর উক্তি নারায়ণীর বিবৃতি।
এক বৎসর কালে মাতা পিতার গুপ্তি॥
নারায়ণীর চারি বৎসর যখন হইল।
মহাপ্রভুর কৃপা-উচ্ছিষ্ট পাইল॥
কুমারহট্টবাসী বৈকুণ্ঠ বিপ্রের সহিত।
নারায়ণীর বিবাহ হঞাছে বর্ণিত॥
নারায়ণীর গর্ভাবস্থায় বৈকুণ্ঠদাস মরে।
নারায়ণী বিধবা হঞা শ্রীবাসের ঘরে॥
বাস করে, বৃন্দাবনের জন্ম তথি।
বৃন্দাবন-দাসের মানগাছিতে স্থিতি॥
বৃন্দাবনের অধ্যয়ন, পাণ্ডিত্য লাভ কৈল।
নিতাই চৈতন্যাদ্বৈতের অন্তর্দ্ধান বর্ণিল॥

পরে দেন্নুড় গ্রামে বৃন্দাবনের অবস্থিতি।
চৈতন্য-ভাগবত রচিলেন তথি॥
রূপ সনাতন, বল্লভ, জীব গোস্বামী।
তাঁ সবার বিবরণ লিখিলাঙ আমি॥
গোস্বামিগণের পিতার নৈহাটিতে স্থিতি।
যবন ভয়ে বঙ্গে চন্দ্রদ্বীপেতে বসতি॥
চন্দ্রদ্বীপ হৈতে বল্লভ, রূপ, সনাতন।
রামকেলি গ্রামে আসি করিল ভবন॥
প্রভু বৃন্দাবন যাইতে রামকেলি আইলা।
রূপসনাতনে কৃপা করি কানাইর নাট-
শালায় গেলা॥
মহাপ্রভু আর না গেলা বৃন্দাবন।
তথি হৈতে নীলাচল করিলা গমন॥
রাত্রে নিদ্রায় রূপ গোসাঞিরে কীটে
দংশিল।
রূপের বসন দিয়া পত্নী আলো জ্বালাইল॥
রূপ তৎ-পত্নীর হৈল কথোপকথন।
রূপের বিবেক, গৃহ ত্যাগ হইল তখন॥
রূপ সঙ্কেত পত্র সনাতনকে পাঠাইলা।
চিন্তি সনাতন পত্রের মর্ম্ম উঘারিলা॥
সনাতনের বিবেক, বন্ধি, মুক্ত, গৃহ ত্যাগ।
পথশ্রান্ত, ভূমি শয়ন, বৃদ্ধার উপদেশ লাভ॥
বৃদ্ধার উপদেশে সনাতনের পূর্ব্ব সংস্কার
ত্যাগ।
প্রয়াগে রূপের শিক্ষা, সনাতনের কাশীতে
শিক্ষা লাভ॥
মহাপ্রভুর দুঁহে শক্তি-সঞ্চারণ।
প্রভুর কৃপায় দোঁহার বৃন্দাবন গমন॥
দামোদর চৌবে, মদনগোপালের কথা।
মদনমোহন নাম ঠাকুরের বর্ণিত সর্ব্বথা॥

চৌবে পুত্র সহ ঠাকুরের খেলা।
ঠাকুর আনিতে স্বপ্নে সনাতনে বলা॥
সনাতনের মদনমোহন আনয়ন।
সেবাপ্রকাশ, মহাজনের নৌকা ঠেকন॥
মহাজন মন্দির করি দিতে মানসিক কৈল।
নৌকা চলিল, লাভ হৈল, মন্দির করি দিল॥
জীবের জন্ম, অধ্যয়ন, পাণ্ডিত্য লাভ করি।
মাতার নিকট বেশ ধারণ বৃন্দাবন যায় চলি॥
রূপ নিকটে দীক্ষা, ষট-সন্দর্ভ কৈল।
প্রথম দিগ্বিজয়ীকে জয়, দ্বিতীয়ে পরাজিল॥
জীবের তমোগুণ দেখি রূপ জীবে ত্যাগ
করে।
গুরু-ত্যাগী হঞা জীব প্রবেশে বনান্তরে॥
বনমধ্যে করিলেন সর্ব্ব সম্বাদিনী।
অতি উৎকৃষ্ট দর্শন বিখ্যাত অবনী॥
সনাতন সহ জীবের সাক্ষাৎ হইল।
ক্ষীণাবস্থা দেখি অবস্থা সকল জানিল॥
জীবের প্রতি সনাতনের দয়া হৈল অতি।
বাক কৌশলে রূপের দয়া করায় জীবের
প্রতি॥
রূপের কৃপায় জীবের অপরাধ ভঞ্জন।
পরে ক্রমসন্দর্ভাদি গ্রন্থ প্রণয়ন॥
ত্রয়োবিংশ বিলাসের স্থচী করিনু বর্ণন।
চতুর্ব্বিংশ বিলাসের স্থচী শুন শ্রোতাগণ॥

চতুর্ব্বিংশ বিলাস।

বলরাম সদাশিব মহাবিষ্ণু-তত্ত্ব।
ইহা লিখিনু আমি করিয়া বেকত ॥
সদাশিবের তপস্যা কৃষ্ণ সাক্ষাৎ কার।
কৃষ্ণ-সদাশিব সংবাদ কথা সদাশিব-অদ্বৈত হইবার ॥

শ্রীহট্টে লাউরদেশে দিব্যসিংহ রাজা।
কুবের আচার্য্যকে নিয়া করিলেন পূজা ॥
কুবের আচার্য্য দিব্যসিংহের বিবরণ।
বিজয়পুরীর কথা করিনু বর্ণন ॥
কুবেরের ছয় পুত্র, চারি পুত্রের অদর্শন।
দুই পুত্রের তীর্থ পর্য্যটনে গমন ॥

পুত্রশোকে নাভাদেবী সদাই অস্থির।
নাভাদেবী সহ কুবের আইলা শান্তিপুর ॥
নাভাদেবীর গর্ত্ত কুবেরের নরগ্রাম গমন।
দিব্যসিংহ রাজার সহিত কথোপকথন ॥
মাঘী পূর্ণিমায় অদ্বৈতের জন্ম।
নামকরণ, অন্নাশন, বিদ্যারম্ভ ॥
রাজপুত্র সহ পড়াশুনা খেলা করে।
রাজপুত্রের উপহাস, অদ্বৈত হুঙ্কারে ॥
রাজপুত্রের মূর্চ্ছা, অদ্বৈতের পলায়ন।
শুনি রাজার আগমন, খেদ, কুবেরের আগমন ॥

পলায়িত অদ্বৈতকে খুঁজিয়া আনিল।
অদ্বৈত কৃপায় রাজপুত্র চেতন পাইল ॥
অদ্বৈতের যজ্ঞোপবীত কালী-মন্দিরে গতি।
কালীকে প্রণাম না করাতে কুবের ভৎর্সে অতি ॥

কুবেরের ভৎর্সনায় অদ্বৈতের কালীকে প্রণাম।
মূর্ত্তি ফাটিল, কালিকা কৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
অদ্বৈতের কার্য্য দেখি সকলের বিস্ময়।
অদ্বৈত দিব্যসিংহের কথোপকথন হয় ॥
অদ্বৈত আদেশে দিব্যসিংহ রাজা।
কালী বিষ্ণু-মূর্ত্তি স্থাপিল করিবারে পূজা ॥
অদ্বৈত শান্তিপুরে করিলা গমন।
ফুলিয়ার শান্তাচার্য্য নিকট অধ্যয়ন ॥
সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, বেদ, পুরাণ।
আগম, দর্শন, যোগ বশিষ্টাদি নাম ॥
মাতা পিতাকে শান্তিপুরে আনয়ন।
শান্তাচার্য্যের নিকট ভাগবত পঠন ॥
আচার্য্য উপাধি লাভ, পাঠ কালের আশ্চর্য্য ঘটন।
সর্পব্যাপ্ত বিল হৈতে পদ্ম আনয়ন ॥
স্থলের ন্যায় জল পথে হাটিয়া চলিল।
দেখিয়া সকল লোক আশ্চর্য্য মানিল ॥
অদ্বৈতের মাতা পিতার অন্তর্দ্ধান হৈল।
গয়ায় পিণ্ডদান করি অদ্বৈত তীর্থে গেল ॥
মাধবেন্দ্রপুরী সহ মিলন হইল।
তাঁর স্থানে ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন কৈল ॥
মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈত সংবাদ।
কাশীতে বিজয়পুরীর সহিত সাক্ষাৎ ॥
অদ্বৈত বৃন্দাবন গিয়া পরিক্রমা করে।
স্বপ্নযোগে ভগবান দেখা দিলা তাঁরে ॥
মদনমোহনের কথা অদ্বৈতের মদনমোহন প্রাপ্তি।
অভিষেক অদ্বৈতের পরিক্রমায় গতি ॥

ম্লেচ্ছগণের আগমন দেখি মদনমোহন।
গোপাল হইয়া পুষ্প তলে পলায়ন॥
ম্লেচ্ছের মূর্ত্তি অপহরণ লোক মুখে শুনি।
ঘরে আসি ঠাকুর না দেখি অদ্বৈত চক্ষে পানি॥
উপবাসী অদ্বৈতের রাত্রে স্বপ্ন সন্দর্শন।
ঠাকুর প্রাপ্তি, আনন্দ, ভোগ নিবেদন॥
যমুনাতীরে অদ্বৈতের পূজকের প্রতি।
ঠাকুর প্রাপ্তির জ্ঞাপন, পূজারীর মন্দিরে আগতি॥
মদনমোহনের মদনগোপাল নামে খ্যাতি।
স্বপ্নে অদ্বৈতেরে ঠাকুরের চৌবের মাহাত্ম্য বিবৃতি॥
চৌবের নিকটে যাইতে ইচ্ছা, চৌবেরে দিতে আদেশিল।
অদ্বৈতের দুঃখ, বিশাখার চিত্রপট মূর্ত্তির কথা কৈল॥
তাঁরে শান্তিপুর নিয়া মদনগোপাল নামে।
অভিষেক করিতে আজ্ঞা প্রদানে॥
ইহা কহি ভগবান অন্তর্দ্ধান কৈল।
চৌবের আগমন, চৌবে অদ্বৈত সংবাদ বর্ণিল॥
চৌবের মদনমোহন লইয়া গমন।
অদ্বৈতের চিত্রপট মূর্ত্তির প্রাপণ॥
সেই মূর্ত্তি লঞা অদ্বৈত শান্তিপুরে গেল।
মদনগোপাল নামে অভিষেক করিল॥
সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি অদ্বৈত মহাশয়।
অতিশয় ভক্তি ভাবে সর্ব্বদা পূজয়॥
শান্তিপুরে মাধবেন্দ্রপুরীর আগমন।
মাধবেন্দ্র স্থানে অদ্বৈত দীক্ষিত হন॥
মাধবেন্দ্র মলয় চন্দন আনিতে দক্ষিণে চলিল।
চন্দন লঞা রেমুণাতে আগমন কৈল॥
শ্রীগোপীনাথের ক্ষীরভোগের কথা।
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নাম হইল যথা॥
তা বর্ণন, গোপীনাথে চন্দন অর্পণ।
পুরীর বৃন্দাবন গমন অন্তর্দ্ধান বর্ণন॥
দিব্যসিংহ রাজার শান্তিপুরেতে আগতি।
অদ্বৈত প্রভু স্থানে দীক্ষা কৃষ্ণদাস নাম প্রাপ্তি॥
কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে গমন করিল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হৈল॥
কাশীশ্বর গোস্বামী সহ সখ্য অতিশয়।
বৃন্দাবনবাসী বলি সকলে ঘোষয়॥
দিগ্বিজয়ী বড় শ্যামদাস আচার্য্য শান্তিপুরে।
আসি হৈল অদ্বৈত সহ পরাজয় বিচারে॥
অদ্বৈত স্থানে দীক্ষা, ভাগবত অধ্যয়ন।
ভাগবত আচার্য্য নামে খ্যাত হন॥
পণ্ডিত শ্রীনাথ আচার্য্য চক্রবর্ত্তী।
অদ্বৈত স্থানে দীক্ষা, ভাগবত অধ্যয়ন, সুকীর্ত্তি॥
কুমারহট্টে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ স্থাপন।
চৈতন্যমত মঞ্জুষা ভাগবতের টীকা রচন॥
কবি কর্ণপুরের গুরু ইহোঁ হয়।
ব্রহ্মহরিদাসের বিবরণ বর্ণয়॥
হরিদাসের ব্রাহ্মণ বংশেতে উৎপত্তি।
যবনান্ন দোষে তাঁর যবনত্ব প্রাপ্তি॥
মলয়া কাজির কথা হরিদাসের শান্তিপুর গমন।
অদ্বৈত স্থানে দীক্ষা, ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন॥

তিন লক্ষ হরিনাম ব্রহ্মহরিদাস।
প্রতিদিন করে জপ নিয়ম প্রকাশ॥
শান্তিপুরে যদুনন্দন পণ্ডিতের আগমন।
হরিদাস সহ বিচারে পরাজিত হন॥
অদ্বৈত স্থানে যদুনন্দন দীক্ষিত হইল।
শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন কৈল॥
সেই যদুনন্দনের মহিমা অপার।
রঘুনাথ দাস গোস্বামী শিষ্য হৈল তাঁর॥
হরিদাসে শ্রাদ্ধ-পাত্র অদ্বৈত ভুঞ্জাইল।
সমাজে নিন্দাবাদ তাঁর বিস্তর হইল॥
অদ্বৈত আজ্ঞায় হরিদাসের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
অগ্নি হরণ কৈল, হৈল লোকের মনে ত্রাস॥
সবে মিলি অদ্বৈতের নিকটেতে যায়।
অদ্বৈত আদেশে সবে হরিদাসে পায়॥
অগ্নি দান করি হরিদাসের ফুলিয়ায় গমন।
হরিদাস হৈতে রামদাস দীক্ষা লন॥
ফুলিয়া-বাসিগণ বহু বৈষ্ণব হয়।
ফুলিয়ায় হরিদাস গমন করয়॥
মহারণ্যে নাম গায় তপ আচরিল।
নাম শুনি সর্প ব্যাঘ্র মুক্ত হঞা গেল॥
শান্তিপুর গিয়া হরিদাস নির্জ্জনে তপ করয়।
শ্রাদ্ধ-পাত্র ভোজন লঞা সমাজে দলাদলী হয়॥
অদ্বৈতের নিন্দা, হরিদাসের পৈতা প্রদর্শন।
অদ্বৈত-বিপক্ষ-বিপ্রগণের হরিদাসকে আনয়ন॥
মহর্ষি জ্ঞানে তাঁরে নিয়া এক পংক্তিতে খায়।
অদ্বৈতের আগমন, হরিদাসের পরিচয় পায়॥

হরিদাসের তেজ, তাঁর তপস্যা দেখিয়া।
মূঢ় হৈল বিপ্রগণ অদ্বৈত কাছে গিয়া॥
অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা, অদ্বৈতের কৃপা হয়।
হরিদাসের নবদ্বীপ গমন, কাজি অবরোধ করয়॥
বন্ধি করি বন্ধিশালে করিল অর্পণ।
বন্ধিশালে হরিদাস করে সঙ্কীর্ত্তন॥
কাজি, ক্রোধে হরিদাসে ছালায় বাঁধিয়া।
গঙ্গার মাঝে তাঁরে দিল ফেলাইয়া॥
কতদিন পরে জালোয়ার জালে ছালা উঠিল
ধন জ্ঞানে কাজির নিকটে তাহা দিল॥
ছালা কাটি যোগাসনে দেখি হরিদাসে।
জপিতেছে নাম, কাজির মনে হৈল ত্রাসে॥
জল মধ্যে ডুবি তাঁর না হৈল মরণ।
করযোড়ে চায় অপরাধের মার্জ্জন॥
তারে ক্ষমি হরিদাস বেণাপোলে যায়।
তথি তপস্যা করে উদ্ধারে বেশ্যায়॥
কাজির প্রেরিত বেশ্যা পরমা সুন্দরী।
হরিদাসের ধর্ম্ম নাশিতে আইলা কাজির আজ্ঞা ধরি॥
বেশ্যার অকৃত-কার্য্যতা, তার পাপক্ষয়।
হরিদাসের কৃপায় বেশ্যা হরিনাম লয়॥
বেশ্যা উদ্ধারি হরিদাসের তীর্থ পর্য্যটন।
হরিদাসের স্বরূপ করিয়ে বর্ণন॥
গোবৎস হরণ পাপে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা।
পিতৃ শাপে ঋচীক মুনির পুত্র ব্রহ্মা॥
বৈষ্ণবাপরাধে ভাগবত প্রহ্লাদ।
তিনে মিলি হরিদাস মহাভাগ॥
বর্ণন করিনু এই সব বিবরণ।
অদ্বৈতের বিবাহ করিনু বর্ণন॥

সপ্ত গ্রামের নিকটে নারায়ণপুর গ্রাম।
তথি বসি নৃসিংহ ভাদুড়ী নাম॥
তাঁর কন্যাদ্বয় শ্রী সীতাদেবী যেঁহ।
ফুলিয়া গ্রামে অদ্বৈতের সহিত বিবাহ॥
বড় শ্যামদাস আচার্য্য দ্বারে বিবাহ ঘটন।
হিরণ্য গোবর্দ্ধনের ব্যয় নির্ব্বাহণ॥
পাগস্পর্শ দিনে অন্ন পরিবেশে যখন।
হাওয়াতে ঘোমটা উড়িল তখন॥
দুই হাতে থালা, ঘোমটা দিতে নাহি পারে।
আর দুই হাত প্রকাশি ঘোমটা টানে শিরোপরে॥
সভার চতুর্ভুজা দর্শন, বিবাহের পরে।
নদীয়া হৈতে অদ্বৈত টোল আনে শান্তিপুরে॥
শান্তিপুরে টোল করি পড়ায় ছাত্রগণ।
অদ্বৈত স্থানে শ্রী সীতার দীক্ষা বর্ণন॥
সীতাদেবীর গর্ব্ভে পঞ্চ পুত্র জনমিল।
শ্রীদেবীর গর্ব্ভে এক পুত্র হৈল।
পুত্র স্নেহে ছোট শ্যামদাসে সীতা স্তন খাওয়ায়।
সীতা ছোট শ্যামদাসে চতুর্ভুজা রূপ দেখায়॥
সীতার দাসী জঙ্গলী নন্দিনীর কথা।
জঙ্গলীর তপ মাহাত্ম্য, রাজার উদ্ধার সর্ব্বথা॥
ঈশান অদ্বৈতের বাকোবাক্য হয়।
অদ্বৈত হুঙ্কারে সপার্ষদে কৃষ্ণ নদীয়ায়॥
আগমন বর্ণন, ভক্তি-বাদ প্রচার।
অদ্বৈত অতি মহাপ্রভুর গুরুভক্তি আর॥
অদ্বৈতের দুঃখ, অদ্বৈত ভক্তির বিরুদ্ধে।
যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করে হঞা ক্রুদ্ধে॥

অদ্বৈতের জ্ঞানবাদ ব্যাখ্যা শুনিয়া।
শান্তিপুরে যান ক্রোধে নিত্যানন্দ লঞা॥
অদ্বৈতেরে দণ্ড করি কৃপা ত করিল।
জ্ঞানবাদীরে ভক্তিবাদী করিতে আদেশিল।
সকল শিষ্যে অদ্বৈত ভক্তিবাদ প্রচারে।
জ্ঞানবাদ ছাড়ি সবে ভক্তিবাদ ধরে॥
আগল পাগল, আর কামদেব, নাগর।
না লইল ভক্তিবাদ, আর যে শঙ্কর॥
গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিল চারিজন॥
তা সবারে অদ্বৈত করিল বর্জ্জন॥
গুরুত্যাগী হঞা তাঁরা নানা দেশে গেল।
চতুর্থ বিলাসে তাহার উদ্দেশ কহিল॥
উনিশে মাধব আচার্য্যের কতক বিবরণ কৈল।
চব্বিশে অবশেষে বর্ণিতে পুনরুক্তি করিল॥
বৃদ্ধ বয়সে মোর ভুল অনুক্ষণ।
সব কথা সব সময় না হয় স্মরণ॥
তে কারণেতে পুনরুক্তি দোষ রয়।
উনিশে বর্ণিলে পরে যাহা স্মরণ হয়॥
চব্বিশেতে বিস্তারিয়া তাহা বর্ণন কৈল।
শ্রীহট্ট হৈতে দুর্গাদাস নদীয়া আসিল॥
তাঁর পুত্র সনাতন পরাশর কালিদাস।
কালিদাসের পুত্র মাধবদাস॥
প্রভু মুখে হরিনাম মাধবের শ্রবণ।
ঔদাস্য, নৈদা হৈতে কুলিয়ার গমন॥
অদ্বৈতের স্থানে করে পড়াশুনা।
কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থ করয়ে রচনা॥
শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুকে সমর্পণ।
অদ্বৈতের স্থানে মাধবের দীক্ষা বর্ণন॥

মাধবের কবিবল্লভ আচার্য্য নামে খ্যাতি।
সন্ন্যাসী হৈতে অভিলাষ মাধবের অতি॥
বৃন্দাবন যাইবারে নীলাচল হৈতে।
গৌড়ে আসিয়া প্রভু হয় উপনীতে॥
পানিহাটী,কুমারহট্ট,আর কুলীন গ্রাম।
শান্তিপুর হঞা প্রভুর কুলিয়ায় বিশ্রাম॥
তথি সাতদিন মাধব আচার্য্য গৃহে স্থিতি।
তথি হৈতে নৈদা হঞা রামকেলিতে গতি॥
রূপসনাতন সহ সাক্ষাৎ, কানাইর নাটশালা।
তথি হৈতে ফিরিলা প্রভু বৃন্দাবন না গেলা॥
নীলাচল হঞা প্রভু ঝারিখণ্ড পথে।
বৃন্দাবন গেলা প্রভু পাইলা শুনিতে॥
বিবাহ না করি মাধব গৃহত্যাগ কৈল।
বৃন্দাবনে গিয়া সন্ন্যাসী হইল॥
পরমানন্দপুরী স্থানে সন্ন্যাস গ্রহণ।
রূপসনাতন স্থানে ভজন শিক্ষণ॥
পুত্র শোকে মাধবের মাতা প্রাণ ত্যাগ করে।
তাহা শুনিয়া মাধব আইলা শান্তিপুরে॥
খেতরি হইয়া বৃন্দাবনেতে গমন।
মহাপ্রভুর বংশাবলী করিনু বর্ণন॥
মধু মিশ্রের কৈল চারি পুত্রের নাম।
উপেন্দ্র মিশ্রের সপ্ত পুত্রের আখ্যান॥
শ্রীহট্ট হৈতে জগন্নাথ নদীয়ায় কৈল বাড়ী।
শ্রীহট্টিয়া চন্দ্রশেখরের নদীয়াতে পুরী॥
সেই চন্দ্রশেখর আচার্য্য রত্ন বিবরণ।
শ্রীহট্টিয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর বর্ণন॥
নীলাম্বর বেলপুকুরিয়া বাড়ী কৈল।
দুই পুত্র,দুই কন্যা তাঁহার হইল॥

শচী সহ বিবাহ জগন্নাথের হয়।
চন্দ্রশেখর সর্ব্বজয়ায় বিবাহ করয়॥
বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের সংক্ষেপ বিবরণ।
সপ্তম বিলাসে করিনু বর্ণন॥
চব্বিশ বিলাসে বর্ণিনু বিস্তার।
বিশ্বরূপ আর নিত্যানন্দ সমাচার॥
বিশ্বরূপের জন্ম, অদ্বৈত স্থানে পড়াশুনা।
দীক্ষা, সন্ন্যাস, ঈশ্বরপুরী স্থানে আছে জানা॥
রত্নগর্ভাচার্য্য পুত্র নাম লোকনাথ।
বিশ্বরূপ দক্ষিণ দেশে তাঁরে নিয়া সাথ॥
সন্ন্যাস করিল, নাম শঙ্করারণ্যপুরী।
মাতুল ভাই লোকনাথ পণ্ডিত শিষ্য হৈল তারি॥
ঈশ্বরপুরী সহ বিশ্বরূপের মিলন।
বিশ্বরূপের স্বতেজ ঈশ্বরপুরীতে স্থাপন॥
সেই তেজ নিত্যানন্দে স্থাপন করিতে।
বলিয়া বিশ্বরূপ হৈলা অন্তর্হিতে॥
হাড়া ওঝার বিবরণ, পুত্রগণের আখ্যান।
গার্হস্থ্যাশ্রমে নিত্যানন্দ চিদানন্দ আর নাম॥
গৃহাশ্রমে নিত্যানন্দ নাম শ্রুত।
সন্ন্যাসাশ্রমে নাম নিত্যানন্দ অবধূত॥
নিত্যানন্দের কথা, ঈশ্বরপুরীকে বলরাম।
নিত্যানন্দে দীক্ষা সন্ন্যাস দিতে আদেশ প্রদান॥
স্বপ্নে বলাই ইহা কহি অন্তর্দ্ধান কৈল।
ঈশ্বরপুরী একচাকা গ্রামেতে চলিল॥
অতিথি হইল হাড়া ওঝা ঘরে।
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে ভিক্ষা কৈরে॥

নত্যানন্দে দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাসী করিল।
বিশ্বরূপের তেজ নিত্যানন্দে সংস্থাপিল॥
নিত্যানন্দ অবধূত সন্ন্যাসী হন।
ঈশ্বরপুরী নিত্যানন্দের কথোপকথন॥
ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রে খোজিতে লাগিল।
নিত্যানন্দ সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমিতে চলিল॥
মাধবেন্দ্র ঈশ্বরপুরীর হৈল সম্মিলন।
নিতাইর মাধবেন্দ্র ঈশ্বরপুরীকে মিলন॥
নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রে গুরু ভাবে দেখে।
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে বন্ধু ভাব রাখে॥
কিছুদিন একত্র থাকি সবে চলি গেলা।
ভ্রমিয়া নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে আইলা॥
ঈশ্বরপুরীর সহিত হইল মিলন।
ঈশ্বরপুরীর স্থানে নিতাইর কৃষ্ণের পুছন॥
ঈশ্বরপুরী বোলে কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়ি।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ গৌরাঙ্গ নাম ধরি॥
নিত্যানন্দ নবদ্বীপে করিল গমন।
মহাপ্রভুর সহ হইল মিলন॥
যাহা অবশেষ ছিল ভুলে সপ্তমে না লিখি।
স্মরণ হওয়ায় তাহা চব্বিশেতে রাখি॥
তে কারণে পুনরুক্তি দোষ হৈল আমার।
বৃদ্ধ বয়স মোর ভুল অনিবার॥
মহাপ্রভুর প্রথম বার বৃন্দাবন গমন।
সে সময়ে পদ্মাবতী নরোত্তমের আকর্ষণ॥
তাহা বর্ণিত হয় অষ্টম বিলাসে।
প্রথম আকৃষ্ট নরো প্রভুর বঙ্গদেশ বিলাসে॥
নৈদা হৈতে মহাপ্রভুর বঙ্গদেশ আগমন।
পদ্মাতীরে বিদ্যার বিলাস, নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

পদ্মাতীরে সঙ্কীর্ত্তনে নরোত্তমে আকর্ষয়।
পিতৃ জন্ম স্থান দেখিতে প্রভু শ্রীহট্টে
রওনা হয়॥
ফরিদপুর হঞা বিক্রমপুরে নূরপুরে গমন।
সুবর্ণগ্রাম হঞা এগার সিন্দুরে আগত হন॥
তথি হৈতে বেতাল হঞা ভিটাদিয়া আইলা।
লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর বাড়ী আতিথ্য করিলা॥
বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী মহোত্তম।
মহাপ্রভুর সহিত তাঁর কথোপকথম॥
প্রভুর নিকটে লক্ষ্মীনাথ পুত্র বর চায়।
প্রভু হৈতে বর লাভ রূপনারায়ণ পুত্র
পায়॥
সংক্ষেপে রূপ-নারায়ণ চরিত্র উনিশে।
বর্ণন করিয়াছি মনের উল্লাসে॥
লক্ষ্মীনাথের পরিচয়, পদ্মগর্ভাচার্য্য বিবরণ।
পুরুষোত্তম আচার্য্যের বিবরণ বর্ণন॥
পদ্মগর্ভ নদিয়ায় যে বিবাহ করয়।
সেই পত্নীতে পুরুষোত্তম আচার্য্য জন্ম লয়॥
পদ্মগর্ভ ভিটাদিয়া আসি যে বিবাহ করয়।
সেই পত্নীতে লক্ষ্মীনাথ আদির জন্ম হয়॥
উপনিষদের দ্বৈত ভাষ্য, পৈঙ্গী রহস্য ব্রাহ্মণ
ভাষ্য।
পদ্মগর্ভ লিখে গীতা, আর ক্রম দীপিকার
টীকা সরহস্য॥
সেই পদ্মগর্ভ পুত্র লক্ষ্মীনাথের আগ্রহে।
মহাপ্রভু কথোদিন তাঁর ঘরে রহে॥
তথি হৈতে মহাপ্রভু শ্রীহট্টে চলি গেল।
পিতামহী পিতামহ সহ সাক্ষাৎ করিল॥
ক্ষণকালে প্রভুর চণ্ডী লিখি সমাপন।
দেখি পিতামহের হয় আশ্চর্য্য জ্ঞান॥

পিতামহী প্রভুকে মিষ্ট কাঠাল খাওয়াইল।
পিতামহী পিতামহে স্বপ্ন দর্শন, প্রভুর কৃপা হৈল॥
শ্রীহট্ট হৈতে পদ্মাতীরে প্রভুর আগমন।
বিস্তার বিলাস, আর নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
বহির্ম্মুখগণ যত চৈতন্য না মানে।
সেই সব পাপীর কথা করিনু বর্ণনে॥
শৃগাল বাসুদেব, কপীন্দ্রী বিষ্ণুদাস।
চূড়াধারী মাধব পূজারীর বিবরণ প্রকাশ॥(১)
নিত্যানন্দ বিয়ে করিতে ইচ্ছা কৈল।
পণ্ডিত কৃষ্ণদাস হোড় তাহা ঘটাইল॥
সূর্য্যদাসে কন্যা বিভার প্রস্তাব করে দত্ত উদ্ধারণ।
সূর্য্যদাসের ক্রোধ, রাত্রে স্বপ্ন দর্শন॥
সূর্য্যদাস নিতাইর নিকটে আসিল।
স্বপ্ন কহি নিতাই নিয়া শালিগ্রামে গেল॥
দেখে সর্পাঘাতে মৃতা কন্যা বসুধা নাম।
নিত্যানন্দ কৃপায় পাইলেন প্রাণ॥
বিধিমতে বসুধারে করিলা গ্রহণ।
যৌতুকে নিত্যানন্দ জাহ্নবারে লন॥
নিত্যানন্দের দুই বিবাহ বর্ণিল।
বিপ্রকুলে সূর্য্যদাস সম্মান পাইল॥
সন্ন্যাসীর দার পরিগ্রহে নিষিদ্ধ প্রমাণ।
আর বান্তাশী দোষের বিবরণ॥
নিতাইর দোষের প্রতিবিধান বীরভদ্রী দোষ॥
খড়দহে বাস করে নিতাই পাইয়া সন্তোষ॥

অভিরামের প্রণামে নিত্যানন্দ বংশ।
লোপ, শেষে জন্মে গঙ্গা, বীর, ঐশ অংশ॥
অভিরামের প্রণামে তারা নাহি মরে।
দেখি অভিরাম ভাসে আনন্দ সাগরে॥
গঙ্গাবল্লভ মাধব আচার্য্য বিবরণ।
সূত্ররূপে উনিশে করিনু বর্ণন॥
একবিংশ বিলাসে কিছু বিস্তারিল।
অবশেষ অংশ চব্বিশ বিলাসে রাখিল॥
বৃদ্ধ বয়েস মোর ভুল অনুক্ষণ।
সব কথা সব সময় না হয় স্মরণ॥
তে কারণে পুনরুক্তি দোষ হৈল।
স্মৃতি মাত্র বিবরণ অন্য অধ্যায়ে লিখিল॥
নন্যাপুর-বাসী ভগীরথ আচার্য্য বিবরণ।
গঙ্গাবল্লভ মাধবের বংশাবলীর কথন॥
গঙ্গাবল্লভ মাধব আচার্য্যের বিবাহ বর্ণিল।
গুরু-কন্যা বিবাহে নিষেধ প্রমাণাবলী দিল॥
দেবীবর মাধবেরে খড়দহ মেলে।
কুলীন করিল অতি কুতূহলে॥
তাঁর পুত্রগণের দশরথ ঘটকী মেলে গতি।
দশরথ ঘটকী মেলে কুলীনত্ব প্রাপ্তি॥
মাধবের স্বরূপ, বীরভদ্র দীক্ষা।
গ্রহণ করিতে যায়, শান্তিপুরে করি নৌকা॥
অদ্বৈত স্থানে মন্ত্র লৈতে মনেতে করিয়া।
শান্তিপুর চলিয়াছে মাতারে না কৈয়া॥
বাদ্য ভাণ্ড শুনি মাতা কারণ জানিলা।
বীর ফিরাইতে অভিরামে পাঠাইলা॥
ডাকিয়া ফিরাইতে নারে, বংশী নিক্ষেপিল।
নৌকা ভাঙ্গি গেল, লোক তীরেতে উঠিল॥
বীরভদ্রে অভিরামে কথোপকথন।
জাহ্নবার নিকটে বীর করিল গমন॥

(১) চূড়াধারী মাধব শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

জাহ্নবারে চতুর্ভূজা বীরচন্দ্র দেখি।
মাতার নিকট দীক্ষা নিলা হঞা বড় সুখী॥
পাৎসাহ নিকটে বীরের গমন।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাথর প্রাপ্ত হন॥
তা দিয়া শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি গড়াইল।
অচ্যুত গোস্বামী দ্বারে অভিষেক করাইল॥
স্বামীবনে নন্দদোলাল, বল্লভপুরে।
বল্লভজী হৈল অবশিষ্ট সেই পাথরে॥
ঝামটপুর-বাসী যদুনন্দনের কন্যা।
শ্রীমতী আর নারায়ণী রূপে ধন্যা॥
দুই কন্যা বীরচন্দ্র বিবাহ করিল।
তিন পুত্র, এক কন্যা বীরভদ্রের হৈল॥
দেবীবরের বৃত্তান্ত, মেল বন্ধনের কথা।
যোগেশ্বরের মাসীর অন্ন ত্যাগ, মাসীর খেদ গাঁথা॥
দেবিবরের তপস্যা, বর প্রাপ্তি হয়।
দোষ অনুসারে করে কুলীন নির্ণয়॥
ধাঁধা নাঁধা বীরভদ্রী মুলুকজুরী।
এই সব প্রধান দোষের বর্ণন করি॥
অভিমানী দেবীর গুরুর নিস্কুল করণ।
গুরুর অভিশাপ, বীরভদ্রের নিকটে গমন॥
বৈষ্ণব মাহাত্ম্য দেবী শ্রবণ করিল।
বীরভদ্র হৈতে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিল॥
নিত্যানন্দ বংশাবলী, অদ্বৈত বংশাবলী।
আর গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির বংশাবলী॥
তিন বংশাবলী লিখি হঞা কুতূহলী।
গদাইর বংশের লিখি কিছু বিবরণাবলী॥
চট্টগ্রামের রাজা নাম চিত্রসেন।
বরেন্দ্র বানীয়াটী হৈতে বিলাসাচার্য্যকে নেন॥
সভাপণ্ডিত করিয়া তাঁহারে রাখিল।
চট্টগ্রাম বেলেটী গ্রামে বাড়ী ঘর করিল॥
তাঁর পুত্র মাধব আচার্য্য মহামতি।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সহ অতি প্রীতি॥
মাধবের এক পুত্র চট্টগ্রামে হয়।
জগন্নাথ আর বাণীনাথ তাঁর নাম রাখয়॥
চট্টগ্রাম হইতে মাধব মিশ্র মহাশয়।
নবদ্বীপে আসিয়া করিল আলয়॥
নদিয়া আসি মাধবের এক পুত্র হৈল।
গৌরাঙ্গ-সখা গদাধর নাম রাখিল॥
গদাধরের ভ্রাতুস্পুত্র নয়ন মিশ্র হয়।
প্রসঙ্গে তাঁর কথা কিছু বর্ণন করয়॥
দ্বাবিংশ বিলাসে বিস্তর বর্ণিল।
চব্বিশে অবশিষ্ট বর্ণি পুনরুক্তি কৈল॥
বৃদ্ধ বয়স মোর ভুল অনুক্ষণ।
সব কথা সব সময় না হয় স্মরণ॥
তে কারণে পুনরুক্তি দোষ হৈল।
স্মৃতিমাত্র বিবরণ অন্য অধ্যায়ে বর্ণিল॥
রাঢ়ী আর বারেন্দ্রের কহিনু বিবরণ।
সেই প্রসঙ্গে আদিশূর রাজার বর্ণন॥
রাঢ় বরেন্দ্র দেশ করিনু নির্ণয়।
অপুত্রক রাজা পুত্র লাভ চিন্তয়॥
পঞ্চ কৌশিক দ্বারে পুত্রেষ্টি যাগ কৈল।
তাহাতে কিছুমাত্র ফল না জন্মিল॥
কনোজ হৈতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ করে আনয়ন॥
তাঁর সঙ্গে ক্ষত্র আসে ভৃত্য পঞ্চজন॥
রাজা না দেখিয়া কনোজ ব্রাহ্মণ পঞ্চ জন।
শুষ্ক কাষ্ঠে আশীর্ব্বাদ করয়ে স্থাপন॥
স্থাপন করা মাত্র কাষ্ঠ জীবিত হইল।
রাজা আসি তাঁ সবার চরণ পূজিল॥

ব্রাহ্মণ পঞ্চক রাজা রাণীকে চান্দ্রায়ণ ব্রত।
করাইয়া পুত্রেষ্টি যাগ করে বিধি মত॥
যাগ ফলে রাজার পুত্র কন্যা হৈল।
কনোজ ব্রাহ্মণ পঞ্চক দেশে চলি গেল॥
জ্ঞাতিগণ তাঁ সবারে করিল বর্জ্জন।
স্ত্রী পুত্রাদি সহ গৌড়ে আগমন॥
গঙ্গাতীরে পঞ্চ গ্রাম পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাইল।
পঞ্চ ঋষির অধস্তন বংশ বর্ণন করিল॥
পঞ্চ ঋষির পুত্রগণের রাঢ় বারেন্দ্রে বাস।
রাঢ়ী বারেন্দ্র সপ্ত শতী বল্লালের প্রকাশ॥
রাঢ়ী বারেন্দ্র সপ্ত শতী বল্লাল বিভাগ করে।
বল্লালের-সভা পণ্ডিতের নাম লিখি হর্ষভরে॥
ব্রাহ্মণের গুণানুসারে বল্লাল মহাভাগ।
কুলীন, শ্রোত্রিয়, কষ্ট-শ্রোত্রিয়, কৈল তিন বিভাগ॥
বল্লাল সময়ে কুলীন শ্রোত্রিয়ে আদান প্রদান হৈত।
কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের সংশ্রবে কেহ নাহি যাইত॥
বহুদিন রাঢ়ী বারেন্দ্রে এই নিয়ম বিদ্যমান।
পরে এই নিয়মের হৈল তিরোধান॥
কুলীনে কুলীনে সম্বন্ধ উত্তম।
কুলীনে শ্রোত্রিয়ে সম্বন্ধ মধ্যম॥
কষ্ট-শ্রোত্রিয়ে কুলীনে সম্বন্ধ না হৈত।
সম্বন্ধ করিলে কুলীনের কৌলীন্য যাইত॥
কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের মধ্যে কুলীন হইত গণন।
শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়ে কষ্ট-শ্রোত্রিয়ে সমন্ধ চলন॥
তাহাতে শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের না গেল সম্মান।
শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিয়া কষ্ট-শ্রোত্রিয় মান পান॥

ইহা ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল।
উদয়ন আচার্য্য নূতন নিয়ম বর্ত্তাইল॥
পরিবর্ত্ত আর করণ বারেন্দ্রে বিধিবদ্ধ।
শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান কুলীনের নিষিদ্ধ॥
দেবীবর বাধা পরিবর্ত্ত রাঢ়ীতে করিল।
তাহাতে সর্ব্বদ্বারি বিলোপ হইল॥
সেই পরিবর্ত্ত নিয়মে কুলীনের কন্যা।
শ্রোত্রিয়ে দিতে নিষেধ হইল গণ্যা॥
বাঁধা ঘর ছাড়া কন্যা দিতে ও নিষেধ কৈল।
তাহাতে কুলীন-কন্যার গর্ভজাত কন্যার বিয়ে না হৈল॥
কুলীন কন্যা শ্রোত্রিয় যে অবধি না পাইল।
কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে লাগিল॥
রাঢ়ী বারেন্দ্রের হৈল বিবাদ বর্ণন।
রাঢ়ীতে অষ্ট, বারেন্দ্রে অষ্ট গ্রামী কৌলীন্য পান॥
রাঢ়ী বারেন্দ্র কুলীনগণের নামাবলী।
বর্ণন করিনু দুই শ্রেণীর কুলীনের বংশাবলী॥
রাঢ়ী বারেন্দ্রের সিদ্ধ-সাধ্য শ্রোত্রিয় বর্ণন।
রাঢ়ী বারেন্দ্রের কষ্ট-শ্রোত্রিয় কথন॥
রাঢ়ীর বংশজ,বারেন্দ্রের কাপের বিবরণ।
বিশেষ করিয়া তাহা করিনু বর্ণন॥
তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ রায়।
তাঁর কিছু বিবরণ লিখিয়ে হেথায়॥
কাপের দৌরাত্ম্য,কুলীনের কুলক্ষয়।
কাপের সম্মান দিয়া রাজা কুলীনের কুল রাখয়

উদয়ন ভাদুড়ী, মধু মৈত্রেয় বিবৃতি।
কাপ বিবরণে তাহা লিখিলাম কতি॥
কংসনারায়ণ রাজার নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন।
একাবর্ত্ত আর কুশে কৌলীন্য সংস্থাপন॥
কুশময় করণ হৈল প্রচলন রাজার।
বার ভূঞার এক ভূঞা ক্ষমতা অসীম যার॥
রাঢ়ীর ছয়ত্রিশ মেল করিনু বর্ণন।
বারেন্দ্রের আট পটী কৈনু নিরূপণ॥
রাঢ়ীর পরিবর্ত্তের বিশেষ বিবরণ।
পাল্টী প্রকৃতি সপর্য্যায়ের অর্থ কথন॥
আর বর, আর্ত্তি, ক্ষেম্য, উচিত।
আর লভ্য, এই সকলের অর্থ বর্ণিত॥
উদয়ন কৃত পরিবর্ত্ত ও করণের বিশেষ বিবরণ।
কংশনারায়ণ কৃত একাবর্ত্ত ও করণ বর্ণন॥
দায়ের করণের বিশেষ বিবৃতি।
করণ ছাড়া কন্যা নিতে কুলীনের নিষেধ প্রাপ্তি॥
করণ হৈলে কন্যা যদি সেই বরে বিয়ে না করে।
কিম্বা সেই বর যদি দৈবে মরে॥
করণে কন্যা অন্য পূর্ব্বা "ঢেম্‌নী" নাম।
তার আর বিবাহের নাহিক বিধান॥
কাপের দায়ের করণ অন্য করণ নাই।
"কুশছাড়ানী" কন্যার বিবরণ জানাই॥
"নিবান্ধবা" কন্যা কুলীনে লইতে নারে।
করণ ছাড়া নিবান্ধবা কন্যা কাপে লইতে পারে॥
নিবান্ধবা কন্যা শ্রোত্রিয়েও বিহিত।
শ্রোত্রিয়ের ফোঁটার বিবরণ বিবৃত॥

স্বগোত্রে করণ নিষিদ্ধ, করণের অধিকারী নির্ণয়।
"পোকরা" দোষ, শুগিদ কুলীনের কথা রয়॥
কুলজ করণ, "ভাই করা" দোষের বর্ণন।
"অবাধ্যতা" দোষ, আর উপকারের করণ॥
ছয় শ্রোত্রিয় দোষ, কুলীন যৈছে কাপ হয়।
তাহার বিবৃতি, কাপের কুশ বিভাগ কয়॥
"গর্ত্ত শূড়া" দোষ কাপ-কুলীনের শ্রোত্রিয়ত্ব যৈছে।
তাহার বিবৃতি, আর "শ্রোত্রিয়ান্ত" দোষ কৈছে॥
কাপ-কুলীন শ্রোত্রিয় হঞা কুলীনে কন্যা দিবে।
কুশময় করণ কারীদ্বয়ের দায়ের করণ না হবে॥
দায়ের করণে আছে কুশ-ভাঙ্গার ব্যবস্থা।
শ্রোত্রিয়ের নীচ পটী হৈতে উচ্চ পটীতে যাবার কথা॥
গ্রন্থ মাঝে রাঢ়ী বারেন্দ্রের বিবরণ।
শ্রীগুরুর আজ্ঞাই বর্ণিবার কারণ॥
বৃদ্ধ বয়স মোর ভুল অনুক্ষণ।
সব কথা সব সময় না হয় স্মরণ॥
এক জনার কথা লিখিতে আরম্ভিল।
যাহা মনে হয় এক অধ্যায়ে লিখিল॥
কিছু দিন পরে তার অন্য বিবরণ।
স্মরণ হওয়ায় অন্য অধ্যায়ে করিনু স্থাপন॥
এই কারণে বহু পুনরুক্তি দোষ হয়।
রোগগ্রস্থ তনু বলি শোধিতে না রয়॥
ভুল ভ্রান্তি হস্ত কম্প কাতর সর্ব্বক্ষণ।
শোধিয়া লিখিতে গ্রন্থ নারিল তে কারণ॥

পুনরুক্তি আদি দোষ দেখানু সূচীতে।
ওহে শ্রোতাগণ কিছু না ভাবিহ চিতে॥
শোধিয়া লহ গ্রন্থ শ্রোতা মহাশয়।
অপরাধ ক্ষম মোর করিয়ে বিনয়॥
গোবিন্দ রামচন্দ্র নরোত্তমের পত্র।
আর শ্রীনিবাস আচার্য্যের পত্র॥
আর শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র চতুষ্টয়।
অৰ্দ্ধ বিলাসে লিখিলাম আনন্দ হৃদয়॥
সূচীতে এক প্রকার গ্রন্থের সূত্রের বর্ণন।
করিনু শ্রোতার সহজ বুঝিবার কারণ॥
বৃদ্ধ বয়সে গ্রন্থ রচিলাঙ আমি।
শ্রীগুরুর চরণ কৃপায় পূর্ণ ইহা জানি॥
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম সম্বল আমার।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদে কোটী নমস্কার॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পাদ দ্বন্দ্বে আশ
প্রেম বিলাসে অৰ্দ্ধ বিলাস কহে নিত্যানন্দ
দাস॥

ইতি প্রেমবিলাসে পত্রিকা ও সূচী
বর্ণন-নাম অৰ্দ্ধ বিলাস।

শ্রীচৈতন্য প্রসাদেন, পক্ষদ্বিতিথি সম্মিতে।
শাকে প্রেম-বিলাসোঽয়ং, ফাল্গুনে পূর্ণতাং
গতঃ॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

হরিভক্তিবিলাসে দশম বিলাসে বৈষ্ণবশাস্ত্র মাহাত্ম্য।

—‡—

বৈষ্ণবাণিচ শাস্ত্রাণি, যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
ধন্যাস্তে মানবালোকে, তেষাং কৃষ্ণঃ
প্রসীদতি॥ ইতি

স্কন্দে

বৈষ্ণবাণিচ শাস্ত্রাণি যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহেনরাঃ।
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তা, ভবন্তি সর্ব্ববন্দিতাঃ॥
সর্ব্বস্বেনাপি বিপ্রেন্দ্র, কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্র সংগ্রহঃ॥
তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শাস্ত্রং, লিখিতং যস্যমন্দিরে।
তত্র নারায়ণো দেবঃ, স্বয়ং বসতি নারদ॥

তত্রৈব

মমশাস্ত্রাণি যে নিত্যং পূজয়ন্তি পঠন্তি চ।
ইত্যাদি।

অর্থ

শ্রীবৈষ্ণব শাস্ত্র শ্রবণ করে যেই জন।
সদা পাঠ-করে আর যে করে পূজন॥
সমস্ত পাপ হইতে সেইজন মুক্ত।
সকল লোকের পূজ্য আর হয় কৃষ্ণভক্ত॥
শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি হন সুপ্রসন্ন।
ইহলোকে পরলোকে ধন্য সেইজন॥
সর্ব্বস্ব দ্বারাও শ্রীবৈষ্ণব শাস্ত্র যত।
সংগ্রহ করিবেন বৈষ্ণবগণ সাধ্যমত॥
যার ঘরে শ্রীবৈষ্ণব শাস্ত্র বিদ্যমান।
স্বয়ং লক্ষ্মী নারায়ণ তার গৃহে অধিষ্ঠান॥
ধনধান্যে পরিপূর্ণ তার গৃহ থাকে।
সে জন সর্ব্বদা সুখী না পরে বিপাকে॥

শুদ্ধি পত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	কোনভাগ	পংক্তি
সংসা	সংসার	১	দক্ষিণ	৮
অদ্বৈত	অদ্বৈত	৩	বাম	১৭
দশনে	দর্শনে	৪	বা	১০
কবিবারে	করিবারে	৬	বা	১১
প্রভু আজ্ঞা	প্রভুর আজ্ঞা	২০	বা	১২
হৈল আগমন	আগমন হৈল	২১	দ	১০
হৈব	হৈল	২২	বা	৩১
প্রবাণ	প্রবীণ	২৩	বা	৮
দিবাশেষে	দিবাশেষ	২৫	দ	৯
আনন্দ	আরতি	২৫	দ	১০
সরূপাখ্যান	স্বরূপাখ্যান	২৫	দ	১৫
পুত্রের	পুত্রে	২৬	বা	১৩
শাত্র	শীঘ্র	২৭	বা	১৯
বীরচন্দ্রে	বীরচন্দ্র	২৭	দ	২
করিল	করিব	২৭	দ	১৪
শ্রীবাসের	শ্রীনিবাসের	২৮	বা	৫
কর শিয়া	কর আসিয়া	২৮	বা	১৪
যাই	যায়	৩০	বা	১৩
গোসাঞির পর	গোসাঞির পদ	৩১	দ	২৫
নর্বসিদ্ধি	সর্বাসিদ্ধি	৩৭	বা	১৯
ভাঙ্গা	ভেঙ্গো	৩৮	দ	১৯
মুখে নাবারায়	মুখে নাহি রায়	৪০	বা	৩
করিয়া	করিল	৪০	বা	২০
সিদ্ধিভক্ত	সিদ্ধভক্ত	৪২	দ	৫
লালা	লীলা	৪৩	বা	১৭
যে মুখে	যে মুখে	৪৪	দ	১৫
রঙ্গে	সঙ্গে রঙ্গে	৪৪	দ	১৯
সঙ্কেতে	সঙ্কেত	৪৫	বা	২
ধীর সমীরণ	ধীর সমীর	৪৫	ব	১২

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	কোন ভাগ	পংক্তি
প্রাত	প্রীত	৪৬	বা	১৭
বায় নাম	যাঁর নাম	৪৬	দ	৯
সেই স্থানে	যেই স্থানে	৪৭	বা	৬
ভাব	ভাবে	৪৭	বা	১৫
কোথাহ বা পায়	কোথাহ না পায়	৪৭	দ	৫
নিন্দ্যানন্দের	নিত্যানন্দের	৪৯	বা	৫
জন সব	জল সব	৫১	দ	১১
পড়িয়া	পাড়িয়া	৫৫	বা	২৪
নরোত্তমেব	নরোত্তম	৫৬	বা	[illegible]
বালক	বালকে	৫৬	বা	২৬
হৃদয়	হৃদয়ে	৫৭	দ	৫
রাখিবা	রাখিলা	৫৭	দ	৩০
যাবে	যাব	৫৮	বা	৮
অবধি বাকি আছে	অবধি বা কিবা আছে	৬৩	দ	৯
ছয়দণ্ড রাত্রি	তিনদণ্ড রাত্রি	৬৬	বা	১১
ভাবাশ্রম	ভাবাশ্রয়	৬৯	দ	১৯
কেহ কেহ	কেহ কহে	৬৯	দ	২৩
কারণ	করণ	৭০	বা	১৯
নিজমন	নিজগণ	৭০	দ	২২
কুঞ্জ	কুঞ্জে	৭২	দ	১৫
বাহ	বাহে	৭৩	বা	১১
ভগ্যে	ভাগ্যে	৭৩	দ	২০
ইহা কি নয়	ইহা কিছু নয়	৭৪	দ	২৮
আনন্দিতে	আনন্দেতে	৭৪	দ	১৪
ভাসিল	ভাসিব	৭৫	বা	১৩
আবেশ	অবশ	৭৫	বা	২৫
অতি বিরক্ত	অতিরিক্ত	[illegible]	বা	৫
[illegible] লাজ	নবীন লতা	[illegible]	দ	২৪
যাব	যবে	৭৭	বা	১৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	কোন ভাগ	পংক্তি
কোহো	কেহো	৭৮	বা	১৩
গোপীজন কুলে	সদেগাপ কুলে	৮১	বা	১১
নাড়াদেউ	নাড়াজোল (পাঠান্তর)	৮১	বা	২২
দুঃখিনী	দুঃখী	৮২	দ	২১
রোপণ	রোদন	৮৩	দ	২৮
আম্বুয়া	অম্বুয়া	৮৪	দ	২৩
ভক্তিবান্	ভক্তিমান্	৮৫	দ	১
কহে	কহি	৮৬	বা	১০
সজীগণ	সখীগণ	৮৬	দ	৩০
হইলা	হইয়া	৮৮	বা	১
প্রাণে পাইব	প্রাণ পাইব	৮৯	দ	২২
প্রাণের বাহিরে	প্রাণ রহিব	৮৯	দ	২৬
কহিয়াছে	কহিয়াছি	৯১	বা	১৯
কহিবে	কহিব	৯১	বা	২১
হৈল	হৈলে	৯৪	দ	২০
অলিয়া	আলয়	৯৫	দ	২
বর্ণ বেশময় এই	বর্ণ বয়স বেশ এই	৯৬	বা	৭
রামচন্দ্র অপূর্ব্ব এক	রামচন্দ্র অপূর্ব্বক	১০৩	বা	৫
প্রেমময়	প্রেমের	১০৩	দ	২৩
সহার	সহায়	১০৫	দ	১৬
কবাসে	কিবা সে	১০৬	বা	৩০
লিখি	লিখে	১০৭	বা	৩০
বালব	বলিব	১০৯	বা	৫
সামগ্রা	সামগ্রী	১০৯	দ	১৩
আমি লিখি	আমি লিখি	১১১	বা	৬
াতঃ কালে	প্রাতঃকালে	১১৬	দ	১
অব্রাহ্মণ করি জন্ম	ব্রাহ্মণ করি জন্ম	১১৬	দ	[illegible]
নির্মজন	নির্মহন (আরতি)	১১৬	দ	১৭

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	কোন ভাগ	পংক্তি
লাভে	লাভ	১১৯	দ	২০
আচার্য্য	আচার্য্যে	১২৮	দ	২২
ভক্তিবাদ	ভক্তিবাধ	১২৯	দ	১৩
খলৎ খলৎ,	স্খলৎ স্খলৎ	১৩১	দ	৭
দেখয়ে	দেখিয়ে	১৩৩	দ	১০
মনে মনে	মানে মনে	১৩৮	বা	৪
আনন্দ গৃহে	আচার্য্য গৃহে	১৩৯	দ	৮
সংগুণ	শতগুণ	১৪১	বা	৪
একদিনে	এতদিনে	১৪৩	বা	২৩
তুইজন	দুইজন	১৪৩	দ	২১
হরিনাম	হরিরাম	১৫৪	দ	১৯
অনুষঙ্গী	আনুষঙ্গী	১৫৫	বা	৩
পাপা	পাপী	১৫৯	দ	২৮
আহিদি ফরমান	আহিদি ফরমান	১৬৭	বা	২৯
হৈল কত	হৈত কত	১৭৫	দ	১৫
গৌড়েতে	গৌড়কে	১৭৭	বা	১
না হয়	না হবে	১৭৭	বা	২৬
আচার্য্যে	আচার্য্য	১৭৮	বা	২৪
পৃথি	পৃথ্বী	১৮৩	বা	২২
কষ্ণ	কৃষ্ণ	১৮৩	দ	১৮
মহাপ্রভু	মহাপ্রভুর	১৮৪	বা	১
উজ্জল	উজ্জ্বল	১৮৬	দ	১৫
প্রণতঃ	প্রণত	১৯২	বা	১৭
লিখিব	লিখিল	১৯৩	বা	৯
মহোদয়ের	মহাশয়ের	১৯৩	দ	২৩
ঠকুর	ঠাকুর	১৯৫	দ	৯
বৈষ্ণবো	বৈষ্ণবং	১৯৬	দ	২৯
সেমন্ত্র	সেতমন্ত্র	১৯৭	বা	৮
অতঃ কালো	অতঃ কলৌ	১৯৭	বা	১৬

[illegible]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	কোন ভাগ	পংক্তি
অবৈষ্ণবোপদিষ্টৈনা	অবৈষ্ণবোপদিষ্টৈন	১৯৭	দ	৬
মহীপালঃ	মহীপাল	১৯৭	দ	২৭
ব্রহ্মা	ব্রহ্ম	১৯৮	দ	৭
লীলাস্থানে	লীলাস্থান	২০১	দ	২২
খণ্ডাইয়া	খণ্ড কৈয়া	২০২	দ	৩০
ফুলঝিব	ফুলঝি	২০৪	দ	৪
অতিপায়	অতিশয়	২০৬	দ	৬
পবিকীর্ত্তিত	পবিকীর্ত্তিতঃ	২০৭	দ	৯
বামদাস বাব	বামচন্দ্র বাব	২০৯	বা	১
আসিলা	আনিলা	২১০	বা	১৫
স্তায় পঞ্চানন	স্তার পঞ্চানন	২১০	বা	২৪
চট্টগ্রামদেশ	চট্টগ্রামদেশে	২১৬	দ	৮
কুলু দিনে	কুহু দিনে	২১৭	দ	২০
গদাধর	গদাধবেব	২১৭	দ	২৮
গোসাঞি	গোসাঞিব	২১৯	দ	১৪
আশ্চার্য্য	আশ্চর্য্য	২২০	দ	১৮
হেরের্ণাম	হরেনাম	২২১	দ	১
নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব	নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব	২২১	দ	২
মাতামহ	মাতাসহ	২২২	বা	২৬
শুনিলা	শুনিল	২২৮	বা	১৯
কুবের পণ্ডিত	কুবের কুবের পণ্ডিত	২২৮	বা	২৩
নিত্য	নৃত্য	২২৮	দ	২৫
প্রভাতে	প্রভাত	২৩০	দ	২৭
ডাকিল	কান্দিল	২৩১	বা	১৬
ব্যাথা	ব্যথা	২৩১	দ	২৭
মন্ত্রদীক্ষা	মন্ত্রে দীক্ষা	২৩২	দ	৭
অন্যদেশ	আদেশে	২৩২	দ	২৩
তোমার অনুগ্রহে কৃষ্ণ মোদেরে করিলে।	তোমার অনুগ্রহি কৃষ্ণ মোদেরে করিল।	২৩৭	দ	৪